ভারতীয়-পৌরাণিক।

বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ,
তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত জীবন চরিত
বিষয়ক বিস্তৃত অভিধান।

—————:০:—————

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

—————:০:—————

২য় খণ্ড।

210/3/2 Cornwallis St. Calcutta.

২১০।৩।২ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৪১ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

বিষমসমরবিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংশ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীলশ্রীযুত মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্যবাহাদুরের
শ্রীশ্রী করকমলে

মহারাজ,

আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ দান, সদাচার ও সদনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা আপনাদের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। আপনি অত্যল্পকালের মধ্যেই নানা সদ্গুণের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই সাহসেই আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। বঙ্গজননীর দীন সেবকের এই অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। যৌবনের পূর্ণ উদ্যমের সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। এক এক সময়ে মনে করিয়াছি বুঝি ব্রত উদ্‌যাপন আর এ জীবনে হইল না। ভগবানের অপার কৃপায় সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া আজ পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণঃ।

ও ভদ্র, ইহাঁরা দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৩) কলিতে বেদ, বামন, দণ্ড, সৌবল প্রভৃতি রাজা ছিলেন। বরা-৬৮। (৪) মহর্ষি আয়োদ-ধৌম্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি সর্ব্ব-বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। মহাভা-আদি-৩।

বেদকর্ত্তা—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫।

বেদকৌণ্ডিল্য—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

বেদদশ—সামগ জৈমিনী মুনির পুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্তর পুত্র সত্বান। অথর্ব্ববিদ্ সুমন্ত স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে নিজ সংহিতা অধ্যয়ন করান। তিনিও পথ্য ও বেদদশকে তাহা শিক্ষা দেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মেদোষ এবং পিপ্পলায়নি ইহারা বেদদর্শের শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭। বেদস্পর্শ, দেবদর্শ ও পথ্য দেখ।

বেদদীধিতি—অপ্সরী পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে প্রিয়ব্রত-তনয় অগ্নীধ্রের কেতুমাল, নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। তাহা-দের মধ্যে কেতুমাল মেরুর কন্যা বেদদীধিতিকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২।

বেদদূষক—জনৈক দানব। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

বেদনা—(১) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা। হিংসার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও নিঋ্ঋতি নামে কন্যা জন্মে। এই নিঋ্ঋতির গর্ভে অনৃতের ঔরসে নরক ও ভয় নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামক দুই কন্যা জন্মে। ইহারা পরস্পর মিথুন ভাবাপন্ন। (২) নরক হইতে বেদনা দুঃখ নামক পুত্রকে প্রসব করেন। মার্ক-৫০। বায়ু ১০। (৩) বিষ্ণুপুরাণে নিঋ্ঋতি স্থানে নিকৃতি নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-১ম-৭। পদ্ম-সৃ-৩। অগ্নি-২০। কূর্ম্ম-পূ-৮।

বেদনিধি—(১) বেদনিধি নামক এক ব্রাহ্মণতনয় নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও কুক্রিয়াসক্ত হইয়াও শিবের ব্রত সম্পাদন ও শিবরাত্রিতে জাগরণ করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন এবং মরণান্তে কলিঙ্গ দেশের অধি-পতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৭৫। (২) জনৈক ঋষি। তাঁহার পুত্র অগ্নিপ। অগ্নিপ দেখ। পদ্ম-উত্ত-১২৮। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। (৩) ভরদ্বাজ-নন্দন বেদ-নিধি কুশস্থলী গ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিধিমত মহালয়শ্রাদ্ধ না করায় বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৬।

বেদনিন্দক—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃ-১৩।

বেদপাণি—ব্রহ্মার এক নাম। পদ্ম-সৃ-৭।

দেবপ্রিয়—অবন্তীনগরী নিবাসী এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। তাঁহার দেব-

প্রিয়, প্রিয়মেধ, সুবৃত ও সুব্রত নামে চারি পুত্র ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৬। দেবপ্রিয় দেখ।

বেদবতী—(১) আঙ্গিরসের কন্যা বেদবতী অতিশয় সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিলে তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পরে মিথিলাতে জনকের অযোনিজা কন্যা হইয়া রাবণের বধের হেতু হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (২) বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজের বেদবাক্য হইতে উদ্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা। কুশধ্বজ বিষ্ণুকে জামাতা করিবার বাসনা করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভ দৈত্য তাঁহাকে বধ করেন। বেদবতী তখন নারায়ণকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। রাবণ সেই তপস্যা-নিরত কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করেন। তাহাতে মনোদুঃখে বেদবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং পরজন্মে জনকনন্দিনী সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণ বধের হেতু হন। রামা-উত্ত-১৭। দেবীভা-৯স্ক-১৬। (৩) জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মার বেদীতল হইতে তিনি উৎপন্না হন। বায়ু-৬৯। (৪) এক গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী। পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে বিবাহ করেন। বাম-৬৫।

বেদবর্ণিনী—বৃহস্পতির কন্যা ও বিশ্রবার অন্যতম পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। বিশ্রবা ও বরবর্ণিনী দেখ। মতান্তরে বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। লি ৬৩।

বেদবাহু—(১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। হরি-হরি-৭; গরু ৮৭। উর্দ্ধবাহু ও রৈবত-মনু দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। তিনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪,২০। গর্গ-অশ্ব-১৪,১৬।

বেদবিৎ—(১) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫। (২) বারাহকল্পের ভবিষ্য ব্যাসদিগের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ।

বেদবেদ্য—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

বেদব্যাস—(১) শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ সত্যবতী নামে দ্রষ্টব্য)। তিনি যমুনা-দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন. তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হয় দ্বৈপায়ন এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় এবং মনুষ্যদিগের আয়ু ও শক্তির হ্রাস

দেখিয়া বেদের স্থায়ীত্ব ও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি অনুকূলতা-প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার আর এক নাম হয় বেদব্যাস। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও খ্যাত। মহাভা-আদি ৬৩। তিনিই বিখ্যাত মহাভারত গ্রন্থের রচয়িতা। দেবীভা-২স্ক-২। (২) অষ্টাবিংশ দ্বাপরে পরাশর-নন্দন বেদব্যাস বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুর নবম বুদ্ধাবতারে দ্বৈপায়ন পুরোধা ছিলেন। মৎ-৪৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (৩) ভগবান পিনাকী তুষ্ট হইয়া পরাশর ঋষিকে যোগিশ্রেষ্ঠ, জরা ও মৃত্যুশূন্য, বেদ-ব্যাস নামে পুত্র প্রদান করেন। শিব-ধর্ম্ম-২। (৪) দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে অবতরণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। আদিতে বেদ চতুষ্পাদ ও শত সহস্র শাখা সমন্বিত একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল। তিনি তাহাকেই চারি ভাগে বিভাগ করেন। তন্মধ্যে যজুঃ সমূহে আধ্বর্য্যব; ঋক্ সমূহে হোত্র; অথর্ব্ব সমূহে ব্রহ্মত্ব বিধান করিয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋগ্বেদে পারদর্শী ছিলেন। ব্যাসের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা কল্পনা করেন। জৈমিনী সামবেদ তরু শাখা কল্পনা করেন এবং অপর শিষ্য সুমন্ত অথর্ব্ব তরু বিভাগ করিয়া পৈপ্পলাদি সহস্র সহস্র শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। আর সূত ব্যাসের প্রসাদে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। অগ্নি-১৫০। বায়ু-৯৮। বিষ্ণু-৩য়-৪। (৫) বেদব্যাস জন্মমাত্রেই মাতাকে বলিলেন, "আমি এখন তপস্যার্থ গমন করিব। আপনার যখনই কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া তিনি প্রতি তীর্থে স্নান করিয়া পরম তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কলিযুগ সমাগত দেখিয়া তিনি বেদরূপ বৃক্ষকে শাখাদি দ্বারা শোভিত করেন। শাখাদি দ্বারা বেদের বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা ও মহাভারত প্রণয়ন এবং বেদ বিভাগ করিয়া সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক শিষ্যগণ এবং নিজপুত্র শুককে অধ্যয়ন করান। দেবীভা-২স্ক-২। (৬) জননী সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে, অম্বালি-

কার গর্ভে পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। এতদ্ভিন্ন অম্বিকার পরিবর্ত্তে এক দাসীর গর্ভে তিনি বিদুরের জন্মদান করেন। মহাভা-আদি ১০৬। দেবীভা -১স্ক ২০। ভাগ-১স্ক-২২। (৬) পরাশর-নন্দন সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইয়া, "ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি এবং কিরূপ কার্য্য করিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়," তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে সনৎকুমার তাঁহাকে বলেন যে, বারাণসীতে যাইয়া শিবের জ্যোতি-লিঙ্গ দর্শন করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সৌ-৫। (৭) বেদব্যাস বিষ্ণুর সপ্তদশ অবতার। ভাগ-১স্ক-৩। (৮) ব্যাসদেবের অনুরোধে নারদ তাঁহাকে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ভাগ-১স্ক-৫-৬। (৯) মহর্ষি বেদব্যাস মথুরাবাসকালে কৃষ্ণ গঙ্গাতীর্থে স্নান ও তপস্যা করিতেন। বরা-১৭৫। (১০) পুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায়? এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩১-২৩৬। (১১) পুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতিলাভ হয় এবং জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। মহাভা-শান্তি-২৪১। (১২) বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুককে মণিষী নির্দ্দিষ্ট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য-ব্রত-রহিত বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন। মহাভা-শান্তি-২৪৩, ২৪৪। (১৩) শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব তাঁহাকে বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। তৎসমুদয় মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব অনুশাসন পর্ব্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বে দ্রষ্টব্য। শান্তিপর্ব্বে ২৪৭-২৫৫; ৩২২-৩৫১; অনুশাসন পর্ব্বে ৯,২৪,২৬,৮১,১১৭-১২৫,১৩৯, ১৫০,১৬৫-১৬৮ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। (১৪) অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাসকালে একবার মহর্ষি ব্যাস বহু ভ্রমণ করিয়াও কোথাও ভিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে ক্ষুধাবিষ্ট ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বারাণসী নগরী ও নগরীর অধিবাসীদিগকে শাপ প্রদানে উদ্যত হন। তাহা জানিতে পারিয়া শিব উমাকে তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া দেবী মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্যাসকে দেখা দিলেন এবং আহ্বান করিয়া ষড় রসময়ী সুধাসম ভিক্ষা দিলেন। দেবী প্রদত্ত ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিয়া ব্যাস আনন্দিত চিত্তে নগর

দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তখন শঙ্কর ও পার্ব্বতী ব্যাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তুমি অতিশয় ক্রোধনস্বভাব। সুতরাং এক্ষেত্রে তুমি বাস করিতে পারিবে না।" তাঁহাদের আদেশ শুনিয়া ব্যাসদেব কেবল চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে বারাণসী প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব ও উমা তাহা অনুমোদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। মৎস্য-১৮৫। (১৫) সাবর্ণি (অষ্টম) মন্বন্তরে ব্যাস সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। আত্রেয় দেখ। বিষ্ণু-৩য়-২। গরু-৮৭। (১৬) পিতৃগণের গন্ধ-কারী নামে এক যোগ পরায়ণা কন্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মার চতুর্থ অংশ সম্ভূত। বায়ু-৭৭। (১৭) পরাশরের পুত্র ব্যাস বিষ্ণুর অষ্টাদশ অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। (১৮) প্রতিদ্বাপর যুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য বিষ্ণু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন সেই মূর্ত্তির নামই হয় বেদব্যাস। বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন বেদবিভাজক বেদব্যাস জন্ম-গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের প্রতি দ্বাপরেই এক এক বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। প্রথম দ্বাপরে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বেদবিভাগ করেন। তাহার পরে যথাক্রমে প্রজাপতি মনু, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণজ্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, হর্য্যাত্মা, বেণ, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হন। তৎপরে (ভবিষ্য মন্বন্তরে) দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন। বিষ্ণু—৩য়-৩। (১৯) পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়া ব্রহ্মার আদেশে বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পৈলকে ঋগ্বেদ; বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ ও জৈমিনিকে সামবেদের শ্রাবকরূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ সুমন্তও বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব মহামুনি রোমহর্ষণ (লোম-হর্ষণ) কে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। (২০) মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব, কলিতে কিরূপে মোক্ষ লাভ হয় তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-ক্রি-২। (২১)

ব্যাসদেব কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরম হিতাকাঙ্খী ছিলেন। নানা বিপদ কালে অথবা বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া উপকৃত করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে এবং ধৃত-রাষ্ট্র, গান্ধারি প্রভৃতিকে নানারূপে সান্ত্বনা দান ও বিবিধ সংশয়চ্ছেদক উপদেশাদি দান করেন। এসমস্ত বিবরণ বিস্তারিত জানিতে হইলে মহাভারতের স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধ ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বগুলি দেখা কর্ত্তব্য। (২২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রথম দ্বাপরে শ্বেত নামক মহামুনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে ২য় দ্বাপরে প্রজা-পতি স্বয়ং সত্য নামে ব্যাস হন। তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব; চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা; পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা; ষষ্ঠে মৃত্যু; সপ্তমে শতক্রতু; অষ্টমে বশিষ্ঠ; নবমে সারস্বত; দশমে ত্রিধামা; একাদশে ত্রিবৃৎ; দ্বাদশে শততেজা; ত্রয়োদশে ধর্ম্মনারায়ণ; চতুর্দ্দশে সুরক্ষ; পঞ্চদশে আরুণি, ষোড়শে সঞ্জয়; সপ্তদশে কৃতঞ্জয়; অষ্টাদশে ঋতঞ্জয়; একোনবিংশে ভরদ্বাজ; বিংশে বাচঃশ্রবা; এক-বিংশে বাচস্পতি; দ্বাবিংশে শুক্লাচার্য্য; ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু; চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষ; পঞ্চবিংশে বশিষ্ঠ; ষড়বিংশে পরাশর; সপ্ত-বিংশে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হন। ইহাদের প্রত্যেক বারেই মহাদেব বিভিন্ন নামে শিবাচার্য্য (শিবাবতার যুগাচার্য্য) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ২৩। বায়ু-২৩। শিব-বায় উ-১০। লি-২৪। শিব দেখ।

বেদমিত্র—বিদর্ভ নগরে বেদমিত্র নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারস্বত নামে এক বিপ্র তাঁহার সখা ছিলেন। বেদমিত্রের পুত্র সুমেধা সারস্বতের পুত্র সোমবানের সমবয়স্ক, সমবিত্ত ও সখা ছিলেন। একদা অধ্যয়ন সমাপান্তে উভয়ের পিতা তাঁহাদিগকে বিবাহের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বিদর্ভরাজের সমীপে প্রেরণ করেন। এদিকে বিদর্ভরাজ তাঁহাদিগের অন্যতম সারস্বত-তনয় সোমবানকে স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে বলিয়া, সুমেধার সহিত তাঁহার স্ত্রীরূপে নিষধরাজের মহিষীর অম্বিকা-মহেশ্বর ব্রতে দান গ্রহণ করিবার জন্য যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা রাজাদেশ অলঙ্ঘ্য জ্ঞানে দ্বিজ দম্পতীরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিলেন।

এই দান গ্রহণের ফলে সোমবান্ স্ত্রীই রহিয়া গেলেন। তখন তাঁহার নাম হইল সামবতী। সারস্বত পুত্রের কন্যারূপ প্রাপ্তিতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের উপদেশে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবের বরে তিনি অন্য পুত্র লাভ করিলেন বটে কিন্তু সোমবান্ আর পুরুষ হইতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই কন্যা সামবতীকে, বেদমিত্রের পুত্র সুমেধার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৯।

বেদমন্ত্রা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে উৎক্রাথনী (তীর্থ) তাঁহার সাহায্যার্থ বেদমন্ত্রাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেদশর্ম্মা—(১) কৌশিককুলজাত জনৈক ব্রাহ্মণের পিতা। পদ্ম-ভূমি -১৪। (২) জনৈক অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়াও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে এক সিদ্ধের উপদেশে কাশীতে অমাসংযোগপর্ব্বে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। পদ্ম-ভূমি-৯১।

বেদশিরা—(১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। ভাগ-৮ম্ক -৫। ঊর্দ্ধবাহু ও রৈবত মনু দেখ। (২) মার্কণ্ডেয় ঋষির পুত্র বেদশিরা। মার্ক ৫৭। অ-২০। (৩) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে এইরূপ আটাশ জন যুগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের মধ্যে বেদশিরা অন্যতম ছিলেন। এই সমুদয় যোগাচার্য্যদের প্রত্যেকেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল। বেদশিরার শিষ্যগণের নাম—কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক। শিব-বায়-উ-১০। বেদব্যাস দেখ। (৪) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি ঋষি যখন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার জন্মভূমির মধ্যে বেদশিরা নামক মহাবীর্য্যধর পারমেশ্বর অস্ত্র এবং হিমালয় পৃষ্ঠে সরস্বতী সমীপে বেদশীর্ষ নামক পর্ব্বতও উদ্ভূত হয়। সেই সময়ে মহাদেবের কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক নামে ব্রহ্মনিষ্ঠ, ঊর্দ্ধরেতা চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। বেদব্যাস (২২) দেখ। (৫) মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরার পত্নীর নাম পীবরী। পীবরীর গর্ভে যে সমুদয় বেদপারগ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতিলাভ করেন। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। (৬) স্বায়-

স্তুব মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক মুনি বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করিতেন। অশ্বশিরা নামক অপর এক মুনিও তথায় যাইয়া তপস্যা করিতে উদ্যত হইলে বেদশিরা তাঁহাকে অন্যত্র যাইয়া তপস্যা করিতে আদেশ দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরা বেদশিরাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন এবং বেদশিরাও ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বশিরাকে "কাক হও" বলিয়া শাপ দেন। গর্গ-বৃ-১৩। বিষ্ণু (৫২) দেখ। (৭) ব্রহ্মা একবার পুষ্করে গমন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস; যুগন্ধর, এনক, তীর্ণক, কেশ, কৃতপ, গর্গ ও বেদশিরা ইহাঁরা ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রিসামা অধ্বর্য্যু নিযুক্ত হন। পদ্ম-সৃ-৩৭। (৮) মৃকণ্ডুর ভ্রাতা প্রাণের পুত্র বেদশিরা ও রাজবান্। বিষ্ণু-১ম-১০। (৯) পুরাকালে বেদশিরা মুনি পাতালে গমন করিয়া বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রমতিকে তাহা শিক্ষা দেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কৃশাশ্বের অন্যতম পুত্র। কৃশাশ্ব দেখ। (১০) দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও তৎপত্নী তুষিতার গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া বিভু নামে খ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) মহর্ষি বেদশিরা, রাজা উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৩৩৭। (১২) পূর্ব্বকালে বেদশিরা নামক ঋষি শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে কাশীস্থিত জ্যোতির্ম্ময় বীরেশ্বর লিঙ্গে সশরীরে প্রবিষ্ট হন। স্কন্দ-কা-পূ-১০। (১৩) শুচী নামক অপ্সরাকে দেখিয়া ভৃগু বংশোৎপন্ন বেদশিরা নামক ঋষির রেতঃ স্খলিত হয়। শুচী বেদশিরার সেই রেতঃ পান করিলে তাহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যার নাম ধূতপাপা। ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক ধূতপাপাকে উপভোগ করিলে, তিনি কন্যার শাপে নদরূপে পরিণত হন। ধূতপাপাও ধর্ম্মের শাপে পাষাণে পরিণত হন। কিন্তু বেদশিরা কন্যাকে চন্দ্রকান্ত শিলা করিয়া দেন এবং চন্দ্রোদয়ে তাহার তনু দ্রবীভূত হইয়া ধূতপাপা নামক প্রসিদ্ধ নদী হইবে বলিয়া বর দেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৮। ধূতপাপা দেখ।

বেদশিরোব্রত—শ্বেতবরাহ কল্পে ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর এক যজ্ঞ করেন। সেই উপলক্ষে তিনি বেদশিরোব্রত প্রমুখ মানস প্রজাগণকে সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে পুরোহিতরূপে পরি-

কল্পিত করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় মানস প্রজার নাম—অগ্নিশর্ম্ম, অমৃত, শৌনক, শান্তস্বভাব, জাজলি, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হারীত, কশ্যপ, রূপ, গর্গ, কৌশিক, বশিষ্ঠ, অব্যয়, ভার্গবমুনি, বৃদ্ধপরাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতি, কেবল, শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, মহাবাহু, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, দধিপঞ্চমুখ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল, উগ্রমহাব্রত, সুপালক, গৌতম, বেদশিরোব্রত, অব্যগ্র, জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, মহাব্রত, উপমন্যু, গুহাবাসী, ও উমাব্রত। বায়ু ১০৬।

বেদশীর্ণ—শ্বেত কল্পীয় কলির আদিতে রুদ্র, পরে সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ, লোকাখ্য, জৈগিষব্য, দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডি, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুণ, লাঙ্গলী, সংযমী, শূলী, তিণ্ডি, জুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ, এই সকল যোগীশ্বর ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে শিবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৪০।

বেদশেরক—বশিষ্ঠবংশীয় শৈলালেয়, মহাকর্ণ, কৌরব্য, ক্রোধিন, কপিঞ্জল, বালখিল্য, ভাগবিত্তায়ন, কৌলায়ন, কালশিখ, কোরকৃষ্ণ, সুরায়ণ, শাকহার্য্য, শাকধী, কাণ্ব, উপলপ, শাকায়ন, উহাক, মাষশরাবি, দাকায়ন, বালাবি, বাকি, গোরথ, লম্বায়ন, শ্যামবি, কোড়োদরায়ণ, প্রলম্বায়ন, উপমন্যব, সাংখ্যায়ন, বেদশেরক, পালঙ্কায়ন, উদগাহ, বলেক্ষু, মাতেয়, ব্রহ্মবলী, এবং পর্ণাগারী এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি। যথা—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নাই। মৎ-২০০।

বেদশ্রী (১) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। কূর্ম্ম-পূ-৫০। ঊর্দ্ধবাহু, রৈবত-মনু ও বেদশিরা দেখ।

বেদসাবর্ণি—চতুর্দ্দশজন মনুর মধ্যে তিনি ত্রয়োদশ মনু ছিলেন। বৃহদ্ধ-ম ২৯। মনু দেখ।

বেদস্পর্শ—জৈমিনিতনয় সুমন্তু অথর্ব্ব-বেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে নিঃশেষ রূপে প্রদান করেন। কবন্ধ আবার উহাকে পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ পথ্যকে ও অপর ভাগ বেদস্পর্শকে প্রদান করেন। বেদস্পর্শ আবার উহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া মোদ, ব্রহ্মবল, পিপ্পলাদ, ও শৌক্কায়ণি এই চারিজন শিষ্যকে প্রদান করেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্ম পুরাণ মতে (৬৮অঃ) বেদস্পর্শের চারিজন শিষ্যের নাম মোদ, পিপ্পলাদ,

শৌক্তায়নি ও তপন। কবন্ধ ও বেদদর্শ দেখ।

বেদাটবীনাথ—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১৬।

বেদাঢ্য—গন্ধর্ব্বগণ সেবিত রম্য তুঙ্গভদ্রাতটে বেদস্থর নামে এক নগর আছে। তথায় বেদবেদাঙ্গপারগ বেদাঢ্য নামক এক অগ্রহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বংশীয় কেশব নামক এক পাপাসক্ত ব্রাহ্মণ বেঙ্কট শৈলস্থিত বেঙ্কটপতি মহাদেবের কৃপায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৮। কেশব দেখ।

বেদান্তক—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার প্রবলপ্রতাপী তেত্রিশ জন সেনাপতির অন্যতম বেদান্তক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই মহাদেবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম সেনাপতি বেদান্তক। তিনি দেবাসুর সমরে কুবেরকে জয় করিতে যাইয়া স্বয়ং যমালয়ে গমন করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬৫।

বেদায়ন—অযোধ্যা প্রদেশে মুকুন্দ নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বেদায়ন নামে এক সন্ন্যাসী গুরুছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০৯। মুকুন্দ দেখ।

বেদেশ—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-১৫।

বেদেশ্বর—কাশীস্থিত বিজ্বরেশ্বর শিবলিঙ্গের পশ্চিমে চতুর্ব্বেদ ফলপ্রদ বেদেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বেধস—অঙ্গিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র প্রণেতা পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বেধস অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

বেধা—(১) বেধা, দেবাসুরযুদ্ধে নিস্থির ও সুস্থির নামক সেনাপতিদ্বয়কে, দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। বিষ্ণুর অন্য নাম বেধা। গরু ১৫।

বেপমান—প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম বেপমান। ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি দেখ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৭।

বেমক—মহর্ষি বেমকের পত্নী বেমকী নরপতি অজপার্শ্বকে শিশুকালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮৫। অজপার্শ্ব দেখ।

বেমকী—বেমক দেখ।

বেলা—(১) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা ধারণী সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ছিলেন। ধারণী হইতে মন্দর নামক এক পুত্র এবং বেলা, নিয়তি ও আয়তি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ

করেন। বেলা সাগরের পত্নী ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে সবর্ণা নামে এক কন্যা জন্মে। এই সবর্ণা প্রাচীনবর্হিষের পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩১। বায়ু পুরাণের ৩০ অধ্যায়ে ধারিণী নাম দৃষ্ট হয়। সাগর দেখ। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। বায়ু-৭০। প্রভাকর ও ভদ্রাশ্ব দেখ। (৩) বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধরণী সুমেরুর পত্নী ছিলেন। ধরণীর গর্ভে মন্দর নামে পুত্র এবং বেলা, নিয়তি ও আয়তি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। সৌর-২৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-২২।

বেশাশ্মদংশনা—অন্ধক অসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে হরির গাত্র হইতে বত্রিশটি মাতৃকার উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অজিতা, বৃদ্ধা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বেশাশ্মদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া এই অষ্ট মাতৃকা ভবমালিনীর অনুচরী বলিয়া বিদিতা। মৎ-১৭৯। গরুত্মহৃদয়া দেখ।

বৈকর্ণিনী—বৈগায়নি দেখ।

বৈকর্ণেয়—একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

বৈকর্ত্তন—(১) কর্ণের এক নাম। তাঁহার আসল নাম বসুষেণ। ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া দেন। তদবধি তাঁহার নাম কর্ণ ও বৈকর্ত্তন হয়। মহাভা-আদি -৬৭। কর্ণ দেখ। (২) সূর্য্যবংশে বৈকর্ত্তন নামে এক দুরাচার, ব্রাহ্মণ-নিন্দক, নিত্য-পরদার-নিরত, প্রজা-পীড়ক রাজা ছিলেন। তিনি পাপ-বশতঃ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। একদা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত রাজা দৈব-ক্রমে বনগমন করিয়া সাভ্রমতী তীরে অবস্থান করেন ও তথায় স্নান পানাদি করিয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। পদ্ম-উ-১৩৫।

বৈকুণ্ঠ- (১) প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেব-গণের সৃষ্টি করেন। (জয়দেবগণ দেখ)। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর সমন্বিত। ব্রহ্মশাপ বশে ইহাঁরাই বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রৈবত (চারিষ্ণব) মন্বন্তরে তাঁহারা বিকুণ্ঠা হইতে চরিষ্ণুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাত হন। অনন্তর সেই বৈকুণ্ঠ দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্যা হইতে ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়া সাধ্যগণ নামে খ্যাত হন। আবার তাঁহারাই অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬,৬৭। বিষ্ণু-অং-১। (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু (স্বয়ং ভগবান) শুভ্রের ঔরসে

তদীয় পত্নী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সহিত আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে উৎপন্ন হন। লক্ষ্মীদেবীর বাসনায় বৈকুণ্ঠ তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ লোক নির্ম্মাণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৩) রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে অভূতরজঃ, অমৃত বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে চারি দেবগণ ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশগণে বিভক্ত। গরু-৮৭। (৪) সাধুগণের রক্ষণার্থ বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কথিত হয়। তন্মধ্যে নৃসিংহ, রাম, শ্বেতদ্বীপাধিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নরনারায়ণ, ইহাঁরা পূর্ণাবতার। গর্গ-গো-১। (৫) ত্রেতা যুগে এক অতি ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণের নাম ছিল বৈকুণ্ঠ। পদ্ম-স্বর্গ-৩৬। পদ্ম-ব্রহ্মা-৩। (৬) ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে সপ্তগু ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য বলেন বিকুণ্ঠা নাম্নী অসুরনারী ইন্দ্রের তুল্য পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করাতে ইন্দ্র নিজেই তাহার গর্ভে জন্মিয়া বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র হয়েন। (৭) তন্ত্রোক্ত ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার। ২৩৮-পৃঃ।

বৈকুণ্ঠা—বৈকুণ্ঠ (২) দেখ।

বৈকৃতগালব—অত্রিবংশীয় বিশ্বামিত্র, দেবরাত, বৈকৃতগালব, বতণ্ড, শবঙ্ক, অভয়, আয়তায়ত, শ্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবাল, সৈন্ধবায়ন, বাভ্রব্য, করীষ, সংশ্রুত্য, সংশ্রুত, উলূপ, ঔপহাব, পয়োদজন, পাদপ, খরবাক্, হলযম, সাধিত ও বাস্তুকৌশিক এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও মহাযশা উদ্দাল। মৎ-১৯৮।

বৈক্লব—বশিষ্ঠ বংশীয় ব্যাঘ্রপাদ, উপগব, বৈক্লব, শাদ্বলায়ন, কপিষ্ঠল, ঔপলোম, অলব্ধ, চষঠ, কঠ, গৌপায়ণ, বোধপ, দাকব্য, বাহ্যক, বালিশয়, পালিশয়, বাক্‌গ্রন্থি, আপস্থূণ, শীতবৃত্ত, ব্রাহ্মপুরেয়ক, লোমায়ণ, স্বস্তিকর, শাণ্ডিলি, গৌড়িনি, বাহোড়লি, সুমনা, উপাবৃদ্ধ, চৌলি, বৌলি, ব্রহ্মবল, পৌণ্ডি, শ্রবস, পৌড়ব ও যাজ্ঞবল্ক্য, এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

বৈখানস—(১) রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বৈখানস সম্প্রদায়ভুক্ত মুনিগণ তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাক্ষসদিগের বধসাধন করিতে অনুরোধ করেন। রামা-আর-৬। (২) মৈনাক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বৈখানস তাপস-

গণের আবাসস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। তথায় স্বর্ণ-পদ্ম-পরিপূর্ণ বৈখানস নামক সরোবর ও অবস্থিত। ঐ বৈখানস স্থানে সুগ্রীবের অনুচরগণ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪৩। (৩) চম্পক নগরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ বৈখানস নামে এক প্রজাপালক রাজা ছিলেন। তিনি পর্ব্বত নামক মুনির উপদেশে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া, নিকৃষ্ট যোনীগত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। পদ্ম-উ-৩৯। (৪) প্রজাসিসৃক্ষু ব্রহ্মা বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের উড্ডীয়মান ভস্ম হইতে তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈখানস মুনিগণ প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু-৬৫। ব্রহ্মা দেখ। (৪) ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (৫) শত সংখ্যক বৈখানস ঋষি অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৬৬।১৩০। (৬) বৈখানস তাপসগণের বিষয় স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণু-বেঙ্ক-১,৯ এবং বিষ্ণু-পুরু-৯ অধ্যায়েও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈগায়ন—ভৃগুবংশীয় নিম্নলিখিত গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি, এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। ঋষিদের নাম—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বাৎস্য, নড়ায়ন, বৈগায়ন, বীতিহব্য, পৈল, শৌনক, শৌনকায়ন, জীবন্তি, কাম্বোজ, পার্ব্বণি, বৈহিনরি, বিরূপাক্ষ, রৌহিত্যায়ণি, বৈশ্বানরি, নীল, লুব্ধ, সাবর্ণিক, বিষ্ণু, পৌর, বালাকি, ঐলিক, অনন্তভাগিন, মৃগ, মার্গেয়, মার্কণ্ড, জবিন, বীতিন, মুণ্ড মাণ্ডব্য, মাণ্ডুক, ফেনপ, স্তনিত, স্থলপিণ্ড, শিখাবর্ণ, শার্করাক্ষি, জালধি, সৌধিক, ক্ষুভ্য, কুৎস, মৌদ্গলায়ণ, মাণ্ডায়ণ, দেবপতি, পাণ্ডুরোচি, গালব, সাঙ্কৃত্য, চাতকি, সর্পি, যজ্ঞপিণ্ডায়ণ, গার্গ্যায়ণ, গায়ণ, গার্হায়ণ, গোষ্ঠায়ন, বাৎস্যায়ন, নাকুলি, বৈশম্পায়ন, বৈকর্ণিনি, শার্ঙ্গরব, যাজ্ঞেয়ি, ভ্রাষ্টকায়নি, লোলাটি, লৌক্ষিণ্য, উপরিমণ্ডল, আলুকী, সৌচাকী কৌৎস, পৈঙ্গলায়নি, সত্যায়নি, মালায়নি, কৌটিলি, কৌচহস্তিক, সৌহলোক্তি, সকোবাক্ষি, কৌসি,

চান্দ্রমসি, নৈকজিহ্ব, জিহ্বক, ব্যাধাজ্য, লোহবৈরিণ, শারদ্বতিক, নেতিষ্য, লোলাক্ষি, চলকুণ্ডল, বাগায়নি, অনুমতি, পূর্ণিমাগতিক ও অসকৃৎ। মৎ-১৯৫।

বৈজবান—চমৎকারপুরবাসী কশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, উল্কাশ, শার্কর, ঘিষ, বৈজবান, কাপিষ্টল, ও ঘিক-এই সমুদয় কুলাষ্টক ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রের পরামর্শে হাটকেশ্বর তীর্থে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

বৈজভৃত—ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভৃত, উভয়জাত, কায়নি ও শাকটায়ন, এই সকল ঋষিবংশের ঔর্ব্বের ও মারুত এই দুই আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

বৈণবী—মহাদেবের একনাম। মহাভা-অনু-১৭।

বৈণ্য—(১) একোণবিংশতি সংখ্যক মন্ত্রবাদী ঋষিগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বীতহব্য দেখ। (২) নরপতি পৃথুর একনাম। পৃথু দেখ।

বৈতণ্ড—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের, বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও মুনি, এই চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৮। বেতণ্ড ও আপ দেখ। (২) বায়ু পুরাণে (৬৬অঃ) বৈতণ্ড, শম ও শান্ত এই তিন নাম পাওয়া যায়। (৩) বিষ্ণু পুরাণে (১অ-১৫) ও সৌর পুরাণে (২৮-অঃ) মুনি নামের পরিবর্ত্তে ধ্বনী নাম পাওয়া যায়। এবং স্কন্দ পুরাণে (প্রভা-প্রভা-২১) বৈতণ্ড নামের পরিবর্ত্তে বৈদণ্ড্য নাম পাওয়া যায়। বৈতুণ্ড্য দেখ।

বৈতণ্ডিক—রাজর্ষি অঙ্গের বংশে হর্য্যঙ্গ নামক নৃপতির বৈতণ্ডিক নামে এক হস্তী ছিল। বায়ু-৯৯।

বৈতণ্ডী—জনৈক সংশিতব্রত ঋষি। হরি-হরি-১৬৬।

বৈতরণ—নরপতি শতধন্বার অন্যতম পুত্র। অধিদান্ত দেখ।

বৈতানি—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বৈতালী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। ঐরূপ অন্যান্য সেনাধ্যক্ষের নাম—শঙ্কুকর্ণ, সন্তর্জ্জন, সহস্রবাহু, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতি-কম্পন, স্থূনামা, সুচক্র, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, হরি, মেঘনাদ, মারুতাশন, রথাক্ষ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, মেঘ-প্রবাহ, শ্বেত, সিদ্ধার্থ, ধ্বজক, সুবাহু, সিদ্ধপাত্র, স্থূলদ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, শ্বেতসিদ্ধ, সিত, বজ্রবাহু, গোষণ, মজ্জল, মধুর, সুপ্রসাদ, মধু-

বর্ণ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, সুবাহু, রজ, সঙ্কারক, লোহাজবক্ত্র, স্বর্ণগ্রীব, হংসবক্ত্র, শম্বুক, শিক্ষক, শাকবক্ত্র প্রভৃতি। মহাভা-শল্য-৪৬।

বৈতুণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্যতম আপের শ্রম, শান্ত, ধ্বনী ও বৈতুণ্ড্য নামে চারি পুত্র ছিল। গরু-৬। বৈতণ্ড ও আপ দেখ।

বৈদণ্ড্য—অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। বেতণ্ড ও বৈতুণ্ড্য দেখ।

বৈদর্ভি—প্রদ্যুম্নের পত্নী ও অনিরুদ্ধের মাতা। মৎ-৪৭। হরি-হরি-১৬০। অগ্নি-২৭৬।

বৈদর্ভী—(১) সজ্জন প্রতিপালক নরপতি কুশের পত্নী। কুশ দেখ। (২) বৈদর্ভি দেখ।

বৈদূর্য্য—জনৈক দানবপতি। শর্করা-ময় পঞ্চমতলে তাঁহার পুরী অবস্থিত। বায়ু-৫০।

বৈদেহ—(১) কলাবতী, রত্নমালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের তিনটি মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ বিবিধ যৌতুক সহ যথাবিধানে বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত সুচন্দ্রকে কলাবতী, বৈদেহকে রত্নমালা ও হিমালয়কে মেনকা অর্পণ করেন। রত্নমালায় সীতা ও মেনকায় পার্ব্বতী প্রাদুর্ভূত হন। গর্গ-গো-৮। (২) জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (৩) মিথিলাপতি জনকের অপর নাম। জনক দেখ।

বৈদেহরাত—অত্রিবংশীয় দেবশ্রব, সুজাতেয়, সৌমুক, কারুকারণ, বৈদেহ-রাত ও কুশিক—এই সমুদয় গোত্র, প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা-দেবশ্রবা দেবরাত ও বিশ্বামিত্র। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিসিদ্ধ। মৎ-১৯৮।

বৈদেহী—(১) জনকনন্দিনী সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (২) কুরুবংশীয় শতানকের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অশ্বমেধ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বৈদ্য—(১) বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবীর (অপর নাম সুনাদেবী) গর্ভে বৈদ্য ও কলি নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মে। বৈদ্যের দুই পুত্র ঘৃণি ও মুনি প্রজা-ভক্ষণ-মানসে পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বায়ু-৮৪। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণের অন্তর্গত বিংশতি সংখ্যক দেবতার অন্যতম। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

বৈদ্যনাথেশ্বর—লঙ্কাপতি রাবণ একবার কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর

তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। নানাভাবে অতি কঠোরতম উপায়াদি অবলম্বন করিয়া তপস্যাতেও শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে অগ্নিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন এবং চন্দনাদি দ্বারা মস্তকগুলি শোধন করিয়া একে একে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তৎপরে যেই দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শিব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শিবের বরে ছিন্ন মস্তকগুলি আবার যথা-স্থানে যুক্ত হইল এবং রাবণের প্রার্থনায় তিনি তথায়ই অবস্থান করিলেন। তিনিই বৈদ্যনাথেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। শিব-জ্ঞান ৪৫।

বৈদ্যুত—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ বপুষ্মান শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মানের সাত পুত্র শাল্মলী দ্বীপে স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের নাম—(ক) শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও কেতুমান। মার্ক-৫৩। (খ) শ্বেত, হরিত, জীমূত লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। অগ্নি-১১৯। (গ) শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। ব্রহ্মা ৩৪। বায়ু-৩৩। লি-১০৯। বিষ্ণু-২য়-৪। গরুড়-পূ-৫৬। (২) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন (বেদব্যাস দেখ) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে ষড়বিংশ দ্বাপরে যখন পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার উলুক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৩) ব্রহ্মার পুত্র লৌকি-কাগ্নি বৈদ্যুত। তৎপুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি। তৎপুত্র ভরত। বায়ু-২৯। (৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে (৩০ অঃ) ব্রহ্মৌদনাগ্নি ভরতেরই নামান্তর। (৫) বরাহ পুরাণ মতে প্রিয়ব্রতসুত বপুষ্মানের তিন পুত্র—কুশ, বৈদ্যুত ও জীমূত। বরা-৭৪।

বৈধ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৈধ ইন্দ্র ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।

বৈধরণী—দক্ষকন্যা স্বধা পিতৃগণ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈধরণী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মেনা হিমালয়ের পত্নী হইয়াছিলেন। গরুড় পূ-৫। স্বধা ও দক্ষ দেখ।

বৈধৃত—একাদশ (ধর্ম্মসাবর্ণি) মন্ব-ন্তরে বৈধৃত ইন্দ্র ছিলেন। ধর্ম্ম-সাবর্ণি দেখ।

প্রথম ও তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ মনু হয়েন। মার্ক-৫৩। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বতের, মনু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সাবর্ণ নামধেয় মনু বিদ্বান্ ও প্রভাবশালী। অপর বৈবস্বত, সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠপুত্র। ব্রহ্মা-৭০। (৬) মহাত্মা কশ্যপ কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিভিন্ন জাতীয় প্রজা-সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদিগকে তত্তৎ জাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বৈবস্বত মনুকে মানবগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-৭০। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হয়। এই মন্বন্তরে দক্ষ ও মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ স্বয়ম্ভূব সপ্ত মানসপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন। সেই মহাত্মারাই পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী নূতন প্রজাসমূহ সৃজন-পূর্ব্বক সৃষ্টি বিস্তার করেন। বায়ু-৬৫। (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি হয়। (জয় দেবগণ দেখ) বায়ু-৬৬, ৬৭। (৯) বিবস্বানের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে দুইটী মহাবল পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মনু জ্যেষ্ঠ এবং প্রজাপতি শ্রাদ্ধদেব কনিষ্ঠ। কন্যার নাম কালিন্দী। বায়ু-৮৪; ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—পুরাকালে বিবস্বানের সংজ্ঞানাম্নী ভার্য্যায় তিনটি পুত্র জন্মে। পরে মনু, সাবর্ণি, শনৈশ্চর, অশ্বিনীকুমারাদি সপ্ত পুত্র সম্ভূত হয়। বায়ু-৮৪। (১০) বিবস্বানের জ্যেষ্ঠপুত্র মনুর আত্মতুল্য নয়টী পুত্র জন্মে। (তাঁহাদের নাম নীচে দেখ)। ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি (বৈবস্বত) মনু প্রজাসৃষ্টি করিয়া সংযতভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মিত্রাবরুণের উদ্দেশে আহুতি দান করিলে, দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ইড়া প্রাদুর্ভূতা হন। দণ্ডধর মনু তাঁহাকে ইলা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই ইলাই পশ্চাৎ মনুর বংশ-বর্দ্ধনকারী ধর্ম্মশীল সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হয়েন। বায়ু-৮৫। ইল, ইলা ও সুদ্যুম্ন দেখ। (১১) বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের (বিবস্বানের) ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন সংজ্ঞার অনুরূপা ছায়া নাম্নী কন্যাতেও সূর্য্যের শনৈশ্চর ও (অপর) মনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান বর্ণ প্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। বিষ্ণু-৩য়-২। অগ্নি-২৭৩। বিবস্বান, সংজ্ঞা ও ছায়া দেখ।

(১২) সূর্য্য—(বিবস্বান্) তনয় মনু শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার দশ পুত্র (নাম পরে দেখ)। সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী সূর্য্যের দুই পত্নী উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। তাঁহাদের মধ্যে সংজ্ঞার গর্ভে যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব; এবং ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি ও শনি নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৮ স্ক-১৩। (১৩)বিবস্বানের তিন পত্নীর অন্যতমা সংজ্ঞা(বৈবস্বত) মনুকে প্রসব করেন। বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র (তালিকাপরে দেখ)। তন্মধ্যে ইল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মনু ইলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ নন্দন বনে গমন করেন। মার্ক ১০৬; মৎ—১১। সংজ্ঞা, ছায়া ও বিবস্বান্ দেখ (১৪) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের পুত্র মনু জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে সর্ব্ব-ভূতান্তকারী শ্রাদ্ধদেব ও যমুনা এই দুইটি যমজ সন্তান জন্মে। শিব-জ্ঞান ৫৯। (১৫) অতীত কল্পাবসানে ত্রিলোক যখন সাগর জলে প্লাবিত হয়, তখন বৈবস্বত মনু ভক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। একদা তিনি কৃতমালা নদীতে যখন তর্পণ করিতেছিলেন,তখন তর্পণজলসহ একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার অঞ্জলি মধ্যে পতিত হইল। এই মৎস্যই হরির মৎস্যাবতার তিনিই ভগবান মনুর নিকট মৎস্য পুরাণ কীর্ত্তন করেন। মৎ-২। মৎস্য-অবতার দেখ। (১৬) চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ-আদিত্যরূপে জন্মলাভ করেন। অগ্নি-১৯। (১৭) বৈবস্বত মনুর সময়ে দ্বিতীয় যুগে ভগ-বান্ হরি, অত্রির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অবতার হইয়াছিলেন। দেবীভা ৪স্ক -১৬। (১৮) বৈবস্বত মনু হাঁচিবার সময়ে ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহাহইতেই সূর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। দেবীভা-৭-স্ক-৮। (১৯) বৈবস্বত মনুর শাসন সময়ে মরুদ্গণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ দেবতা; ইন্দ্রের নাম পুরন্দর; বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি. গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। সৌ-৩৩। (২০) বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য (বিবস্বান্) হইতে উৎপন্ন দুইজন মনু রাজত্ব করেন। তাঁহাদের একজনের নাম বৈবস্বত মনু অপরের নাম সাবর্ণি মনু। বৈবস্বতমনু সংজ্ঞার গর্ভজাত এবং সাবর্ণি মনু ছায়ার গর্ভজাত। বায়ু-১০০। (২১)বিবস্বানের দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু ও যম। মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব জাতি উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ মনু-তনয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা

পরস্পর বৈরী ভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি ৭৫। (২২) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই সানুচর শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হয়। মহাভা-শান্তি ২৮৪। (২৩) সত্যযুগে প্রথমত বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা-হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে ক্ষুপ, ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আশ্ব -৪। শান্তি-১৬৭। মার্ক-১১৮। (২৪) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালেই শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হয়। স্কন্দ-না -৭৭। (২৫) বৈবস্বতমনুর পুত্রদের নাম ও সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। (ক) ইক্ষ্বাকু, নহুষ, ধৃষ্ট শর্য্যাতি নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র। বায়ু-৮৫। (খ) ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগাদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র। লি-৬৩। (গ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগারিষ্ট, করূষ পৃষধ্র ও ইলা। মোট দশজন। (ঘ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত ভগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান। মোট দশ জন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (ঙ) ইক্ষ্বাকু হইতে নরিষ্যন্ত (খ) এরমত, তদ্ভিন্ন করূষ, পৃষধ্র, কুশনাভ, অরিষ্ট ও ইল, মোট দশজন। মৎ-১১। (চ) মার্ক -৭৯ মতে-ইক্ষ্বাকু, নভগ, নাভগ, ধৃষ্ট, দিষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ ও পৃষধ্র। (ছ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ, নাভাগ, শিবি ও প্রিয়ব্রত। শিব-জ্ঞান-৬০ অগ্নিপুরাণে ছয়টি নাম পাওয়া যায়, উপরের (গ) তালিকার প্রথম ছয়টি নামের ন্যায়। অগ্নি-২৭৩(ঝ)দেবীভাগবতে (১০ স্ক-অঃ) অগ্নি পুরাণের ছয়টি ছাড়া নৃগ দিষ্ট,করূষ ও পৃষধ্র এই চারিটি বেশী নাম পাওয়া যায়।(ঞ)আবার ঐ দেবী-ভাগবতের ১০ম স্কন্দ ১০শ অধ্যায়ে —করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু এই কয়টি নাম মাত্র পাওয়া যায়। (ট) সৌর পুরাণ (৩০ অঃ) মতে নয় পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের নাম—ইক্ষ্বাকু, নভগ ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, অরিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বৃষধ্বজ। এবং কন্যাদের নাম—ইলা,জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা।(ঠ)গর্গসংহিতাতে (দ্বার ৯) কেবল শর্য্যাতির নাম পাওয়া যায়। আনর্ত্ত দেশ। (ড) গরুড় পুরাণের (৮৭ অঃ)। তালিকায় প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ) তালিকার ন্যায়। তদ্ভিন্ন নভ নেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন—মোট ১১জন। (ঢ)মহাভারতের (আদি—৭৫)তালিকায় প্রথম ছয়টি নাম উপরের (গ)তালিকার ন্যায় (প্রাংশুবাদ)। এতদ্ভিন্ন বেণ, ইলা,পৃষধ্র ও করূষ নাম দৃষ্ট হয়। (ণ) ইক্ষ্বাকু, নাভাগ ধৃষ্ট,

শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান। মোট নয়জন। বিষ্ণু ৩য়-১। (ত) বায়ু পুরাণে (ণ) তালিকার নয়জন ছাড়া অতিরিক্ত উদ্দিষ্ট নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৬৪। (থ) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (৭১ অঃ) মতে—উপরের (ণ) তালিকার সব নাম, কেবল নাভ নামের পরিবর্ত্তে নাভনেদিষ্ট নাম পাওয়া যায়। (দ) কূর্ম্ম পুরাণের তালিকা (পূ-২০ অঃ) মৎস্য পুরাণের ন্যায়। (ঙ) দেখ। কেবল কুশনভের পরিবর্ত্তে নভগ নবম পুত্র এবং ইলা জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া উল্লিখিত। (ধ) বিবস্বান তনয় শ্রাদ্ধদেব। (বৈবস্বত) মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি নামে দশ পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ইলা নামে এক কন্যাও জন্মে। ভাগ-৯স্ক-১। (২৬) ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে একজন বৈবস্বত রাজার নাম মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। কশ্যপ ঋষি সোমের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—"যেস্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, তথায় আমায় লইয়া যাও।"

বৈয়শ্ব—ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও সুষাম রাজার পুত্র বরু'র স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৮।২৪।১-৩০।

বৈরজ—যুগে যুগে নানা শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ কল্পে এইরূপ ২৮ জন শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিটি করিয়া শিষ্য ছিল। সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ, ইঁহারা লৌগাক্ষি নামক শিবাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু—উ—১০। বিরজা দেখ।

বৈরথ—প্রিয়ব্রতাত্মজ জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অন্যতম। জ্যোতিষ্মান্, কপিল ও প্রভাকর দেখ।

বৈরপরায়ণ—বিষ্ণুসিদ্ধি দেখ।

বৈরাগ্য—কল্কির সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ কালে ধর্ম্মানুচর বৈরাগ্য কল্কির অনুচর দম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। কল্কি-তৃ-৬,৭।

বৈরাজ, বৈরাজ-প্রজাপতি, বৈরাজ-মনু - (১) অযোনিসম্ভবা শতরূপা বৈরাজ পুরুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বীর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীরের পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। হরি-হরি-২। (২) চাক্ষুষ-তনয় মনু, বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলাকে বিবাহ করেন। নড্বলার গর্ভে মনুর কতিপয় পুত্র জন্মলাভ করে। ব্রহ্মা-৬৮। মনু ও নড্বলা দেখ। (৩) ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অধিকার কালে ভগবান, বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮স্ক-৫। অজিত ও দেবসম্ভূতি দেখ। (৪) স্বয়ং দীপ্তিমান ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাজ

মনু উৎপন্ন হন। বৈরাজের ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি ও প্রসূতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০, (৫) বৈরাজক নামক ঊনবিংশ কল্পে ব্রহ্মার মানস-পুত্র বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি দধীচি এই মনুর পুত্র। ব্রহ্মা-২০। (৬) ব্রহ্মা প্রথমে বিরাটকে সৃজন করেন। বিরাট হইতে বৈরাজ মনুর উৎপত্তি। বায়ু-২০। (৭) বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়্‌লাকে চাক্ষুষ মনু বিবাহ করেন। বায়ু-৬২। নড়্‌লা দেখ।

বৈরিণী—(১) দক্ষের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষের ষাটটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে দশজন ধর্ম্মের, তেরজন কশ্যপের, সাতাইশ জন সোমের, চারিজন অরিষ্টনেমীর, দুইজন ভৃগু নন্দনের, দুইজন কৃশাশ্বের আর দুইজন অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। মৎ-৫। দক্ষ দেখ। (২) মৎস্য পুরাণেরই ১৪৬ অধ্যায়ে, ভৃগুনন্দনের পরিবর্ত্তে বাহুকের পুত্র দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) দক্ষকন্যা সতী বৈরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) হর্য্যশ্ব নামে দক্ষ পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে সহস্র সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও ভ্রাতাদের পদানুসরণ করেন। তৎপরে দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪। দক্ষ দেখ।

বৈরোচন—বিরোচনের পুত্র বলিয়া দানব-পতি বলি বৈরোচন নামেও খ্যাত হন। বলি দেখ।

বৈলাক—কলিতে বৈলাক নামে ভগবতীর এক ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

বৈশন্ত—জনৈক নৃপতি। তিনি যমলোকগত পিতৃগণের উদ্ধারার্থ শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত করেন। গর্গ-মাধু-৯।

বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পায়ন—(১) ভৃগু বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়ন দেখ। (২) ব্যাসের অন্যতম শিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা কল্পনা করেন। অ-১৫০। বেদব্যাস (৪) দেখ। (৩) এক সময়ে এক ঋষি সম্মিলনী উপস্থিত হইলে, সকলে মেরু পৃষ্ঠে গিয়া মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, সপ্ত রাত্রের মধ্যে যিনি এইখানে না আসিবেন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকলেই ঐ সময় মধ্যে সেইস্থানে যাইয়া মিলিত হইলেন। তখন বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার জন্য ব্রহ্মবধ্যাব্রতের অনুষ্ঠান কর। আর এই বিষয়ে যাহা হিতকর তাহা তোমরা

সকলে আমার নিকট বল।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আপনার এই এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন; আমিই এই ব্রতের আচরণ করিব। ইহাতে আমি স্বীয় তপস্যার বল দেখাইব।" যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলে, বৈশম্পায়ন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎ সমুদয় প্রত্যর্পণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ সকল বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৫। বায়ু-৬১। (৪) ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের উত্তম ষড়শীতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনিই যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক। তিনি একমাত্র মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত শিষ্যকেই ঐ সকল সংহিতা প্রদান করেন। বৈশম্পায়ন প্রণীত ষড়শীতি সংহিতার মধ্যেও আবার একটি বিশেষ রূপকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যেও আবার তিন তিনটি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ তিন ভেদের মধ্যেও আবার উদীচ্য, মধ্যদেশ ও প্রাচ্যভেদে ভেদত্রয় পরিকল্পিত হওয়ায় সংহিতা সকল নয় প্রকার ভেদ সম্পন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬১। (৫) বৈশম্পায়ন প্রমুখ ব্যাসশিষ্যগণ উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৯। (৬) রাজা জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন তাঁহাকে যম-নাচিকেত সংবাদ বলেন। বরা-১৯৩। (৭) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন উপস্থিত ছিলেন এবং তখন জনমেজয়ের অনুরোধে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের জীবন-চরিত বর্ণন ব্যপদেশে সমগ্র মহাভারত কীর্ত্তন করেন। মহাভা-আদি-৬০।

বৈশাখ—শমীমুখ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। অঙ্গিরা প্রমুখ সপ্তর্ষিগণের উপদেশে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তাঁহাদের উপদেশে সর্ব্বপাপহর ও স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ ঝাট-ঘোট' মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হন। পরে তিনিই রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৮। বাল্মীকি দেখ।

বৈশাখী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

বৈশাখ্য—একজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ। আসুরায়ণ দেখ।

বৈশাল—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপাত্মজ চব্বিশখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ২৪জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বৈশাল তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭ বায়ু-৬১। আজবস্ত দেখ।

বৈশালী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কৌশিক নামে

এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। বসুদেব দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় উতথ্য, গৌতম, তৌলেয়, অভিজিত, অর্দ্ধনেমি, লৌগাক্ষি, ক্ষীর, কৌষ্টিকি, রাহুকর্ণী, সৌপুরি, কৈরাতি, সামলোমকি, ঔষজিতি, ঐরিড়ব,কারোটক, সজীবি, উপবিন্দু, সুরৈষী, বাহিনীপতি, বৈশাখ, ক্রোষ্টা, আরুণায়নি, সোম, অত্রায়ণি, কাসোরু, কৌশল্য, পার্থিব, রৌহণ্যায়নি, একাগ্নি, মূলপ, পাণ্ডু ক্ষপাবিশ্বকর, অরি ও পারিকারারি—এই সমুদয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা উতথ্য ও উশিজ। মৎ-১৯৬।

বৈশ্বানর—(১) দানব পতি দনুর শতপুত্রের অন্যতম। তাঁহার দুই কন্যা পুলোমা ও কালিকা (কালকা-অ-১৯, বিষ্ণু-১ম-২১) মরীচি নন্দন কশ্যপের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৬। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮। পুলোমা দেখ। (২) বৈশ্বানর কন্যা শাণ্ডিলীকে গরুড় হিমালয়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। সেই কন্যা তাহা জানিতে পারায় তাঁহারপক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) সমুদ্রমন্থনের পর দেবতাদের সহিত জালন্ধর দৈত্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বৈশ্বানর কেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উ-৫। (৪) বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋগ্বেদের একজন প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লিখিত। ৩য় মণ্ডলের ২য় অষ্টকে বিশ্বামিত্র ঋষি বৈশ্বানরদেবের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। (৫) বৈশ্বানরদানবের উপদানবী, হয়শিরা পুলোমা ও কালা নামে চারি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ, হয়শিরাকে ক্রতু, ব্রহ্মার আদেশে পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

বৈশ্বানর মুখ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বৈশ্বানরি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

বৈশ্বানরেশ্বর—(১) অবন্তী ক্ষেত্রে বৈশ্বানরেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে মানবের বুদ্ধিলাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩। (২) প্রভাস ক্ষেত্রে বৈশ্বানরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্ব প্রাণীরই পাপ নষ্ট হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৮।

বৈশ্যা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার কৌশিক নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃ-১৩। বসুদেব ও কৌশিক দেখ।

বৈশ্রবণ—(১) লঙ্কা সমরের পর সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ অন্যান্য দেবগণসহ রামসমীপে উপস্থিত হইয়া সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে রামকে অনুরোধ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৯। (২) বৈশ্রবণ কুবেরের অন্য নাম। কুবের দেখ। (৩) যক্ষগণ কর্ত্তৃক পৃথিবী দোহন কালে বৈশ্রবণ

দোগ্ধা ছিলেন। মৎ-১০। বসুধা দেখ। (৪) জগৎ-সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে রাজগণের আধিপত্যে স্থাপন করেন। অ-১৯। (৫) বৈশ্রবণ একজন ঋষিক ছিলেন। বৃহদুক্থ দেখ। বৈশ্রবণ পূর্ব্বজন্মে সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল দুঃসহ। তার পর তিনি সুদুর্ম্মুখ নামে গান্ধার দেশের অধিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ঘোর মূর্খ ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তিনি পরম ভক্তিভরে নানা উপচারে শিবপূজা করিতে লাগিলেন এবং সেই পূজাপ্রভাবে পরজন্মে বিশ্রবা মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবের প্রসাদে তিনি কুবেরত্ব প্রাপ্ত হন। সৌ-৪৭। (৭) কৈলাসগিরির মধ্যভাগে এক কুন্দ-কুসুমসম শুভ্রবর্ণ রমণীয় শৃঙ্গতট বিদ্যমান। তথায় বৈশ্রবণের অলকা নাম্নী পুরী অবস্থিত। তাঁহার সভার নাম বিপুলা এবং বিমানের নাম পুষ্পক। বায়ু-৪১।

(৮) বৈশ্রবণ বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অসুরের মত ছিলেন। ইঁহার পিতা বিশ্রবা ইঁহাকে ত্রিপাদ, মহাকায় স্থূল-শিব, অষ্টদংষ্ট্র, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শঙ্কুকর্ণ, লোহিতবর্ণ, হ্রস্ববাহু, প্রবাহু, পিঙ্গল, ভীষণ, বৈবর্ত্তজ্ঞান-সম্পন্ন ও বিশ্বরূপধর দেখিয়া বলিলেন "এই বালক স্বয়ং কুবের। কেননা কু শব্দের অর্থ কুৎসা, বের অর্থ শরীর। কুশরীর-বশতঃই এই বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এবং পিতা বিশ্রবার সহিত সাদৃশ্য-হেতু এই বালক বৈশ্রবণ নামেও খ্যাত হইবে।" কুবের অথবা বৈশ্রবণ ঋদ্ধির গর্ভে নলকুবেরকে উৎপাদন করেন। বায়ু-৭০।

(৯) বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ অত্যুগ্র তপস্যাদ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত অলকাপুরী ভোগ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর উমা-সহ তাঁহাকে দর্শন দেন। মহেশ্বরের বরেই তিনি নিধি সমূহের অধিপতি; গুহ্যকদিগের অধীশ্বর; যক্ষ, কিন্নর ও রাজগণের রাজা, রাক্ষসগণের প্রভু ও সকলের ধনদাতা হন। শিবের সহিত তাঁহার সখিত্ব হয়। তাঁহারই প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত শিব অলকাপুরীর সমীপবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন। শিব উমা-সহ কুবেরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করেন; কিন্তু শিব পার্ব্বতীর রূপ-তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করেন। তখন বৈশ্রবণের প্রার্থনায় শিব করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া

তাঁহার দৃষ্টি সামর্থ্য প্রদান করেন। তিনি তখন পুনরায় নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া প্রথমতঃ উমাকেই দেখিতে পাইলেন এবং বার বার বাম চক্ষু দিয়া ক্রূর দৃষ্টিতে উমাকে দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে উমার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে তাঁহার বাম চক্ষু স্ফুটিত হইল। তদবধি তিনি একপিঙ্গ নামে খ্যাত হইলেন। এতদ্ভিন্ন দেবীর রূপের প্রতি ঈর্ষ্যা করাতে তিনি কুবের নামেও খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

(১০) বিশ্রবার ঔরসে তৃণবিন্দু দুহিতার গর্ভে সর্ব্ব-লক্ষণ লক্ষিত ধনদ নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার জন্মের সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা অপর দেব ও ঋষিগণের সমভিব্যাহারে বিশ্রবার আলয়ে উপস্থিত হন এবং ধনদকে উপলক্ষ করিয়া বলেন "যেহেতু তুমি বিশ্রবা হইতে জাত হইয়াছ, সেজন্য আমি তোমাকে বৈশ্রবণ নাম প্রদান করিলাম।" বৈশ্রবণ অথবা ধনদের পুত্র কুণ্ড ও পত্নী ঈশ্বরী। স্কন্দ-আব-রেবা-৪১।

(১১) পুরাকল্পে যখন যক্ষগণ ধরণীকে দোহন করেন, তখন রজতনাভ দোগ্ধা এবং বৈশ্রবণ বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-২৯।

(১২) বিশ্রবা-তনয় বৈশ্রবণ ব্রহ্মার বরে দেবতাদের ধনাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন ও কুবের নামে অভিহিত হন। পিতৃ নিদেশে তিনি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত লঙ্কা-পুরীতে যাইয়া বাস করেন। অধ্যাত্ম-রামা-উ-১।

বৈষ্ণব—(১) প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম জ্যোতিষ্মান। তাঁহার শত পুত্রের অন্যতম বৈষ্ণব। প্রভাকর জ্যোতিষ্মান দেখ।

(২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নাভাগ। নাভাগের তনয় বৈষ্ণব। অ ২৭৩। নাভাগ দেখ।

বৈষ্ণবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য,মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

(২) চণ্ডিকার সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তি সকল চণ্ডিকার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী কটি-তটে পীতাম্বর পরিধান এবং করচতুষ্টয়ে শঙ্খ,চক্র,গদা ও পদ্ম ধারণ-পূর্ব্বক গরুড় পৃষ্ঠে আগমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮।

(৩) জনৈকা যোগিনী। শঙ্করের আদেশে তিনি অন্যান্য যোগিনীগণ সহ শঙ্কর-হস্তে মৃত জালন্ধর দৈত্যের মাংস রাশি ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উ-১৮।

(৪) দেবী পার্ব্বতী মাতৃকাগণের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা। পদ্ম-সৃ ১৭।

(৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩।

(৬) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের শরীর হইতে এক এক মাতৃকা সৃষ্ট হয়েন। কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য, অসূয়া এই আট রিপুই শরীর পরিগ্রহ করিয়া অষ্টমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধ হন। বরা-২৭।

(৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে উদ্ভুত দেবীর অন্যতম অংশ। বরা-৯০,৯২। অমৃতা দেখ।

(৮) শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমাদেবীকে স্তব করিতে হয়। মহাভা-অনু-৯১।

(৯) নবদুর্গার অন্যতম। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে তিনি বীরভদ্রের সহ গমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (১০) দুর্গার অন্যতম নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। দেবীপু-৩৭।

বৈস্বপ—দনুর শত পুত্রের অন্যতম। দনু দেখ।

বৈহিনরি—বৈগায়ন দেখ।

বোধ—(১) প্রসূতির গর্ভজাত দক্ষের চব্বিশটি কন্যার অন্যতম বুদ্ধি। বুদ্ধির গর্ভে বোধ জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক ৫০; ব্রহ্মা—১০; পদ্ম-সৃ-৩; বিষ্ণু-১ম-৭; গরু-পূ-৫।

(২) বিশাল গ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। বিক্রান্ত নরপতির ঔরসে তৎপত্নী হৈমনীর গর্ভজাত চৈত্র নামক পুত্রকে জাতহারিণী, বোধের গৃহে রাখিয়া, বোধের নবজাত পুত্রকে ভক্ষণ করে। মার্ক—৭৬। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩।

(৩) বাস্কলের অন্যতম শিষ্য। বাস্কল দেখ। বায়ু পুরাণে (৬০ অঃ) বোধ স্থানে বোধ্য নাম দৃষ্ট হয়।

বোধপ—বৈক্লব দেখ।

বোধিনী—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বলিনী, রুচী, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা এই দ্বাদশকলা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। তন্ত্রে ইহাঁদের পূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রসার ১০১ পৃঃ।

বোধ্য—(১) জনৈক মহর্ষি; তিনি যযাতি রাজাকে অনেক উপদেশ দেন। মহাভা—শান্তি-১৭৮। (২) মহর্ষি বাস্কলের শিষ্য। বাস্কল ও বোধ দেখ।

বৌদ্ধ—শুনঃশেফ, শাক্রেয়, বৌদ্ধ, দান্ত প্রভৃতি তাপসেরা অন্যান্য তাপস-দিগের সহিত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুস্কর স্নানার্থ গমন করেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি কালে, চমৎকার পুরাধিপতির পত্নী দময়ন্তী তাপসগণের আশ্রমে আসিয়া কতিপয় তাপসীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। সেই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া শুনঃশেফাদি তাপস-গণ শাপ দিয়া দময়ন্তীকে কুৎসিৎ শিলারূপী করিয়া দেন। স্কন্দ-নাগ-১১১। উপরোক্ত তাপস-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৌদ্ধ ছান্দোগ-গোত্রীয় এবং বেদবেদাঙ্গ পারগ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮৪।

বৌধায়ন—বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, কণ্ব, অঙ্গিরা, বৌধায়ন প্রভৃতি বহু

মুনিগণ ভগবান নন্দিকেশ্বরের নিকট মোক্ষপ্রাপক স্থানের বিষয় শুনিবার জন্য তাঁহার আরাধনা করেন। স্কন্দ মাহে-অরু-উ-৩।

বৌধেয়—যুধিষ্ঠিরের পুত্র। তিনি গোবাসনের কন্যা দেবিকার গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বৌধ্য—বাস্কলির অন্যতম শিষ্য। বাস্কল ও বোধ্য দেখ।

বৌলি—বৈপ্লব দেখ।

বৌষড়ি—অঙ্গিরা বংশীয় কপীতর, স্বস্তিতর, দাক্ষি, শক্তি, পতঞ্জলি, ভূয়সি, জলসন্ধি, বিন্দু, মাদি, কুসীদকি, উর্দ্ধ, বাজকেশী, বৌষড়ি, শালি, শংসপি, কলশীকণ্ঠ, কারীরয়, কাঠ্য, ধান্যায়নি, ভাবাস্যায়নি, ভারদ্বাজি, সৌবুধি, লঘ্বী ও দেবমতি—এই সকল ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয়। মৎ ১৯৬।

ব্যংশ,—দনুপুত্র বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে ব্যংশ, শল্য প্রভৃতি কতিপয় দারুণ অতিনির্ঘৃণ পুত্র জন্মে। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

ব্যংস—প্রমত্তাবস্থায় ব্যংস ইন্দ্রের হনুদ্বয় বিদ্ধকরতঃ অপহৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর অধিক বলশালী হইয়া ইন্দ্র ব্যংসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করিয়াছিলেন। ঋক্-৪।১৮।৯।

ব্যাঘ্র—জনৈক দানব। ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। পদ্ম-সৃ-১৮।

ব্যজয়—অজ দেখ।

ব্যঞ্জনহারিকা—দুঃসহের অন্যতম কন্যা ঋতুহারিকা (ঋতুহারিণী) তিন কন্যা প্রসব করে। তাঁহাদের নাম কুচহরা, ব্যঞ্জনহারিকা ও জাতহারিণী। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্যক্ না করিয়া, এবং মাতার অর্চ্চনা না করিয়া, যে কন্যা বিবাহিতা হয়, ব্যঞ্জনহারিকা তাহার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

ব্যবসায়—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বপুর গর্ভে ব্যবসায় জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু ১০। বিষ্ণু-১ম-৭ গরু-পূ-৫। পদ্ম-সৃ-৩। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ।

(২) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। তিনি ধর্ম্ম হইতে এবং তেজঃ তাঁহা হইতে প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-১২২।

ব্যয় নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

ব্যয়ব্যা অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট মাতৃকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-সৃ-৪৬।

ব্যরুক্তি—অন্যতম অগ্নি। তিনি

মার্জ্জালীয় বলিয়া কথিত হন। বায়ু-২৯।

ব্যশ্ব—(১) ব্যশ্ব ঋষি অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন। ঋক্-৮।৯। ১০। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা। ঋক্ ৮। ২৩।১।(২)দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মা যমরাজের যে সভা নির্ম্মাণ করেন, ব্যশ্ব প্রভৃতি রাজগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া যমরাজের উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ব্যাঘ্র-(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম সৌ-৪৯।(২)প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্য-রথে, বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র, ইহারা ভাদ্রমাসে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। (৩) ব্যাঘ্র ও শ্বেত নামক রাক্ষসদ্বয় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২।
(৪) খশু নামক পিশাচের কন্যা জন্তুধনার (যাতুধনা) গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বধ, আপ ও খশা দেখ। (৫) শলভ,সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। মহাভা-আদি-৬৬।
(৬) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-১১৯।

ব্যাঘ্রপদ—(১) জনৈক মুনি। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ উপমন্যু। শিব বায়-পূ-৩০। ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইলে, তিনি অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন। সৌ-৫০।

ব্যাঘ্রপাদ—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট বিপ্রগণের অন্যতম। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

ব্যাঘ্রপাদেশ্বর—কাশীস্থিত ব্যাঘ্র-ভীতিহারী এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

ব্যাঘ্রবক্ত্র—জনৈক দানব। ত্রিপুর বিনাশ ব্যপদেশে অগ্নি, তাহার গৃহ দগ্ধ করেন। স্কন্দ-আব-রে-২৮।

ব্যাঘ্রাক্ষ—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভুত-রামা-১৮। বৈতালী দেখ।

ব্যাঘ্রেশ, ব্যাঘ্রেশ্বর—দুন্দুভি-নির্হ্রাদ নামক প্রহ্লাদের এক মাতুল দৈত্য কাশীধামে যাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করিত। একদা শিবরাত্রিতে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে যাইয়া শিব হস্তে নিহত হয়। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় শিব

ব্যাঘ্রেশ নামে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

ব্যাত্তাস্যা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনী দেখ।

ব্যাধকারক—প্রিয়ব্রতাত্মজ দ্যুতি-মানের অন্যতম তনয়। পীবর ও অর্থ-কারক দেখ।

ব্যাধাজ্য—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

ব্যাধি—মৃত্যু হইতে ব্যাধি প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। মার্ক-৫০। অধর্ম্ম নরক ও ক্রোধ দেখ।

ব্যান—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিতাখ্য দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) এক বিংশতি কল্পে, প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মার পাঁচ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া সুমধুর মিলিত পঞ্চম স্বরে মহেশ্বরের স্তব করেন। তাহাতে কল্পের নামও পঞ্চম হইয়াছে। ব্রহ্মা-২০। ব্রহ্মা (৩৮) দেখ।

ব্যাপিনী—তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশ জন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। এই সকল শক্তি রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করেন। ইঁহাদের মূর্ত্তি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সকলের করপদ্মে রক্তোৎপল ও নরকপাল আছে। তন্ত্রসার-৪০৯ পৃঃ।

ব্যালরূপ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

ব্যালিক—পূর্ব্বকালে সত্যযুগে রুদ্র-মূর্ত্তি এক অগ্নি ছিলেন। তাঁহার নাম তেজ। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের জন্য দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির সৃষ্টি হয়, তাহাই গার্হপত্য নামে অভিহিত। আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয় পরে। ভরতাদি মহাতেজা আহবনীয় অগ্নির সন্ততি। তাঁহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ। তাঁহারা চরাচরের বিধায়ক। তাঁহাদের নাম—ভরত, চর, মঙ্গল, বিভু, বল, অঙ্গিরা, সমুদ্ভব, জয়, রুদ্র, সংযুগ, ব্যালিক, ভব, সূর্য্য, জল, শশাঙ্ক, বিশ্বদেব, পরাবসু, কল্মাষ, সংক্ষয়, ঘোর, বড়বাগ্নি, পরান্তকঃ, দক্ষ, নিরীশ্বর, কাম, কামান্তক, পরান্তক, বীভৎস, বিজয়, ধূম্র, কৃষ্ণবর্ত্মা, হাটক, অজিত, শঙ্কর, শঙ্খ, শুক্কিদ, জয়দ, গুরু, অপর, অপরাজিত, কণ্ঠ, প্রতাপ, বহুদ, আরণ্য, সর্ব্বগ, শম্ভু কামুক, রিপুহা, শিব ও কামাগ্নি। দেবীপু-১২২।

ব্যাহৃতি—সবিতার সন্তান। ভাগ-৬স্ক-১৮। পৃশ্নি দেখ।

ব্যুষিতাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় কুশের বংশে শঙ্খনের তনয়। ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ। তাহার তনয় হিরণ্যনাভ কৌশল্য। তৎসুত বশিষ্ঠ। বায়ু-৮৮। (২) পুরুবংশীয় নরপতি। তিনি

দেবগণের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতি দিগকে আপনার বশীভূত করেন। কাক্ষীবান-তনয়া ভদ্রা তাঁহার পত্নী ছিলেন। ব্যুষিতাশ্ব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াশক্তিবশতঃ অপুত্রক অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন। ভদ্রা স্বামীশোকে আকুলা হইয়া সহমরণে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্যুষিতাশ্ব অশরীরি অবস্থায় ভদ্রাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে,চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া ভদ্রা যদি তাঁহার শবের সহিত নিজ শয্যায় শয়ন করেন, তবে ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া ভদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। সেই শব-সংসর্গে ভদ্রা তিনজন শাল্ব ও চারিজন মদ্র নামে পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১২১।

ব্যুষ্ট—(১) ধ্রুবের প্রপৌত্র ও পুষ্পার্ণের পুত্র। ব্যুষ্টের পুত্র সর্ব্ব-তেজা। সর্ব্বতেজার ঔরসে আকৃতির গর্ভে মনু নামে পুত্র জন্মে। বৃহদ্ধ-উ ১৩। আকৃতি ও পুষ্পার্ণ দেখ।

(২) অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসুর ঔরসে তৎপত্নী উষার গর্ভে ব্যুষ্ঠ, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬;

ব্যূঢোরু—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা--আদি-৬৭।

ব্যোম—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোম। তৎপুত্র জীমূত। মৎ-৪৪। ভাগ-৯স্ক-২৪। অ-২৭৫।

(২) যদুবংশীয় শমীকের বিরজ, ধনু, ব্যোম ও সৃঞ্জয় নামে চারি পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃ-১৩।

(৩) কোনও কোনও পুরাণে ব্যোমের পরিবর্ত্তে ব্যোমা নাম দৃষ্ট হয়। (৪) জনৈক অসুর। সে ত্রিশৃঙ্গ শিখরে শয়ন করিয়া থাকিত। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কংস তাহাকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং সে কংসের সহিত অমরাবতী আক্রমণ করিতে যায়। গর্গ-গো-৭। ব্যোমাসুর কংস কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিধনের জন্য প্রেরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যান্য গোপবালকদিগের সহিত পশুচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্যোম-অসুর পশুপালের রূপ ধারণ করিয়া অনেক গোপবালকদিগকে লইয়া যাইয়া গিরিগুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্যোমাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন। ভাগ-১০স্ক-৩৭।

ব্যোমকেশ—তন্ত্রে, উর্দ্ধকেশ, ব্যোম-কেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইঁহারা তারা দেবীর গুরুপংক্তির অন্তর্গত দিব্যোঘ গুরু বলিয়া কথিত হন। তন্ত্র ৫২৯ পৃঃ।

ব্যোমচারিণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

ব্যোমবক্ত্র—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

ব্যোমা—(১) যদুবংশীয় দশার্হের পুত্র ব্যোমা। তাঁহার পুত্র জীমূত। হরি-হরি ৩৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বায়ু-৯৫। গরু-পূ-১৪৩। ব্যোম দেখ।

ব্যোমারি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

ব্যোমৈকচরণা—চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

ব্রজ—হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। অজিন ও কৃষ্ণ দেখ।

ব্রজন—অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র। অজমীঢ় দেখ।

ব্রজনাভ—রসাতলবাসী, বালকদিগের জীবাপহারক এক অসুর। একবার ঐ অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা ভূতলে পুষ্কর নিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-স্ব-১৫।

ব্রজেশ—একজন উপনন্দ। বীতি-হোত্র ও অগ্নিভুক্ দেখ।

ব্রণী—ভঞ্জন, ভৈরব, কালিক, ঘটো-দর, খণ্ডকামর্দ্দন, পিঙ্গ, রুক্ষ, সর্ব্বভুজ, ও ব্রণী, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুকোণ-রক্ষক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

ব্রতপতি—যদুবংশীয় বাহুকের পুত্র শতজিতের একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ব্রতপতি কনিষ্ঠ। তৎকনিষ্ঠ অপরাস্ত। বায়ু-৯৬।

ব্রতফল—তন্ত্রোক্ত রামের অষ্টোত্তর শতনামের অন্যতম। তন্ত্রসার-৭৫৯ পৃঃ।

ব্রতবতী—যদুবংশীয় ভঙ্গকারের পত্নী। তাঁহার গর্ভে সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কন্যা জন্মে। ইহাঁরা তিনজনেই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ছিলেন। মৎ-৪৫। প্রস্বাপিনী দেখ।

ব্রতিনী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। ব্রতবতী ও প্রস্বাপিনী দেখ।

ব্রতেয়ু—রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম। ঋচেয়ু ও ঋতেয়ু দেখ।

ব্রধ্ন—(১) উত্তর বেদিক বাসব অগ্নির আট পুত্রের মধ্যে অহি ও ব্রধ্ন অগ্নি অনির্দ্দেশ্য। ইহাঁরা সর্ব্বকনিষ্ঠ ও দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য বলিয়া নিরূপিত আছে। মৎ-৫১। অহিব্রধ্ন দেখ।

(২) ভৌত্যমনুর পুত্রগণের অন্যতম। অনুগ্রহ দেখ।

(৩) চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩।

ব্রহ্ম—সৃষ্টি প্রলয়ের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। পরে ব্রহ্ম নামক সর্ব্বকারক এক জ্যোতি হইল। সৃষ্টিকাল উপ-স্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জ্ঞানস্বরূপ এক বিকার গর্ভ জানিয়া

সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রধান প্রকৃতি উদ্ভূতা হইলেন। পদ্ম-স্বর্গ-১। ব্রহ্মণস্পতি দেখ।

ব্রহ্মকন্যা—সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ প্রধান দেবতা দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১২১।

ব্রহ্মকলা—ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী দেবী চিত্রক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামে বিখ্যাত হয়েন। পদ্ম-সৃ-১৭।

ব্রহ্মক্ষত্রবিজয়—নরপতি বৃহন্মনার অন্যতমা পত্নী সত্যার গর্ভে ব্রহ্মক্ষত্র-বিজয় জন্মলাভ করেন। তাঁহার পুত্র ধৃতি। বায়ু-৯৯।

ব্রহ্মঘ্ন—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তা-সুরের তেত্রিশজন মন্ত্রার অন্যতম। সৌ-৪৯। (২) নিসুন্দ দানবের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। সুন্দের তাড়কা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মঘ্ন, মূক ও মারীচ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৭। (৩) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১:৯।

ব্রহ্মচারিণী—সর্ব্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া দেবী পার্ব্বতীর এক নাম ব্রহ্মচারিণী। দেবী-পু-৩৭।

ব্রহ্মচারী—(১) দেব-গন্ধর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত প্রধাহীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। জরণ্য দেখ। (২) মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনু-১৭। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা দেখ।

ব্রহ্মজিৎ—দৈত্যপতি কালনেমীর অন্যতম পুত্র। নরান্তক দেখ।

ব্রহ্মজ্যোতি—বসুধামা (অগ্নি) ব্রহ্ম-জ্যোতি ও ব্রহ্মস্থানীয় বলিয়া উক্ত হন। মৎ-৫১।

ব্রহ্মণস্পতি—ঋগ্বেদের এক দেবতা। পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি একই দেব-তার নামান্তর মাত্র। বেদের কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা অগ্নিদেবের রূপান্তর। ইহা বাক্যদেব, স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। সায়নাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যজ্ঞ এবং মহত্ত্বও হয়। যাস্কের মতে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ধন। মোক্ষমুলারের মতে বৃহ ধাতুর একটি অর্থ বর্দ্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য। এবং বাক্য অর্থে ঐ ধাতু হইতে বৃহ ও ব্রহ্মণ উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্-১।১৮।১-৯। ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্ম-তারেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে আর অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

ব্রহ্মদত্ত—(১) চূলী নামক এক ঊর্দ্ধরেতাঃ ব্রহ্মচারী সোমদা নাম্নী এক অপ্সরী কন্যার প্রার্থনায়, তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রই ব্রহ্মদত্ত। তিনি কাম্পিল্য নগর স্থাপিত করেন। নৃপতি কুশনাভের বিকৃতাঙ্গ কন্যাগণকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার করস্পর্শে কন্যাগুলির কুব্জভাব বিদূরিত হইয়াছিল। রামা-আদি-৩৩। কুশনাভ দেখ। (২) পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামক এক সত্যপ্রতিজ্ঞ পবিত্র স্বভাব, নরপতি ছিলেন। একদা কালরূপী গোতম নামক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের গৃহে অতিথি হয়েন। নরপতি গৌতমের নিমিত্ত যে আহার্য্য প্রদান করেন, তাহাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। তাহাতে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদত্তকে "গৃধ্র হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজার অপরাধ অজ্ঞানতা নিবন্ধন জানিতে পারিয়া গৌতম বলিয়াছিলেন, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। রামা-উত্তরা-৭২। পদ্ম-স্থ-৩৭। (৩) পাঞ্চালাধিপতি বৈভ্রাজ অনঘ নারায়ণের আরাধনা করিয়া সর্ব্বভূতানু-কম্পী, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, যোগাত্মা, ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত ইতর প্রাণীর বাক্যা-লাপ অনুধাবন করিতে সমর্থ ছিলেন। একদার তাঁহার পত্নী সন্নতি তাঁহাকে ক কীট মিথুনকে দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে হাস্য করিতে দেখেন। সন্নতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মদত্ত বলেন যে তিনি পিপীলিকার কথোপ-কথন শুনিয়া হাস্য করিয়াছেন। সন্নতি তাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। রাজা ব্রহ্মদত্ত জাতিস্মর ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কৌশিক নামক এক মহর্ষির অন্যতম পুত্র ছিলেন। মৎ-২০-২। এই আখ্যানটি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে হরিবংশে (হরি-হরি-২৪) এবং শিবপুরাণে (শিব-ধর্ম্ম-৬৩) পাওয়া যায়। পদ্ম-স্থ-১০। কবি দেখ। (৪) কাম্পিল্য দেশাধিপতি বিভ্রাজ অনুহের পিতা ছিলেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র বিশ্বক্-সেন। নরপতি ব্রহ্মদত্ত দ্রুপদ রাজার আদি পুরুষ। হরি-হরি-২০। (৫) ব্রহ্মদত্ত নামক বাজসনেয়া ব্রাহ্মণ বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি বসুদেবের সহাধ্যায়ী সখা ও উপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বহু মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম-দত্তের পঞ্চশত ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণী, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা এবং একশত শূদ্রা ছিল। নিকুম্ভ নামক দানব ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞকালে যজ্ঞভাগ দাবী করে এবং তাহা না পাইয়া যজ্ঞ বিঘ্ন করিবার প্রয়াস পায়।

তখন ব্রহ্মদত্তের পক্ষাবলম্বী যাদবদিগের সহিত দানবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নিকুম্ভ সানুচর নিহত হয়।

(৬) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম সাত্বগুহ। মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তিমতী। বায়ু-৭০।

(৭) ব্রহ্মদত্তের মাতার নাম ঋচী। পুত্র যোগসূনু। বায়ু-৯৯।

(৮) ব্রহ্মদত্তের পিতা সাত্বত। মাতা কৃত্তী। পদ্ম-সৃষ্টি-৯।

(৯) ব্রহ্মদত্তের মাতা শুক-তনয়া কীর্ত্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

(১০) ব্রহ্মদত্তের পিতার নাম নীপ। তাঁহার মাতা শুকের কন্যা কৃত্তী। পত্নী—সরস্বতী, পুত্র—বিষক্‌সেন। ভাগ-৯স্ক-২১।

(১১) যুগ-পরিবর্ত্তন নিয়মে যখন সত্য যুগ অতীত হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মদত্ত নামক এক স্বধর্ম্ম-নিরত নরপতি কাম্পিল্যনগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সোমদত্ত। বরা-১৩৭।

(১২) ব্রহ্মদত্ত নামক একব্যক্তি কাম্পিল্যনগরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বরাহ-১৫২।

(১৩) কাম্পিল্যনগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্তের অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী ছিল। ব্রহ্মদত্তের পুত্র পূজনীর শাবকের বধ সাধন করিলে, পূজনীও প্রতিশোধ লইবার বাসনায় রাজ-কুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করে। প্রথমে অপকৃত হইয়া পরে অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে, এই বিবেচনায় ব্রহ্মদত্ত নৃপতি পূজনীর দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে রাজালয়ে থাকিতেই অনুরোধ করেন। কিন্তু পূজনী 'শত্রুর প্রতি বিশ্বাস কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া রাজান্তঃপুর পরি-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। মহাভা-শান্তি-১৩৯।

(১৪) পাঞ্চাল পুত্র ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

(১৫) মহারাষ্ট্রবাসী ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াও, গোমতী তীরে দেহত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যফলে ব্রহ্মগতি লাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-৬৮। (১৬) পুরুবংশীয় অশ্বহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। তৎপুত্র বিষক্‌সেন। গরু-পু-১৪৪।

ব্রহ্মধন—ব্রহ্মধনা দেখ।

ব্রহ্মধনা—অজ নামক পিশাচের কন্যা। সেই কন্যা লোমশূন্যা এবং ব্রাহ্মণগণের সত্ত্বধন আহারে নিরতা। কশ্যপের এক পুত্র পিতার শাপে বকরূপে পরিণত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মধনার সমুখীন হন এবং ব্রহ্মধনার পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ

করেন। ঐ ব্রহ্মধনা, ব্রহ্মধন নামক পুত্র ও শুভলা নামক এক কন্যা প্রসব করে। বায়ু-৬৯।

ব্রহ্মধাতা—প্রহেতির পুত্র ও কুবেরের অনুচর ব্রহ্মধাতা নামক রাক্ষস সরযু নদীর তীরে বৈভ্রাজ নামক বিখ্যাত বনে বাস করিত। মৎ-১২১। ব্রহ্মপাত দেখ।

ব্রহ্মপাত—প্রহেত নন্দন কুবেরানুচর ব্রহ্মপাত নামক বিপুলবিক্রম রাক্ষস, সরযু নদীর তীরস্থ বৈভ্রাজ বনে বাস করিত। বায়ু-৪৭। ব্রহ্মধাতা দেখ।

ব্রহ্মপুত্র—দুঃসহের পিতা ও জাত-হারিণীর পিতামহ। দুঃসহ দেখ।

ব্রহ্মবল—(১) একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈরুব দেখ। (২) বেদস্পর্শের অন্যতম শিষ্য। মৎস্য-২০০। বায়ু-৬১। বেদস্পর্শ দেখ।

ব্রহ্মবলি—বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদদর্শ দেখ।

ব্রহ্মবলী—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

ব্রহ্মবাদিনী—দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-সার-৭৩৩ পৃষ্ঠা। দেবী-পু-১৬।

ব্রহ্মবাদী—কশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল ইঁহারা ব্রহ্মবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মা-৬৫।

ব্রহ্মবাহু—যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা। বায়ু-৬০।

ব্রহ্মবিৎ—চন্দ্রবংশীয় অক্রিয়ের তনয় ভাগ-৯স্ক-১৭।

(১) ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে মিথিলাধিপতির কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন। এই ব্রহ্মবিদ্যা সীতা নামে খ্যাতা। ইনি লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ কালে উৎপন্না হইয়াছিলেন, সেইজন্য ইঁহার সীতা নাম হয়। ইনি আন্বীক্ষিকী বিদ্যারূপে তৎকালে মিথিলায় উৎপন্ন হন। এই কারণে ইঁহাকে মৈথিলী নামেও অভিহিত করা হয়। ইনি জনকের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাই ইঁহার নাম জনকাত্মজা। পূর্ব্বে এই পাপহারিণী ব্রহ্মবিদ্যা বেদবতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। রাজা জনক ঐ ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (২) অনুপমা ব্রহ্মবিদ্যা হরি-পাদ-পদ্ম-লাভমানসে দারুকাখ্য মহারণ্যে তপস্যা করেন। তিনি কটীতটে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোচন-দ্বয় অনিমেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল এবং তিনি আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেন। পদ্ম-পাতা-৪১।

ব্রহ্মমিত্র—জনৈক মুনি। তিনি অথর্ব্ববেদের ত্রয়োদশ অধিকারে

জ্ঞানলাভ করিয়া আট ভাগে বিভক্ত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দীবর নামক বিদ্যাধর-পুত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মুনির নিকট হইতে শাস্ত্র লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া, লুকাইয়া আট মাসের মধ্যে বিদ্যা আয়ত্ব করেন। মুনি ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাহাকে শাপ দেন যে, যেহেতু সে রাক্ষসের ন্যায় অদৃশ্য থাকিয়া বিদ্যা অপহরণ করিয়াছিল, সেজন্য সে রাক্ষস-রূপ প্রাপ্ত হইবে। মার্ক-৬৩।

ব্রহ্মযশ - নারায়ণের অবতার ও কল্কির পিতামহ। বিষ্ণুযশা দেখ।

ব্রহ্মযোনী—স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে ব্রহ্মযোনা তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ চণ্ডসাতাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ব্রহ্মরাক্ষস—যজ্ঞতস্কর ব্রহ্মরাক্ষসগণ ঋষিদের যজ্ঞাদির ব্যাঘাত জন্মাইত। রামা-আদি-৮।

ব্রহ্মরাক্ষসী—উপহাবিণা দেখ।

ব্রহ্মর্ষি—কশ্যপ বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অত্রি—এই পঞ্চগোত্রেই ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬১।

(২) ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথম তৎপরে ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে দেবর্ষিগণ; তাঁহা হইতে রাজর্ষিগণ, এই প্রকার ঋষি প্রকৃতিগণ বলিয়া উক্ত হন। ব্রতাবলম্বী মুনিগণ সহ ঋষি প্রকৃতিগণ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি গোত্রে এই ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মর্ষি এই নাম হয়। ব্রহ্মা-৬৭।

ব্রহ্মসৎকৃৎ—সূর্য্যের এক নাম। বায়ু-৩১।

ব্রহ্মসাবর্ণি (মনু)—চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে ইনি অনাগত মনুদের অন্যতম। পর্য্যায় ক্রমে ইনি বিভিন্ন পুরাণ মতে নবম বা দশম স্থান অধিকার করেন। দেবীপুরাণ (৪৬-অঃ) মতে ইনি ১১শ মনু। স্কন্দ পুরাণ (প্রভা-প্রভা-১০৫) মতেও ১১শ মনু। বিষ্ণুপুরাণ (৩য়-২ অ) মতে দশম মনু। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ (২৯-অ) মতে ৯ম মনু। অগ্নি পুরাণ মতে ১০ম মনু। ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেকগণে ১০০ করিয়া দেবতা থাকিবে। মহাবল শান্তি ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন। হবিষ্মান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। (অপামূর্ত্তি দেখ)। একাদশ ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে কশ্যপের তনয় হবিষ্মান, ভৃগু-সুত বপুষ্মান, অত্রি-তনয় বারুণি, বশিষ্ঠাত্মজ ভগ, অঙ্গিরা-তনয় পুষ্টি, পুলস্ত্য-তনয় নিশ্চর এবং পুলহ-নন্দন অগ্নিতেজা, ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। আদর্শ প্রমুখ আত্মজন

তাঁহার পুত্র হইবেন। (আদর্শ দেখ)। এই মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটী গণ হইবে। বৃষ নামে সুররাজ তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। বায়ু-১০০। মনু দেখ। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনুর অপর নাম তৃতীয় সাবর্ণি মনু। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, ক্ষেমক, দৃঢ়েষু, পণ্ডক, দর্শ, উরু ও বাহ ইঁহারা সুবর্ণাখ্য তৃতীয় মেরু সাবর্ণির পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। সাবর্ণি মনু দেখ।

ব্রহ্মহত্যা—(১) স্বয়ং প্রজাপতি লোক সৃষ্টি প্রবাহের নিমিত্ত নিজের বক্ষ হইতে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মকে সৃজন করেন। অধর্ম্মের পুত্র কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মান প্রভৃতি ক্রোধের পুত্র পিতৃবধ ও মাতৃবধ এবং কন্যা ব্রহ্মহত্যা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১। (২) শিব, ব্রহ্মহত্যা নাম্নী রক্ত-বর্ণা, রক্তাম্বরধারিণী, করালবদনা, খর্পরধারিণী, এক ভীষণাকৃতি কন্যা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে কালভৈরবের অনুগমন করিতে বলেন এবং বারাণসী ভিন্ন সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (৩) দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইন্দ্র একবার বিশ্ব-কর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে (অন্য নাম ত্রিশিরা) বধ করেন। সেই কারণে ব্রহ্মহত্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য অনন্তোপায় হইয়া, সলিলে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মহত্যাও তীরে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবগণের পরামর্শে বৃহস্পতি জলমধ্যগত ইন্দ্রের নিকট গমন করেন। তথায় বৃহস্পতির পরামর্শে দেবগণ, ধরিত্রী, বৃক্ষ, সলিলরাশী ও স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে আংশিকভাবে ব্রহ্মহত্যার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলে, ইন্দ্র নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৫-১৬। (৪) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় শঙ্কর নখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে আশ্রয় করে। মহাদেব কোন উপায়েই ব্রহ্মহত্যার প্রভাব হইতে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে নারায়ণের পরামর্শে বারাণসীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। বাম-৩।

(৫) ইন্দ্র যুদ্ধে বৃত্রকে বধ করিলে দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে ভীমদশনা ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। দেবরাজ তাঁহাকে বিনাশ করিবার অথবা তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-

তেই সফলকাম না হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পিতামহ ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মহত্যাকে বলিলেন, "তুমি যদি দেবরাজকে পরিত্যাগ কর, তবে তুমি আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে আমি তাহা পূর্ণ করিব।" তখন ব্রহ্মহত্যা পিতামহকে বলিলেন"আপনিই বিধান করিয়াছেন যে,ব্রাহ্মণ বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। তজ্জন্যই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই আমি দেবরাজের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি।" তখন ব্রহ্মা দেবরাজের মুক্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমুদয়ের মধ্যে সেই চারি অংশে বিভক্ত ব্রহ্মহত্যার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৮২। ব্রহ্মা (১১৪) দেখ।

ব্রহ্মহা—(১) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম পুত্র বিষ। বিষের ক্রূর কর্ম্মা চারিটি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা বায়ু-৬৮। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। কাল দেখ।

ব্রহ্মা—(১) রাবণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া স-দেবগণ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণের বধসাধন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। রামা-আদি-১৫।

(২) ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন। তিনি নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয়। তাঁহা-হইতে মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মলাভ করেন। রামা-অযো-১১০। (৩) সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া রামের স্তব করেন। রামা-লঙ্কা-১১৯।

(৪) রাবণ তনয় মেঘনাদ যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইন্দ্রের মুক্তির জন্য মেঘনাদকে অনুরোধ করেন। তৎ-পরিবর্ত্তে মেঘনাদ ব্রহ্মার নিকট এই বর চান যে,রিপুজয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি যখন বিধিমত অগ্নিতে হোম করিবেন,তখনই যেন অগ্নি হইতে অশ্বসহিত রথ উত্থিত হয় এবং তিনি যতক্ষণ সেই রথে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ অমর হইবেন। জপ ও অগ্নিতে হোম শেষ না করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, তিনি যেন বিনষ্ট হন। রামা-উ-৩৫।

(৫) দেবরাজের কুলিশ-প্রহারে হনুমান কাতর হইয়া পড়িলে. পবনদেব স্বীয় সঞ্চালন বন্ধ করিয়া প্রাণিগণের জীবনধারণ কষ্টকর করিয়া তুলিলে দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা হনুমানকে

পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেন। রামা-উ-৪১।

(৬) পরম সুন্দর মেরু পর্ব্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা সংস্থাপিত। চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনী সেই সভায় সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্র যুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিসৃত হয়। ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর উৎপন্ন হয়। সেই বানরই সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরাজ। রামা-উ-৪২।

(৭) বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। রামা-উ-৭২। বিষ্ণু (৮) ও (২৩) দেখ।

(৮) সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ ও শোকমগ্ন রামকে ব্রহ্মা নানা রূপে সান্ত্বনা দেন। রামা-উ ১১১।

(৯) মহাপ্রলয়ের অবসানে এই চরাচর জগৎ যখন তমোময় ছিল, তখন স্বয়ম্ভূ এই অখিল জগৎ প্রকটিত করিয়া তমোরাশি অপসারিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। অতঃপর তিনিই নারায়ণরূপে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইলেন, এবং সম্যক চিন্তা করিয়া বিবিধ বিশ্বসৃষ্টি কামনায় স্বীয় শরীর হইতে সর্ব্বাগ্রে জলসৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীজ পরে এক হেমরূপময় মহান্ অণ্ডে পরিণত হইল। মহাতেজা আত্মভূ স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সংবৎসর বাস করিলেন। পরে প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রথমেই তন্মধ্যে ভগবান সূর্য্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি আদিভূত বলিয়া আদিত্য নাম ধারণ করিলেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া বেদ পাঠ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সমস্ত দিক্ ও মধ্যে শাশ্বত ব্যোমভাগ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে সেই অণ্ড হইতে ক্রমশঃ মেরু প্রমুখ শৈলগণ মেঘবৃন্দ, তড়িন্মালা নদীনিচয়, পিতৃগণ, মনুগণ ও সপ্ত সমুদ্র সমুদ্ভূত হইল। মৎ-২।

(১০) সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার বক্ত্রবৃন্দ হইতে বেদ সকল নির্গত হয়। প্রলয়কালে লোকসকল দগ্ধ হইয়া গেলে, বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়, বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করেন। অনন্তর বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় একার্ণব জলের অভ্যন্তরে অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করেন। তখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সকল

প্রবর্ত্তিত হইল। মৎ-৫৩। (১১) ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতার অন্যতম। বিষ্ণু (১১) দেখ। মৎ-৯৩।

(১২) দেবতাদিগের বরে ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে অত্রিপত্নী অনুসূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১৭।

(১৩) পুরাকালে অব্যক্ত-যোনী ব্রহ্ম সমুৎপন্ন হইবামাত্র, তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ সেই পুরাণ সংহিতাকে বিবিধ অংশে এবং বেদকেও সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার মন হইতে সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া, তাঁহারই নিকট সমস্ত বেদ, ও তদীয় মানসজাত অন্যান্য আগু ঋষিরা পুরাণ গ্রহণ করেন। মার্ক-৪৫

(১৪) সৃষ্টির প্রথমেই চিন্তাশীল ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়। তৎপরে বক্ষঃপ্রদেশ হইতে রজোগুণবিশিষ্ট অন্য সহস্র মিথুন উৎপন্ন হয়। তাঁহার উরুদেশ হইতে যে সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়, তাহারা রজঃ ও তমোগুণোদ্রিক্ত এবং ঈর্ষান্বিত; আর পদদ্বয় হইতে শ্রীভ্রষ্ট, অল্পবুদ্ধি তামস মিথুনের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা প্রজা-দিগকে মনে মনে চিন্তা করিলে যুগপৎ যে পঞ্চ মহাভূত ও শব্দাদি বিষয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাকেই প্রজাপতির মানসী সৃষ্টি কহে। মার্ক-৪৯।

(১৫) ব্রহ্মা চিন্তা করিলে, তাঁহার দেহসমুৎপন্ন কার্য্য ও কারণ সকলের সহিত মানসী প্রজা সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার গাত্র সকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ সকল সমুৎপন্ন হইল। তিনি যখন দেখিলেন তাঁহার প্রজাসকল আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তখন তিনি ভৃগু প্রভৃতি আত্মসদৃশ মানসপুত্র সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে প্রকাণ্ড দেহসম্পন্ন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ জন্মলাভ করেন। তাঁহার দেহের অর্দ্ধেকভাগ নারী। তদনন্তর "স্বীয় দেহকে বিভক্ত কর" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সেই পুরুষও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব পৃথক পৃথক প্রকটিত হইল। অনন্তর যে ভাগ পুরুষাকার তাহাকে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অসিত ও সিত প্রভৃতি ভেদে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সেই আত্মসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন; আর তপস্যা দ্বারা নিধূত-পাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। মার্ক-৫০।

(১৫) কল্পান্তে জগৎ একসমুদ্রীকৃত হইলে, বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা আশ্রয় পূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন বিষ্ণু-কর্ণ-মল-সম্ভূত মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অসুরদ্বয়, ব্রহ্মাকে হনন

করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত হরির নেত্রস্থিতা সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে দেবী বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মার্ক-৮২। বিষ্ণু দেখ।

(১৬ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে ও বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পত্নীকে সৃষ্টি করেন। মার্ক-১০১।

(১৭) হংস গগনে স্থিরভাবে গমন করিতে পারে এবং হংসের জল ও দুগ্ধের বিবেক আছে অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত জল ও দুগ্ধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে সমর্থ। এইজন্যই এই জগতে মিশ্রভাবে স্থিত অজ্ঞান (অবিদ্যা) ও জ্ঞান (বিদ্যা) এই উভয়ের তত্ত্ব বিবেকের নিমিত্ত ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫।

(১৮) ব্রহ্মা শিবের আদেশেই সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইঁহারা উভয়ে শিবের ইচ্ছাস্বরূপা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা, বাম পার্শ্বে বিষ্ণু এবং হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্মা অবস্থান করেন। শিব-জ্ঞান-৭।

(১৯) শিবের বিবাহ সভায় পার্ব্বতীর অঙ্গুষ্ঠ দর্শনে ব্রহ্মার রেতঃ স্খলন হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া উৎসঙ্গে পতিত সেই রেতঃ গোপন করেন। তাহা হইতে অসংখ্য যজ্ঞোপবীতযুক্ত জটা দণ্ডধর কৌপীনধারী বটুকগণ উৎপন্ন হইল। এইরূপে উৎপন্ন সেই বালকরূপী ঋষিগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। শিব সেই সকল উৎপন্ন বটুকগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার উপর কুপিত হইলেন। তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মা করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শিব দেবীগঙ্গাকে দান করিয়া ব্রহ্মাকে পবিত্র করিলেন। শিব-জ্ঞান ১৮।

(২০) শঙ্করের অবতার বিশেষকে অর্চ্চনা করিয়াই ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। শিব-জ্ঞান-২০।

(২১) শিব জলরাশি প্লাবিত পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিনী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলে, বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিলে, তাঁহার নাভি পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া শিবের আজ্ঞানুক্রমে সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিব-জ্ঞান ৪৯। বিষ্ণু (২০) দেখ। (২২) কাশীতে গোপ্রেক্ষক নামক ক্ষেত্র ও কপিলা হ্রদ ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়। শিব-জ্ঞান-৫০। (২৩)

ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণু (২১) দেখ। (২৪) নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণু (২৩) দেখ।

(২৫) একবার বিষ্ণু যখন অনন্ত শয্যায় শুইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেখিয়াও উত্থিত হইলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ভর্ৎসনা করেন। বিষ্ণুও প্রত্যুত্তর দেন এবং এইরূপ বাদ প্রতিবাদ হইতে "আমিই শ্রেষ্ঠ. আমিই প্রভু,তুমি নহ"। এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিধন বাসনায় সমরে উদ্যত হইলেন। দীর্ঘকাল তাঁহারা এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে, তাঁহাদের পরস্পর অস্ত্রাঘাতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন শঙ্কর ভীষণ অনলস্তম্ভরূপে উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইলেন। সেই অনলস্তম্ভ দেখিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া পরামর্শ করিয়া সেই স্তম্ভের ঊর্দ্ধ ও মূলদেশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভের মূলদেশের সন্ধানে গমন করিলেন; ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া অন্তানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। বিধাতা আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এক অদ্ভুত কেতকী পুষ্প দেখিতে পাইলেন। পুষ্প ব্রহ্মার তথায় আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া কহিলেন,—"ব্রহ্মন্, আমি বহুকাল হইতে এই স্তম্ভ মধ্যে পতিত আছি, তথাপি ইহার আদি দর্শনে বঞ্চিত। অতএব তুমি এই স্তম্ভের আদি দর্শনাশা পরিত্যাগ কর।" ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া বলিলেন—"যদিও আমি এই স্তম্ভের আদি অনুসন্ধান করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি, তথাপি তোমার পরামর্শে সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু তোমাকে আমার এক উপকার করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত বিষ্ণুর সন্নিকটে যাইয়া বলিবে যে আমি এই স্তম্ভের আদি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি।" কেতকী পুষ্প তাহাতে সম্মত হইয়া উভয়ে বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি এই স্তম্ভের অগ্রভাগ দর্শন করিয়াছি। এই কেতকী পুষ্প তাহার সাক্ষী আছে।" বিষ্ণু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তখন শিব মিথ্যাভাষী ব্রহ্মাকে শাস্তি দিবার জন্য, সেই অগ্নিস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং সত্যবাক্য বলার জন্য বিষ্ণুকে বলিলেন—"তুমি প্রভুত্বাভিলাষী হইয়াও সত্য বলার জন্য আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। ইহার পর পবিত্র প্রদেশে তোমার পৃথক মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও পূজা হইবে।" অনন্তর ব্রহ্মার দর্পনাশের জন্য শিব স্বীয় ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি

করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এই মিথ্যাভাষী বিধাতার যথোচিত শাস্তি বিধান কর।" ভৈরব তখন এক হস্তে ব্রহ্মার কেশ গ্রহণপূর্ব্বক অন্য হস্তে ব্রহ্মার উপরিতন অসত্যভাষী পঞ্চম মস্তক ছিন্ন করিয়া অপর মস্তক চতুষ্টয়ও কর্ত্তন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মার সেই দুরবস্থা দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মার পক্ষ লইয়া শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর প্রার্থনায় শিব ভৈরবকে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—"যেহেতু তুমি পূজাকাঙ্খী হইয়া শঠতাপূর্ণ প্রভুত্ব অবলম্বন করিয়াছ, তখন বিশ্বমধ্যে তোমার পূজা ও উৎসবাদি কিছুই হইবে না।" এইরূপে শপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন, "জগতে রাজদণ্ড ভয় না থাকিলে সমস্তই বিনষ্ট হইবে। অতএব লোক ভার বহনপূর্ব্বক দণ্ডার্হদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হও এবং আজ হইতে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য, স্মৃত্যুক্ত কার্য্য ও সমুদয় যজ্ঞের গুরু তুমি হইবে। তোমা ভিন্ন সমস্ত যজ্ঞই, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ও সদক্ষিণ হইলেও নিষ্ফল হইবে।"শিব-বিশ্বে-৪-৬।

(২৬) উপরোক্ত আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে শিব পুরাণের অন্যত্র (শিব-সনৎ-১৮) আছে। ঐ অধ্যায়েই পাওয়া যায় যে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট স্রষ্টৃত্ব পদ লাভ করিয়া স্বকীয় মায় দ্বারা এই সপ্ত লোক সৃজন করেন ব্রহ্মা শিবের দক্ষিণ বাহু এবং বিষ্ণু বা বাহু স্বরূপ।

(২৭) মহাদেব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্ররূপে নির্ম্মাণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যাদান করিলেন। ব্রহ্মাও সেই বিদ্যা লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমেই পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয়। তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে অপরাপর শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। শিব-বায়-পূ-১।

(২৮) ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব্বভাগের কালসংখ্যা পরার্দ্ধ এবং উহার উত্তর ভাগের কালেরও ঐ পরিমাণ। উহার অন্তে সৃষ্টির সংহার হয়। সেই সকলের প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটি দিবসে চতুর্দ্দশটি করিয়া মনু পরিবর্ত্তিত হয়। প্রলয়ে এই সমুদয় পৃথিবী জলরাশীতে পূর্ণ হইয়া গেলে ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই সলিলরাশীর উপর শয়ন করিয়া ছিলেন। পরে দেবগণ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলে, তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। পরে ত্রিলোচনের প্রসাদে জানিতে পারিলেন যে পৃথিবী জলে নিমগ্না আছেন। তখন

তিনি দিব্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া, পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিলেন। পৃথিবীকে প্রলয়জলধিমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, প্রজাপতি পুনর্ব্বার চরাচর জগতের সৃজনে প্রবৃত্ত হন। সেই কারণে তিনি ধ্যানস্থ হন এবং ধ্যানস্থ অবস্থায়ই তিনি দেব, মনুষ্য, ভূত প্রেতাদি, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ও তাঁহার মানস পুত্রদিগকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রেরা সকলেই বীতরাগ বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আসক্ত থাকায় তাঁহারা প্রজা সৃষ্টির জন্য অভিলাষ করেন নাই। তাহাতে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তপশ্চরণ জন্য দুঃখ বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার ক্রোধাবিষ্ট নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত প্রেতাদি উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগকে এইরূপে অগ্রোৎপন্ন দেখিয়া, তিনি আপনাকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ এবং অমর্ষ হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইল এবং ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে রুদ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রাণদান করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মন হইতে অত্রি, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্পকে এবং দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য এই চারি প্রকার প্রজা সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং উহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত সমাধিস্থ হইলেন। ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে দেবগণ, কক্ষ প্রদেশ হইতে পিতৃগণ, জঘন হইতে অসুরদিগকে, শিশ্ন হইতে মনুষ্যদিগকে সৃজন করিলেন। তাঁহার মলনির্গম স্থান হইতে ক্ষুধাবিশিষ্ট রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইল। তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব ও বয়োগণ, বক্ষঃস্থল হইতে পক্ষী সকল; মুখ ও পাদ হইতে হস্তী, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি ইতর জন্তুগণ; লোম হইতে ওষধি ও ফলমূল সকল উৎপন্ন হইল। তিনি প্রথমত মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের নির্ম্মাণ করিলেন। দক্ষিণমুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুভ ছন্দঃ; পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসোম এবং উক্থ সকল সৃষ্ট হইল; পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ এবং অতিরাত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্য্যাম নামক যজ্ঞ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ এবং বৈরাজ নামে সাম উৎপন্ন হইল। স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র, দিক্‌সকল কর্ণ, এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ হইল। তাঁহার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণগণ; বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়গণ; উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ; এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। শিব-বায়-পূ-১০।

(২৯) ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ের সহিত শিবকে প্রণাম করেন এবং তাঁহারা উভয়েই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া চলেন। সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাঁরা দুই জনেই রুদ্র কর্ত্তৃক পরস্পরের অঙ্গ হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়াছেন। (আবার অন্যত্র আছে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কারণ স্বরূপ। এই তিনজন মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইহাঁরাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। পিতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং রুদ্র সংহার কার্য্যে নিয়োজিত। অনন্তর তাঁহাদের পরস্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর অধিক্যলাভ করিতে অভিলাষী হইয়া, তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃষ্টি করেন। অন্য এক কল্পে ভগবান ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন। আবার কল্পান্তরে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। শিব-বায়-পূ-১১

(৩০) ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে একবার বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া অমৃতের ন্যায় ক্ষীর সমুদ্রে শয়ান ছিলেন। তখন ব্রহ্মা তথায় যাইয়া বিষ্ণুকে গ্রাস করিয়া ফেলেন ও তৎপরে আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আবার তাঁহাকে উৎপাদন করেন।

(৩১) ব্রহ্মা, মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর অভীষ্টার্থ সম্পাদন বিষয়ে স্থির করিলেন যে, প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সমুদয় প্রজার বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আদ্যা পরমাশক্তি ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমাশক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করতঃ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার সেই তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। মহাদেবের সেই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিলেন। সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপ-

নার দেহের অংশ হইতে একটি দেবীর সৃজন করিলেন। তিনিই মহাদেবের পরমাশক্তি। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু বা জরাদি নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "হে দেবি, আমি মহাদেব কর্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং জগতের সৃজন করিতেছি। আমি প্রথমে মন হইতে যে সকল দেবাদিকে উৎপন্ন করিয়াছি, তাঁহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে মৈথুনজ সৃষ্টি দ্বারা সমুদয় প্রজাবৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আপনা হইতে অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় নাই। এই নিমিত্ত আমারও নারীকুল সৃষ্টি করিতে শক্তি নাই। আপনা হইতেই সমুদয় শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, চরাচরের বৃদ্ধির জন্য, এক অংশের দ্বারা আমার পুত্র দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন।" তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাবশালিনী একটি শক্তির সৃজন করিলেন এবং সেই দেবী মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষের কন্যা হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী দেবী আত্মাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল শক্তি প্রদান করিয়া মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি এই সংসারে স্ত্রী-সম্ভোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মৈথুন দ্বারা প্রজা-সৃষ্টিরও আরম্ভ হইল। শিব-বায়ু-পু-১৩, ১৪।

(৩২) মহাদেব হইতে নিত্য ও শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে অর্দ্ধে নারী হইয়াছিল, তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট পুরুষ পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। শিব-বায়ু-পু-১৫। সৌর-২৬। কূর্ম্ম-পু-৮।

(৩৩) ব্রহ্মা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্বাগ্রে জলরাশী সৃজন করেন, তৎপরে ঐ জলরাশিমধ্যে স্ব-বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। নররূপী দেব হইতেই জল সম্ভূত। এ নিমিত্ত লোকে জলকে নারা বলে। প্রলয়কালে জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর একটি নাম নারায়ণ। হিরণ্যবর্ণ সেই নারায়ণের একটি ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া জলমধ্যে ভাসিতে লাগিল। সেই ডিম্ব স্বয়ং ভেদ করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। এ নিমিত্ত ব্রহ্মার এক নাম হইল স্বয়ম্ভু। হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড-সম্ভূত ভগবান ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে বহুকাল বাস করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিখণ্ড স্বয়তঃ স্বয়ং

প্রকাশপূর্ব্বক স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃজন করিলেন। ঐ পৃথিবীর অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং উর্দ্ধভাগে সপ্তলোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন করিলেন। তৎকালে এই পৃথিবী জল-মধ্যে নিমগ্ন ছিল, দশদিক ও আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। সেই সময়ে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং কামপত্নী রতি সৃষ্ট হইয়া-ছিলেন। তখন ব্রহ্মা মানস হইতে সাতজন মানসপুত্র ও একাদশ রুদ্রকে সৃজন করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সনৎ-কুমার নামক সকলের জ্যেষ্ঠ ঋষিবরকে সৃজন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বজ্র, মেঘগণ, সবল ইন্দ্রধনু এবং জলরাশী সৃষ্টি করিয়া পরে মেঘের সৃজন করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ, যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত প্রাণীর জন্ম হইল। যখন ভগবান ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে প্রজাসৃষ্টি করিয়া প্রজাবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর বিবেচনা করি-লেন। তৎকালে নিজ দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিরাটরূপী ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্টি করিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫১।

(৩৩) বিষ্ণু সৃষ্টিকামনায় অগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া জলোপরি ভাসিতে লাগিল। সেই অণ্ডে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন এবং স্বয়ং সম্ভূত বলিয়াই তিনি স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে সংবৎসর কাল থাকিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উহারই এক খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যে যে শূন্য রহিল ব্রহ্মা তাহাতেই আকাশের সৃষ্টি করি-লেন। অনন্তর ব্রহ্মা জলোপরি পৃথিবী স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সকল ভাগে দশ-দিক নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি, বিদ্যুৎ, মেঘ, অশনি এবং ইন্দ্রধনু প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন পরে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তাঁহার বক্ত্র হইতে ঋক্, যজু ও সামবেদ সৃষ্টি হইল। তৎপরে তাঁহার ভুজ হইতে উচ্চাবচ ভূত, সনৎকুমার ও ক্রোধ হইতে রুদ্রের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র আবির্ভূত হন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারিরূপী হইয়া, সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অ-১৭।

(৩৪) তেজ হইতে সলিলরাশী

সমুৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ নষ্টকরিয়া ফেলিলে, সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অর্ণবে পরিণত হয়। তৎকালে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রাক্ষ নারায়ণ নামক ভগবান্ ব্রহ্মা একমাত্র সত্ত্বগুণো-দ্রেকে জাগরিত থাকায়, লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিলরাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি নারায়ণ নামেও কেবল ঐ কারণ জন্য খ্যাত হন। আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটি সলিলেরই নামান্তর। তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়াই নারায়ণ নামে খ্যাত হন। এইরূপে ব্রহ্মা সহস্র যুগপরিমিত প্রলয়রূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় কাটাইয়া দিয়া, রাত্রিশেষে পুনরায় সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রাবৃট-কালীন খদ্যোতের নৈশবিচরণের ন্যায় প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মা বায়ুরূপে সেই সলিলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নারায়ণ, পৃথিবী একেবারে নষ্ট না হইয়া কেবল জলমগ্ন হইয়াছে, এই অনুমান করিয়া, দিব্য বরাহ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই জল-রাশি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথিবীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলন করিলেন। দেবানুগ্রহে পৃথিবী আর নিমগ্ন হইল না। জলরাশির উপরে এক সুবৃহৎ নৌকাখণ্ডের ন্যায় ইতঃস্তত ভাসিতে লাগিল। প্রজাপতি পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াই জগতের স্থিতি কামনায়, তাহার বিভাগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থান-বিশেষের সমতা বিধান করিয়া অন্যান্য স্থলে পর্ব্বত সঞ্চিত করিলেন। এইরূপে সমুদ্র, পৃথিবী ও পর্ব্বত বিভক্ত হইল। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পৃথিবীকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, পর্ব্বতপরি শোভিত, সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত ও ভূলোক প্রভৃতি লোক-চতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করেন। ব্রহ্মা-৬।

(৩৭) সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু, সহস্র-চক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রভূক, পরমেষ্ঠি, সুমনা, সূর্য্যবর্ণ, সংসারপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম, তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ নামধারী প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদি-কালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া সমুদয় গ্রাস করেন। ব্রহ্মা-৭।

(৩৮) সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী নৈশকাল অতিবাহিত হইবার পর, পরম পুরুষ প্রজাপতির বর্ত্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টি সময়ে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য ব্রহ্মত্বের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশির উপর প্রাবৃটকালীন খদ্যোতিকার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় অনু-সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এই জল-রাশির মধ্যেই পৃথিবী অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনুমানেই ক্রমে

তাঁহার নিশ্চিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এবারও তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সলিল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া, সমুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নদীর সলিল নদীতে, বিন্যস্ত করিলেন। এইরূপ সলিল বিন্যাসের পর তিনি পূর্ব্বতম কল্পের যে পর্ব্বত সমূহ সম্বর্ত্তক অনলে দগ্ধ হইয়া জলবায়ুর শীতলতায় সংসক্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা পুনঃ প্রকাশ করিলেন। তিনি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্তদ্বীপ রূপে বিভক্ত করিলেন। পরে সমুদয় বিষম স্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ দ্বারা সাধারণ পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। অন্যান্য পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের আধার স্বরূপ ভূঃ আদি লোক চতুষ্টয় এবং গ্রহগণসহ চন্দ্র ও সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি ও বৃক্ষলতাদি আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমানী ও স্থান প্রভৃতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়া যুগের অবস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৮।

(৩) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে কার্য্য কারণ সমন্বিত মানসী প্রজাসমূহ, তাঁহার স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ, দেব অসুর ও পিতৃগণ এবং চতুর্ব্বিধ মানবকুলের প্রাদুর্ভাব হইল। স্বয়ম্ভু যখন ইহাদের উৎপত্তি কামনায় আত্মসংযোগ করিলেন তখন তাঁহার তমোগুণের আবির্ভাব হয়। সেই তমোগুণযুক্ত সৃষ্টি চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজা সমূহ তাঁহার জঘন দেশ হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম হইল অসুর। অসু অর্থ প্রাণ। ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে অসুর। প্রজাপতি অসুর সৃষ্টি করিবার পরই তনু পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যক্ত তনু তমো-বহুলা ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তমঃ পরিবৃতা ত্রিযামা রাত্রি রূপে পরিণত হইল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেখিয়া সত্ত্বগুণ-বহুলা এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুখদেশ হইতে যে প্রজার প্রাদুর্ভাব হইল, তাঁহাদিগের নাম হইল দেবতা। দিব ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক। ক্রীড়াবিশিষ্ট দেহ হইতে ইহাঁদের সৃষ্টি হওয়ায় ইহাঁরা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। দেবসৃষ্টি সমাধা হইলে ব্রহ্মা সে মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন করিয়া, সত্ত্বগুণবহুল অন্য মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তাহা হইতে পিতৃগণের প্রাদুর্ভাব হইল। এই সকল পিতলোক বাস্তব পক্ষে স্বয়ম্ভুর পুত্র

হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন। রাত্রি ও দিন-স্বরূপ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধি সময়ে এই পিতৃগণ জন্মিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা পিতৃগণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পিতৃসৃষ্টির পর তনু পরিত্যাগ করিলে তাহা সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। এইরূপে দিবা রাত্রি ও সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। অনন্তর দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরদিগের এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতঃপর প্রজাপতি রজোগুণবহুল অন্য মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কতকগুলি মানসপ্রজা সৃষ্টি করিয়া তদ্দর্শনে সে মূর্ত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে প্রজাসমূহের হর্ষ ও প্রীতি জন্মিল। এইরূপে এক একটি মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপে জলরাশি, দেব, দানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই সেই তনু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রজো ও তমো-গুণ-বহুল মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিল, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াই নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া জলরাশি পানে সমুদ্যত হইল। অন্য কতকগুলি প্রজা তাহাদিগের কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক প্রজাসমূহ রাক্ষস নামে বিখ্যাত হইল এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ক্রুর কর্ম্মা গুহ্যক ও যক্ষ নামে অভিহিত হইল। এই অপ্রিয় প্রজাসমূহ দেখিয়া ধীমান ব্রহ্মদেবের কেশরাজি উদ্গত হইয়া, গলিত হইতে লাগিল। তাহা হইতেই সুখ ও দুঃখপ্রদ সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর উৎপত্তি হইল। ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার হৃদয়ে যে সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষরূপে সর্প শরীরে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে হিংস্র প্রকৃতি সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে কপিশবর্ণ উগ্রকর্ম্মা, মাংসাশী ভূতগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইল। এই অষ্টযোনী সৃষ্টি হওয়ার পরও পৃথিবীর বহুস্থান শূন্য আছে দেখিয়া, ব্রহ্মা সমস্ত পশু ও পক্ষীদিগের সৃষ্টি করিলেন। চতুরানন ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে যজ্ঞ সৃষ্টিকালে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিক দ্রব্য মধ্যে গায়ত্রী, বরুণ, ত্রিবৃৎ ও রথন্তর সাম; দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ, পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈষ্টুভ কর্ম্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ; পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতীছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তোম, বৈরূপ্য ও অতিরাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ব, আপ্তোর্য্যাম, অনুষ্টুভ ও বৈরাজ আবির্ভূত

হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—প্রজা সৃষ্টির কারণ বিলুপ্ত হইয়া আসিলে, তিনি আবার স্বসদৃশ নয় জন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরাই পুরাণসমূহে নবব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। পরে ব্রহ্মা রোষাত্ম-সম্ভব রুদ্রকে, এবং সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকেই সৃজন করেন। ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামে যে সকল মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞানবলে রাগ মৎসরাদি পরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি কার্য্যে উদাসীন হইলেন। তখন প্রজাপতির ক্রোধাবির্ভাব হইল এবং সেই ক্রোধ হইতে অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা সেই তেজস্বী পুরুষকে "তুমি আত্ম দেহ বিভক্ত কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে সেই অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সেই অর্দ্ধনরদেহ আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হইল। ইহাঁরাই জগতের হিতৈষি একাদশ রুদ্র। স্বয়ম্ভূ-মুখজাত সেই নারীদেহের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ শুক্র বর্ণ ও উত্তর অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ বর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভূ তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত করিতে বলেন। সেইজন্য তিনি স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ব্রহ্মা-৯। অপর্ণা দেখ। (৪০) কালান্তরে প্রজাপতির প্রজা-নিচয়ের বৃদ্ধি পুনর্ব্বার কোন এক কারণে নিবৃত্ত হইয়া গেল। তাহাতে তমো-ভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তন্নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই দুঃখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্ত্তমান রজোগুণের পরাভবপূর্ব্বক তমোগুণ উদ্রিক্ত করিলেন। এই তমোরজঃ একত্র সংসৃষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে এক মিথুনের উৎপত্তি হইল এবং পূর্ব্বজাত শোক অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহা হইতে হিংসা জন্মলাভ করিল। ভগবান ব্রহ্মা এই মিথুন-দর্শনে অতিশয় প্রীতি-লাভ করিয়া তমোগুণোদ্রিক্ত সেই অভাস্বর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃতা-ভূতধাত্রী শতরূপা নামে এক নারী আবির্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মা-১০।শতরূপা দেখ। (৪১) এক সহস্রকল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং ঐরূপ আট হাজার কল্পে ব্রহ্মার এক যুগকাল হইয়া থাকে। আদি লোক-সৃষ্টির প্রথম কালেই ভব নামক কল্পের উৎপত্তি হয়। এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে আবির্ভূত হন। ষোড়শ কল্পে শিশির, বসন্ত নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত নামক ছয়টি ব্রহ্মার

মানসপুত্র, ষড়জস্বরসংসিদ্ধ ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়া মহেশ্বর ও সাগর-সন্নিভ ষড়জ-স্বরকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিংশতি কল্পে স্বয়ম্ভু-প্রভব নিষদের আবির্ভাব দেখিয়া, প্রজাপতি প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। এক-বিংশতিকল্পে প্রাণ, সমান, অপান, উদান ও ব্যান নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মতুল্য পাঁচ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া, সুমধুর মিলিত পঞ্চমস্বরে দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করেন। ত্রয়োবিংশতি কল্পের নাম চিন্তক। এই সময়ে প্রজাপতি-তনয় চিতি ও মিথুন সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন। চতুর্ব্বিংশ কল্পে প্রজাপতি আকূতিকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। পঞ্চবিংশতি কল্পে পুত্রাভিলাষে ধ্যান করিতে করিতে হিরণ্যগর্ভের মনোমধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ কারণে কল্পের নামও হইয়াছে বিজ্ঞাতি। ষড়বিংশ কল্পে সৃষ্টি কামনায় স্বয়ম্ভু প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাই ভাবনার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্ত-বিংশতি কল্পে দেবী পৌর্ণমাসী সৃষ্টি কামনায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হন। অষ্টাবিংশতি কল্পে পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া-ছিলেন। অনন্তর রথন্তর বৃহৎসোমের সৃষ্টি হইয়াছিল। উনত্রিংশ কল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলে শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতমাল্য, উষ্ণীষ-ধারী, এক অগ্নিসমতেজাঃ শিখী-কুমার আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা হৃদয়মধ্যে সেই সদ্যোজাত কুমার-মূর্ত্তিধর পরমা-ত্মার সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করেন। ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মা পুত্র-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, তাহাতে রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্যধর, রক্তকান্তি কুমারের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাঁহাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া, ঐ মূর্ত্তিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। এক-ত্রিংশৎকল্পে ব্রহ্মা পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পুত্রাভিলাষী ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার পীতবস্ত্র, পীত-মাল্য, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতউষ্ণীষ-ধারী এবং পীতগন্ধানুলিপ্ত তরুণবয়স্ক এক তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার দর্শনমাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যাননিরত হইয়া চতুষ্পদা, চতুর্হস্তা, চতুঃস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃ-শৃঙ্গী, চতুর্দ্দংষ্ট্রা এবং চতুর্ম্মুখী দ্বাত্রিংশৎ-লোক-সমন্বিতা সর্ব্বতোমুখী মহেশ্বরীকে মহেশ্বর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে অবলোকন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূত মহাতেজা মহাদেব সেই দেবীকে নানারূপে স্তব করিতেছেন। অনন্তর মহাদেব পুত্রকামনায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুষ্পদী মাহেশ্বরী গায়ত্রীদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও

অতি সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শন করিয়া রৌদ্রী গায়ত্রী মূর্ত্তির ধ্যান ও ঐ রৌদ্রীমূর্ত্তি বিষয়িণী বৈদিকী বিদ্যার জপাদি সমাপনপূর্ব্বক, মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যযোগ, ষড়ৈশ্বর্য্য, জ্ঞানসম্পদ এবং বৈরাগ্য অর্পণ করিলেন। স্বয়ম্ভুর এই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইবার পর সিতকল্প নামক অন্য কল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব কল্পের অবসানে পৃথিবী যখন দিব্য সহস্র বৎসর একার্ণবে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই সময়ে পূর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হওয়ায় দুঃখিতচিত্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠেন। এই চিন্তাবসরেই পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন তেজঃপ্রদীপ্ত মহাবীর এবং কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণউষ্ণীস, কৃষ্ণযজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণমাল্য, কৃষ্ণানুলেপন-সম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ এক মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রহ্মা প্রাণায়াম অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়ে যতীশ্বর পরমব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার বন্দনা করেন। অতঃপর এই সিতকল্পের অবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় পাইবার পর পুনর্ব্বার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিলেন। তাহাতে মহানাদশালিনী বিশ্বরূপা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা-২০-২৩।

(৪২) প্রলয়ান্তে সমুদয় পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর একার্ণব-রূপে অবস্থান করিলে, বিষ্ণু নাগরাজের ফণার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি সেই শয্যায় শয়ান থাকিয়াই ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নাভি-হ্রদ হইতে তরুণতপনোপম-দীপ্তি-বিশিষ্ট, শত-যোজন-বিস্তীর্ণ বজ্রের ন্যায় দণ্ডসমন্বিত অত্যুচ্চ একটি পদ্মের সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই পদ্ম লইয়া ক্রীড়াসক্ত আছেন, এমন সময়ে হেম-গর্ভাঙ্গজাত, স্বর্ণবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, বিশাল-লোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" বিষ্ণু বলিলেন, "স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে আমিই একমাত্র তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা"। এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? কোথা হইতেই বা আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এ স্থান হইতেই বা আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার বাসস্থান কোথায়?" ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—"আপনার ন্যায় আমিও একজন আদি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি। আমার নাম নারায়ণ। আমিই সমগ্র জগতের আশ্রয় স্থল।" বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মার

আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সাগর-পর্ব্বতাদি পরিবেষ্টিত, অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ব্বর্ণ বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সপ্ত সনাতন লোকাদি যাবতীয় পদার্থ অবস্থিত দেখিয়া বার বার তাঁহার তপোবলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই উদরমধ্যেই তিনি নানাবিধ আশ্রম-শালী বিবিধ লোক পরিভ্রমণ করিয়া সহস্র বৎসরেও তাহার ইয়ত্বা করিতে পারিলেন না। তখন ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমি ত আপনার উদরের মধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অন্ত্য এবং উদরেরও শেষ সীমা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনিও আমার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপ্রতিম লোক সমুদয় অবলোকন করুন"। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু পরিভ্রমণেও অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু ব্রহ্মার নির্গমনকাল অনুভব করিয়া দ্বার সমূহের সম্যক্ অবরোধপূর্ব্বক সেই সাগর জল মধ্যে নিদ্রিত রহিলেন। তখন ব্রহ্মা সমুদয় দ্বারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সূক্ষ্মরূপ গ্রহণপূর্ব্বক নাভিদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে পদ্মসূত্র পথের অনুসরণ করিয়া নির্গত হইয়া সেই নাভিপদ্মের উপরিভাগে পদ্মগণের ন্যায় কান্তি সম্পন্ন চতুর্মুখ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে বিষ্ণু,ব্রহ্মার তেজ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া, তাঁহাকে নাভিপদ্ম হইতে অব-তরণ করিতে বলেন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—"আপনি বর প্রদান করুন। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি।" তখন বিষ্ণু বলিলেন—"আপনি আগে আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন। তাহাতে অত্যধিক প্রীতিলাভ করিতে পারি-বেন। আজ হইতে আপনি সত্যধন, মহাযোগী, ওঁকারাত্মক পূজ্য, পদ্মযোনী নামে প্রখ্যাত হইবেন। ব্রহ্মা-২৪-২৫।

(৪৩) আদি কল্পকালে ব্রহ্মা আত্ম-প্রতিম পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার ক্রোড়দেশে যেন তেজোরাশী দ্বারা দহনোদ্যত নীল-লোহিতবর্ণ এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া, ঘোর সুস্বরে রোদন করতিে লাগিলেন। ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে সহসা এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া,তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন—"প্রথমে আমার নাম প্রদান করুন"। তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন"তুমি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হইলে।"এইরূপ নাম প্রাপ্তির পর কুমার পুনর্ব্বার রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে,ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।উত্তরে

কুমার দ্বিতীয় নাম প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মাও সেই প্রার্থনা মত তাঁহাকে 'ভব' নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে কুমার বারংবার রোদন করিয়া একে একে শিব, পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব, এই সমুদয় নামও প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মসমীপে এইরূপ বহু নাম প্রাপ্ত হইয়া কুমার বলিলেন—"এখন এই সকল নামের জন্ম আমায় ভূত অর্পণ করুন।" স্বয়ম্ভু কুমারের প্রার্থনামত তাঁহার নাম নিকরের জন্য সূর্য্য, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মধাতু নামে অভিহিত। অতঃপর প্রজাপতি কুমারের নাম সমুদয়ের যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ শরীর বা মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিলেন—আদিত্য, জল, ভূমি, অগ্নি, বায়ু, বায়ু সঞ্চারণের জন্য দেহ মধ্যস্থ ছিদ্রসকল, যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এবং প্রজাবর্গে অবস্থিত চন্দ্র নামে মানসী তনু। সৌ-২৩। ব্রহ্মা-২৮।(৪৪) পূর্ব্বে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একার্ণবাকারে অবস্থিত ছিল ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় সেই সময়ে দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময়ে দিব্য গন্ধশালী এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রুতি উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত শ্রুতি ব্রহ্মা লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি ভয়াবহ তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধ্যানসংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে "এই ব্যক্তি কে" (কো নু অয়ম) এই তিনটী শব্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তাকালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধহীন অক্ষরের আবির্ভাব হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক তিনি শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ চিহ্নবিরহিত এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই সমুদয় অনুভব করিবার পর, তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শ্বেতবর্ণ, সুনির্ম্মল, মহাশব্দসমন্বিত একমাত্র অক্ষর বাহির হইল। অনন্তর স্বয়ম্ভু এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন এরূপ সময়ে, এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি হয়। তাহাই আদিদেব নামে প্রসিদ্ধ। এই অক্ষরই প্রথম ঋগ্বেদ। তৎপরে আরও চিন্তা করিতে করিতে দ্বি-অক্ষর মাত্র যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ উদ্ভূত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা বেদত্রয়কে দেখিয়া নিত্য অক্ষর ধ্যানে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপ ধ্যানবশতঃ ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর প্রদীপ্ততেজা চতুর্দ্দশ মুখ দেবরূপে পরিণত হয়। এই ওঁকার জাত অক্ষর স্বায়ম্ভুব নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে ত্রিবিধ বর্ণযুত চতুর্দ্দশ স্বরের আবির্ভাব হইল। অনন্তর সাধারণ অর্থ প্রকাশ নিমিত্ত সেই বর্ণসমূহ মধ্যে অকার

হইতে ত্রিষষ্ঠি বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই স্বরসমূহ হইতে মহামুখশালী চতুর্দ্দশ দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ মুখমণ্ডিত ও ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ব্ববর্ণ প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় মুখ হইতে স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় মুখ হইতে যজুর্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত যজুর্ব্বেদ, চতুর্থ মুখ হইতে তামস মনু, পঞ্চম মুখ হইতে চরিষ্ণাব মনু, তৎপরে ক্রমে ক্রমে এক একটি মুখ হইতে—বিজয় নামে বিখ্যাত কপিলবর্ণ ওঁকার, কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু, শ্যামাক্ষর সদৃশ শ্যামবর্ণ সাবর্ণি নামক ঋকার, ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনু, সাবর্ণি নামক সম ও সবর্ণযুক্ত প্রভূ ৯কার, পিশঙ্গ মনু, পিশঙ্গ বর্ণ ঐকার, পঞ্চবর্ণময় বর্ণশ্রেষ্ঠ ওকার এবং সাবর্ণি মনু নামক ঔকার উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা-২৭। (৪৫) স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে ব্রহ্মার যে অগ্নিনামধেয় অভিমানী পুত্র ছিল, তাহা হইতে স্বাহার জন্ম হয়। লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত ব্রহ্মার প্রথম পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। (৪৬) দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়াতে ব্রহ্মার বিশেষ আনন্দ হইল এবং তখন তাঁহার বক্ষ হইতে পিতৃগণের আবির্ভাব হয়। বসন্তাদি ছয় ঋতু এই পিতৃলোক নামে কীর্ত্তিত। ব্রহ্মা-৩১। (৪৭) প্রলয়-পয়োধিজলে অনন্ত শয্যায় শয়ান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় সরস্বতীর বরে বলীয়ান্ হইয়া, পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মাকে সমরে আহ্বান করে। ব্রহ্মা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অপারগ হইয়া বিষ্ণুর নাভি-কমলের নালমধ্যে অবস্থিত হইয়া, বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে হরি জাগরিত হইয়া, ব্রহ্মাকে ভয়কাতর দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মধু-কৈটভকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং পরে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। দেবীভা-১স্ক-৬-৯। (৪৮) একবার ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যা (সরস্বতী)কে দেখিয়া কামার্ত্ত হৃদয়ে সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ভগবান্ রুদ্রদেব ভীষণ হুঙ্কার শব্দে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও নিবারিত করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-১৪। ৪স্ক-২০। (৪৯) পূর্ব্বকালে একার্ণব সময়ে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় সৃষ্টি নষ্ট হইলে যখন পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ বা পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে না পাইয়া, নাভিকমলের কর্ণিকার উপর উপবেশন করিয়া, তিনি কে, কে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল, কে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা বা সংহারকর্ত্তা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি যে পদ্মের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার আধারভূমি

অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইয়া, সেই জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন মৃত্তিকা পাইলেন না, তখন "তপস্যা কর" এইরূপ এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা স্বীয় জন্মস্থান পদ্মের উপর উপবেশনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করেন। অনন্তর "সৃজন কর" বলিয়া আবার আকাশবাণী হইল। সেই আকাশবাণী শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। "এক্ষণে কাহাকে সৃজন করি?" এমত অবস্থায় মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাদৈত্য আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পদ্মের নাল অবলম্বন করিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিলেন এবং তথায় শ্যামকান্তি, পীতবস্ত্রপরিধায়ী, চতুর্ভুজ এক অদ্ভুত পুরুষকে অনন্ত শয্যায় শয়ান দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে নিস্পন্দ ও যোগনিদ্রাক্রান্ত দেখিয়া, সেই নিদ্রা-রূপিণী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুদেহ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু নিদ্রোত্থিত হইয়া মধু কৈটভের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তখন রুদ্রদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনে সেই আকাশস্থ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা এক্ষণে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-রূপ কার্য্যসম্পন্ন করিতে থাক এবং নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিয়া, স্ব স্ব বিভূতিবলে চতুর্ব্বিধ প্রজা উৎপাদন কর।" দেবগণ দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল হইতে একটী সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেবীর আদেশে দেবত্রয় সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবী যোগনিদ্রা তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তিবলে বিমানকে ঊর্দ্ধাকাশে উঠাইলেন এবং দেবগণ এইভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রহ্মলোকে দেবত্রয় অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই তাঁহারা কৈলাসে গমন করেন এবং তথায় অপর এক শঙ্করকে, তদনন্তর তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তথায় অপর এক বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তথা হইতে তাঁহারা তিনজন সুধা-সাগর মধ্যস্থ এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কোটী লক্ষ্মীর অপেক্ষা অধিক

শোভাময়ী এবং সূর্য্যবিম্বের মত তেজোময়ী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে অধিষ্ঠিতা দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবত্রয় পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া, দেবীর প্রসাদ লাভের জন্য তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে যাইয়া উপনীত হইলেন। দেবী তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনজনকেই স্ত্রীমূর্ত্তি করিলেন। স্ত্রীরূপ লাভ করিয়া তাঁহারা আরও অধিক বিস্মিত হইয়া, তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মা নানারূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদের স্তবে অতিশয় প্রীতা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন –"তোমরা এক্ষণে নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়া, প্রারব্ধকৃত স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাক"। অতঃপর তিনি দেবত্রয়কে সুসংস্কৃত শক্তি সকল প্রদান করিলেন। অর্থাৎ বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী এবং ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী নাম্নী মহাশক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইয়া তাঁহারা পুনরায় পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন। দেবীভা-৩স্ক-২-৬ (৫০)একবার কশ্যপ বরুণদেবের ধেনু হরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা স্বীয় প্রিয় পৌত্র কশ্যপকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "তুমি পৃথিবীতে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে গো-পালন করিবে।" দেবীভা-৪স্ক-৩।

(৫১) বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বিতীয় যুগে ব্রহ্মা অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনা মত তাঁহার পুত্র সোমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-১৬। বিষ্ণু-১ম-১০। ভাগ-৪র্থ-১০।(৫২) প্রজাপতি কোনও সময়ে আপনার কন্যার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে, ঊর্ণার গর্ভজাত মরীচির ছয় পুত্র তাঁহাকে উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করেন যে, "তোমরা দৈত্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর।"দেবীভা-৪স্ক-২২। কালনেমী দেখ।

(৫৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া অতি দুশ্চের্য্যা জগজ্জননী মহাদেবীর প্রীত্যর্থে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ভগবান বিধাতা এইরূপে তাঁহার আরাধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ সৃজনে সমুদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা মানুষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মহাত্মা চতুরানন মনে মনে সৃষ্টির বহুধা চিন্তা করিয়া বিবিধ প্রকার সৃষ্টি করিলেও কিছুতেই তাহা বিস্তারপ্রাপ্ত হইল না। অনন্তর প্রজাপতি প্রথমে সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাঁহার রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ,

দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ এবং পুনরায় মানস হইতে সনকাদি মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে বীরিণী ও অসিক্নী নামে বিখ্যাত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দক্ষপত্নী জন্মলাভ করেন। দেবীভা-৭স্ক-১। (৫৪) ব্রহ্মাই প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁহার পূজা করেন। দেবীভা-৯স্ক-১ ও ২৬। (৫৫) কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনী নিঃসৃত হন। তিনি কমণ্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী ও জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া চতুর্ম্মুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্ম্মুখের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শতচন্দ্র-সম শোভাশালিনী, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধায়িনী এবং বিবিধ রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই পরমা সুন্দরী স্ত্রী রত্ন-সিংহাসনস্থিত সর্ব্ব-কারণ কৃষ্ণকে স্তব করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-৯-স্ক-২। (৫৬) ঐ দেবী-ভাগবতেরই অন্যত্র কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার সৃজন এবং তৎপরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চরাচর সৃষ্টির নিম্নলিখিত রূপ-বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ এবং দক্ষিণাংশ পুরুষ-রূপ হইল। সেই স্ত্রীরূপী প্রকৃতি কৃষ্ণের ঔরসে গর্ভবতী হইয়া একশত মন্বন্তর কাল গর্ভধারণ করিয়া স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। পরে তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং সেই উজ্জ্বল ডিম্ব হইতে এক শিশু নির্গত হইল। তিনি বিশ্বের আদি-পুরুষ মহাবিরাট। কৃষ্ণ সেই বিরাটকে বলিলেন,—"তুমি অংশরূপে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর। তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বসৃজনকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন।" কৃষ্ণ এই বলিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "তুমি মহাবিরাটের প্রতি লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বসৃষ্টি করিবার জন্য গমন করিয়া তাহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও।" কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভরে ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার জলরাশিতে সেই বিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাটও তাঁহার অংশ ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যাম-বর্ণ, যুবা, পীত-বস্ত্র-পরিহিত, সস্মিত, প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপা জনার্দ্দন কালশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হইলেন। অতঃপর স্বয়ংসম্ভূত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের নালে নালে লক্ষযুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভি-পদ্মের নালদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা

তখন সেই নাভিপদ্ম-সম্বন্ধে সাতিশয় ভাবনাকুল হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ধ্যানযুক্ত উজ্জ্বল দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া,তাঁহাকে ক্ষুদ্রমূর্ত্তিরূপে দেখি-লেন। অনন্তর তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বরপ্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা তৎপরে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তাহার পর শিবাংশ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই পিতামহ ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভিপদ্ম-স্থিত বিশ্বে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এবং চরাচর ত্রিলোক সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপে প্রতি লোমকূপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। দেবীভা-৯-স্ক-২।৩। (৫৭) গঙ্গার শাপে সরস্বতী অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন। দেবীভা-৯স্ক-৮ (৫৮) পূর্ব্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের আহার্য্য বস্তু স্থির করিয়া দিবার জন্য, তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাহাতে ব্রহ্মা শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করিলে, হরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। তখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করিতে পারিলেন না। দেবগণ আহার লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণচিত্তে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে তাঁহাদের ক্লেশের কথা জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা আবার শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানু-সারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজার ফলে দেবী উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবি, তুমি অগ্নির শক্তি ও পত্নী হও। অগ্নিদেব যেন তোমার সাহায্য ভিন্ন হোমদ্রব্য ভস্ম করিতে না পারেন। যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাদের উদ্দেশে হবিঃ দান করিবেন, তদ্দত্ত হবিঃ লাভ করিয়া দেবগণ যেন পরমানন্দিত হয়েন।" দেবীভা-৯স্ক-৪৩। স্বাহা দেখ। (৫৯) জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি-ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান পিতৃ-চতুষ্টয় এবং তেজোঃ-স্বরূপ পিতৃত্রয়কে সৃজন করেন। সেই সাতজন আনন্দময় মনোহর পিতৃগণের সৃজন করিয়া পিতামহ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ

তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিলেন। পিতামহ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বিধান-পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলেও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করিলেন না। তখন পিতৃগণ সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া তিনি মন হইতে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে সৃজন করিলেন, এবং পিতৃগণকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া গোপনে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃদান প্রদান কর।" তাঁহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৪। (৬০) সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির জন্য মহাদেব লীলাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ প্রদান করেন। সৌ-২। (৬১) ব্রহ্মেশ্বর তীর্থে ব্রহ্মা শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। সৌ-৬।(৬২) কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সৌ-১৩। (৬৩) প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। তির্য্যক ও ঊর্দ্ধভাগে বহু-সহস্র-কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থিত। সৌ-২২। (৬৪) চতুঃসহস্র যুগে এক কল্প। তিনশত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর। ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম 'পর'। এই শত বর্ষান্তে সকলই প্রকৃতিতে লয় হয়। এই জন্য কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মার একদিন বা রাত্র এক কল্প পরিমিত। পাদ্মকল্পের শেষ পরার্দ্ধে ব্রহ্মার বারাহ কল্প। এই কল্পে ব্রহ্মা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। পূর্ব্বে এই জগৎ বিভাগশূন্য, তমোময় ও ঘোর একার্ণবরূপ ছিল। জগৎ একার্ণব ও স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয়-পূর্ব্বক ঈশ্বরেচ্ছাবশে সেই সলিলে সুপ্ত হন। অতঃপর সহস্রযুগ অতীত হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মা হইলেন। দেব চতুর্ম্মুখ পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্না দেখিয়া বরাহরূপ ধারণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা তাহার উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবী ও প্রলয়-দগ্ধ শৈলগণকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্টিকে অনুপযোগী দেখিয়া ব্রহ্মা অন্য সৃষ্টি কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিলেন এবং তদনন্তর তিনি তির্য্যকস্রোতা সৃষ্টি করিলেন। বক্ত্রপথে আহার সঞ্চরণ দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম তির্য্যকস্রোতা। তাহাই পশ্বাদি

সৃষ্টি। পিতামহ সেই সৃষ্টিকেও অনুপযোগী মনে করিয়া অন্য সাত্ত্বিক সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁদের আহার সঞ্চার দেহের বহির্ভাগে। ইহা দেবসৃষ্টি। (অমৃত দর্শন করিয়াই দেবগণ তৃপ্ত হন। গলাধঃকরণ করিতে হয় না। শ্রুতিতে কথিত আছে)। পুনর্ব্বার তিনি সৃষ্টিচিন্তা করিলে তমোযুক্ত রজোধিক এবং জ্ঞান-দুঃখাদি সম্পন্ন মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল। পুনর্ব্বার সৃষ্টিচিন্তা করিলে ভূতসৃষ্টি হইল। এই দেবযোনীবিশেষেরা সংবিভাগরত, ক্রূর এবং জ্ঞান-বহুল। সৌ-২২। বিষ্ণু—(২৭) দেখ। (৬৫) একবার মাহেশ্বরীকে দেখিয়া ব্রহ্মার শুক্র-ক্ষরণ হইল। তদ্দৃষ্টে মহাদেব নিষেধ করিলেও ব্রহ্মা পাদদ্বারা সেই শুক্র প্রোঞ্ছন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি শম্ভুর আদেশক্রমে সেই অমোঘ শুক্র বামপাণি দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। অনন্তর সেই আহুতিতে তেজোময় তপোনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অষ্টাশী হাজার ঊর্দ্ধরেতা মুনি উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলেন। সৌ—৫৯। (৬৬) ভগবান্ লোকসৃষ্টি মানসে প্রথমতঃ পুরুষরূপ পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই, ষোড়শ-অংশ-বিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ পাদ্ম নামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্মগর্ভে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারই অবয়ব সংস্থান দ্বারা এই ভূর্লোকাদি জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগ-১স্ক-৩। (৬৭) নারদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। তদ্ভিন্ন তিনি নারদের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও লীলাবতারও বিস্তারিত বর্ণন করেন। ভাগ-২স্ক-৪-৭। (৬৮) এই বিশ্ব যৎকালে প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল তখন ভগবান্ নারায়ণ একাকী নাগরাজ অনন্তকে শয্যা করিয়া শয়ন করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াই সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত হইলেন। সেথানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এইজন্য লোক-নিরীক্ষণার্থ চক্ষুঃসঞ্চালন করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রীবা ফিরাইলেন। তখনই তাঁহার চারি মুখ হইল। তৎপরে তিনি ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া সেই এক-পদ্মকে তিনি লোকরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। ভাগ-৩স্ক-৬০। (৬৯) আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির আগে তমঃ, মোহ, মহামোহঃ প্রভৃতি অজ্ঞান-বৃত্তি সকল সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টি পাপীয়সী দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য তিনি ভগবানের ধ্যানে মনকে পবিত্রীকৃত করিয়া অন্যান্য

সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে সনকাদি চারিজন মুনি উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রীয় ও উর্দ্ধরেতাঃ হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। পুত্রেরা তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে প্রজাপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ ক্রোধ তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া নীললোহিত ও কুমাররূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবান্ নীল-লোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ। তিনি উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার রুদ্রাদি একাদশটি নাম এবং একাদশজন পত্নী নির্দ্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি সেই কুমারকে বলিলেন, "তুমি প্রজাপতি। অতএব এই সকল নাম ও স্থানযুক্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি কর।" স্বীয়গুরু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া নীললোহিত আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নীললোহিত-রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র উৎপন্ন হইল, তাহারা অসংখ্য দল বাঁধিয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা সেই রুদ্রসমূহকে দেখিয়া ভীত হইয়া সেইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন; "তুমি সর্ব্ব-প্রাণীর সুখাবহ তপস্যা কর। এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তুমি তপোবলে পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে।" নীললোহিত রুদ্র স্বয়ম্ভুর উপদেশে "তাহাই হইবে" বলিয়া তপস্যার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা আবার লোক সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মরীচি আদি দশজন পুত্র উৎপন্ন হইল। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, বাক্য, লোভ, সিন্ধু, পাপাশ্রয় নির্ঋতি, এবং কর্দ্দম মুনিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইলেন। বাক্ নামে তাঁহার একটি মনোহারিণী কন্যাও জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন। তাহাতে মরীচি প্রভৃতি পুত্রেরা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তখন ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখেই তনু ত্যাগ করেন। তাহাতে দিক্ সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল। ঐ ব্রহ্মা অন্য এক সময়ে এইরূপ চিন্তা করিলেন "এই সকল লোক পূর্ব্বকল্পে যেরূপ সুসঙ্গত ছিল সেইরূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃজন করিব?" যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চারি মুখ হইতে বেদ সকল নির্গত হইল এবং হোত্রাদিকর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিসারের সহিত কর্ম্মতন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, ধর্ম্মের চারিপাদ এবং আশ্রম সকলের বৃত্তি—এই সমুদয়ও উৎপন্ন হইল। তিনি পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন,

তাহা নীহারময় তমোরূপে পরিণত হইল। তৎপরে অপর একটি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি সৃষ্টি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন তিনি দেখিলেন ঋষিগণের সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না। তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, দৈবই প্রতিকূল এইরূপ চিন্তা করিয়া, যথাকর্ত্তব্য সাধন করিলেন। এবং ঐ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। যখন তিনি ঐ প্রকার ভাবিতে ছিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্ত্তি আপনা হইতেই আশ্চর্য্যরূপে দ্বিখণ্ডিত হইল। সেইজন্য অদ্যাপি তাঁহার ঐ মূর্ত্তিকে কায় বলিয়া থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইলেন। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন এবং যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম হইল শতরূপা। ভাগ-৩স্ক-১২। স্কন্দ পুরাণে (ব্রহ্ম-সেতু-৪০)আছে যে,প্রজাপতিকে কন্যার প্রতি আসক্ত দেখিয়া, শিব স্বীয় ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে শরবিদ্ধ করেন। হরের বাণে বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উত্থিত হইয়াছিল। (৭০) অসুরদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রতীকারোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুর স্তব করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৭১) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্যক জ্ঞাত হইবার অভিলাষে, ব্রজের গোবৎস ও গোপালক শ্রীকৃষ্ণের সখা বালকদিগকে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বালকদিগের জননী ও ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, স্বয়ংই বৎসগণ ও বৎস-বালকদিগের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মোহনাশ করেন। গর্গ বৃ-৬-৮ ভাগ-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধ-উ-১৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭২)প্রয়াগে ব্রহ্মা এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চ্চনা করেন। বৃহন্নার-৬। (৭৩) প্রভু মহাবিষ্ণু (অথবা নারায়ণ) সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে উৎপাদন করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্য ঈশানরুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন দেহের মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎ পালনের জন্য বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন দেহের বামাঙ্গ হইতে। বৃহন্না-৩। (৭৪) গঙ্গার গর্ভে সমুদ্রের যে পুত্র জন্মে,ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন জালন্ধর। পদ্ম-উ-৩, ৯৬। (৭৫) চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে, পিতামহ সহ্যাদ্রিশিখরে যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতীর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়,দেবগণের পরামর্শে ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে গায়ত্রীকে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন। সরস্বতী তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণকে শাপ দেন এবং

সেইজন্য তাঁহারা স্ব স্ব অংশে নদীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা হইয়া প্রবাহিত হইলেন। পদ্ম-উ-১১১। (৭৬) সৃষ্টির প্রথমে এক ব্রহ্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত ও তমোময় ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে থাকিয়া, ভাবসমূহের বৃংহর্ণ অর্থাৎ পুষ্টি বিধান করেন বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্ব্ব-ভূত রূপী বলিয়া ভব; আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদবাচ্য। অব্যক্তপুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ এবং কাহারও উৎপাদিত নহেন, অপিচ সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ পদবাচ্য। বায়ু-৪। (৭৭) সকলের মূল আদি মহা-বিদ্যা প্রকৃতি, স্বয়ং ব্রহ্মাকে সংযত হইয়া, বিবিধ বিচিত্র অসংখ্য চরাচর সৃষ্টি করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা-প্রকৃতির আদেশে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমেই জল সৃষ্টি করি-লেন। শিব তখন সেই পরমাপ্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য, ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাও তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিন জনেরই নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে দেবী এক অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভয়বিহ্বল হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন দেবীও সেই সেই দিকে গিয়া, উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে ক্রমে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন, দেবীও তাঁহার চারিদিকে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার তখন চারিখানা মুখ হইল এবং চারিদিকেই দেবীকে দেখিতে লাগি-লেন। এইবার তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ভয়ে তপস্যা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর সমাধি-ভ্রষ্ট লোকপিতামহ ক্ষিত্যাদি ভূতবর্গ এবং তত্ত্বসকল দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ দশটি মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রমুখ মহা-প্রাজ্ঞ মানস পুত্রগণ, সন্ধ্যা নাম্নী কন্যা এবং মহাপ্রভাব কামদেব উৎপন্ন হই-লেন। ব্রহ্মা এই কামরূপী পুরুষকে, স্বয়ংই ত্রিলোকবাসীর বিমোহনের জন্য, নিযুক্ত করিলেন এবং সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিবার জন্যই, প্রজাপতি তাঁহাকে পুষ্পময় পঞ্চবাণ ও পুষ্পময় ধনু নিরূপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার বামাংশ হইতে একটি স্ত্রী এবং দক্ষিণাংশ হইতে এক পুরুষ উৎ-পাদন করিলেন। ঐ পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। শ্রীমহাভা-৩। (৭৮) হরের নেত্র-সম্ভূত অগ্নি বহির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম

করিল কিন্তু আর হরের নিকট যাইতে পারিল না। সেই বহ্নি বড়বারূপী হইয়া মেদিনীর তাপ জন্মাইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া সেই বড়বারূপী পাবককে লইয়া গিয়া, সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন। শ্রীমহাভা-২৩। (৭৯) শিব-তনয় কার্ত্তিকেয়, তারকাসুর বধের জন্য, সেনাপতি পদে বৃত হইলে, ব্রহ্মা বায়ু-বেগী ময়ূরকে, তাঁহার বাহন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীমহাভা-৩১। (৮০) রাবণের সহিত রামের সমরে, ব্রহ্মা বরা-বরই রামের পক্ষাবলম্বন করিয়া, নানা-রূপে তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি সমরে রামের জয় কামনায়, বিল্ববৃক্ষে ভক্তিভাবে জগন্মাতার পূজা করিয়া, অকালে বোধন করেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, বেদোক্ত দেবীসূক্ত স্তোত্রে, তাঁহার স্তব করেন। দেবীও তাঁহাকে রামের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া,বিবিধ উপাচারে,শুক্লাসপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে বলেন এবং দশমীর প্রভাতে প্রকৃষ্টরূপে দেবীর পূজা করিয়া, মহোৎসব সহকারে তাঁহার মূর্ত্তি স্রোতস্বতী জলে বিসর্জ্জন দিতে বলেন। শ্রীমহাভা-৪৫। (৮১) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায়, মহেশ্বর একবার অতি সুললিত স্বরে গান করেন। সেই গান শুনিয়া, বিষ্ণু রোমাঞ্চিত দেহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। বিষ্ণু জলময় হইলে, সেই জলে বৈকুণ্ঠ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশপতিগণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত হরিমন্দির এবং সেই পুরীর অন্য সকল স্থানও জলব্যাপ্ত দেখিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শিবগান জন্য হরির দ্রবত্ব জানিতে পারিয়া, সেই জল স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে তুলিয়া লইলেন এবং কমণ্ডলু-গত-দেহা গঙ্গা, সেই জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র,দ্রবরূপা হইলেন। ব্রহ্মা জলময়ী গঙ্গাকে কমণ্ডলু মধ্যে লইয়া, স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমহাভা-৭৪। (৮২) বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলীকে ছলনা করেন, তখন তিনি যে পদ ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে সেই ঊর্দ্ধগত পদে, জল প্রদান করেন। কমণ্ডলুস্থিতা সেই নীরময়ী গঙ্গা, বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে এইরূপে হরির চরণে অবস্থিতা জানিতে পারিয়া এবং নিজ কমণ্ডলু শূন্য দেখিয়া ভাবিলেন,—"এই দ্রবময়ী গঙ্গা আমার কমণ্ডলু মধ্যে ছিলেন। এক্ষণে হরি পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হইয়াছেন। ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পবিত্র করিয়া সিন্ধুসঙ্গম প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমি তপস্যার আরাধনা করিয়া, সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে, পুনরায় নিঃসারিত করিব।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া, বৈকুণ্ঠে

গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুতনুস্থিত গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। বহুকাল প্রার্থনা করার পর, গঙ্গা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"আমি কিছুকাল বিষ্ণুর দেহে অবস্থান করিব, তৎপরে তদীয় পাদপদ্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়া, নিঃসৃত হইব ও ত্রিলোক পবিত্র করিব।" এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন এবং ব্রহ্মাও স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমহাভা-৬৬। (৮৩) ব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথম নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে কল্কিপুরাণ শ্রবণ করান। কল্কি-১ম-১। (৮৪) পিতামহ ব্রহ্মা কল্কিরই বিরাটমূর্ত্তির, জীবাত্মা বা পুরুষ নামক অংশ হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াদ্বারা কালরূপ অংশ হইতে, জীবগণের সৃষ্টি করেন। পিতামহ স্বয়ংও সেই বিরাট পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন। কল্কি-১ম ৪ (৮৫) অন্যত্র কল্কি পুরাণ মতে (৩য়-৩-৪) কল্কির নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা জগৎ সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে নয়জন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। পরে ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিয়া, বিস্ময়ান্বিত হৃদয়ে বাক্যহীন প্রজাপতি-দিগের সহিত, কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আকাশ হইতে, "তপোনুষ্ঠান কর" এই বাক্য ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং দশ দিক আলোকিত হইল। তখন ব্রহ্মা অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া, চতুর্দ্দিকে নিজ মুখচতুষ্টয় বিস্তার করিলেন। তাহার পর তিনি সর্ব্বাগ্রে সুনির্ম্মল বাক্য ও তাহার পর যথাক্রমে চতুর্ব্বেদ এবং বিবিধ সংহিতা সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অকারাদি বর্ণ, ছাপ্পান্ন রকম ভাষা ও বালকদিগের শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করেন। এই সমুদয়ের পর পদজ্ঞানের জন্য, তিনি নানাবিধ ব্যাকরণ ও জগতী আদি ছন্দঃ সৃষ্টি করেন। অতঃপর বর্ণাত্মিকা শুক্লবর্ণা সরস্বতী উৎপন্না হইলেন। ব্রহ্মা সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি? আমাকে তোমার জন্য কি করিতে হইবে? তোমার পিতাই বা কে? এবং তোমার পতিই বা কোন্ ব্যক্তি?" তাহার উত্তরে সরস্বতী বলিলেন—"আকাশ হইতে সমুদ্ভূত বর্ণব্রহ্ম হইতে আমি জন্মলাভ করিয়াছি আমার নাম সরস্বতী। তুমি আমার অগ্রজ ভ্রাতা। আমি তোমার কার্ত্তির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার বাসস্থান ও পতির বিষয় স্থির কর।" ব্রহ্মা শুনিয়া বলিলেন—"আমার চারিটি মুখই তোমার বাসস্থান হইবে এবং আমার হৃদয় মধ্যে যে ভগবান্ হরি আছেন,

তিনিই তোমার পতি হইবেন।" অতঃপর ব্রহ্মা সরস্বতীকে, কবিত্বশক্তি-রূপে কবিগণের বদনে বাস করিতে বলেন। বৃহদ্ধ-পূ-২৫। সরস্বতী দেখ। (৮৬) বাল্মীকি রামায়ণ রচনা সমাপ্ত করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে মহাভারত রচনা করিতে বলেন। কিন্তু বাল্মীকি তদ্বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে,"দ্বাপরে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিবেন।" বৃহদ্ধ-পূ-২৭। (৮৭) দেব নরনারায়ণ প্রথমে রামায়ণ ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মা উহা বাল্মীকিকে দেন। বৃহদ্ধ-পূ-৩০। (৮৮) পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল শূন্যময় অন্ধকারপূর্ণ ছিল। তখন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বিগ্যমান ছিলেন। অনন্তর সেই পুরুষের সৃষ্টিবাসনা হইলে,প্রকৃতি-যোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে পুরুষত্রয় উৎপন্ন হন। সেই দেবী প্রকৃতি পুরুষকে এঃরূপ গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া—"এই পুরুষত্রয়ের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন",এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে রস যোজনা করিলেন। অতঃপর প্রকৃতি পুরুষ কলেবর ধারণপূর্ব্বক, সেই জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারায়ণ নামে সেই মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর দেবী প্রকৃতি সাত্ত্বিকাদি পুরুষত্রয়কে শরীরী করিলেন। তাঁহারা বাসস্থান না পাইয়া জলরাশি মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে, "তোমরা সকলে তপস্যা কর," এই আকাশ বাণী শুনিয়া, তাঁহারা তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকে তপোনিষ্ঠ দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবাব জন্য শবরূপ ধারণ করিয়া,সেই জলরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন। সেই শবরূপা প্রকৃতি এই ভাবে ভাসিতে ভাসিতে, প্রথমে সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সাত্ত্বিক পুরুষ বিমুখ হইয়া, পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইলেন। অনন্তর শবরূপা প্রকৃতি পূর্ব্বদিকে যাইলে, সাত্ত্বিক উত্তরাস্য হইলেন। প্রকৃতি উত্তর দিকে গমন করিলে, তিনি পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দেবীও সেই দিকে গেলে, তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন। সাত্ত্বিক এইরূপে চতুর্ম্মুখ হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ কবিতে না পারিয়া, পলায়ন করিতে প্রয়াস পান। তাহা দেখিয়া, দেবী প্রকৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করেন। প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্ত্বিকের মুখত্রয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল বলিয়া, তিনি ব্রহ্মা

নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১।(৮৯) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে সম্ভূত একাদশ রুদ্র, ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশে, নিজেরাই প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দক্ষের অধীন করিয়া দিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৫ ।(৯০) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সন্ধ্যাতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হইলে, শিব হাসিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায়, অসূয়াবশে ব্রহ্মা কন্দর্পকে, তদীয় সমাধি ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩। (৯১) পুরাকালে ব্রহ্মা শিবপূজা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া, নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন এবং ভাবিলেন—"আজ যদি মহাদেব আসিয়া এই নিবেদিত বস্তু সকল ভক্ষণ করেন, তবেই আমার পূজা সফল হয়।" এমত সময়ে মহাদেব ব্রহ্মার জ্ঞানের বিষয় জানিবার জন্য, কুক্কুর রূপ ধরিয়া আসিয়া, সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন। ব্রহ্মা কুক্কুরে নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে মনে করিয়া, সেই কুক্কুরকে তাড়না করেন। তাহাতে শিব ব্রহ্মাকে বলেন—"যেহেতু তুমি কুক্কুররূপী আমাকে তাড়না করিলে, তজ্জন্য তুমি কলঙ্কী হইবে।" ব্রহ্মাও প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "যেহেতু তুমি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমরূপ ধারণপূর্ব্বক, এখানে আসিয়া আমায় পরিহাস করিলে, এই অপরাধে, যে তোমার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তিই কুক্কুর হইবে।" বৃহদ্ধ-মধ্য-২৬। (৯২) ঋষিগণের প্রার্থনায় একবার ব্রহ্মা গঙ্গার মাহাত্ম্য জানিবার জন্য, বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন। পথে দুইবার তিনি বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডান্তরে নীত হন। প্রথম ব্রহ্মাণ্ডান্তরে তিনি অষ্টমুখধারী আর এক ব্রহ্মাকে দেখেন এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তরে ষোড়শ-মুখধারী অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিতে পান। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহারা নিজ নিজ পরিচয় দেন। অষ্টমুখধারী ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে কোন গৃহস্থের ভবনে ইন্দুর ছিলেন। বিড়ালের ভয়ে পলায়ন করিবার সময়ে তিনি গঙ্গাজলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং তজ্জন্য অষ্টমুখ ব্রহ্মা হইয়া, সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থান লাভ করেন। ষোড়শমুখ ব্রহ্মা বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে নরমাংসাশী কুক্কুর ছিলেন। গলায় হাড় ফুটিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনন্তর তিনি ষোড়শ মুখ ব্রহ্মা হইয়া তথায় বাস করিতে-ছেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৮। (৯৩) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে (উত্তর-১) বিষ্ণু হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে—ব্রহ্মা হইতে নহে। বিষ্ণু (৪৯) দেখ। (৯৪) ব্রহ্মা দশ দিকপালের অন্যতম। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। ঈশান দেখ। (৯৫) ব্যাসাদি ঋষিগণ

বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা অংশাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতমাবতার। গর্গ-গো-১। মরীচি ও বৈকুণ্ঠ দেখ। (৯৬) সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলায় তিনি হরিভক্তি প্রচার করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে—"তুমি কল্পকাল সর্ব্বদা গানতৎপর গন্ধর্ব্ব হইয়া থাক।" গর্গ-মথু-২১। (৯৭) ব্রহ্মার আদেশেই আনর্ত্তাধিপতি রৈবত, স্বীয় কন্যা রেবতীকে বলদেবকরে সমর্পণ করেন। গর্গ-দ্বার-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৯৮) কৈলাস শৈলের উত্তর ভূভাগে কুবের যে যজ্ঞ করেন, ব্রহ্মা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (৯৯) ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বরাজ পুরাবসুর পুত্রগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাবসু দেখ। (১০০) ব্রহ্মার বরে চাক্ষুষ মনুর কন্যা জ্যোতিষ্মতী আনর্ত্তরাজ রৈবতের কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়া, বলদেবের পত্নী হন। গর্গ-বল-৩,৪। (১০১) লোক সকল নিঃশেষ হইলে, ব্রহ্মার আদেশে, কেশব বাজিরূপে বেদ সকল আহরণ করেন। তৎপরে অসুরেরা নিখিল শাস্ত্র অপহরণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে, কল্পারম্ভে কেশব এই সকল শাস্ত্র আহরণ করেন। পরে তিনি সেই সলিলের মধ্যে থাকিয়াই উক্ত নিখিল শাস্ত্র, ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেন। চতুর্ম্মুখ তাহা শুনিয়া পরে মুনিগণের নিকট বর্ণনা করেন। পদ্ম-সৃ-১। (১০২) দিব্য দ্বাদশ, সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটী দিন। ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোক সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং জগৎ একার্ণবাকার ধারণ করে। তখন ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া, অনন্তনাগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত দিবা পরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরে আবার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ দিবারাত্র দ্বারা তাঁহার বর্ষ নিরূপিত হয়। সেই মহাত্মার আয়ু শতবর্ষ। তাঁহার আয়ুষ্কালের দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম বরাহ কল্পে অনাদি প্রভু ব্রহ্মা নিশান্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ, সুপ্তোত্থিত হইয়া জগৎ শূন্যাকার দর্শন করিলেন। এবং জলপ্লাবনে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে বুঝিয়া, বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, রসাতল হইতে ধরার উদ্ধার সাধন করেন। বিষ্ণু-১ম-২। পদ্ম-সৃ-৩। [এই অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ পূর্ব্ব-উল্লিখিত ৬০ অংশের ন্যায়]। (১০৩)পুষ্কর দ্বীপে একটী বটবৃক্ষ আছে।

সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া ব্রহ্মা তথায় বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (১০৪) মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক রাত্র। মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্ব্বিধ যুগের আট হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সত্য যুগের ব্রহ্মা ভূত সমূহের সৃজন করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-১। (১০৫) মনুষ্যগণের দ্বাদশ-মাসিক এক বৎসরে, দেবলোকের এক দিবারাত্রি হয় এবং এইরূপ তিনশত ষাট দিবারাত্রিতে দেবগণের এক বৎসর হয়। সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে,মনুষ্যগণের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ চারি যুগসহস্রে. ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা যায়। বিষ্ণু ৬ষ্ঠ-৩। (১০৬) ভগবান্ পিতামহ আবির্ভূত হইয়া, চরাচর ও বিবিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করেন। পরে পুনরায় সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিলে, এক মনোরম কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া মৈথুনার্থ আহ্বান করেন। সেই মহাপাপের ফলে বিধাতার মস্তক বিশীর্ণ হইল। তিনি শীর্ণশিরা হইয়া,বিশ্ববিখ্যাত সান্নিহতী তীর্থে গমন করিলেন। তথায় ভগবান্ নীললোহিতের আরাধনা করিয়া, চতুর্ম্মুখ হন বাম-৪৯। (১০৭) দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক, ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন. তিনি শমনভয় পরিহারপূর্ব্বক, অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। মহাভা-স্ত্রী-৭। (১০৮) ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। মহাভা-শান্তি-৩৫। (১০৯) পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে, প্রজা সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে, আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী. উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল-বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন —"ভগবন্! আমারা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি। অতএব আপনি আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব ও তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।" পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া, মনুকে

তাহাদের আধিপত্যে নিয়োগ করিলেন। মহাভা-শান্তি ৬৭। (১১০) ব্রহ্মা স্বীয় দেহ হইতে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া, এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবেন। লোক পালনার্থ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহুবল, প্রদান করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৭২,৭৪। (১১১) পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া,কুত্রাপি আপনার মনোমত পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। পরে সহস্রবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি ক্ষুৎ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া, হস্তে পতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদানপূর্ব্বক, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল এবং প্রজাগণ সকলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। জগতে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া, দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন,"যাহাতে প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।" তখন মহাদেব বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (১১২) সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদসম্মত ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা আদিত্য, বসু রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ও অন্যান্য বহু ঋষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে, ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অধার্ম্মিক দানবগণ, তাঁহার শাসন অতিক্রম করিয়া, অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং "আমাদিগের সহিত কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই" এই স্পর্দ্ধা করিয়া, প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া, প্রজাগণের হিতসাধনার্থ, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্রবর্ষ অতীত হইলে, তিনি বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইবার ক্ষণকাল পরে, যজ্ঞাগ্নি হইতে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর দুর্দ্ধর্ষ

পুরুষ সমুত্থিত হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল ; সাগর ক্ষোভিত হইল ; উল্কা-পাত হইতে লাগিল এবং আরও নানা-রূপ প্রকৃতি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা সমাগত পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্ব-গণকে কহিলেন,—"আমি দানবগণের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত, অসি-নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি।" পদ্মযোনী এই কথা বলিবামাত্র, সেই পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক, তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অধর্ম্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে প্রদান করিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (১১৩) মহান্ নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আছেন। তিনি এক তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিদান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র, 'সোঽহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি ; মেদিনী মেদ ও মাংস ; সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির ; আকাশ উদর ; সমীরণ নিঃশ্বাস ; তেজঃ অগ্নি ; স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল। তাঁহার মস্তক আকাশ-মণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-১৮২। (১১৪) ভগবান্ ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া, মান-সিক কল্পনা প্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদের রক্ষণার্থ প্রথমে সলিলের সৃষ্টি করেন। মহাভা-শান্তি-১৮৩। (১১৫) ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তেজঃ হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া, স্বর্গলাভের উপায়-স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজঃ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমো-গুণ প্রাপ্ত হইলেন। মহাভা-শান্তি-১৮৮। (১১৬) ভগবান্ নারায়ণ চারি-বর্ণের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (১১৭) পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বর্দ্ধিত হইতে-ছিল দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইয়া-ছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া, যেন উচ্ছ্বাসবিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া-

ছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিরূপে প্রজা সংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসার মধ্যে সংহারের কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়-ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশদিক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদয় পৃথিবী স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং পিতামহকে বলিলেন,—"এই সমুদয় প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে বিনাশ করিবেন না।" ব্রহ্মা বলিলেন যে, বসুন্ধরা লোকভারে আক্রান্তা ও রসাতলে নিমগ্না প্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি কিরূপে প্রজাগণকে সংহার করিবেন, ইহা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু চিন্তা করিয়াও বুদ্ধি বলে কিছু অবধারণ করিতে না পারায়, তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সেই ক্রোধ হইতেই প্রজাবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বারংবার ব্রহ্মাকে ক্রোধ সংবরণ করিয়া, প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তখন কৃপাপরবশ হইয়া, পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া, প্রজাবর্গের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ সম্ভূত তেজঃ প্রতিসংহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদয় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণবিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া, দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিল। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক, মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তুমি এই প্রজা সমুদয়কে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের বিনাশার্থ তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার নির্দ্দেশানুসারে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে।" মৃত্যু এইরূপে প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২৫৭। মৃত্যু দেখ। (১:৮) বৃত্রহত্যাজনিত পাপে ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে আশ্রয় করে। পরে ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার অপর বাসস্থান বিধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পিতামহ ঐ ব্রহ্মহত্যাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া, অগ্নি, অপ্সরা, সলিল এবং বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ সমুদয়কে আহ্বানপূর্ব্বক, ব্রহ্মহত্যার এক এক অংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তর

করিলেন যে,সময়ক্রমে কিরূপে ঐ ব্রহ্ম-হত্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহার বিধান করিলেই, তাঁহারা এক এক অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। তখন পিতামহ অগ্নিকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্জলিত দেখিয়া, তমোগুণ প্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া, তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে।" অপ্সরাগণকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রী গমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে।" সলিলকে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে।' এবং বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ সমুদয়কে বলিলেন,—"পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে, যদি কেহ মোহক্রমে তোমাদিগকে ছেদন করে, তবে এই ব্রহ্মহত্যাপাপ তাহাকে আশ্রয় করিবে" মহাভা-শান্তি-২৮২। (১১৯) একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা হংসমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে, সাধ্যগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ তাঁহাকে, ইহলোকে কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং হংসরূপী ব্রহ্মাও তাহা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। মহাভা-শান্তি-৩০০। (১২০) পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন একবিংশতি প্রজাপতিগণের মধ্যে ব্রহ্মা একজন। মহাভা শান্তি-৩৩৫। (১২১) যজ্ঞরূপী নারায়ণই ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী। সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতি যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক নারায়ণের আরাধনা করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে বর দেন। নারায়ণের আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, তাঁহা হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪০। (১২২) পরমাত্মা হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য অনিরুদ্ধ, এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। মরীচি আদি আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই বিশ্ব সংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। লোক পিতামহ লোক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গ বেদ সাঙ্গ যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে, মহারুদ্র জন্মলাভ করেন এবং এই মহারুদ্রই অন্য আরও দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশ স্বরূপ। মহাভা-শান্তি-৩৪১।

(১২৩) প্রকৃতি-সম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া তাঁহার লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১২৪) ব্রহ্মা প্রথমবার দেবদেব নারায়ণের মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষুঃ হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ষষ্ঠবার অণ্ড হইতে এবং সপ্তমবার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন। বেদ তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ। মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ঐ বেদ অপহরণ করাতে পিতামহ ব্রহ্মা অন্ধপ্রায় হইয়া দেবদেব নারায়ণের স্তব করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৮, ৩৪৯। কৈটভ দেখ। (১২৫) ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব। তিনি পাশুপত ধর্ম্মের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫১। (১২৬) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা তাঁহাকে গো-দানের ফলাফল ও গো-মহিমা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-৭২ ৭৪, ৮৫। (১২৭) ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন এবং পিতৃগণের সহিত বিশ্বদেবগণ যে একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা যে উম্নপ পিতৃ-দেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। মহাভা-অনু-৯১। (১২৮) পিতামহ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর, ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলের বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখ বিনির্গত ফেন মহাদেবের শরীরে পতিত হয়। তাহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গো-সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহাতেই গো-সমুদয় শঙ্করের ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাহনের নিমিত্ত এক বৃষভ প্রদান করেন। তদবধি শিব অন্য বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষেই আরোহণ করিয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৪১। (১২৯) সর্ব্ব-দেব-পূজিত বাসুদেবের উদর হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-১৪৭। (১৩০) বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মের একটি দলে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া, গাঢ়তম অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৫৮। (১৩১) দেবগণের প্রার্থনায় একবার মহাদেব অসুরধ্বংস করেন। সেই

ব্যাপারে ব্রহ্মা মহাদেবের রথের সারথি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬০। (১৩২) পূর্ব্বে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু ব্রহ্মার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের মধ্যে কোন্ জন শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা বলিয়া দিন। আপনি যাঁহাকে প্রধান বলিবেন আমরা তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিব।" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—"তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় প্রাপ্ত হইলেই, অন্য চারি জন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই, অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে,সে-ই তোমাদের মধ্যে প্রধান।" মহাভা-আশ্ব-২৩। (১৩৩) দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতামহ, কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কোন পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক, সত্য ও পাপের লক্ষণ কি, মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি, এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে, এই সব বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আশ্ব-৩৫-৫০। (১৩৪) ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক। নিজের সৃষ্টিই তাঁহার উপজীবিকা। পদ্ম-সৃ-১৩। (১৩৫) পূর্ব্বে পৈষ্কর কল্পে ব্রহ্মা কোকামুখ তীর্থে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলেও, সাবিত্রী উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রকে আর একটী পত্নী আনিতে বলেন। ইন্দ্র এক আভীরকন্যা আনিয়া উপস্থিত করেন। ব্রহ্মা তাহাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া, যজ্ঞ সমাপন করেন। পদ্ম-সৃ-১৬, ১৭, ৩৪। গায়ত্রী দেখ। (১৩৬) ব্রহ্মা বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। (ক) পদ্মপুরাণ মতে—পুষ্করে—সুরশ্রেষ্ঠ, গয়ায়—চতুর্ম্মুখ, কান্যকুব্জে—দেবগর্ভ, ভৃগুকক্ষে—পিতামহ, কাবেরীতে—সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরে—বৃহস্পতি, প্রভাসে—পদ্মজন্মা, বানরীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারবতীতে—ঋগ্বেদী, বৈদিশে—ভুবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে—পুণ্ডরীকাক্ষ, হস্তিনাপুরে—পিঙ্গাক্ষ, জয়ন্তীতে—বিজয়, পুষ্করাবতে—জয়ন্ত, উগ্রে—পদ্মহস্ত,তমোনদীতে—তমোনুৎ, অহিচ্ছত্রে—জয়ানন্দী, কাঞ্চীপুরীতে—জনপ্রিয়, পাটলিপুত্রে—ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে—মুনি, মহিতারে—মুকুন্দ, শ্রীনিবাসিতে—শ্রীকণ্ঠ, কামরূপে—শুভাকার, বারাণসীতে—শিবপ্রিয়, মল্লিকাক্ষে—বিষ্ণু, মহেন্দ্রে—ভার্গব, গোনর্দ্দে—স্থবিরাকার, উজ্জয়িনীতে—পিতামহ, কৌশাম্বিতে—মহাবোধি, অযোধ্যায়—রাঘব, চিত্রকূটে—মুনীন্দ্র, বিন্ধ্যপর্ব্বতে—বারাহ, গঙ্গাদ্বারে—পরমেষ্ঠী, হিমালয়ে—শঙ্কর,

দেবীকায়—স্রুচাহস্ত, চতুর্ব্বটে—স্রুবহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে—কুশহস্ত, গোপ্রক্ষে—গোপীন্দ্র, যমুনাতটে—চন্দ্র, ভাগীরথীতে—পদ্মতনু, জলন্ধরে—জলানন্দ, কৌঙ্কণে মদ্রাক্ষ, কাম্পিল্যে—কনকপ্রিয়, বেঙ্কটে—অন্নদাতা, ক্রতুস্থলে—শম্ভু, লঙ্কায়—পুলস্ত্য, কাশ্মীরে—হংসবাহন, অর্ব্বুদপ্রদেশে—বশিষ্ঠ, উৎপলাবতে—নারদ, মেলকে—শ্রুতিদাতা, প্রপাতে—যাদপতি, যজ্ঞে—সামবেদ, মধুরে—মধুরপ্রিয়, অঙ্কোটে—যজ্ঞভক্তা, ব্রহ্মবাদে—সুরপ্রিয়, গোমন্তে—নারায়ণ, মায়াপুরীতে—দ্বিজপ্রিয়, ঋষিবেদে—দুরাধর্ষ, রেবায়—সুরমর্দ্দন, বিজয়ায়—মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে—স্বরূপ, মালবীতে—পৃথুদর, শাকম্ভরীতে—রসপ্রিয়, পিণ্ডারকে—গোপাল, শঙ্খোদ্ধারে—অঙ্গবর্দ্ধন, কাদম্বকে—প্রজাধ্যক্ষ, সমস্থলে—দেবাধ্যক্ষ, ভদ্রপীঠে—গঙ্গাধর, অর্ব্বুদাচলে—জলশায়ী ত্র্যম্বকে—ত্রিপুরাধীশ, শ্রীপর্ব্বতে—ত্রিলোচন, পদ্মপুরে—মহাদেব, কাপালে—বৈধস, শৃঙ্গবের পুরে—শৌরি, নৈমিষে—চক্রপাণিক, দণ্ডপুরীতে—বিরূপাক্ষ, ধৃতপাপকে—গৌতম, মাল্যবানে—হংসনাথ, বলিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে—দেবনাথ, দ্যুতপায়—পুরন্দর, লম্বায়—হংসবাহ, চণ্ডায়—গরুড়প্রিয়, মহোদয়ে—মহাযজ্ঞ, যজ্ঞকেতনে—সুযজ্ঞ, সিদ্ধিমরে—পদ্মবর্ণ, বিভায়—পদ্মবোধনঃ, দেবদারু বনে—লিঙ্গ, মহাপত্তিতে—বিনায়ক, মাতৃকাস্থানে—ত্র্যম্বক, অলকায়—কুলাধিপ, ত্রিকূটে—গোনর্দ্দ, পাতালে—বাসুকী, কেদারে—পদ্মাধ্যক্ষ, কুষ্মাণ্ডে—সুরতপ্রিয়, কুণ্ডবাণীতে—শুভাঙ্গ, সারণীতে—তক্ষক, অক্ষোটে—পাপহা, অম্বিকায়—সুদর্শন, বরদায়—মহাবীর, কান্তারে—দুর্গনাশন, পর্ণাটে—অনন্ত, প্রকাশায়—দিবাকর, বিরাজায়—পদ্মনাভ, বৃকস্থলে—স্বরুদ্র, বটকে—মার্ত্তণ্ড, বাহিনীতে—মৃগকেতন, পদ্মাবতীতে—পদ্মগৃহ, গগনে—পদ্মকেতন। পদ্ম-স্ব ৩৪। (খ) স্কন্দপুরাণ মতে—গয়ায়—প্রপিতামহ, কান্যকুব্জে—বেদগর্ভ, ভৃগুক্ষেত্রে—চতুর্ম্মুখ, কৌবেরীতে—সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রভাসে—বালরূপী, কাশীতে—সুরপ্রিয়, দ্বারকায়—চক্রদেব, হস্তিনাপুরে—পীতাক্ষ, পুরুষোত্তমে—জয়ন্ত, বাড়ে—পদ্মহস্ত, তমোলিপ্তে—তমোনুদঃ, আহিচ্ছত্রীতে—জনানন্দ, কর্ণাটপুরে—ব্রহ্মা, শ্রীকণ্ঠে—শ্রীনিবাস, কামরূপে—শুভঙ্কর, উড্ডিয়ানে—দেবকর্ত্তা, জালন্ধরে—স্রষ্টা, মল্লিকাস্থানে—বিষ্ণু, স্থবিরাকা গোনর্দ্দ, কৌশাম্বীতে—মহাদেব, চিত্রকূটে—বিরিঞ্চি, গঙ্গাদ্বারে—সুরশ্রেষ্ঠ, হিমালয়ে—পিতামহ, দেহিকায়—স্রুচাহস্ত, অর্ব্বুদে—পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে—পদ্মনেত্র, গোপক্ষেত্রে—গোবিন্দ, যমুনাতটে—সুরেন্দ্র, জনস্থলে—জনা-

নন্দ, কঙ্কণে—মধ্বক্ষ, কাম্পিল্যে—কনকপ্রভ, খেটকে—অন্নদাতা, উৎপলাচলে—নারদ মেধকে—শ্রুতিদাতা, প্রয়াগে—যজুঃপতি শিবলিঙ্গে—সামবেদ, মর্কটে—মধুপ্রিয়, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়, অঙ্কুলকে—ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মবাহে—সুতপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে—দুরাধর্ষ চম্পায়—সুরমর্দ্দন, বিরজায়—মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে—সুরূপ, কদম্বকে—জলাধ্যক্ষ, রুদ্রপীঠে—গঙ্গাধর, সুপীঠে—জলদ, ত্র্যম্বকে—ত্রিপুরারি, প্লক্ষপুরে মহাদেব কপালে বেধনাশন, নিমিষে—চক্রধারক, নন্দিপুরে—বিরূপাক্ষ, প্লক্ষপাদপে—গৌতম, হস্তিনাতে—মাল্যবান, বাচিকে—দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে—দিবানাথ, ভূতিকায়—পুরন্দর, চন্দ্রায়—হংসবাহু, চম্পায়—গরুড়প্রিয়, মহোদয়ে—মহাযক্ষ, পূতকবনে—সুযজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে—শুক্লবর্ণ, বিভায়—পদ্মবোধক, উদকে—উমাপতি, মাতৃস্থানে—বিনায়ক, অলকায়—ধনাধিপ, ত্রিকূটে—গোবিন্দ, কোবিদারে—যুগাধ্যক্ষ, স্ত্রীরাজ্যে—সুরপ্রিয়, পূর্ণগিরিতে—সুভগ, শাল্মলীতে—তক্ষক, অমরে—পাপহা, নরবাপাতে—মহাবীর, গগনে—মৃগলাঞ্ছন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও আরও এইরূপ কতিপয় নাম আছে, সেগুলি পদ্মপুরাণের তালিকাতেও পাওয়া যায়। সেগুলি এই দ্বিতীয় তালিকায় দেওয়া হয় নাই। (১৩৭) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে একটা বিশাল তেজোময় কূট আবির্ভূত হইয়াছিল। ঐ কূট বেদ, অগ্নি, গো, দ্বিজ এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ তেজোময় কূট হইতে প্রথমে বেদ, পরে বহ্নি, তৎপরে গো ও তৎপশ্চাৎ বিপ্র, ইহাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃ-৪৮। (১৩৮) শন্তনু নামক মুনির পত্নী অমোঘাকে দেখিয়া ব্রহ্মার বীর্য্য স্খলন হয়। তাহাতেই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়। পদ্ম-সৃ-৫৫। (১৩৯) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিত্যের স্তব। পদ্ম-সৃ-৭৭। (১৪০) প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাভা-আদি-১। (১৪১) একবার ব্রহ্মা স্বয়ং বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হন। মহাভা-আদি-৫। (১৪২) ভৃগু মুনি অগ্নিকে "সর্ব্বভুক্ হও" বলিয়া শাপ দেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় বিধান করেন যে, অগ্নি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপান দেশে অগ্নির যে সব শিখা আছে, তাহারাই কেবল সর্ব্বভক্ষ হইবে।

মহাভা-আদি-৭। পিতামহ ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে বিষহরি বিদ্যা প্রদান করেন। মহাভা-আদি-২০। (১৪৪) ব্রহ্মা বিধান করেন যে কশ্যপপুত্র অরুণ সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথির কার্য্য করিবে। মহাভা-আদি-২৪। (১৪৫) ক্ষুধামান্দ্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্মা অগ্নিকে খাণ্ডব-বন দহন করিতে অনুমতি দেন। মহাভা-আদি-২২৩। (১৪২) নারদ ব্রহ্মার সভার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মার সভা ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধারণ করে এবং পরিমাণ ও সংস্থান বিষয়ে কেহই উহার কিছু অবধারণ করিতে পারেন না। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, লোকের ক্ষুৎ-পিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়। স্তম্ভ সমূহ দ্বারা ঐ সভা অবলম্বিত নহে, তথাপি স্বস্থান হইতে তাহা বিচলিত হইতেছে না। ব্রহ্মসভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভাবিস্তার করিতেছে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবমায়া-পরিগ্রহ করিয়া, সেই সভায় আসীন থাকেন। দেবগণ, দেবীগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতিগণ, মুনিগণ, লোকপালগণ, পিতৃলোকগণ প্রভৃতি ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পিতামহের উপাসনা করিয়া থাকেন"। মহাভা-সভা-১১। (১৪৩) জরা নামক রাক্ষসীকে ব্রহ্মা সৃজন করিয়া, লোক সমুদয়ের গৃহে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। মহাভা-সভা-১৭। (১৪৪) ব্রহ্মা সর্ব্ব-কাম সমন্বিত, বীতরাগশোক হিরণ্যপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা প্রতাপ-শালী কালকেয় দানবগণকে প্রদান করেন। মহাভা-বন-২৭৩। (১৪৫) প্রজাপতি ব্রহ্মা মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষিগণ সহ বৈবস্বত মনুকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, প্রলয় হইতে রক্ষা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাই মৎস্য-অবতার হন। মহাভা-বন-১৮৬। (১৪৬) ভগবান্ বিষ্ণু (নারায়ণ) প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার নাভি সরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, সেই নাভি-পদ্মে সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া, এই নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য দেখিয়া, মন হইতে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্ম-মূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তিদ্বারা রক্ষা ও রৌদ্র ভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন। মহাভা-বন-২৭০। (১৪৭) পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা অমৃত পানে তৃপ্ত হইয়া যখন তাহার সার উদগীরণ করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভী ধেনু তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন

হন। মহাভা-উদ্ ১০১। (১৪৮) পূর্ব্বকালে সংগ্রাম সময়ে ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর শরীরে, আর একবার ইন্দ্রের শরীরে, দিব্য কবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-৯৪। (১৪৯) প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজঃ, বৈশ্যে দক্ষতা, ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করেন। মহাভা সৌপ্তিক-৩ (১৫০) ব্রহ্মা বিশ্বানর নামক ব্রাহ্মণ-তনয়ের জাত-কর্ম্ম সম্পাদন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। বিশ্বানর দেখ। (১৫১) ভগবান্ ব্রহ্মা অক্রূরেশ্বর তীর্থে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি কুশস্থলী নামক ক্ষেত্রে এক যজ্ঞও করেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬। (১৫২) একবার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র ঋষি অনন্যোপায় হইয়া মৃত কুক্কুরের মাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন। তাহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া অগ্নির সন্ধানে যান এবং অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পান। তখন তিনি অগ্নিকে নানারূপে প্রবোধিত করিয়া আবার ধরাতলে ফিরাইয়া আনেন। স্কন্দ-নাগ-৯০-৯১। (১৫৩) ব্রহ্মার এক বৎসরে বিষ্ণুর এক দিন। দংশ মশক-গণ যেমন মানবগণের নিকট কীট, দেব-গণও তেমতি ব্রহ্মার নিকট কীট এবং ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ বিষ্ণুর কটিস্থানে অব-স্থিত। স্কন্দ-নাগ-১৯৪। (১৫৪) ব্রহ্মা এই বিধান করিয়াছেন যে, প্রেতত্ব বিমুক্তির জন্য ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে মানবগণ সপিণ্ডীকরণের পর-বর্ত্তী একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা যদি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তৃপ্তির জন্য,পুত্র ঐ দিন শ্রাদ্ধ করিবে। পিতামহাদি ঐ দিন শ্রাদ্ধার্হ নহেন। যদি ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধ রাক্ষস, ভূত, প্রেত ও দানবদিগের অধিকারভুক্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১২২। (১৫৫) নারদ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে সবিস্তার চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ফল ও বিষ্ণুপূজা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ ১৩৩-১৩৯। (১৫৬) ব্রহ্মাই প্রথমে শতকোটী শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিয়া নারদের নিকট কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৫৭) সুর-জ্যেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মায় যে পর্য্যন্ত না প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেকহয়, দুঃখ শোক ভয়াতুর নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। চিত্ত কল্পস্থ কল্পান্তবাসীরা যথায় অবস্থান করেন বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই অবস্থান করেন। তিনি জগৎপ্রভু, লোক

কর্ত্তা, সত্ত্বমূর্ত্তিও মহামহিম। তিনি অষ্ট-বর্ষীয় বালকরূপে প্রভাস ক্ষেত্রে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কামনায়, এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। পিতামহ যখন প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টবর্ষ। অন্যান্য সমুদয় তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী কেবল প্রভাস ক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যতি-ক্রম। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল ব্রহ্মমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আত্ম-তেজ-সম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত। কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয়। প্রথম কল্পে—স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয় কল্পে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্ত্তা; চতুর্থে—বালরূপী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা তিনে এক, আবার একে তিন। ব্রহ্মাকে পূজা করিলেই বিষ্ণু ও শিব পূজিত হন। তদ্রূপ, বিষ্ণুকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও শিব এবং শিবকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং শিব তম বলিয়া কীর্ত্তিত। এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু, শিব অনল এবং বিষ্ণু সলিল বলিয়া কীর্ত্তিত। শিব দিবা, ব্রহ্মা সন্ধ্যা এবং বিষ্ণু রাত্রি। ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, শিব সামবেদ এবং বিষ্ণু যজুর্ব্বেদ। শিব গ্রীষ্মকাল, ব্রহ্মা বর্ষাকাল এবং বিষ্ণু শীতকাল। শিব দক্ষিণাগ্নি, ব্রহ্মা আহবনীয়াগ্নি এবং বিষ্ণু গার্হপত্যাগ্নি। শিবলিঙ্গ স্বরূপ, বিষ্ণু ভগস্বরূপ এবং ব্রহ্মা বীজস্বরূপ। সর্ব্বদেহীর নাভি মধ্যে ব্রহ্মা, হৃদয়াভ্যন্তরে বিষ্ণু এবং বক্ত্র মধ্যে শিব, অবস্থান করেন। ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে এবং শিবকে এইরূপ অভিন্ন অন্তরাত্মায় অভিন্নভাবে অবগত হইয়া, মানব পূজা করিবে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (১৫৮) স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডের ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে ব্রহ্মার পূজার বিধান ও ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে। (১৫৯) পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সৃজন করিতে থাকিলে, এক অদ্ভুত রূপাঢ্য নারী উৎপন্না হন। পিতামহ তাঁহাকে দেখিয়া কামবশীভূত হন। সেই পাপে তাঁহার স্বররূপ পঞ্চম শির তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয়। তৎ-পরে প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতী সলিলে স্নান করিয়া, দুহিতৃ-কামনা-সম্ভব মহৎ পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৮। (১৬০) আকাশ-রাজ-তনয়া পদ্মালয়ার সহিত বিষ্ণুর বিবাহে ব্রহ্মা পৌরহিত্য করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (১৬১) পিতামহ ব্রহ্মা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বেঙ্কটাচলে যে ধ্বজারোহণ মহোৎসব সম্পন্ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মোৎসব। নিখিল মানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহোজা

সিদ্ধ ও সাধ্যগণ প্রতি বৎসরই ভগবানের এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৭। (১৬২) চতুরানন ব্রহ্মা সরস্বতী ও সাবিত্রীসহ মহাপাতকরাশি-বিনাশন বেঙ্কটাচালের মস্তকে দিবানিশি বাস করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (১৬৩) মহর্ষি অগস্ত্যের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এক নদী-বিহীন দেশে আকাশগঙ্গাকে এক অংশে প্রবাহিত করান। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩২ (১৬৪) ব্রহ্মা দিক্‌পালদের অন্যতম। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩। (১৬৫) মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় ব্রহ্মার মুখকমল হইতে বেদ-নিবহ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। বেদ অপহৃত হইলে, পিতামহ শয়ন হইতে উত্থান করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বেদবিহীন হওয়ায় লুপ্ত-স্মৃতি ব্রহ্মা, প্রজাসৃজনে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সনাতন হরির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার সমুখে কুণ্ড হইতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বেদ সমুদয় বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া আর ব্রহ্মার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিল না। বেদ-বিহীন হইয়া, ব্রহ্মা বিকল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ব্রহ্মাকে বিকল দেখিয়া তত্রত্য সিদ্ধগণ যথাবিধি স্তুতি বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান্ হরিই আমাদিগকে ব্রহ্মার সান্নিধ্য বাসের আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং বেদের দুইটি মূর্ত্তি কল্পিত হউক। দ্রবময়ী প্রথম মূর্ত্তি এই স্থানে অবস্থিত থাকুক এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুক।" অনন্তর বেদ নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধ ভাগ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিল। অনন্তর বেদযুক্ত হইয়া চতুরানন ব্রহ্মা ত্রিলোক সৃজন করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদ-৬। (১৬৬) নারদের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা বলেন,—মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন এবং তীর্থ সমূহের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থ সক[illegible]। একদিন ব্রহ্মা নারদকে [illegible] করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ব[illegible]। ([illegible]) মা[illegible] [illegible] [illegible] নিশা[illegible] [illegible] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। [illegible] তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে [illegible] দেবতা সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পিতামহকে শ্রীমদ্‌ভাগবত উপদেশ করেন এবং বলেন,—"তুমি এই ভাগবত সেবা কর। ইহার ফলে তোমার আত্মসিদ্ধি হইবে।" তদবধি ব্রহ্মা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় অহর্নিশ ভাগবত সেবা করিতে লাগিলেন।

স্কন্দ-বিষ্ণু-শ্রীভাগ-৩। (১৬৮) অদিতির গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, অন্যান্য দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার নামকরণ করেন। পদ্ম-ভূমি-৫। (১১১) বেণনন্দন পৃথুকে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর রূপে অভিষিক্ত করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ক্রমশঃ রাজ্য সকলের বিভাবিচার করিয়া যে রাজ্য, যাহার যোগ্য, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন। তিনি বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তপস্যা রাজ্যে সোমদেবকে, ধর্ম্ম, ধর্ম্মযজ্ঞ, পুণ্য, পুণ্য তেজ, জল, তীর্থসমূহ ও সর্ব্বযজ্ঞের আধিপত্যে বরুণকে; সমস্ত যক্ষরাজ্যে বৈশ্রবণকে; আদিত্যগণের আধিপত্যে মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুকে; জনসমূহের হিতের জন্য সমস্ত পুণ্যরাজ্যে প্রজাপতি দক্ষকে, সমস্ত দৈত্যদানব রাজ্যে মহাযশস্ক শক্তিমান প্রহ্লাদকে; সমগ্র পৈতৃরাজ্যে বৈবস্বত যমকে; সমস্ত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, উরগ, যোগিনী মহাত্মা বেতাল, কঙ্কাল, কুষ্মাণ্ড এবং সমস্ত পার্থিব রাজ্যে শূলপাণি গিরিশকে; সমস্ত পর্ব্বত রাজ্যে হিমালয়কে; সমস্ত নদী, তড়াগ, বাপী, কুণ্ড, কূপরাজ্যে সর্ব্বতীর্থময় সাগরকে; গন্ধর্ব্বগণের পুণ্য রাজ্যে চিত্ররথকে; নাগগণের আধিপত্যে বাসুকীকে; সর্প রাজ্যে তক্ষককে; সমগ্র বারণ রাজ্যে ঐরাবতকে; অশ্বরাজ্যে উচ্চৈঃশ্রবাকে; সমস্ত পক্ষিরাজ্যে গরুড়কে; মৃগ রাজ্যে সিংহকে; গোযূথ মধ্যে গো-বৃষকে; বনস্পতি রাজ্যে প্লক্ষ-বৃক্ষকে; অভিষিক্ত ও রাজরূপে স্থাপিত করিলেন। অতঃপর তিনি দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি বৈরাজ-পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকের; কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণদিগের; প্রজাপতি বরুণের পুত্র পুষ্করকে পশ্চিম দিকের এবং নল কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করেন। পদ্ম-ভূমি-২৭। (১৬৯) ব্রহ্মা একবার বিষ্ণুর সমীপে কূট বাক্য বলেন। তজ্জন্য পূজ্যতম হইলেও দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪। (১৭০) ব্রহ্মা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহা-হইতে প্রজাপতি অত্রি জন্মেন। পদ্ম-ভূমি-৩৫। (১৭১) অত্রি-পত্নী অনসূয়া স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৫৫। (১৭২) ব্রহ্মসর তীর্থে পিতামহ এক শ্রেষ্ঠ যূপ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ঐ যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। পদ্ম-স্বর্গ-১৯। (১৭৩) ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতাল-৩৭। (১৭৪) বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সনাতন গুণত্রয়ের আধার ত্রিলোচন সদাশিব ছিলেন।

তাঁহার সৃষ্টি করণের ইচ্ছা জন্মিলে, বেদত্রয়রূপ সেই আত্মস্থ গুণত্রয়কে দেখিতে পাইয়া, উহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া পরে প্রত্যেককে আবার পরস্পর পৃথক করিয়া স্বীয় অঙ্গত্রয়ে স্থাপন করিলেন। এই ভাবে বিভু সদাশিব দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে হরি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর, এই তিন পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর সদাশিব পুত্রত্রয়ের এক এক জনকে একটি গুণের ভজনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ গুণ ধারণ করিতে সমর্থ [illegible] পুত্রের কথা, উহা পরিচালনে [illegible] না। সুতরাং ব্রহ্মা উহা [illegible] রজোগুণ ধারণ করিলেন। [illegible] পরিচালনে অসমর্থ হইয়া [illegible] গ্রহণ করিলেন কিন্তু উহারও [illegible] সমর্থ না হইয়া পতিত হইয়া [illegible] করিতে লাগিলেন। পদ্ম-[illegible]। (১৭৫) দশরথের পুত্র-[illegible] জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের নামকরণ-ক্রিয়া-সম্পাদন করেন। পাতা-৭১। (১৭৬) পরমাত্মা পরম-পুরুষ পরমেশ্বর (বাসুদেব) হইতে যথাক্রমে আত্মা, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি উৎপন্ন হয়। তৎপরে এক হিরণ্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে প্রভু [illegible] নিমিত্ত স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রভু, চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, রজোগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক, এই চরাচর-বিশ্ব-সৃষ্টি করিলেন। সেই অণ্ডমধ্যে দেবাসুর মানব সমেত সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইল। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা রসাতল হইতে জল-মগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় দেব মনুষ্য, তির্য্যগ যোনী ও স্থাবর এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা অম্ভো নামক দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ এই চারি প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃ সমাধান করিলেন। অনন্তর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্ব সংস্কার বশে তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার জঘনদেশ হইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল। তৎপরে তিনি তমোময়ভাব রাত্রিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর পিতামহ অন্যভাব আশ্রয় পূর্ব্বক প্রীতিমান হইয়া অন্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত দেবগণের উৎপত্তি হইল। তখন তিনি সত্ত্বপ্রায় অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ভাব পরিত্যাগ করিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল। এই কারণে অসুরগণ রাত্রিকালে ও দেবগণ

দিবাতে প্রবল হইয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল। পরে তিনি সত্ত্বভাব পরিত্যাগ করিলে, ঐ পরিত্যক্ত সত্ত্ব-ভাব দিবা ও রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। অনন্তর প্রজাপতি রজোগুণ আশ্রয় করিলে, রজোগুণোদ্ধত মনুষ্যসৃষ্ট হইল। তখন তিনি রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন। ঐ রাজসিক ভাব পূর্ব্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। এই জ্যোৎস্না, দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা প্রভৃ ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণাম। পরে ব্রহ্মা অত্যন্ত রজোগুণ আশ্রয় করিলেন। তাহাতেই ক্ষুধা ও ক্রোধের উৎপত্তি হইল। তার পর ভগবান্ ক্ষুধাতুর রাক্ষসাদি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে যক্ষগণ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার কেশ-সর্পণ হইতে সর্পগণ জন্মলাভ করিল। তাঁহার ক্রোধ হইতে ভূত,গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল। এই সকল প্রাণী গানপ্রিয় এই নিমিত্ত ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব বলা যায়। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মেষ; মুখ হইতে ছাগ; উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো; পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু সৃষ্ট হইল এবং তাঁহার রোম হইতে ফলমূল, ওষধি সকল জন্মিল। প্রজাপতি পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে ঋগাদি বেদ সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং মুখ, বাহু, উরুদ্বয় ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মলাভ করে। তৎপরে পিতামহ ব্রাহ্মণদিগের জন্য ব্রাহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত বায়ুলোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বলোক সৃষ্টি করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক, স্বধর্ম্ম-নিরত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্য-লোক, এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতিদিগের নিবাসার্থ যথোপ-যুক্ত অক্ষয়-লোক সকল বিধান করি-লেন। গরু-পূ-৪। (১৭৭) বিষ্ণু-পূজায় যে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার উত্তরদ্বারে দিক্‌পালদের অন্যতম ব্রহ্মাকে স্থাপন করিয়া পূজা কর্ত্তব্য। গরু-পূ ৮। (১৭৮) নারায়ণ-তনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয়। অত্রি হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। গরু-পূ-১৪২। (১৭৯) ব্রহ্মা, ভূতাদির উপসর্গ যাহা হইতে দূর হয় এবং আকর্ষণ, বশীকরণ, ইচ্ছা-গমন, ও ত্রিকালদর্শিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি যাহা হইতে হয়, সেই বিদ্যা" বিষ্ণুর নিকট হইতে লাভ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদান করেন। দেবী-পূ-২। (১৮০) যুগারম্ভকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় তপস্যা করিতে-ছিলেন। তৎকালে তাঁহার এইরূপ মহামোহ উপস্থিত হইল, যাহাতে তিনি

চেতনা হারাইলেন এবং মুগ্ধ হইয়া "আমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা অন্য কেহ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার বদনের দক্ষিণ ভাগ হইতে ভীষণ বহ্নিশিখার প্রকাশ হইল। সেই শিখা হইতে এক ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি হইল। সেই অসুর উৎপন্ন হইয়াই ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, হস্তে চক্র ও ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবতারা ভীত ও দৈত্যেরা আনন্দিত হইল। অতঃপর তাহার সহিত ব্রহ্মার সহস্র বৎসরব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মা কোনও মতেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া নারায়ণ উমাপতির সন্নিধানে গমন করেন ও স্তবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই অসুর বিনাশের জন্য, শিবের নিকট অনুরোধ করেন। মহাদেব বলেন—"আমার ক্রোধ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার বিনাশ নাই। তবে উহা পর্ব্বতে অবস্থান করিবে এবং গো-গণের দুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ উহার যুগে যুগে শান্তিদায়ক হইবে। উহা পান করিয়াই সেই অসুর তৃপ্ত হইবে। অন্য কোনও প্রজাকেই পীড়ন করিবে না।" দেবী পু-১৬। (১৮১) একবার ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি, বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবগণসহ শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। সেখানে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর ব্রহ্মার হংসকে দেখিয়া চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া ময়ূরকে দণ্ডাঘাত করিলে ময়ূরের মুখ হইতে এক ঘোর মেঘাকৃতি অসুর উৎপন্ন হইল। তাহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ভীত হইলেন। শিব তাহা জানিতে পারিয়া সেই (রুরু নামক) দৈত্যকে বলিলেন—"তুমি পরম পিতার স্তব কর।" রুরু দৈত্য তাহা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রার্থনায়, পাতালপুরে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দেবীপু-৮৩। (১৮২) পূর্ব্বে এই নিখিল জগৎ যখন অন্ধকার-ময় ছিল এবং ইহার কোনওরূপ চিহ্ন ছিল না, তখন শিব প্রজাসৃষ্টি বাসনায় মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে বায়ু ও হুতাশনের সহিত ব্রহ্মাকে এবং বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, চন্দ্র ও বরুণকে সৃজন করেন দেবী-পু-১২৭। (১৮৩) ব্রহ্মা অধ্যাত্ম-রাম চরিতের মাহাত্ম্য নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামা-অধ্যা-আদি-উপক্র। (১৮৪) লঙ্কা সমরান্তে রামচন্দ্র সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, সীতা যখন অগ্নি প্রবেশ করেন, তখন দেবগণের মুখপাত্র স্বরূপে ব্রহ্মা বিবিধরূপে রামের স্তুতি করিয়া, সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য, রামকে অনুরোধ করেন।

রামা-অধ্যা-লঙ্কা-১৩। (১৮৫) সুমেরু পর্ব্বতের মধ্য-শৃঙ্গে শত যোজন বিস্তৃত ব্রহ্মসভা অবস্থিত। একদা চতুরানন তথায় যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বহুতর দিব্য আনন্দাশ্রু ভূমিতে পতিত হইল। ব্রহ্মা তাহা হস্তে লইয়া কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সেই জল হতে এক মহাবানর উৎপন্ন হইল। সেই বানরই সুগ্রীবের জনক (ও জননী) ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মার আদেশে এক দেব-দূত-তাঁহাকে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত দিব্য কিস্কিন্ধ্যা নগরীতে স্থাপন করেন। রামা-অধ্যা-উ-৪২। রামা-অধ্যা-উ-৩। (১৮৬) ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত ও সমুদয় দেবতাদিগের রক্ষার জন্য, শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হইতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই সকল ব্রহ্মেরই সহজরূপ এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে অনাদিনিধনা বেদময়ী দিব্যবাণী স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। কূর্ম্ম-পূ-২। (১৮৭) ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। তিন শত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। সেই পরিমাণ কালের শতগুণকে পরার্দ্ধ বলে। তাহার অন্তে সমুদয় জীবের [illegible] উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিতে বিলয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজনেরই প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং পুনর্ব্বার কাল উপস্থিত হইলে উৎপত্তিও হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মা ভূত সকল, বাসুদেব ও শঙ্কর সকলেই কালক্রমে স্থষ্ট হন ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কূর্ম্ম-পূ-৫। (১৮৮) ব্রহ্মা মহেশ্বরের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৮৯) অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা ও মহাদেব ঋষিগণের উপাস্য। কূর্ম্ম-পূ-৩২। রুদ্র, শিব, সরস্বতী ও হরি দেখ। (১৯০) স্বাদু জলময় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত পুষ্কর দ্বীপে দেব-পূজিত একটি মহান্ বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন ব্রহ্মা বাস করেন কূর্ম্ম-পূ-৪৯। (১৯১) একবার মহর্ষি-গণ ব্রহ্মাকে অব্যয় তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা মায়ায় মোহিত হইয়া, নিজেকেই জগৎ-প্রভু, অদ্বিতীয় অনাদি পরম ব্রহ্মা বলিয়া প্রচার করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, বিষ্ণু ব্রহ্মার নিন্দা করেন এবং ব্রহ্মার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকেই ঐরূপ সর্ব্ব-লোকের বিধাতা বলিয়া বর্ণন করেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কলহ উপ-স্থিত হইল। তাঁহারা যখন এইরূপে বিবাদ করিতেছিলেন, তখন চতুর্ব্বেদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপে মহেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে। কিন্তু

তাহাতেও পিতামহ ও বিষ্ণুর অজ্ঞান ও মোহ নাশ না হওয়ায় এক অদ্ভুত দিব্য জ্যোতি তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে উহার মধ্যে আর একটি দিব্য জ্যোতি দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে সেই তেজোমণ্ডলও লীন-লোহিত মহাপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রগল্‌ভ ভাবে আহ্বান করাতে মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া কালভৈরবকে প্রেরণ করেন এবং ঐ কালভৈরব শঙ্করের আদেশে,পিতামহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাঁহার একটা মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পাঁচটি মস্তক ছিল। কিন্তু তদবধি তিনি চতুর্মুখ হইলেন। এইরূপে মস্তক কর্ত্তিত হওয়ায়, ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াদিলেন। কূর্ম্ম-উ-৩১। (১৯২) চৈতন্যস্বরূপ, অনাদি নারায়ণদেব স্বকীয় শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া, স্বীয় মূর্ত্তি প্রকৃতি হইতে, এই সমগ্র জগৎ সৃজন করিলেন। এই বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ দেবই সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া বিদিত। কূর্ম্ম-উ-৩৫। (১৯৩) পুরাকালে ব্রহ্মার অতি তীব্র তপস্যার ফলে, তাঁহার মুখ হইতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নির্গত হয়। সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আবির্ভূত হয় এবং তাহার পরে অন্যান্য পুরাণ এবং পুরাণের পর তাঁহার চারিমুখ হইতে চারি বেদ বহির্গত হয়। ব্রহ্মাই দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত ব্রাহ্মপুরাণ মরীচিকে কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যকল্প সমূহেরও বর্ণনা করেন। তৎসমুদয় ভবিষ্যপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৯৪) পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর তাঁহাকে বলেন, যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। এইরূপ এক এক মহাকল্পে, এক এক ব্রহ্মার লয় ও অপর এক ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাঁহাদের নামও পৃথক। প্রথম সৃষ্টি কালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিঞ্চি। তাহার পর যথা-ক্রমে—পদ্মভূ, স্বয়ম্ভু, পরমেষ্ঠী, সুরজ্যেষ্ঠ হেমগর্ভ, শতানন্দ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭,২২। (১৯৫) প্রভাস ক্ষেত্রে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত 'বাল' নামে কীর্ত্তিত হইয়া, বালরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং অবস্থান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। (১৯৬) ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। সেই মনুর অধিকারকালে পিতা-মহের দক্ষিণ চক্ষু হইতে সূর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (১৯৭)

তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে সৌর চারিযুগ পূর্ণ হয়। এইরূপ একাত্তর যুগে এক এক মন্বন্তর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ। ঐরূপ দিনমানের শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (১৯৮) চন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা যুগান্তে প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রের আহ্বানে তিনি ভৈরব প্রতিষ্ঠার জন্য ভৈরবক্ষেত্রেও গমন করেন। তদবধি তিনি বালরূপী নামে প্রসিদ্ধ হন। অন্যান্য তীর্থে তিনি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করেন। কল্পে কল্পে তাঁহার নামান্তর হয়। প্রথম কল্পে—স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে—পদ্মভূ, তৃতীয়ে—বিশ্বকর্ম্মা এবং চতুর্থে—বালরূপী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২৩, ১০৫। (১৯৯) প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত সদাশিব লিঙ্গের বাম ভাগে ব্রহ্মা সাবিত্রীর শাপে, কপর্দ্দীরূপে অবস্থান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৮ (২০০) পূর্ব্বে মহেশ্বরের সাতটি মস্তক ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে অজ নামক ষষ্ঠ মস্তক তিনি ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক সপ্তমটি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। ব্রহ্মা শিবের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত অজ নামক আনন লাভ করিয়া, অজ নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৭। (২০১) ব্রহ্মার রথ-যাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মাকে রথে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতে হয়। সেই রথে ব্রহ্মার দক্ষিণে সাবিত্রীকে, বাম পার্শ্বে ভোজক এবং সম্মুখে পঙ্কজ স্থাপন করিতে হয়। ঐ রথে শূদ্রের আরোহণ নিষিদ্ধ। শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতি নানারূপ বাদ্য সহকারে তাঁহাকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার পর, ব্রহ্মার মন্দিরে দীপদান অশেষ পুণ্যপ্রদ। সমস্ত উৎসবেই ব্রহ্মার পূজা ব্রাহ্মণগণের বিশেষ কর্ত্তব্য স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। (২০২) একবার কোনও কারণবশতঃ দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই ছিন্ন মস্তক হইতে অত্যন্ত শোণিত-স্রাব হইয়া, গন্ধবতী নদী উৎপন্ন হয়। ঐ ছিন্ন ব্রহ্মশির মহাদেবের হস্তে লগ্ন হওয়ায় মহাদেব স্বয়ং এবং তাঁহার বাহন বৃষ উভয়েই কৃষ্ণবর্ণত্ব লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৩। (২০৩) ব্রহ্মা ও রুদ্র এই উভয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন ক্রুদ্ধ মহাদেব ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু আসিয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ। কারণ, চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হইলে একমাত্র মহেশ্বরই জাগিয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং

পরে ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন। মহেশ্বরেরই প্রসাদে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠত্ব দাবী পরিহার করেন এবং নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু এই সমুদয় লোক তৎসৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়, তজ্জন্য তিনি যেন সত্বরই স্বীয় পদোচিত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন। শিব তাহাই হইবে বলিয়া অন্তর্ধান করিলে, ব্রহ্মা মেরু পর্ব্বতে যাইয়া বেদোচ্চারণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ পাঠ করতে করিতে যেমন তিনি অথর্ব্ব বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে ভয়ঙ্কর আকৃতি রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্রের দেহের অর্দ্ধভাগ নর আর অপর অর্দ্ধভাগ নারী। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় ভীত হইয়া "আত্মদেহ বিভাগ কর" এই বলিয়া পলায়ন করিলেন। এই কথা শুনিয়া, সেই রুদ্র নিজ শরীরকে প্রথমতঃ নর ও নারী এইদুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার পর আবার সেই পুরুষ ভাগকে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই একাদশ ভাগই একাদশ রুদ্রনামে বিদিত হইল। অতঃপর ব্রহ্মা সেই একাদশ রুদ্রের নামকরণ করিয়া, তাঁহাদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধার করিয়া দিলেন। তদনন্তর সেই না[রী] অংশকে ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি দক্ষে[র] কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর।" সেই নারী অংশ পিতামহ ব্রহ্মবাক্যে দক্ষ প্রজাপ[তি] হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা[স] বস্ত্রা-৯। (২০৪) একদা পাদ্ম কল্পে[র] অবসান হইলে ব্রাহ্মরাত্রির অ[ন্তে] এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জল রাশিতে পরিপূর্ণ হয়। তখন এক পরমাত্ম[া] ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সেই পরমদেব জলরাশিতে শয়া[ন] ছিলেন। তিনিই একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (নারায়ণ) ও মহেশ্বর (শিব) ইহাঁরা পরস্পর অভিন্ন। ভিন্ন হইতে ইহাঁরা ঐ দেবতাত্রয়ই হইয়া থাকেন তাঁহারা তখন বরাহকল্প করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হররূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমো-গুণোপেত হইয়া জন্মেন। তখন ব্রহ্মা চরাচর সৃজন করেন, বিষ্ণু তাহা পালন করেন এবং শিব তাহা সংহার করেন এক সময়ে ইহাঁরা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়া কৈলাস শিখরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, তাহা লইয়া মন্ত্রণা হয়। তাঁহারা যখন এই ভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শরীর হইতে এক জ্যোতি নির্গত হইয়া, রবিমণ্ডলকে প্লাবিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে শিব ও

ব্রহ্মার মধ্যে "আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই জ্যেষ্ঠ", বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ঐরূপ বিবদমান তাঁহাদের দেহ ও মুখ হইতে নারদ উৎপন্ন হন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা ১৮। (২০৫) দিব্য পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক যুগ হয় এবং ঐরূপ এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। ঐ দিবস গত হইলে পদ্মযোনী ব্রহ্মা লোক সংহারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিবার জন্য, অতীব ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি আদিত্যরূপে সর্ব্বজীবের লোচন-বিনাশ, পবনরূপে প্রাণীগণের জীবননাশ, হুতাশনরূপে ত্রৈলোক্য-দহন, এবং মেঘরূপে আবার বিপরীত বর্ষণ করিয়া থাকেন। হরি-হরি-১৯০। (২০৬) সর্ব্ব প্রথমে নারায়ণ ব্রহ্মাকে পদ্ম-মধ্যে উৎপাদন করেন। তখন পদ্মযোনী সেই কমলে অবস্থান করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ মহাযশা যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য কপিলের রূপ ধারণকরিয়া, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা লোকত্রয় সৃজন করিয়া, এই লোকত্রয়ের মধ্যে ভূর্লোকে অবস্থান-পূর্ব্বক সনৎ নামক মানস পুত্রকেউৎপাদন করিলেন এবং তাঁহাকে কপিলের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। অতঃপর পিতামহ দ্বিতীয় ভূবর্লোক সৃজন করিয়া, তথায় মন দ্বারা মানস-পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। সেই মানস-সুত যোগাচার্য্য ও সাংখ্যা-চার্য্যের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, মোক্ষ লাভ করিলে, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ভূর্ভুব-নামক তৃতীয় লোক সৃজন করিয়া, তথায় তৃতীয় মানস-পুত্রের উৎপাদন করি-লেন। ব্রহ্মার সেই মানসপুত্রও তাঁহার আদেশে সাংখ্যাচার্য্য ও যোগাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও গতি অবগত হইলেন। তাহার পরেও ব্রহ্মা ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া নিজের শরীরের অর্দ্ধাংশ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যার সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা, ত্রিপদা গায়ত্রী এবং গায়ত্রীসম্ভব চারি বেদের উৎপাদন করিলেন। অতঃপর পিতামহ স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, লোক সকলের পতিস্থানীয় বিশ্বেশ নামক মহা তপস্বী ও পুণ্যপ্রদ ধর্ম্ম নামক পুত্রদ্বয়কে সৃজন করিয়া দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের উৎপাদন করেন। এই সকল মহর্ষিগণের বংশ-জাত-পুত্রগণ অথর্ব্বভূত ব্রহ্মর্ষি এবং মহর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিদ্যা ও

উৎপাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অপরন্তু তাঁহার শরীরাংশ-সম্ভূতা সুরভী নাম্নী গো-রূপা পত্নী হইতে, রুদ্র নামে বিখ্যাত একাদশ পুত্রও উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬।(২০৭) সমুদয় চরাচর জগৎ সৃজন করিয়া ব্রহ্মা এক একজনকে তাঁহাদের অধিপতি বা প্রভু করিয়া দেন। তিনি সহস্র-লোচন পুরন্দরকে দেবগণের; সোমকে গ্রহ, নক্ষত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, দ্বিজগণ ও ওষধি সকলের ; বৈশ্বানরকে পিতৃগণের ; বায়ুকে গন্ধসমুদয়, অশরীরী ভূত-নিচয় শব্দ, আকাশ ও বলের ; মহাদেবকে সমুদয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, মাতৃগণ, গো সকল ও উৎপাতগ্রহের ; কুবেরকে যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যক এবং ধন ও রত্ন সমূহের ; শেষকে সর্পগণের; এবং বাসুকীকে নাগগণের ; তক্ষককে সরীসৃপগণের ; পর্জ্জন্যকে সাগর, নদী, মেঘ প্রভৃতির ; চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের ; কামদেবকে অপ্সরাগণের ; শিববাহন গো-বৃষকে, সমুদয় চতুষ্পদদিগের ; হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের ; বিপ্রচিত্তিকে দানব ও অসুরদিগের ; মহাকালকে কালকেয়গণের ; বৃত্রকে অনায়ুসার পুত্রগণের ; রাহুকে উৎপাত ও অশুভ সকলের ; বৎসরকে ঋতু, মাস, যুগ-চতুষ্টয়, পক্ষদ্বয়, রাত্রি, দিবা, তিথি পর্ব্ব প্রভৃতির ; গরুড়কে পূর্ব্বদিগের ; যমকে দক্ষিণদিগের ; কশ্যপ-তনয় অসুরাজকে পশ্চিম দিকের এবং কুবেরকে উত্তর দিকের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (২০৮) একবার শিব ও পার্ব্বতী যখন নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের আদেশে, অগ্নি তথায় যাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী শাপ দেন এবং তাহার ফলে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষে এবং বিষ্ণু অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হন। পদ্ম-উ-১১৫। (২০৯) বৃত্রের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র বৃত্রের গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া, তাঁহার গাত্রে সিঞ্চনপূর্ব্বক, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। (২১০) দৈত্যপতি বলিকে ছলনা করিবার জন্য, যখন বামন ত্রিপাদের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিকার করিলেন, তখন তাঁহার একপাদ সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌছিল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেখানে নিজ কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেই পদের অর্চ্চনা করেন। সেই পাদ-সংস্পৃষ্ট জলেই ভাগীরথী জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ভাবেই ব্রহ্মা গঙ্গার সহিত বিষ্ণুপদের সংযোগ ঘটাইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৯। (২১১) পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর, নগরাজ হিমালয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অভ্যাগতগণকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদের যথোচিত অর্চ্চনা

করিলেন। ব্রহ্মাদি অভ্যাগতগণও তদ্রূপ পর্ব্বতগণের পূজা করিলেন। শ্বেতগিরি, নীলাদ্রি, উদয়াদ্রি, শৃঙ্গবান্ মহেন্দ্র, অস্তাচল, মানসাদ্রি, কৈলাস ও লোকালোক পর্ব্বত ব্রহ্মার নিকট পূজা পাইলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৬, ১৭। (২১২) ওঁকারের অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, এবং মকার রুদ্র তাঁহারা প্রকৃতির গুণত্রয়াত্মক। আর মস্তকস্থ অর্দ্ধ মাত্রা পরম শিব। সুতরাং ওঁকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও পরম দেব-দেব শিবের সমন্বয় বোধক। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫। (২১৩) বজ্রাঙ্গ-তনয় তারকা-সুরের হস্তে নিগৃহীত হইয়া দেবগণ প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া, পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলে, দেবগণ প্রস্থান করেন। তৎপরে পিতামহ বিভাবরীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—দক্ষ-কন্যা সতী যজ্ঞক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় মেনকা গর্ভে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিবেন। তুমি মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া যাহাতে সেই গর্ভস্থ দেবীর দেহবর্ণ কৃষ্ণ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবে।" বিভাবরী ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত হইয়া মেনকার গর্ভে প্রবেশ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২১ সতী দেখ। (২১৪) ব্রহ্মা তপোবলে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৫। (২১৫) ব্রহ্মা পুষ্কর-ক্ষেত্রে নীল-লোহিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। (২১৬) ব্রহ্মা পাতাল হইতে হাটকেশ্বর লিঙ্গ আনয়ন করিয়া সোমনাথ তীর্থে প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৮। (২১৭) কোনও সময়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় ১৫০০ বৎসর তপস্যা করেন। তাহাতে শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে বর দেন। শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা আনন্দিতচিত্তে স্বয়ং একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটী সরোবর ও খনন করেন। সেই মহালিঙ্গের নাম ব্রহ্মেশলিঙ্গ এবং সরোবরের নাম ব্রহ্মসরঃ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৬। (২১৮) একবার সর্ব্ব তীর্থ-দেবতাগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার আলয়ে গমন করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা, পুলস্ত্যকে একটি অর্ঘ্য আনয়ন করিতে বলিলেন। পুলস্ত্য অর্ঘ্য আনিলে ব্রহ্মা তীর্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলে মিলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দ্দেশ করুন। আমি তাঁহাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিব।" এই কথা শুনিয়া তীর্থগণ বলিলেন—"আ মা আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারণ করিতে না

২। (২২৭) একবার ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন, মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক এবং তীর্থ সকলের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১। (২২৮) জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে মার্গশীর্ষমাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১-১৭। (২২৯) ব্রহ্মা বাক্ নাম্নী স্বীয় কন্যাকে অভিলাষ করিলে,ঐ কন্যা মৃগীরূপ ধারণ করেন কিন্তু ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। দেবগণ ব্রহ্মার এই অবৈধ কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং শিব পিতামহ ব্রহ্মাকে নিরস্ত করিবার জন্য ধনুঃআকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিলেন। শিবের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া বিধাতা ভূপতিত হইলে, একটা উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া, আকাশে উঠিয়া মৃগশীর্ষ নক্ষত্ররূপে পরিণত হইল। এদিকে হরও আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে মৃগশীর্ষের অনুগমন করিলেন। তদবধি অদ্যাপি আর্দ্রা নক্ষত্র মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের নিকটেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিধাতা নিহত হইলে তাঁহার পত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া অশেষরূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিবার জন্য, বারংবার বহুবাক্যে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, শিব পুনরায় ব্রহ্মাকে প্রাণদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-সেতু-৪০। (২৩০) ব্রহ্মা স্বয়ং সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য এই দৃশ্যমান জগৎই ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৫। (২৩১) ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ ক্লেশ ও অসুবিধা দেখিয়া, শিবের বাক্যে ব্রহ্মা কামধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক তত্রত্য ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে অনুচর প্রদান করিতে বলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। (২৩২) কোনও এক সময়ে ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণসহ ব্রহ্মসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময়ে বিষ্ণু তথায় যাইয়া উপনীত হন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দেখিয়া সমাগত দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি, বিষ্ণু এবং শিব, এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?" দেবগণ ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মার পত্নী বিষ্ণুকে সেই কথাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"তুমি যে মুখ দিয়া এই সভামধ্যে নিজেকে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে, সেই মুখ-যুক্ত তোমার মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইবে।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অন্যান্য দেবগণ হাহাকার করিয়া

উঠিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন —"আপনার কথা নিশ্চয়ই সফল হইবে।" অতঃপর বিষ্ণু ধর্ম্মারণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার শাপে তিনি অশ্বশীর্ষ হইয়াও ব্রহ্মার প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া, ব্রহ্মার সহিত একযোগে তপস্যা করেন। ব্রহ্মাও তিনশত বর্ষ যাবৎ বিষ্ণুর সহিত তপস্যা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া, বিষ্ণুমায়ায় ব্রহ্মার মুখ ব্যাঘ্রের মুখের ন্যায় হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মারণ্যে বিষ্ণুর সহিত তপস্যা করিয়া, তিনি আবার স্বীয় স্বাভাবিক মুখ ফিরিয়া পান। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৫। (২৩৩) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় ধর্ম্মারণ্যবাসী দিগের ভয় নিবারণের জন্য বিবিধরূপ-ধারিণী বহু শক্তি তথায় স্থাপন করিয়া ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬। (২৩৪) একবার দেবতাদিগের সহিত দানব-দিগের বিশেষ যুদ্ধ হয়। সেইযুদ্ধে দেবতারা দানবদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া, প্রতীকারার্থ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মারণ্যে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩। (২৩৫) সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই অক্ষয়-বটরূপ ধারণকরিয়া প্রয়াগ ক্ষেত্রে বাস করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (২৩৬) সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রলয়-পয়োধি জলে নিমগ্ন হইলে, যখন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ভূমি, দিক্, নক্ষত্র, জ্যোতি, চন্দ্র, গ্রহ প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়, যখন দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র মহাকাল অবস্থিত ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে কামকে মন্থন করেন। তাহাতে এক বুদ্‌বুদাকার কলল উৎপন্ন হয়। ঐ কলল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে সুদৃঢ় হিরণ্ময় অণ্ডে পরিণত হয়। মহাকালের করাঘাতে অতঃপর ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইলে, উহার এক খণ্ড ভূমি এবং অপর এক খণ্ড নক্ষত্র-সমন্বিত অন্তরীক্ষ হয় এবং ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যভাগে পঞ্চ-বদন, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তখন মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা জগৎ সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, মহেশ্বরের চিন্তায়ই মনোনিবেশ করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর পুনরায় আবির্ভূত হইয়া, পিতামহকে, জ্ঞান-লাভের জন্য ষড়ঙ্গ বেদ প্রদান করিলেন। বেদ লাভ করিয়াও ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, পুনরায় মহেশ্বরের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর পুনরায় প্রজাপতির সম্মুখীন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

ব্রহ্মা তাহাতে গৌরব বোধ করিয়া মনে মনে বলিলেন—"আপনি আমার পুত্র হউন"। শিব ব্রহ্মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"যেহেতু তুমি মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার শিরচ্ছেদ করিব। তোমার এই অসঙ্গত প্রার্থনার জন্য, নীললোহিত রুদ্র তোমার পুত্র হইয়া তোমার প্রভাব খর্ব্ব করিবে। আর যেহেতু তুমি আমাকে পিতৃভাবে ধ্যান করিয়াছ এবং পরমব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আমার স্তব করিয়াছ,সে জন্য তুমি লোকে পিতামহ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইবে।" মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপে একাধারে শাপ ও বর লাভ করিয়া, ব্রহ্মা জগৎ সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর পিতামহ স্ব-তেজ-জাত অগ্নিতে হোম করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সমিধ্-যুক্ত হস্তে নিজ ললাট মার্জ্জনা করেন। ঐ ভাবে মার্জ্জনা করায় সমিধ দ্বারা আহত হইয়া, তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম ভূমিতলে পতিত হইল। ঐ রক্ত ঘর্ম্মবিন্দু হইতেই পঞ্চ-বদন ও দশ-হস্ত ও পঞ্চদশ নয়নবিশিষ্ট শূল, ধনু, অসি ও শক্তি-ধারী ভীষণা-কৃতি সিংহচর্ম্ম-পরিধায়ী এক আবির্ভূত হইল। ব্রহ্মা ঐ মূর্ত্তির নীললোহিত এই নামকরণ করিলেন তদবধি ব্রহ্মা হইতে এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল। অতঃপর পিতামহ প্রথমতঃ সনকাদি সপ্ত মানসপুত্র সৃজন করিয়া, মরীচি দক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণকে, মনু প্রভৃতিকে, এবং সুর মনুষ্যাদিকে সৃজন করিলেন। ঐ সমুদয় জীব সৃষ্ট হইয়া কেবল নীললোহিতেরই পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মার মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল এবং নিজেকে সকল দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, স্বীয় তেজে জগৎ তাপিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মোহ উৎপন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মা সদর্পে পঞ্চমুখ হইলেন। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে সুস্বর ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত হইল। দ্বিতীয় মুখ হইতে ঋগ্বেদ, তৃতীয় হইতে যজুর্ব্বেদ ও চতুর্থ মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ নির্গত হইল এবং পঞ্চম মুখ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-অধ্যায়ী হইল। পিতামহের অতি তেজস্কর পঞ্চম বদনের প্রভাবে সুরাসুরগণ নিষ্প্রভ ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা নিজ নিজ তেজ ও বীর্য্য যথা-পূর্ব্ব লাভ করিবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, হর দেবগণসহ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক পিতামহের পঞ্চম শির নখাগ্রদ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাহা স্বহস্তে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা, নিজমস্তক এই ভাবে হরকর্ত্তৃক ছিন্ন

হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ললাটে স্বেদ জন্মিল। তিনি ঐ স্বেদ ভূতলে পাতিত করিলে তাহাহইতে এক কুণ্ডলী নর সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি রুদ্রকে বধ কর।" ঐ নর তখন ধনু গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মহেশ্বর তাহাকে বিষ্ণুর সখা মনে করিয়া বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন এবং গমনকালে পথে হুঙ্কার ধ্বনি দ্বারা সেই নরকে ভূমিতে পাতীত করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৩। (২৩৭) প্রথমে অব্যক্তাদি সৃষ্ট হয়। পরে তাহাই অণ্ডাকারে পরিণত হয়। দিব্য শত বৎসর তপস্যা করিয়া ঐ অণ্ডে সুবর্ণ-বর্ণাভ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। স্বয়ম্ভূ পিতামহ তপস্যা করিতে করিতে "ভূর্ভুবস্বঃ এই শ্রুতি উচ্চারণ করিলে তাঁহার মন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হয় তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে উভয় হস্তদ্বারা ভূমির উর্দ্ধভাগে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেদীতে স্থাপন করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৪ বহ্নি দেখ। (২৩৮) পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক তীর্থে থাকিয়া সেই তীর্থের সেবা ও তথায় যথাবিধি মহাদেবের ধ্যান করিয়াছিলেন। তিনি উর্দ্ধবাহু ও নিরলম্ব হইয়া একাহারে দ্বাদশ বৎসর এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩১। (২৩৯) একবার গৌরীর আদেশে ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা-নিরত ভৃগুর তপোভঙ্গ ও ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন। তপোভঙ্গে ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষরূপী ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। ব্রহ্মা পৃথিবীর কোথাও যাইয়া ভৃগুর হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, পরিশেষে শিবের শরণাপন্ন হন। শঙ্কর ব্রহ্মার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, ভৃগুর ক্রোধ শান্তি করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮২। (২৪০) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি চরাচর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মন স্থির করিলে, প্রথমে তাঁহার মন হইতে জল, পরে দেব, অসুর ও মনুষ্য সৃষ্ট হয়। তৎপরে তিনি নিজেকে সকলের পিতৃসদৃশ বলিয়া ধারণা করিলে, পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ষড়ঋতুই ব্রহ্মপুত্র পিতৃগণ বলিয়া পরিগণিত হন। বায়ু-৩০। (২৪১) ব্রহ্মা বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজা কামনায় অগ্নি মধ্যে শুক্র হোম করিলে, সেই অগ্নিহইতে ভৃগু অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার কর্ণ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেহছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার লোমকূপহইতে ঘর্ম্মের মলসহ অনেক ঋষি প্রাদুর্ভূত

হন। তাঁহার স্বর হইতে মাস, পক্ষ, বৎসর প্রভৃতির উদ্ভব হয় এবং দেহের জ্যোতি হইতে রুদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৫। (২৪২) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা মুখ হইতে জয় নামক দেবগণকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময়-শরীর সমন্বিত। জয়-দেবগণ দেখ। (২৪৩) নিত্য সদসদাত্মক অব্যক্ত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহাঐশ্বর্য্যশালী এক পুত্র জন্মে। তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। তিনিই অভিমানগুণাত্মক এই বিশ্ব সৃজন করেন। তাঁহাহইতে প্রথমে অহঙ্কার জন্মে। বায়ু-১০৩। (২৪৪) ব্রহ্মার স্ত্রী (ক) সাবিত্রী ও সরস্বতী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (খ) গায়ত্রী ও সরস্বতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (২৪৫) ব্রহ্মার কন্যা—(ক) শতরূপা। মৎ-৩৪। অঙ্গজা—মৎ-৩। (খ) স্বধা। দেবীভা-৯স্ক-৪৪। (গ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী। হরি-হরি ১৯৬। (২৪৬) সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করেন। প্রজাপতি মনুকে তাহা শিক্ষা দেন। মনু দেখ। (২৪৭) বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদিয়াছিলেন। অথর্ব্বা পূর্ব্বকালে সেই বিদ্যা অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। মুণ্ডক ১ম-১খ। ১-৩। (২৪৮) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মৎ-৫১। (২৪৯) ব্রহ্মার আত্মতুল্য মানস পুত্র—সনন্দ সনক, সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমার। শিব-বায়-পূ·১০। শিব পুরাণের অন্য একস্থানে (ধর্ম্ম-৫১) কেবল সনৎকুমারের উল্লেখ আছে। (২৫০) সনন্দন, সনক ও সনাতন নামক মানস পুত্র-ত্রয়কেই ব্রহ্মা প্রথমে সৃজন করেন। ব্রহ্মা-৬। আবার ঐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই অন্যত্র (৯ম-অঃ) সনন্দ, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিটি নামের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৯ম অধ্যায়েই অন্যত্র মরীচি হইতে সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন ছাড়া রুচি, অভিমান, ঋভু এবং নীললোহিত ভদ্র, এই চারিজনের নাম পাওয়া যায়। এই সমুদয় ভিন্ন শিশির আদি ছয়জন এবং প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচজনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। (২৫১) সৌরপুরাণ (২৩ অঃ) মতে সনাতন, সনক, সনন্দ শম্ভু ও সনৎকুমার এই পাঁচ পুত্রকে ব্রহ্মা মনহইতে উৎ-পাদন করেন। (২৫২) বায়ু পুরাণের ৯ম অধ্যায়ে রুদ্র, সনন্দন, সনক, সনৎ কুমার ও সনাতন, ব্রহ্মার অন্যতম পুত্রগণ বলিয়া উল্লিখিত। ঐ অধ্যা-য়েরই অন্যত্র আছে মরীচিহইতে

সঙ্কল্প পর্য্যন্ত এগার জন এবং রুচি নামে আর এক পুত্র, এই বারজন ব্রহ্মার প্রাণ হইতে উৎপন্ন। (২৫৩) বিষ্ণু পুরাণের ২য় অংশে ১৫শ অধ্যায়ে ঋভু নামে ব্রহ্মার এক পুত্রের উল্লেখ আছে। (২৫৪) মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ২০৮ অধ্যায়ে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে পিতামহ ব্রহ্মার তিন মানসপুত্রের নাম পাওয়া যায়। (২৫৫) সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১ (২৫৬) সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে যে রাজা ছিলেন, তিনি ব্রহ্মার পঞ্চম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৭। (২৫৭) হরিবংশে মরীচি হইতে গৌতম পর্য্যন্ত দশজন ছাড়া, অব্যয় ও বিশ্বেশ নামে দুই মানস পুত্রেরও উল্লেখ আছে হরি-হরি-১৯৬। (২৫৮) মৎস্য-পুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রীর (অপর নাম শতরূপা) গর্ভে ব্রহ্মার রতি, মন, তপ, বুদ্ধি, মহান্ দিক্ ও সম্ভব নামে সাত পুত্র জন্মে। এতদ্ভিন্ন পিতামহের মরীচি প্রভৃতি সাতজন মানস পুত্রও ছিল। ব্রহ্মা এই সমুদয় ছাড়া বামদেব ও সনৎকুমারকেও উৎপাদন করেন। (২৫৯) একাধিক পুরাণেই উল্লিখিত আছে. নীললোহিত রুদ্র এবং অপর দশরুদ্র ব্রহ্মার অপত্য। এবিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (২৬০) অগ্নি নামে ব্রহ্মার পুত্র অগ্নিদিগের মধ্যে মুখ্য। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (২৬১) সত্যযুগে ব্রহ্মার এক বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ মানস পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম মরীচি। স্কন্দ-আব-রেবা-৪০। (২৬২) মরীচি আদি কতিপয় মানসপুত্রের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে উল্লিখিত আছে। তুলনা-মূলক বিচারের সুবিধা হইবে বলিয়া, তাঁহাদের নামের তালিকা পৃথকভাবে অন্যত্র দেওয়া হইল। প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রহ্মার উল্লেখ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যেমন—কেহ কেহ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন; কাহাকে কাহাকেও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দেন ইত্যাদি। নিম্নে ঐরূপ কতিপয় নামের তালিকা দেওয়া হইল। ব্রহ্মার সহিত ঐ সমস্ত নামের বিবরণের বিশেষ যোগ নাই। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ও শিব নামের বিবরণের সঙ্গেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার অনেক উল্লেখ আছে। তজ্জন্য সেইসব নামও দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত অসুরাদি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হন।—মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, বৃত্র, দুর্গম, হলাহল, ময়দানব, হিরণ্যকশিপু, তারক, দ্রোণ, কালনেমী, চার্ব্বাক, নহুষ, বাস্কলি, অগস্ত্য, রাবণ, বলি, বিধূম, বিশ্বকর্ম্মা, বজ্রাঙ্গ, অন্ধক, লোহাসুর প্রভৃতি। বিধূম, অলম্বুষ,

ঘৃতাচী, বসুগণ প্রভৃতিকে ব্রহ্মা শাপ দেন। নিম্নলিখিত নামগুলিতেও প্রসঙ্গত ব্রহ্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—চন্দ্র, বুধ, ধৃতপাপা, প্রভাবতী, বেদবতী, নারদ, পর্ব্বত, অজ, বহ্নি, বিশ্বামিত্র, সগর, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বশিষ্ঠ, কাম, রুদ্র, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব মনু, গায়ত্রী, সাবিত্রী, বড়বা, সরস্বতী, খট্বাঙ্গ, পুলোমা, সোম, বরাহ প্রভৃতি। (২৬৩) পূর্ব্বের যে সমুদয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও কোনটির সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে পুরাণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্য হইবে বিবেচনায় ঐ সব পুরাণের নাম যথাসম্ভব নিম্নে দেওয়া হইল। (ক) সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি এবং পিতৃগণের উদ্ভব। কালিকা-২। (খ) মহাদেবের প্রতি ব্রহ্মার ক্রোধ ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা। কালিকা-৩,৪। (গ) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের সৃষ্টি। বিষ্ণু-১ম-৭। বরা-২১। (ঘ) নীললোহিত-উদ্ভব। বিষ্ণু-১ম-৭। কূ-পূ-৭। (ঙ) পুষ্কর ক্ষেত্রে ব্রহ্মার যজ্ঞ ও গায়ত্রী লাভ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫। (চ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরস্পরের উদরে প্রবেশ। কূ-পূ-৯। সৌ-২৪। বিষ্ণু-(২৭) দেখ। (ছ) ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কলহ এবং অনল-স্তম্ভ-সদৃশ লিঙ্গের আবির্ভাব। কূ-পূ-২৬। স্কন্দ-মাহে-অরু-১। (জ) ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে কলহ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৪। (ঝ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অভিন্ন। স্কন্দ-মাহে কুমা-২২, ৪১। মৎ-৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (ঞ) ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে তর্ক। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (ট) ব্রহ্মা ও প্রজাপতি এক নহেন। বিষ্ণু-৩য়-১১। (ঠ) ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণ—কেতকীর সাক্ষ্যদান। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৬। স্কন্দ-মাহে-অরু-২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৪। দেবীভা-৫স্ক-৩৩। (ড) ব্রহ্মার সভা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১। (ঢ) শিবের অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উদ্ভব। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৮। (ণ) বালখিল্য ঋষিগণের জন্ম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৬। (ত) ব্রহ্মা কেন সর্ব্বলোকের অপূজ্য। ভৃগু কর্তৃক ব্রহ্মাকে শাপ প্রদান। পদ্ম-উ-২৫৫ অঃ। (থ) ব্রহ্মা হইতে প্রকৃতির উদ্ভব। পদ্ম-স্বর্গ-২। (দ) ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব। কূর্ম্ম-পূ-২। (ধ) বিস্তারিত সৃষ্টি বিবরণ-বায়ু-৫-৮বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (ন) কল্প বিবরণ বায়ু-২১। (২৬৪) স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি সেই জলে বীর্য্য নিক্ষেপ করেন। সেই বীর্য্য হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হয়। তাহা হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। পরে তিনি

সেই অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। তাহাতে স্বর্গলোক ও ভূর্লোক নির্ম্মিত হয় এবং তাহাদের মধ্যভাগ আকাশ হয়। ক্রমে তিনি দশদিক, পৃথ্বী, কাল মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইহাঁদের জন্মের পর ব্রহ্মা রোষাত্মক রুদ্রকে এবং বিভু সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মপু- । (২৬৫) প্রজাপতি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, দিব্য তিন সহস্র বৎসর সুবিপুল যশ প্রার্থনায়, তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে সপ্তর্ষিগণের সম্মুখে আত্মতুল্য অচল স্থান প্রদান করেন। ব্রহ্মপু-২। (২৬৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে সুপ্রসিদ্ধ বারুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ব্রহ্মপু-৩। (২৬৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া, অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিজ, বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যার আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের রাজগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদ্গগণের, প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানবগণের, যম ও পিতৃগণের, শূলপাণি শম্ভু যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব সর্ব্বভূত ও সর্ব্বপিশাচগণের, হিমবান্ শৈলগণের, সাগর নদী সকলের, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বগণের বাসুকি নাগগণের, তক্ষক সর্পগণের, ঐরাবত গজগণের, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বগণের, গরুড় পক্ষীগণের, শার্দ্দুল মৃগগণের, গোবৃষ গোগণের এবং প্লক্ষ বনস্পতিগণের অধিপতি হইলেন। ব্রহ্মা, পূর্ব্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা সুধন্বাকে, দক্ষিণদিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খপদকে, পশ্চিমদিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে, দিক্পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মপু-৪। (২৬৮) পূর্ব্বে একবার দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া, অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার গাত্রনির্গত স্বেদবিন্দু সকল হইতে শিবাকার মাতৃগণ জন্মলাভ করেন। সেই মাতৃগণ শিবাদেশে অসুরগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রসাতলে গমন করে। তখন ব্রহ্মা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রহ্মার গর্দ্দভাকৃতি পঞ্চম আনন, মাতৃগণভয়ে পলায়নপর অসুরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

ব্রহ্মার পুত্রগণ।

মৎস্য ৩	মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ
মার্ক-৫০	"	"	"	"	"
শিব-বায়ু-পূ-১০	"	"	"	"	"
শিব-ধর্ম্ম-৫১	"	"	"	"	"
অগ্নি-১৭	"	"	"	"	"
ব্রহ্মা-৯	"	"	"	"	"
সৌর-২৬	"	"	"	"	"
ভাগ-৩স্ক-১২	"	"	"	"	"
বায়ু-৯	"	"	"	"	"
বায়ু-২৫	...	...	"	"	"
বায়ু-৬৫	মরীচি	অত্রি	"	"	"
শ্রীমহাভা-৩	"	"	"	"	"
বৃহদ্ধ-ম-২	...	"	"	"	"
কালিকা-১	মরীচি	"	"	"	"
বিষ্ণু ১ম-৭	"	"	"	"	"
মহাভা-আদি-৬৫	"	"	"	"	"
মহাভা-শান্তি-২০৭	"	"	"	"	"
ঐ ২০৮	"	"	"	"	"
ঐ ৩৪১	"	"	"	"	"
মহাভা-আনুশা-৮৫	"	...	"	...	..
কূর্ম্ম-পূ-২	"	অত্রি	"	পুলস্ত্য	পুলহ
কূর্ম্ম পূ-৭	"	"	"	"	"
স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯	"	"	"	"	"
হরি-হরি-১৯৬	"	"	"	"	"
মৎস্য-১৯৬	"	"	"	"	"
স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮	"	"	"	"	"
পদ্ম-সৃষ্টি-৩	"	"	"	"	"
গরু-পূ-৫	"	"	"	"	"
মৎস্য-১৭১	"	"	"	"	"
ব্রহ্ম-পুরাণ	"	"	"	"	"

ব্রহ্মার পুত্রগণ।

ক্রতু	বশিষ্ঠ	ভৃগু	প্রচেতা	নারদ		
”	”	”	দক্ষ		...	...
”	”	”	”	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
”	”	...	...	...	...	...
”	”	...	...	...	...	...
”	”	ভৃগু	দক্ষ	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
”	”	”	”	...	...	...
”	”	”	”	নারদ	...	...
”	”	”	”	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
”	”	”	”	...	...	...
”	”	”	...	...	...	...
”	”	”	প্রচেতা	নারদ	...	...
”	”	ভৃগু	দক্ষ	নারদ	কর্দ্দম	...
”	”	”	”	”	...	...
”	”	”	”	...	...	...
”	...	...	...	...	...	—
”	...	...	দক্ষ	...	...	...
”	বশিষ্ঠ		...	...	...	...
”	বশিষ্ঠ	...	...	স্বায়ম্ভুব মনু	...	...
	...	ভৃগু	...	কবি	...	...
ক্রতু	বশিষ্ঠ	”	দক্ষ	...	...	...
”	”	”	”	ধর্ম্ম	সঙ্কল্প	...
”	”	”	...	...	...	...
”	”	”	দক্ষ	ধর্ম্ম	গৌতম	...
	”	”	...	...	..	...
ক্রতু	...	...	...	...	...	...
”	বশিষ্ঠ	ভৃগু	দক্ষ	...	...	...
”	”	”	”	নারদ	ধর্ম্ম	...
”	”	”	”	মনু	গৌতম	ধর্ম্ম
”	”	...	...	...	...	...

"ওহে অসুরগণ, তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমি সমস্ত দেবগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।" এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সেই পঞ্চমবদন সুরগণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় চক্র দ্বারা ব্রহ্মার সেই আনন ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক কোথাও রাখিবার জায়গা না পাইয়া, শিবকে ঐ মস্তক ধারণ করিতে বলিলেন। শিব লোকহিতার্থে তাহা ধারণ করিলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্মপু-১৩।

ব্রহ্মাণি ব্রহ্মাণী—(১) ব্রহ্মার দেহ সম্ভূতা শতরূপা নাম্নী কন্যাই ব্রহ্মাণি নামে প্রসিদ্ধা। মৎ-৩। (২) আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত মহানবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা মহাপুণ্যপ্রদ। সেই পূজার সংশ্রবে ব্রহ্মাণি, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা, কালী, ভদ্র-কালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা—এই সকল দেবীর পূজা কর্ত্তব্য। গরুড়পু-১৩৪, ১৩৫। (৩) দেবী দুর্গার একনাম ব্রহ্মাণী। তিনি ব্রহ্মার উৎপাদিকা এবং ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এই নামে প্রসিদ্ধা হন। দেবীপু-৩৭। (৪) রুরু নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে শিবানুচর প্রমথ-গণকে দানব সৈন্যহস্তে পরাজিত-প্রায় দেখিয়া, অন্যান্য দেবগণের ন্যায় ব্রহ্মাও বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাদেবের সাহায্যের জন্য, তিনি স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে মনস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল এবং তিনি এক হস্তে কমণ্ডলু ও অন্য হস্তে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার ন্যায় রূপ ধারণ করিলেও স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া লক্ষিত হয়েন। এই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী হংসারূঢ়া হইয়া দানব সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। দেবীপু-৮৪ (৫) ব্রহ্মাণি, লক্ষ্মী ও মহাকালী, প্রকৃতির অংশভূতা এই তিন দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি রূপে কীর্ত্তিতা। ব্রহ্মাণিরই অপর নাম সরস্বতী। শিব-জ্ঞান-৪। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনী দেখ। (৭) অষ্ট মাতৃকার অন্যতমা। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৮) ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডী, ইহারা বিকটা নাম্নী মাতৃকার অনুচরী। স্কন্দ কাশী-উ-৮৩। বিকটা দেখ। (৮) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৯) দেবী চণ্ডিকার সহিত রক্তবীজ দানবের যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তিসমূহ

দেবীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, হস্তে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক হংস-পৃষ্ঠে দেবীর সাহায্যের জন্য আগমন করেন। দেবীভা- ৫স্ক-২৮। বাম-৫৬।

ব্রহ্মাতিথি—কণ্বগোত্রিয় একজন ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৮।৫।১-৩৯।

ব্রহ্মাপেত—প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে ত্বষ্টা (আদিত্য), জমদগ্নি (ঋষি), কম্বল(সর্প), তিলোত্তমা (অপ্সরা), ব্রহ্মাপেত(রাক্ষস), ঋতজিৎ (যক্ষ)ও ধৃতরাষ্ট্র(গন্ধর্ব্ব), ইঁহারা মাঘমাসে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০। ব্রহ্মোপেত দেখ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত—নাভি-তনয় ঋষভের অন্যতম পুত্র। ঋষভ দেখ।

ব্রহ্মাস্তা—সীতার একনাম। রাম ঐ নামে সীতার স্তব করেন। রাম-অদ্ভু-২৫।

ব্রহ্মিষ্ঠ—(১) ভদ্রাশ্বের পঞ্চপুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তৎপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ এবং [illegible] বায়ু-৯৯। ইন্দ্রসেন (৪), বধ্যশ্ব ও মুদ্গল দেখ।

ব্রহ্মিষ্ঠা—দুর্গার একনাম। দেব-মাতা বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিতা দেবীপু-১৬,৩৭।

ব্রহ্মেশলিঙ্গ—শঙ্করের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টমনা ব্রহ্মা একলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাই ব্রহ্মেশলিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৬।

ব্রহ্মেশ্বর—(১) কাশীধামে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। ব্রহ্মা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য,ঐ লিঙ্গ সমীপে তপস্যা করেন। সৌর-৬। (২) পুলোমা নামক দৈত্যকে বধ করিয়া ব্রহ্মা ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৫। (৩) প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৫।

ব্রহ্মৌদনাগ্নি—অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি। তিনি ভরত ও বৈশ্বানর নামেও পরিচিত। তিনি দেবগণের হব্যবাহক ছিলেন। মৎ-৫১। বায়ু-২৯।

ব্রহ্মোপেত—ব্রহ্মাপেত ও ঋত-জিৎ দেখ।

ব্রহ্মোপন্দ্রনমিতা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে

সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু ৫২।

ব্রতি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় রণঞ্জয়। তৎপুত্র সঞ্জয়। বায়ু-৯৯। ধর্ম্মী ও কৃতঞ্জয় দেখ

ব্রাহ্মণ—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার গর্ভে, অমৃত, মুনি, গো, ব্রাহ্মণ, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন কালিকা-৩৪। মহাভা আদি-৬৫ কপিলা দেখ। (২) সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ-স্বরূপ দণ্ডের এক নাম ব্রাহ্মণ। মহাভা-শান্তি-১২১।

ব্রাহ্মণশত্রু—লঙ্কার অধিবাসী জনৈক রাক্ষস। লঙ্কাদহনকালে হনুমান তাহার গৃহ দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসি—অগ্নির পুত্র বিশ্ব-বেদার অপর নাম। মৎ-৫১।

ব্রাহ্মণী—ছান্দোগ্য নামক এক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা জন্মে। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ঐ কন্যা লাভ করেন বলিয়া, তাঁহার পিতা নাম রাখেন ব্রাহ্মণী। তিনি চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন সহ শঙ্করের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে আকাশে নক্ষত্র হইয়া বিরাজ করিতে-ছেন। আনর্ত্তাধিপতির কন্যা রত্নবতীর সহিত তাহার বিশেষ সখ্য ছিল তিনিও ব্রাহ্মণীর ন্যায় চি ছিলেন। স্কন্দ-নাগ- ৯৫-১৯৮। রত্নবতী দেখ।

ব্রাহ্মপুরেয়ক—বশিষ্ঠ বংশীয় এক আর্ষেয়-প্রবর-বিশিষ্ট গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। বৈক্লব দেখ।

ব্রাহ্মী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬ মাতৃকা দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সতী রুদ্রের পত্নী ছিলেন। তাঁহারই নামান্তর ভবানী। ঐ দেবী সত্ত্বগুণাশ্রিতা হইয়া লক্ষ্মী, রজোগুণময়ী হইয়া ব্রাহ্মী এবং তমোগুণান্বিতা হইয়া সতী নামে কীর্ত্তিতা হন। শিব-জ্ঞান-৬। (৩) সরস্বতী গঙ্গার শাপে অংশতঃ ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার পত্নী হন। তখন তিনি ব্রাহ্মী নামে বিদিতা হন। তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিতা। দেবীভা-৯স্ক-৮। (৪) পার্ব্বতীর নামান্তর। সৌ-৪৯। (৫) শঙ্কর হস্তে জালন্ধর দৈত্য নিহত হইলে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী প্রভৃতি যোগিনীগণ, শঙ্করের আদেশে তাঁহার শবমাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উ-১৮। (৬)কাশীধামে ব্রহ্মেশদেবের পশ্চিমভাগে ব্রাহ্মী দেবী অবস্থিতা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০। (৭) তন্ত্রোক্ত মহাকালীর পূজায় ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী বারাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তির পূজা বিধেয়। তন্ত্রসার ৬২৬ পৃঃ। (৮) উপরোক্ত ব্রাহ্মী

প্রভৃতি নামগুলি দুর্গারই নামান্তর। তন্ত্রসার ৭৬২ পৃঃ। (৯) দেবী দুর্গার শরীর বৃহৎ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অপ্রমেয়। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মী নামে কথিতা হন। দেবীপু-৩৭। (১০) সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহানবমী ব্রতে মঙ্গলা, ভৈরবী, দুর্গা, বারাহী, উমা, ত্রিদশেশ্বরী, হৈমবতী, কন্যা, কপালী, কৈটভেশ্বরী, কালী, ব্রাহ্মী, মাহেশী, কৌমারী, মধুসূদনী, বাসবীও চর্চ্চা এই সকল নাম জপ করিতে হয়। দেবী পু-৮৯। (১১) সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫। (১২) ব্রাহ্মী, জয়াবতী, শক্তি, অজিতা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, মানসী, মায়া, দিতি, শ্বেতা, বিমোহিনী, শরণ্যা, কৌশিকী, গৌরী, বিমলা, রতি, ইচ্ছা, অরুন্ধতী, ক্রিয়া ও দুর্গা, এই সমুদয় দেবীরা রজঃ প্রকৃতি এবং অপরা নামে অভিহিতা। দেবী পু-৫০।

ভ

ভক্তভদ্রপ্রদায়িনী—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তানুকম্পী—শিবের এক নাম। দক্ষ ঐ নামে শিবের স্তব করেন। পদ্ম-সৃ-৫।

ভক্তার্ত্তিনাশিনী—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তি—তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতম। তন্ত্রসার ১৩৯ পৃঃ।

ভক্তিগঙ্গা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভক্তিদা—তন্ত্রোক্ত তারিণী কল্পের পূজায় উল্লিখিত অষ্ট যোগিনীর ষোড়শ পরিচারিকার অন্যতম। তাঁহাদেব নাম—সুখদা মোক্ষদা, ভুক্তিদা, ভোগদা, মুক্তিদা, সিদ্ধিদা, কামদা, ধনদা, ক্ষেমদা, শিবদা, বরদা, আত্মদা, যোগদা, ভোগদা, ভক্তিদা ও সর্ব্বসিদ্ধিদা, তন্ত্রসার ৫৯৮ পৃঃ।

ভগ—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩। মহাভা-আদি-৬৫। মৎ-১৭১। মৎ ৪৪। অ-১৯। শিব-ধর্ম্ম-৫৪ হরি-হরি-১৯৬। বায়ু-৬৬ কালিকা-১। ভাগ-৬স্ক-৬। গরু-পূ-৬, ১৭। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১। পদ্ম-সৃ-১৮। পদ্ম-উ-৫। মহাভা-আদি-১২৩। মহাভা-অনু-৮৬, ১৫০। (২) দেবাসুর সংগ্রামে শম্বর অসুরের সহিত ভগের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩) শিবা-নুচর বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশকালে ভগের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। শিব-বায়-পূ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-৮। বাম-৫। ভাগ-

৬স্ক ৫। (৩) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে পৌষ মাসে—ক্রতু (ঋষি), ভগ (আদিত্য), উর্ণায়ু (গন্ধর্ব্ব) স্ফূর্জ্জ (রাক্ষস), কর্কোটক (সর্প), অরিষ্টনেমী (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি (অপ্সরা)—ইঁহারা বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০ (৪) ভগ আদিত্য দ্বাপরে ধৃতরাষ্ট্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫। (৫) ভগ, হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু ৫২। ঋতু দেখ। (৬) ঋগ্বেদোক্ত ছয়জন আদিত্যের অন্যতম। ঋক্ ২।২৭ অংশ দেখ।

ভগকর্ণী—তন্ত্রোক্ত কুলাচারে ভগকর্ণী, ভগচিহ্ণা, ভগত্বচা, ভগদন্তা, ভগনাসা, ভগমালিনী, ভগসর্পিণী, ভগস্থা, ভগাক্ষী, ভগাস্যা ও ভগিনী, এই সমুদয় দেবীকে মানসগন্ধাদি উপচার দ্বারা ধ্যান ও পূজা বিহিত আছে।

ভগচিহ্ন—ভগকর্ণী দেখ।

ভগত্বচা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগদত্ত—(১) সত্যযুগে বাষ্কল নামে অসুররাজ ছিলেন, ইনিই দ্বাপর যুগে ভগদত্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। ভগদত্ত কুবেরের সভায়ও উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০। ভগদত্ত যবনদিগের অধিপতি ছিলেন মহাভা-সভা-১০। ভগদত্ত প্রাগ-জ্যোতিশ পুরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বজ্রদত্ত। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬। মার্ক-২। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। ভাগ-৩স্ক-৩। নরক দেখ।

ভগদন্তা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগনন্দা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সহস্রনামে সীতার স্তব করেন। রামা-অদ্ভু-২৫।

ভগনাসা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগপাদ—অত্রিবংশীয় উদ্দালকি, শোণকর্ণি, রথ, শৌক্রতর, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ন, অর্দ্ধপণ্য, বামরথ্য, গোপন, তকিবিন্দু, কর্ণজিহ্ব, হরপ্রীতি, লৈদ্রাণি, শাকলায়নি, তৈলপ, সবৈলেয়, অত্রি, গোনীপতি জলদ, ভগপাদ, সৌপুষ্পি, এবং ছন্দোগেয়, এই সকল ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর তিনটী—শ্যাবাশ্ব, অত্রি, আর্চ্চনানস। মৎ-১৯৭।

ভগবতী—(১) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার এক নাম। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য্য বসুগণ, কুবের অগ্নি, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তেজসম্ভূতা। ঐ সমুদয় দেবদেবীগণ অসুর নিধনের জন্য তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করেন। ভগবতী ঐ সমুদয় দেব ও দেবীর তেজ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের অস্ত্রাদি দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন। মার্ক-৮২। এই ভগবতী আদ্যাশক্তি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন। তিনি মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকালে তিনি শ্রী, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা, অজরা, বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, বসা, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি, সত্যাসত্যরূপে প্রতিভাত হন। দেবীভা-৩স্ক-৬। দেবী ভগবতীর দেহ কোটী কোটী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইলেও, কোটী কোটী চন্দ্রের ন্যায় মধুর ও শীতল। তিনি কোটি কোটি বিদ্যুল্লতার ন্যায় লাবণ্যময়ী। চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চতুস্পার্শ্বে থাকিয়া তাহার স্তব করিতেছে, তিনি নিজ চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কণ্ঠে আপাদলম্বিনী মনোরম মুক্তামালা শোভিত। তাঁহার নয়নত্রয় মনোহর এবং তিনি মৃদুমৃদু হাস্য করিতেছেন। দেবীভা-৬স্ক-৮। (২) ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় সর্ব্ব-কল্যাণময়ী ভগবতীকে মনোমধ্যে চিন্তাপূর্ব্বক অযুতবর্ষ তপস্যা করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী তাঁহাকে অনুত্তম সৃষ্টি শক্তি প্রদান করেন দেবীভা-৭স্ক-২। (৩) একবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনায় দেবী ভগবতী তাঁহাদিগকে নিজ বিরাটমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। তাহা এইরূপ—সর্ব্বলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত সত্য-লোক ঐ দেবীর মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার লোচনদ্বয়, দিক্ সমুদয় তাঁহার শ্রবণপথ, বেদ-চতুষ্টয়—বাক্য, বিশ্বব্যাপক বায়ু—প্রাণ, বিশ্ব মণ্ডল—হৃদয়; পৃথিবী—জঘনদেশ, ভুবর্লোক—নাভি সরোবর; জ্যোতিশ্চক্র—উরুস্থল; মহর্লোক—গ্রীবা; জনলোক—মুখমণ্ডল; তপোলোক—ললাটদেশ; ইন্দ্রাদি দেবগণ—বাহুনিচয়; অশ্বিনী কুমারদ্বয়—নাসারন্ধ্রদ্বয়; গন্ধ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; মুখবিবর—অগ্নি; দিবা ও রাত্রি - নয়নপক্ষদ্বয়; ব্রহ্মলোক - তাঁহার রূপের ভ্রূভঙ্গি; ব্যাপক মহাসলিল—তাঁহার রসনাধার; অনন্ত রস—তাঁহার রসনা; যম - তাঁহার চর্ব্বণোপযোগী দশন সমুদয়; স্ত্রী-পুত্রাদি স্নেহকলাদি—দেবীর দন্তপংক্তি; মায়া—

হাস্য ; সৃষ্টি—কটাক্ষ ; লজ্জা – উর্দ্ধৌষ্ঠ ; লোভ—নিম্নৌষ্ঠ ; অধর্ম্ম-মার্গ – পৃষ্ঠদেশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা – তাঁহার উপস্থ। সেই দেবীর কুক্ষিদেশ—সমুদ্র সকল ; অস্থি সকল—শৈলনিচয় ; নাড়ী সকল —নদী সমূহ এবং কেশ কলাপ— বৃক্ষ সমূহরূপে প্রতিভাত হইত। কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার এই তিন বয়ঃক্রম। ইহাই সেই দেবীর উত্তম গতি। তৎকালে মেঘমালা তাঁহার সংশ্লিষ্ট কেশপাশ, সন্ধ্যাকালদ্বয় তাঁহার বসনযুগ এবং চন্দ্রমা তাঁহার মনোরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভগবান্ হরি ও দেবদেব রুদ্র, যথাক্রমে ভগবতীর বিজ্ঞানশক্তি ও সংহারশক্তি বলিয়া কথিত হন। সমুদয় ইতর জন্তু তাঁহার নিতম্ব দেশে, অতলাদি পাতালান্ত মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমুল পর্য্যন্ত যথাযথ স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। সুরগণ যখন দেবীর সেই মহারূপ দর্শন করিলেন, তখন তিনি রসনা দ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহস্র সহস্র জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার দংষ্ট্রা সমুদয় পরস্পর সংঘর্ষণ জন্য কটকটা শব্দ হইতেছিল ও তাঁহার নেত্র-যুগল হইতে অনল-বর্ষণ হইতে-ছিল। তাঁহার ভুজসমুহে বিবিধ অস্ত্রাদি সংলগ্ন ছিল। কোটি কোটি বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুজ্জ্বল তেজঃপূর্ণ সেই ভীষণ বিরাটরূপের মস্তক, নয়ন ও চরণাদি সহস্র সহস্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবগণ দেবীর সেই মহাভয়ঙ্কর বিরাট মুর্ত্তি দর্শনে কম্পিত হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে বারংবার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেবীভা-৭স্ক-৩৩। লঙ্কা সমরে জয়ী হইবার বাসনায়, রাম ব্রহ্মাদি দেবগণের উপদেশ, ব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বলোক-মাতা ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন। তিনি রাবণ-বধ সম্পন্ন করাইবার জন্য রাবণ দ্বারা সীতার হরণ কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। ঐ দেবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আছেন, আবার ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও আছেন। তাঁহার ভগবতী মুর্ত্তি পৌরাণিক এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে মূর্ত্তি আছে তাহা তান্ত্রিক। বৈকুণ্ঠ ও গোলকেরও বহু উর্দ্ধে তিনি বাস করেন। তিনি বিশ্বাত্মিকা, নিরুপমা, নিরুপদ্রবণ, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি-লয়াদির একমাত্র কারণ। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন আবার অন্তকালে তিনিই সংহার করেন। তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত জীবগণকে দুর্গতি হইতে নিস্তার করেন বলিয়া দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। তাঁহার পৌরাণিকী মূর্ত্তি দশভুজা। রাবণযুদ্ধে রামের জয় কামনায়, ব্রহ্মা ঐ সিংহবাহিনী দেবীর

মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন. তিনি নবমী তিথিতে ঐ মহাদেবীকে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিয়া বোধিত করেন এবং রাম-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া রাক্ষসরাজের বধ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহার পূজা করেন। ঐ দেবী রণপ্রিয়, মাংসভক্ষিণী এবং ত্রিশূল-ধারিণী। তাঁহার হস্তে খড়্গ ও অসি এবং দেহ মুণ্ডমালায় শোভিত। তিনি মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে নিধন করেন। শ্রীমহাভা-৪২-৪৫। ঐ দেবী মহেশ্বরীই গোকুলে কৃষ্ণরূপধারণ করিয়া, রাধা-রূপধারিণী শম্ভুর সহিত ক্রীড়া করেন এবং কংসাদি দুষ্টগণকে নিপাতিত করেন। শ্রীমহাভা-৫৪, ৫৫। দক্ষিণদিকে সিদ্ধ-গণ-সেবিত বহু বিস্তৃত পরম-রমণীয় উপত্যকা সমূহ আছে, সেই সকল উপত্যকার এক প্রান্তে দেবস্থান সকল অবস্থিত। ঐ সমুদয় দেবস্থানে বিবিধ গিরি সমূহের মধ্যে গন্ধগিরিতে দেবী ভগবতী মহা-ভূতগণ পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বরা-৮১।

ভগবান্--দনুর গর্ভজাত জনৈক অসুর। বায়ু ৬৮। অজামুখ দেখ।

ভগমালিনী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকা দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুর মন্ত্রের প্রথম বীজে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তাহার পর সুভগাদিন্যাস করিতে হয়। সুভগাদি যথা—সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালিনী, অনঙ্গা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা ও অনঙ্গ-মদনা। তন্ত্র-৩৪২ পৃঃ। (৩) জ্ঞানার্ণবে যে ষোড়শ নিত্যান্যাসের প্রমাণ দিয়াছেন, সেই ষোড়শ দেবতার নাম—কামেশ্বরী, ভগমালিনী, নিত্য-ক্লিন্না, ভেরুণ্ডা, বহ্নিবাসিনী, বজ্রেশ্বরী, দূতী, ত্বরিতা, কুলসুন্দরী, নিত্যা, নীল-পতাকা, বিজয়া, সর্ব্বমঙ্গলা, জ্বালামালা, ও বিচিত্রা। তন্ত্রসার-৪২৯ পৃঃ। ভগ-কর্ণী দেখ।

ভগসর্পিনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্তনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগস্থা—ভগকর্ণী দেখ।

ভগা—ভগমালিনী দেখ

ভগাক্ষী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগানন্দা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা দেখ।

ভগাস্যা - ভগকর্ণী দেখ।

ভগিনী—ভগকর্ণী দেখ।

ভগীরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় দিলীপের পুত্র। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং মন্ত্রীদের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক গোকর্ণ নামক স্থানে

গঙ্গানয়নের জন্য তপস্যা করেন। প্রজাপতি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ভগীরথ প্রার্থনা করেন "কপিল-শাপে ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণ যাহাতে আমার নিকট হইতে জলগণ্ডুষ প্রাপ্ত হন, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। তাঁহাদের দেহ যদি গঙ্গাজলে সিক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্ধারের কোন আশঙ্কা থাকে না। আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, যেন ইক্ষ্বাকুবংশ বিলুপ্ত না হয়।" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন। অতএব তাঁহার বেগ ধারণের জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে ভূমি স্পর্শ করিয়া একবৎসর কাল, শিবের আরাধনা করেন। শিব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন গঙ্গা প্রবলবেগে শিব-শিরে পতিত হইতে লাগিলেন। ঐরূপে পড়িবার সময়ে গঙ্গা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তিনি প্রবল প্রবাহে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবেন। শিব তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং আপনার জটাজালে তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। জাহ্নবী চেষ্টা করিয়াও বহিরাগমন করিতে পারিলেন না। গঙ্গাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া ভগীরথ পুনরায় শিবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে জটাজাল হইতে নিষ্কাশিত করিয়া বিন্দু সরোবরের দিকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাহইতে সাতটি ধারার উৎপত্তি হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ভগীরথের অনুগামী হয়। ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে করিতে গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে গমন করেন। সেখানে গঙ্গা ভস্মীভূত সগর সন্তানদিগের ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিত হওয়ায়, ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। রামা-আদি-৪২, ৪৩। মৎ-১২১। বায়ু ৪৭। ভগীরথের পুত্রের নাম ককুৎস্থ। রামা-আদি-৭০ ; অযো-১১০। ভগীরথের পুত্র নাভাগ। পদ্ম-স্ব-৮। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। ভগীরথের পুত্র শ্রুত। তৎ পুত্র নাভাগ। বায়ু-৮৮ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ; হরি-হরি-১৫ ; গরু-পূ-১৪২। ভগীরথের পুত্র শ্রুতসেন, তৎসুত নাভাগ। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (২) দেবী-ভাগবতে আছে ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। দেবীভা-৯স্ক-১১।

শ্রীমহাভা-৬৬। (৩) একবার মহারাজ ভগীরথ ভৃগুমুনির উপদেশে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া নারায়ণের তপস্যা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ ভগীরথকে বর দেন যে, গঙ্গা মর্ত্ত্যে, অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন। বৃহন্না-১৫। (৪) ভগীরথ জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্ল পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুভ মঙ্গল বাসরে মহাশঙ্খধ্বনী পূর্ব্বক গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করিবার জন্য রথারোহন করেন। শ্রীমহাভা-৬৮-৭১। (৫) ভগীরথের পুত্র নাভ। কল্কি-৩স্ক-৩। (৬) ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়নের বিবরণ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে একাধিক পুরাণেই পাওয়া যায়। তজ্জন্য নিম্নলিখিত স্থান গুলি দ্রষ্টব্য—বৃহদ্ধর্ম্ম-মধ্য-১৮, ১৯, ২০, ২১; ভাগ-৯স্ক-৯; পদ্ম-উ-২১; সৌ-৩০; শ্রীমহাভা-৬৬; ব্রহ্মপু-৭৮। (৭) ভগীরথের পুত্র ভীম, তৎপুত্র সত্য। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৮) ইন্দ্র ভগীরথ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করেন। ভগীরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। একবার ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। এই নিমিত্ত গঙ্গার নাম হইয়াছে উর্ব্বশী। গঙ্গা ভগীরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করায় ভাগীরথী, নামে প্রসিদ্ধা হন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৯) মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ প্রভৃতি বহু নৃপতি বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহাভা-অনু-৬৯। ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। কি পুণ্যফলে তিনি ঐ দুর্লভলোক লাভ করেন, ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে ভগীরথ তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১০৩। (১০) জীমূতের পুত্র বৃহতী। তৎপুত্র ভগীরথ। হরি-হরি-৩৬। জীমূত দেখ।

ভঙ্গ – নাগরাজ তক্ষকের বংশ জাত নিম্নলিখিত সর্পগণ রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন;—পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেনক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজা, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপণ, মুদ্গার, শিশুরোমা, সুরোমা ও মহাহনু। মহাভা-আদি-৫৭।

ভঙ্গকার—(১) যদুবংশীয় সত্রাজিতের শতপুত্রের জ্যেষ্ঠ। ভঙ্গকারের পত্নী ব্রতবতীর সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নামে তিন কন্যা জন্মে। ঐ তিনজনই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। মৎ-৪৫। হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৩৮) ঐ তিন

কুমারী সত্রাজিতের কন্যা। প্রস্বাপিনী ও বাতপতি দেখ। কিন্তু বায়ু পুরাণে (৯৬-অঃ) ভঙ্গকারের পিতার নাম শত্রুজিৎ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ভঙ্গকারের পত্নী দ্বারবতী। সত্যভামা প্রভৃতি তিন কন্যা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১৩) সত্যভামা ভঙ্গকারের অগ্রজা বলিয়া উল্লিখিত আছে। (২) কুরুবংশীয় অবিক্ষিতের আট পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি, ৯৪। অবিক্ষিত দেখ।

ভঙ্গদা—সীতার লোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩।

ভঙ্গরস—জনৈক ব্রাহ্মণ। এক বৈশ্যদম্পতি সৌকর তীর্থে যাইয়া তাঁহাকে বিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করেন। বরা-১৩৮।

ভঙ্গাস্বন—জনৈক নরপতি। দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুতায় তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অবস্থায় এক তাপসের ঔরসে তাঁহার একশত পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে পুরুষ অবস্থায় ও তাঁহার ঔরসে একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। ইন্দ্রের শত্রুতায় ঐ সমুদয় পুত্রেরা পরস্পরের প্রতি বৈরীভাববশতঃ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে ভঙ্গাস্বন রাজার কাতর প্রার্থনায় ইন্দ্র, তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণকে জীবিত করিয়া দেন এবং ভঙ্গাস্বনকে পুরুষরূপ ও স্ত্রীরূপ এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ভাবে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, ভঙ্গাস্বন স্ত্রীভাবেই থাকিতে বাসনা প্রকাশ করেন। মহাভা-অনু-১২।

ভজমান—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্ধক, ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। ভজমানের দুই পত্নী সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা সৃঞ্জয়ের কন্যা ছিলেন। বাহ্যকার গর্ভে ভজমানের নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৪। বাহ্যকা ও উপবাহ্যকা নামে সৃঞ্জয়ের দুই কন্যা ভজমানের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় এবং উপবাহ্যকার গর্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও দাসক জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (২) সাত্বতের অন্যতম তনয় অন্ধকের ঔরসে দৃঢ়াশ্ব-দুহিতার গর্ভে কুকুর, ভজমান, শম (শুচী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪) ও কম্বল বর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭ ভজমানের পুত্র বিদূরথ। হরি-হরি-৩৮। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) জ্যামঘ বংশীয় বভ্রুর কুকুর, ভজমান শশি ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে। ভজমানের তনয় বিদূরথ। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (৪) ভজমানের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নিমি, পণব ও বৃষ্ণি এবং কনিষ্ঠার গর্ভে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ,

শতজিৎ ও বামক জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। (৫) ভজমানের পুত্রগণের মধ্যে নিমি, বৃকণ, বৃষ্ণি এক পত্নীর গর্ভজাত এবং শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ অপর পত্নীর গর্ভজাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৬) সাত্বতের ভজমান প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভজমানের দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিম্লোচী, কিঙ্কন ও দৃষ্টি, এবং অপরার গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৭) বিদূরথাত্মজ শূরের তনয় ভজমান তৎপুত্র শিনি। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৮) সাত্বতের পুত্র ভজিন. ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃধ। ভজমানের তনয় নিমি, বৃষ্ণি, অযুতাজিৎ, শতজিৎ, সহস্রাজিৎ। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে ভজমানের পুত্র কুকুর ও কম্বল বর্হিষ। গরু-পূ-১৪৩। (৯) সৃঞ্জয়-দুহিতা সৃঞ্জয়ী ভজমানের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভজমানের ভাজ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ ভাজের দুই পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে নেমী ক্রকণ ও বৃষ্ণি প্রধান। ইহাঁরা ভজমান হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভাজক নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃ-১৩।

ভজি—ভজমান দেখ।

ভজিন—ভজমান দেখ।

ভজেরথ—অসমাতি দেখ। ঋক্ ১০।৬০।১

ভজ্য—কাশার দেখ।

ভঞ্জন—প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর জনৈক দ্বাররক্ষক। জ্বালামুখ, রক্তাক্ষ ক্রথ, মাংসাদ, রুধিরাধার, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণজটাধর, ত্রাসন ও ভঞ্জন—ইহারা অগ্নি কোন রক্ষক ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ভট্টারিকা—(১) জৃম্ভক নামে এক যক্ষ ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত। বিপ্রগণ এই অত্যাচারের কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলে, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রাহ্মণগণের ও অন্যান্য লোক সমুদয়ের হিতার্থে সেই স্থানে সিদ্ধগণ, প্রধান প্রধান যোগিনীগণ ও মাতৃকা প্রভৃতিকে স্থাপন করিলেন। সেই ধর্ম্মারণ্যবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিগোত্রেই এক একজন যোগিনী স্থাপিতা হইলেন। যে শক্তি যে গোত্রের বা কুলের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থা, সেই শক্তিই তাহার কুলদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া রহিলেন। সেই সকল শক্তির নাম—শ্রীমাতা, তারণীদেবী, আশাপুরী, গোত্রপা, ইচ্ছা, আর্ত্তিনাশিনী, পিপ্পলী, বিকারযশা, জগন্মাতা, মহামাতা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকারা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজ্জা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বাণী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রী,

মহাশক্তি, সংহারী, মহাবলা, চামুণ্ডা ও মহাদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। সেই দেবীগণ নানা আভরণে ভূষিতা নানারত্নে উপশোভিতা, নানা বসন-ধারিণী, নানা আয়ুধশালিনী, নানা বাহনবতী এবং নানা স্বরে নিনাদ-কারিণী। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে এবং আগ্নেয়, নৈঋত, বায়ব্য ও ঈশান কোণে তাঁহারা বিরাজিতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২। ভদ্রা (২৩) দেখ।

ভট্টারিকী—পার্ব্বতী নিজ শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপন্ন করেন। তাহাদের নাম ভট্টারিকী, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা, ভদ্রকালী, মাহেশী, সিংহোরী, ধনমর্দ্দনী, গাত্রা, শাস্তা, শেষদেবী, বারাহী, ভদ্রযোগিনী, যোগেশ্বরী, মোহলজ্জা কুলেশী শকুলাচিতা, তারণী, কনকানন্দা, চামুণ্ডা. সুরেশ্বরী ও দারভট্টারিকা। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার শতশত মূর্ত্তি আছে। এই শক্তিগণ বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্টা, এবং তাঁহারা এক একজন এক এক প্রবরান্তর্গত বিপ্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ভট্টিকা—তিনি একজন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি কেদার তীর্থে যাইয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তথায় তিনি কেদারদেবের সম্মুখে সুললিত স্বরে সঙ্গীত করিতেন। পাতাল হইতে তক্ষক ও বাসুকী তাঁহার সুললিত সঙ্গীত শুনিবার জন্য কেদার তীর্থে গমন করেন। তাঁহারা ভট্টিকার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া, তাঁহাকে হরণপূর্ব্বক পাতালে লইয়া যান। অপহৃতা ভট্টিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তক্ষক ও বাসুকী ভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্ত্যে রাখিয়া আসেন। কিন্তু ভট্টিকার কুটুম্বগণ, তাঁহার নাগ-ভবনে বাস নিবন্ধন, চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিতে বলেন। ভট্টিকা অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা নিজ সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের সংশয় ভঞ্জন করেন। স্কন্দ-না-১১৬।

ভদ্যুমণি—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভদ্র—(১) রামচন্দ্রের জনৈক পারিষদ। তিনি সীতা সংক্রান্ত লোকাপ-বাদ রামচন্দ্রের গোচর করেন। রামা-উ-৫৩। (২) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নিধ্রের (আগ্নীধ্রের) নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্র ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্রের নামানুসারে বর্ষেরও বিভাগ হইয়াছে। মার্ক-৫৩। অগ্নিধ্র দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী

জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্র, ভদ্রগুপ্ত, অরবিন্দ ও সপ্তবাহু নামে কতিপয় তনয় এবং ভদ্রাবতী ও সম্বোধিনী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৬। জাম্ববতী দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাত্মজ উত্তম তৃতীয় মনু ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে সত্য, বেদ, শ্রুত ও ভদ্র দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৬) বসু-দেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। ঋজু দেখ। (৭) বসুদেবের অপরা পত্নী পৌরবীর গর্ভে ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র জন্মে। পৌরবী দেখ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ভদ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। কালিন্দী দেখ। এই সকল পুত্রেরা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। (৯) জনৈক অসুর। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি দেব-বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করেন। বাম-৭৪। (১০) কুবেরের সচিব এক যক্ষ। গৌতম মুনির শাপে তিনি সিংহত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪২। (১১) জনৈক নট। সে বাসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত মুনিদিগকে অভিনয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নানাবিধ বর প্রাপ্ত হয়। হরি-হরি-১৪৮। (১২) অন্ধকেশ সমীপবর্ত্তী কোনও নগরে ভদ্র নামে এক শিবভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শঙ্করের নিকট হইতে একটী ধ্বজা লাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৪। (১৩) ত্রিপুরাসুরের অনুচর জনৈক দানব। গজাননের হাতে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্-৭৪। (১৪) রাবণের অনুচর জনৈক রাক্ষস। রামা-অন্ত-১৮। (১৫) দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভে কশ্যপের মৃগী, শ্বেতা প্রভৃতি দ্বাদশ জন কন্যা জন্মলাভ করে। শ্বেতার গর্ভে ভদ্র, মৃগ, মন্দ ও সংকীর্ণ নামে চারিজন ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মে। তাহাদের মধ্যে ভদ্র বরুণের বাহণ ছিল। বায়ু-৬৯। (১৬) যজ্ঞ মূর্ত্তির দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। ইড়স্পতি দেখ। (১৭) জনৈক ঋষি। তিনি গঙ্গাতীরে গজ নামক রাজাকে তীর্থফল ও বিশেষ বিশেষ তিথিতে করণীয় পুণ্যক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১।

ভদ্রক (১) উশীনর-তনয় শিবির পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক নামে বিশ্ব-বিশ্রুত চারি পুত্র জন্মে। ভদ্রের অধিকৃত জনপদও ভদ্রক নামে বিদিত ছিল। মৎ-৪৮। শিবি দেখ। (২) ভদ্রক নামে এক মূর্খ, দুরাচার ব্রাহ্মণ মহামাঘী যোগে প্রয়াগক্ষেত্রে তিন দিবস স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২৮। (৩) সমুদ্র রাক্ষসের অষ্টমাতা ও অষ্টবিভাগ আছে। ভদ্রক ও নিকর ইহারা এক বিভাগীয়। বায়ু-৬৯। (৪) শুঙ্গ-বংশীয় সুজ্যেষ্ঠের বসুমিত্র, ভদ্রক ও

পুলিন্দ নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-১২স্ক-১। অগ্নিমিত্র দেখ।

ভদ্রকর্ণ—রুদ্রের এক নাম। অগ্নি-৮৫।

ভদ্রকর্ণিকা—দেবী শঙ্করী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে বিদিতা হন। তিনি বারাণসীতে—বিশালাক্ষী; নৈমিষারণ্যে—লিঙ্গধারিণী; প্রয়াগে দেবী ললিতা; গন্ধমাদনে—কামুকা; মানস-সরোবরে—কুমুদা (অথবা বিশ্বকায়া); গোমন্ত পর্ব্বতে—গোমতী; মন্দরে—কামচারিণী; চৈত্ররথে—মদোৎকটা; হস্তিনাপুরে জয়ন্তী; কান্যকুব্জে—গৌরী; অমলাচলে—রম্ভা; একাম্র-কাননে—কীর্ত্তিমতী; বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে—বিশ্বা; পুষ্করে—পুরুহূতা; কেদারে—মার্গদায়িনী; হিমালয় প্রস্থে—মন্দা; গোকর্ণে—ভদ্রকর্ণিকা; স্থানেশ্বরে—ভবানী; বিল্বকে—বিল্ব পত্রিকা; শ্রীশৈলে—মাধবী; ভদ্রে—ভদ্রেশ্বরী; বরাহশৈলে—জয়া; কমলালয়ে—কমলা; রুদ্র কোটীতে—কল্যাণী; কালঞ্জরে—কালী; মহালিঙ্গে—কপিলা; কোটে—মুকুটেশ্বরী; শালিগ্রামে—মহাদেবী; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া; মায়াপুরীতে—কুমারী; সন্তানে—ললিতা; সহস্রাক্ষে—উৎপলাক্ষী; হিরণ্যাক্ষে—মহোৎপলা; গঙ্গায়—বিমলা; পুরুষোত্তমে—মঙ্গলা; বিপাশায়—অমোঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা; ত্রিকূটে—ভদ্রসুন্দরী; সুপার্শ্বে—নারায়ণী, বিপুলে—বিপুলা; মলয়াচলে—কল্যাণী; কোটি তীর্থে—কোটবী; গন্ধমাদনে—সুগন্ধা; গোদাশ্রমে—ত্রিসন্ধ্যা; গঙ্গাদ্বারে—রতিপ্রিয়া; শিবচণ্ডে—সভানন্দা; দেবীকাতটে নন্দিনী; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী; বৃন্দাবন বনে—রাধা; মথুরায়—দেবকী; পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকূটে—সীতা; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যনিবাসিনী; সহ্যপর্ব্বতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রে—চণ্ডিকা; রামতীর্থে—রমণা; যমুনায়—মৃগাবতী; করবীরে—মহালক্ষ্মী; বিনায়কে—রূপাদেবী; বৈদ্যনাথে—আরোগ্যা; মহাকালে—মহেশ্বরী; উষ্ণতীর্থে—অভয়া; বিন্ধ্যকন্দরে—মৃগী; মাণ্ডব্যতীর্থে—মাণ্ডুকী; মাহেশ্বরপুরে—স্বাহা; ছাগলিঙ্গে—প্রচণ্ডা; অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা; সোমেশ্বরে—বরারোহা; প্রবাসে—পুষ্করাবতী; সরস্বতীতে—বেদমাতা; পাবাতটে—পাবা, মহালয়ে—মহাভাগা; পয়োষ্ণীতে—পিঙ্গলেশ্বরী; কৃতশৌচে—সিংহিকা; কার্ত্তিকে—শাঙ্করী; উৎপলাবর্ত্তকে—লোলা; শোণসঙ্গমে—সুভদ্রা, সিদ্ধবটে—লক্ষ্মী; ভারতাশ্রমে—তরঙ্গা; জালন্ধরে—বিশ্বমুখী; কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে তারা; দেবদারুবনে—পুষ্টি, কপালমোচনে—শুদ্ধি, কাশ্মীরমণ্ডলে—মেধা; হিমালয়ে—

ভীমাদেবী; বস্ত্রেশ্বরে—পুষ্টি; কায়াবরোহণে—মাতা, শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী, পিণ্ডারকে—ধৃতি; চন্দ্রভাগায়—কালা; অচ্ছোদে—শক্তিধারিণী; বেণায়—অমৃতা; বদরীতে উর্ব্বশী; উত্তরকুরুতে—ওষধি; কুশদ্বীপে—কুশোদকা; হেমকুটে—মন্মথা; কুমুদে—সত্যবাদিনী; অশ্বত্থে—বন্দিনীকা; বৈশ্রবণালয়ে—নিধি; বেদবদনে—গায়ত্রী; শিবসন্নিধানে—পার্ব্বতী দেবলোকে—ইন্দ্রাণী; ব্রহ্মাস্যে—সরস্বতী; ভৃগুক্ষেত্রে-শূলেশ্বরী; ভৃগুতে—সৌভাগ্যসুন্দরী। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। সতী, ব্রহ্মাণী ও সাবিত্রী দেখ। মৎস্য পুরাণ ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভদ্রকল্প—বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

ভদ্রকার—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। নাগ্নজিতী দেখ।

ভদ্রকালিকা—দেবী সাবিত্রী গোকর্ণে ঐ নামে অভিহিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। সাবিত্রী দেখ।

ভদ্রকালী—(১) দেবী কাত্যায়নীর অন্যতম নাম। মহিষাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের দেহনিঃসৃত তেজ সমুদয় হইতে উৎপন্না হন। মার্ক-৮৩। ভগবতী দেখ। তাঁহারই নামান্তর চণ্ডিকা অম্বিকা, দুর্গা ইত্যাদি। কাত্যা দেখ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭। (২) দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশ করিবার জন্য মহেশ্বর বীরভদ্রকে উৎপাদন করেন। বীরভদ্র আপনার সহিত গমন করিবার জন্য ক্রোধ দ্বারা ভদ্রা নাম্নী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর সৃজন করিলেন। বীরভদ্র শিবাদেশে ভদ্রকালীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে গমন করেন। যজ্ঞ ধ্বংসকালে বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন মস্তক ভদ্রকালীকে প্রদান করেন। যজ্ঞান্তে ভদ্রকালী বীরভদ্র সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাদেবী তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপহারাদি প্রদান করেন। শিব-বায়-পূ-১৭-২০। বাম-৪। (৩) মহেশ্বর বীরভদ্রকে দক্ষ যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলে, মহেশ্বরীরও স্বয়ং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভদ্রকালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (৪) বীরভদ্র উৎপন্ন হইবার পর দেবী ভদ্রকালী দাক্ষায়ণীর ক্রোধ হইতে উৎপন্না হন। সৌ-৭ (৫) অনন্ত, অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী মহাবিষ্ণুর পরমাশক্তি, মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক মায়া, উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গিরিজা, অম্বিকা দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মূল-প্রকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিতা হন। বৃহন্না-৩। মাতৃকাগণ দেখ। (৬) মহেশ্বরীর

ভদ্রকালী মূর্ত্তিই কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হন এবং শিব নিজ অংশে রাধা রূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৪৯। (৭) বক নামক অসুর গো-চারণরত বলরাম ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে দেবগণ সেই অসুরকে বধ করিবার জন্য সশস্ত্র আগমন করেন। তখন ভদ্রকালীও গদাঘাতে ঐ বকাসুরকে বধ করিবার প্রয়াস পান। গর্গ-বৃ-৫। (৮) কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ ও তৎপক্ষীয় লোকদিগের সহিত যাদবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধকালে যে সমুদয় নর, অশ্ব, গজ প্রভৃতি নিহত হয়, তাহাদের উষ্ণ শোণিতধারা পান করিবার জন্য ভদ্রকালী শত শত ডাকিনী, যোগিনী পরিবৃত হইয়া আগমন করেন। গর্গ-দ্বা-১। (৯) প্রদ্যুম্ন-নন্দন অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করেন, তখন অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় ভদ্রকালী তাঁহাকে এক গুরু গদা প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২। (১০) ত্রিপুর তন্ত্রের পূজা প্রকরণে জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধার পূজা বিধেয়। কালি-৬১। (১১) সমুদ্র-মন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভদ্রকালী দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংগ্রাম হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (১২) দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না কুলদেবতাদের অন্যতম। তটারিকী দেখ। (১৩) ভদ্রকালী বীরভদ্রের পত্নী। কাশীস্থিত তাঁহাদের মূর্ত্তির পূজা করিলে কাশীবাসের ফললাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৫। (১৪) কাশীস্থিত ভদ্রবাপীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ভদ্রনাগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভদ্র-কালীকে দর্শন করে, তাহার সকল অমঙ্গল নাশ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০। (১৫) প্রভাসক্ষেত্রে কুবের নগরের উত্তরে ভদ্রকালী দেবী অবস্থিতা। চৈত্র মাসের তৃতীয়ায় তাঁহার পূজা বিশেষ ফলদায়ক। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৯১। (১৬) তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যার পূজায় প্রথমে সূর্য্যপূজা তারপরে সরস্বতী, শ্রী, মায়া, দুর্গা ভদ্রকালী, স্বস্তি, স্বাহা, শুভঙ্করী, গৌরী, লোক-ধাত্রী ও বাগীশ্বরী এই সকল দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। তন্ত্রসার-৪১৫ পৃঃ। (১৭) মায়াতন্ত্রে তারিণীদেবীর উগ্রা, কামেশ্বরী, তারা, নীলা, বজ্রা, ভদ্রকালী মহোগ্রা ও সরস্বতী এই অষ্টবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অষ্টবিধ মন্ত্র। তন্ত্রসার-৫৩৪ পৃঃ। (১৮) তন্ত্রোক্ত দুর্গার অষ্টোত্তর শত নামের অন্যতম। তন্ত্রসার-৭৩৩ পৃঃ। (১৯) মাতৃকাগণের অন্যতম। গরু-পূ-১৩৫। (২০) সীতার লোমকূপ হইতে বিনি-র্গতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভদ্রগুপ্ত—বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

ভদ্রগুপ্তি—বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রচারু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। (শ্রীকৃষ্ণ ও চারু দেখ।) তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

ভদ্রজ—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রতনু—পুরুষোত্তম-নগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি যৌবনে অতিশয় পাপাচার-সম্পন্ন ছিলেন। পরে সুমধ্যা নাম্নী তাঁহার এক প্রিয় বেশ্যার তিরস্কারে চৈতন্য লাভ করিয়া, তাঁহার গুরু দান্তের উপদেশে ইহ জীবনেই নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-১৬-১৮।

ভদ্রদেব—বাসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে প্রথমে উদার্য্য, কীর্ত্তিমান, ঋজুদাস, ভদ্রদেব, ভদ্রসেন ও সুষেণ নামে ছয় পুত্র জন্মে। এই ছয় পুত্রকেই কংস বিনাশ করেন। তৎপরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৩৪। ঋজু, ভদ্রদেহ ও ভদ্রবিৎ দেখ।

ভদ্রদেহ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম জন্মিবার পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভে সুষেণ, কীর্ত্তিমান, ভদ্রসেন, জারুথ্য, বিষ্ণুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই কংস হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। অগ্নি-২৭৫। ভদ্রদেব দেখ।

ভদ্রবতী—(১) বৃষ্ণি বংশীয় পুরুদ্বানের পত্নী। তাঁহার গর্ভে নরপতি মধু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) পুরুদ্বানের ঔরসে ভদ্রবতীর গর্ভে পুরুদ্বহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৫। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। নাগ্নজিতী দেখ।

ভদ্রবাহু—(১) বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ। (২) জনৈক অসুর সেনানী। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি আরও কতিপয় সেনানীর সহিত অগ্নির হস্তে দগ্ধ হন। গন্ধ দেখ।

ভদ্রবিৎ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের সুষেণ, কীর্ত্তিমান্, তদায়ী, ভদ্রসেন, যজুদায় ও ভদ্রবিৎ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ করেন। বায়ু-৯৬। ভদ্রদেব, ঋজু ও ভদ্রবিদেহ দেখ।

ভদ্রবিদেহ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজ দেবকীর গর্ভজাত শৌরী, কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। মৎ-৪৬। ভদ্রদেব ও ঋজু দেখ।

ভদ্রবিন্দু—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রবিন্দ—(১) নাগ্নজীতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। নাগ্নজিতী দেখ। (২) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভদ্র দেখ।

ভদ্রমতি—পূর্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ছয় পত্নী ছিল। তাঁহাদের নাম কৃতী, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মালিনী, এবং শোভা। এই সকল পত্নীর গর্ভে ভদ্রমতির দুইশত পুত্র জন্মে। একদা ভদ্রমতি পত্নী ও পুত্রগণকে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া, দুঃখিত চিত্তে নিজ জীবনকে ধিক্কার দিয়া ধর্ম্মকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্যতমা পত্নী কামিনী তাঁহাকে বেঙ্কটাচলে যাইয়া ভূমি দান করিতে বলেন। ভদ্রমতি পত্নীবাক্যে তাহাই করিলে তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। এই আখ্যানটিই সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বৃহন্নারদীয় পুরাণে (১১ অঃ) পাওয়া যায়।

ভদ্রমদা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধবশা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। রামা-আর-১৪। কশ্যপ, ক্রোধবশা ও ক্রোধা দেখ।

ভদ্রমনা—দক্ষ-কন্যা ও কশ্যপের পত্নী ক্রোধার গর্ভজাত নয় কন্যার অন্যতমা। ক্রোধা ও ক্রোধবশা দেখ।

ভদ্রমন্দ—অযোধ্যাপতি দশরথের ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন, ভদ্রমন্দ, ভদ্রমৃগ ও মৃগভদ্র নামে মদোন্মত্ত, অচলতুল্য কতিপয় হস্তী ছিল। ঐ সকল রণকুশল মাতঙ্গের ভয়ে কেহই দশরথের পুরী আক্রমণ করিতে সাহস করিত না বলিয়া, তাঁহার পুরী অযোধ্যা নামে খ্যাত হয়। রামা-আদি-৬।

ভদ্রযোগিনী—শঙ্করীর শরীরোৎপন্না এক কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ।

ভদ্ররথ—চম্পানগরীর অধিপতি পৃথুলাক্ষের পুত্র হর্য্যঙ্গ। তৎপুত্র ভদ্ররথ। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। হরি-হরি-৩১; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; গরু-পূ-১৪৩; মৎ-৪৮। পৃথুলাক্ষ ও পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বলরামানুজ সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

ভদ্রশীল—নর্ম্মদা তীর নিবাসী গালব নামক ব্রাহ্মণের ভদ্রশীল নামে জাতিস্মর, বিষ্ণুভক্ত এক পুত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মকীর্ত্তি নামে রাজা ছিলেন। তিনি বহু পুণ্য কাজ করিয়াও পাষণ্ড-সংস্পর্শ দোষে পতিত হন। কিন্তু রেবানদীর তীরে একাদশীতে উপবাস ও জাগরণ করিয়া পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহন্না-২১।

ভদ্রশীলা—উল্কামুখ নামক জনৈক নরপতির মহিষী। তিনি পতি পরায়ণা ছিলেন এবং পতির সহিত মিলিত হইয়া সত্যনারায়ণ ব্রত করিতেন। স্কন্দ-আব-রেবা ২৩৫।

ভদ্রশ্রবা—(১) ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা অতি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি ভদ্রাশ্ববর্ষে বাস করিতেন। ভাগ-৫স্ক-১৮। (২) সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা পত্নীর দোষে হৃতসর্ব্বস্ব হন। তৎপরে কন্যা শ্যামবালার পুণ্যফলে আবার সম্পদ ফিরিয়া পান। শ্যামবালা দেখ। পদ্ম-স্বর্গ-৪২; পদ্ম-ব্রহ্ম-১১।

ভদ্রশ্রেণ্য—যদুবংশীয় মহিষ্মৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীপুরীর অধিপতি ছিলেন। ভীমরথ তনয় দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বারাণসী গ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। দিবোদাস ও ভদ্রসেন দেখ।

ভদ্রসর—মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করার পর, ভদ্রসর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অশোক ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। চন্দ্রগুপ্ত দেখ।

ভদ্রসুন্দরী—ভদ্রকর্ণিকা দেখ

ভদ্রসেন (১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা। ভদ্রবিদেহ ও ভদ্রদেহ দেখ। (২) যদুবংশীয় মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেনের নিকট হইতে দিবো-দাস বারাণসী পুরী অধিকার করেন। পদ্ম-সৃ-১২। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) ঋষভদেবের অন্যতম পুত্র। ঋষভ দেখ। (৪) অনিরুদ্ধের বংশে উপসেনের তনয় ভদ্রসেন। ভাগ-১০স্ক-৯০। (৫) কাশ্মীর দেশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম সুধর্ম্মা। ঐ রাজতনয়ের তারক নামে এক অমাত্যপুত্র সখা ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-২০। সুধর্ম্মা দেখ।

ভদ্রা—(১) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। রৌদ্রাশ্ব ও ঋচেয়ু দেখ। (২) রাজর্ষি অনমিত্রের পত্নী। মার্ক-৭৬। (৩) পার্ব্বতীর অন্যতম নাম। শিব-জ্ঞান-৬। (৪) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে যে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপধারী যে মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহার মূর্ত্তি ভেদে অনেক নামছিল। যথা—প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া রেবতী ইত্যাদি। দ্বাপর যুগের অন্তে এই মূর্ত্তিই আবার বিবিধ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন যথা—গোতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধ্বজা, পরম ব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী,

অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্‌ভা, সিংহবাহিনী, একানসা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্য-নিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। ব্রহ্মা-৯। (৫) ধ্রুবের বংশে নরপতি উদারধীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে দিবঞ্জয় জন্মেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মা-৬৮। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সুরভীর গর্ভে একাদশ রুদ্র এবং রোহিণী ও গান্ধারী নামে দুই কন্যা জন্মে। রোহিণী আবার সুরূপা, হংসকালা, ভদ্রা ও কামদুঘা এই চারি কন্যা প্রসব করেন। ভদ্রা হইতে সুবিখ্যাত খেচর ও মনোবৎ দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব নামক অশ্ব সকল জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬। (৮) বিহগরাজ গরুড়ের অন্যতমা পত্নী। গরুড় দেখ। (৯) ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। ভদ্রাশ্ব দেখ। (১০) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে উপবিম্ব, বিম্ব, সত্ত্বদণ্ড ও মহৌজা—এই চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। ভাগ ৯স্ক-২৪। (১১) বিষ্ণু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও বিভিন্ন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর হ্রী নাম্নী লজ্জা-শক্তি ভদ্রা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৩। (১২) বাসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা কৈকেয় রাজের তনয়া ছিলেন। গর্গ-দ্বা-৮। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (১৩) দেবী সাবিত্রী ভদ্রেশ্বরে ভদ্রানামে বিদিতা। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (১৪) কাক্ষীবানের তনয়া এবং পুরুবংশীয় নরপতি ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ব্যুষিতাশ্ব দেখ। (১৫) চেদিরাজ শিশুপাল স্বীয় মাতুল বিশালাধি-পতির কন্যা ভদ্রাকে কারূষের নিমিত্ত হরণ করেন। মহাভা-সভা-৪৪। (১৬) ভদ্রা, লক্ষ্মী, শচী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১৬। (১৭) মেরু-তনয়া ভদ্রা নরপতি অগ্নিধ্রের অপ্সরা গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ভদ্রাশ্বের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২। (১৮) বসুদেবের দেহ-ত্যাগের পর, দেবকী, পৌরবী, রোহিণী ও ভদ্রা নাম্নী তাঁহার চারি পত্নী সহমরণে গিয়াছিলেন। মহাভা-মৌষল-৭। (১৯) সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (১৯) ভদ্রা প্রভৃতি পাঁচ জন দক্ষ-কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও কুবের দেখ। (২০) জনৈকা গোপী। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১২। (২১) প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ভদ্রা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের নৈর্ঋত কোনে অবস্থান করেন।

পদ্ম-পাতা-৩৯। (২২) ভদ্রা গোপী সুভদ্র নামক গোপের কন্যা ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তিনি সত্যতপা নামে এক মুনি ছিলেন। পদ্ম-পাতা-৪১। সত্য-তপা দেখ। (২৩) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, আশাপুরী, গাত্রায়ী, পুত্রায়ী, জ্ঞানজা, পিপ্পলাম্বা, শান্তা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকটা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বারাহী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রা, মহাশক্তি, মহাবলা, সিংহোরী প্রভৃতি দেবিগণকে বিভিন্ন দিকে স্থাপন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ২২। ভট্টারিকা দেখ। (২৪) দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা ও সর্ব্বতোমুখী, ইঁহারা পীঠশক্তি বলিয়া বিদিতা। প্রজ্বলিত দীপ-শিখার ন্যায় তাঁহাদের আকৃতি। সূর্য্য-পূজায় তাঁহাদের ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রসার-২২৭ পৃঃ।

ভদ্রাবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে ভদ্রগুপ্ত প্রভৃতি কতি-পয় পুত্র এবং ভদ্রাবতী ও সম্বোধনী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভদ্রায়ু—মন্দর নামক এক অতি দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্মণ ঋষভ নামে এক শিবযোগীর অর্চ্চনা করিয়া, নৃপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্মলাভ করেন। ঐ জন্মে তাঁহার নাম হয় ভদ্রায়ু। পূর্ব্বজন্মে মন্দর, পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ঐ বেশ্যাও ঋষভদেবকে অর্চ্চনা করার ফলে, মরণান্তে নৃপতি চন্দ্রাঙ্গদের ঔরসে ও তৎপত্নী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া ভদ্রায়ুর পত্নী হন। তখন তাঁহার নাম হয় কীর্ত্তিমালিনী। একবার মগধরাজ বজ্রবাহুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে, ভদ্রায়ু যুদ্ধ করিয়া পিতাকে শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। পরে একবার শিব ও পার্ব্বতী ভদ্রায়ুর গুণাবলী পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিয়া আইসেন এবং তাঁহার গুণবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০—১৪।

ভদ্রাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় রহমবর্চ্চার পুত্র। ঘৃতা নাম্নী অপ্সরা গর্ভে তাঁহার ঔচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ। (২) পুরু-বংশীয় পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। তাঁহার মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচ তনয় ছিল। মৎ-৫০। কপিল দেখ। (৩) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি ভদ্রাশ্ব-বর্ষের অধিপতি হন। অগ্নি-১০৭। (৪) পুরুবংশীয় অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব। তাঁহার ঋচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ। (৫) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, বেলা, খলা, লোকপালা, মনোরমা, রত্নকূটা

নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঘৃতাচী দেখ। (৬) কুবলাশ্বের (অন্যনাম ধুন্ধুমার) অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-৬; বায়ু-৮৮। কুবলাশ্ব ও দৃঢ়াশ্ব দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের এক অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। সারণ দেখ। (৮) প্রিয়ব্রত-তনয় আগ্নীধ্রের ভদ্রাশ্ব প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। গরু-পূ-৫৪। বিষ্ণু-২য়-১। বায়ু ৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। ভদ্রাশ্ব মেরু-তনয়া ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। অগ্নীধ্র দেখ। (৯) সত্যযুগে ভদ্রাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কান্তিমতী। তিনি ও তৎপত্নী পূর্ব্বজন্মে এক বৈশ্যের দাস ও দাসী ছিলেন। তাঁহারা একবার বিষ্ণু-মন্দিরে পূজান্তে দীপ নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে প্রিয়ব্রতের তনয় ও তৎপত্নী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অগস্ত্য ভদ্রাশ্ব-নরপতিকে তাঁহার এই পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করান। বরা-৪৯। স্কন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৩১) ভদ্রাশ্ব ও তৎপত্নী মহাকালে মহেশ্বরের পূজা করিয়া মরণান্তে রাজপদ লাভ করেন।

ভদ্রী—ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী জনৈকা কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ।

ভদ্রেশ্বর—কাশীতে ভদ্রহ্রদের পশ্চিম তটস্থ ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে গোলোকে বাস হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ভনন্দন—দিষ্ট-পুত্র নাভাগ পিতার অমতে এক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন। ঐ বৈশ্যার গর্ভে ভনন্দন জন্মলাভ করেন। নীপ নামক রাজর্ষি ভনন্দনকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি তখন ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের রাজ্য অধিকার করেন। ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। মার্ক-১১৪-১১৬। নাভাগ দেখ।

ভব—(১) বসুদেবের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। (২) ধর্ম্মের অন্যতম পত্নী সাধ্যা হইতে ভব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। অসুরহ ও সাধ্যগণ দেখ। মৎ-১৭১। (৩) অন্যতম রুদ্র। মার্ক-৫২। সৌ-২৩; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। ব্রহ্মা (৪৩) দেখ। (৪) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের বংশীয় উন্নেতার পুত্র ভব। তৎপুত্র উদ্গীথ। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) ভূমীনাম্নী পত্নীর গর্ভজাত ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। ধ্রুব ও পুষ্টি দেখ। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুবের পুত্র ভব। তিনি লোক সংহারকারী কাল নামে খ্যাত। বায়ু-৬৬। (৭) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। বিচিত্র ও রৌচ্যমনু দেখ। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃ-১৮। একাদশ

রুদ্র দেখ। (৯) প্রজাসৃষ্টি-কল্পে ব্রহ্মা লক্ষ্মী প্রভৃতি পাঁচজন উত্তমা কন্যা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মী কামনা-বশে ধর্ম্ম হইতে ভব, প্রভব কৃশাশ্ব প্রভৃতি সাধ্যগণ ও তৎপত্নী-গণকে সৃজন করেন। পদ্ম-সৃ-৪০। (১০) অন্ধক বংশীয় বিলোমের পুত্র ভব। তৎসুত অভিজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (১১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। (১২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮ম অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর শত নামের তালিকা আছে।

ভবক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র ভবক। তৎপুত্র বৃক। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮।

ভবৎপ্রভু—বিষ্ণুর এক নাম। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৯শ অধ্যায়ে বিষ্ণুর সহস্র নামের তালিকা আছে।

ভবদা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ।

ভবদেব—বস্ত্রাপথে ভবদেবের মন্দির বিরাজিত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১।

ভবন—দশ লক্ষ গাভীর স্বামীকে বৃষভানু বলে। ভবন এইরূপ একজন বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গো-৪।

ভবনন্দী—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

ভবপ্রীতা—পার্ব্বতীর এক নাম। তিনি সর্ব্বদাই মহাদেবের উপর প্রীতা আছেন। কদাপি তাঁহার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তজ্জন্য তাঁহার এই নাম। তন্ত্রসার—৭৩২ পৃঃ।

ভবমালিনী—নরসিংহরূপধারী হরির দেহ হইতে যে বত্রিশজন মাতৃকার আবির্ভাব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। অজিতা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, বেশাশ্মদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া নামে তাঁহার আট জন অনুচরী ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ভবমোচিনী—ভক্তের ভববন্ধন ঘুচাইয়া দেন, এই জন্য পার্ব্বতীর এক নাম ভবমোচিনী। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভবানী - (১) পার্ব্বতীর এক নাম। (২) দেবী সাবিত্রী স্থান্বীশ্বরে ভবানী নামে বিদিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। (৩) চারায়ণ ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতী, আমুষ্যায়ণের পুত্র নারায়ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা কাশীবাস-রূপ পুণ্যের ফলে জন্মান্তরে নাগরাজ পদ্মার কন্যা প্রভাবতী ও উরগ-পতি ত্রিশিখের কন্যা কলাবতীরূপে জন্মলাভ করেন। সেই জন্মেও তাঁহারা বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের পুত্র, পরিমলালয়-রূপে জাত, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের পতি নারায়ণের সহিত পুনরায় বিবাহিতা হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬। রত্নাবলী ও পরিমলালয়

দেখ। (৪) দেবী সতী স্থানেশ্বরে ভবানী নামে বিদিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। (৫) যে জন তুলসীদ্বারা সাবিত্রী ভবানী, দুর্গা ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বকাম-সমন্বিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-৪৩।

ভবানীপতি—শিবের এক নাম।

ভব্য—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয়। প্রিয়ব্রত দেখ। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ধ্রুব দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয়। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (৪) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল। চাক্ষুস মনু দেখ। (৫) ভবিষ্য ৯ম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে ভব্য সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম হইবেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

ভব্যা—(১) সকলের মঙ্গল করেন, এই কারণে দক্ষের কন্যা সতীর এক নাম ভব্যা। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ

ভমিতপ্রভ একজন গণেশ্বর। দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস উদ্দেশে গমন কালে, তিনি একহস্তে শ্বেত-চামর ও অপর এক হস্তে মুক্তাময় ছত্র ধারণ করিয়া বীরভদ্রের অনুগমন করেন। শিব-বায়-পূ-১৭।

ভয়—(১) অধর্ম্মের পুত্র অনৃত। তাঁহার পুত্র ভয় ও নরক। অনৃত ও অধর্ম্ম দেখ। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। তামস মনু ও অবক্ষি দেখ। (৩) কলি স্বীয় ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। দুরুক্তির গর্ভে ভয় নামে এক পুত্র ও মৃত্যু নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কল্কি-১ম-১। কলি অথবা দুরুক্তি দেখ। (৪) কল্কির সহিত কলির সংগ্রাম কালে, কল্কির অনুচর সুখের সহিত কলির অনুচর ভয়ের যুদ্ধ হয়, এবং ভয় সুখ-হস্তে নিহত হয়। কল্কি-৩য়-৬, ৭। (৫) অধর্ম্মের তিন পুত্র—ভয়, মহাভয় এবং ভূতান্তক মৃত্যু। মহাভা-আদি-৬৬। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ও শাক-দ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র ভয়। বরা-৭৪। মেধাতিথি দেখ।

ভয়ঙ্কর—(১) ভগবতীর অনুচর অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই নয় জন নায়কের পূজা বিধেয়। কালিকা-৬৩। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্ব-দেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু ৯১।

ভয়ঙ্করা—(১) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-৪৩। সীতা দেখ।

ভয়া—(১) হেতি ও প্রহেতি নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। ভয়ার গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষস জন্ম-গ্রহণ করে। রামা-উত্ত-৪। হেতি

ও প্রহেতি দেখ। (২) মনু ক্ষুৎকার করিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রের পত্নীর নাম ভয়া। তিনি মৃত্যুরূপী কাল হইতে উৎপন্ন হন। ভয়ার গর্ভে বেণ জন্মলাভ করেন। বায়ু-৪৭।

ভয়ানক (১) পঞ্চষষ্টিসংখ্যক রুদ্রগণের অন্যতম। অগ্নি-৮৫ (২) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর জনৈক রাক্ষস। চণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

ভয়াবহ—(১) যক্ষ রজতনাভের পুত্র মণিভদ্রের অন্যতরা পত্নী দেবজনার গর্ভে ভয়াবহ প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (২) কপালভরণ নামক রাক্ষসের অনুজ। কপালভরণের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে ভয়াবহ ও তাঁহার আরও তিন সহোদর অশ্বিনীকুমারদের হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১১। কপালভরণ দেখ।

ভয়াস্পদ—লঙ্কা-নিবাসী জনৈক রাক্ষস। রামা-সুন্দ-১১।

ভরণী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী। চন্দ্র অপর পত্নীদিগকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল রোহিণীতেই আসক্ত ছিলেন, তজ্জন্য ভরণী অন্যান্য সপত্নীগণসহ চন্দ্রকে তিরস্কার করেন। কালি-২০।

ভরত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম পুত্র ও রামচন্দ্রের অনুজ। তিনি কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতের সহিত, রাজর্ষি জনকের অনুজ কুশধ্বজের অন্যতরা কন্যা, মাণ্ডবীর বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে, ভরত স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রামা-আদি-১৮, ৭১, ৭৩, ৭৭। ভরত-জননী কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের অভিষেক সংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দিতা হইয়া মন্থরাকে পুরস্কার প্রদান করেন। মন্থরা তাঁহাকে অন্যরূপ বুঝাইলে তিনি দশরথের নিকট হইতে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর চাহিয়া লয়েন। একবরে তিনি ভরতের জন্য রাজসিংহাসন প্রার্থনা করেন ও অপর বরে রামের বনবাস দাবী করেন। তাহার ফলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করেন। সেই শোকে দশরথের মৃত্যু হইলে, মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া ভরতকে শীঘ্র অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য, দূত প্রেরণ করেন। যে রাত্রিতে দূতগণ কেকয় রাজধানীতে প্রবেশ করে সেই রাত্রিতেই ভরত নিদ্রাবশে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখেন। পরদিন দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভরত যখন সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন পিতৃশোকে অশেষ বিলাপ করিয়া স্বীয়

মাতা কৈকেয়ীকে তাঁহার দুষ্কার্য্যের জন্য অশেষরূপে তিরস্কার করেন। কৈকেয়ী বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ভরত নিজমাতার অন্যায় কার্য্যের জন্য আন্তরিক অনুতাপ করেন ও নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। তাহার পর দশরথের দাহ ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া তিনি রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। মন্ত্রী, আত্মীয়, পুরবাসী প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি রাজপদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আত্মীয়, বন্ধু, সচিব ও পরিজন সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিয়া প্রথমে গঙ্গাতীরে গুহক-সদনে উপনীত হইলেন। তথায় রামের সংবাদ লইয়া গুহকানুচরদিগের সাহায্যে নদী পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভরদ্বাজের অতিথি স্বরূপে এক রাত্রি বাস করিয়া ভরদ্বাজ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। চিত্রকুটে রামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ভরত তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া,অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভরত, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও অন্যান্য পৌরজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও, রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা ভরত রামের কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয় চাহিয়া লইয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং স্বীয় গুরুকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক,স্বয়ং নন্দীগ্রামে যাইয়া বল্কল ও জটা ধারণপূর্ব্বক, মুনি-বেশধারী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি রামের সেই পাদুকা যুগলকে অভিষিক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং নিজ-হস্তে বাল-ব্যজন ও ছত্র ধারণপূর্ব্বক, রাজ্য শাসন বৃত্তান্ত সমুদয় রামজ্ঞানে পাদুকার গোচর করিয়া,সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রাম যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি হনুমানকে সংবাদ-বাহক-রূপে ভরতের নিকট প্রেরণ করেন। ভরত হনুমানের নিকট হইতে রামের সংবাদ পাইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। ভরত হনূমানের নিকট সমুদয় বিবরণ শুনিয়া পরিজন-সহ রামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাম উপস্থিত হইলে ভরত রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন —"আপনি যে রাজ্য আমাকে ন্যাস স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আপনি ধনাগার, কোষা-

গার, গৃহ ও বন সকলই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনারই তেজোবলে আমি ইহা দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।" তৎপরে রাম যথাবিধি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ভরতই রথের সারথি হইলেন। তদনন্তর সমুদয় সমারোহ সম্পন্ন হইলে, ভরত রামের আদেশে সমাগত রাজন্যবর্গকে যথোপযুক্ত উপহারাদি প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আয়োজন করিবার জন্য, ভরতকে আদেশ দিলে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিয়া মহাতেজস্বী রাজগণের জন্য মহামূল্য আবাস-স্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন হইলে ভরতের মাতুল যুধাজিতের পরামর্শে ও রামের আদেশে, ভরত তক্ষ ও পুষ্কল নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বগণের দেশে যাইয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করেন এবং তক্ষশিলা ও পুষ্করাবত নামক দুইটি নগর স্থাপনপূর্ব্বক তক্ষ ও পুষ্কলকে যথাক্রমে ঐ নগরদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘকাল নানাভাবে রামের পরিচর্য্যা করিয়া ভরত রামচন্দ্রের সহিতই সরযূ-প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভরতের বিবরণ রামায়ণের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতেও পাওয়া যাইবে—অযোধ্যা ৭, ৮, ৯, ৬৭—৯৩, ৯৬, ৯৮—১০৭, ১১২-১১৫। লঙ্কা-১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০। উত্তরা—৪৮, ১১৩, ১১৪, ১২২, ১২৩। (২) মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি; তাঁহার তনয় ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। রামা-আদি-৭০। (৩) জনৈক মুনি। তিনি নৃত্য-গীত-কুশল ছিলেন এবং নৃত্য ও গীত বিষয়ক শাস্ত্র রচনা করেন। মৎ-২৪। (৪) দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশেষ-সমর-বিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণ ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাতৃরোষে ভরতের পুত্রগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মরুদ্গণ বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। মৎ-৪৯। বায়ু-৯৯। মহাভা-আদি-৯৫। ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া সুমহান্ যজ্ঞ করাইলে, ভরদ্বাজ হইতে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রের নাম বিতথ হইল। তিনি ভরতের পৌত্র। বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে, ভরত স্বর্গে গমন করিলেন। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ঋষভের পুত্র ভরত। ঋষভ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। ঋষভ হিম নামক দক্ষিণবর্ষ ভরতকে প্রদান করেন। তাঁহারই নামানুষারে ঐ বর্ষ ভারতবর্ষ

নাম প্রাপ্ত হয়। ভরত স্বীয় পুত্র সুমতিকে রাজ্য প্রদান করিয়া, বনে গমন করেন। মার্ক-৫৩ ; অগ্নি-১০৭ ; ব্রহ্মা-৩৪ ; বায়ু ৩৩ ; বিষ্ণু-২য়-১ ; বরা-৭৪ ; গরু-পূ-৫৪। ঋষভ দেখ। (৭) ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন এবং পঞ্চজনীর গর্ভে ভরতের সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূমকেতু নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব নাম ছিল অজনাভ। রাজর্ষি ভরতের অধিকারে আসিয়াই এই বর্ষ তাঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। পরম ভাগবত রাজর্ষি ভরত রাজ্যলাভ করিয়া ন্যায়ানুমোদিত উপায়ে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া বাসুদেবে পরমভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক পরমশুদ্ধ ভাবে ভক্তি-সমন্বিত জীবন যাপন করিতেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া, তিনি পিতৃ-পিতামহাগত ধন, যথাশাস্ত্র আপন সন্তানদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া, পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে যাইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। পুলহাশ্রমে বাসকালে একদা তিনি যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন এক গর্ভিণী মৃগী তথায় জলপান করিবার জন্য আগমন করে। এক সিংহ ঐ মৃগীকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মৃগী প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার জন্য নদীজলে লাফাইয়া পড়িল। ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়াতে তাহার গর্ভপাত হইল এবং মৃগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নবজাত মৃগ শিশুটিকে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, ভরত অতিশয় করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন, এবং পরম যত্নের সহিত তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমুদয় চিন্তা ও যত্ন যেন সেই মৃগ-শিশুর মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইত। রাজর্ষি ভরত এইভাবে মৃগশিশুটার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দিবারাত্র কেবল তাহারই মঙ্গল চিন্তা করিতেন এবং ঐরূপ চিন্তার ফলে তিনি মরণান্তে মৃগরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মৃগজন্মেও তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি নিজের মৃগরূপ প্রাপ্তির কারণ সমুদয় জানিতে পারিয়া তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং পুনরায় সেই হরিক্ষেত্রে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তৃণলতাদি আহার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি যথাসময়ে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন এবং আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করিলেন। পাছে সঙ্গ দোষে আবার পতন হয়, এজন্য রাজর্ষি ভরত এই জন্মে লোকসমক্ষে নিজেকে জড়,

অন্ধ অথবা বধিরের মত দেখাইতেন। এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন। তাঁহার পিতা নানারূপে তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপাদি শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই বিফল হয়। পিতার মৃত্যুর পর ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ জড় বিবেচনায়, তাঁহাকে অতি উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ভরত তাহাতে কিছু-মাত্র রুষ্ট না হইয়া আত্মচিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। সচরাচর লোকে তাঁহাদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করাইয়া অনুগ্রহবশতঃ যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিত, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মান ও অপমানরূপ দ্বন্দজনিত সুখ ও দুঃখে তাঁহার কোনওরূপ অভিমান ছিল না। তিনি শীতগ্রীষ্মাদি উপেক্ষা করিয়া অনাবৃত দেহে অস্নাত অবস্থায়, বিচরণ করিতেন। উন্মুক্ত আকাশতল ও ভূমিশয্যাই তাঁহার একমাত্র শয়নস্থান ছিল। লোকের বিদ্রূপও পরিহাসে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হইত না। ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত দূষিত কদর্য্য অন্নই তিনি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিতেন। এই ভাবে যখন তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, তখন কতিপয় তস্কর ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার জন্য, একজন লোককে অপহরণ করিয়া আনে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি কোনও উপায়ে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিলে, তস্করেরা দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে (জড়) ভরতকে ক্ষেত্ররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পায়। তাহারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দেবীর নিকট বলি দিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু দেবীর কৃপায় ভরত সে যাত্রা রক্ষা পান। তৎপরে একদিন সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যাধিপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতে যাইতে ভরতকে দেখিতে পান। তাঁহাকে বলিষ্ঠ-শরীর দেখিয়া শিবিকা বহনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায়, অন্যান্য বাহক-দিগের সহিত তাঁহাকেও শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজর্ষি ভরত অম্লান বদনে শিবিকা-বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদক্ষেপের বিপর্য্যয় হওয়াতে শিবিকা বিষম হইয়া চলিতে লাগিল। রহূগণ ভরতের দোষেই ঐরূপ হইতেছিল জানিয়া তাঁহাকে কটুবাক্য বলেন। রাজর্ষি ভরত তখন রহূগণ-উক্ত বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ তত্ত্বোপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশে রহূগণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎপরে রাজর্ষি ভরতের সহিত সৌবীরাধিপতি রহূগণের নানারূপ সদ্বিষয়ে অনেক গভীরভাবে আলোচনা হয় এবং (জড়) ভরত তাঁহাকে নানারূপ জ্ঞানোপদেশ দেন। ভরতের উপদেশে

চৈতন্য লাভ করিয়া রহুগণ, পূর্ব্বকৃত অশিষ্ট ব্যবহার ও বাক্যের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ভাগ-৫স্ক-৪-১৪। বিষ্ণু-২য়-১৩-১৬। (৮) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র ভরত। মার্ক-১০০। ভৌত্যমনু ও অনুগ্রহ দেখ। (৯)পুরুর বংশে ভরত ও তদনন্তর কুরু জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৩। (১০) শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল—"এই বালকটি আপনারই ঔরসজাত, অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহার ভরণপোষণ করুন।" "ভরণ করুন" এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত হইয়াছিল। মহাভা-আদি-৯৫। (১১) ভরত প্রভৃতি নরপতিগণ বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১২) রাজর্ষি ভরতের বিদর্ভ দেশীয়া তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের একটি পুত্র হইলে, রাজা তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন "এ পুত্র আমার অনুরূপ নহে।" সেই সময় হইতে তাঁহাদের যত পুত্র জন্মিল, সে সকলকে পাছে অননুরূপ বলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া ত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এই রূপে বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত অনুরূপ পুত্রলাভার্থ মরুৎসোম নামক যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে মরুদ্গণ প্রসন্ন হইয়া,তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৩) দুষ্মন্ত-তনয় রাজর্ষি ভরত দেবগণের উদ্দেশে যমুনা পুলিনে তিনশত, সরস্বতী তটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতি ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। তিনি যজ্ঞবেদী বিস্তারপূর্ব্বক, তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম-সহস্র অশ্ব প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১৪) রাজর্ষি ভরত, মহারাজ দশরথ প্রভৃতি ভূপালগণ বিধি অনুসারে গো-দান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬। (১৫) ভরত, রাম, নিমি, জনক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের কেবল শুক্লপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছিল। মহাভা-অনু-১১৫ (১৬) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৬৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত রাজর্ষিগণের মধ্যে ভরত একজন। (১৭) মান্ধাতা, ধুন্ধুমার (অপর নাম কুবলাশ্ব) হরিশ্চন্দ্র, পুরূরবা, ভরত ও কার্ত্তবীর্য্য, এই ছয়

জন রাজচক্রবর্ত্তী। ইঁহারা পুরাকালে গৌতমেশ্বর দেবের সম্মুখে হিরণ্ময়ী পৃথিবী দান করিয়া সার্ব্বভৌম-নরপতি হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৬৮। (১৮) অগ্নীধ্র-নন্দন ভরত এই মহীতলে একজন যশস্বী ভূপাল ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যা করেন। তপস্যান্তে তিনি পুত্রকামী হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করেন। তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেব শঙ্কর তাঁহাকে বররূপে অষ্টতনয় ও এক তনয়া প্রদান করেন। মহারাজ ভরত অতঃপর এই ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক অংশ এক এক পুত্রকে এবং এক ভাগ কন্যাকে প্রদান করেন। রাজর্ষি ভরত গঙ্গাতীরে ছাপ্পান্নবার এবং যমুনাতীরেও ত্রিশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭২। (১৯) অযোধ্যাপতি দশরথের সুরূপা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভরত জন্ম-গ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতাল-৭১। (২০) দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের পুত্র বিতথ গরুড়-পূ-১৪৪। (২১) করন্ধমের পুত্র ভরত। মৎ-৪৮। করন্ধম দেখ। (২২) ব্রহ্মোদনাগ্নির নামান্তর ভরত। মৎ-৫১। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯। ব্রহ্মোদনাগ্নি দেখ। (২৩) হৈহয়বংশীয় তালজঙ্ঘের অন্যতম পুত্র ভরত ছিলেন। ভরতের দুই পুত্র বৃষ ও সুজাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। তালজঙ্ঘ দেখ। গরুড়-পূ-১৪৪। (২৪) মালব নামক এক ব্রাহ্মণের ভাগিনেয় ভরত, অতিশয় দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়াও পুষ্কর তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করে। পদ্ম-উত্ত-২১৮। ভরত মুনির শাপে উর্ব্বশী পঞ্চান্ন বৎসর ভূতলে লতা হইয়া ছিল। পদ্ম-সৃ-১২।

ভরতা সুযশা নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভজাত অন্যতম অপ্সরা। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গী দেখ।

ভরতাগ্নি—অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। অঙ্গিরা (১৫) দেখ।

ভরতেশ্বর—অগ্নিধ্র-নন্দন ভরত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭০।

ভরদ্বসু—(১) বশিষ্ঠ, শক্তি, পরশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বসু, মৈত্রাবরুণ, কুণ্ডিন, সুদ্যুম্ন, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ—ইঁহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা। ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা ও বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইঁহারা সমস্ত ব্রাহ্মণের ও বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৬৫। (২) বশিষ্ঠ কুণ্ডিন প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্রে বাস করেন। ব্রহ্মা পুরাকালে ঐ ব্রহ্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। বায়ু-৫৯। বশিষ্ঠ ও কুণ্ডিন দেখ।

ভরদ্বাজ—(১) দাশরথি রাম বনে গমন কালে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে

ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হন। ভরদ্বাজ তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য ও উদক আনাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বন্য ফলমূলাদি ও নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে পত্নী ও অনুজসহ তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ঐ স্থান নগরী ও জনপদের অতি নিকটে বলিয়া, রাম তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরদ্বাজ রামকে চিত্রকূটে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। রামা-অযো-৫৪, ৫৫। ভরতও রামের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং ভরদ্বাজের অনুরোধে স-সৈন্য তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তখন মহাতপা ভরদ্বাজ সানুচর ভরতের সম্যক আতিথ্য সৎকার করিবার জন্য, অগ্নি গৃহে প্রবেশ করিয়া যথাবিধানে আচমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করেন। তৎপরে তিনি আতিথ্য সৎকারে সাহায্যলাভের জন্য, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি চারি দিক্‌পালকে, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ গঙ্গাদিসমুদয় নদীকে, সমুদয় দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা হুহু, দিব্য অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-পত্নীগণকে আহ্বান করেন। তিনি তপোবলে উত্তর কুরুস্থ কুবেরের চৈত্ররথ নামক দিব্য বনকেও স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। ভরদ্বাজের তপোবনে তাঁহার আশ্রমে সমুদয় দেবভোগ্য দ্রব্য সকল উপস্থিত হইল এবং দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা প্রভৃতি ভরত ও তাঁহার পরিজনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রামা-অযো-৮৯-৯৩। লঙ্কা সমরান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালেও রাম ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৬, ১১৭, ১২৯। রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলে, অন্যান্য উত্তর দিগ্বাসী মহর্ষিদিগের সহিত ভরদ্বাজও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করেন। রামা-উত্ত-১। ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবা বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৩। বাল্মীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণ করাইবার জন্য যখন রামসমীপে আগমন করেন তখন ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রামা-উত্ত-১০৯। (২) ভরদ্বাজ বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯; সৌ-৩৩; হরি-হরি-৭; বিষ্ণু-৩য়-১, ভাগ-৮স্ক-১৩; গরু-পূ-৮৭। (৩) ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসে জন্মলাভ করেন। বৃহস্পতি তাঁহার গর্ভবতী ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে উদ্যত হইলে, গর্ভস্থ শিশু ঐরূপ দুষ্ক্রিয়ার জন্য বৃহস্পতিকে তিরস্কার

করেন। ঐ ভাবে নিবারিত হওয়াতে বৃহস্পতির বীর্য্য ভূতলে পতিত হয় এবং তাহা হইতে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ঐ সদ্যোজাত শিশুকে দেখিয়া বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ অশিজ-পত্নী মমতা তাঁহাকে সেই দ্বাজ (অর্থাৎ জারজ) সন্তানকে ভরণ করিতে বলেন। 'ভরস্ব-দ্বাজম্' এই কথা বলিয়া মমতা চলিয়া যাওয়াতে, সেই শিশু ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হয়। মাতা ও পিতা উভয়েই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া, মরুদ্গণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুষ্মন্ত-তনয় ভরত তখন পুত্র-কামনায় নানারূপ যজ্ঞ করিতেছিলেন। বহু যজ্ঞ করিয়াও তিনি পুত্রলাভে সফল না হইয়া পরিশেষে মরুৎ-সোম যাগ করেন। তাহার ফলে মরুদ্গণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, সেই শিশু ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতকে তাঁহার পুত্ররূপে উপহার প্রদান করিলেন। রাজা ভরত সেই পুত্রকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ভরতের পুত্রোৎ-পত্তি পূর্ব্বে বিতথ হইয়াছিল বলিয়া, সেই প্রাপ্ত পুত্র ভরদ্বাজকে তিনি বিতথ নামে অভিহিত করিলেন। এই ভাবে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম-লাভ করিয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন এবং দ্বিমুষ্যায়ণ ও দ্বিপিতৃক নামে পরিচিত হইলেন। সেই ভরদ্বাজ হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়বিধ সন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দ্বিবিধ জাতীয় সন্তানেরা দ্ব্যামুষ্যায়ণ ক্ষত্রিয় ও কৌলিন নামে প্রসিদ্ধ। ভরদ্বাজের পুত্র ভবন্মন্যু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; মৎ-৪৯; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) অঙ্গিরা-নন্দন ভরদ্বাজ মরুদ্গণ কর্ত্তৃক ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হন। ভরদ্বাজ ভরতকে দিয়া এক মহান্ যজ্ঞ-সম্পাদন করান। পূর্ব্বে ভরতের পুত্র জন্ম বিতথ হয়। কিন্তু ঐ যজ্ঞসম্পাদন করিবার ফলে ভরদ্বাজ হইতে যে পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম হইল বিতথ। পৌত্র বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে ভরত স্বর্গগামী হইলেন অনন্তর ভরদ্বাজ বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বনগমন করেন। হরি-হরি-৩২। (৫) দুষ্মন্ত-সুত ভরতের পুত্রগণ মাতৃকোপ হেতু বিনষ্ট হইলে মরুদ্গণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে সংক্রামিত করিলেন। পরে ঐ ভরদ্বাজ বিতথ নামে ঐ কুলে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার সুহোত্র, সুহোতা প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। বিতথ দেখ। (৬) অঙ্গিরার মন্ত্র-প্রণেতা ত্রেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম ভরদ্বাজ। ব্রহ্মা-৬১। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় (৬) দেখ। (৭) বৃত্রাসুরের নিধনের পর ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পুনরায় লাভ করিলে, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বহু মুনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুরে

গমন করেন। সৌ-৫০। (৮) একবার ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণের সহিত শূলপাণির পরমভাব অবগত না হইয়া, যজ্ঞ দ্বারা শিব-পূজন এবং তপস্যা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিবরণ বৃহৎশ্রবা এই নামে দেখ। সৌ-৬৯। (৯) ভীষ্ম যখন শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন,অন্যান্য মুনিগণের ন্যায় ভরদ্বাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানা সৎ বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন। পদ্ম-উত্ত-৮১। ভাগ-১স্ক-৯। (১০) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ কার্ত্তিক মাসে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০। (১১) পর্জ্জন্য ও পূষা (আদিত্য), ভরদ্বাজ ও গৌতম (মুনি), বিশ্বাবসু ও সুরভি (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী (অপ্সরা), ঐরাবত ও ধনঞ্জয় (সর্প), সেনজিৎ ও সুষেণ (গ্রামণী), আপ ও বাত (রাক্ষস), ইঁহারা আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। (১২) বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, শারদ্বত, অত্রি, বসুমান ও বৎসার, এই সাতজন ঋষি সিদ্ধসপ্তর্ষি নামে খ্যাত। বায়ু-৬৫। (১৩) ভরদ্বাজ তৃণঞ্জয়ের নিকট হইতে বায়ু-পুরাণ লাভ করেন এবং তিনি উহা গৌতমকে দেন। বায়ু-১০৩। (১৪) একবার ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস প্রভৃতি ত্রিসামা অধ্বর্য্যু নিযুক্ত হন। পদ্ম-সৃ-৩৭। বেদশিরা দেখ। (১৫) ভরদ্বাজ দ্বাদশ ও উনবিংশ দ্বাপরে বেদ বিভাজক হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। বেদব্যাস (১৮) দেখ। (১৬) ভরদ্বাজের এক পুত্র দ্রোণ। মহাভা-আদি-১৩০, ১৬৬। দ্রোণাচার্য্য দেখ। (১৭) ভরদ্বাজ, জমদগ্নি প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মার সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-১১। ব্রহ্মা-১৪২ দেখ। (১৮) একজনের ক্ষেত্রে অপরের বীর্য্যে জাত সন্তানকে দ্বাজ কহে। বৃহস্পতি ও মমতা, পরস্পর "তুমি এই দ্বাজকে ভরণ কর" এই বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঐ শিশুর নাম ভরদ্বাজ হয়। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৯) ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি তাঁহাকে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কি ভাবেই বা উহার লয় হইবে, ভূত সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হইল, কি প্রকারেই বা উহাদের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হয়, প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তেই বা তাহারা কোথায় গমন করে, ইহ-লোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, নভোমণ্ডল, দিক্-সমুদয়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদয় পদার্থের পরিমাণ কি, ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলে কেন, এই সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২ (২০) বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮, অনু-১৫০। (২১) অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান, জামদগ্ন্য, তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু, শ্রুতশ্রবাঃ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (২২) কোনও এক সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ভরদ্বাজ বিষ্ণুকে দেখিয়া মন্দাকিনী সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষো-দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে একটি চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তদবধি বিষ্ণু-বক্ষ শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত রহিয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (২৩) ভরদ্বাজের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে সুদেব-তনয় দিবোদাস এক পুত্র লাভ করেন। মহাভা-অনু-৩০। দিবোদাস ও বীতহব্য দেখ। (২৪) একবার বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণ ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া কুক্কুর মাংস ভক্ষণের উদ্যোগ করেন। মহাভা-অনু-৯৩। বশিষ্ঠ ও শৈব্য দেখ। (২৫) প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষির অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, অগস্ত্য অন্যান্য মুনি, মুনিপত্নী ও রাজন্যগণকে চৌর্য্যাপবাদ দেন। তাহাতে সকলেই শপথ করিয়া নিজ নিজ দোষ স্খালনের প্রয়াস পান। ভরদ্বাজ বলেন—"যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদি ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।" মহাভা-অনু-৯৪। (২৬) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-গণের ভরদ্বাজ, বৎস, কুশ, কৌশিক, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, গৌতম, ছন্দন, জাতুকর্ণ্য, বশিষ্ঠ, ধারণ, আত্রেয়, ভাণ্ডিল, লৌকিক, কৃষ্ণায়ন, উপমন্যু, গার্গ্য, মুদ্গল, মৌষক, পুণ্যাসন, পরাশর, কৌণ্ডিণ্য গাণ্যাসন ও বৎস—এই চব্বিশটি গোত্র। তাঁহাদের মধ্যে উপমন্যু-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ এই তিনটি প্রবর। বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদেরও ঐ তিন প্রবর। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চপ্রবরশালী, যথা আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, সৈন্যস ও গার্গ্য। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ধনী, সুন্দর,

বস্ত্রালঙ্কার মণ্ডিত, দ্বিজভক্তি-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিরত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৯। (২৭) ভরদ্বাজের শ্রাদ্ধ-ধর্ম্ম- পরায়ণ সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা শ্রাদ্ধ প্রভাবে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আব-অব-৫৮। (২৮) ব্রহ্মা পুষ্কর-ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন তাহাতে ভরদ্বাজ আগ্নীধ্র হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (২৯) দীর্ঘতপার পুত্র ধন্বন্তরী ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ধন্বন্তরী ও দীর্ঘতপা দেখ। (৩০) অঙ্গিরার বংশীয় আত্রেয়ায়নী প্রভৃতি ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর ভরদ্বাজ। মৎস্যাচ্ছাগ্য দেখ। (৩১) ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত। পরাবসু দেখ। (৩২) বরাহকল্পে উনবিংশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। জটামালী দেখ। (৩৩) বৃহস্পতি-সুত ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, ও গো দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬-১-২৮। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৫শ সূক্তে তিনি নিজেকে (অঙ্গিরার পুত্র) বীতহব্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ২৬শ সূক্তে নিজেকে বাজিনীর পুত্রও বলিয়াছেন। (৩৪) ভরদ্বাজ মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধু নামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহু সংখ্যক গো গ্রহণ করেন। তথাপি তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। কারণ আপৎ-কালে নিন্দিতের প্রতিগ্রহেও ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম হয় না। মনু-১০ম-১০৭ শ্লোক। (৩৫) ভরদ্বাজ বাল্মীকির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় বাল্মীকি অদ্ভুত রামায়ণ বর্ণন করেন। অদ্ভু-রামা-১। (৩৬) ভরদ্বাজ অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ। মৎ-১৯৬।

ভরুক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিজয়ের পুত্র ভরুক। তৎপুত্র বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। বিজয় ও বৃক দেখ।

ভর্গ—(১) বৈবস্বত মনুর বংশীয় বেণুহোত্রের পুত্র ভর্গ। হরি-হরি-২৯। (২) পুরুবংশীয় প্রতর্দ্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-২৯। (৩) কাশিরাজ দিবোদাসের বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র ভর্গ। তৎপুত্র ভার্গভূমী। ভাগ-৯স্ক-১৭। গরু-পূ-১৪৩। (৪) ভাবী নবম (দক্ষ সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতাদের পারামরীচ, ভর্গ ও সুধর্ম্মা এই তিনটি গণ ছিল। মার্ক-৯৫। (৫) অজৈকপাদ, ভর্গ প্রভৃতি একাদশ কশ্যপ-তনয় একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-৬৬। অজৈকপাদ ও রুদ্র দেখ। (৬) প্রগাথের তনয় ভর্গ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নিদেবতার স্তব করিয়া

কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৬০, ৬১ সূক্ত। (৭) যযাতি-বংশীয় বহ্নির পুত্র ভর্গ। তৎপুত্র ভানুমান। ভাগ-৯স্ক-২৩।

ভর্গভূমি—ভর্গের পুত্র। ভর্গ দেখ।

ভর্গ্য—(১) কল্কির বংশজাত তাঁহারই অনুগত জনৈক ধর্ম্মতৎপর সাধু কল্কি-১ম ২, ৩। কল্কির সহিত বিধর্ম্মী রাজাদের সংগ্রামকালে তিনি কল্কিপক্ষে থাকিয়া অনেক শত্রু বধ করেন। কল্কি-২য়-৭ ; ৩য়-১, ৭, ৮।

ভৎ´স্য—সংযাতি, নভ, পিপ্পল, জলন্ধর, ভুজাতপুর, পুষ্য, কর্দ্দম, গর্দ্দভীমুখ, হিরণ্যবাহু, কৈরাত, কশ্যপ, গোভিল, কুলহ, বৃষকণ্ড, মৃগকেতু, উত্তর, নিদাঘ, মস্থণ, ভৎ´স্য, কেবল, শাণ্ডিল্য, দানব ও দেবজাতি—এই সকল কশ্যপ-গোত্রায় ঋষিগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—অসিত, দেবল ও মহাতপা কশ্যপ। মৎ-১৯৯।

ভর্তৃযজ্ঞ—জনৈক ঋষি। তিনি আনর্ত্তাধিপতি অশ্বসেনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধলক্ষণ, শ্রাদ্ধোৎপত্তি, শ্রাদ্ধ-নিয়ম,শ্রাদ্ধার্হপদার্থ, শ্রাদ্ধাদিবস্তু পরিগণন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২১৫—২২৬। এতদ্ভিন্ন ভর্তৃযজ্ঞ নরপতি অশ্বসেনকে শিবরাত্রির উৎপত্তি ও তাহার মাহাত্ম্য, তুলাপুরুষদান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ও কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২৬৬-২৬৮।

ভর্ম্ম্যাশ্ব—অজমীঢ় বংশীয় অর্কের পুত্র। ভর্ম্ম্যাশ্বের তনয় মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব,কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-২১।

ভলন্দন—(১) অত্রিবংশীয় উর্ণনাভি, বীজবাপী, ভলন্দন প্রভৃতি ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী। যথা—অত্রি গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি। মৎ-১৯৭। বীজবাপী দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নাভাগারিষ্টের পুত্র ভলন্দন, তৎপুত্র প্রাংশু। বায়ু-৮৬। প্রাংশু ও নাভাগ দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নাভাগের পুত্র ভলন্দন। তৎপুত্র বৎসপ্রীতি, প্রাংশু ও খনিত্র। গরু-পূ-১৪২। খনিনেত্র দেখ। (৪) কান্যকুব্জ দেশে ভলন্দন নৃপতির যজ্ঞকুণ্ডসম্ভূতা জাতিস্মরা এক সুন্দরী কন্যা জন্মে। সেই কন্যা পূর্ব্ব-জন্মে সুচন্দ্র রাজার মহিষী ছিল। গর্গ-গো-৮। সুচন্দ্র দেখ। প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়-কালে ভলন্দনের নিকট হইতে কর আদায় করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৮। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রী তৎপুত্র প্রাংশু। বিষ্ণু-৪র্থ-১। ভাগবত (৯স্ক-১ অঃ) মতে ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি। তৎপুত্র প্রাংশু।

ভল্লবী—যুগে যুগে অনেক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বরাহকল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে লাঙ্গলী নামক শিবাবতারের উশিজ, ভল্লবী, মধুপিঙ্গ ও শ্বেতকেতু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উ-১০। শিব দেখ।

ভল্লাট—(১) অজমীঢ়বংশীয় উদক্‌সেনের পুত্র ভল্লাট। তৎপুত্র জনমেজয়, বায়ু-৯৯ ; মৎ-৪৯। (২) দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট,তাঁহার পুত্র অতিদুর্ব্বুদ্ধি। হরি-হরি-২০। (৩) উদক্‌সেনের তনয় ভল্লাট তাঁহার পুত্র দ্বিমীঢ়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২১।

ভল্লুক—দক্ষ-কন্যা ক্রোধা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত মৃগমন্দা নামক কন্যার গর্ভে ভল্লুক জন্ম গ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৬।

ভস্মকারী—বলি দৈত্যের অন্যতম অনুচর। মৎ-২৪৫।

ভস্মভূত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। ঐ অধ্যায়ে মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্র নামের তালিকা আছে।

ভাক্ষ—বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ।

ভাগ—প্রতর্দ্দনের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৯। প্রতর্দ্দন ও ভার্গ দেখ।

ভাগবিত্তায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ভাগবিত্তি—(১) যস্ক. বীতিহব্য, মথিত, দম, জৈবন্ত্যায়ণী, মৌঞ্জ, পিলি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি, কৌশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সৌর, তিথি, গার্গীয়, জাবালি, পৌষ্কায়নি ও গ্রামদ, ভৃগুবংশীয় এই সকল গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর চারিটি, যথা - ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। মৎ-১৯৫। (২) কুথুমির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৭। কুথুমি দেখ।

ভাগবত—শুঙ্গবংশীয় পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু। তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বজ্রমিত্রের তনয় ভাগবত এবং ভাগবতের পুত্র দেবভূতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১। পুলিন্দ ও পুলিন্দক দেখ।

ভাগিল—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ভাগবিত্তি দেখ।

ভাগীরথী—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগীরথ স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত বিষ্ণু-পাদস্থিতা গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া, বংশবিদ্‌ব্যক্তিগণ গঙ্গার আর একটি নাম ভাগীরথী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু-৮৮। গঙ্গা ও ভগীরথ দেখ। ভাগীরথী প্রমুখ নদীগণ বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৯।

ভাগুরি—(১) তিনি প্রিয়ব্রতের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া স্তবমিত্রকে উহা দেন। স্তবমিত্র তাহা দধীচিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (২) বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত ভাগুরি তপস্যা করেন। বৃহৎশ্রবা দেখ।

ভাগ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫।

ভাঙ্গাসুরি—জনৈক রাজা। তিনি ব্রহ্মসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ভাজ—সাত্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র। ভাজের দুই ভার্য্যার গর্ভে নেমি, কৃকণ ও বৃষ্ণি জন্মলাভ করেন। পদ্ম-সৃ-১৩। ভজমান ও কৃকণ দেখ।

ভাজকগণ—ভজমান হইতে ভাজকগণ উৎপন্ন হন। ভজমান দেখ।

ভাণ্ডায়ণী—জনৈক ঋষি। তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রের সভায় থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭।

ভাণ্ডার—জনৈক ঋষি। তিনি ভরদ্বাজপ্রমুখ বহু ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে দেবপুরে গমন করেন। সৌর-৫০।

ভাণ্ডারা—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-১৫

ভাণ্ডিল ধর্ম্মারণ্যবাসী বিপ্রগণ ভরদ্বাজ, বৎস, ভাণ্ডিল প্রভৃতি চব্বিশটি গোত্রে বিভক্ত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভরদ্বাজ দেখ।

ভাতি—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। রাম ঐ সমুদয় নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-২৫।

ভদ্রবাহু—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী পৌরবীর গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। পৌরবী ও দুর্ম্মদ দেখ।

ভানু—(১) দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে ভানু প্রভৃতি দশজন ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। ভানুর গর্ভে ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভে ভানু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু নামে এক কন্যাও জন্মে। বায়ু-৯৬। চক্র ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) দ্বাদশজন সাধ্যদেবের অন্যতম। সাধ্যগণ দেখ। (৪) জনৈক যাদব। তাঁহার কন্যা ভানুমতীকে নিকুম্ভ দৈত্য হরণ করে। নিকুম্ভ দেখ। (৫) ভানু সূর্য্যের অপর নাম। সূর্য্য দেখ। (৬) ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে দেবতাদের সুতপা, অমিতাভ ও সুখ নামে তিনটী গণ থাকিবে। তন্মধ্যে ভানু সুতপাগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় ভানু প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। শিশুপালের কতিপয় সেনাপতির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তৎপরে প্রদ্যুম্ন কুরুরাজ্য আক্রমণ করিলে, ভানুর সহিত দ্রোণের যুদ্ধ হয়। হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র হরিশ্মশ্রুর সহিতও ভানুর যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-৪, ৮, ২০, ২৬, ৩৪, ৩৭। তিনি অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৬। (৮) পুরাবসু নামক এক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র।

পুরাবসু দেখ। (৯) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হি, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্ক, ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয় ও ভানু এই দশ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। কালি-৩৪। কশ্যপ, প্রধা ও অনুপা দেখ।(১০) প্রধার গর্ভে কশ্যপের সিদ্ধ, পূর্ণ, পূর্ণায়ু, বর্হি, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র এই কয় পুত্র জন্মে। মহভা-আদি-৬৫। (১১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৎসবৃদ্ধের পুত্র ব্যোম। তৎপুত্র ভানু। ভানুর তনয় দিবাকর। ভাগ-৯স্ক-১২। (১২) জনৈক গোপ। তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা ছিল এবং তাহার কন্যা রাধিকার সখী ছিল। পদ্ম-পাতা-৬৬। (১৩) পূর্ব্বকালে স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে দেখিয়া ভানুর (সূর্য্যের) ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়। সেই পাপে তাঁহার কুষ্ঠরোগ হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। (১৪) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ।

ভানুকম্প—শিবের একজন অনুচর। বীরভদ্র যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে যান, তখন তিনি বীরভদ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন। শিব-বায়ু-পূ-১৭।

ভানুগণ—দক্ষের কন্যা ভানুর গর্ভে ভানুগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভানু দেখ।

ভানুচন্দ্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুচন্দ্র। তৎপুত্র শ্রুতায়ু। মৎ-১২। লি-৬৬। তারাপীড় দেখ।

ভানুবিত্ত—রঘুবংশীয় চন্দ্রগিরির পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২১। চন্দ্রগিরি দেখ।

ভানুমতী—(১) ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক এক রাজার প্রধানা মহিষী। ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অসমঞ্জা নামক এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। সগর দেখ। (৩) ভানু নামক এক যাদবের কন্যা। নিকুম্ভ দৈত্য তাঁহাকে হরণ করে। কোনও সময়ে দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাপ দেন যে, তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইবেন। পরে তিনি ভানুমতীকে নিরপরাধা জানিয়া, নারদের পরামর্শে তাঁহাকে শোভন স্বামী প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বর দেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নের সাহায্য লইয়া ভানুমতীকে দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তৎপরে ভানুমতীর পিতা তাঁহাকে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের সহিত বিবাহ দেন। হরি-হরি-১৪৭। (৪) দক্ষের চতুর্দ্দশ কন্যার অন্যতমা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। শ্রীমহাভা-৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। ভানু ও দক্ষ দেখ। (৫) চেদিরাজ বীরসেনের কন্যা। তিনি বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইয়া সংযত-চিত্তে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ও বিবিধরূপে দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিরূপ পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক

পরিশেষে শূলভেদ তীর্থে তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-আবরেবা-৫৬-৫৮। (৬) ভানুর (সূর্য্যের) কন্যার নাম ভানুমতী। ভানু (১২) দেখ। (৭) বলভদ্রের কন্যা ভানুমতী দুর্য্যোধনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৭২। দুর্য্যোধন দেখ। (৮) ভানুমতী, বিশালা, বহুদা ও মনোরমা নামে চারি দক্ষ-কন্যা অরিষ্টনেমীর পত্নী ছিলেন। গরু-পূ-৬। অরিষ্টনেমী দেখ। (৯) তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিশ্বা, মহোদরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ ও ফেরবী, ইহারা তন্ত্রোক্ত তারাদেবীর মানবৌঘ-গুরু বলিয়া কথিত হন। তন্ত্রসার ৫২৯ পৃঃ। (১০) অহংজাতির পত্নী। মহাভা আদি-৯৫।

ভানুমান—(১) রাজর্ষি জনকের অপর নাম সীরধ্বজ। তাঁহার পুত্র ভানুমান। ভানুমানের তনয় সুদ্যুম্ন। বায়ু-৮৯। ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। জনক দেখ। (২) পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৬। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান। তৎপুত্র প্রতীকাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। বৃহদশ্ব দেখ। (৪) কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান। তৎপুত্র শতদ্যুম্ন। সীতার জনক সীরধ্বজ, নরপতি কেশীধ্বজের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৫) ভর্গের পুত্র ভানুমান। তৎসুত ত্রিভানু। ভর্গ (৭) দেখ। (৬) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভানুরথ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশী তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রপর্ব্বত। তৎপু ভানুরথ। ভানুরথের আত্মজ শ্রুতায়ু অগ্নি-২৭৩। ভানুচন্দ্র দেখ। (২ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র ভানুরথ তৎপুত্র প্রতীতাশ্ব। বায়ু-৯৯ ভানুমান দেখ। ভানুরথের পুত্র সুপ্রতীক। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভানুরথের পুত্র প্রতীব্য। প্রতীব্যের পুত্র প্রতীতক। তৎপুত্র মনুদেব। গরু-পূ-১৪৫

ভাব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণ ভাব নামে কথিত হইতেন। সৌর-৩৩।

ভাবন - (১) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে অজ, ভাবন প্রভৃতি দ্বাদশ জন ভার্গব-বংশীয় যাজ্ঞিক দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫। অজ দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

ভাবনা—ঔত্তমি মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৯।

ভাবভূতি—রুদ্র দেখ।

ভাবয়ব্য—সিন্ধুদেশ নিবাসী এক নৃপতি। কাক্ষীবান্ ঋষি এই ভাবয়ব্য নৃপতিকে উপলক্ষ করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ভাবয়ব্যের পত্নীর নাম লোমশা। ঋক্-১৷১২৬৷৭-৫।

ভাবশর্ম্মা—দক্ষিণাপথস্থ আমর্দ্দক নামক নগরে ভাবশর্ম্মা নামে এক অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিল। মরণান্তে ঐ ব্রাহ্মণ এক মহাতালতরুরূপে জন্মগ্রহণ করে। গীতার ৮ম অধ্যায় শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুক্তি হয়। পদ্ম-উত্ত-১৮২।

ভাবস্থায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৌষড়ি দেখ।

ভাব্য—(১) সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবাশ্বের পুত্র ভাব্য। তৎপুত্র প্রতীপাশ্ব। মৎ-২৭১। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণের আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল। ভাব্যগণে দ্বাদশজন দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। অর্থপতি ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) মগধরাজ বলির বংশে যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাব্য, তৎপুত্র লোমধি। ভাগ-১২স্ক-১।

ভাব্যা—সাধকবর্গের ভাবনীয়া, এইজন্য দেবী দুর্গার এক নাম ভাব্যা। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

ভামিনী—(১) তুনয় নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা অগস্ত্যের শাপে মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করিয়া করন্ধম পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী হন। তাঁহার গর্ভে মরুত্ত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১২৭। অবীক্ষিত দেখ। (২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) দ্রাবিড় দেশীয় এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া পত্নী ভামিনী মরণান্তে আনর্ত্তদেশে দেবরথ নামক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮, ১৯। শারদা দেখ।

ভারত—পুরাকালে কিম্পুরুষবর্ষে ভারত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বৎস। বরা-৪২।

ভারতী—(১) সরস্বতীর এক নাম। (২) স্বর্গের জনৈকা নর্ত্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩। (৩) কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি অগ্নির স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে অগ্নি, আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবক! হোত্রা, ভারতী ও বরণীয়া ধীষণাকে আনয়ন কর। ঋক্-১।২২।১০।

ভারদ্বাজ—(১) একজন ঋষিক। বৃহদুক্থ দেখ। (২) বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য সূত। তিনি ষড়ভাগেবিভক্ত করিয়া পুরাণব্যাখ্যা করেন। কশ্যপ, সুমতি, অকৃতব্রণ, ভারদ্বাজ, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, সাবর্ণি, সোমদত্ত ও সুশর্ম্মা, ইহারা পুরাণ বিষয়ে সূতের দৃঢ়ব্রত শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। অকৃতব্রণ দেখ। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৭১। ভরদ্বাজ দেখ। (৪) অঙ্গিরাবংশীয় দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৫। ইযুমন্ত দেখ। (৫) যুগক্ষয়নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে ভারদ্বাজ মুনি শত্রুঞ্জয়

নৃপতিকে অনেক উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-১৪০।

ভারদ্বাজি—ভৃগু বংশীয় একজন ঋষি। বৌষড়ি দেখ।

ভারভূতি—তন্ত্রোক্ত স্বরবর্ণের ষোড়শমূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার-৩০৭পৃঃ।

ভার্গ—বৈনহোত্রের পুত্র ভার্গ; তৎপুত্র ভার্গভূমি। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। ভর্গ ও বৈনহোত্র দেখ।

ভার্গব—(১) ভৃগুমুনির পুত্র ও বংশধরগণ সকলেই ভার্গব নামে খ্যাত। (২) তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যাস হইবেন। তখন মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত হইবেন। বায়ু-২৩। বেদব্যাস ও শিব দেখ। (৩) নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাব হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার তখন পরাশর, গর্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে চারি পুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা-২৩। (৪) ভার্গব স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ। (৫) সপ্ত পিতৃলোকগণের অন্যতম ভার্গব। বায়ু-৬৫। (৬) জমদগ্নি-সুত ভার্গব ভাবি মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০০। (৭) ভার্গবমুনি শ্বেত-বরাহকল্পে ব্রহ্মার এক যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। বায়ু ১০৬। (৮) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-২৯। (৯) ধর্ম্মারণ্যবাসী মাণ্ডব্য-গোত্রীয় বিপ্রগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, আপ্নুবান ও ঔর্ব্ব, এই পাঁচটি প্রবর; বাৎস্য গোত্রীয়দের ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য, এই পাঁচটি; শৌনক-গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, শৌনহোত্র ও গার্ৎস্যপ্রমদ এই সকল প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

ভার্গভূমি—ভর্গ দেখ।

ভালুকি—(১) জনৈক মুনি। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৭। (২) মহর্ষি লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য। লাঙ্গলি দেখ।

ভাল্লবী—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক ব্রহ্মবাদী ঋষির পিতা। ছান্দো-৫ম অঃ-১১শ খ।

ভাস—ভাসী দেখ।

ভাসকর্ণ—রাক্ষসরাজ সুমালীর অন্যতম পুত্র। লঙ্কা সমরে তিনি হনুমান-হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দরা ৪৫, উত্তরা-৫।

ভাসকৃৎ—সাবর্ণি (ভবিষ্যৎ) মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ।

ভাসী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রার গর্ভে ভাসী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাসী হইতে ভাসগণ জন্মলাভ করে। রামা-আর-১৪। মহাভা-আদি-৬৬। (২) কশ্যপ-পত্নী ভাসীর গর্ভে কুরর সকল জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৩) দক্ষের কন্যা তাম্রার গর্ভে ভাসী,

ক্রোঞ্চী প্রভৃতি ছয় কন্যা জন্মে। ভাসী গরুড়ের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভাসীর গর্ভে গরুড়ের ভাস, উলুক, কাক, কুক্কুট, ময়ূর, কলবিঙ্ক, কপোত, লাব ও তিত্তির নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৬৯। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা প্রধার গর্ভে ভাসী প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা দেখ। (৫) মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা মহাশক্তিদিগের অন্যতমা। মহাশক্তি, তাম্রা ও দক্ষ দেখ। (৬) অন্ধকবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী। তাহার গর্ভে বসুদেবাদি দশপুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। শূর দেখ।

ভাস্কর—(১) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ। (২) ব্রহ্ম-পুত্র প্রজাপতি দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা। তিনি ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ-সাধক বলিয়া ভাস্কর নামে কথিত হন। বায়ু-। (৩) জনৈক মহর্ষি। তিনি শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৪) প্রজাপতি ব্রহ্মা, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-অনু-১৪৯। (৬) দ্বাদশ জন আদিত্যের অন্যতম। মহাভা-অনু-১৫০ আদিত্য দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

ভাস্বর—অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫ রুদ্র দেখ।

ভাস্বান—(১) ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে ভাস্বান উৎপন্ন হন, ভাস্বান হইতে মনু জন্মলাভ করেন। বাম-৪৭। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ভিগীবসু—বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের অন্যতম। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ভিন্নবর্ণা—গোলকে অবস্থিতা অন্যতমা গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

ভিন্নবিষয়া—সীতা দেখ।

ভিন্নসংস্থান—সীতা দেখ।

ভিষক্—(১) একজন বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। তিনি ওষধি দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৯৭। ঐ সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। উহার শেষ অংশে অনেকগুলি রোগ ও তাহাদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ঐ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। (২) ভজমান বংশীয় হৃদিকের তনয় শতধন্বার চারি পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩৮। অধিদান্ত দেখ। (৩) ভজমান বংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

ভীম—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মমাত্রই, "বলবীর্য্য

সম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন",এই দৈববাণী হয়। সদ্যঃপ্রসূত ভীম এক সময়ে মাতৃক্রোড়ে সুপ্ত ছিলেন, এমন সময়ে কুন্তী দেবী ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীতা হইয়া অঙ্কস্থিত ভীমকে বিস্মৃত হইয়াই পলায়নের চেষ্টায় উত্থিত হইলেন। তাহাতে ভীম মাতৃক্রোড়চ্যুত হইয়া পর্ব্বতোপরি পতিত হন। ভীমের বজ্রসম শরীরের আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়। ভীম বাল্যাবধিই অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একাকীই দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে নিগৃহিত করিতেন। এই কারণে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগের অতি অপ্রিয় ছিলেন। একদা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা সকলে ক্রীড়াকৌতুক করিবার জন্য গঙ্গা-তীরবর্ত্তী এক উদ্যানে গমন করেন। সেইখানে দুর্য্যোধন পরম মিত্রের ন্যায় মিষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভীমকে আহার করিতে দেন। সরল-হৃদয় ভীম ঐ বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জল ক্রীড়া করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়েন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে লতাদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করেন। ভীম জলমগ্ন হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় জলমধ্যস্থ নাগভবনে উপস্থিত হইয়া নাগকুমারদিগের গাত্রোপরি পতিত হন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগকুমারগণ ভীমকে দংশন করিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপে নাগ-দষ্ট হওয়াতে তাঁহার দেহের মধ্যস্থিত বিষের তেজ লুপ্ত হইয়া গেল। তখন ভীম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন ভীত হইয়া নাগকুমারগণ নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করে। বাসুকী আগমন করিয়া ভীমকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে ভীম বলিয়া জানিতে পারিয়া, পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ভীম নাগ-গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অমৃত পান করিয়া, আট দিবস তথায় নিদ্রাভিভূত রহিলেন। তৎপরে জাগরিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃগণ সকাশে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীমকে বধ করিবার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইলে,দুর্য্যোধন অস্ত্রপরীক্ষা প্রদানচ্ছলে গদাযুদ্ধ দ্বারা ভীমকে বধ করিবার চেষ্টা পান কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হন নাই। বারণাবতস্থ জতুগৃহ হইতে পলায়নকালে ভীম মাতাকে স্কন্ধ দেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড় দেশে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সকলে এক সরোবরের তীরে উপনীত হন। সেই সরোবর-তীরে এক বিশাল বট-বৃক্ষে হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষসও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী বাস করিত। যখন কুন্তী ও অন্যান্য চারি পাণ্ডব ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে-

ছিলেন, তখন ভীম অপ্রমত্ত ভাবে জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষ করিতেছিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী মানুষীর রূপ ধারণ করিয়া ভীমের নিকট আগমন করে এবং তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। ভীম তাঁহার প্রার্থনায় হিড়িম্ব-রাক্ষসকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একচক্রা নামক নগরে বাসকালে ভীম বক নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রাবাসীদিগের ভয় দূর করেন। (বক দেখ)। ঐ একচক্রা গ্রামেই অবস্থানকালে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বিবরণ শুনিয়া তথায় গমন করেন। মহাভা-আদি ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৪৪—১৫৫, ১৫৭—১৬৪। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের পুরীতে গমন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলে, ভীম পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া পুলিন্দ নগরাধিপতি সুকুমার, চেদিরাজ শিশুপাল, কুমার রাজ্যাধিপতি শ্রেণীমান, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, অযোধ্যাধিপতি দীর্ঘযজ্ঞ, কাশিরাজ সুবাহু, প্রভৃতি বহু নরপতির নিকট হইতে করগ্রহণ করেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে অভিযান করিয়া বিদেহ, গিরিব্রজ, মোদাগিরি, প্রভৃতি দেশাধিপতিদিগকে এবং শক, বর্ব্বর, সমুদ্রকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকেও স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। রাজসূয় যজ্ঞান্তে শকুনির সহিত দ্যুত ক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইবার পর, যখন দুর্য্যোধন উরু প্রদর্শন করিয়া দ্রৌপদীর অবমাননা করেন,তখন ভীম সেই সভামধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেন যে,তিনি দুর্য্যোধনের সেই উরু ভঙ্গ করিয়া প্রতিশোধ লইবেন। রাজ্যসম্পদ হারাইয়া বনে গমনকালে দুঃশাসন ভীমকে নানারূপে বিদ্রূপ করেন, তাহাতে ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। মহাভা-সভা-২০, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৬৯, ৭৫। পাণ্ডবেরা যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন, তখন ভীম-হস্তে নিহত বক রাক্ষসের ভ্রাতা কিম্মীর রাক্ষস, ভ্রাতার নিধনের প্রতিশোধ লইবার জন্য,ভীমকে আক্রমণ করে। তখন ভীম ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সেই রাক্ষসকে বধ করেন। সেই বনবাসকালে একবার একটি অতি রমণীয় সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বাতাসে উড়িয়া দ্রৌপদীর নিকট পতিত হয়। দ্রৌপদী ঐরূপ আরও কয়েকটী ফুল আনিয়া

দিবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করেন। দ্রৌপদীর অনুরোধে ঐরূপ ফুলের সন্ধানে ভীম যেদিক হইতে ঐ ফুলটি উড়িয়া আসিয়াছিল, সেইদিকে যাত্রা করিলেন। পথে বানররাজ হনুমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভীম হনুমানকে চিনিতেন না। তিনি তাঁহাকে সামান্য একজন বানর বিবেচনায় অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলেন। কিন্তু পরে সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অনুতপ্ত হন। ভীমের অনুরোধে হনুমান, যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। তাহার পর ভীম হনুমানের নিকট হইতে সেই সুগন্ধ পুষ্পের উৎপত্তি-স্থানের সংবাদ পাইয়া, সেই দিকে যাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সেই পুষ্পের উৎপত্তির স্থান কুবেরের উদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন সেই বাগানের ফুল চয়ন করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর উদ্যান রক্ষকেরা তাঁহাকে নিষেধ করে। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করাতে, তাহারা কুবেরের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ভীম যখন কুবেরালয়ে ছিলেন, তখন ভীমতনয় ঘটোৎকচ যুধিষ্ঠিরাদিকে তথায় লইয়া যান। তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলে জটাসুর নামক এক রাক্ষস দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ভীম জটাসুরকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন। ঐ কাম্যক-বনে অবস্থান কালেই একবার পাণ্ডবেরা সকলে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশ্রবণের পুরীতে উপস্থিত হন। সেখানেও অনেক যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভীমের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে ভীম একবার এক ভীষণ অজগর সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আয়ু-পুত্র নহুষ ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করার জন্যই অগস্ত্যের শাপে অজগর সর্প-রূপ ধারণ করিয়া, ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ভীম অশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ সর্প-রূপী নহুষের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। পরে যুধিষ্ঠির সেই সর্পরূপী নহুষের বিবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া ভ্রাতার উদ্ধার সাধন করেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া হরণ করিতে গেলে, ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন। ভীম কেবল যুধিষ্ঠিরের আদেশেই জয়দ্রথকে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দেন। ভীম একবার যক্ষ-অধিকৃত সরোবরে জল আনয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি যক্ষের আদেশ উপেক্ষা করিয়া, জলে অবতরণ করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। পরে যুধিষ্ঠির যক্ষের সমুদয় প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। অজ্ঞাতবাসের কাল

পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজের ভবনে ছদ্মবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভীম বল্লব নাম গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট রাজের অধীনে পাচকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিরাট রাজভবনে অবস্থান কালে বিরাটের সেনাপতি কীচক দ্রৌপদির প্রতি নানারূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল। দ্রৌপদী উপায়ান্তর না দেখিয়া ভীমকে সংবাদ দেন। ভীম তখন কীচককে বধ করিয়া দ্রৌপদীকে নির্ভয় করেন। সেনাপতি কীচক নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া, ত্রিগর্ত্ত-রাজ সুশর্ম্মা বিরাটের গো-ধন হরণ করিয়া লইয়া যান। বিরাট বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া সুশর্ম্মার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। তখন ভীম অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত বিরাটের উদ্ধার সাধনের জন্য গমন করেন এবং সসৈন্য সুশর্ম্মাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুর্য্যোধনও যখন গন্ধর্ব্বগণের সাহায্য লইয়া বিরাটের গো-ধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান, তখনও ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করিবার জন্য সাহায্য করেন। মহাভা-বন-১১, ১৫৫—১৫৬, ১৭৮-১৮০; ২৬৬-২৭০; বিরাট-২, ৮, ১৯, ২২, ৩৩, ৫০-৬৯। কুরুক্ষেত্র সমর উপস্থিত হইলে ভীম অন্যতম সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিয়া বহু কৌরব সৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন তিনি দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। মহাভা-ভীষ্ম-২৬, ১৯৯; কর্ণ-৫২, ৭৮, ৮৪; শল্য ৫৯। কুরুক্ষেত্র সমরান্তে সকলে হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা দিবার ছলে ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মনোভিপ্রায় অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এক লৌহময় ভীমমূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়া রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ লৌহময় ভীমমূর্ত্তিই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দেওয়াইলেন। ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে যাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থান কালে ভীম অর্জ্জুনের পর যখন পতিত হইলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতে এবং আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই জন্য তোমার পতন হইল।" মহাভা-স্ত্রী-১১-১৬; মহাপ্রস্থান-২। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের সুতসোম নামক পুত্র জন্মে। তিনি অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিহত হন। ভীমের উদরে বৃক নামে তীক্ষ্ণ হুতাশন বিরাজিত ছিল, তজ্জন্য

তাঁহার এক নাম হয় বৃকোদর। মৎ-৬৯। কাশিরাজ নন্দিনীর গর্ভে ভীমের সর্ব্ববৃক নামে এক পুত্র হয়। বায়ু-৯৯। দ্বাপরে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে অন্যান্য দেবতারাও নানারূপে মনুষ্য দেহে জন্মগ্রহণ করেন। পবনদেব তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডুনন্দন ভীমরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গো-৫। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের শ্রুতসেন নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২১। ভীমরথী দেখ।(২)মগধের জরাসন্ধবংশীয় রুচির পুত্র ভীম। তৎপুত্র তরিতায়ু। মৎ-৫০।(৩) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৪)পুরূরবার পুত্র অমাবসু। তাঁহার দুই তনয়—ভীম ও নগ্নজিৎ। ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভা। হরি-হরি-২৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বায়ু-৯১। গরু-পূ-১৪৩। (৫) যদুবংশীয় মাধবের পুত্র সত্বত; তৎপুত্র ভীম। এই ভীম দাশরথি রামের সমসাময়িক ছিলেন। ভীম হইতে তদ্বংশীয়গণ ভৈম নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-৯৪। (৬) জনৈক রাক্ষসরাজ। কর্কট রাক্ষসের কন্যা কর্কটির গর্ভে রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া দেবতা ও মনুষ্যদিগের উপর অশেষবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় শিব তাহাকে বধ করিয়া দেবগণকে নিঃশঙ্ক করেন। শিব-জ্ঞান-৪৮। (৭) অসুরেন্দ্র নমুচীর অনুচর জনৈক রাক্ষস। সে প্রথম রসাতলে বাস করিত। বায়ু-৫০। (৮) ঊনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (৯) দক্ষ-কন্যা খসার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (১০) চেদিবংশীয় দাশার্হের পুত্র ভীম, তৎপুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বিকৃতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বিকৃতি ও জীমূত দেখ। (১১) দক্ষ-কন্যা মুনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভীম, চিত্ররথ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি পঞ্চদশজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ, ধৃতরাষ্ট্র ও মুনি দেখ। (১২) পুরুবংশীয় ঈলিনের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। ঈলিন দেখ। (১৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম অংশ স্কন্দের সাহায্যার্থ পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচজন অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬। বাম-৫৭। অতিদাহন দেখ (১৪) পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিজয়। তৎপুত্র ভীম। ভীমের আত্মজ কাঞ্চন। ভাগ-৯স্ক-১৫। (১৫) ভীম নামে এক অতি দুষ্টচেতা বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণ শূদ্র ছিল। এক ব্রাহ্মণের দাসরূপে বাস করিবার সময়ে সে প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিত এবং সেই জল পানপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিত। ইহাতেই সে সর্ব্বপাপ

হইতে মুক্ত হইয়া মরণান্তে রাজহংসযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। পদ্ম-সর্গ-৬৪। পদ্ম-ব্রহ্ম-১৪। (১৬) জম্ভাসুরের অনুচর জনৈক দৈত্য। গন্ধ দেখ।

ভীমক—যদুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ।

ভীমকেশ—বৃহদ্রথ নামক রাক্ষস ভীমকেশ নামক নরপতির মহিষী কেশিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পদ্ম-ক্রি-৪।

ভীমচণ্ডী—পাশ ও মুদ্গর-হস্তা ভীমচণ্ডী দেবী কাশীতে ভীমেশ্বরের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক উত্তর-দ্বার রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭০।

ভীমজানু—জনৈক নরপতি তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮।

ভীমদংষ্ট্র—(১) মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম। তাঁহারা সকলেই মহাদেবের হস্তে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৪৯। কাল দেখ। (৩) মহিষাসুরের তনয় রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮।

ভীমনাথ—ত্রিপুর-তন্ত্রের পূজা প্রকরণে ভীমনাথের পূজা বিধেয়। কালি-৬৩।

ভীমনিকা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম কন্যা। হরি-হরি-১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ

ভীমবল—ভীমবেগ, ভীমবল, ভীমবিক্রম, ভীমশর, ভীমরথ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভীমবিক্রম—ভীমবল দেখ।

ভীমবেগ (১)অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ। (২) ভীমবল দেখ।

ভীমরথ—(১) কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। ভাগ-৯স্ক-১৭ (২) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ (৩) চৈদ্যবংশীয় বিকলের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ অগ্নি-২৭৫। (৪) চৈদ্যবংশীয় বংশকৃতির পুত্র ভীমরথ। তৎসুত নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫)তামস-মন্বন্তরে শিবি নামে এক ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভীমরথ নামে এক অসুর, তাঁহার বিশেষ শত্রু ছিল। বিষ্ণু সেই ভীমরথকে বধ করেন। গরু-পূ-৮৭। (৬) চৈদ্য বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র—(ক) মধুরথ। গরু-পূ-১৪৩। (খ) নবরথ। ভাগ-৯স্ক-২৪। পদ্ম-সৃ-১৩। (গ) রথবর। বায়ু-৯৫। (৭) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-১৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভীমরথী—স্কন্দ দেবসেনাপতি

পদে বৃত হইলে, ভীমরথী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ ভীম নামক স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ভীমশর— ভীমবল দেখ।

ভীমসেন—(১) পুরুবংশীয় দক্ষের পুত্র ভীমসেন,তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপের তন প্রতীপ। মৎ-৫০। প্রতীপ দেখ। (২) কুরুবংশীয় অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র জহ্নু। তৎসুত সুরথ, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। অগ্নি-২৭৮। (৩) পরীক্ষিতের পৌত্র সুরথ, তৎপুত্র ভীমসেন। বায়ু-৯৯। (৪) দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, তৎপুত্র ভীমসেন। তৎপুত্র দিলীপ। বায়ু-৯৯। (৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপ-পত্নী বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। কালিকা-৩৪। উগ্রসেন দেখ। (৬) পরীক্ষিতের চারিপুত্র—জনমেজয় শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। আবার পরীক্ষিতের বংশেই ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১। উগ্রসেন ও পরীক্ষিৎ দেখ। (৭) পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। তৎপুত্র ভীমসেন, শ্রুতসেন ও উগ্রসেন। মহাভা আদি-৩। (৮) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত ষোড়শ পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। মুনি দেখ। (৯) পরীক্ষিতের সাত পুত্রের অন্যতম। পরীক্ষিত দেখ। (১০) পরীক্ষিতের পত্নী সুযশার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী ও পুত্র প্রতিশ্রবা। মহাভা-আদি-৯৫।

ভীমা (১) অরুন্ধতী, ভীমা, প্রভৃতি দশ দক্ষ-কন্যা ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি মনুর পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-২১৮। অরুন্ধতী, দক্ষ ও মনু দেখ। (২) অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ ১৭৯। মাতৃকা দেখ। (৩) দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কালি-৩৪। অনবদ্যা দেখ। (৪) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তিগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২। (৬) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতমা। তন্ত্রসার-৫২৯ পৃঃ।

ভীমাক্ষ—মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। বরা-৯৪।

ভীমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ ভীমেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে নরগণের রাত্রিকালে, জলে ও অনলে ভীতির কারণ থাকে না। স্কন্দ-আব-অব-২৫ (২) ভীমেশ্বর তীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও উপবাসান্তর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিলে, জন্মার্জ্জিত সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৭৭। (৩) শ্বেতকেতু নামক নরপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। শ্বেতকেতু দেখ।

ভীরু—অন্যতম গুহ্যক মণিভদ্রের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

ভীষণ—(১) অন্ধক-বংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২) ভগবতীর অনুচর একজন নায়ক। কালি-৬৩। (৩) বক রাক্ষসের পুত্র। অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন অনিরুদ্ধের সহগামীদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-১৯, ২০। (৪) দৈত্য পতি বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-স্ব-৬। বাণ ও বিরোচন দেখ। (৫) দানবপতি ত্রিপুরের জনৈক সেনাপতি। শিবানুচর বিনায়কের হস্তে তিনি নিহত হন। পদ্ম-স্ব-৭৪।

ভীষণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা ষোড়শ গোপীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (২) সীতা দেখ।

ভীষণিকা—মাতৃকাগণ দেখ।

ভীষ্ম—(১) কুরুকুল-পিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন। দ্যু-নামক বসু, পত্নীর অনুরোধে বশিষ্ঠের সুরভী-ধেনু হরণ করিলে, বশিষ্ঠ বসু-গণকে, "মনুষ্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দেন। পরে বসুগণের কাতর প্রার্থনায় তিনি বলেন যে "দ্যু-নামক বসু ভিন্ন অপর সকলেই বৎসরান্তে শাপমুক্ত হইতে পারিবে। কেবল দ্যুকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য যাবজ্জীবন মনুষ্য-লোকে বাস করিতে হইবে।" বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বসুগণ গঙ্গার নিকট যাইয়া মুনির শাপ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বলেন "আপনি মনুষ্য-লোকে অবতীর্ণা হইয়া আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন এবং আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।" গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইয়া কৌশল করিয়া শান্তনু রাজার পত্নীত্ব লাভ করেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর প্রথম যে সাতটি পুত্র জন্মে, তাহারা জাত মাত্রেই গঙ্গা তাহাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করেন। শান্তনু গঙ্গার এই ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইলেও, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন বলিয়া, গঙ্গার এইরূপ কার্য্যে কোনও বাধা প্রদান করেন নাই। অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে গঙ্গা যখন তাহাকেও সলিলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শান্তনু গঙ্গাকে সেই নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন গঙ্গা সেই সদ্যোজাত শিশুকে শান্তনুর ক্রোড়ে দিয়া, তাঁহাকে বসুদিগের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ-প্রদান প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করেন। গঙ্গা-গর্ভজাত এই কনিষ্ঠ সন্তানই বশিষ্ঠ-শাপ-গ্রস্ত দ্যু। শান্তনু তাঁহার নাম রাখেন দেবব্রত এবং তিনি গঙ্গার পুত্র বলিয়া

স্নানের নামেও খ্যাত হন। কিয়ৎকাল পরে শান্তনু রাজা মৃগয়া ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দাশরাজের কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া, দাশরাজের নিকট তাঁহার পাণি প্রার্থনা করেন। দাশরাজ তদ্বিনিময়ে শান্তনুর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই শান্তনুর অবর্তমানে রাজ্যাধিকারী হইবে। শান্তনু তাহাতে সম্মত না হইয়া, অতি দুঃখিত চিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। দেবব্রত এই বিষয় জানিতে পারিয়া দাশরাজের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজ পিতার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিবার জন্য, দাশ-রাজকে অনুরোধ করেন। অধিকন্তু তিনি দাশরাজকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যাধিকারী হইবে। দাশরাজ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দেবব্রতকে বলেন যে, তাহাহইলেও ভবিষ্যতে সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনুর পুত্রদের সহিত, দেবব্রতের পুত্রদের বিবাদ হইতে পারে। তখন দেবব্রত বলিলেন যে, দাশরাজ যদি শান্তনুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন, তাহাহইলে তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন। দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দাশরাজ আনন্দে শান্তনুর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। দেব-ব্রতের ঐ অসাধারণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মহাভা-আদি-৯৭-১০০। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের হস্তে শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে, ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অভিভাবক স্থানীয় হইয়া রাজ-কার্য্য সমুদয় পরিচালনা করিতে থাকেন। কাশিরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন এই সংবাদ পাইয়া ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সমাগত অন্যান্য নরপতিগণকে সমরে পরাভূত করিয়া,কন্যাত্রয়কে হরণ করিয়া আনেন। ঐ কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বাকে শাম্বরাজের প্রতি অনুরাগিনী জানিতে পারিয়া, ভীষ্ম তাঁহাকে স্বেচ্ছারূপ কার্য্য করিতে অনুমতি দেন এবং অপর দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, সত্যবতী বারংবার ভীষ্মকে দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভীষ্ম কোনও মতে নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সত্যবতী ভীষ্মের অনুমতি লইয়া বেদব্যাসের দ্বারা

অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করান। তদনুসারে ভীষ্ম সমুদয় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ হয়েন। মহাভা-আদি—১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫,১০৬। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভীষ্মাদি আচার্য্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল ভীষ্মাদিকে কটুবাক্য বলেন এবং তাহার ফলে শিশুপাল কৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-সভা-৩৪,৩৫,৩৬,৪৪। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি প্রভূত স্নেহ থাকিলেও, ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াই কুরুক্ষেত্র সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি দুর্য্যোধনাদিকে পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য অনেক-বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন আদৌ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি সেনা-পতি-পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম দশদিন ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ঐ দশদিনে তিনি বহু পাণ্ডবসৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন। কিন্তু তথাপি দুর্য্যোধন তাঁহাকে অনুযোগ দেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ ভালরূপ যুদ্ধ করিতেছেন না। ভীষ্ম ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, পাণ্ডবের নিজ ভুজবলে অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। দুর্য্যোধন পক্ষীয় মহারথীগণ কেহই তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের রোষানল হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইলেও, দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন বলিয়া, বিন্দুমাত্র স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটী করেন নাই। ভীষ্মের হস্তে বহু সৈন্য ও অনেক মহারথী প্রত্যহ নিহত হইতে লাগিল দেখিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ না করিলে, পাণ্ডবদিগের জয় সুদূর-পরাহত তাহা বুঝিতে পারিয়া, কি উপায়ে ভীষ্মকে যুদ্ধে বিরত করান যায়, তদ্বিষয়ে ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-সমরে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, তথাপি, পাণ্ডবদিগের এই বিপদ দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলেও,

আমাদিগের হিতার্থে মন্ত্রণা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব চল সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি। তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন। আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব।" এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির অপর পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—"আপনি এ যাবৎ যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে যে, আপনি জীবিত থাকিতে আর আমাদের জয়াশা নাই। অতএব আমরা যাহাতে আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে আমাদের রাজ্য লাভ হয়,তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি জীবিত থাকিতে আমাদের যখন জয়াশা নাই, তখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলিয়া দিন।" তদুত্তরে ভীষ্ম বলিলেন—"আমি যখন অস্ত্রপাণি হইয়া যুদ্ধ করি, তখন দেবগণও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলেই তাঁহারা আমাকে জয় করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, যে পতিত হইয়াছে বা পলায়ন করিতেছে এবং যে ভীত, তাঁহাকে আমি প্রহার করি না। তদ্ভিন্ন স্ত্রীজাতী, স্ত্রীনাম্না, বিকলাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা এবং আমার শরণাগত ব্যক্তির সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে অভিরুচী করি না। আর পূর্ব্বে এরূপ সংকল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণোপেত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী-নামে যে মহারথ আছেন, উনি স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া আমাকে প্রহার করুন। শিখণ্ডী—অমঙ্গলধ্বজ, বিশেষতঃ স্ত্রী-পূর্ব্ব। অতএব উহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে পাতিত করুন।" ভীষ্ম এইরূপ কহিলে, পরদিবস যুদ্ধকালে অর্জ্জুন বাসুদেবের প্ররোচনায়, শিখণ্ডীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া, ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে পাছে শিখণ্ডীর অঙ্গে অস্ত্র পতিত হয়, সেই আশঙ্কায় ভীষ্ম অর্জ্জুনের আক্রমণেরও কোন প্রতীকার চেষ্টা করিলেন না। শিখণ্ডী ও অর্জ্জুন উভয়েই ভীষ্মকে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আহত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাঘাতে তাঁহার শরীরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও শূন্য রহিল না। এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত

অমোঘর হইয়া মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র সমরের দশম দিবসে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রস্থানীয়গণের সমক্ষে পূর্ব্ব-শিরাঃ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভীষ্মের পতন হইলে স্বর্গেও মর্ত্ত্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল এবং বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এইরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, ভূতলে পতিত হইয়াও ভূমিস্পর্শ করিলেন না, শর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। মহারথী ভীষ্ম পতনসময়ে সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সমুচিত সময়ের প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ দিব্য-প্রশ্ন হইল,—"নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়ণে প্রাণত্যাগ করিবেন?" এই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম, "আমি জীবিত আছি", এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। এইরূপে কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মানস-সর নিবাসী মহর্ষিগণও গঙ্গাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, হংসরূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করেন এবং প্রশ্ন করেন,—"কি নিমিত্ত মহারথ ভীষ্ম দক্ষিণায়ণে প্রাণত্যাগ করিবেন?" ভীষ্ম তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে দিবাকর যতদিন দক্ষিণায়ণে অবস্থান করিবেন, ততদিন আমি গমন করিব না; আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে, আমি সেই পুরাতন স্থানে উপস্থিত হইব। এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া রহিতেছি। আমার পিতা আমাকে স্বেচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি। নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া ভীষ্মদেব যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের পতন সংবাদ রাষ্ট্র হইলে কৌরব-বাহিনীতে হাহাকার এবং পাণ্ডব-বাহিনীতে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। উভয় সম্প্রদায়স্থ সেনাপতি ও সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ভীষ্মের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "হে ভূপালগণ, আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে। আমাকে উপাধান প্রদান কর।" ভূপতিগণ বহু মূল্যবান্ ও নানাবিধ উপাধান আহরণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "এ সকল উপাধান এই বীর-শয্যার উপযুক্ত নহে।" অনন্তর অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার মস্তক অবলম্বন

হইতেছে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।" ধনঞ্জয় "তথাস্তু" বলিয়া ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগে সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে, শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপাধান-স্বরূপ হইল। তখন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ধনঞ্জয়, তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ। যদি এইরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ দিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শর-শয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য।" অতঃপর সমাগত রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর। আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। আর তোমরা শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।" ভীষ্ম যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন শল্যোদ্ধারণ-কুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ শল্য উদ্ধারের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়গণের পরমা-গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? শর-শয্যাগত ভীষ্মের একরূপ ধর্ম্ম নয়। এক্ষণে আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। তুমি সৎকার-পূর্ব্বক ধনপ্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর।" সমাগত রাজগণ ভীষ্মের এই বাক্যে ও তাঁহার ধর্ম্মানুগত ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে পুনরায় ক্ষত্রিয় বীরগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়-কন্যাগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক ও শিল্পীগণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম অস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনায় সন্তাপিত হইয়াও বেদনা সংবরণপূর্ব্বক সমাগত ভূপতিবর্গের নিকট সুশীতল পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে নৃপতিগণকে কহিলেন, "আমি শর-শয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। কেবল চন্দ্র-সূর্য্যের পরিবর্ত্তন-কাল প্রতীক্ষায় জীবিত রহিয়াছি।" এই বলিয়া ভূপতিগণের নিন্দাপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।" ভীষ্মের এই কথা শুনিয়াই অর্জ্জুন

বিনীতভাবে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, "হে পার্থ, তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত হইয়াছে, মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে। আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি। তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় প্রদান কর।" অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজনপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্য-গন্ধ, দিব্য স্বাদু অতি শীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ভীষ্ম সেই অমৃত-তুল্য জলপান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অশেষরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বারংবার দুর্য্যোধনকে সেই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্যে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন না। পরদিবস কর্ণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকেও সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণ বিনীতভাবে তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ভীষ্ম বলিলেন, "যদি এই সুদারুণ বৈর-ভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুচিত সদাচারপরায়ণ হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সমাপন কর এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের সমুচিত লোক-সকল লাভ কর। আমি সত্য কহিতেছি যে সন্ধি করাইবার জন্য সাতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সফল-কাম হই নাই।" মহাভা-ভীষ্ম-৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১৯—১২৩। কুরুক্ষেত্র সমরে জয়লাভ করিয়াও বহু নিকট আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর কারণ হইয়া-ছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তজ্জন্য যুদ্ধ লব্ধ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা এবং বাসুদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি হিতাকাঙ্খীরা তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট সদুপদেশ লাভের জন্য প্রেরণ করেন। ভীষ্ম বাসুদেবের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনদনের জন্য শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই, তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। সেই সমুদয় উপদেশে যুধিষ্ঠিরের মনের গ্লানি দূর হয়। (মহাভা-শান্তি পর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব)। অনন্তর সূর্য্যের উত্তরায়ণ

আরম্ভ হইয়াছে জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির, আত্মীয়, স্বজন, যাজক, পুরোহিত ও অন্যান্য পৌরজনসহ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিকে দেখিয়া বলিলেন—"আমি এই আটান্নদিন শর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে শুভ মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে আমি নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মহামতি ভীষ্ম এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির ও সমাগত অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদিগকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক উপস্থিত সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগের জন্য যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় সুনীল আকাশ পথে উত্থিত হইল। ঐ সময়ে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুন্দুভি-ধ্বনী ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনু-নন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই সেই পিতামহ ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশী সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল। মহাভা-অনু-৬৭, ৬৮। (২) পূর্ব্বে মহাভাগ ভীষ্ম গঙ্গাদ্বারে নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক বিশেষ তপস্যায় নিরত ছিলেন। ভীষ্মকে ঐরূপ তপস্যায় রত দেখিয়া ব্রহ্মা পুলস্ত্যকে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে বলিলেন এবং কি জন্য ভীষ্ম ঐরূপ তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ দিলেন। পুলস্ত্য তাহা করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের কারণ ও তদানুসঙ্গিক বহু প্রশ্ন করেন। পুলস্ত্য তাহার যে উত্তর দেন তাহাই পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। পদ্ম-সৃ-২। (৩) যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম কতগুলি নরক আছে এবং জীবগণ কোন্ কোন্ পাপ করিয়াই বা ঐ সকল নরকে গমন করে, সেই সমুদয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-নাগ-২২৬

ভীষ্মক—(১) যদুবংশীয় একজন নরপতি। তাহার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভীষ্মক যদুকুল-সম্ভব হইলেও তিনি জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। ভোজকট পুরাধিপতি মহাবীর ভীষ্মকের সহিত অন্যতম পাণ্ডব সহদেবের যুদ্ধ হয় এবং ভীষ্মক সহদেবের নিকট পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য কর

প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৬৭। সভা-৪, ১৩, ৩০। (২) ভীমক বিদর্ভ দেশাধিপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। গর্গ-দ্বা-৪। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৩) ভীমক কুণ্ডিণাধিপতি ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১২। বিষ্ণু-৫ম-২৬। ভীমকের মহিষীর নাম মহাদেবী। স্কন্দ-আব-রেবা-১৪২।

ভুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

ভুক্ত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ঊর্দ্ধগ ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভুজকেশ—অন্যতম রুদ্র। তাঁহার হস্তে শূল ও নরকপাল অবস্থিত। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

ভুজাতপুর—কশ্যপ-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ভর্গস্ত দেখ।

ভুজ্যু—ঋগ্বেদোক্ত তুগ্রনামক রাজর্ষি পুত্র। (তুগ্র দেখ)। অশ্বিদ্বয় তিনখানি শীঘ্রগামী শত-চক্র-বিশিষ্ট ষড় অশ্ব-যুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলেন। সেই রথ তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জল-শূন্য পারে চলিয়াছিল। ঋক্-১।১১৬।৪

ভুতি—যদুবংশীয় সাত্যকির পুত্র ভুতি। তৎপুত্র যুযুধান। বায়ু-৯৬।

ভুব—(১) ব্রহ্মার মানস-সঙ্কল্প জাত অন্যতম পুত্র। মৎ-১৭১। ব্রহ্মা-৩৭ ও ৪৪ দেখ। ভুব সৃষ্ট হইয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি করিব?" ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে নারায়ণ ও কপিল নামে ব্রহ্ম-স্বরূপ দুই সাংখ্যযোগাচার্য্যদিগের নিকট যাইয়া যোগাভ্যাস করিতে বলেন। ভুব তাহাই করিয়া কালান্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হন। মৎ-১৭১। (২) ভরতবংশীয় প্রতি হর্ত্তার পুত্র ভুব। ভুবের তনয় প্রস্তার। অগ্নি-১০৭। প্রতিহর্ত্তা দেখ। (৩) প্রতিহর্ত্তার পুত্র উন্নেতা উন্নেতার তনয় ভুব। ভুবের পুত্র উদগীথ, তৎপুত্র প্রস্তাবী। বায়ু-৩৩। উদগীথ দেখ। (৪) প্রতিহর্ত্তার পুত্র ভুব। ভুবের তনয় উদগীথ, তৎপুত্র প্রস্তাব। বিষ্ণু-২য়-১।

ভুবন—(১) ভৃগুর দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক পুত্রের অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় ও ভৃগু দেখ। (২) কশ্যপ হইতে সুরভীর গর্ভজাত একাদশ রুদ্রের অন্যতম। বায়ু-৬৬। একাদশ রুদ্র, অজৈকপাদ, অহি ও রুদ্র দেখ। (৩) জনৈক মহর্ষি। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় সর্ব্বদা যোগ দিতেন। মহাভা-অনু-২৬। (৪) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। (৫) গগন, বিশ্ব, বিমল, ভুবন, নীল, মদন, আত্মা ও প্রিয় ইহারা তন্ত্রোক্ত মানব গুরু। তাহার পরে গুরু, পরম-গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠি গুরু অথবা কেবল স্বগুরু, ইহারা কাদরাজ বিদ্যার এবং কাদরাজ ব্যতীত অন্য বিদ্যার গুরু। তন্ত্র-৩৪৫ পৃঃ। (৬) স্বায়ম্ভুব

একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেব দেবতার স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৫১।১-৫।

ভুবনপালা—ষোড়শ-মাতৃকার অন্যতমা ভুবনেশ্বরীর পূজার যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, অনঙ্গবেখা, শশিরেখা ও গগনরেখা, এই অষ্ট দেবতার পূজা বিধেয়। তন্ত্র-১৬৬ পৃঃ।

ভুবমন্যু—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ভুবমন্যুর চারি পুত্র—বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। তাঁহারা চারিজনই মহাভূতগণসহ উপমিত হন। মৎ-৪৯। ভরদ্বাজ ও ভরত দেখ।

ভুবনা—বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

ভুবনাধীশ্বর—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-উত্ত-৫। অহি, অজৈকপাদ, একাদশরুদ্র ও রুদ্র দেখ।

ভুবনেশ—প্রাচীন কালে ভুবনেশ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ বিষ্ণু অথবা অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করিতে পারিত না। সকলেই কেবল তাঁহারই আরাধনা-সূচক সঙ্গীত করিবে এই আদেশ তিনি দিয়াছিলেন। একবার তিনি হরিমিত্র নামক এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করেন। সেই পাপে তিনি মরণান্তে পেচক-যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পেচক-দেহ লাভ করিয়া তিনি খাদ্যাভাবে পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এই অবস্থায় যমরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং যমরাজের নিকট হইতে তিনি তাঁহার ঐ দুর্দ্দশার কারণ জানিতে পারেন। পরে হরিমিত্রের বরে তিনি উত্তম গানবিদ্যা লাভ করেন এবং নিয়ত বিষ্ণুমহিমা গান করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি জন্মান্তরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। অধ্যা-রামা-৬,৭। গানবন্ধু দেখ।

ভুবনেশ্বরী—(১) সর্ব্ব-দেবমাতা, পরমাশক্তি জগজ্জননীর এক নাম। তিনিই শিবানী, পার্ব্বতী, চণ্ডিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে বিবিধ অংশে অবতীর্ণা হইয়া পাপীর নিধন ও পুণ্যবানের উপকার করিয়া থাকেন। (২) দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। সতী ও মহাবিদ্যা দেখ।

ভুভুব—ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। ভুব নামক দ্বিতীয় পুত্র গত হইলে ব্রহ্মা ইহাকে সৃষ্টি করেন। তিনিও তাঁহার অগ্রজদের গতি প্রাপ্ত হন। মৎ-১৭১। ভুব ও ব্রহ্মা দেখ।

ভুভূর্ব — যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষোড়শ দিন উপবাস করিয়া সপ্তদশ-

দিবসে ভোজন করিয়া থাকেন তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ভুভূর্ব নামক দেবর্ষির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। মহাভা-অনু-১০৭।

ভুমন্যু—মহাত্মা ভুমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

ভুময়—যদুবংশীয় আহুকের অন্যতম পুত্র উগ্রসেন। তাঁহার ন্যগ্রোধ সুনামা, কঙ্কশঙ্কু (কঙ্কশঙ্কু), ভুময়, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধতুষ্ট ও সুপুষ্টিমান নামে কংসের অনুজ,কতিপয় পুত্র ছিল। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন ও কংস দেখ।

ভুশুণ্ডী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূকম্পণ—জালন্ধর দৈত্যের অনুচর ভীষণস্বর দৈত্য। তাঁহারদ্বারা আক্রান্ত হইলে লোক জ্বর-পীড়িত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

ভূত—প্রজাপতি দক্ষের একজন জামাতা। তিনি দক্ষের দুইজন কন্যাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। দক্ষ দেখ।

ভূতলোন্মথন—রাবণের এক পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯।

ভূতকেতু—নবম মনু দক্ষ-সাবর্ণির অন্যতম পুত্র। দক্ষ-সাবর্ণি দেখ।

ভূতগণ—(১) অবিমুক্ত দেশে পঞ্চায়তনে লোকযাত্রা প্রবৃত্তির জন্য মহাদেব উভয় সন্ধ্যায় ওঙ্কারস্থিত হরকে উপাসনা করিতে করিতে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ সহ নৃত্য করিতেন। লক্ষবর্ষ পরে নর্ত্তনপর মহাদেবের শরীর-ঘর্ম্ম হইতে প্রমথগণ ও ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। শিব-সনৎ-৪৪।

(২) ক্রুদ্ধচিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে ক্রোধাত্মা, মাংশাসী কপিশবর্ণ, উগ্র ভূতগণ সৃষ্ট হয়। পদ্ম-সৃ-৩। ব্রহ্মা-৯।

ভূতজ্যোতি—মনুবংশীয় সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি, তৎপুত্র বসু। বসুর তনয় প্রতীক। ভাগ-৯স্ক-২।

ভূতডামরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতনন্দ—মৌল নামে খ্যাত একাদশজন নরপতি অভৃতা নগরীতে রাজত্ব করার পর, তদ্বংশীয় ভূতনন্দ, বঙ্কিরি প্রভৃতি রাজগণ কিলকিলা নগরীতে রাজত্ব করেন। বঙ্কিরির পর তাঁহার ভ্রাতা শিশুনন্দী ও তৎপরে শিশুনন্দীর পুত্র প্রবীরক রাজত্ব করেন। ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজগণের বাহ্লীক নামে খ্যাত ত্রয়োদশ জন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের পর পুষ্পমিত্র রাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

ভূতনাভ - যক্ষগণ যখন বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আমপাত্রে পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন ভূতনাভ যক্ষ দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ।

ভূতনায়িকা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত অর্দ্ধনারীনর রূপধারী মূর্ত্তির নারী অংশের এক নাম। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ।

ভূতময়—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতময় প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫।

ভূতমাতা—(১) পর্ব্বত-দুহিতা শিবানীর এক নাম। সতী দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্রসার-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

ভূতমাতৃকা—প্রভাসক্ষেত্রে ভূতমাতৃকাদেবী অবস্থিতা। তিনি নবকোটীগণে পরিবৃতা, ভূতপ্রেতগণে সমাকুলা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা অর্চ্চিতা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতরজঃ—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদিগের একটি গণ। বিষ্ণু-৩য়-১ বায়ু-৬২। রৈবত মনু ও বৈকুণ্ঠ দেখ।

ভূতসন্তাপন—দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র। মৎ-৬ হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। হিরণ্যাক্ষ দেখ। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয়কালে তিনি শ্রীকৃষ্ণতনয় সংগ্রামজিতের হস্তে নিহত হন। তিনি পূর্ব্বজন্মে মন্দহাস নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব ৩৪, ৭২। পুরাবসু দেখ।

ভূতা—কশ্যপ-পত্নী ক্রোধার গর্ভজাত দ্বাদশজন কন্যার অন্যতম। বায়ু-৬৯। ক্রোধা ও পুলহ দেহ।

ভূতাংশ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১০৬।১-১১

ভূতানন্দা—দেবীমহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা জনৈক মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২। শক্তি দেখ।

ভূতি—(১) অঙ্গিরার পুত্র ভূতি অতি কোপন-স্বভাব ছিলেন। তিনি স্বল্প অপরাধেই লোককে গুরুতর তিরস্কার করিতেন ও শাপ দিতেন। তাঁহার ভয়ে বায়ু তাঁহার আশ্রমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেন। সূর্য্য তাঁহার আশ্রমে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে সাহস করিতেন না। বরুণদেব অতিরিক্ত বারি বর্ষণ করিয়া কর্দ্দম উৎপাদন করিতে বিরত থাকিতেন। চন্দ্রকিরণও অতি শীতল হইত না। ঋতুগণ পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রমবাটিকাস্থ বৃক্ষসমূহে সার্ব্বকালিক ফল উৎপাদন করিত। আশ্রম-সমীপ গামীজলও তাঁহার ভয়ে ইচ্ছানুসারে মুহূর্ত্তমধ্যে কমণ্ডলুগত হইত। তিনি কোনওরূপ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়াও, পুত্রকামনায় দীর্ঘকাল

কঠোর তপস্যা করেন কিন্তু কোনও ফল না পাইয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর এক সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা সুবর্চ্চার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। যাইবার কালে শান্তি নামক স্বীয় শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি যাবৎ ভ্রাতার যজ্ঞ হইতে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তুমি আমার অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবে এবং সেই অগ্নি যাহাতে কোনওক্রমে নির্ব্বাপিত না হয়, তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিবে।" ভূতির গমনের পর একদিন শান্তি যখন সমিধ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভূতি-পরিগ্রহ অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। শান্তি তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বিভাবসু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শান্তির প্রার্থনায় পুনঃ ভূতির অগ্নিকুণ্ডে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদ্ভিন্ন হুতাশন শান্তির প্রার্থনায় এই বরও দিলেন যে, অপুত্রক ভূতির বিশিষ্ট গুণশালী এক পুত্র জন্মিবে এবং তিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি স্নেহশীল হইবেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে ভূতি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ চিত্তভাবের পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া শিষ্যকে তাহার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদনন্তর শান্তি তাঁহাকে সমুদয় ঘটনা যথাযথ নিবেদন করিলেন। সেই ভূতির পুত্র জন্মিলে তিনি ভৌত্য নামে মনু হয়েন। মার্ক ৯৯, ১০০। (২) রুচি প্রজাপতির পুত্র। তিনি ভূতদেবীর গর্ভে জন্মেন এবং ভৌত্যমনু নামে প্রসিদ্ধ হন। শিব-জ্ঞান-৫৭। (৩) ভূতি দেবীর গর্ভে রুচি প্রজাপতির ভৌত্য নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম রৌচ্য। হরি-হরি-৭; বায়ু-১০০। (৪) জনৈকা দেবপত্নী। পদ্ম-সৃ-১৭। (৫) লক্ষ্মীর এক নাম। মহাভা-শান্তি-২২৫।(৬)বিশ্ব, বিশ্বভুক্, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভাসন, ভূতিদ, ভূতি ভূতিকৃৎ ও আরাধ্য ইহারা পিতৃগণ বলিয়া বিদিত। গরু-পূ-৮৯। পিতৃগণ দেখ। (৭) শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি,মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনা, উৎপাদিনী, মোহিনী, দিপনী, শোধনা, বশঙ্করী, রঞ্জনী ও প্রিয়দর্শনা, ইহারা ষোড়শ কামকলা নামে খ্যাত। এই ষোড়শ কামকলার পূর্ব্বে ষোড়শ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া পূজা করিবে। তন্ত্রসার—৯৫৮-পৃঃ। (৮) দ্বাদশজন সাধ্যদেব গণের অন্যতম। মৎ-১৭১। সাধ্য দেবগণ দেখ।

ভূতিকৃৎ—ভূতি (৭) দেখ।

ভূতিতীর্থ—সীতার লোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা ও মাতৃকাগণ দেখ।

ভূতিদ—ভূতি (৬) দেখ।

ভূতিনন্দ—মগধে বৃক-রাজগণের মধ্যে সদাচন্দ্র, চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনধর্ম্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ—ইঁহারা বৈদেশিক রাজা বলিয়া বিদিত। তাঁহারা যথাক্রমে বিদেশে রাজা হন। বায়ু-৯৯।

ভূতিমিত্র—শুঙ্গবংশীয়গণের পর কণ্ববংশীয়গণ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ বংশীয় প্রথম নরপতি দেবভূমি (অপর নাম নবকণ্ঠায়ন)। তিনি কতিপয় বর্ষ রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পুত্র ভূতিমিত্র চব্বিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর নারায়ণ বার বৎসর এবং সুশর্ম্মা দশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই চারিজন রাজা কণ্ঠায়ন দ্বিজ বলিয়া বিখ্যাত। সমষ্টিতে ইহাঁরা পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁদের নিকট সমস্ত রাজগণ বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপরে অন্ধ্র রাজগণ মগধের অধিপতি হন। বায়ু-৯৯।

ভূতীশ্বর—কাশীতে অবস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। ইনি সাধুগণের ভূতি বৃদ্ধি করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (২) রেবা তীর্থস্থ এক শিবলিঙ্গ। যে ব্যক্তি ঐ ভূতীশ্বর লিঙ্গের সমীপে বসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক অঙ্গগুণ্ঠণ করে, তাহার দেহে যে পরিমাণ বিভূতি কণা বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার শিবলোক বাস হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭৭।

ভূতেশ্বর—(১) মথুরায় দ্বার পালের নাম ভূতেশ্বর শিব। গর্গ-মথু-২৫। (২) অবন্তীক্ষেত্রস্থ ভূতেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিলে ও তাহার ভক্ত হইলে রুদ্রলোক লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-৩১। পদ্ম-পাতা-৪২।

ভূধর—(১) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২) প্রভাস-ক্ষেত্রে দেবীকাতটে ভূধর নামক দেব অবস্থিত। তিনি দন্তাগ্রে ভূ (পৃথিবী) উদ্ধার করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই ভূধর নামে বিখ্যাত। ইনি বেদপাদ, যূপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, স্রুচামুখ, অগ্নিজিহ্ব, দর্ভরোম ব্রহ্মশীর্ষ, মহাত্মা, অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণ, আজ্যনাম, স্রুবতুণ্ড, মহান সামঘোষস্বন, প্রাগ্বংশকায়, দ্যুতিমান, দীক্ষাবিরাজিত, দক্ষিণাহৃদয়, যোগী, মহাসত্ত্বময়, উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচক, প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণ নানাছন্দোগতিপথ, ব্রহ্মোক্তভূ ক্রমবিক্রম প্রভৃতি শব্দ প্রতিপাদ্য হইয়া যজ্ঞবরাহ রূপে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৭।

ভুবন-(১) দ্বাদশজন ভার্গব যাজ্ঞিক দেবতা। বায়ু-৬৫। অঙ্গ দেখ। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় ক্ষেমের পুত্র ভুবন চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মনেত্র পাঁচ বৎসর এবং ধর্ম্মনেত্রের পর তৎপুত্র সুব্রত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। ক্ষেম ও সুব্রত দেখ।

ভূপতি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১।

ভূমন্যু—(১) ভরদ্বাজের পুত্র ভূমন্যু। বায়ু-৯৯। ভুবমন্যু ও ভরদ্বাজ দেখ। ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী। পুষ্করিণী দেখ। (২) দুষ্মন্ত তনয় ভরতের পুত্র ভূমন্যু। ভূমন্যুর পত্নী বিজয়া ও পুত্র সুহোত্র। মহাভা-আদি-৯৫।

ভূমা—ভরতবংশীয় প্রতিহর্ত্তার অন্যতম পুত্র। ভূমার দুই পত্নী ছিল। প্রথমা পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্গীথ এবং দ্বিতীয় পত্নী দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

ভূমি—(১) বৃষ্ণিবংশীয় অসঙ্গের পুত্র ভূমি। তৎপুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধর-তেই বংশ সমাপ্ত হয়। হরি-হরি-৩৪। অসঙ্গ দেখ। (২) উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের পত্নী ভূমি। তাঁহার গর্ভে ধ্রুবের পুষ্টি (তুষ্টি-বায়ু-৬২) ও ভব নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা ৬৮। (৩) মহাদেবের শর্ব্ব নামক মূর্ত্তি ভূমি। ঐ ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী ও পুত্র অঙ্গারক। বায়ু-২৭। শিব দেখ। (৪) ধ্রুবের পত্নী ভূমির গর্ভে বৎসার জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্ন-মধ্য-১৩। (৫) প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরাধিপতি নরকাসুরের পিতার নাম ভূমি। গর্গ-গো-৬। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভূমি। গর্গ-বৃ-২৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) প্রদ্যুম্ন নন্দন অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, তখন ভূমি (পৃথিবী) দেবী তাহাকে যোগময়ী পাদুকাদ্বয় প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২।

ভূমিপাল—গণ নামক এক ক্রুদ্ধ স্বভাব দানবের অন্যতম পুত্র। তিনি দ্বাপরে ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভূমিত্র—(১) শুঙ্গ বংশীয় নরপতি দেবভূতির মন্ত্রী কণ্ব। কণ্বের পুত্র বসুদেব। তৎপুত্র ভূমিত্র। ভাগ-১২স্ক-১। বসুদেব (৪) দেখ। বিষ্ণু ৪র্থ-২৪। ভূমিমিত্র দেখ।

ভূমিমিত্র—শুঙ্গ বংশীয় দেবভূমির পুত্র। তৎপুত্র নারায়ণ। ভূমিমিত্র চৌদ্দবৎসর ও নারায়ণ বার বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

ভূমিরেতা—জালন্ধর দৈত্যের অনু-চর জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-উত্ত-১৮

ভূম্য—প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য যে ভূমিতে উৎপন্ন হন তাহার নাম ভূম্য। ব্রহ্মা-৭০। রৌচ্য মনু দেখ।

ভূয়সি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

ভূয়োমেধা—রৈবত মন্বন্তরে দেবতা-দিগের অমৃতাভ, ভূতরজা, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা এই চারিটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সুমেধা গণে ভূয়োমেধা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ

জন দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

ভূরি—(১) কুরুবংশীয় সোমদত্তের পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। সোমদত্ত দেখ। (২) কুরুবংশীয় বিবক্ষুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূরি। তৎপুত্র চিত্ররথ। মৎ-৫০। অধিসোমকৃষ্ণ দেখ। (৩) বেদব্যাস তনয় শুকদেবের এক পুত্র। দেবীভা-১স্ক-১৯। শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ। (৪) বৃষ্ণি বংশীয় গবেষের পুত্র ভূরি ও ভূরিন্দ্রেসেন। বায়ু-৯৬। (৫) সোম-দত্তের তনয় ভূরি; ভূরিশ্রবা ও শল। গরু-পূ-১৪৪। (৬) ভূরির পুত্র ভূরি-শ্রবা। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৭) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র ভূরি তৎপুত্র শুচী। গরু-পূ-১৪৫।

ভূরিতেজা—গণ নামক এক দৈত্যের পুত্র। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ভূরিদেব—সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-পাতা-৫৮। সুরথ দেখ। রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কালে শত্রুঘ্নের অনুচর বীরমণির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পাদ্ম-পাতা-২৯।

ভূরিদ্যুম্ন—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। বায়ু-১০০। ঋচীক দেখ। (২) দক্ষপুত্র সাবর্ণি (নবম) মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৯৪। অর্চ্চিষ্মান দেখ। (৩) ভূরিদ্যুম্ন নরপতি বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬। উত্তমৌজা, দক্ষ, মেরুসাবর্ণি ও মনু দেখ।

ভূরিশ্রবা—(১) কুরুবংশীয় সোম-দত্তের অন্যতম পুত্র। সোমদত্ত দেখ। (২) বেদব্যাস-তনয় শুকদেবের এক পুত্র। শুকদেব ও কৃষ্ণ (৫) দেখ। (৩) তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। তখন কৃতবর্ম্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-২০। (৪) কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সোমদত্ত-তনয় ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করেন ও সাত্যকী তাঁহাকে বধ করেন। মহাভা-স্ত্রী-২৪।

ভূরিশ্রুত—বেদব্যাস-তনয় শুক-দেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৭৩। ভূরি-শ্রবা এবং শুকদেব দেখ।

ভূরিশ্রেণ্য—ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। উত্তমৌজা ও মনু দেখ।

ভূরিষেণ—নরপতি শর্য্যাতির অন্য-তম পুত্র। শর্য্যাতি ও উত্তানবর্হি দেখ।

ভূরীন্দ্রসেন—যদুবংশীয় গবেষণের তনয়। মৎ-৪৭। গবেষণ দেখ।

ভূর্ভুব—(১) কাশীস্থিত ভূর্ভুব-লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ সুচিরকাল দিব্য উপভোগবস্তু ভোগ করত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোক

হইতেও উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৯। (২) দেবদেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পরিচিত। গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভূভূর্বলিঙ্গ রূপে পরিচিত। স্কন্দ-নাগ-১০৯। শিব দেখ।

ভূষণ—(১) দুন্দুভি, বিনায়ক, সূর্য্য, মহিষার্ক, ভূষণ, ঈশ্বর, দেবী চণ্ডিকা, রাক্ষস উর্দ্ধবাহু, ক্ষেত্রপাল পদ্মাক্ষ, নাগ অশ্বতর, গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদ, অপ্সরা উর্ব্বশী, বৃক্ষরাজ শাল ও ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর বাম্যদিক রক্ষা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭। (২) সুমনা নগরাধিপতি সাধ্যের পুত্র। পদ্ম-পাতা-৭১। সাধ্য দেখ

ভূষণা - দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ভূষণা ও সুমনা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ দেখ।

ভৃকুটেশ্বর—ভৃগুমুনি এই তীর্থে পুত্রকামী হইয়া শতবর্ষ তপস্যা করেন। এইখানে মহাদেব ভৃগুকে পুত্রবর প্রদান করেন। এইজন্য মহাদেব এই স্থানে ভৃকুটেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৮।

ভৃগু—(১) মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্যতম ছিলেন। 'ব্রহ্মার পুত্রগণ' দেখ। (২) মহর্ষি ভৃগুর বরে সগর-পত্নীদ্বয়ের গর্ভে একাধিক ষষ্টি-সহস্র পুত্র জন্মে। রামা-আদি-৩৮। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যগণ দেবগণ দ্বারা নিগৃহীত হইয়া ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয়। বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগু-পত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দেন, "তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং তথায় বহুবর্ষ তোমার পত্নীর সহিত বিয়োগ ঘটিবে।" ভৃগুর এই শাপ বশতঃই বিষ্ণু মনুষ্যলোকে দাশরথি রাম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পত্নী-বিয়োগ-বেদনা ভোগ করেন। রামা-উত্ত-৬৯। (৪) ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, ধৈর্য্যবান্, দধীচি, উর্ব্ব, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আর্ষ্টি-সেন, চ্যবন, পীতহব্য, বেধস, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস ও শৌনক, ইঁহারা ভৃগুবংশীয় মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বলিয়া বিদিত। মৎ-১৪৫। (৫) বংশীয় অরূপি, আশ্বায়নি, আর্ষ্টিসেন, কার্দ্দমায়নি ও গার্দ্দভি, এই সকল ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা— ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, আর্ষ্টিসেন ও অরূপি। একায়ন, কার্দ্দমায়নি, গৃৎসমদ, প্রত্যহ, মৎসগন্ধ, সনক শৌরি ও চৌক্ষি, এই সকল ভৃগুবংশীয় ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর দুইটি—ভৃগু ও গৃৎসমদ। মৎ-১৯৫। ভৃগুবংশীয় অন্যান্য গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নামের জন্য বৈগায়নি, বৈজভৃত ও ভার্গবিত্তি দেখ

(৬) ভৃগুমুনির শাপে বিষ্ণুকে সাতবার মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়। বিষ্ণুকর্তৃক ছিন্ন, স্বীয় পত্নীর মস্তক তাঁহার দেহে যোজনা করিয়া, ভৃগুমুনি স্বীয় তপস্যাবলে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। দেবীভা-৪স্ক-১২। মৎ-৪৭। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। অত্রি-নামা ও সপ্তর্ষি দেখ। (৮) ভৃগু দক্ষের অন্যতমা কন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেন। খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নামে এক কন্যা জন্মে। শ্রী নারায়ণের পত্নী হন। মার্ক-৫০, ৫২। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-২৯। সৌর-২৬। (৯) অথর্ব্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র ছিলেন। মৎ-৫১। (১০) ভৃগুপুত্র জ্যোতিষ্মান্, সুকৃতি, হবিষ্মান্, তপোধৃতি, নিরুৎসুক ও অতিবাহু, ইহাঁরা বিভিন্ন মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৭। (১১) বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু নামে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা-২৩। (১২) ভৃগুঋষি অথর্ব্বা নামেও পরিচিত। তাঁহার পুত্রের নাম অঙ্গিরা। ব্রহ্মা-৩০। (১৩) ভৃগুমুনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৩২। সপ্তর্ষি দেখ। (১৪) ভৃগু মন্ত্রবাদী ঋষিদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বীতহব্য দেখ। (১৫) ভৃগুমুনির পুলোমা নামে এক পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে চ্যবন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক-৮। (১৬) ভৃগুমুনির শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন। দেবীভা-৪স্ক-১২। শিব দেখ। (১৭) ভৃগু, শুম্ভ ও নিশুম্ভের যজ্ঞে পৌরহিত্য করেন। দেবীভা-৫স্ক-২১। (১৮) ভৃগু মুনি একবার যজ্ঞদ্বারা শিবপূজা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সৌর-৬৯। বিশেষ বিবরণ বৃহৎশ্রবা নামে দেখ (১৯) ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, কাক্ষীবান্, যবক্রীত, উশিজ, রৈভ্য, মেধাবী, পুনর্ব্বসু ও বন্দী, এই সমুদয় মুনিগণ পূর্ব্বদিকে বাস করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। (২০) ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু দক্ষ ও কর্দ্দম এই নয় জন ব্রহ্ম-পুত্র প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত। পদ্ম-উত্ত-২৩০। (২১) ভৃগু ও অন্যান্য ঋষিগণের জন্ম বিবরণের জন্য অঙ্গিরা (৫) দেখ। মহাভা-অনু-৮৫। মৎ-১৯৫। (২২) পুলোমার কন্যা ভৃগুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্মের পর পৌলমীর গর্ভে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণ জন্মলাভ করেন। চ্যবন ও আপ্নুবানও ভৃগুর পুত্র ছিলেন। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (২৩) ভৃগু আদি ব্রহ্মার নয়জন মানসপুত্র পুরাণে 'নব ব্রহ্মা' নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৩। বায়ু-

৯। (২৪) বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব ভৃগু নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩।(২৫) ভৃগু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৩০। সপ্তর্ষি দেখ। (২৬) ভৃগু শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বাগ্র ও বিশ্বাবসু দেখ। (২৭) ভৃগু একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দেখ। (২৮) বৈবস্বতমনুর অধিকার কালে ভৃগু দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬৪। মনু দেখ। (২৯) ভৃগু রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৭। সপ্তর্ষি দেখ। (৩০) ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র ঋচীক। কালিকা-৮২। (৩১) সারস্বত দধীচির নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া উহা ভৃগুকে দেন এবং ভৃগু উহা পুরুকুৎসকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৯। (৩২) পুলোমা নামক এক রাক্ষস ছিল। সে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লয়। রাক্ষস পুলোমা পূর্ব্বেই পুলোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সম্প্রদান করে। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তজ্জন্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে যে, প্রকৃত পক্ষে পুলোমার কাহার ভার্য্যা হওয়া উচিত। হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলেন যে, যদিও পুলোমার পিতা তাঁহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি রাক্ষস তাঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারই পত্নী হওয়া উচিত। অগ্নির এই কথা শুনিয়া পুলোমা রাক্ষস ভৃগু পত্নীকে হরণ করে। ভৃগু তাহা জানিতে পারিয়া, 'অগ্ন হইতে তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে', বলিয়া অগ্নিকে শাপ দেন। মহাভা-আদি-৫, ৬। (৩৩) ভৃগু মহাশিরাঃ, মৈত্রেয়, মৌঞ্জায়ন, মহাভাগ, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি মুনিগণ পাণ্ডবদিগের রাজ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (৩৪) ভৃগুমুনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা সভা-৭। (৩৫) ভৃগুমুনি ব্রহ্মার সভায়ও উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৩৬) ভৃগুমুনি পরম্পরায় মরীচির নিকট হইতে দণ্ডনীতি প্রাপ্ত হইয়া, উহা ঋষিগণকে প্রদান করেন এবং ঋষিগণ উহা সবিস্তারে লোকপালদিগকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২।(৩৭) পিতামহ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা পালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৩৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি,

হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা লয় প্রাপ্ত হইবে; প্রাণীসকলই বা কিরূপে সৃষ্ট হইল; এবং কিরূপেই বা উহাদের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্ণয় করা হইল; জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তেই বা উহারা কোথায় গমন করে; ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, এই সমুদয় বিষয় তাঁহাকে কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-১৮২-১৯২। (৩৯) অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই মূল গোত্র সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য গোত্র সকল কার্য্যদ্বারা সমুৎপন্ন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। (৪০) ভৃগু একবিংশতি জন প্রজাপতিগণের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (৪১) মহর্ষি ভৃগুর বরে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্য দেখ। (৪২) মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, তিনি ক্রোধে অপরাপর মুনিদিগকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সমবেত মুনিগণ শপথ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। ভৃগু বলিলেন—"যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন, ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।" মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ। (৪৩) মহর্ষি ভৃগুই অগস্ত্যকে, নহুষের যান বাহনকালে সুযোগ পাইলেই নহুষকে শাপ প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। মহাভা-অনু-৯৯। (৪৪) মহর্ষি অগস্ত্য যখন নহুষের শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তখন ভৃগু অগস্ত্যের জটা মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নহুষ বামপদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"রে দুরাচার যেহেতু তুই অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি, অতএব এই দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে পতিত হও।" মহাভা-অনু-১০০। নহুষ দেখ। (৪৫) কশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতেন। মহাভা-অনু-১৫০। (৪৬) ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি, যবক্রীত রৈভ্য, কাক্ষীবান্, উষিঙ্গ ও বর্হী, এই সকল সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণ পূর্ব্বদিকে বাস করেন। ইঁহাদের নাম ত্রি-সন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অনু-১৬৫। (৪৭) ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৩স্ক-১২। (৪৮) বরুণের পত্নী চর্ষণীর গর্ভে ভৃগু উৎপন্ন হন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৪৯) মহর্ষি ভৃগু দক্ষযজ্ঞে সুর-

সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাম-২। (৫০) পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রার্থনায় ভৃগুর যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। তজ্জন্য ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, বিষ্ণু কলুষীকৃত হইয়া দশবার জন্ম গ্রহণ করিবেন। পদ্ম-ভূমি-১২১। (৫১) ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু গুণযুক্ত ব্রহ্মসম দ্বিজ ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১২২। (৫২) বরুণ-নন্দন ভৃগু একবার স্বীয় পিতা বরুণদেবকে বুদ্ধি-শুদ্ধি-প্রদ পবিত্র উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং বরুণের উপদেশে গন্ধমাদনস্থ জটাতীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করেন এবং তাহার ফলেই বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সেই শুদ্ধি বলে তাঁহার অজ্ঞান-রাশি দূর হইয়া গেল এবং তাঁহার অদ্বৈত-বিজ্ঞান জন্মিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। (৫৩) বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণ-মানসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ঐ সকল যজ্ঞে ভৃগু হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৫৪) ভৃগু-কথিত ঔশনস পুরাণ ভবিষ্যৎ-মহাপুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১। (৫৫) ভৃগুমুনি পুত্রার্থী হইয়া ভৃকুটেশ্বর তীর্থে শতবর্ষ তপস্যা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৮। (৫৬) ব্রহ্মার ষষ্ঠ মানস পুত্র ভৃগু নিরাহার অবলম্বনপূর্ব্বক পাষাণের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ভৃগুতীর্থে তপস্যা করেন। গৌরী তাহা জানিতে পারিয়া শঙ্করকে তিরস্কার করিয়া বলেন—"আপনি কেন ঐ ব্রাহ্মণকে বর দিতেছেন না? লোকে আপনাকে যে উগ্রকর্ম্মা বলে, তাহা নিরর্থক নহে।" তাহাতে শঙ্কর বলেন—"এই ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব এবং ঐ জন্যই তপস্যায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইতেছে না। তিনি কিরূপ ক্রোধান্বিত ব্যক্তি তাহা আমি তোমাকে দেখাইব।' এই বলিয়া তিনি স্বীয় বাহন বৃষকে বলিলেন, "তুমি যাইয়া ভৃগুর ক্রোধ উৎপাদন কর।" বৃষ শঙ্করের আদেশে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তপস্যারত ভৃগুকে নর্ম্মদা-সলিলে নিক্ষেপ করিল। ভৃগুর ক্রোধানল তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি শিখা, যজ্ঞোপবীত, উত্তরীয় ও বসন সুসংবৃত করিয়া ব্রহ্ম-দণ্ডের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বৃষের বধসাধনার্থ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। বৃষ ভৃগুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়াসে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে, সাগর হইতে সাগরান্তরে ধাবিত হইতে লাগিল। ভৃগুও দণ্ড হস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। সপ্ত পাতাল, ভূর্লোকাদি লোক সমুদয়ে গমন করিয়া

বৃষ ভৃগুর হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু কেহই ভৃগুর রোষানল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া বৃষ শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। তাহা দেখিয়া শঙ্কর বৃষকে অভয় দিয়া ভৃগুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভৃগু মহাদেবের নিকট এই বর চাহিলেন—"আমার নামে এই সকল স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হউক এবং আপনি উমার সহিত এই স্থানে অবস্থান করুন।" স্কন্দ-আব-রেবা ১৮১। পদ্ম-স্বর্গ-৯। (৫৭) বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কুরাজাকে ধরাতলে আনয়ন করিবার জন্য যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে ভৃগু অচ্ছাবাক্ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-না-৫। (৫৮) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন তাহাতে ভৃগু অন্যতম হোতা ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (৫৯) ব্রহ্ম-পুত্র ভৃগু স্কন্দের নিকট হইতে স্কন্দপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। অঙ্গিরা তাহা চ্যবনকে দেন। চ্যবন হইতে ঋচীক তাহা প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-৪৪। (৬০) পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পুলোমা নামক এক রাক্ষস ভৃগুর পত্নীকে হরণ করে। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ঐ রাক্ষসের নাম দমন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পদ্ম-পাতা-৬।

ভৃগুগণ—বৈবস্বত মনুর সপ্তম পর্য্যায়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, ভৃগুগণ, ও অঙ্গিরাগণ, এই আটটি দেবগণ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা-৭১।

ভৃগুদাস—মার্গপথ, গ্রাম্যায়ণি, কটায়নী. আপস্তম্বি, বিম্বি, নৈকশি কপি ও ভৃগুদাস, এই সকল ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষের প্রবর পাঁচটি, যথা আর্ষ্টিষেণ, গার্দ্দভি, অরূপি, কার্দ্দমায়নি ও আশ্বায়নি। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর অবিবাহ্য। মৎ-১৯৫

ভৃগুনন্দন—দন্ত, কান্ব, উশনা ও ভৃগুনন্দন, ইঁহারা শৈলরাজ তনয়া উমার পুত্র। বায়ু-৭২।

ভৃগ্বীশ—অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রসার ৩০৯ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

ভৃঙ্গি—মহাদেবের প্রিয় অনুচর ও গণাধিপ। অন্ধকাসুরই মহাদেবের বরে ভৃঙ্গিনামে তাঁহার অনুচর হন। বাম-৭০। সৌর-২৯। ভৃঙ্গি, নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণ শিবেরই আত্মীয় এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া শিবসকাশে সতত অবস্থান করেন। শিব-জ্ঞান-৩২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩।

ভৃঙ্গিরীট—অন্ধকাসুর মহাদেব-হস্তে পরাজিত হইলে, শিব তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া রাখেন। শূলবিদ্ধ অবস্থায় সে

মহাদেবের স্তব করিতে থাকে। তখন শঙ্কর তাঁহাকে শূলাগ্র হইতে মোচন করিয়া গণত্ব দান করিলেন। গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ দানব মহাদেব ও দেবীর সম্মুখে মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। তাহার রটন (স্বর) ভৃঙ্গের ন্যায় ছিল বলিয়া শঙ্কর তাহার নাম রাখিলেন ভৃঙ্গরীট। স্কন্দ-নাগ-১৫১। পুরাণান্তরে ভৃঙ্গিরিটী বা ভৃঙ্গরিটি। বাম-৪৮। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত ১৬। (২) শিবানুচর ভৃঙ্গিরীট গর্ব্বিত হইয়া পার্ব্বতীকে পূজা করিত না। দেবী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, —"আমি তোমার পুত্র নহি, শঙ্করের পুত্র। এই দেবাদিদেবই আমার মাতা ও পিতা। এই জন্যই আমি রাত্র দিন তাঁহারই শরণ লইয়া থাকি। তুমিও ত নিয়ত তাঁহারই শরণ লইয়া রহিয়াছ। আমি যদি তোমাকেই পূজা করিব তবে গণসমূহের পূজা করিতে হানি কি ?"ভৃঙ্গিরীটের এই বাক্য শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দিলেন। মনুষ্যলোকে পতিত হইয়া ভৃঙ্গিরটী সুদীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্যা করে এবং পরিশেষে শিবের উপদেশে পার্ব্বতীর শরণ লইয়া, তাঁহার বরে পুনরায় গণত্ব লাভ করিল। স্কন্দ -আব-চতু-৩৯।

ভৃঙ্গিরিটি, ভৃঙ্গিরীটি—ভৃঙ্গিরীট দেখ।

ভূজিন—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বসুদেব ও অনাধৃষ্টি দেখ।

ভৃশা—মহারাজ উশীনরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। উশীনর দেখ।

ভেদ—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন "হে ইন্দ্র তোমার অনেক শত্রু বশীভূত হইয়াছে। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। ইহার বিরুদ্ধে নিশিতে যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।" ঋক্‌-৭।.৮।১৮।

ভেরী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভেরুণ্ড - পক্ষীরাজ জটায়ুর কর্ণিকার, শতগামী, সারস, রজ্জুবাল ও ভেরুণ্ড এই পঞ্চপুত্র ছিল। মৎ-৬।

ভেরুণ্ডা—ভগমালিনী দেখ।

ভৈরব—(১) একবার শিব ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দর্প নাশের জন্য স্বীয় ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এই মিথ্যা-বাদী ব্রহ্মাকে বধ কর।" শিব-বিশ্বে-৬। ব্রহ্মা (২৫) দেখ। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর প্রধানা ভগবতী ভৈরবীর পূজার সঙ্গে, ভগবান ভৈরবের পূজাও বিহিত। এই ভৈরবের একহস্তে সূর্য্য, মস্তকে জটা, ললাটে চন্দ্র এবং

অস্ত্র হস্তে খড়্গ, অঙ্কুশ, কুঠার, ধনু, তীর, ত্রিশূল, পাশ ও খট্বাঙ্গ। তাঁহার পরিধানে গজচর্ম্ম, ভূষণ সর্প ও আসন প্রেত। অগ্নি-৫২। (৩) ষষ্ঠি সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৪) শিবের জনৈক গণাধ্যক্ষ। সৌ-২৯। (৫) তিনি মহাদেব কর্ত্তৃক কাশীর রক্ষক নিযুক্ত হন। ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে গঙ্গা যখন কাশীর সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন গঙ্গা কর্ত্তৃক কাশী প্লাবিত হইতেছে দেখিয়া, ভৈরব শূল হস্তে গঙ্গাকে তাড়না করেন। পরে গঙ্গার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, তিনি অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক সসম্মানে গঙ্গাকে গমন পথ প্রদান করিলেন। শ্রীমহা-৭১। (৬) প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ দিগ্বিজয়ে গমন করেন, তখন শিবভক্ত কুনন্দন দৈত্য অনিরুদ্ধকে বাধা প্রদান করিতে যাইয়া অনিরুদ্ধহস্তে নিহত হন। শিব স্বীয় ভক্তের মৃত্যুতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ গণাধ্যক্ষ ভৈরবকে অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ ভৈরবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে জৃম্ভণ-অস্ত্রে তাঁহাকে মোহিত করেন। গর্গ-অশ্ব-৫৭। (৭) হর-সুত ভৃঙ্গি ও মহাকাল গৌরীর শাপে মনুষ্যযোনীতে জন্মলাভ করেন। কোনও সময়ে হর ও পার্ব্বতী একত্র অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল দ্বাররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে পার্ব্বতী বাহিরে আসিয়া ভৃঙ্গি ও মহাকালকে দেখিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার ঐ বিপর্য্যস্ত অবস্থা অবলোকন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন,—"যেহেতু তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় আমার অমর্য্যাদা করিয়াছ, তজ্জন্য বানর-মুখাকৃতি হইয়া মনুষ্যযোনীতে জন্মগ্রহণ কর।" তখন ভৃঙ্গি ও মহাকাল বিনয়সহকারে নিজে-দের নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন —"যদি নিতান্তই আমাদিগকে মনুষ্য-যোনীতে জন্মলাভ করিতে হয়, তবে আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হরও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন। তাহা হইলে মনুষ্যরূপী হরের তেজে, তাঁহার পত্নী মনুষ্যরূপিনী আপনার গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিব।" অতঃপর মহাদেব দক্ষের পৌত্র পৌষ্যের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাহার নাম হইল চন্দ্রশেখর। অপরদিকে পার্ব্বতীও ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুকুৎস্থ রাজার কন্যারূপে তদীয় পত্নী মনোম্মথিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল তারাবতী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তারাবতী চন্দ্রশেখরের সহিত পরিণীতা হন।

এই তারাবতীর গর্ভে মহাদেবের তেজে দুইটি বানর-মুখ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম হয় বেতাল ও ভৈরব। তাঁহারাই মনুষ্যযোনীতে লব্ধজন্ম ভৃঙ্গি ও মহাকাল। কালি-৪৭-৫০। (৮) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৯) শিবের রোষ হইতে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ সৃষ্ট হয়। শিব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"যেহেতু তুমি কালের ন্যায় বিরাজমান, সেইজন্য তোমার এক নাম হইল কালরাজ। তুমি বিশ্বভরণে সমর্থ এজন্য তোমার এক নাম ভৈরব। তোমাকে কালও ভয় করিবে, তজ্জন্য তোমার অপর এক নাম কালভৈরব। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে মর্দ্দন করিবে, সেজন্য তোমার অন্য নাম আমর্দ্দক। তুমি ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য তোমার অপর এক নাম পাপভক্ষণ। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরী কাশীতে তোমার সর্ব্বদা আধিপত্য থাকিবে। চিত্রগুপ্ত এস্থানের পাপপুণ্যকর্ম্ম কিছুই লিখিতে পাইবে না।" স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১। (১০) ভঞ্জন, ভৈরব, কালিক, ঘটোদর, ঝঞ্কামর্দ্দন, পিঙ্গ, রুরু সর্ব্বভুজ, ব্রণী এবং ইহাদের প্রভু সুপার্শ্ব, ইঁহারা প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর বায়ুকোণ রক্ষক। স্কন্দ প্রভা-দ্বা-১৭। ভঞ্জন দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত তারিণীপূজায় তারিণীযন্ত্রের চারি দ্বারে ক্ষেত্রপাল, ভৈরব, গণনাথ ও মহান্ত, এই চারি দেবতার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-৫৯৮ পৃঃ। (১২) রাবণের জনৈক সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (১৩) তন্ত্রোক্ত জনৈক কুলনায়ক। তন্ত্রসার ৯৫৬ পৃঃ।

ভৈরবনাথ—বিভিন্ন কল্পে ব্রহ্মা বিভিন্ন নামে প্রাদুর্ভূত হন এবং তৎসঙ্গে মহাদেবও ভিন্ন ভিন্ন নামে অবতীর্ণ হন। ৬ষ্ঠ কল্পে—ব্রহ্মার নাম ছিল হেমগর্ভ এবং সেই সময়ে মহাদেব ভৈরবনাথ নামে অবতীর্ণ হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭, ২২। ব্রহ্মা (১৯৪ ও ১৫৭) এবং শিব দেখ।

ভৈরবা—সৃষ্টির প্রারম্ভে মৃত্যু হইতে যে সমুদয় কন্যার উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ভৈরবা নামে কথিতা হইয়া থাকেন। বায়ু—৬৯।

ভৈরবারাব—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর যে সকল দ্বারপালের নেতা, তাঁহাদের নাম ভৈরবারাব, দুর্দ্ধার, মহাবল কিঙ্কিনীক, কবাল, বিকট, মূল, বলিভুক্ ও বলিপ্রিয়। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭

ভৈরবী—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনী-গণের মধ্যে প্রধানা যোগিনীর নাম ভৈরবী। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) অন্যতমা শক্তি। দেবীভা-৭স্ক-২৮। শক্তি দেখ। (৩) দশ-

মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

ভৈরবেশ্বর-(১) প্রভাসক্ষেত্রে দেবী সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪১। (২) কাশীস্থিত ভৈরবেশ্বরলিঙ্গের সন্নিকটস্থ কূপের জল পান করিলে, সর্ব্বযাগের ফল প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ভোগদা-(১) সূর্য্য মণ্ডলের এক কলা। বোধিনী দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর ষোড়শ পরিচারিকার অন্যতমা। ভক্তিদা দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা শক্তিরূপিনী গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ

ভোগবতী-(১) গঙ্গার যে ধারা পাতালে প্রবেশ করিয়াছে সেই ধারার নাম ভোগবতী। সেই ভোগবতী ক্রমে কারণজলে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমহা-৭১। (২) সীতার রোম-কূপ হইতে উদ্ভুতা-জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

ভোগী—মগধের বৈদেশিক বৃষ-রাজবংশীয় নাগরাজ শেষের তনয় ভোগী। তৎপরে চন্দ্রাংশ রাজা হন। বায়ু-৯৯। ভূতিনন্দ দেখ।

ভোজ—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী শান্তি দেবীর গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। বসুদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় প্রতিক্ষত্রের পুত্র ভোজ ভোজের তনয় হৃদিক। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অগ্নি-.৭৫। (৩) হৈহয়বংশধরগণ বীরহোত্র, ভোজ আবর্ত্তি, তুণ্ডিকের ও তালজঙ্ঘ, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হৈহয়বংশীয় পাঁচজন প্রধান ব্যক্তির নামে ঐ পাঁচ সম্প্রদায় বিদিত। বায়ু-৯৪। (৪) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশে বভ্রুর পুত্র ভোজ, তৎপুত্র সুমিত্র জন্মে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৫) হৈহয়-দিগের যে পাঁচটি সম্প্রদায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি-১২) এইরূপ—বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুণ্ডকের ও বিক্রান্ত। (৬) যদু-বংশীয় ভজমানের তনয় শিনি। তাঁহার পুত্র ভোজ। ভোজের তনয় নরপতি হৃদিক। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৭) যযাতি-বংশীয় যদুর অন্যতম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলেই যাদব নামে খ্যাত। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ। (৮) সাত্বত-বংশীয় মহাভোজের পুত্র ভোজ। গরু-পূ-১৪৩। (৯) কান্যকুব্জ দেশে ভোজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় যাইয়া নারীদেহে মৃগ-মস্তক বিশিষ্টা এক রমণীকে বন হইতে ধরিয়া আনেন। পরে তিনি সেই রমণীর নিকট হইতে তাহার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত এবং ঐরূপ মৃগানন প্রাপ্তির কারণ জানিতে পারিয়া

তাহাকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-প্রভা-খন্ড-৬, ৭।

ভোজা—ভরত-বংশীয় বীরব্রতের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মন্থ ও প্রমন্থ নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৫স্ক-১৫।

ভোজ্যা—জ্যামঘের পুত্রবধূ ও বিদর্ভের পত্নী। জ্যামঘ দেখ।

ভৌতিক—শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতি, অতিথীশ, স্থাণুক, হর, ঝিণ্টীশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর ও মহাসেন তন্ত্রমতে এই কয়টি স্বরবর্ণের মূর্ত্তি। তন্ত্রসার—৩০৭ পৃঃ। মধুসূদন দেখ।

ভৌত্য—(১) ভবিষ্য মনুদিগের অন্যতম। মার্ক-৫৩। (২) প্রজাপতি অঙ্গিরার পুত্র ভূতির শিষ্য শান্তি অগ্নিকে আরাধনা করিলে, ভূতির ভৌত্য নামে যে পুত্র জন্মে, তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে অগ্নিবাহু, অগ্নীধ্র, শুচী, মুক্ত, মাধব, শক্র ও অজিত, ইঁহারা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। ভৌত্যমনুর অনুগ্রহ প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। সমুদয় মনুদিগের মধ্যে ভৌত্য চতুর্দ্দশ-মনু ছিলেন। মার্ক-১০০। ভূতি দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর অধিকারের প্রারম্ভে প্রজাপতি রুচির পত্নী ভূতির গর্ভে ভৌত্য নামে এক পুত্র হয়। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে দেবতাদের চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজর ও বাচাবৃদ্ধ নামে পাঁচটি গণ ছিল। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, ওজস্বী, কাশ্যপ, পৌলস্ত্য, মাগধ, ভার্গব, আঙ্গিরস ও সুতল, এই কয়জন ভৌত্যমনুর পুত্র। রৌচ্য ও ভৌত্য এই দুই মনু পুলহ ও ভৃগু-বংশীয়। ভৌত্যমনুর আধিপত্য-কালের অবসানের সহিতই কল্পাবসান হইয়াছিল। বায়ু-১০০। (৪) চতুর্দ্দশ ভৌত্যমনুর কালে, অগ্নীধ্র, ভার্গব, অতিবাহু, শুচি, যুক্ত, অশুক্র ও অজিত ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। ভৌত্যমনুর পুত্রগণের নাম তরঙ্গভীরু, বুধ্ন, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল। ভৌত্য-মনুর অধিকার পূর্ণ হইলেই এক কল্পের অবসান হয়। হরি-হরি-৭। বিষ্ণু-৩য়-২। (৫) ভৌত্যমনুর অধিকারকালে শুচি ইন্দ্র হয়েন। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি-গণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ-পূর্ব্বক বেদ সকল প্রবর্ত্তিত করেন। দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণ করেন এবং উরু প্রভৃতি মনু-তনয়েরা পৃথিবী পালন করেন। অগ্নি-১৫০। (৬) যদু-বংশীয় যুগন্ধরের পুত্রেরা ভৌত্য নামে বিখ্যাত। বায়ু-৯৬। (৭) উরু, গভীর, ধৃষ্ট, তরস্বী, গ্রহ, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও দুর্লভ,

ইঁহারা ভৌত্যমনুর তনয়। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, অশুচী, অজিত, মুক্ত ও শুক্র ইঁহারা ভৌত্যমনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি ছিলেন। এইকালে দেবতাদের চাক্ষুষ, কর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বচোবৃদ্ধ এই পাঁচটি গণ ছিল। এই সকল প্রত্যেক গণে সাতজন করিয়া দেবতা ছিলেন। এই মন্বন্তরে শুচি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই সময়েই ব্যাসরূপধারী হরি এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেন। গরু-পূ-৮৭।

ভৌবন—(১) নরপতি প্রিয়ব্রতের বংশে বুদ্ধিরাটের পুত্র ভৌবন। তাঁহার পুত্র ত্বষ্টা। গরু-পূ-৫৪। (২) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মৎ-১৯৫। অব্যয় ও ভৌমন দেখ।

ভৌম—(১) দানবপতি বিপ্রচিত্তির সৈংহিকেয় নামে খ্যাত পুত্রগণের অন্যতম। বিপ্রচিত্তি দেখ। (২) দানবপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে অংশুতাপন, কুক্ষি, গুর্ব্বক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র, নিকুম্ভ, বিবস্বান্, ভীষণ, ভৌম, সূর্য্য প্রভৃতি পুত্রেরা প্রধান ছিলেন। পদ্ম-স্ব-৬। (৩) কংসের অনুগত জনৈক অসুররাজ। ভাগ-১০স্ক-২। (৪) ভৌম ভবিষ্য মন্বন্তরে অন্যতম মনু হইবেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৬। (৫) অত্রি-তনয় ভৌম ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি। তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪১।

ভৌমন—(১) ভরত-বংশীয় মহানের পুত্র। তাঁহার তনয় ত্বষ্টা। ব্রহ্ম-৩৪। বায়ু পুরাণে ভৌমন নামের পরিবর্ত্তে ভৌবন নাম পাওয়া যায়। বায়ু-৩৩।

ভৌমরি—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভৌমরিকা—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ভৌরিক—জনৈক অসুর সেনানী। গন্ধ দেখ।

ভ্রমি—উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের পত্নী। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১০।

ভ্রমিশিরা—মৌনেয় নামে খ্যাত ষোড়শজন দেবগন্ধর্ব্বগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন দেখ।

ভ্রাজিষ্ঠ—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

ভ্রাজী—ভৌত্য (৭) দেখ।

ভ্রামণি, ভ্রামণী—দুঃসহের ভার্য্যা (যমদুহিতা) নির্ম্মাষ্টির গর্ভে অঙ্গধুক্ প্রভৃতি আট পুত্র এবং ভ্রামণী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। এই ভ্রামণি এক স্থানবাসী পুরুষদিগের পরস্পর উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়। ইহার শান্তি বিধানের জন্য আসনে, শয্যায় ও ভূমিতে শ্বেত সর্ষপ নিক্ষেপ করিতে

হয়। কোনও পাপকার্য্যে চিত্ত ধাবিত হইলে, "এই দুষ্টমতি ভ্রামণি আমাকে প্রেরণ করিতেছে" এই চিন্তা করিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া ভূমিহক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। ভ্রামণির পুত্র কাকজঙ্ঘ। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

ভ্রামরী—(১) অরুণ নাম মহাদৈত্য লোক সমুদয়ের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবী ভ্রামরীরূপ ধারণ করিয়া সেই অসুরকে বধ করেন। তজ্জন্য লোক সমুদয় তাঁহাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করে। মার্ক-৯১। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণের অন্যতমা। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

ভ্রাট্রকায়ণি ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

ভ্রূবিকার—গীতকৃৎ, নর্ত্তক, নগ্ন, কম্বলী, দহনপ্রিয়, হনন, নেত্রভঙ্গ, ভ্রূবিকার বিজম্ভক এবং ইহাদের প্রভু মূষলী. ইঁহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা পুরীর নৈঋর্ত কোণ রক্ষক। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭

ম

মকর-(১) দিতির গর্ভজাত অন্যতম দানব। পদ্ম-উত্ত-২৩০। (২) দানবপতি বাণের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩১।

মকরন্দ—মদনের সখা। পদ্ম-ভূমি-৫৫।

মকরাক্ষ—(১)রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা-সাগরে তিনি রামের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৮, ৭৯। (২) মকরাক্ষ রাক্ষস প্রতিপদ তিথিতে নিহত হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পূ-১২। (৩) খরতনয় মকরাক্ষ লঙ্কাসমরে বিভীষণ হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

মকরাখ্য—কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, গয়াশির তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মকরাখ্যকে প্রদান করে। বাম-৫৭।

মকরেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে মানবগণের রাক্ষস ভয় দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মখ—অষ্টবসুর অন্যতম। স্কন্দ-নাগ-১৪৬। বসুগণ ও অষ্টবসু দেখ।

মখেশ্বর মখেশ্বর তীর্থে মখেশ্বর-দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৮৪।

মঘবা—ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ।

মঘবান্—কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩।

মঘা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী। চন্দ্র তাঁহার অন্যান্য পত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া

নিয়ত রোহিণীর প্রতিই আসক্ত থাকিতেন, তজ্জন্য মঘা, ভরণী প্রভৃতি পত্নীগণ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কালিকা-২০।

মঙ্কণ—বারাণসীর অধিবাসী জনৈক নাপিত। সে শিবের অন্যতম গণ ক্ষেমকের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া বারাণসী পুরীর দ্বারে ক্ষেমকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। বায়ু-৯২। হরি বংশে (হরি-২৯) মঙ্কণের স্থলে কন্দুক উল্লিখিত হইয়াছে।

মঙ্কণক -(১) এক ব্রাহ্মণ। তিনি সরস্বতী তীরে তপস্যা করিতেন। কোনও সময়ে কুশ তৃণ দ্বারা আহত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস ক্ষরিত হইতে থাকে। তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপোমাহাত্ম্য এইরূপ ছিল যে,তাঁহার নৃত্যে মোহিত হইয়া সমুদয় স্থাবর জঙ্গম নৃত্য করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন— "মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" তখন রুদ্র মঙ্কণকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঋষি রুদ্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন— "দেব, আমার তপস্যা যাহাতে ইহলোকে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, আপনি সেই বর দিন।" শিব সেইরূপ বর দিয়া প্রস্থান করিলেন। বর প্রাপ্ত হইয়া মঙ্কণক ঋষির নৃত্য থামিয়া গেল। স্কন্দ-আব-চতু-২। পদ্ম-সৃ-১৮। বাম-৩৮, ৬২। (২) পরমশৈব, অতিথিবৎসল একজন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র আকথ। পদ্ম-পাতা-৭২। (৩) মঙ্কণক ঋষি কশ্যপের পুত্র ছিলেন। তাঁহাহইতে মরুদ্‌গণ নামে বিখ্যাত সাতজন ঋষি জন্মলাভ করেন। বাম-৩৮। মরুদ্‌গণ দেখ। (৪) মঙ্কণক ঋষি সর্প বিষের ঔষধ জানিতেন। স্কন্দ-নাগ-৪০।

মঙ্কি, মঙ্কী—(১) কৌষিতকের পুত্র মঙ্কি অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুর উপদেশে সাভ্রমতী নদীর তীরে তপস্যা করিয়া বহু পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৪৩। (২) শঙ্কর ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া সরস্বতী তীরে গমন করিলে, সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং শরীরও সুবর্ণময় হয়। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মঙ্কি নামক কোনও মুনি, সেই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। (৩) মঙ্কি নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ,ব্রাহ্মণকৃত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মহিষ-পালন করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নানারূপ দুঃখ কষ্টে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি পিণ্ডারক তীর্থে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৩।

মহাভা-শান্তি-১৭৭-১৮০। বাম-৭২।

মঙ্গল—(১) রামচন্দ্রের একজন বয়স্ত। রামা-উত্ত-৫৩। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন দেব "যাম" নামে কথিত হইতেন। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের পুত্র। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। (৩) মঙ্গল নামে এক রাজা পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্মীর পূজা করেন। তৎপরে দেবতা, মুনি ও মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (৪) বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল। মঙ্গলের তনয় ঘটেশ। দেবীভা-৯স্ক-৯। (৫) নবগ্রহের অন্তর্গত মঙ্গল। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ (৬) মঙ্গল গ্রহের বাহন বানর। গর্গ-গো-১২। (৭) গয়, বিমল, শ্রীশ, শ্রীধর, মঙ্গলায়ন, মঙ্গল, রঙ্গবল্লীশ, রঙ্গোজী ও দেবনায়ক, ইহারা গোকুলে নবনন্দ নামে কথিত। গর্গ-গো-১৮। (৮) বঙ্গদেশে মঙ্গল নামে এক গোপ ছিলেন। তিনি নয় লক্ষ গাভীর অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার পাঁচ হাজার পত্নী ছিল। ঘটনা চক্রে তাঁহার সমুদয় ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ায়, তিনি দুরবস্থায় চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাম-চন্দ্রের বরে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গল ঐ সমুদয় কন্যার ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া, জয় নামক অপর একজন গোপের পরামর্শে তাহাদিগকে নন্দের গৃহে দাসীবৃত্তি করিবার জন্য প্রেরণ করেন। গর্গ-মাধু-২। (৯) ভূমিপুত্র মঙ্গল অঙ্গারক তীর্থে শিবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তিনি গ্রহগণের মধ্যগত হইয়া আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিবেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১১৫।

মঙ্গলচণ্ডী—সকল বিশ্বের মূল-স্বরূপা প্রকৃতি দেবীর মুখ হইতে মঙ্গল-চণ্ডী দেবী উৎপন্না হইয়াছেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা এবং সংহার কার্য্যে কোপরূপিণী, এই জন্য পণ্ডিত গণ তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া অভিহিত করেন। দেবীভ.-৯স্ক-১। দক্ষ অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল। মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে তাঁহার পূজা বিধেয়। মনুবংশীয় মঙ্গল রাজা নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৭।

মঙ্গলা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-,৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সাবিত্রীদেবীর একনাম। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) মঙ্গলা, বিশা-লাক্ষী, চত্বরপ্রিয়াদেবী এই তিনজন

প্রভাস-ক্ষেত্রের তিন দূতী। ইহাদের মধ্যে মঙ্গলা ব্রাহ্মীশক্তি, বিশালাক্ষী বৈষ্ণবী শক্তি এবং চত্বরপ্রিয়া রৌদ্রী শক্তি। ব্রহ্মাদি-দেবগণের মঙ্গল করেন বলিয়া ব্রাহ্মীশক্তি মঙ্গলা নামে কথিতা হন। তৃতীয়া তিথিতে যে নর বা নারী তাঁহার পূজা করে, তাহার অমঙ্গল-জনিত ভয় দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬০। (৪) শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী। শিবশর্ম্মা দেখ।

মঙ্গলায়ন—মঙ্গল দেখ।

মঙ্গলেশ্বরী—সাবিত্রীর এক নাম। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মজ্জল—স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিভিন্ন দেব, দেবী, পর্ব্বত, নদীসমূহ তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বৈতালি দেখ।

মজ্জাল—রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ।

মঞ্জরী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

মঞ্জুকলা—সৌরাষ্ট্র দেশবাসী সর্ব্ব-সহ নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। পদ্ম-ক্রি-৩। সর্ব্বসহ দেখ।

মঞ্জুকেশ—অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ শৌনকের অন্যতম শিষ্য সৈন্ধবায়ন। তাঁহার শিষ্য মঞ্জুকেশ। তিনি স্বীয় গুরু সৈন্ধবায়নের নিকট অথর্ব্ব বেদের এক বিভাগ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা-৬৭।

মঞ্জুঘোষা—জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩।

মণি—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। হরি-হরি-৩। কদ্রু দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় চন্দ্র, মণি ও বসুমণি নামে তাঁহার দুই গণকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মণিক—মহিষাসুরের পুত্র রক্তা-সুরের (রক্তাক্ষের) তেত্রিশজন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

মণিকণ্ঠ—অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক, মণিকণ্ঠ, ঐরাবত, শঙ্খ, পুণ্ডরীক ও শেষ, এই কয়জন নাগ নাগ-নায়ক নামে কথিত হন। স্কন্দ-নাগ-৩১।

মণিকর্ণ—কাশীস্থিত বিঘ্নবিনাশক গণপতিদিগের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মণিকর্ণিকা—(১) প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক তীর্থ। মণিকর্ণিকা নাম্নী এক পতি-ব্রতা কিরাত নারীর নামানুসারে এই তীর্থের নাম হইয়াছে। ঐ কিরাত রমণী এক সময়ে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া সূর্য্যের গ্রহণকালে ঐ তীর্থের কুণ্ডজলে প্রবিষ্ট হয় এবং দিব্য রূপধারিণী হইয়া ঐ কুণ্ডজল হইতে উত্থিত হয়। ঐ কিরাত

রমণীর পতি তাহারই অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হয়, এবং প্রথমে পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া, তাহাকেই নিজ পত্নীর বিষয় জিজ্ঞাসা করে। পরে পরিচয় পাইয়া ও সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার পরামর্শে সেই কুণ্ডে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সূর্য্য রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য কিরাত যখন কুণ্ড হইতে উত্থিত হইল, তখন তাহার মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কদাকার হইল। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিরাত কুণ্ডজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। তাহার পত্নীও পতিশোকে পতির চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলে, তথায় উপস্থিত বালখিল্য মুনিগণ তাহার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার পতির প্রাণদান করিলেন। তদবধি সেই কিরাত রমণীর নামানুসারেই সেই তীর্থ মণিকর্ণিকা তীর্থ নামে খ্যাত হইল। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-১৬। (২) কাশীস্থিত চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মণিকর্ণিকা তীর্থ একবার নিজ সলিল রূপ পরিত্যাগ করিয়া নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়কে দর্শন দান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মণিকুট্টিকা—সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা অনেক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মণিগ্রীব—কুবেরের তনয় নলকুবের ও মণিগ্রীব একদা মদ্যপান করিয়া অশিষ্ট আচরণ করেন। তাহাতে দেবল মুনির শাপে তাঁহারা ভূতলে বৃক্ষের রূপ প্রাপ্ত হন। দ্বাপরে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। গর্গ-গো-১৯। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহচর সত্যভামা-তনয় চন্দ্রভানুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় ও তিনি চন্দ্রভানু হস্তে নিহত হন। (২) কুবের তনয় মণিগ্রীব ও নলকুবের নারদের শাপে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হন। ভাগ-১০স্ক-১০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিগ্রীবা—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মণিদত্ত—যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। পুণ্যজনী দেখ।

মণিধর—যক্ষরাজ রজতনাভের পুত্র। রজতনাভ দেখ।

মণিনাগ – কদ্রুপুত্র মণিনাগ মাতৃশাপ ভয়ে নর্ম্মদা তীরে যাইয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৭২। কদ্রু দেখ।

মণিপ্রদীপ – কাশীস্থিত মণিপ্রদীপ নাগকে অর্চ্চনা করিলে আর নাগ-ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩। ঐ মণিনাগের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া যে মণিপ্রদীপ নাগকে দর্শন করে তাহার বিবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮।

মণিপ্রভা—মল্লী, মণিপ্রভা, মণিমালিকা, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

মণিবর—যক্ষ রজতনাভের পুত্র। তাঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম মণিভদ্র। বায়ু-৬৯। যক্ষ মণিবর মনুষ্য-প্রকৃতি দেবগণের অন্যতম। অর্থাৎ যাঁহারা দেবতা না হইয়াও দেবগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হন, মণিবর তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৯৭।

মণিবাহন—তাঁহার অপর নাম কুশাম্ব। মহাভা-আদি-৬৩। হরিবংশ মতে কুশ। হরি-হরি-৩২। বিশ্বোপরিচর দেখ।

মণিভদ্র—(১) শিবের অন্যতম গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে মণিভদ্র জালন্ধরের অনুচর গণের সহিত যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উ-১২, ১৩, ১৭। (২) যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র, কৈলাশ-শৈলের পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রপ্রভশৈলে বাস করেন। বায়ু-৪৭। (৩) যক্ষ রজতনাভের অন্যতম পুত্র। মণিবর দেখ। (৪) কুবেরের সখা। বড়ল দেখ।(৫) বিদিশা নগরীতে মণিভদ্র নামে এক অতি নীচ প্রকৃতি কৃপণস্বভাব ব্যক্তি ছিল। সে বহু অর্থ প্রদান করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু নিজ নীচ স্বভাবের জন্য পত্নীর প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত। তাহার গৃহে সে প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত। কিন্তু তাহার এই ব্যবস্থা ছিল যে ভোজনকারীকে মাথা হেঁট করিয়া আহার করিতে হইবে। মাথা উঠাইলেই মণিভদ্র তাহাকে প্রহার করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিত। একদিন পুষ্প নামে এক ব্রাহ্মণ মণিভদ্রের গৃহে আহার করিতে করিতে মাথা উঠাইয়া মণিভদ্রের পত্নীকে দর্শন করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মণিভদ্র তাহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ অতিশয় অপমানিত বোধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাহার নিকট হইতে মন্ত্রপূত দুইটি গুলি লইল। তাহার একটি মুখে রাখিলে ব্রাহ্মণ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারিত। অপরটি মুখে রাখিলে সে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইত। ঐ মন্ত্রপূতগুলি লইয়া পুষ্প মণিভদ্রের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার ধনসম্পত্তি সব হরণ করে, এমন কি তাহার স্ত্রীকেও নিজস্ব করিয়া লয়। মণিভদ্র রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইয়াও পুষ্পের চাতুর্য্যে কোনও ফললাভ করিতে পারে নাই। স্কন্দ-নাগ-১৫৫-১৬০। (৬) চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বৃদ্ধকালে বীরভদ্র ও যশোভদ্র নামক পুত্রদ্বয়ের উপর রাজ্যভার প্রদান-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

মণিমৎ—যক্ষ রজতনাভের পুত্র মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভে মণিমৎ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। দেবজনী দেখ।

মণিমতি—রাজা জন্মেজয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে সুরথ ও মতিমান্ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২।

মণিমন্ত্র—পৃথিবীর নিম্নভাগে তৃতীয় তলে কুম্ভল, চ্যবন, খর, বিরাধ, ক্রূর, উল্কামুখ, হেমক পাণ্ডুরক, মণিমন্ত্র, কপিল ও নন্দ এই সমুদয় রাক্ষসগণ বাস করেন। বায়ু-৫০।

মণিমান্—(১) রাক্ষস-পতি বৃত্র দ্বাপরে রাজর্ষি মণিমান্‌রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) জনৈক নাগ। তিনি বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মণিমালিকা—মণিপ্রভা দেখ।

মণিস্কন্দ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মণীচক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জলদ, মণীচক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৩। হব্য দেখ।

মণীশ্বর—মহাদেবের জনৈক গণ। পদ্ম-ভূমি-১০২।

মণ্ডলক—লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম পুত্র ও রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মণ্ডূক—বশিষ্ঠ ঋষি মণ্ডূক দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়ন বলেন যে বশিষ্ঠ ঋষি পর্জ্জন্য দেবের নিকট জল প্রার্থনা করেন। মণ্ডূকগণ তাঁহার এই প্রার্থনা অনুমোদন করে। তজ্জন্য বশিষ্ঠঋষি মণ্ডূকগণকে স্তব করেন। ঋক্-৭।১০৩। ১-১০।

মতঙ্গ-(১) পম্পানদীর পশ্চিম-তীরে মতঙ্গঋষির আশ্রম ছিল। সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে,রাম মতঙ্গঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। রামা-আর-৭৪ ৭৫। বালি দুন্দুভি-নামক মহিষকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তখন দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। মতঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া এই শাপ দেন যে, কোনও বানর তাঁহার আশ্রমসীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রামা-কিষ্কি-২০ ২১। (২) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৩) মহর্ষি মতঙ্গের পুত্রের সহিত ধর্ম্মব্যাধ নামে পরিচিত এক ব্যাধের কন্যা অর্জ্জুনকার বিবাহ হয়। মতঙ্গঋষি গো, মৃগ ও পক্ষীদিগকে আহার না দিয়া এবং যথাবিধানে অতিথি সৎকার না করিয়া, আহার করিতেন বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে

তিরস্কার করে। বরা-৮। (৪) মতঙ্গ ঋষি অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মলাভ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করেন। শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ। (৫) পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র জন্মে। ব্রাহ্মণ ঐ পুত্রকে নিজ ঔরসজাত পুত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেন। একদিন ঐ ব্রাহ্মণ এক যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্ম মতঙ্গকে আদেশ করিলে, মতঙ্গ গর্দ্দভ-বাহিত রথে আরোহনপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। কিন্তু গর্দ্দভ-শাবক তাঁহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন না করিয়া নিজ মাতার সকাশে গমন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। মতঙ্গ তাহা দেখিয়া সেই গর্দ্দভশাবককে বারংবার নিষ্ঠুর ভাবে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গর্দ্দভী তাহার শাবককে বলিল—"এ ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কদাপি এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। এব্যক্তি যেমন নীচযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই মত কার্য্য করিতেছে।" এইকথা শুনিয়া মতঙ্গ রথ হইতে নামিয়া আসিয়া গর্দ্দভীকে বলিল—"তুমি আমার জন্ম বৃত্তান্ত যাহা জান বল।"গর্দ্দভী বলিল—"তোমার জনক এক নাপিত; এইজন্ম তুমি ব্রাহ্মণত্বের বদলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।" মতঙ্গ এইকথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্ম তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ দুস্কর দেখিয়া ইন্দ্রের বরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পূজ্য কামরূপী কামচারী বিহঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল ছন্দোদেব। মহাভা-অনু-২৭, ২৮, ২৯। স্কন্দ পুরাণে আছে (আব-চতু-৬০) মতঙ্গ ঐরূপ তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের উপদেশে মহাকাল বনে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তদবধি ঐ শিব-লিঙ্গ মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ হইল। মতঙ্গের পিতার নাম সুমতি।

মতি—(১) যামদেবগণের অন্যতম। মঙ্গল ও যামদেবগণ দেখ। (২) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদের অমৃতাভ, ভূতরজ প্রভৃতি যে চারিটি গণ ছিল, তাহাদের মধ্যে ভূতরজ-গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা মতি। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপু-তনয় হ্রাদের পত্নী। ভাগ-৬স্ক-১৮ (৪) সরস্বতীদেবীর অন্যতমা শক্তি। গরু পু-৭। সরস্বতী দেখ। (৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বর

শক্তির অন্যতমা। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ।

মতিনার—(১) রাজর্ষি ঋচেয়ুর পুত্র। তৎপুত্র তংসু। হরি-হরি-৩২ (২) কুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের ঋচেয়ু মতিনার প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে মতিনারের তিন পুত্র তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। অগ্নি-২৭৮। (৩) কুরুবংশীয় অনাধৃষ্টির পুত্র মতিনার। তিনি রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) তক্ষক-দুহিতা জ্বালার গর্ভে ঋক্ষের ঔরসে মতিনার জন্ম গ্রহণ করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী মতিনারকে পতিত্বে বরণ করেন। সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের তংসু নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

মতিভূ—একজন মুনি। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৮১।

মতিমান্—(১) রাজা জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। জনমেজয় দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মতী—মহারাজ শশবিন্দুর পত্নী। শিব-ধর্ম্ম-৬০। চৈত্ররথী দেখ।

মত্ত—রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ঔরসে তৎপত্নী সুন্দরীর গর্ভে উন্মত্ত, মত্ত, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। লঙ্কা-দহনকালে হনুমান তাঁহাদের গৃহ দগ্ধ করেন। ইঁহারা সকলেই লঙ্কা-সমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৫৪, ১, ৫। অগ্নি-১৩।

মত্তরূপী—অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

মৎস্য (১) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৬০। শাকল্য দেখ। (২) যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে মৎস্যরাজ তাঁহাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত অক্ষ উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। মহাভা-সভা-৫২। (৩) চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) কল্পের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইলে মহেশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সলিল-রাশী মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা ৩। শিব দেখ। (৫) সমদ নামক মহামীনের পুত্র মৎস্য আদিত্যগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্য বলেন যে, বাস্তবিক মৎস্য বলিয়া কোনও ঋষি কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন নাই। মৎস্য কথাটী ঐ স্থলে উপমারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋক্-৮।৬৭।

মৎস্য-অবতার - কল্পের অবসানে যখন সমুদয় লোক সাগরজলে প্লাবিত ছিল, তখন বৈবস্বত মনু ভুক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। একদিন তিনি কৃতমালা

নামে এক নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তর্পণ-জলসহ তাঁহার হস্তে উত্থিত হইল। মনু সেই মাছটিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে মাছটি বলিল "অনুগ্রহ করিয়া আমায় নদীর জলে ফেলিয়া দিবেন না। অন্যান্য বড় বড় জলজন্তুরা আমায় খাইয়া ফেলিবে।" তখন মনু তাহাকে কলসীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে তাহার শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনু তাহাকে কূপ, পুষ্করিণী ও নদীতে রাখিয়া দিলেন। তাহাতেও তাহার বর্দ্ধমান শরীরের স্থান সংকুলন না হওয়ায়, মনু তাহাকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পকাল মধ্যেই সেই মৎস্য লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ মহান্ আকার ধারণ করিল। তখন মনু তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি সাধারণ মৎস্য নহেন। আপনি নিশ্চয়ই দেবদেব নারায়ণ। আপনি কেন আমায় মায়াজালে মোহিত করিতেছেন?" তখন সেই মৎস্য বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমিই অনন্ত পুরুষ। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর সাতদিন পরে সমস্ত জগৎ জলে প্লাবিত হইলে তোমার নিকট একটি নৌকা উপস্থিত হইবে। তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করিও। তাহার পর যখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব, তুমি সেই নৌকাটি আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিও।" সাত দিন পরে ঠিক ঐরূপ এক নৌকা ও তাহার পরে মৎস্যরূপী ভগবান তাহার নিকট আসিলে মনু তাঁহার শৃঙ্গে নৌকাটি বাঁধিয়া দিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যাবতারে হরি মনুর নিকট মৎস্যপুরাণ কীর্ত্তন করেন। অগ্নি-২। মহাভা-বন-১৮৬। মৎ-১,২। (২) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ভীত ব্রহ্মার মুখ হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হয়, মৎস্য-রূপী হরি সেই বেদবাণী লইয়া, সলিল রাশীমধ্যে ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রলয়কালে হরি মৎস্যাবতার হন। গরু-পূ-১। (৪) পুরাকালে দাশরথি রামই মৎস্যরূপী হইয়া নিজ ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অধ্যা-রামা-অযো-৫।

মৎস্যকাল—মগধরাজ বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বায়ু-৯৯। বিদ্যোপরিচর দেখ। অগ্নিপুরাণে মৎস্যকালী নাম আছে। অগ্নি-২৭৮। গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মৎস্যগন্ধ—একায়ন, যাজ্ঞপতি প্রত্যহ, সৌরি, চৌক্ষি, মৎস্যগন্ধ, কার্দ্দমায়নি, গৃৎসমদ ও শনক এই সকল ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক

ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর দুইটি,—ভৃগু ও গৃৎসমদ। এই সকল আর্ষের প্রবরে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১৯৫।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের জননী। অদ্রিকা ও সত্যবতী দেখ। মহাভা-আদি-৬৩।

মৎস্যদগ্ধ—মহাতেজা সাত্যমুগ্রি, হিরণ্যস্তম্ব ও মুদ্গল, অঙ্গিরাবংশীয় এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি,—অঙ্গিরা, মৎস্যদগ্ধ ও মুদ্গল। মৎ-১৯৬

মৎস্যর—ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন ও ধর্ম্ম দেখ।

মৎস্যরাজ—অদ্রিকা দেখ।

মৎস্যরিক—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মৎস্যাচ্ছাদ্য—আত্রেয়ায়নি, সৌবেষ্ট্য, অগ্নিবেশ্য, শিলাস্থলি, বালিশায়নি একপী, বারাহি, বাস্কলি, সৌটি, তৃণকর্ণি, প্রাবহি, ব্রহ্মতম্বি, আশ্বলায়নি, বারাহী, বর্হিসাদী, শিখাগ্রীবি, কারকি, মহাকাপি, উড়ুপতি, প্রভু, কৌচকি, ধমিত, পুষ্পান্বেষি, সোমতন্বি, সালড়ি বালড়ি, দেবরারি, দেবস্থানি হারিকর্ণি, সরিদ্ভবি, প্রাবেপি, সাস্থসুগ্রীবি, গোমেদ, গন্ধিক, মৎস্যাচ্ছাদ্য, মূলাহব, ফলাহার গঙ্গোদধি, কৌরুপতি, কৌরুক্ষেত্রি, নায়কি, জৈত্যদ্রোণি, জৈহ্বলায়নি, আপস্তম্বি, মৌঞ্জবৃষ্টি, মার্ষ্টিপিঙ্গলি, পৈল, শালঙ্কায়নি দাক্ষ্যেয়, ও মারুত এই সকল অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি এবং ভরদ্বাজ। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। মৎ-১৯৬।

মৎস্যাশী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪

মৎস্যেশ্বর—গঙ্গাদ্বার হইতে আগমন করিয়া মৎস্যেশ্বর লিঙ্গ কাশীতে অবস্থান করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধার অপর নাম। দেবীভা-২স্ক-১।

মথন—দৈত্যপতি তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। মৎ-১৪৮, ১৫১।

মথিত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গাভীর স্তুতি করিয়া কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৯।১-৮।

মদ—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮ দনু দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের চিকিৎসায় নবযৌবন প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ তাঁহাদিগকে শর্য্যাতির যজ্ঞে সোমরস পান করাইতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আপত্তি করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপানের জন্য উপস্থিত

হইলে তাঁহাদিগকে বাধা দেন। এই বিষয় লইয়া ইন্দ্রের সহিত মহর্ষি চ্যবনের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইন্দ্র চ্যবনকে বধ করিবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবনও ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি হইতে ঘোরাকৃতি মহাকায় এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। মদ নামক সেই দৈত্য ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে চ্যবনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অশ্বিনী কুমারদিগকে সোমপানের অধিকার দিতে সম্মত হইলেন। তখন চ্যবন ঋষির ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি দেবগণের ভয় দূর করিবার জন্য মদ দৈত্যকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া কামিনী, সুরাপান দ্যূতক্রীড়া ও মৃগয়াতে স্থাপন করিলেন। দেবীভা-৬স্ক-৭। (৩) শিবের জনৈক অনুচর। দক্ষযজ্ঞে গমনকালে তিনি সতীর অনুগমন করেন। ভাগ-৪স্ক-৪। (৪) রৈবত মন্বন্তরে ভূতরজগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ। (৫) বরুণের এক পুত্র কলি। তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা ও বিশ্বকর্ম্মার কন্যা হিংসার গর্ভে মদ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। বরুণ দেখ। (৬) কাম, ক্রোধ লোভ, মদ ও মান, ইহারা অধর্ম্মের পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ। (৭) বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত। তৎপুত্র মদ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০, নরিষ্যন্ত দেখ।

মদদ্রবা—নিত্যা, নিরঞ্জনা, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, মদনাতুরা, মদদ্রবা, দ্রাবিণী ও দ্রাবিণা, তন্ত্রোক্ত এই আট জন শক্তি, হস্তে নীলোৎপল ও কপাল ধারণ করেন এবং তাহাদের গাত্রবর্ণ রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্ত। ত্বরিতাদেবীর পূজায় যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে এই আটশক্তির পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-১৮৩ পৃঃ।

মদন—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহ কল্পে যে আটাইশজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মদন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। উগ্র দেখ। (২) শিবের অন্যতম অনুচর। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে জালন্ধরানুচর ঘর্ঘরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১১, ১২। (৩) কামদেবের এক নাম। কাম দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত মানব গুরুর অন্যতম। ভুবন দেখ।

মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মদনপ্রিয়া—অন্যতমা অপ্সরা। অনবদ্যা দেখ। বায়ু-৬৯।

মদনবাসিনী—অনন্ত তৃতীয়া ব্রতে দ্বাদশ পত্র বিশিষ্ট এক পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের পশ্চিমদলে সৌম্য ও

মদনবাসিনী দেবীর পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২।

মদনমঞ্জরী—প্রাগ জ্যোতিষ-পুরাধিপতি অশ্ববাহনের পত্নী। তিনি পতির অতিশয় অপ্রিয়া ছিলেন এবং পতি কর্ত্তৃক অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হন। তথায় এক মুনির উপদেশে মহাকালবনে মাতঙ্গেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া পুনরায় পতির প্রিয় পাত্রী হন। তাঁহার পুত্র দত্ত। স্কন্দ-আব-চতু-৬১।

মদনমূর্ত্তি—কাম্পিল্য-নগর নিবাসী এক পরম রূপধর ব্রাহ্মণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাম্পিল্য নগরবাসী নারীরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত লালায়িত হন। পরে মদনমূর্ত্তিরই উপদেশে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। পদ্ম-উত্ত-২০৬।

মদনমোহন—যৌবনকালে মদনের ন্যায় মোহকারী ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মদনমোহন। পদ্ম-পাতা ৪৬।

মদনমোহিনী—জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

মদনসুন্দরী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা অতিপ্রিয়া গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩৯। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) রাধিকার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৪৬। রাধা দেখ।

মদনা—(১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ জন তারকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ। (২) ইন্দ্রের সভার একজন নর্ত্তকী। পদ্ম-উত্ত-৩।

মদনাঙ্কুশ—অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, অনঙ্গবেশা, অনঙ্গমালিনী, মদনাতুরা ও মদনাঙ্কুশা, এই সকল দেবীকে ত্রিপুর-পূজায় পদ্মের দল ও কেশরের মধ্যে পূজা করিতে হয়। কালিকা-৬৩।

মদনাতুরা—অন্যতমা শক্তি। মদদ্রবা ও মদনাঙ্কুশা দেখ।

মদনালসা—চম্পক নামক বিদ্যাধরের পত্নী। দেবীভা-৬স্ক-২০।

মদনিকা—পক্ষীরাজ গরুড়ের বংশে কঙ্ক ও কন্ধর নমে দুই অপত্য ছিল। কঙ্ককে বিদ্যুৎরূপ নামক কুবেরের এক অনুচর নিহত করে। তাহাতে কন্ধর বিদ্যুৎরূপকে বধ করিয়া তাহার ভার্য্যা মদনিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এই মদনিকার গর্ভে দুর্ব্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত বপু অপ্সরা জন্মগ্রহণ করে। বপুরই নামান্তর তার্ক্ষী। মার্ক-২। বপু দেখ।

মদবান্—প্রাগ জ্যোতিষ-পুরাধিপতি নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ ও সুমালী নামে চারি পুত্র ছিল। কালি-৪০। নরক দেখ।

মদয়ন্তী—(১) কল্মাষপাদরাজার পত্নী। তিনি স্বামীর অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠদেবের দ্বারা অশ্মকনামক পুত্র লাভ করেন। মহাভা-আদি-১২২। বিষ্ণু-

৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-৯। কল্মাষপাদ দেখ। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুদাসের তনয় সৌদাস (নামান্তর মিত্রসহ)। সুদাসের পত্নীর নাম মদয়ন্তী, এবং কল্মাষপাদ নামে এক পুত্র ছিল। গরু-পূ-১৪২ ।(৩) শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

মদালসা (১) ঋতধ্বজের পত্নী। মার্ক-২১—২৯, ৩১, ৩৪ ৩৬, ৪৪। ঋতধ্বজ ও অলর্ক দেখ। (২) দৈত্য-পতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র শকুনি। শকুনির পত্নী মদালসা। গর্গ-বিশ্ব-৩২, ৪২। (৩) ঋতধ্বজ পত্নী মদালসা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ছিলেন। বাম-৫৯।

মদিরা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে উপনন্দ প্রভৃতি সাত পুত্র এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। মদিরা, ভদ্রা, রোহিণী ও দেবকী, বসুদেবের এই চারি পত্নী বসুদেবের সহিত সহমৃতা হয়েন। মহাভা-মৌষল-৭। (২) দক্ষ-কন্যা মদিরা কুবেরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। কুবের দেখ। (৩) বারুণীর অপর নাম। বরুণ ও বারুণী দেখ।

মদিরাক্ষ – সিংহল দ্বীপাধিপতি বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

মদিরাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশাশ্বের তনয়। রাজা মদিরাশ্ব সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি হিরণ্যহস্তকে স্বীয় কন্যা দান করিয়া সেই পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; অনুশা-২, ১৩৭।

মদু—জনৈক দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

মদোৎকটা—(১) দেবী সাবিত্রী রথবনে মদোৎকটা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী চৈত্ররথে মদোৎকটা নামে পরিচিতা। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। সতী দেখ।

মদোদর – মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনানী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

মদ্গু—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৪। অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

মদ্যসেবী—রাক্ষসরাজ কপালভরণের অন্যতম অনুজ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১। কপালভরণ ও ভয়াবহ দেখ।

মদ্র—(১) পুরুবংশীয় উশীনরের পুত্র শিবি। শিবির অন্যতম পুত্র মদ্র। বায়ু-৯৯। (২) শিবির অন্যতম পুত্র মদ্রপ। হরি-হরি-৬১। উশীনর, কেকয় ও বৃষদর্ভ দেখ।

মদ্রক—(১) একজন দৈত্যপতি। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

(২) উশীনরের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মদ্র দেখ।

মদ্রপ—মদ্র দেখ।

মদ্ররাজ—(১) যুধিষ্ঠিরাদির মাতামহ। তাঁহার কন্যা মাদ্রী পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি- ১৩, ১২৫। দেবীভা-৬স্ক-২৫। (২) পত্তনাধিপতি মদ্ররাজ লক্ষ্য ভেদার্থ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

মদ্রা—(১) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের মদ্রা প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মধু—(১) জনৈক দৈত্য। তিনি রাবণের মাতৃস্বসার কন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ মধুদৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার পুরীতে গমন করেন। কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসীর কাতর প্রার্থনায় রাবণ মধুদৈত্যের কোনও অনিষ্ট না করিয়াই প্রত্যাগমন করেন। মধুদৈত্যের পুত্র লবণ (অসুর)। রামা-উত্ত-৩০। লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু অতি উদারচেতা ও দেবতাদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মধুদৈত্যের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শূলের অংশদ্বারা অপর এক শূল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই শূল শত্রুকে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় মধুর হস্তেই ফিরিয়া আসিত। মৃত্যুকালে মধু ঐ শূল পুত্র লবণাসুরকে প্রদান করেন। রামা-উত্ত-৭৪। (২) প্রসিদ্ধ নামা দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। নারায়ণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। কৈটভ এবং বিষ্ণু (৮), (৬৮) ও (৮২) দেখ। (৩) তৃতীয় (উত্তম) মনুর অন্যতম পুত্র মধু। মৎ-৯; হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮; পদ্ম-সৃ-৭। ইষ, উর্জ্জ ও উত্তম দেখ। (৪) চৈদ্যবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর অপত্য পুরবস। মৎ-৪৪। মধুর পুত্র মরুবসা। হরি-হরি-৩৬। মধুর পুত্র কুরুবংশ। ভাগ-৯স্ক-২৪। মধুর পুত্র দ্রবরস। অগ্নি-২৫৭। মধুর পুত্র কুরুবশ। পদ্ম-সৃ-১৩। মধুর পুত্র অনবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।(৫)বিশ্বদেবগণের অন্যতম মধু। বিশ্বদেবগণ দেখ। (৬) যদুবংশীয় বৃষের পুত্র মধু। মধুর তনয় বৃষণ। বৃষণ হইতে বৃষ্ণিগণ ও মধু হইতে মাধবগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩৩। মধুর তনয় বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৭) নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে যে দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের দেহ অতীব মৃদু ছিল, তজ্জন্য ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন মধু। অপরের দেহ কঠিন ছিল। তজ্জন্য তাঁহার নাম

হয় কৈটভ। হরি-হরি ৫২। (৮) মধু-দৈত্যের কন্যা মধুমতী, হর্য্যশ্বের পত্নী ছিলেন। এই মধুমতি লবণাসুরের ভগিনী। হরি-হরি-৯৩।(৯) মধুদৈত্যের পুত্র ধুন্ধু। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১০) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (১১) জ্যামঘ বংশীয় দেবনের পুত্র মধু, মধুর অপত্য মহাতেজা মনু। বায়ু-৯৫। দেবন ও দেবক্ষত্র দেখ। (১২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় মধু প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বি-জয়ে গমন করেন। প্রদ্যুম্ন যখন কুরুরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন কর্ণের সহিত মধুর যুদ্ধ হয়। গর্গ-গো-৪, ২০। মধু অনিরুদ্ধের সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৪, ১৬। (১৩) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম সেনানী মধু দেবা-সুর যুদ্ধে বিষ্ণু হস্তে নিহত হন। পদ্ম-সৃ-৭২। (১৪) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি-দের অন্যতম। বায়ু-৩য়-১। অতিনামা, চাক্ষুষ ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৫) ভরত বংশীয় বিন্দুমানের ঔরসে তৎপত্নী সরমার গর্ভে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন। মধুর পত্নীর নাম সুমনা। তাঁহার গর্ভে বীরব্রত জন্মলাভ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। বীরব্রত দেখ। (১৬) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের মধ্যে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জ্জিত এই কয়জন ছাড়া অপর সকলেই পরশুরামের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। ভাগ-৯স্ক-২৩। মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ দেখ। (১৭) মহাবল মধু বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১৮) নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তৎপরে মধু দৈত্য উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন নারায়ণ মধুদৈত্যকে বধ করেন। তজ্জন্য নারায়ণের এক নাম হয় মধুসূদন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (এস্থলে কৈটভের উল্লেখ নাই)। (১৯) বসন্ত ঋতুর এক নাম মধু। তিনি কন্দর্পের চিরসহচর। একাধিক পুরাণের বহুস্থলে ইহার উল্লেখ আছে। (২০) বিষ্ণু বৈশাখ মাসে মধু দৈত্যকে বধ করেন। পদ্ম-পাতা-৭৮। (২১) সপ্তদশ যুগে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করেন। রৈভ্য নামে মহামুনি সেই দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। বরা-১২৬। (২২) বিষ্ণু মায়া দ্বারা মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন এবং তাঁহাদের মেদ ও অস্থিদ্বারা এই পৃথিবী নির্ম্মাণ করেন। অধ্যা-রামা-৮। (২৩) ঋগ্বেদোক্ত অন্যতম দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি তাঁহার স্তব করিয়া, ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-২।৩৬।১।

মধুকুম্ভা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মধুচ্ছন্দঃ—(১) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-১-৯। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। কচ্ছপ দেখ। (২) গন্ধমাদন শৈলে, চক্রতীর্থের অনতিদূরে, অসুর বিনাশের জন্য দেবতারা যে যজ্ঞ করেন তাহাতে বিশ্বামিত্র তনয় মধুচ্ছন্দঃ সুব্রহ্মণ্য হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩।

মধুচ্ছন্দা-(১) সতীর অন্যতমা সহচরী। পদ্ম-সৃ-২৭। (২) বিশ্বমিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের একজন প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও মরুদ্গণ সম্বন্ধে অনেক গুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি। ঋক্-১।১-১১।

মধুদ্রকা—মধুবর্ণ দেখ।

মধুধ্বজ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। মধু (১৬) ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ।

মধুনন্দী—অঙ্গ বংশীয় নন্দনের পর মধুনন্দী মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিযশা। বায়ু-৯৯।

মধুপ—স্বায়ম্ভুব মনুর তেত্রিশ জন পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অমৃতবান্ ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

মধুপিঙ্গ—জনৈক তাপস। তিনি লাঙ্গলীশ্বর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৯৭। ভল্লবী দেখ।

মধুপিঙ্গা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী সুষমা, মধুপিঙ্গা প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

মধুপিঙ্গাক্ষ—শিবাবতার লাঙ্গলী-ভীমের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-২৩। লাঙ্গলী দেখ।

মধুবর্ণ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মধুদকা নদী তাঁহার সাহা-যার্থ স্বীয় অনুচর মধুবর্ণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ

মধুমতী—(১) আদ্যা-প্রকৃতির সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন অতি প্রিয়া গোপিকার অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৩৯। (২) রাধিকার এক নাম। রাধা দেখ। (৩) মধু দৈত্যের কন্যা। মধু (৭) দেখ।

মধুমত্ত—রামচন্দ্রের একজন বয়স্য। রামা-উত্ত-৫৩।

মধুমাধবী—শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা জনৈক ব্রজবাসিনী গোপিকা। গর্গ-গো-৪।

মধুর—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, প্রভৃতি স্কন্দের সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাপতি প্রদান করেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মধুরথ—জ্যামঘ-বংশীয় ভীমরথের পুত্র মধুরথ। তৎপুত্র শকুনি। গরু-

মধুরভাষিণী—শবরীর অন্যতমা সখী। সতী দেখ।

মধুরাত্রেয়—চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

মধুরাবহ—কাম্বায়ণ, কোপচয়, বাৎস্যতরায়ণ, ভ্রাষ্ট্রকৃৎ, রাষ্ট্রপিণ্ডী, লক্ষ্মানি, সাচকায়নি, ক্রোষ্টাক্ষি, বহুবীতি, তালকৃৎ, মধুরাবহ, লাবকৃৎ, গালবিদ্, গাথী. মার্কটি, পৌলিকায়নি, স্কন্দস, চক্রী, গার্গ্য, শ্যামায়নি, বালকি ও সাহরি, এই সকল অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, গর্গ ভরদ্বাজ, ও সৈত্য। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

মধুরুহ—ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

মধুলিহা—সীতা দেখ।

মধুশর্ম্মা—কলিতে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর ও এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচার ফলে মধুশর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মে। সেই ব্রাহ্মণ তনয় শাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসুক হইয়া, পদ্মপাদুক নামে অপর এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গুরু গৃহে বাসকালে তাহার গুরু ব্রাহ্মণের অনুচিত অনাচার দর্শন করিয়া তাহার জন্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং সকল বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে শাপ দেন,—"তোমার শাস্ত্র পাঠ সব বিফল হইবে।" মধুশর্ম্মা তখন জিজ্ঞাসা করে—"আমি যে এ যাবৎকাল আপনার পরিচর্য্যা করিলাম, তাহার জন্য কি আমার কোনই পুণ্যলাভ হইবে না ?" তখন তাহার আচার্য্য বলেন—"কোনও কোনও বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।" এই মধুশর্ম্মা অতঃপর গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অসৎ মায়াবাদ প্রচার করিতে থাকে। মধুর শিষ্যেরা যোগ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতির নিন্দা প্রচার করিতে থাকে। তাহারা পুরাণকে বেদান্তের সদৃশ বলিয়া প্রচার করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাস ধর্ম্মের অপব্যবহার করে। বিশ্ব মায়াবিলাস মাত্র ইহাই তাহাদের মূল শিক্ষার বিষয় হয়। ঐ সকল মধু-শিষ্যের দ্বারা লোকের অশেষ অপকার সাধিত হয়। সৌর-৩৯।

মধুশ্রী—উরু, পুর,মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতি, অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, হবিষ্মান্, উত্তম, শ্রীমান, সুধামা, বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুশ্রী—এই সকল চাক্ষুষ মনু-তনয়গণ ঋষি ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষমনু ও অগ্নিষ্টুৎ দেখ।

মধুষ্যন্দ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। রামা-আদি৽৫৭। বিশ্বামিত্র দেখ।

মধুসূদন—(১) বিষ্ণুর এক নাম। মধু (ও তৎভ্রাতা কৈটভ) নামক দৈত্যকে বধ করিয়া বিষ্ণু ঐ নাম প্রাপ্ত হন। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন।

(৩) শালগ্রাম শিলাও মধুসূদন নামে পরিচিত। স্কন্দ-নাগ-২৪০।(৪) তন্ত্রোক্ত ষোড়শটি স্বরবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রসার-২৩৮-পৃঃ।

মধুসূদনী—সীতা দেখ।

মধুস্পন্দ্যা—দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার অন্যতমা। ধার্ম্মিকা দেখ।

মধ্বাচার্য্য—মধু দেখ।

মধ্যন্দিন—(১) যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। আটবী দেখ। (২) ধ্রুবের বংশে পুষ্পার্ণের অন্যতমা পত্নী প্রভার গর্ভে মধ্যন্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। পুষ্পার্ণ দেখ।

মন (১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। অপান,উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) প্রিয়ব্রতাত্মজ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র।বরা-৭৪। প্রভাকর, জ্যোতিষ্মান ও বেণুমান দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে ভাব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮, বায়ু-৬২। অর্থপতি দেখ। (৪) শিব-পত্নী সতীর এক নাম। তন্ত্রসার-৭৩২ পৃঃ।

মনলেখা—কাশীরাজ প্রতাপমুকুটের কন্যা। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অশোকদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৯।

মনস—(১) ধর্ম্মের পত্নী সুরভী হইতে মনস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। চ্যবন দেখ।(২) ঋগ্বেদে মনস নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে। অবৎসার নামক এক ঋষির সহিত মিলিয়া তিনি বিশ্বদেবগণের স্তুতি করেন। ঋক-৫।৪৪।১০।

মনসা—কশ্যপের আত্মজা মনসা দেবী প্রকৃতিরই অংশভূতা। তিনি কশ্যপ ঋষির মানসী কন্যা। তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া কিংবা মনে মনে পরমাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া যোগবলে মনে হরির ধ্যান করেন বলিয়া, মনসাদেবী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কারণে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। তাঁহার দেহ জরৎকারু মুনির ন্যায় ক্ষীণ ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম রাখেন জরৎকারু। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকের মনোহারিণী, সুন্দরী এবং গৌরী বলিয়া জগৎ-গৌরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি শিবের শিষ্যা। এজন্য তাঁহার এক নাম শৈবী, এবং অতিশয় বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তিনি বৈষ্ণবী বলিয়াও পরিচিতা। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তাঁহার সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া নাগেশ্বরী নামে পরিচিতা হন। বিষ হরণ করিতে দক্ষা বলিয়া তাঁহার এক নাম বিষহরি। শিবের নিকট হইতে

সিদ্ধযোগ লাভ করেন, এজন্য তিনি সিদ্ধ যোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মনসাদেবীর পূজা কালে তাঁহার এই সকল নাম-যুক্ত স্তোত্র পাঠ করে তাহার আর সর্প ভয় থাকে না। মনসাদেবীর গাত্রবর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায় শুভ্র; তিনি বহু মূল্যবান রত্নাদি ভূষিতা, বহ্নি-শুদ্ধ-বস্ত্র পরিহিতা এবং নাগযজ্ঞরূপ যজ্ঞোপবীত ধারিণী। পুরাকালে মানবগণের অতিশয় সর্পভয় হইলে, তাহারা প্রতিকারের জন্য কশ্যপের শরণাপন্ন হয় এবং কশ্যপও তাহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে বেদোক্তবীজ অনুসারে মন্ত্রসৃষ্টি করিতে বলিলেন। কশ্যপ সেই মন্ত্র সৃষ্টি করিবার জন্য যখন ধ্যান করিতেছিলেন তখন তাঁহার মন হইতে এক দেবী উৎপন্না হন। মন হইতে উদ্ভূতা বলিয়া তিনি মনসা নামে প্রসিদ্ধা হন। মনসাদেবী জন্মলাভ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। সেখানে তিনি সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিয়া শিবের বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে সামবেদ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শিব তাঁহাকে "শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা," এই আট অক্ষর যুক্ত এক মন্ত্র দিলেন এবং মনসাকে পুষ্করতীর্থে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে বলিলেন। শিবের আজ্ঞায় মনসা-দেবী তিন যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্বয়ং মনসার পূজা করিলেন এবং পরে অন্য সকলের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইয়া তাঁহাকে, "তুমি ত্রিজগতে পূজ্য হও," এই বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মনসাদেবীর পূজা করেন। তাহার পর কশ্যপ এবং তাহার পর অন্যান্য মুনি, নাগ ও মানবগণ মনসার পূজা করিতে আরম্ভ করেন। কশ্যপ মনসাকে জরৎকারু মুনির হস্তে সমর্পণ করেন। দেবীভা-৯স্ক ১, ৪৭, ৪৮। (২) মনসার অপর নাম জরৎকারু। আবার জরৎকারু নামে এক মুনিও ছিলেন। তিনি বিবাহ করিবার জন্য স-নাম্নী কন্যার অনুসন্ধানে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন নাগরাজ বাসুকী তাঁহার পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে তাঁহার হস্তে সমর্পণকরেন। মহাভা-আদি ১৩। জরৎকারু দেখ।

মনস্বন্ত—উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন বংশকারী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

মনস্বিনী (১) পুরুবংশীয় ঔচেয়ুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ। (২) মৃকণ্ডু মুনির পত্নী। তাঁহার গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২।

ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৩) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তানপাদ দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দেবশ্রবার পত্নী। তাঁহার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্ম পরিগ্রহ করেন। পদ্ম-স্থ-১৩। (৫) ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর তনয় প্রজাপতি হইতে অষ্টবসু উৎপন্ন হন। ঐ অষ্টবসুর মধ্যে সোম মনস্বিনীর গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৬৬। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ।

মনস্বী—(১) সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্ম্মা, বিরাটযশা, বিভাব্য, জ্যোতি, কীর্ত্তিমান, বৃহৎ, বসু, শতধার, (শমিতার—ব্রহ্মাণ্ড), বিশ্বপা (বিশ্বধা—ব্রহ্মাণ্ড) ও মনস্বী (মনশ্বন্ত ; ব্রহ্মাণ্ড) এই কয়জন উত্তম-মন্বন্তরে বংশকারী দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। বায়ু-৬২, ব্রহ্মা-৬৮। (২) কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কদ্রু দেখ। (৩) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ।

মনস্যু—(১) মনুবংশীয় মহান্তের পুত্র মনস্যু ; তৎপুত্র ত্বষ্টা। অগ্নি-১০৭। বিষ্ণু-২য়-১। (২) পুরুবংশীয় প্রাচীন্বন্তের পুত্র মনস্যু। তৎপুত্র বীতময়। অগ্নি-২৭৮। প্রাচীন্বতের পুত্র মনস্যু ; তৎপুত্র পীতায়ুধ। মৎ-৪৯। (৩) পুরুবংশীয় প্রবীরের পুত্র মনস্যু। তৎপুত্র অভয়দ। কল্কি-৩য়-৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হরি-হরি-৩১। গরুড়-পূ-১৪৪। মনস্যুর পুত্র চারুপদ। ভাগ-৯স্ক-২০ (৪) প্রচিন্বানের পুত্র মনস্যু। তাঁহার পুত্র চারুপদ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৫) প্রবীরের পুত্র মনস্যু। তাঁহার তনয় জয়দ। বায়ু-৯৯। (৬) পুরুবংশীয় প্রবীরের পত্নী শূরসেনার গর্ভে মনস্যু জন্মগ্রহণ করেন। মনস্যুর পত্নী সৌবীরী। তাঁহার গর্ভে মনস্যুর অন্বগ ভানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। মনস্যু স্বীয় বাহুবলে সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪।

মনীচক—শাকদ্বীপাধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মোদার্কি ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র জন্মে। এই সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ আছে গরু-পূ-৫৬। বিষ্ণু-২য়-৪। কুমার কুসুমোদ ও ভব্য দেখ।

মনীষি—অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যুষের পুত্র দেবল ঋষি। ঐ দেবলের দুই পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষি। বায়ু-৬৬। বিষ্ণু-১ম-১৫।

মনু—(১) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সহস্র যুগে অর্থাৎ সর্ব্ব মোট চারি সহস্র যুগে ভগবান্ ব্রহ্মার একদিন। ঐরূপ এক ব্রহ্ম-দিবসে চতুর্দ্দশজন মনু প্রাদুর্ভূত হন। ঐ এক এক মনুর অধিকার কালকে মন্বন্তর বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও

মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হন। কিঞ্চিদধিক দুইশত পঁচাশী যুগে এক মন্বন্তর হয়। দেবতাদের হিসাবে আট লক্ষ বায়ান্ন বৎসরে এবং মানুষী হিসাবে ত্রিশকোটী, সাতষষ্টি লক্ষ, কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের কাল পূর্ণ হইলেই দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মনু, ইন্দ্র, মনুপুত্রগণ সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করিয়া দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উদ্‌ভব হয়। (বিষ্ণু-১ম-৩। বায়ু-৬১) সকল মন্বন্তরেই সাতজন ঋষি ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও লোক-রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হন। মন্বন্তর অতীত হইলে সপ্তর্ষি, মনু, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাহার পর তপোবলে অন্য মনু আসিয়া পূর্ব্বমনুর স্থান অধিকার করেন। (শিব-জ্ঞান-৫৮)। প্রত্যেক চতুর্যুগ অবসানে বেদবিপ্লব হয়। তখন সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রচার করেন। মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক হন। মনুপুত্র ও তাঁহাদের বংশধরগণ এক এক মন্বন্তরে পৃথিবী পালন করেন। চারি সহস্র যুগে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার কালকে এক কল্প বলে। (বিষ্ণু-৩য়-২) মানুষী হিসাবে সাতচল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক সৌর চতুর্যুগ। এই চতুর্যুগের একাত্তর আবর্ত্তনে অর্থাৎ এই চতুর্যুগে যত বৎসর হয় তাহার একাত্তরগুণ বৎসরে এক মন্বন্তর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (২) রামায়ণে এক মনুরই প্রাধান্য। তিনি কশ্যপের পৌত্র ও বিবস্বতের পুত্র। তিনি প্রজাপতি নামেও খ্যাত। এই মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদিম নরপতি। (রামা-আদি-৭, অযো-১১০)। মনু অযোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জনপদ-পরিবৃত্ত প্রদেশ স্বীয় পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। (অযো-৪৯, ৭১)। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও আধিক্যকম দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণ-সম্মত বর্ণাচার ভেদস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। (উত্ত-৮৬) সত্যযুগে মনু নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন, "তুমি প্রজাদিগের রাজা হও।" ইক্ষ্বাকু তাহাতে সম্মত হইলে তিনি বলিলেন,—"তুমি আমার আদেশ পালন করিতে সম্মত হওয়াতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি দণ্ডদ্বারা প্রজাপালন কর। কিন্তু কাহাকেও নিরপরাধে দণ্ড দিও না। রাজা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন তবে তাহার দ্বারাই তাঁহার স্বর্গ বাস হয়। অতএব তুমি সম্যক বিচারপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিবে।" ইক্ষ্বাকুকে এইভাবে নানা উপদেশ দিয়া মনু ব্রহ্মলোকে গমন

করেন। (রামা-উত্ত-৯২। পদ্ম-সৃ-৩৭) (৩) ঋগ্বেদে যে মনুর উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত এইরূপ। ১০ মণ্ডলে ১৭ সূক্তে অশ্বি-দ্বয়ের উৎপত্তির যে বিবরণ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাস্ক বলি-তেছেন ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু বিবস্বানের পত্নী ছিলেন। যম ও যমীর জন্ম হইলে সরণ্যু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বানও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া সরণ্যুর অনুগমন করেন। এই অশ্বীরূপ ধারিণী সরণ্যুর গর্ভে অশ্বরূপধারী বিবস্বানের যে পুত্র হয় তিনি বৈবস্বত মনু। ১ম মণ্ডলে ৩১ সূক্তে হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নির স্তুতি করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে অগ্নি তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়া-ছিলে।" ম্যাক্সমুলারের মতে ঋগ্বেদের এই মনুসম্বন্ধীয় উল্লেখ পরবর্ত্তী কালের যোজনা। ১ম মণ্ডলের ৮০ সূক্তে উল্লেখ আছে অথর্ব্বা (নামক ঋষি) ও সকল প্রজার পিতৃস্থানীয় মনু এবং অথর্ব্বা-পুত্র দধ্যঙ্‌ ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (৪) মনুদের নাম ও তাহাদের সংখ্যা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এই—(ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে (৩য়-১) প্রথমাদি ক্রমে তাঁহাদের নাম—স্বায়-ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত এই সাতজন অতীত এবং সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য। সর্ব্ব মোট চতুর্দ্দশ জন। (খ) হরিবংশ মতে (হরি-হরি-৭) —উপরোক্ত স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন এবং তাহাদের পরে মেরু সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি প্রভৃতি তিন জন এবং ভৌত্য ও রৌচ্য মনু। (গ) মৎস্য ৯—স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন অতীত। তৎপরে সাবর্ণি নামে কতি-পয় এবং রৌচ্য ও ভৌত্য মনু। (ঘ) অগ্নি পুরাণের তালিকা বিষ্ণু-পুরাণের তালিকার ন্যায়। কেবল বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব মনু বলিয়া উল্লিখিত। (অগ্নি-১৫০)। (ঙ) শিব-পুরাণে (ধর্ম্ম-৫৮) প্রথম স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয় স্বারোচিষ এইরূপে সপ্তম বৈব-স্বত মনু। তৎপরে সাবর্ণি নামে চার জন, সর্ব্বশেষে রৌচ্য (দ্বাদশ) ও ভৌত্য (ত্রয়োদশ মনু)। (চ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাত জন ও তদ্ভিন্ন সূর্য্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য, এই মোট বার জন স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (ছ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, তদুপরি সূর্য্যসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য, মোট চৌদ্দজন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৬। (জ) প্রথমে স্বায়ম্ভুব হইতে

চাক্ষুষ পর্য্যন্ত ছয় জন। তৎপরে বৈবস্বত ও সাবর্ণ। তাহার পর দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও রুদ্রসাবর্ণি নামে চারি জন মনু হয়েন। তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্রের পুত্র। রুদ্রসাবর্ণি মনুর অপর নাম ঋতসাবর্ণি। দক্ষসাবর্ণির নামান্তর মেরুসাবর্ণি অথবা রোহিত প্রজাপতি। তাহার পর ত্রয়োদশ রৌচ্য মনু এবং চতুর্দ্দশ ভৌত্য মনু। ব্রহ্মাদি চারি-জন সাবর্ণি মনু বৈবস্বত মনুর সম-সাময়িক; একজন সাবর্ণ মাত্র, রৌচ্য মনু এবং ভৌত্য মনু এই সাতজন ভবিষ্যত মনু। উপরোক্ত পাঁচজন সাবর্ণ মনু ছাড়া আরও দশজন মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন সাবর্ণ মনু দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র, চার জন মনু মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন এবং ছায়া-সংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণ, এই সকল মনুরা মেরুসাবর্ণি নামে পরিচিত হইবেন। পূর্ব্বে যে বৈবস্বত মনু ও তাঁহার সমসাময়িক সাবর্ণ মনুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম জন সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম মনু। অপর জনও সূর্য্যের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। তিনি প্রথম বৈবস্বত মনুর সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সাবর্ণ নাম প্রাপ্ত হন। তিনি অষ্টম মনু। অপর যে চারিজন সাবর্ণ মনুর উল্লেখ আছে তাঁহারা দক্ষ কন্যা সুব্রতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব(রুদ্র), ও ব্রহ্মা মনে মনে সুব্রতার সহিত সঙ্গত হন। তাঁহাদের সত্য-সঙ্কল্পফলে সুব্রতার গর্ভে তাঁহাদেরই অনুরূপ চারিটি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাদি দেব চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি যাঁহার সমান বর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের সমানবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুমারেরা প্রত্যেকেই সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-১০০। (ঋ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, ব্রহ্ম-পুত্র মেরুসাবর্ণি, অর্কসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য। তদ্ভিন্ন ঋতু, ঋতুধাম ও বিষ্ককসেন নামেও কতিপয় মনুর আবির্ভাব হইবে। পদ্ম-সৃ-৭। (এ) প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা। দ্বিতীয় স্বারোচিষমনু অগ্নির সন্তান ছিলেন। তৃতীয় মনু উত্তম প্রিয়ব্রত-তনয়। চতুর্থ মনু তামস; তিনি উত্তমের ভ্রাতা ছিলেন। পঞ্চম মনুর নাম রৈবত। তিনি তামস মনুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মনু ভগবান্ চক্ষুর তনয়। শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত বৈবস্বত মনু মনুদিগের মধ্যে সপ্তম। তিনি সূর্য্যের তনয় ছিলেন। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হন। তৎপরে

যথাক্রমে বরুণ-তনয় দক্ষসাবর্ণি ; উপশ্লোকের তনয় ব্রহ্মসাবর্ণি ; ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি মনু হন। ভাগ-৮স্ক-১,৫,১৩। (ট) সপ্তম মনুর করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু নামে যে ছয় পুত্র ছিল তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, সূর্য্যসাবর্ণি, চন্দ্রসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি ও বিষ্ণুসাবর্ণি নামে মনু হন। তৃতীয় (উত্তম), চতুর্থ (তামস), ও পঞ্চম (রৈবত) মনু স্বায়ম্ভুব (প্রথম) মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন। দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মনুও প্রিয়ব্রতের তনয়। চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনু অঙ্গরাজের পুত্র ছিলেন। তৎপরে বৈবস্বতের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু হয়েন। তাহার পর সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি অষ্টম মনু হন। তাহার পর বৈবস্বত মনুর পুত্রেরা নবম হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যক মনু হন। দেবীভা-১০স্ক-৮, ৯,১০,১৩। (ঠ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন, তাহার পর সাবর্ণি নামে খ্যাত পাঁচজন সর্ব্বশেষে রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুইজন, সর্ব্ব মোট চৌদ্দজন। মার্ক-৫৩। (ড) প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হন। তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, শ্রাদ্ধদেব, সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি বিষ্ণুসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, বেদসাবর্ণি ও (চতুর্দ্দশ) ইন্দ্রসাবর্ণি মনু হন। মার্ক-১০০। (ঢ) প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। তৎপরে যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, অর্কসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, ভবসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই কয়জন মনু জন্মেন। দেবীপু-৪৬। (ণ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত এই সাতজন। তাঁহাদের পরে সূর্য্য, দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম ও রুদ্র, সাবর্ণি নামে খ্যাত এই কয়জন। সর্ব্বশেষে রৌচ্য ও ভৌত্য, মোট চৌদ্দজন। বৃহন্না-৩৭। (ত) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্য্যন্ত সাতজন অতীত এবং তাঁহাদের পরে সাবর্ণি, রৈভ্য, রৌচ্য এবং মেরু সাবর্ণি নামে আর চারিজন মনু ছিলেন। ব্রহ্মপু-৫। (৫) ব্রহ্মা যে অধর্ম্ম-নিবারণ অসি মহাদেবকে প্রদান করেন। সেই অসি পরম্পরায় লোকপালগণ মনুকে দেন, মনু তাহা ক্ষুপকে দেন ; ক্ষুপ উহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন। এইভাবে সেই অসি পরিশেষে পাণ্ডবদিগের হস্তগত হয়। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা (১১২) যুবনাশ্ব, মরুত্ত ও শুনক দেখ। (৬) প্রজাপতি মনু বৃহস্পতির গুরু ছিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে 'জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন্ মহাত্মা হইতে যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম, বায়ু, আকাশ,

স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রভৃতি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মনুও তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা-শান্তি-২০১। (৭) মনু একবিংশতি-জন প্রজাপতিগণের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (৮) সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণ নামে বিখ্যাত মনু হয়েন। মহাভা-শান্তি-৩৫০। (৯) ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্যতম মনু। "ব্রহ্মার পুত্রগণ" দেখ। (১০) সাধ্য-দেবগণের অন্যতম মনু। মৎ-২০৩। সাধ্যদেবগণ দেখ। (১১) চাক্ষুষের পুত্র মনু। হরি-হরি-২। শিব-জ্ঞান ৫২। বিষ্ণু-১ম-১৩। চাক্ষুষ দেখ। (১২) মনু দ্বাদশ আদিত্যগণের অন্যতম ছিলেন। দ্বাদশ আদিত্য ও আদিত্য দেখ। (১৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রসুশ্রুত। বায়ু-৮৮। (১৪) জ্যামঘ বংশীয় মধুর অন্যতম তনয় মনু। বায়ু-৯৫। মধু দেখ। (১৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা মনু। তিনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রামা-আর-১৪। দক্ষ দেখ। (১৬) মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যা আকূতি ও প্রসূতি। বায়ু-১০। আকূতি দেখ। (১৭) সূর্য্যপুত্র মনু প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভ করিবার কামনায় তিনি মিত্রাবরুণ নামক [illegible] প্রীতির জন্য যজ্ঞ

করেন। মনুর পত্নীর প্রার্থনায় সেই যজ্ঞের হোতা কন্যা-লাভের সঙ্কল্প করাতে মনুর এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যার নাম ইলা। তাহার পর মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১। ইলা দেখ। (১৮) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রধা হইতে অনবস্থা, মনু প্রভৃতি কতিপয় কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা দেখ। (১৯) ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর তনয় প্রজাপতি। এই প্রজাপতি হইতে অষ্টবসু উৎপন্ন হন। মহাভা-আদি-৬৬। বসুগণ দেখ। (২০) মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত তাহার পুত্র মদ। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-২০। (২১) একবার মনু নিজ পুত্রকে বধ করেন। সেই পুত্রের হত্যাজনিত পাপস্খলনের জন্য তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮। (২২) ব্রহ্ম-পুত্র মনুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই ভৃগু-পুত্রের সহিত পরিণীতা হন। গরু-পূ-৫। (২৩) মনু ধর্ম্মবক্তাদিগের অন্যতম। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়। গরু-পূ-৯৩। (২৪) রুদ্রের অন্যতম নাম। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (২৫) মনু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদের অন্যতম ছিলেন। বরা-১২১। (২৬) শাকল-পারের অধিপতি [illegible]

পুত্র ছিলেন। বাম—৮৫। (২৭) মনুর কন্যা ধন্যা ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। মৎস্য-৪। (২৮) মনুর জননীর নাম শতরূপা। মৎ-৪। (২৯) মনুর পুত্র অংশ, তাঁহার তনয় অন্তর্দ্ধান। ব্রহ্মপু-২২৬। (৩০) দক্ষ হইতে আদিত্য; আদিত্য হইতে মনু এবং মনু হইতে সুদ্যুম্ন উৎপন্ন হন। ব্রহ্মপু-২২৬।

মনুগ—প্রিয়ব্রতের দশপুত্রের অন্তম দ্যুতিমান। দ্যুতিমানের সাত পুত্রের অন্যতম মনুগ। মার্ক-৫৩। বায়ু-৩৩। অর্থকারক, উষ্ণ, পীবর ও দ্যুতিমান্ দেখ।

মনুজ—বিশ্বার পুত্র ও দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩। করজ দেখ।

মনুদেব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রতীতকের পুত্র। মনুদেবের তনয় সুনক্ষত্র। গরু-পূ-১৪৫।

মনুবশ—জ্যামঘবংশীয় মধুর অন্তম পুত্র। বায়ু-৯৫। মধু দেখ।

মনুমান—ক্রতু, দক্ষ, স্বর, সত্য, কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মনুমান ও রোচমান—এই দশজন বিশ্বদেব বলিয়া খ্যাত। দেবী-পু-৪৬। করজ, বিশ্বদেবগণ ও ধর্ম্ম দেখ।

মনোজ—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। তিনি স্বীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি ও চিত্ররেফ দেখ।

মনোজব—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। তাঁহাদের মাতার নাম শিবা। সৌ-২৮। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। ব্রহ্মপু-৩। অনিল ও অবিজ্ঞাত গতি দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র ঈশানের পুত্র। মার্ক-৫২। ব্রহ্মা-২৭। রুদ্র দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (৪) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃহন্না-৩৭। (৫) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবীপু-৪৬। (৬) চন্দ্রবংশীয় রাজা বিক্রমাঢ্যের পুত্র মনোজব। তিনি রাজ্যাধিকারী হইয়া প্রথমে ধর্ম্মানুসারেই প্রজাপালন করিতেন। পরে কুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। এই পাপে তিনি গোলভ নামক অপর এক রাজার নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় পরাশর ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মনোজব পরাশরের পরামর্শে পত্নী সুমিত্রা ও

পুত্র চন্দ্রকান্তকে লইয়া গন্ধমাদনশৈলে মঙ্গলতীর্থে গমন করিয়া, স্নানাদি সমাপনান্তে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন। তাহার পর তিনি সেখানে পরাশরের উপদেশমত তপস্যাদি করিয়া নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। ঐ সমুদয় অস্ত্রাদির সাহায্যে তিনি পুনরায় স্ব-রাজ্য অধিকার করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

মনোজবা—(১) বায়ুর পত্নী। তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ-১৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মনোনুগ—প্রিয়ব্রত তনয় দ্যুতিমানের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৩৪। অগ্নি-১১৯। উষ্ণ, অন্ধকারক ও দ্যুতিমান দেখ।

মনোন্মথিনী—(১) ভোগবতী নগরীবাসী ককুৎস্থ রাজার পত্নী। তিনি ভগদেবের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে তারাবতী নামে এক কন্যা জন্মে। কালি-৪৭। তারাবতী দেখ। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতম। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

মনোন্মনী—শিবের অন্যতম পীঠশক্তি। তন্ত্র-৩০৯ পৃঃ। শিব দেখ।

মনোবতী—(১) মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অনুম্লোচা ও মনোবতী, এই দশজন বৈদিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (২) মনোবতী ও সুকেশা এই দুইজন অপ্সরা তুম্বরু নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। বায়ু-৬৯।

মনোভব—কামদেবের এক নাম। কাম দেখ।

মনোভবা—তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতম। ভূতি দেখ।

মনোরথ—দক্ষকন্যা খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

মনোরমা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ইন্দিবর নামক বিদ্যাধরের ঔরসে মরুধন্ব-দুহিতার গর্ভে মনোরমা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার দুই সখী বিভাবরী ও কলাবতী কলি-তনয় স্বরোচের সহিত পরিণীতা হন। মনোরমার গর্ভে স্বরোচের বিজয় নামক পুত্র জন্মে। মার্ক-৬৩, ৬৬। প্রভাব ও স্বরোচঃ দেখ। (৩) জনৈক নাগ-পত্নী। মার্ক-৭১। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয়া ধ্রুবসন্ধির অন্যতমা পত্নী। দেবীভা-৩স্ক-১৪,১৫। বীরসেন দেখ। (৫) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। এই সকল অপ্সরারা মৌনের নামেও খ্যাত হইতেন। বায়ু-৬৯। (৬) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। বায়ু-

১০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতমা অপ্সরা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (৮) দক্ষের অন্যতমা কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়জন অপ্সরা, এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (৯) স্বনয় নৃপতির কন্যা মনোরমা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি চারিদন্তবিশিষ্ট মহাকায় শ্বেতহস্তীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। দীর্ঘ-তমার পুত্র কক্ষীবান্ গুরুর উপদেশে গন্ধমাদন শৈলে গমন করিয়া ঐরূপ এক হস্তীর সাক্ষাৎ পান এবং সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজর্ষি স্বনয়ের নগরীতে গমন করিয়া মনো-রমাকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬। (১০) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও অরিষ্টনেমীর অন্যতমা পত্নী। গরু-পূ-৬। ভানুমতী দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

মনোহর—মাল্যবানের কন্যা পুষ্পো-ৎকটার গর্ভে মনোহর, প্রহস্ত, মহা-পার্শ্ব, খর এই চারি পুত্র জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎকটা ও প্রহস্ত দেখ।

মনোহরা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে শিশির প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। ধর দেখ। (২) মনো-হরার গর্ভে ধরের দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে পাঁচটী পুত্র জন্মে। অগ্নি-১৮। (৩) মনোহরার গর্ভে ধরের হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ, দ্রবিণ ও বরুণ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। সৌর-২৮। (৪) ঐ পাঁচ পুত্রের নাম শিশির, প্রাণ, রমণ, হুতহব্যবহ ও দ্রবিণ। মৎ-৫ (৫) মনোহরার পুত্রদের নাম শিশির, প্রাণ ও রমণ। ব্রহ্মপু-৩। (৬) জনৈক অপ্সরা। শিব-ধর্ম্ম-৪৩; ব্রহ্মপু-৬৮; মহাভা-অনু-১৯। (৭) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

মনোজা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্বের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম কৌশিকীকচ্ছনিবাসী মনোজা নরপতিকে পরাভূত করেন। মহাভা-সভা-২৯।

মন্তা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের আদ্য-গণের অন্তর্ভূ ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ দেখ।

মন্ত্রদ্রুম—চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫।

মন্ত্রপাল—রাজা দশরথের আট জন প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহারা রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। রামা-লঙ্কা-১২৯। জয়ন্ত দেখ

মন্ত্রয়—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মন্ত্রশক্তি—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

মন্ত্র—ভোজা দেখ।

মন্থন—দৈত্যপতি তারকের অন্যতম সেনানী। পদ্ম-সৃ-৪২।

মন্থরা—(১) দশরথের অন্যতমা মহিষী কৈকেয়ীর প্রধানা দাসী। এই মন্থরার পরামর্শেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্য প্রদান প্রার্থনা করেন। এই দাসী কুব্জা ছিল। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, মন্থরাই কৈকেয়ীর পরামর্শদাতা ছিল, তখন তিনি নানারূপে মন্থরাকে নিগৃহীত করেন। রামা-অযো-৭, ৮, ৯, ১০, ৭৭। (২) দেবগণের প্রার্থনায় তুষ্টা সরস্বতী মন্থরার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার দ্বারা কৈকেয়ীকে কু-মন্ত্রণা প্রদান করান। রামা-অধ্যা-অযো-২।

মন্থিনী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ।

মন্দ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনানী। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯০। রামা-অদ্ভু-১৮। (২) দক্ষকন্যা ও পুলহপত্নী ক্রোধার অন্যতমা কন্যা শ্বেতার গর্ভে মন্দ নামে এক ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মগ্রহণ করে। মন্দ কুবেরের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৩) জনৈক গন্ধর্ব্ব। পুরা-বসু দেখ।

মন্দক—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। অগাবহ দেখ।

মন্দগ—প্রিয়ব্রতাত্মজ দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। অন্ধকারক ও দ্যুতি-মান দেখ।

মন্দগতি—দানবপতি বলির তনয় মন্দগতি ত্রিত মুনির অভিশাপে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। গর্গ-মথু-১১। কুব-লয়াপীড় দেখ।

মন্দপাল—একজন বেদপারগ মহর্ষি তিনি পৃথিবীতে কঠোর তপস্যা করিয়া মরণান্তে পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু তথায় তপস্যার ফল না পাইয়া, যমের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যম বলেন, "তুমি তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ তাহা ঠিক, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ। তজ্জন্য তোমার সমুদয়

তপস্যাদি নিষ্ফল হইয়াছে।" যমের কথা শুনিয়া মন্দপাল শাঙ্গর্ক পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা ও লপিতা নাম্নী শাঙ্গর্ীকাদ্বয়ের গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। জরিতা, লপিতা ও শারঙ্গী দেখ।

মন্দর—(১) সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী দিব্য ঔষধি ও নানাবিধ সুন্দর গুহাদি সমন্বিত মন্দর পর্ব্বতকে প্রসব করেন। মন্দরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাতে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। ব্রহ্মা-৩১। সৌ-২৬। (২) দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুর পুত্র। তিনি মহাদেবের বরে ইন্দ্রের বজ্র ও বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রেরও অবধ্য ছিলেন। মহাভা-অনু-১৪। (৩) অবন্তী নগরীবাসী মন্দর নামে এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ঋষভ নামক এক শিবযোগীর পূজা করিয়া জন্মান্তরে দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভদ্রায়ু দেখ। (৪) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্ব রাজের অন্যতম পুত্র। পুরাবসু দেখ।

মন্দরশোভি—পুণ্যজনী দেখ।

মন্দহাস—পুরাবসু দেখ।

মন্দাকিনী—(১) গঙ্গা দেবলোকে মন্দাকিনী নামে প্রসিদ্ধা। (২) বিশ্রবা-মুনির অন্যতম পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী গন্ধকে প্রদান করেন বাম-৫৭।

মন্দাকিন্য—কশ্যপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মন্দার—(১) মন্দার নামক বিদ্যা-ধরের কন্যা বিভাবরী ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমার সখী ছিলেন। মার্ক-৬৩। মনোরমা দেখ। (২) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্য-তম পুত্র। পুরাবসু দেখ।

মন্দারদাম—পরিমলালয় দেখ।

মন্দারমালিনী—তৈলঙ্গাধিপতি বিশা-লাক্ষের পত্নী। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মন্দুলক—অন্ধ্রকবংশীয় হাল রাজা মগধে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মন্দুলক রাজা হন। তিনিও পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে পুরীন্দ্রসেন রাজা হন। মৎ-২৭৩

মন্দেহ—(১) সুরাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের শিখরোপরি মন্দেহ নামে খ্যাত মহাকায় ভয়াবহ রাক্ষসগণ বাস করিত। প্রভাত হইলে, তাহারা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও হতাহত হইয়া সুরাসমুদ্রের জলে পতিত হইত। পরে আবার প্রাণলাভ করিয়া তাহারা ঐ সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গে ঝুলিতে থাকিত। রামা-কিস্কি-৪০। (২) মন্দেহ নামে

খ্যাত রাক্ষসগণ কোনও সময়ে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে শাপ দেন এবং সেই শাপ প্রভাবে তাহাদের দেহের বিনাশ হয় না। ঐ রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। তখন সূর্য্যের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫০। (৩) যমের অনুচর এক রাক্ষস। বরা-২০১।

মন্দেহারি—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। মন্দেহ দেখ।

মন্দোদর—মহাদেবের জনৈক গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

মন্দোদরী—(১) দশানন রাবণের প্রধানা পত্নী। তিনি ময়দানবের ঔরসে হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ একবার মৃগয়া উপলক্ষে দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন ময়দানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ময়দানব রাবণের পরিচয় পাইয়া মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করেন। মন্দোদরীর গর্ভেই মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের পত্নী তেজোবতীর গর্ভে মন্দোদরী জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫। (৩) মন্দোদরীর গর্ভে সীতা জন্মেন। রামা-অদ্ভু-৮। সীতা দেখ। (৪) দেবী ভগবতী দেবগণের প্রার্থনায় মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের ক্ষেত্রজ কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৪২। সীতা দেখ। (৫) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (৬) সিংহল দেশাধিপতি চন্দ্রসেন নামক ভূপতির কন্যা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু মন্দোদরী বিবাহে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত পালন করিবেন এইরূপ অভিমত জানাইলেন। কোশলাধিপতি বীরসেন মন্দোদরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। বহুকাল কুমারী অবস্থায় থাকিয়া মন্দোদরী নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজন্যবর্গের মধ্যে মদ্রদেশাধিপতি চারুদেষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিয়ৎকাল পরে মন্দোদরী পতিকে অন্যনারী আসক্ত জানিতে পারিয়া, ঘৃণায় স্বামীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। দেবীভা-৫ স্ক-১৭, ১৮।

মন্ত্রস্তক—শ্যামল, বিরূপাক্ষ, মন্ত্রস্তক,

গোলক,শ্বেতসম্প্লুত ও তাঁহাদের প্রভু উন্মত্ত ইঁহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষাকারী দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭।

মন্বন্তর-অবতার—ভগবান হরি সত্য-লোকে আপনার কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক মন্বন্তর-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং নিজ তেজোরূপ সুদর্শন চক্রদ্বারা দুষ্টের দমন করেন। ভাগ-২স্ক-৭

মন্মথ—কামদেবের এক নাম। তাঁহার প্রভাবে মানবের মন আলো-ড়িক (মথিত) হয়, এজন্যই কামদেবের এই নাম। স্কন্দ-আব-চতু-১৩।

মন্মথকর—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী জনৈক সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র। রামা-অদ্ভু-১৯।

মন্মথা—দেবী সাবিত্রী হেমকূটে মন্মথা নামে অভিহিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মন্যু—(১) ঋগ্বেদে মন্যু নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি ক্রোধের দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। মন্যু নামে এক ঋষি ঐ মন্যু দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-১০। ৮৩, ৮৪। (২) বিতথের পুত্র মন্যু। তাঁহার পাঁচ তনয়—বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নয় ও গর্গ। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহন্ন-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (৩) কোনও সময়ে দেবগণ অসুরগণের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার উপদেশে শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবগণের প্রার্থনায় নিজ তেজ হইতে মন্যু নামে এক ভীষণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। দেবগণ সেই পুরুষের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া পুনরায় অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে অসুরদিগকে পরাজয় করি-লেন। ব্রহ্মপু-১৬২।

মন্যুমান—হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র মন্যুমান। তিনি জীবগণের জঠরে আসিয়া ভুক্ত দ্রব্যাদির পরিপাকে সাহায্য করেন। মৎ-৫১। বায়ু-২৯।

মমতা—(১) বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা উশিজের পত্নী। বায়ু-৯৯। মৎ-৪৮। উশিজ দেখ। (২) মহর্ষি উতথ্যের পত্নী মমতা। মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯স্ক-২০। ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি ও দীর্ঘতমা দেখ।

ময়—(১) মহাতেজা মায়াবী ময় দানব বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় শিল্পী ছিলেন। তিনি মায়াদ্বারা এক কাঞ্চন-বন ও কাঞ্চন-নির্ম্মিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ময়দানব সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন এবং

শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর হন। হেমা নাম্নী এক অপ্সরার প্রতি ময়দানবের আকর্ষণ জন্মিলে ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেন। রামা-কিষ্কি-৫১। ময়দানব লঙ্কার অনেক উৎকৃষ্ট সৌধ নির্ম্মাণ করেন। রামা-সুন্দ-৭। ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২। (২) ময়দানবের তিন কন্যা—মন্দোদরী, উপদানবী ও কুহূ। মৎ-৬। (৩) একবার দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাস্ত হইলে ময়দানব মায়া দ্বারা অগ্নি সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে প্রপীড়িত করেন। মৎ-১৭৫। (৪) ময়দানব অষ্টাদশজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-২৫২। (৫) কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে জাত শতপুত্রের অন্যতম ময়দানব ছিলেন। হরি-হরি-৩। (৬) হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ হস্তে নিহত হইলে ময়দানব দৈত্যকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অপর দুইজন দানবকে সঙ্গে লইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সেই অত্যুগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। ময়দানব অবধ্যতা বর প্রার্থনা করিলেন। তদুপরি এই যাচ্ঞা করিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থানের জন্য যে সমুদয় পুর নির্ম্মাণ করিবেন, তাহা নরগণের অগম্য হইবে এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত তাহারা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিবে। ব্রহ্মা ময়দানবের প্রার্থনামত সমুদয় বর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ময়দানব বলিলেন, "সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অর্দ্ধনিমেষমাত্র যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে, সেইক্ষণে যে ব্যক্তি আমার দ্বারা নির্ম্মিত পুরত্রয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক বাণের আঘাতে সেই পুরত্রয় দগ্ধ করিতে পারিবেন তাঁহারই হস্তে যেন আমার মৃত্যু হয়।" ব্রহ্মা ময়দানবকে সেই বর দিলেন। শিব-সনৎ-৫২। (৭) সাগরের আদেশে ময়দানব জালন্ধর দৈত্যের জন্য জালন্ধরপীঠে এক অতি মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেন। পদ্ম-উত্ত-৪। (৮) দেবগণের শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ময়দানবও বিশ্বকর্ম্মা নামে পরিচিত ছিলেন। বায়ু-৮৪। (৯) রামের অনুচর, সাগরে সেতুবন্ধনকারী নল ময়দানবের পুত্র ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪০। বৃহদ্ধ-পূ-২১। নল দেখ। (১০) অর্জ্জুন যখন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতেছিলেন, তখন ময়দানব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুনের অনুগ্রহেই ময়দানব অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা পান এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মহাভা-আদি-২২৮; সভা-২,৩। (১১) দেবাসুর সংগ্রামে ময়ের সহিত বিশ্বকর্ম্মার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (১২) ময়দানবের পুত্র ব্যোমাসুর গোপবালকদিগকে লইয়া গিয়া গুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখিত। ভাগ-১০স্ক-৩৭। (১৩) ময়দানবের পত্নী তেজোবতীর গর্ভে মন্দোদরী জন্ম-গ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫। (১৪) ময়দানবের পুত্র মায়াবী। রামা-অধ্যা-কিষ্কি-১।

ময়ূখাদিত্য—বিমলাদিত্য দেখ।

ময়ূর—ময়ূর নামক দানবপতি দ্বাপরে বিশ্ব নামে রাজা হন। মহাভা-আদি-৬৭।

ময়ূরবদনা—অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

ময়ূরাক্ষ—শিবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫২। শক্তি দেখ।

ময়ূরিকা—দেবী দুর্গার পার্শ্ব-বিরাজিতা অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০।

ময়ূরী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনীগণ দেখ।

ময়োভূ—করোত্তি, কৌশল্য, শাকট, সুমেধ, ময়োভূ এবং গান্ধারকায়ন, এই সকল অগস্ত্য বংশীয় ব্রাহ্মণগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি। যথা—অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-২০২।

মরণ—অপাণ্ডু, গুরু, শাকটায়ন, প্রাগাথমানারী, মার্কণ্ড, মরণ, শিব, কটু, মর্কটপ, নাড়ায়ন ও শ্যামায়ন, এই সকল অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠ্য। এই সকল ঋষি বংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

মরীচি—(১) ব্রহ্মার মানস পুত্র-গণের অন্যতম। "ব্রহ্মার পুত্রগণ" দেখ। (২) মরীচি প্রজাপতিদিগের অন্যতম। রামা-আর-১৪। (৩) মরীচির জন্ম—অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ দেখ। মরীচি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন। ভাগ-৩স্ক-১২, ৯স্ক-১। (৪) ধর্ম্ম নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে তৎ-পত্নী বিশ্বরূপার গর্ভে ধর্ম্মব্রত নামে এক কন্যা জন্মে। ঐ কন্যা অনুরূপ পতি পাইবার জন্য পিতার আদেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইয়া ঐ কন্যাকে দেখিতে পান এবং তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মব্রতার পাণি প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মব্রতার পিতা তাঁহাকে যথাবিধানে মরীচির হস্তে সমর্পণ করেন। ধর্ম্মব্রতার গর্ভে মরীচের এক শত পুত্র জন্মে। বায়ু-১০৭। ধর্ম্ম-ব্রতা দেখ। (৫) মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ভগবানের অংশাংশাবতার।

গর্গ-গো-১। (৬) পুরাকালে হরি ব্রহ্মার নিকট পদ্মপুরাণ কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা তাহার কিয়দংশ মরীচির নিকট কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-সৃ-১। মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদি-কালে ব্রহ্মা সৃজন করেন। তৎপরে মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ ও পরে অন্যান্য জন্তুগণ অপত্য উৎপাদন করেন। বিষ্ণু-১ম-২২। (৭) মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (৮) ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি দশজন মানস পুত্রকে সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োগ করেন। বরা-২। (৯) শিব-সৃষ্ট দণ্ড (নীতি) অঙ্গিরা, ইন্দ্র ও মরীচিকে প্রদান করেন। মরীচি তাহা ভৃগুকে দেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (১০) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই সাত জন মানস পুত্র সপ্তব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। (১১) মরীচি এক-বিংশতিজন প্রজাপতির অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (১২) মরীচি, অত্রি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সাতজন মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতে বাস করিতেন। ঐ সাতজন মহর্ষি চিত্রশিখণ্ডী নামে কথিত হন। মহাভা-শান্তি-৩৩৬। (১৩) উপরোক্ত মরীচি প্রভৃতি সাত জন ঋষি এবং স্বায়ম্ভুব মনু, এই আট জন ব্রহ্মার প্রভাবে পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হন। উহাঁরাই এই বিশ্ব সংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টি কর্ত্তা। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে মরীচি প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যপরতন্ত্র। তাঁহারা প্রজা উৎ-পাদন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১। ব্রহ্মা পুষ্কর ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে মরীচি অচ্ছাবাক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (১৫) দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত ব্রহ্মপুরাণ ব্রহ্মা মরীচিকে প্রথমে প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (১৬) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ, এই আটজন ব্রহ্ম-তনয় স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিশপ্ত হইয়া পুন-রায় চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। (১৭) মরী-চির পুত্র কশ্যপ। ঋক্-১।৯৯; রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। মার্ক-১০৪। শিব-জ্ঞান-৬; ধর্ম্ম-১২। অগ্নি-৫, ২৭৩। দেবীভা-৯স্ক-২১। পদ্ম-উত্ত-২২২, ২৩০। বায়ু-৬৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৫, ২৯। পদ্ম-সৃ-৬। মহাভা-আদি-৬৫; শান্তি-২০৭, ২০৮। বাম-৪৭।

স্কন্দ-আব-রেবা-৪০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১০। (১৮) মরীচির পুত্র অর্চ্চিষ্মান (বানর)। রামা-কিষ্কি-৪২। (১৯) মরীচির পুত্র মনু; মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। কল্‌কি- ৩য়-৩। (২০) মরীচির পত্নী সম্ভূতি (দক্ষকন্যা) এবং পুত্র পৌর্ণমাস। মার্ক-৫২। অগ্নি-২০। ব্রহ্মা-১০। সৌর-২৬। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৬। শিব-বায়-পূ-১৫। শিব পুরাণে চারি কন্যারও উল্লেখ আছে। (২১) মরীচির পত্নী ধর্ম্মব্রতা। অগ্নি-১১৪। (২২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সম্ভূতি মরীচির পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস (মতান্তরে পূর্ণমাস) জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮; ১০। পদ্ম-স্থ-৩। (২৩) মরীচির পত্নীর নাম উর্ণাদেবী। দেবীভা-৪স্ক-২২। (২৪) মরীচির পুত্র কশ্যপের নামান্তর কাশ্যপ (মার্ক-৫২) ও অরিষ্টনেমী। (২৫) পূর্ব্বোক্ত (১৬) অংশে উল্লিখিত আট জন ব্রহ্ম-তনয় ও দক্ষ, এই নয়জন পুরাণে নবব্রহ্মা বলিয়া উল্লিখিত হন। পদ্ম-স্থ-৩। (২৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। গরু-পূ-৮৭। (২৭) দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম মরীচি ছিলেন। হরি-হরি-৩। কশ্যপ ও দনু দেখ। (২৮) ভরত-বংশীয় সম্রাট নামক নরপতির পুত্র মরীচি। মরীচির পত্নীর নাম বিন্দু-বতী ও পুত্র বিন্দুমান্। ভাগ-৫স্ক-১৫।

মরীচিগর্ভ—(১) নবম (দক্ষ সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতাদের নাম ছিল পার ও মরীচিগর্ভ। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) ঐ দেবতাদের নাম পার মরীচি-গর্ভ ও সুধর্ম্ম। গরু-পূ-৮৭।

মরীচিপ—(১) মরীচিপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ মাংসাহারের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-অনু-১১৫। (২) মরীচিপ প্রভৃতি দেবগণ গোলকে বাস করেন। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

মরীচিমালী—সূর্য্যের এক নাম।

মরীচীশ্বর—কাশীস্থিত মরীচীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মরীচিলোক এবং মরীচিমালীর ন্যায় কান্তি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

মরু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর তনয় প্রশুশ্রুক ও তৎ-পুত্র অম্বরীষ। রামা-আদি-৭০। (২) জনকবংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর তনয় প্রতিন্ধক। রামা-আদি-৭১। (৩) মরুর তনয় প্রশুশ্রুব। রামা-অযো-১১০। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র মরু। মরুর পুত্র বৃহদ্বল। হরি-হরি-১৫। শীঘ্রতনয় মরু, বুধ ও সুমিত্র নামেও অভিহিত হইতেন। কল্কি-ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মীগণকে সংহার করিয়া মরুকে নিজ রাজধানী অযোধ্যাতে

পুনঃ অভিষিক্ত করেন। মরু কল্কির সহিত ম্লেচ্ছ দমনে গমন করেন এবং শক ও কাম্বোজদিগকে পরাভূত এবং সূর্য্যবংশীয় সূর্য্যকেতুকে বিনাশ করেন। কল্কি-১ম-২, ৩, ৩য়-৩, ৪, ৬,৭,৮। (৫) মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত। বিষ্ণু-৪থ-৪। (৬) জনকবংশীয় মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৭) মরুর পুত্র প্রদীপ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) মরু নামক এক দৈত্যকে বিষ্ণু বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪০। (৯) শীঘ্রের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশ্রুত। গরু-পূ-১৪২। (১০) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মরুদেবী। তাঁহার গর্ভে ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেন।

মরুত—(১) যদুবংশীয় কবন্ধমের পুত্র মরুত। গরু-পূ-১৪৩। (২) ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভে যে সমুদয় অপত্য জন্মগ্রহণ করে, মরুত তাঁহাদের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন দেখ।

মরুতাশ্ব—প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল অশ্বসকল প্রদান করিয়াছেন।" ঋক্-৫।৩৩।৯।

মরুত্তি—অন্যতম মরুৎ। মরুৎ-গণ দেখ।

মরুৎ—বায়ু বা পবনদেবের এক নাম।

মরুৎ-গণ—(১) কশ্যপ হইতে উৎপন্ন দেবগণের অন্যতম গণ। ভৃগুগণ ও মনু দেখ। (২) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দিতি, ভগ্নী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দেখিয়া পতি কশ্যপের নিকট ঐরূপ বীর্য্যশালী এক পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ তাঁহার গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে পবিত্র ও শুচিভাবে জীবনযাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। দিতিও সেইভাবে চলিতে লাগিলেন। অদিতি কালক্রমে দিতির গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইলেন এবং ইন্দ্রকে ঐ গর্ভ বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্র অদিতির পরামর্শে দিতির নিকট যাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদিন ইন্দ্র গর্ভভারক্লিষ্টা দিতিকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া সূক্ষ্মভাবে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ সন্তানকে বজ্রদ্বারা সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। গর্ভস্থ সন্তান বজ্রাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া সেই সপ্তভাগে বিভক্ত গর্ভকে "মা রোদী, মা রোদ।" (রোদন করিও না) বলিতে বলিতে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভস্থ সন্তানই মরুদ্গণ নামে প্রসিদ্ধ। দেবীভা-৪স্ক-৩। (৩) কশ্যপপত্নী দিতি

কশ্যপের নিকট ইন্দ্রবধক্ষম মহাতেজা পুত্র প্রার্থণা করিলে, কশ্যপ বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া আপস্তম্বী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন এবং "ইন্দ্রশত্রো ভবস্ব" এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। অতঃপর তিনি দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শত বৎসর-কাল বিশেষ যত্ন সহকারে সর্ব্বপ্রকার অনাচার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ও সম্পূর্ণ শুচিভাবে এই গর্ভরক্ষা করিবে। তাহা হইলে তুমি অভিলষিত পুত্র লাভ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া কশ্যপ চলিয়া গেলেন। দিতিও স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য, দিতির নিকট আসিলেন এবং তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া গর্ভ নষ্ট করিবার সুযোগ লাভের প্রত্যাশায় তথায় অব-স্থান করিতে লাগিলেন। শতবৎসর পূর্ণ হইবার তিনদিন যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন একদিন দিতি অপ্রমাদ-বশতঃ অধৌতপদে, মুক্তকেশে দিবা-ভাগে নিদ্রিত হইলেন। ইন্দ্র দিতির সেই অশুচিভাব জানিয়া সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গর্ভকে প্রথমে সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। বজ্র-ছিন্ন হইয়াও দিতির সেই গর্ভ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাহাদিগকে "মা রুদ" বলিতে বলিতে সেই প্রত্যেক অংশকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে বিভাগ করিলেন। এইরূপে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও সেই গর্ভ রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাতে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মার পূজার ফলেই যে দিতির ঐ গর্ভ বজ্রা-হত হইয়াও বিনষ্ট হইল না, তাহা বুঝিতে পারিয়া দিতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি হিংসা বশে আপনার গর্ভ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি ব্রহ্মবরে তাঁহারা সর্ব্বথা অবধ্য। ইহাদের রোদনকালে আমি ইহাদিগকে "মা রুদ" বলিয়াছিলাম। সেইজন্য ইহারা মরুৎ নামে খ্যাত সুখভাগী দেবতা হউক। আমি আপনার এই সন্তানগণকে মরুদ্গণ নাম দিয়া দেবগণের সমান করিয়া লইতেছি।" এই কথা বলিয়া ইন্দ্র মরুদ্গণকে নিজ বিমানে আরোহন করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। তখন হইতে মরুদ্গণ যজ্ঞভাগ-ভোজী হইয়া দেবগণের অন্তর্ভূত হইলেন। পদ্ম-সৃ-৭। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র দৈত্যগণকে (দিতি-তনয়গণকে) বধ করিলে, দিতি শোকাকুলা হইয়া সহস্র বৎসর শক্র-সমুদ্ভব তীর্থে তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। দিতি তাঁহার নিকট দেব-দর্প-নাশন, যজ্ঞভাগভোক্তা, বলবান্ পুত্র প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর সেই বর দিলে দিতি কশ্যপের ঔরসে গর্ভ ধারণ করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য দিতির ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দশম মাসে একবার দিতি গর্ভালসা হইয়া সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণ মুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই সুযোগ পাইয়া শস্ত্র হস্তে দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ প্রথমে সাতখণ্ডে কর্ত্তন করিলেন। ছিন্ন করিয়া দেখিলেন যে, গর্ভমধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাতটা বালক রহিয়াছে। দেখিবামাত্র সেই সাতটী বালককে আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। দিতির গর্ভ এইরূপে উনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়াও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া দিতির অলক্ষিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরদিন প্রাতে দিতি উনপঞ্চাশটী সন্তান প্রসব করিলেন। তখন ইন্দ্রও লজ্জায় ম্লান মুখ ও অবনত বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দিতির নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্রের সত্যবাক্যে দিতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। ইন্দ্রের অস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া গর্ভস্থ বালকগণ যখন রোদন করিতেছিল তখন ইন্দ্র তাহাদিগকে "মা রুদন্ত" (রোদন করিও না) বলিয়া নিষেধ করেন। তাহাতে ঐ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতিসন্তানগণ "মরুৎ-গণ" নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-নাগ-২২। (৫) ইন্দ্র যখন দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া গর্ভকে ছিন্ন করিতেছিলেন, তখন ছিন্নমান খণ্ডগুলি পূর্ণাঙ্গ বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিতেছিল "হে ইন্দ্র, আমরা তোমার ভ্রাতা, তুমি কেন আমাদিগকে বধ করিতে প্রয়াস পাইতেছ।" তখন ইন্দ্র বলিলেন, "ভীত হইও না। তোমরা আমার ভ্রাতা। তোমাদিগকে আমি আমার পার্ষদ করিয়া লইব। ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত হইয়াও উন-পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত গর্ভ বিনষ্ট হইল না, বরঞ্চ প্রত্যেক অংশ পূর্ণাঙ্গ বালক হইয়া গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দিতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সেই উনপঞ্চাশজন শিশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং সমীপস্থ ইন্দ্রকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র দিতিকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৬) ইন্দ্র যখন দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভকে উনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত করিলেন তখন দিতির নিদ্রাভঙ্গ

হইল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া ইন্দ্রকে "আর হনন করিও না" বলিয়া নিষেধ করিলেন। দিতির বাক্যে ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিতিকে বলিলেন, "আপনি অশুচী শুইয়াছিলেন, সেই জন্যই আমি সুযোগ পাইয়া আপনার গর্ভকে বহুভাগে ছেদন করিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" দিতি বলিলেন, "আমারই কর্ম্মদোষে আমার গর্ভ বিফল হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে শাপ দিব না। কিন্তু তুমি আমার সন্তানগনের মঙ্গল বিধান কর। আমার পুত্রগণের জন্য নভোমণ্ডলে বাতস্কন্ধ নামক সাতটী স্থান কল্পিত হউক। তাঁহারা আবহ নামক পৃথিবীস্থ প্রথম স্কন্ধ; প্রবহ নামক মেঘ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় স্কন্ধ; উদ্বহ নামক সূর্য্যের উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় স্কন্ধ; সুবহ নামক চন্দ্র হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চতুর্থ স্কন্ধ; বিবহ নামক গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম; পরাবহ নামক সপ্তর্ষি মণ্ডলাবধি বিস্তৃত ষষ্ঠ এবং পরিবহ নামক সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সপ্তম বায়ুস্কন্ধে বিচরণ করুক। তোমারই কর্ম্ম অনুসারে তাঁহারা মরুৎ নামে কথিত হউক।" ইন্দ্র বলিলেন, "আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। উপরন্তু আপনার সন্তানেরা দেবসদৃশ হইয়া দেবগণসহ যজ্ঞভাগভোজী হইবে। এই জন্যই মরুৎগণ দিতি পুত্র হইয়াও দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র মরুৎগণকে সাতটি গণে বিভক্ত করেন। (নাম পরে দ্রষ্টব্য) বায়ু-৬৭। (৭) ইন্দ্র-বধ-ক্ষম পুত্র প্রার্থনা করিয়া দিতি কশ্যপ হইতে গর্ভধারণ করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ময়দানবের নিকট সেই সংবাদ পাইয়া সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং নানা ভাবে দিতির বিশ্বাস জন্মাইয়া সুযোগের অপেক্ষায় সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন দিতি সন্ধ্যার সময়ে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইন্দ্র সেই সুযোগ পাইয়া বজ্রহস্তে গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাহার উদরে প্রবেশ করিলেন। গর্ভস্থিত সন্তান ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ইন্দ্র, আমি তোমার ভ্রাতা। আমাকে বধ করিও না। বিশেষতঃ আমি নিরস্ত্র এবং এই গর্ভে থাকিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" গর্ভস্থ বালক এইরূপে বিশেষ অনুনয় করিতে থাকিলেও ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহাকে সাতখণ্ডে কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেই গর্ভ

নষ্ট হইল না বরঞ্চ সেই খণ্ডগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় অনুনয় করিতে লাগিল। তৎসত্ত্বেও ইন্দ্র পুনরায় সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে আবার সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও তাঁহারা বিনষ্ট হইল না। পরন্তু প্রত্যেক খণ্ডই পৃথক পৃথক হস্তপদবিশিষ্ট সজীব অক্ষত দেহ লাভ করিল। ইন্দ্র সেই খণ্ডগুলিকে রোদন করিতে নিষেধ করাতে তাঁহারা মরুৎ (মারুত) নামে প্রসিদ্ধ হইল। অতঃপর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত সেই গর্ভস্থ সন্তান অগস্ত্যকে ইন্দ্রের কীর্ত্তির কথা বলিল। অগস্ত্য তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন "সকল কালেই রিপুগণ যুদ্ধে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করিবে।" দিতিও সকল বিষয় জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তিনি স্ত্রীলোক হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন। ব্রহ্মপু-১২৪। (৮) মরুৎ-গণের নাম—(ক) সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্য্যগ জ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান ও হরিত, ইহারা প্রথমগণের অন্তর্ভূত। ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র ও হরিমিত্র ইঁহারা দ্বিতীয়গণ। এইভাবে নিম্নলিখিত অন্যান্য মরুৎদিগের প্রতি সাতটিতে একটি গণ। তাঁহাদের নাম—কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্ত্তা, বিধর্ত্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম অভিযু সাক্ষিপ, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ ও বিশ। বায়ু-৬৭। (খ) একজ্যোতি, দ্বিজ্যোতি, ত্রিজ্যোতি, চতুর্জ্যোতি, একশুক্র, দ্বিশুক্র, ত্রিশুক্র, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, সদৃক্, প্রতিসদৃক্, মিত, সমিত, সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিৎ ঋত, ঋতধর্ম্মা, বিহর্ত্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারণ, ঈদৃক্ষ, সদৃক্ষ, এতাদৃক্ষ, এতন, প্রসদৃক্ষ, ঋষভ, তাদৃক্, উগ্র, ধ্বনী, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ, দ্যুতি, বসু, অনাধৃষ্য, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট ও উদ্বেষণ। গরু-পূ-৬। (৯) মরুদ্গণের উৎপত্তির বিবরণ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়—পদ্ম-ভূমি-২৬; ব্রহ্মপু-৬; মৎ-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (১০) ধর্ম্ম হইতে দক্ষ কন্যা মরুত্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, হরি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অসমন্ত, চিত্ররশ্মি, নিষুধী, জয়োন, অভুতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত, বৃহদ্রূপ প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্ম গ্রহণ করেন।

হরি-হরি-১৯৬। (১১) ধর্ম-পত্নী মরুত্বতী দেবী নিম্নলিখিত মরুৎগণকে প্রসব করেন—অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর, শববৃষ্টি, সুকর্ম্ম, বিরাট, বাক্, বিশ্বাবসুমতি, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন, হৃয়ন্ত, বৃহদ্রূপ ও পূতনানুগ। মৎ-১৭১। অগ্নি-১৯; হরি-হরি-৩। (১২) দ্বাপরে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও বিরাট মরুদ্গণের অংশভূত ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২২। (১২) দেবাসুর সংগ্রামে নিবাতকবচদিগের সহিত মরুদ্গণের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৪) মরুদ্গণ রাজা মরুত্তের মরুৎ-সোম যজ্ঞে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অক্ষয় অন্ন-দান করেন। বায়ু-৯৩। (১৫) বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন মরুদ্গণ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্ম বিবরণ এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎ-পন্ন মরুৎগণ :—অলিনীলা দেখ। বাম-৭২। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—পূতনা দেখ। বাম-৭২। (গ) উত্তম মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুৎগণ—জ্যোতিষ্মান দেখ। বাম-৭২। (ঘ) তামস মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—তামসমনুর অন্যতম পুত্র মন্ত্রধ্বজ নরপতি পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞ করেন। তিনি যজ্ঞানলে নিজ শোণিত মাংস, অস্থি, কেশ, রোম, স্নায়ু, মজ্জা এমন কি শুক্র পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান করেন। অগ্নির সপ্ত শিখাতে সেই শুক্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র "প্রক্ষেপ করিও না" বলিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হয় এবং দন্তধ্বজও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর সেই অগ্নি হইতে সাতটি তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়া ভীষণস্বরে রোদন করিতে থাকে। তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর তাঁহাদিগকে মরুৎ নামে দেবতা করিয়া দিলেন। বাম-৭২। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে উৎ-পন্ন মরুদ্গণ—বিপুজিৎ দেখ। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্গণ—মঙ্কি নামক জনৈক তপস্বী সপ্ত সারস্বত তীর্থে কঠোর তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য ভূষিতা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। ভূষিতা মঙ্কির চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিলে মঙ্কির বীর্য্য সপ্ত সারস্বত জলে পতিত হয়। সেই সপ্ত সারস্বত হইতে সপ্ত মরুৎ উৎপন্ন হন। বাম-৭২। (১৫) মঙ্কনক ঋষি হইতে উৎপন্ন বায়ুকাল প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণও মরুদ্গণ নামে খ্যাত। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ। (১৬) ধনপতি কুবের অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব যজ্ঞে মরুদ্গণ অন্নপরি-বেশন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গর্গ-দ্বার-১০। (১৭) মরুদ্গণ মরুত্ত রাজার যজ্ঞেও পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত

ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১। (১৮) দক্ষ কন্যা মরুত্বতী হইতে মরুদ্‌গণ উৎপন্ন হন। মরুত্বতী দেখ। (১৯) মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে রাজর্ষি ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। ভরদ্বাজ দেখ।

মরুত্ত—(১) যদুবংশীয় উশনার পুত্র তিতিক্ষু; তিতিক্ষুর তনয় মরুত্ত। তৎপুত্র কম্বলবর্হিষ। অগ্নি-২৭৫; মৎ-৪৪। (২) যদুবংশীয় করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। (বায়-৯৯)। তিনি পুত্রার্থী হইয়া এক যজ্ঞ করিয়া দুষ্মন্ত নামক এক পুত্র লাভ করেন। তিনি সম্মতা নাম্নী স্বীয় দুহিতাকে যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপ মহাত্মা সম্বর্ত্তকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৭। (৩) উশনার পুত্র শিনেয়ু। শিনেয়ুর অপত্য মরুত্ত। তৎপুত্র কম্বল-বর্হিষ। হরি-হরি-৩৬। (৪) তুনয় নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা ভাসিনা করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী ছিলেন। ভাসিনার গর্ভে অবীক্ষিতের এক পুত্র জন্মে। শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে গন্ধর্ব্ব-গুরু তুম্বুরু "পূর্ব্ব-দিক হইতে প্রবাহিত মরুৎ তোমার মঙ্গল করুক; দক্ষিণদিক হইতে প্রবা-হিত মরুৎ তোমার কষ্ট দূর করুক, পশ্চিমদিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে বলবীর্য্য দান করুক। পূর্ব্ব-দিক হইতে আগত মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুন," এই বলিয়া তাহার স্বস্ত্যয়ন করেন। গুরু বারম্বার "মরুৎ তব" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বালকের নাম হয় মরুত্ত। বিদর্ভ রাজকন্যা প্রভাবতী, সুবীরের তনয়া সৌবীরী, মগধেশ্বরের দুহিতা সুকেশী, মদ্ররাজ সিন্ধুবীর্য্যের কন্যা কেকয়ী, সিন্ধুরাজের কন্যা সৈরিন্ধ্রী, চেদীরাজের কন্যা বপুষ্মতি, এই ছয়জন তাঁহার পত্নী ছিলেন। ঐ সকল পত্নীর গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নরিষ্যন্ত জ্যেষ্ঠ। মহারাজ মরুত্ত অশেষ বলবীর্য্যশালী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। সপ্তদ্বীপ তাঁহার অধিকারে ছিল। তিনি শত শত যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া দেবরাজ অপেক্ষাও প্রধান হইয়াছিলেন। মার্ক-১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১। (৫) অবীক্ষিত-তনয় মরুত্তকে সংবর্ত্ত নামক মুনি সুহৃৎ বান্ধবাদি সহ স্বর্গে প্রেরণ করেন। তজ্জন্য সংবর্ত্তের সহিত বৃহস্পতির বিবাদ হয়। বায়ু-৮৬। (৬) মহা-তেজা মরুত্ত নরপতি অন্ন-প্রার্থী হইয়া ষাট বৎসর যাবৎ মাসে মাসে মরুৎ-সোম যাগ করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মরুদ্গণ তাঁহাকে সর্ব্ব-কাম-প্রদ, অক্ষয় অন্ন প্রদান করেন। ঐ অন্ন একবার মাত্র পক্ক হইলে [illegible] মধ্যে আর অন্ন প্রাপ্ত হইত না। [illegible] দগ্ধ হইবার পর [illegible]

প্রদত্ত হইলেও ঐ অন্ন নিঃশেষ হইত না। বায়ু-৯৩। (৭) অবীক্ষিত পুত্র মরুত্ত অপুত্রক অবস্থায় রাজা হইলে, পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯। (৮) সত্যযুগে মরুত্ত নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা তাঁহার পরে আর কেহই ঐরূপ সমারোহ সহকারে যজ্ঞ করিতে পারে নাই। সেই যজ্ঞে ঘৃত আহার করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। সোম পান করিয়া দেবগণেরও অজীর্ণ হয়। বিশ্বদেবগণ সেই যজ্ঞে সভাসদ ও মরুদ্গণ পরিবেশনকারী ছিলেন। বিষ্ণুর পরিপূর্ণতম অবতার শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া মরুত্তকে দর্শন দেন। ঐ মরুত্তই দ্বাপরে উগ্রসেনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১। (৯) অবিক্ষিত পুত্র মরুত্ত যেরূপ যজ্ঞ করেন, ঐরূপ যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহই করিতে পারে নাই। তিনি সুবর্ণময় যজ্ঞপাত্র সকল নির্ম্মান করাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১০) মরুত্ত যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথমে বৃহস্পতিকে পুরোহিতের কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ইন্দ্রের অসন্তোষের ভয়ে অসম্মত হইলেন। তখন মরুত্ত বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্তকে পুরোহিত পদে বরণ করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। আশ্ব-৫, ৬, ৭। সংবর্ত্ত দেখ। (১১) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি প্রদান করেন, তাহা পরম্পরায় কাম্বোজ দেশীয় মুচুকুন্দ নামক নরপতির অধিকারে আইসে। মুচুকুন্দ তাহা মরুত্তকে প্রদান করেন। মরুত্তের নিকট হইতে রৈবত তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। যুবনাশ্ব ও মনু দেখ। (১২) করন্ধম-পুত্র মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কন্যা দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত অঙ্গিরাকে কন্যা দান করেন। মহাভা-অনু-১৩৭। (১৩) মরুত্ত অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। ঐ সমুদয় রাজর্ষিদের নাম সায়ং সন্ধ্যা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব পাপ দূর হয়। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৪) করন্ধমের পুত্র মরুত্তেরই অপর নাম অবিক্ষিত। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিলনা। কেবল সংযতা নামে এক কন্যা ছিল। মরুত্ত ঐ কন্যা মহর্ষি সংবর্ত্তকে যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। এবং পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মপু-১৩।

মরুৎপতি—যযাতিবংশীয় দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু। সেতুর তনয় মরুৎপতি (অপর নাম অঙ্গারসেতু)। মরুৎ-পতির পুত্র গান্ধার। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩২। অঙ্গার দেখ।

মরুত্বতী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। মরুত্ব-তীর গর্ভে মরুত্বানগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃ-৬; ব্রহ্মাপু-৩। মৎ-৫। (২) দেবী মরুত্বতী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-১৭১ (৩) মরুত্বতীর গর্ভে উনপঞ্চাশ বায়ু-গণ জন্মলাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) মরুত্বতী মরুদ্গণকে প্রসব করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। অগ্নি-১৮। বায়ু-৬৬। (৫) মরুত্বতীর পুত্র মরুত্বান ও জয়ন্ত। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী নামে পাঁচকন্যা সৃজন করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

মরুত্বান্—ইন্দ্রের এক নাম। পদ্ম-ভূমি-৫।

মরুদেব—(১) সূর্য্যবংশীয় প্রতী-পাশ্বের তনয় সুপ্রতীপ। তৎসুত মরুদেব। মরুদেবের অপত্য সুনক্ষত্র। মৎ-২৭১। ভাব্য ও কিন্নরাশ্ব দেখ। (২) প্রতীকাশ্বের তনয় সুপ্রতীক। তৎপুত্র মরুদেব। মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। প্রতীকাশ্ব দেখ। (৩) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। সুরসা দেখ।

মরুদেবী—প্রিয়ব্রতের বংশীয় নাভির পত্নী। নাভি দেখ।

মরুদ্বতী—দক্ষকন্যা মরুত্বতীর নামা-ন্তর। (মরুত্বতী দেখ)। মরুদ্বতীর গর্ভে মরুদ্বত নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-৬। মরুদ্গণ দেখ।

মরুধন্ব—জনৈক বিদ্যাধর। তাঁহার কন্যা মনোরমা ইন্দিবর নামক বিদ্যা-ধরের পত্নী ছিলেন। মনোরমা দেখ।

মরুবসা—চৈদ্যবংশীয় মধুর পুত্র মরুবসা। তাঁহার তনয় পুরুদ্বান। হরি-হরি-৩৬। মধু দেখ।

মর্য্যাদা—নরপতি অবাচীনের মহিষী মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ।

মর্ষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুগন্ধির পুত্র। তিনি সহস্বান নামেও পরিচিত ছিলেন। মর্ষের তনয় বিশ্রুতবান্। বায়ু ৮৮। বিশ্রুতবান্ দেখ।

মলদা—(১) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতম সন্তান। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মলয়কেতু—(১) রাজর্ষি ঋষভ-দেবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-৪।

ঋষভ দেখ। (২) জনৈক বিদ্যাধর। মাল্যকেতু দেখ।

মলয়াচলনিলয়—মলয়াচল নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২০৮।

মলহা—রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

মল্লিকাক্ষ—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরী অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

মল্লী—মণিপ্রভা দেখ।

মশক—ভূতলবাসী জনৈক দানব। শ্রীমহাভা-২।

মশর্শার—"মশর্শার নামক রাজার চারিটী শিশুপুত্র আমাকে বাধা দিতেছে" এইরূপ বলিয়া কক্ষীবান ঋষি মিত্রাবরুণের স্তব করিয়াছেন। সায়ন এই মশর্শার রাজার কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-১।১১২।১৫।

মসৃণ—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ভর্ংস্য দেখ।

মহ—অমিতাভ দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত, অরিহা ও সাবর্ণি মনু দেখ।

মহৎপৌর—পুরুবংশীয় সার্ব্ব ভৌমের পুত্র মহৎপৌর। তৎপুত্র রুক্মরথ। বায়ু-৯৯।

মহদ্বল—যদুবংশীয় বজ্রের পুত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৭।

মহস্বান—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অমর্ষণের পুত্র মহস্বান। তৎপুত্র বিশ্বাবসু।

ভাগ-৯স্ক-১২। মরু ও প্রসুশ্রুত দেখ।

মহা—পর্য্যসিত দেখ।

মহাংশ—মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও অনিল দেখ।

মহাকপি—খট্টাঙ্গ নামক নদীর তীরবর্ত্তী ক্রৌঞ্চপুরের অধিপতি। হরি-হরি-৯৫।

মহাকবি—অদ্ভুত নামক অগ্নির পুত্র বীর। বীরের তনয় বিবিধাগ্নি, তৎপুত্র মহাকবি ও অর্ক। মৎ-৫১।

মহাকর্ণ—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মপু-৩। (৩) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৪) খসার গর্ভজাত—জনৈক দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৫) বিরূপ নামক রাক্ষসের ঔরসে বিকচার গর্ভে মহাকর্ণ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বিকচা দেখ। সীতা দেখ।

মহাকর্ণি—মগধরাজ অম্বুবীচের মন্ত্রী। মহাভা-আদি-২০৪। অম্বুবীচ দেখ।

মহাকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মহাকর্ম্মা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহাকলা—সীতা দেখ।

মহাকল্প—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহাকষায়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহাকাপি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাগ্ন দেখ। মৎ-১৯৬।

মহাকায়—(১) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৭৯। খসা দেখ। (২) জনৈক রাক্ষসসেনাপতি। পদ্ম-পাতা-৭১। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। (৪) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫। (৫) পাতাল নিবাসী জনৈক দানব। দেবীপু-৩। মহাকায় দানব পাতালের চতুর্থ তলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (৬) বিষ্ণু মহাকায়কে বধ করেন। ব্রহ্মপু-২১৩

মহাকাল—(১) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২) দূষণ নামক দৈত্য অবন্তীনগরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় শিব মহাকাল-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দূষণাসুরকে বধ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৬। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের বারাহকল্পে অবতীর্ণ আটাইশ জন শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম। শিব-বায়-পূ-১০। (৪) বারাহকল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস হন এবং মহাদেব গুহাবাসী নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে ধ্যানযোগী চারিপুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-২৪। গুহাবাসী ও উতথ্য দেখ। (৫) মহাদেবের জনৈক গণ। সৌ-৩৫। মহাকালের সহিত নিশুম্ভ দৈত্যের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৪। মহাকালের সহিত রাহুর যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭। (৬) শিবের তেজে অগ্নিতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা তাঁহাদের গাত্রবর্ণ অনুসারে একজনের নাম রাখেন ভৃঙ্গি অপরজনের নাম রাখেন মহাকাল। পার্ব্বতীর শাপে তাঁহারা মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ভৈরব দেখ।

মহাকালসমুদ্ভবা—সীতা দেখ।

মহাকালী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা দেখ। (২) মূল প্রকৃতি-দেবী এক হইয়াও জগৎকার্য্যের জন্য অনেকত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঐ এক অংশ মহাকালী। অপর অংশদিগের মধ্যে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাণী প্রধানা। শিব-জ্ঞান-৪। (৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের আধার। রুদ্রকে যে গুণরূপা দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন; তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা। পরে তিনি পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন। শিব-জ্ঞান-৩। সতী

দেখ। (৪) পরমা আদ্যাশক্তিরই একনাম মহাকালী। তিনি বিষ্ণুর কাতর প্রার্থনায় মধুকৈটভ নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের বধে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হন। দেবীভা-১স্ক-৯, ১০স্ক-১১। (৫) দেবী দুর্গা শিবকে মহাকালী নামক শক্তি প্রদান করেন। দেবীভা-৩স্ক-৬। ব্রহ্মা (৪৯) দেখ। (৬) দশ মহাবিদ্যাব অন্যতমা। শ্রীমহাভা-১৮। মহাবিদ্যা দেখ। (৭) কৈলাসস্থিতা দেবীর দুই মূর্ত্তির অন্যতমা মহাকালী। ঐ মহাকালী-রূপা দেবী দেবগণেরও দুর্গম রত্ন-পুরীতে বাস করেন। সহস্র সহস্র ভৈরব ঐ পুরীর দ্বার সমুদয় রক্ষা করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও দুর্গার আদেশ ব্যতীত ঐ দ্বার অতিক্রম করিতে পারেন না। সেই রমণীয় পুরীতে রত্ন নির্ম্মিত মন্দিরে মহা রত্ন-সিংহাসনোপরি শবাসনে মহাকালী দেবী অবস্থিতা। সেই মহাদেবী একা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরূপিণী। চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে মহাকাল সদাশিব অবস্থিত। শ্রীমহাভা-৫৯। (৮) প্রভাস-ক্ষেত্রে মহাকালী দেবীর মহাপীঠ অব-স্থিত। কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় গন্ধ, পুষ্প ধূপ, বলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৩। (৯) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩ (১০) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাকালেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রে মহাকালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬। (২) প্রভাসক্ষেত্রে মহাকালেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। সত্যযুগে ঐ লিঙ্গের নাম ছিল চিত্রাঙ্গদেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৩।

মহাকুণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত মহাকুণ্ডে-শ্বর লিঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী শুভোদ নামক কূপে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাকেতু—শিবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাকেশ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাক্রতু—জনৈক মহর্ষি। মহাভা-আদি-১৮১।

মহাক্রূরা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মহাক্রোধ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাক্ষ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগর্ভ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগিরি—(১) দনুর গর্ভজাত

অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। হরি-হরি-৩। দনু দেখ।

মহাগিরি—দেবযক্ষ নামক দক্ষের অন্যতম পুত্র। দেবযক্ষ দেখ।

মহাগীত—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাগ্রীব—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাঘোর—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাঘোষ—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র, সুবর্ণঘোষ, সুগ্রীব ও মহাঘোষ এই কয়জন কিন্নর উৎপন্ন হন। তাঁহারা অশ্বমুখ কিন্নর নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯।

মহাচক্র—বিপ্রচিত্তির অনুজ জনৈক দানব। পদ্ম-সৃ-১৮।

মহাচক্রী—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মহাচণ্ড—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

মহাচিত্রা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহাচূড়া—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্গতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাজম্ভ—(১) দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়তলে মহজম্ভের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানের নাম সুতল। ঐ স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ-বর্ণ। বায়ু-৫০।

মহাজয়—(১) মণিবর যক্ষের অন্যতম পুত্র। দেবজনী দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বাসুকী জয় ও মহাজয় নামক দুই নাগকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

মহাজরা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাজানু—জনৈক ঋষি। মহাভা-আদি-৮।

মহাজিহ্ব—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃ-১৮। হরি-হরি-৪১।

মহাজ্বালা—সীতা দেখ।

মহাতপা—(১) সত্যযুগে মহাতপা নামে একজন ঋষি, শ্রুতকীর্ত্তি নামক নরপতির পুত্র প্রজাপালকে অগ্নির উৎপত্তি, তিথির মাহাত্ম্য, বিবিধ দেবগণের উৎপত্তি, বিবিধ তিথিতে করণীয় পূজাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। বরা-১৭-৩৭। (২) দুর্গার অন্যতম নাম। কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিতা। তন্ত্র-৭১২ পৃঃ।

মহাতুণ্ডা—(১) কাশীস্থিত এক চণ্ডী। মহাষ্টমীতে তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্ব-

[illegible] হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্তর-৬৩,৭০।

মহাতেজ—মহাতীর্থ শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজ নামক শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া কাশীধামে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্তর-৬৯। (২) মহিষাসুরের অনুচর জনৈক রাক্ষস। দেবীপু-৩। (৩) মহাদেব শঙ্কুকর্ণ তীর্থে মহাতেজ নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩

মহাতেজস্বী—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাতেজা—(১) অঙ্গিরা বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র ও রক্ষঃসেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯।

মহাত্মা—(১) বিতথের (ভরদ্বাজের) অন্যতম পুত্র। তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার নাম—কৌশিক, গৃৎসপতি ও সুকেতু। অগ্নি-২৭৮। অগ্নি ও ভরদ্বাজ দেখ। (২) মহান, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল ইঁহারা পাপনাশন পঞ্চপিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। গরু-পূ-৮৯। (৩) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাদংষ্ট্র—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাদক্ষ—মহাদেবের এক নাম ব্রহ্মপু-৪০।

মহাদণ্ড—অন্যতম যমদূত। বৃহদ্ধর্ম্ম-২৩।

মহাদুন্দুভি নাসিক—সুবর্ণ [illegible] দৈত্যের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্তর-৭১।

মহাদুর্গা—কলিতে সাধকের পূর্ণ-ফল প্রদানকারিণী অন্যতমা মহাবিদ্যা। তন্ত্র-১৪ পৃঃ। মহাবিদ্যা দেখ।

মহাদেব—(১) শিবের এক নাম। শিব দেখ। (২) কালরুদ্রের আশ্রমের ঊর্দ্ধদেশে সপ্তপাতাল আছে। তন্মধ্যে শর্কর নামক তৃতীয় তলে মহাদেব, মহাকায় ও মহাভুজ নামে তিনজন রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২। প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব সম্বন্ধে শিব নামে দ্রষ্টব্য।

মহাদেবা—দেবকের যে সপ্তকন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। বায়ু-৯৬। বসুদেব দেখ।

মহাদেবী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। (২) দৈত্যপতি বজ্রনাভের কন্যা। হরি-হরি-১৪৮। (৩) দেবী সাবিত্রী শালগ্রামক্ষেত্রে মহাদেবী নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৪) ধর্ম্মারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণগণের গোত্ররক্ষক অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (৫) ধর্ম্মারণ্য নিবাসিনী অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২। জয়া দেখ। (৬)

ভূমিপালগণের অধিপতি ভাবক ভূপতির পত্নী। ব্রহ্ম-প্রবৈ-স্রো-১৪২। (৭) গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৮) পরমাশক্তি ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-১৬। মহ ধাতুর অর্থ পূজা, সমুদয় দেবদানবগণ সেই আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরীর পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, সেইজন্য তাঁহার এই নাম। দেবীপু-৩৭। ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে মহাদেবীর পূজা করেন। দেবীপু-৩৯। (৯) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাদৈত্য—ভৌত্য মন্বন্তরে মহাদৈত্য নামে অসুর এক ছিল। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। গরু-পূ-৮৭।

মহাদ্যুতি—(১) অন্যতম নাগরাজ। বরা-২১৪। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মহাদ্রুম—প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মুনীরক, কুসুমোদ, মোদাকি, ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র ছিল। ব্রহ্মপু-২০। কুশোত্তর, হব্য ও মনীচক দেখ। (২) মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন নরমুখ চন্দ্রবংশীয় কিন্নরদিগের অন্যতম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

মহাধনু—দশার্ণাধিপতি চারুবর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অনেক নরপতি। সুমনা নরিষ্যন্তের পুত্র দমকে বরণ করিলে, তিনি অন্যান্য কতিপয় নরপতির সহিত মিলিত হইয়া সুমনাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার প্রয়াস পান। মার্ক-১৩৩

মহাধর্ম্মাসুর—কৃষ্ণধর্ম্মা নামে এক অসুর স্থাণুমিত্র নামক এক ঋষির হোম ও তপস্যার বিঘ্নাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি চামুণ্ডা ও অষ্ট ভৈরবের সহিত কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। মহ ধাতুর অর্থ পূজা। কৃষ্ণধর্ম্মার প্রতিরোধের জন্যই ঐ পূজা করা হইয়াছিল বলিয়া তদবধি ঐ রাক্ষস মহাধর্ম্মাসুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। দেবীপু-৪০।

মহাধাতা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাধীত—প্রিয়ব্রতের পুত্র সবন পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাধীত ও ধাতকী। ব্রহ্মা-৩৪। ধাতকী দেখ।

মহাধৃতি—(১) জনকবংশীয় বিবুধের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। (২) জনকবংশীয় বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। তৎপুত্র কৃতিরাত। ভাগ-৯স্ক-১৩।

মহাধ্বনী—বিপ্রচিত্তির অনুচর জনৈক দানব। পদ্ম-সৃ-১৮।

মহান্—(১) ভরত-বংশীয় ধীমানের পুত্র মহান্। তৎপুত্র ভৌমন (ভৌবন বায়ু-৩৩) ব্রহ্মা-৩৪। (২) সাবর্ণি

মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় অমিতাভ নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৩) অন্যতম রুদ্র। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (৪) পঞ্চপিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ। (৫) ব্যক্তাব্যক্ত-রূপী পরম পুরুষের এক নাম মহান্। তিনি গায়ত্রীকে সৃজন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি স্বীয় দেহ হইতে পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনিই ক্রীড়মান অবস্থায় যে হিরণ্ময় বীজ সৃষ্টি করেন। সেই বীজই দ্বাদশ আদিত্য প্রভাযুক্ত এক ডিম্বে পরিণত হয়। অনন্তর সেই ডিম্ব ভেদ করিয়া ব্রহ্মা নির্গত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫। (৫) পুরু বংশীয় মতিনারের অন্যতম পুত্র। তংসু দেখ। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

মহানথ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭।

মহানদা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানদী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মহানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চিত্রদেবকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মহানন—কুম্ভবজ্র দেখ।

মহাননা—অন্যতমা যোগিনী। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মহানন্দ—(১) মন্ত্রবাজ পুত্র মহানন্দ দশার্ণাধিপতি চারুশর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন। মার্ক-১৩৩। সুমনা দেখ। (২) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) দ্বাপরে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতেন। চরিত্র-হীনতা জনিত পাপের ফলে তিনি মগধ দেশে কুক্কুট-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে চলিতে চলিতে তিনি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেইখানেই প্রাণ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৮।

মহানন্দা—(১) নন্দীগ্রামে মহানন্দা নামে এক বেশ্যা ছিল। একবার এক শিবভক্ত বৈশ্য তিন দিনের জন্য মহানন্দাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে যখন তাহারা নিদ্রা যাইতে ছিল তখন তাহাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়। ঐ অগ্নিতে বৈশ্যের নিকটস্থ এক পরম প্রিয় শিব-লিঙ্গ ভস্মীভূত হয়। বৈশ্য তাহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। মহানন্দা তিন দিবসের জন্য বৈশ্যের পত্নী

স্বীকার করিয়াছিল। তজ্জন্য সেও বৈশ্যের সহিত সহমরণে যাইতে উদ্যত হয়। তখন মহাদেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত তাহাকে নিবারণ করেন এবং তাহার প্রার্থনায় তাহাকে নিজ সেবিকা করিয়া লইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২০। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানন্দি, মহানন্দী—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় অজয়ের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। তৎপুত্র মহানন্দি। মহানন্দির তনয় শৈশুনাগ। ভাগ-১২স্ক-১। দর্ভক দেখ। (২) মহানন্দী তেতাল্লিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তিনি শিশুনাগ-বংশীয় শেষ নরপতি। শিশুনাগ বংশীয় নরপতিগণ সর্ব্বসমেত তিন শত পয়ষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর কলি-রাজগণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৎ-২৭২। (৩) শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্ব্বসমেত তিন শত ষাট বৎসর রাজত্ব করেন। মহানন্দির শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র নন্দ (নামান্তর মহাপদ্ম) রাজা পাইলে শূদ্র রাজ বংশের আরম্ভ হইল। ভাগ-১২স্ক-১। (৪) শিশুনাগ বংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দী তেতাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে শূদ্ররাজবংশ আরম্ভ হয়। শিশুনাগ বংশীয় দশজন রাজা সর্ব্বমোট তিন শত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

মহানল—(১) মহাদেবের এক নাম মহাভা-অনু-১৭। (২) মহানল তীর্থে মহানল নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ব্রহ্মপু-১১৬। মৃত্যু দেখ।

মহানাগ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৬। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। দেবীপু-৩।

মহানাদ—(১) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৪ (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অনুচর জনৈক দানব। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ। (৪) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর দক্ষিণদ্বার-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (৫) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অধ্যা-রামা-লঙ্কা-৫। (৬) মহাদেব অট্টহাস তীর্থে মহানাদ রূপে পরিচিত। দেবীপু-৬৩। (৭) আভাস নামক প্রথম তলের অধিবাসী অন্যতম নাগ। দেবীপু-৮২।

মহানাদা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহানাদেশ্বর—কাশী-স্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

মহানাভ—(১) দানব পতি হির-

প্স্যাঙ্কের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২১। মৎ-৬। হরি-হরি-৩। (২) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩। (৩) শ্রীকৃষ্ণতনয় দীপ্তিমানের হস্তে মহানাভ মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বর্গ-বিশ্ব-৩৬।

মহানাস—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ। (২) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহানাসা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহানিদ্রা—(১) চতুঃষষ্ঠি য়োগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। কালি-৬৩। (২) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৪) গোকুলে দেবকীর গর্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হন ঠিক সেই সময়েই ব্রজে যশোদার গর্ভে নারায়ণীর অংশসম্ভূতা মহানিদ্রা জন্ম লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫।

মহানীল—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎস্য-৬। হরি-হরি-৩ বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃ-৬। ব্রহ্মপু-৩। (২) গুহাবাসী নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। লি-২৪। শিব-বায়-উ-১০। মহাকাল দেখ।

মহানুভাবমধ্যস্থা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহানেত্র—অশ্বমুখ কিন্নরদিগের অন্যতম। মহাঘোষ দেখ।

মহানেমী—প্রহ্লাদের অনুচর জনৈক দানব। হরি-হরি-২৪১।

মহান্ত—ভরতবংশীয় ধীমানের পুত্র মহান্ত। তৎপুত্র মনস্যু। অগ্নি-১০৭। বিষ্ণু-২য়-১। ধীমান্ ও মহান্ দেখ।

মহান্তক—(১) মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত তারিণী পূজার যন্ত্রস্থ চারিদ্বারে ক্ষেত্র-পাল, ভৈরব, গণনাথ ও মহান্তক এই চারি দেবতার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-৫৯৮ পৃঃ।

মহাপণ্য—পাটলীপুত্র নগরবাসী পশুমান নামক বৈশ্যের তিন পত্নীর গর্ভে কতিপয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মহাপণ্য, মহাকোষ ও দুষ্পণ্য নামে তিন পুত্র জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২। দুষ্পন্ন দেখ।

মহাপথ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাপদ্ম—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) অংশ ও ভগ, আদিত্য; কশ্যপ ও ঋতু, মুনি; মহাপদ্ম ও কর্কোটক, সর্প; চিত্র-সেন ও ঊর্ণায়ু, গন্ধর্ব্ব; ঊর্ব্বশী ও বিপ্র-চিত্তি, অপ্সরা; তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমী,

গ্রামণী ; বিদ্যুত্ত ও স্ফূর্জ্জ, রাক্ষস—ইহারা হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। (৩) শিশুনাগবংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম মগধের প্রথম শূদ্র-রাজা হন। তিনি আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার দ্বাদশজন পুত্র মাত্র আট বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ দ্বাদশজনের শেষ নরপতির নাম নন্দ। বায়ু-৯৯। (৪) শিশুনাগবংশীয় শেষ নরপতি মহানন্দীর নন্দ নামে এক শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র জন্মে। তাঁহারই নামান্তর মহাপদ্ম। এই নরপতির সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা শত বৎসর রাজত্ব করেন। চাণক্য শেষ নন্দ নামক নরপতিকে বিনাশ করেন। তৎপরে মৌর্য্যগণ মগধাধীশ্বর হন। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৫) মহাপদ্ম অষ্টাশী বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সুকল্প আদি তাঁহার আট পুত্র বার বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর মগধ মৌর্য্যবংশের অধিকারে আইসে। মৎ-২৭২। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্যগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যরথে অগ্রহায়ণ মাসে অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ তার্ক্ষ্য (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), ও বিদ্যুৎ (রাক্ষস) বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

মহাপদ্মা—দেবী সাবিত্রী মহালয় তীর্থে মহাপদ্মা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। সাবিত্রী দেখ।

মহাপাদ—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাপারিষদেশ্বর—রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মহাপার্শ্ব—(১) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর জনৈক দানব। মৎ-১৭১। পদ্ম-সৃ-৪৫। (২) রাবণানুচর জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। অগ্নি-১০। (৩) পুষ্পোৎকটার গর্ভজাত বিশ্রবার অন্যতম পুত্র। পুষ্পোৎকটা দেখ। (৪) চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত তিন দিনের যুদ্ধে মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষসগণ বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। পদ্ম-পাতা-২১। (৫) মহাপার্শ্ব প্রভৃতি দানবগণ বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মহাপাশ—অন্যতম যমদূত। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৬।

মহাপুণ্যা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মহাপীঠা—সীতা দেখ।

মহাপুরুবশ—চৈত্যবংশীয় মধুর অন্যতম পুত্র। মধু দেখ।

মহাপূর্ব্বজা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহাপুরুষ-সংজ্ঞিতা—ঐ

মহাপুরুষ-সাক্ষিণী—ঐ

মহাপৌরব—পুরুবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র রুক্মরথ। তৎপুত্র সুপার্শ্ব। মৎ-৪৯।

মহাপ্রাংশু—বিশ্রবা মুনির অন্যতম পুত্র। পুষ্পোৎকাটা দেখ।

মহাপ্রাণ—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। রৈবত মনু দেখ।

মহাব্রত—(১) দানবপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। শিব দেখ।

মহাবক্ষা—মহাদেবের এক নাম। শিব দেখ।

মহাবর—দানবপতি ঘোরের অন্যতম অনুচর। দেবীপু-১৩।

মহাবল—(১) অন্ধকবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। হৃদিক দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬১। (৩) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পূ-৬। (৪) বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামক ত্রয়োদশজন দানবের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অজিক দেখ। (৫) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী চতুর্ব্বিংশ ক্রতু-সুত দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। আপ দেখ। (৭) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ। (৮) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-৪২। পুরাবসু দেখ। (৯) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষ মনু ও মধুশ্রী দেখ। (১০) পঞ্চ পিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ। (১১) গোকর্ণ তীর্থে মহাদেব মহাবল নামে পূজিত হন। গরু-পূ-৬৩। শিব দেখ। (১২) কাশীধামে কপাল-মোচনের সম্মুখে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (১৩) দানবপতি বলির অনুচর একজন অসুর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (১৪) রাবণের পুত্র জনৈক রাক্ষস সেনানী। অদ্ভু-রামা-১৯।

মহাবলা—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের গোত্ররক্ষক জনৈক যোগিনী। ভট্টারিকা দেখ। (২) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। (৩) সীতার

রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহাবাহু—(১) দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬; পদ্ম-সৃ-৬। দনু দেখ। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। আপ দেখ। (৩) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় শ্রুতঞ্জয়ের পুত্র মহাবাহু। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর শুচী আটান্ন বৎসর এবং শুচীর পর তাঁহার পুত্র ক্ষেম আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথের বংশীয়েরা সর্ব্বমোট এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর মগধ রাজ্য প্রসিদ্ধ বীতিহোত্র বংশীয়দের অধিকারে আসে। বায়ু-৯৯। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে মহাবাহু ঋষি অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৬) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৭। (৭) জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-সৃ-৭৫। গন্ধ দেখ।

মহাবিদ্যা—(১) ব্রহ্মার শরীরসম্ভূত অর্দ্ধ-নারীনর রুদ্র মূর্ত্তির অন্যতম নাম। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী সিদ্ধিদাত্রী। এই সকল বিদ্যা কলিকালে সাধকের পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধ-মন্ত্র। ইহাঁরা কলিদোষ দুষ্ট নহেন। তজ্জন্য ইহাঁদের উপাসনায় কলিকাল বশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। অর্থাৎ সত্যযুগে যাহার এক লক্ষ জপের ব্যবস্থা কলিকালে তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ চারিলক্ষ জপ করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—ইহারা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া কথিত হন। ইহাঁদের মন্ত্রজপ করিতে হইলে নক্ষত্র চক্রাদি বিচার, কালাদি শোধন প্রভৃতি আবশ্যক হয় না এবং সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া ইহাদের উপাসনায় যুগ-ঘটিত পরিশ্রম নাই। তন্ত্র-১৪পৃঃ। অন্যত্র দশ মহাবিদ্যার তালিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের যথা—কালী, দুর্গা, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরা, ভৈরবী বগলা, মাতঙ্গী ও তারা। তন্ত্র-১০১৩ পৃঃ। (২) শ্রীমহাভাগবতের ৮ম অধ্যায়ে দশ মহাবিদ্যার তালিকা পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে সামান্য পৃথক। ঐ স্থানে বগলা নামের পরিবর্ত্তে বগলামুখী এবং কমলা নামের পরিবর্ত্তে সুন্দরী নাম দৃষ্ট-হয়। (৩) পরমা দেবী আদ্যাশক্তির স্থূল-

রূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতম। সেই মূর্ত্তি বহুবিধ, তন্মধ্যে দশ মহাবিদ্যাই শীঘ্র মুক্তি প্রদান করেন। এই দশ মহাবিদ্যার নাম—মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী। এই দশ মহাবিদ্যার প্রতি পরম ভক্তি করিলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীমহাভা-১৮। (৪) দেবী আদ্যাশক্তির যে মূল প্রকৃতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠা এবং সূক্ষ্মরূপা, দশ মহাবিদ্যা তাঁহারই অংশ মাত্র। (তালিকা-শ্রীমহাভাগবতের ৮ম অধ্যায়ের তালিকার ন্যায়)। বৃহদ্ধ-মধ্য-৬। (৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিভূতি—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিভূতিদা—সীতার সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মহাবিশ্ব—দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

মহাবিষ্ণু—এই চরাচর জগতের ব্যাপক, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, মহাবিষ্ণু, সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণভেদে তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। তিনি সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপাদন করেন। দেহের মধ্যভাগ হইতে ঈশান রুদ্রকে সৃজন করেন এবং জগৎ পালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে বামাঙ্গ হইতে সৃজন করেন। তিনিই আবার রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম নামেও পরিচিত হন। সেই বিষ্ণুর পরমাশক্তি ভাব ও অভাব স্বরূপা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে পরিচিতা। যে জ্ঞানের জন্য লোকে বিশ্বকে মহাবিষ্ণু হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহারই নাম অবিদ্যা। এবং যে ধারণা হইতে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তাহাই বিদ্যা নামে কথিত হয়। মহাবিষ্ণুর এই মায়া মহাবিষ্ণু হইতে পৃথক। বৃহন্না-৩।

মহাবীত—পুষ্কর-দ্বীপাধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ সবনের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। অগ্নি-১১৯। বায়ু-৩৩। মহাধীত দেখ।

মহাবীর—(১) স্বায়ম্ভুব মনু-তনয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। প্রিয়ব্রত দেখ। (২) প্রিয়ব্রতাত্মজ সবনের অন্যতম পুত্র। মহাবীত ও ধাতকা দেখ।

মহাবীর্য্য—(১) ভুবমন্যুর অন্যতম পুত্র। ভুবমন্যু দেখ। (২) পুষ্কর পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র প্রচিন্বান। হরিহরি-৩১। (৩) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৭৫। রৈবত মনু দেখ। (৪) নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৭। আজবন্ত দেখ। (৫) ভরতবংশীয় বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র ধীমান। বায়ু-৩৩। (৬) জনক—

বংশীয় বৃহদুক্‌থের তনয় মহাবীর্য্য। তৎপুত্র ধৃতিমান। বায়ু-৮৯। (৭) জনকবংশীয় বৃহদুক্‌থের পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র সত্যধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৮) ভরদ্বাজ-তনয় ভবন্মন্যুর অন্যতম তনয়। (ভবন্মন্যু দেখ)। মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৯) জনকবংশীয় বৃহদ্রথের (বৃহদুক্‌থের; গরু-পূ-১৪২) পুত্র মহাবীর্য্য। তৎপুত্র সুধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (১২) ভরদ্বাজ অথবা বিতথের পুত্র মন্যু। মন্যুর অন্যতম পুত্র মহাবীর্য্য। ভাগ-৯স্ক-২১। মন্যু দেখ।

মহাবেগা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে নির্গত জনৈক মাতৃকা। (২) সীতার সহস্র নামের অন্যতম। মাতৃকা ও সীতা দেখ।

মহাবেত্র—উলূক, রমেশ, মহাবেত্র প্রভৃতি বিদ্যাধর রাজগণ বেণুমান শৈলে বাস করেন। ব্রহ্মা-৮১।

মহাব্যাহৃতি—জপে নিযুক্ত ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্না এক নারী। তিনিই বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মোহিনী মায়া। বায়ু-২৫। একানংশা দেখ।

মহাব্রত—(১) মহাব্রত নামক শিবলিঙ্গ মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উপস্থিত হইয়া কাশীতে স্কন্দেশ্বর লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহাভক্ষ—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। কল্প-ব্রহ্মা-সেতু-৬।

মহাভয়—(১) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৬। অধর্ম্ম দেখ। (২) দৈত্যপতি দুর্গের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মহাভয়হর নৃসিংহ—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মহাভাগ—(১) মৌর্য্যবংশের পরে যে সমুদয় সামন্ত রাজগণ মগধে রাজত্ব করেন, তাহাদের মধ্যে পুনর্ভবের পুত্র মহাভাগ বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাভাগের পুত্র দেবভূমি। মৎ-২৭২। যদুবংশীয় দেবরথের পুত্র মহাভাগ; তাঁহার নামান্তর দেবশ্রবা। বায়ু-৯৬ (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অজিহ্মান দেখ। (৪) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহাভাগা—(১) ব্রহ্মার শরীর-সম্ভূত অর্দ্ধনারীনর-রূপধারী অন্যতম রুদ্রমূর্ত্তি। ব্রহ্মাণ্ড-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) বেণনন্দন পৃথুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান নামে দুই পুত্র জন্মে। সৌর-২৭। (৩) আদ্যাশক্তি দুর্গার এক নাম। তিনি সকলের মহার্থ সাধন করেন বলিয়া ঐ নামে পরিচিতা। দেবীপু-১৬, ৩৭। (৪) দেবী শঙ্করী মহালয় তীর্থে মহাভাগা নামে পরিচিতা।

স্কন্দ-আব-রেরা-১৯৮। মৎস্য-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মহাভিষ—(১) কুরুরাজ শান্তনু পূর্ব্বজন্মে মহাভিষ নামে পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। হরি-হরি-১৮। (২) শান্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্য পরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক চরমে স্বর্গলাভ করেন। একদা দেবগণ ও মহারাজ স্বর্গে ব্রহ্মার আলয়ে উপস্থিত আছেন এমন সময়ে গঙ্গা তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে বায়ুবেগে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডিন হইল। তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। কিন্তু মহাভিষ তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য শাপ দেন। তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৬। স্কন্দ-আব-চতু-৪২।

মহাভুজ—কালরুদ্র আশ্রমের ঊর্দ্ধে জক্ত পাতাল আছে। তন্মধ্যে উৎপা মিক চতুর্থতলে মহাদেব, হইতে মহাভুজ নামক তিনজন এবং রাক্ষস বাস করে। দেবীপু-৮২।

মহাভৈরব—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাভোগবতী—সীতার এক নাম। রাম এই নামে সীতার স্তব করিয়াছিলেন। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাভোজ—(১) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। গরু-পূ-১৪৩; সাত্বত ও ভজমান দেখ।

মহাভৌম—পুরুবংশীয় অরিহের পুত্র মহাভৌম। সুযজ্ঞা নাম্নী তাঁহার পত্নী হইতে অযুতনায়ী নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। অরিহ ও অযুতনায়ী দেখ।

মহামণি—পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র। মহামণির পুত্র মহামনা। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। জনমেজয় ও মহামনা দেখ।

মহামতি—(১) কল্কি মহামতি নামক রাজাকে কাঞ্চনপুরীর অধিপতি করিয়াছিলেন। মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র সহস্র। কল্কি-তৃ-১৪। (২) ভার্গব বংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ। মার্ক-১০। সুমতি দেখ।

মহামতী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামনা—(১) যদুবংশীয় মহাশালের পুত্র মহামনা। তিনি সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার উশীনর ও তিতিক্ষু

নামে দুই পুত্র ছিল। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। গরু-পু-১-৪৩। ভাগ-৯স্ক-২৩। অগ্নি-২৭৭। বায়ু-৯৯। ব্রহ্মপু-১৩। (২) মহামণির পুত্র মহামনা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

মহামন্যু-সমুদ্ভবা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামহিষবাহনা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামহিষ-মর্দ্দিনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামাতা—একজন কুলদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

মহামাত্র—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামায়—দৈত্যপতি কুশের পুত্র মহামায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বাব-২০। কুশ দেখ।

মহামায়া—(১) জগৎপতি হরির যোগনিদ্রাস্বরূপা। মহামায়ার সংসার-স্থিতিকারী প্রভাবে, সকল প্রাণী বাস-স্বরূপ আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। এই দেবী এই সচরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তিপ্রদ বর প্রদান করিয়া থাকেন মার্ক-৮১। (২) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দেহ হইতে অর্দ্ধ নরনারী মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হন। সেই অর্দ্ধ নারী- মূর্ত্তি আবার ব্রহ্মাদেশে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৩) জগন্ময়ী মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। তিনি সর্ব্বদা অখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন, এবং হররূপে সংহার করেন। তিনি জীবগণের কামনা পূরণকারিণী এবং দুরত্যয়া কালরাত্রি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। দেবীভা-১০স্ক-১০। (৪) সতী দেহত্যাগ করিলে শিব মায়ামোহিত হইয়া সতী-শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে-ছিলেন। জগজ্জননী মহামায়াই তাঁহার ধ্যানের কারণ ইহা বুঝিতে পারিয়া কিরূপে এই মায়াকে নিঃসা-রিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত ও নিরাকুল করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কালিকা-২৪। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৬) হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীই জগন্মোহনকারিণী মহামায়া, বিষ্ণু সম্মোহনকারিণী লক্ষ্মী ও শিব সম্মোহিনী শিবা নামে কথিতা হন। শ্রীমহাভা-২০। (৭) সৃষ্টি-

বাসনায় চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃজন করিয়াও তৃপ্তি না হওয়ায়, শিব পুনরায় নিজ তেজোময় শরীর চিন্তা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার সেই ধ্যান হইতে এক ভীষণ জ্যোতি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জ্যোতি মণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রধারিণী কালরাত্রি-স্বরূপা ভীমমূর্ত্তি দেবী মহামায়াকে শিব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চারি হস্তে, খড়্গ, খেটক, ধনু ও শর বিরাজিত ছিল। ঐ ভয়ঙ্কর দেবীকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। তখন শিব তাঁহাদিগকে নিজ জ্ঞান প্রদান করিলে দেবগণ সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবীপু-১২৭। শিবানী দেখ। (৮) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভুত-রামা-২৩। সীতা ও মাতৃকাগণ দেখ। (৯) সীতার এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামায়া-সমুৎপন্না—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামায়াশ্রয়া—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামারী—শিব তেজোৎপন্না মহামায়ার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

মহামাহেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহামুখ—(১) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (২) উন্মাথ দেখ। বাম-৫৭। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্য মহাদেবের শরীর-সম্ভূতা জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহামুণ্ডা—কাশীস্থিত মুণ্ডমালাবিভূষণা মহামুণ্ডা দেবী ও ধর্ম্মমুণ্ডাদেবী পরস্পর বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে কাশীক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

মহামুনি—(১) শিবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (২) রৈবত মন্বন্তরের অন্যতম সপ্তর্ষি। সৌর-৩৩। ইন্দ্রবাহু ও রৈবত মনু দেখ।

মহামূর্ত্তি—(১) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ। (২) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য, অন্যান্য নারীদিগের ন্যায়, মহামূর্ত্তি বিভীষণের সহিত সরযূ নদীতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (৩) শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মহামূর্দ্ধা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামেঘ—পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে শর্করা ভূমি বিরাজিত। ঐ শর্করাময় পঞ্চমতলে দানবপতি বিরোচনের পুরী বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন বৈদূর্য্য, অগ্নিজিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহামেঘ, প্রভৃতি রাক্ষসগণের পুরীও তথায় অবস্থিত। বায়ু-৫০।

মহামেঘ-নিবাসী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহামোহ—অন্যতম অবিদ্যা। বিষ্ণু-১ম-৫।

মহামোহা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

মহাযশা—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ। (৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামে দেবতাদের একটি গণ ছিল। পথ্য, পদ্মনেত্র, শ্যেনভদ্র, মহাযশা, সুমনা, সুবেশা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি ও মহাসত্ত্ব এই সকল প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। মহাসত্ত্ব ও চাক্ষুষ-মনু দেখ। (৪) সীতার অনুচরী অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

মহাযুধ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মহাযোগী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব রুদ্রকোটী তীর্থে মহাযোগী নামে খ্যাত। দেবীপু-৬৩। (২) দেবী পার্ব্বতীর এক নাম। দেবীপু-১২০।

মহাযোগীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই মহাযোগীশ্বর লিঙ্গের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণ-নির্ম্মিত সুরম্য কোটিসংখ্যক রুদ্রগণের প্রাসাদ অবস্থিত। বেদবাদী ব্যক্তিগণ কাশী ধামের ঐ স্থানকেই রুদ্রস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে কোনও প্রাণী এই রুদ্রস্থলীতে প্রাণ ত্যাগ করিলে রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উক্ত-৬৯।

মহাযোগেন্দ্রশায়িনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত রামা-২৫।

মহাযোগেশ্বরী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুতরামা-২৫।

মহারক্তা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মহারথ—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। (২) অঙ্গিরাবংশীয় সত্যকেতুর পুত্র মহারথ ব্রহ্মপু-১৩।

মহারব—একজন যাদব। মহাভা-আদি-২১৯।

মহারাজ—মহাপুর নগরে মহারাজ

নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একটী মাত্র অন্ধ কন্যা ছিল। মনিকুণ্ডল নামে কোন বৈশ্য সেই কন্যাকে ঔষধাদি দ্বারা তাহার অন্ধত্ব হইতে আরোগ্য করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মপু-১৭০।

মহারাজা—মহারাজা নামে প্রসিদ্ধা যে দেবীমূর্ত্তি পীঠ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, পরশুরাম সমুদয় ভূমণ্ডল মধ্যে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ নিচয়ের সহিত তাঁহার পীঠ কল্পনা করেন। দেবীপু- ৩৯।

মহারাত্রি—(১) একটি যোগিনী। তন্ত্র-৫২৯পৃঃ। (২) দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৩) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহারাব—দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে-সাহায্যার্থ ধূতপাপা নদী স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

মহারুদ্র—মহাদেবেরই এক নাম। শ্রীমহাভা-৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

মহারুদ্রা—মহাদেব খট্টাসুরের বিনাশার্থ ত্রিশূলিনী, ভদ্রা, মহারুদ্রা, কপালিনী, পিঙ্গাক্ষি, ভাবিনী, জম্ভা, বিকৃতমুখা, ও সুজম্ভা প্রভৃতি দেবীগণের সৃষ্টি করেন। দেবীপু-১১৬।

মহারূপ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

মহারূপা—স্বর্গের জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মহারোমা—(১) জনকবংশীয় নরপতি কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা; মহারোমার পুত্র স্বুবর্ণরোমা ও তৎপুত্র হ্রস্বরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ভাগ-৯স্ক-১৩। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমা মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। রামা-আদি-৭১। গরু-পূ-১৪২। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। বায়ু-৮৯।

মহালক্ষ্মী—(১) জগতে যিনি সাত্ত্বিকী শক্তি, তিনিই মহালক্ষ্মী দুর্গা। তিনিই বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী, ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-১৬, ৩স্ক-৬। সৌব- ৪৯। (২) সাবিত্রীদেবী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মী নামেঅভিহিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। মহর্ষি অগস্ত্য একবার মহালক্ষ্মীর স্তব করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৫। (৬) যে মানব শ্রীকণ্ঠতীর্থে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলি দান ও দানক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক শ্রীকণ্ঠেশ্বরের সমীপ-বর্ত্তিণী মহালক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করে, সে অলক্ষ্মী-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০। (৭) একবার লক্ষ্মী এক ব্রাহ্মণের শাপে গজকন্যা হইয়াছিলেন। পরে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইয়া নাগর ক্ষেত্রে পূজিতা হইতেছেন। স্কন্দ-নাগ-৮৫। (৮) মহালক্ষ্মী অন্যতমা ষট্‌চক্র দেবতা। তন্ত্র-৯৮১ পৃঃ। (৯) সীতার সহস্র নামের এক নাম মহালক্ষ্মী। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ। (১০) দেবী দুর্গা কোলাখ্য পর্ব্বতে মহা লক্ষ্মী নামে পূজিতা হন। দেবীপু-৩৮।

মহালক্ষ্মীশ্বর—শ্রীকণ্ঠ নামক কুণ্ডের সমীপে মহালক্ষ্মীশ্বর শিব অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাশয়—সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসা নামে অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময়ে উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে তাঁহার ব্রহ্মবাদী যোগজ্ঞ চারিপুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। লি-২৪। গুহাবাসা ও শিব দেখ।

মহালয়েশ্বর—(১) কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই স্থানে মহালয় নামে একটি কুণ্ডও আছে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মনুষ্য যদি কূপে পিণ্ড নিক্ষেপ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও তাহার একত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত রুদ্র লোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (২) অবন্তীক্ষেত্রে মুক্তীশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে মহালয়েশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। বিশ্বদেব, আদিত্য, বসু, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, অহোরাত্র প্রভৃতি সমস্ত ঐ লিঙ্গে প্রলীন হইয়া থাকে। সেইজন্য ইঁহার নাম মহালয়েশ্বর হইয়াছে। যে ইঁহার আরাধনা করে সে-ই ত্রৈলক্যবিজয়ী ও কীর্ত্তিমান হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২৪।

মহালিঙ্গ—স্থলেশ্বর তীর্থে মহাদেব মহালিঙ্গ নামে অভিহিত হন। দেবীপু-৬৩।

মহাশক্তি—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রার গর্ভজাত দশপুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষ্মণার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম মহাশক্তি। লক্ষ্মণার দশ পুত্রই তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দিগ বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৩০। (৩) এক জন গোত্রমাতা যোগিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৪) সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশঙ্খ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মহাশনি—হিরণ্য দৈত্যের পুত্র মহাশনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন। তিনি প্রথমে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া শচীর সহিত পাতালে স্থাপন করেন। তিনি পরে বরুণকেও পরাজয় করেন। বরুণ স্বীয় কন্যা অপরাজিতাকে মহা-

শনির হস্তে সম্প্রদান করেন। তাহাতে মহাশনির সহিত বরুণের সখ্য জন্মিল। বরুণ-কন্যা বারুণী অপরাজিতা মহাশনির অতিশয় প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এদিকে দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন মহাশনি তাঁহার বধ্য নহে। এই বলিয়া বিষ্ণু দেবগণ সহ বরুণের শরণাপন্ন হইলেন। বরুণের অনুরোধে তাঁহার জামাতা মহাশনি ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু অতিশয় তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না। ইন্দ্র তাঁহার তিরস্কারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। পরে স্বীয় স্ত্রী শচীর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যে গমনপূর্ব্বক তথাকার গৌতমী নদীর তীরে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে শিবের আদেশে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে চক্রপাণি শূলধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ বৃষাকপি নামে এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি রসাতলে গমনপূর্ব্বক হিরণ্যতনয় মহাশনিকে হনন করিলেন। ব্রহ্মপু-১২৯।

মহাশর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দনু দেখ।

মহাশান্ত—বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মহাশাল—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র অনুর বংশে জনমেজয় নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র মহাশাল ইন্দ্রতুল্য প্রথিতযশা রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহামনা। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। অগ্নি-২৭৭। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৩। (২) মহাশাল নামে এক দানব ইন্দ্রের ভয়ানক শত্রু হইয়াছিল। বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করে। গরু-পূ-৮৭।

মহাশালা—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহাশিরা—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। (২) জনৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৩) মহাশিরা নামক এক দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা ৯। (৪) শিবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

মহাশীর্ষ—দানবপতি নরকের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৪০।

মহাশ্ব—একজন রাজা। তিনি যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮

মহাশ্বেতা—(১) দেবীদুর্গা মহাভাব আশ্রয় করিয়া শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন

বলিয়া তাহার এক নাম মহাশ্বেতা। দেবীপু-৩৭। (২) একজন অপ্সরা। নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের তপোভঙ্গের জন্য মদনের অনুগমন করেন। দেবীভা-৪স্ক-৬।

মহাশ্রী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসত্ত্ব—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে শ্যেনভদ্র, পশ্য, পথ্যনেত্র, সুমনা, সুচেতা, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি, ও মহাসত্ত্ব ইহারা প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (২) কুরুবংশে আরাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাসত্ত্ব, মহাসত্ত্বের পুত্র অযুতায়ুধ, তৎপুত্র অক্রোধন। বায়ু-৯৯।

মহাসনী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থে শ্বেততীর্থ যে সমস্ত অনুচরী প্রেরণ করেন মহাসনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। বাম-৫৭। উল্মুকাক্ষা দেখ।

মহাসরস্বতী— ভগবতী দুর্গা বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী ও ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-৬।

মহাসিদ্ধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। সিদ্ধিকুণ্ডে স্নান করিয়া এই শিবকে দর্শন করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মহাসিন্ধু—মহাসিন্ধু নামক অসুরপতি রসাতলে বাস করেন। দেবীপু-৩।

মহাসুর—(১) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর এক সেনাপতি। মৎ-১৬১। (২) অসুরবিশেষ। হরি-হরি-৪১।

মহাসুরবিনাশিনী—সীতার সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভুত-রামা-২৫।

মহাসুরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেবের শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

মহাসেন—(১) কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের প্রারম্ভে বীরসেনের পুত্র মহাসেন নরপতি হইবেন। শিব-জ্ঞান-৫৬। (২) দেবতাদের সেনাপতি শিব-পুত্র কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। শিব-কৈলাস-৭। কার্ত্তিকেয় হুতাশনের পুত্ররূপে মহাসেন নামে খ্যাত হন। বাম-৫৭। (৩) ষোলটী স্বরবর্ণের মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

মহাস্বন—অসুরবিশেষ। হরি-হরি-৪১।

মহাহনু—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। মৎ-৪৬। পদ্ম-সৃ-১৩। বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ। (২) বলিদৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। মৎ-২৪৫। (৩) দৈত্যপতি মহিষের ত্রিংশজন

মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। (৪) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৫) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (৬) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। (৭) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৮) দানবপতি রক্তাক্ষের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। বরাহ পুরাণে রক্তাসুরের সেনাপতি মহাহনু। বরা-৯৪। (৯) প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের বজ্রনাভ, সুনাভ, বজ্রবাহু, মহাহনু, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধারী, বজ্রহা, বজ্রলোচন, শ্বেতমূর্দ্ধা ও শ্বেতমালী নাম কতিপয় অনুচর ছিল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (১০) শিব-ভক্ত কুশ-দৈত্যের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

মহাহর্ষ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহাহস্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহাহ্রাদ—জনৈক দানব। ঘোর নামক দৈত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাহার পুরী অধিকার করেন। দেবী-পুরাণ-২।

মহিত—পঞ্চপিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ।

মহিমা—(১) যদুবংশীয় সংহনের পুত্র মহিমা। তাহার পুত্র ভদ্রসেন। অগ্নি-২৭৫। (২) প্রাচীনবর্হি নামে এক নরপতি পুত্র কামনায় মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রাচীনবর্হি পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন "তুমি আমার তৃতীয় নেত্রটি দর্শন কর।" রাজা শিবের নির্দ্দেশ মতন তাহার তৃতীয় চক্ষুটির দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তখন সেই চক্ষুদীপ্তি হইতে এক পুত্র জন্মে। সেইপুত্র মহিমা নামে বিখ্যাত হয়। এই মহিমাই মহিম্ন নামক বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা। ব্রহ্মপু-১৫৩। (৩) জনৈক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি। দেবী-পুরাণ-১১০।

মহিমান—(১) পশু সম্বন্ধীয় প্রভাব-বান্ অগ্নি আয়ুর পুত্র মহিমান। মহি-মানের পুত্র দহন। মৎ-৫১। (২) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মহিমান। অগ্নি-২৭৮। জনমেজয় দেখ।

মহিমাবান—পঞ্চ পিতৃগণের অন্যতম। মহাত্মা দেখ।

মহিম্নার—পুরুবংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২০।

মহিষ—বিখ্যাত ময়-দানবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্রাদের এক পুত্র। ভাগ-৬স্কন্দ-১৮। অনুহ্রাদ দেখ। (৩)

মহিষ নামে এক দৈত্যরাজ পৃথিবীর নিম্নভাগে শর্করাতলে বাস করিতেন। ঘোর নামক দৈত্য তাহার পুরী অধিকার করে। দেবীপু-৩। (৪) ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬।

মহিষঘ্নী—(১) মহিষাসুর নামক বিখ্যাত দানবকে বধ করিয়া দেবী দুর্গা মহিষঘ্নী নাম প্রাপ্ত হন। দেবীপু-৩৭। (২) পার্ব্বতীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতম মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মহিষবাহন—যমরাজের এক নাম।

মহিষমর্দ্দিনী—(১) দেবগণের প্রার্থনায় দেবী দুর্গা মহিষাসুর নামক দৈত্যকে বিনাশ করেন এবং তদবধি তিনি মহিষমর্দ্দিনী নামে বিখ্যাত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ তাহার প্রতিকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু বলিলেন, "ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষ জাতীয় যে কোনও জীবেরই অবধ্য। সম্প্রতি যদি নিখিল দেববৃন্দের তেজ হইতে কোন পরম রূপবতী রমণী প্রাদুর্ভূত হন, তবে তিনি সেই মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" অতঃপর দেবগণ নিদিত হইয়া প্রার্থনা করিলে সমুদয় দেবগণের দেহ হইতে [illegible] তেজোরাশি এক [illegible] [illegible] [illegible] নারীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার নেত্র-দ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, অধরদ্বয় রক্তবর্ণ এবং হস্তদ্বয় তাম্রবর্ণ ছিল। বিভিন্ন দেব-তার তেজে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হয়। দেবগণ ও বিশ্ব-কর্ম্মা, সাগর, হিমালয় প্রভৃতি তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ সুদর্শন চক্র হইতে অপর এক চক্র প্রদান করেন। মহা-দেব তাঁহাকে এক অতি উত্তম ত্রিশূল, বরুণ পরম মঙ্গলপ্রদ শঙ্খ, অগ্নিদেব শীঘ্রগামী শতঘ্নী শক্তি, পবনদেব এক শরপূর্ণ তূণীর ও বিশালকায় ধনু। ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে উৎপাদিত এক ভয়ঙ্কর বজ্র, যম নিজ দণ্ড হইতে অপর দণ্ড সৃষ্টি করিয়া একদণ্ড, ব্রহ্মা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু, এইরূপ অন্যান্য দেবগণ বহুবিধ অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতপর সেই দেবী দেব-গণকে আশ্বাস দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ হাস্য করিলেন। সেই হাস্যজনিত মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর কারণ জানি-বার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল নানা অস্ত্র-ধারিণী দেবী এক হস্তে সুরা-পানপাত্র ধারণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ সুরাপান করিতেছেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া মহিষাসুরের নিকট নিবেদন করিল।

মহিষাসুর তাহাদের নিকট দেবীর বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য দূতগণকে আদেশ দিলেন। দূতগণ অপারগ হইয়া ফিরিয়া আসিলে মহিষাসুর প্রথমে দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য একে একে চিক্ষুর, তাম্রাসুর, দুর্মুখ প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করে। তাহারা সকলে দেবী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে মহিষাসুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আরও কতিপয় সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। অতপর দেবীর সহিত মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ মায়াবী দানব কখনও সিংহ, কখনও হস্তী, কখনও শরভ, কখনও মহিষ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পশুর রূপ ধারণ করিয়া দেবীর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। দেবী মহিষাসুরের এই সব অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিয়া সত্বরই তাহাকে বধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। অতঃপর তিনি অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য সুরাপূর্ণ চষক হইতে মুহুর্মুহু মদ্য পান করিতে লাগিলেন। পানান্তে পুনরায় মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর দেবী চক্র-দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দেবীভা-৫স্কন্দ-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১০-স্কন্দ-১২। মহিষাসুর দেখ। (২) দেবী ভদ্রকালীর এক নাম। ভদ্রা দেখ। ভকারের অন্তবর্ণ (ম), নয়ন (ই) যুক্ত আকাশ (হ), শ্বেত (ষ) মর্দ্দিনী শব্দ, এবং "স্বাহা" এই সকলের সংযোগে অষ্টাক্ষর মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র হয়। তন্ত্রসার-১৮৮ পৃঃ।

মহিষাক্ষ—জনৈক দানব বৃহস্পতির পরামর্শে তিনি ও তাঁহার অন্যান্য সহচরগণ আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঋষিধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পদ্ম-সৃ-১৩।

মহিষাননা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মহিষার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভূষণ দেখ।

মহস্বান্—সূর্য্যবংশীয় নরপতি অমর্ষের তনয় মহস্বান্। তৎপুত্র বিশ্রুতবান। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

মহিষাসুর—(১) বিখ্যাত দানব রাজা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এক পরম রূপবতী কন্যা সৃষ্টি করেন। ঐ কন্যা কোন সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পাণি প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় নারদ প্রতিশোধ লইবার জন্য মহিষাসুরের নিকট যাইয়া কন্যার বিষয় বর্ণনা করিলেন। মহিষাসুর নারদের কথা শুনিয়া সেই কন্যার নিকট গমন করেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মহিষাসুরের প্রস্তাব শুনিয়া

সেই নারী হাস্য করিলেন এবং তখনই তাহার মুখ হইতে সহস্র সহস্র ভয়ঙ্করী অস্ত্রধারিণী নারী প্রাদুর্ভূতা হইয়া মহিষাসুরের সৈন্যদিগকে বধ করিল। মহিষাসুর তাহা দেখিয়া সেই তাপসীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করিল। তখন সেই তাপসী শূলাঘাতে মহিষাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহিষাসুরের উদর মধ্য হইতে আর এক ভীষণ দৈত্য আবির্ভূত হইল। দেবী তাহাকেও বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৩। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৬। (২) মহিষাসুরকে মহাদেব রুদ্রক্ষেত্রে বধ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৯। (৩) রুরু নামক দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (৪) দেবাসুর যুদ্ধে দিতির পুত্রগণ দেবগণের হস্তে নিহত হইলে, দিতি নিজ কন্যাকে বলিলেন "তুমি দেববিনাশক পুত্র লাভের জন্য তপস্যা কর।" দিতিনন্দিনি মাতার পরামর্শে মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুপার্শ্ব নামক জনৈক মুনি দিতি-দুহিতার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, তাঁহার গর্ভে মহিষের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট এবং মানুষের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট মহিষ নামে এক মহা বীর্য্যবান দেবনিপীড়ক পুত্র জন্মিবে। যথা সময়ে ঐ দিতি-কন্যার গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মহিষাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণের তেজসম্ভূতা এক দেবী আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরকে বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। মার্ক-৮২,৮৪। (৫) মহিষাসুর সুমেরু পর্ব্বতে এক অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, "তুমি অমরত্ব ভিন্ন আর যে কোন বর প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি তোমাকে দিব।" মহিষাসুর বলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও জীব হইতেই যেন তাহার মৃত্যু না ঘটে।" ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন। মহিষাসুর ঐ বর পাইয়া অন্যান্য দানবদিগকে সেনাপতিপদে বরণপূর্ব্বক দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। দেবগণ দানবগণের নিকট পরাভূত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে অতঃপর দেবগণের তেজ হইতে এক পরমা সুন্দরী দেবীর সৃষ্টি হইল। মহিষাসুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সে দূতকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে

অভিযান করেন। ৫ অতঃপর দেবীর সহিত সানুচর মহিষাসুরের দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরিশেষে মহিষাসুর দেবী হস্তে নিহত হয়েন। দেবীভা-৫স্ক-২, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৭; ১০ স্কন্দ-১২। (৬) বম্ভ নামক এক দৈত্যের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। দেবীভা-স্কন্ধ-৫-২। বাম-১৭। মহিষাসুরের পুত্র গজাসুর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮। (৭) দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র বাল্যকালে মহিষে আরোহন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। একদিন ঐ দানব-সুত মহিষে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে জপ-পরায়ণ দুর্ব্বাসা মুনির নিকট দিয়া যাইবার সময় বাহনসহ দুর্ব্বাসা মুনির শরীরের উপর পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা মুনি তাহাকে শাপ দেন। ঐ শাপের ফলে হিরণ্যাক্ষ-সুত মহিষ আকৃতি প্রাপ্ত হয। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া ঐ দানব-নন্দন শুক্রাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। শুক্রাচার্য্য তাহাকে মহাদেবের আরধনা করিতে আদেশ দেন। মহিষাসুর তপস্যা-দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর

র

[illegible] তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। এই বর লাভ করিয়া মহিষাসুর দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ মহিষাসুরের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মন্ত্রণা-পর দেবগণের সম্মিলিত ক্রোধ হইতে এক নারীর উদ্ভব হয়। ঐ দেব-তেজ-সম্ভূতা দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিধন প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১১৯-১২১। (৮) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর বা রক্তাক্ষ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৯) নারদের মুখে ব্রহ্মলোকবাসী এক তাপসীর কথা শুনিয়া মহিষাসুর তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবী সেই দূতকে অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে মহিষাসুর বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অভিযান করেন। পরিশেষে তিনি ঐ দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-৯২-৯৫। (১০) সিন্ধুদ্বীপ নামক এক ঋষি হইতে বিপ্রচিত্তির ভগিনী মাহিষ্মতির গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বরা-৯৫। (১১) মহিষাসুর দৈত্যপতি তারকের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪২। মৎ-১৪৮। (১২) তারকাসুরসংগ্রামে মহিষাসুরের সহিত [illegible] ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মৎ-১৫০। (১৩) [illegible] সংগ্রামে [illegible] মহিষাসুরের [illegible]।

মহিষী—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। শূরের পত্নী ভোজবংশীয় মহিষী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪।

মহিষ্মৎ—যদুবংশীয় মহিষ্মতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। এই ভদ্রশ্রেণ্য বারানসীর অধিপতি ছিলেন। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। হরি-হরি-২৯, ৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ।

মহিষ্মতী—অঙ্গিরার পত্নী শুভা হইতে ভানুমতী, মহিষ্মতী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাস' বলিয়া থাকে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ।

মহিষ্মান্—(১) যদুবংশীয় নরপতি সাহঞ্জের তনয় মহিষ্মান্। মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৩। হরি-হরি-৩৩। ভদ্রশ্রেণ্য দেখ। (২) সোমবংশীয় নরপতি সঞ্জিতের তনয় মহিষ্মান্। মহিষ্মানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য। কূর্ম্ম-পূ-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। লি-৬৮। (৩) [illegible] বংশীয় সংহতের পুত্র মহিষ্মান্, মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম। মৎ-৪৩। (৪) যদুবংশীয় সংজ্ঞেয়ের পুত্র মহিষ্মান্। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। বায়ু-৯৪। (৫) যদুবংশীয় সংহতের পুত্র মহিষ্মান্। তাঁহার তনয় ভদ্রসেন। পদ্ম-স্‌-১২। (৬) যদুবংশীয় সোহাঞ্জীর পুত্র মহিষ্মান। তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) সাহাঞ্জির পুত্র মহিষ্মান। তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। গরু-পূ-১৪৩।

মহী—(১) একটী দেবীর নাম। কোন কোন স্থলে অগ্নিকেও মহী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋক্-১-১৩-৯। (২) পৃথু মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু ১ম-১৩। বসুধা দেখ। (৩) ধৃতব্রত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর মহী নিজ পুত্রকে গালব মুনির আশ্রমে রাখিয়া স্বৈরিণীবৃত্তি অবলম্বন করেন। কালক্রমে ঐ বৃত্তি ব্যপদেশে নিজপুত্রেরই সহিত তাঁহার সংসর্গ ঘটে। মাতৃ-গমন জনিত পাপে মহীতনয়ের কুষ্ঠ রোগ হয়। পরে মাতাপুত্র উভয়েই ধৌতপাপ তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। ব্রহ্মপু-৯২।

মহীজিৎ—মহিষ্মতি-নগরীবাসী এক জন নরপতি। পূর্ব্বজন্মে তিনি এক তৃষ্ণার্ত্ত ধেনুকে জলপান করিতে না দিয়া স্বয়ং সেই জল পান করেন। সেই পাপে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে লোমশ নামক এক

তপস্বীর উপদেশে শ্রাবণ মাসের শুক্ল একাদশীতে একাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৫৫।

মহীদাস—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নাম্নী রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতরেয় নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি "নিশ্চিত বিদ্যাই ফল সাধক হইয়া থাকে" ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং একশত ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐতরেয় উপনিষৎ তাঁহার রচিত। ছান্দো-৩অ-১৬খ-৭।

মহীধ্রক—জনকবংশীয় নৃপতি বিবুধ পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কার্ত্তিরাতের পুত্র মহারোম। রামা-আদি-৭১।

মহীনর—দুর্দ্দমন দেখ।

মহীনেত্র—মগধের একজন রাজা। তিনি ত্রেত্রিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর নরপতি অচল বত্রিশ বৎসর মগধের রাজ্য শাসন করেন। মৎ-২৭১।

মহীপতি—কুরুবংশীয় সুষেণের পুত্র মহীপতি। তৎপুত্র সুনীথ। ভাগ-৯স্ক-২২। দ্যুতিমান ও সুচক্ষু দেখ।

মহীপাল—মগধের অধিপতি মহীপালকে তাহার সেনাপতি পুলক হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৎ-২৭২। পুলক দেখ।

মহীয়সী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহীয়ান্—অজিন্দ্ধ দেখ।

মহীরথ—মহীরথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরেই কালাতিপাত করিতেন। সেই পাপে তিনি নরকে পতিত হন। পদ্ম-পাতা- ৬০।

মহীশ্বর—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মহেন্দ্র—(১) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি ৮৫। রুদ্র দেখ। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (৩) মহেন্দ্র নামে এক দানব কোটীবৎসর তপস্যা ফলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করেন। অতঃপর সেই দানব শিবের সহিত যুদ্ধ প্রয়াসী হইলে শিবের ক্রোধ হইতে তল নামক এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। ঐ তল দৈত্যের হস্তে মহেন্দ্র নিহত হয়। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৩৩৪।

মহেন্দ্রভগিনী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মহেন্দ্রারি-নিপাতিনী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মহেশান—ইনি অন্যতম রুদ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম অপরাশিবা। পুত্রের নাম মনোজব। বিষ্ণু-১অংশ-৮।

মহেশ্বর—শিবের এক নাম। তিনি প্রয়াগে ঐ নামে পরিচিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহেশ্বরী—(১) গঙ্গা ও মহেশ্বরী হিমবান্ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু-১৩। (২) আদ্যা প্রকৃতির এক নাম। তিনি শিবানী-পার্ব্বতী, সতী, মহাদেবী নামেও পরিচিতা। সতী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। স্কন্দ-আব-বেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৪) প্রভু মহাবিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গিরিজা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি নানা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। বৃহন্না-৩। মহাবিষ্ণু দেখ। (৫) দেবী সাবিত্রী মহাকাল তীর্থে মহেশ্বরী নামে কীর্ত্তিতা হন। পদ্ম-সৃ-১৭। (৬) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৮) অন্যতমা শক্তি। শক্তি ও সতী দেখ।

মহোগ্রা—তারা, কালী, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, সরস্বতী, কামেশ্বরী, চামুণ্ডা, ইহারা তন্ত্রশাস্ত্রে অষ্টতারা নামে কথিতা হন। তন্ত্র-৫২১পৃঃ। ভদ্রকালী দেখ।

মহোৎকট—(১) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (২) রুরু-পুত্র দুর্গ নামক দৈত্যের একজন সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১। (৩) শিব সাকোট তীর্থে মহোৎকট নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

মহোৎপলা—(১) দেবী সাবিত্রী হিরণ্যাক্ষ তীর্থে মহোৎপলা নামে বিখ্যাতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী হিরণ্যাক্ষ তীর্থে মহোৎপলা নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-বেবা-১৯৮। মৎস্য পুরাণে হিরণ্যাক্ষের পরিবর্ত্তে (১৩অঃ) কমলাক্ষ তীর্থ আছে।

মহোৎসাহ—(১) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ। (২) আজ, পরশু, বিনাত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল, শুচি, দেব, দেবাবৃধ, মহোৎসাহ, এবং অজিত, ইহারা উত্তম মনুর পুত্র। গরু-পু-৮৭।

মহোদয়—(১) মহোদয় নামে এক ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে উপস্থিত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র তাঁহাকে চণ্ডাল হইবার জন্য শাপ দিয়াছিলেন। রামা-

আদি-৫৯। (২) অন্যতম রাজর্ষি এই সকল রাজর্ষিদের নাম অহোরাত্র কীর্ত্তন করিলে সকল পাপ দূর হয়। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

মহোদর—(১) হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে অশোক বন নষ্ট করেন। রাবণ হনুমানের দমনার্থ মহোদর প্রভৃতি বীরকে প্রেরণ করেন। অক্ষ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হন। সুন্দ-৪৮, লঙ্কা-৯-১২৫। (২) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। সৌর-৩০। কূর্ম্ম-পূ-১৯। কুম্ভিনসী ও পুষ্পোৎকাটা দেখ। (৩) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে মহোদর, নিকুম্ভ, নিচন্দ্র প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম মহোদর। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্রে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) খসার অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৬) মৈত্রাবতি অন্ধকের অন্যতম সেনা-পতি। বামন-৬৩। (৭) মহাদেবের অন্যতম গণ। মহাদেবের সহিত অন্ধ-কের যুদ্ধে বলি তাহার মস্তকে প্রহার করিয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৮) সিদ্ধি-দাতা গণেশের এক নাম। অগ্নি-৭১। (৯) দনুর পুত্র অন্যতম দানব। দনু দেখ। (১০) খসার গর্ভজাত অন্য-তম দানব। খসা দেখ। (১১) বিকচা রাক্ষসীর গর্ভোৎপন্ন অন্যতম রাক্ষস। বিকচা দেখ। মহাদেবের এক গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (১৩) যমের অন্য-তম অনুচর। করাল, বিকরাল, বক্র-নাস ও মহোদর, ইহারা যমানুচর-দিগের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহারাই পাপীলোক সকলকে যমালয়ে বহন করিয়া লইয়া যায়। স্কন্দ-নাগ-২২৬। বক্রনাশ দেখ। (১৪) স্বস্তিক, শঙ্কু-মূর্দ্ধা, নীলবাসা, সুভানন, পাশহস্ত, শূলহস্ত, একপাদ, একলোচন, বিনায়ক, উর্দ্ধবাক্, সূর্য্য, সত্রাজিতেশ্বর শিব, তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, ঘৃতাচী, মহোদর নাগ, ঘটোৎকচ নামক রাক্ষস, পঞ্চজন দৈত্য, কশ্যপ ঋষি, কপালিনী দেবী, মহাক্রম, অশ্বত্থ ও ক্ষেত্রপাল কপিল, ইহারা প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পশ্চিমদিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (১৫) মহোদর দৈত্য পাতালের শর্করাতলে বাস করিতেন। ঘোর নামক দানবরাজ ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। দেবীপুরাণ।

মহোদরী—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মহোদরী—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক নিজ শরীর হইতে সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালি-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম মানবৌঘ গুরু। ভানুমতী দেখ। (৪) দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

মহোদ্ধতা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেবের শরীর হইতে উৎপন্না জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

মহোরগ—বিশ্বদেবগণের একজন। মৎ-১৭১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

মহোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মহোষ্ণীষ—পৃথিবীর নিম্নভাগে দ্বিতীয়তলে মহোষ্ণীষ দানবের পুরী বিদ্যমান। বায়ু-৫০।

মহোরস্ক—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

মহোল্কাস্যা—মহেশ্বরের শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মহৌঘ—পরশিব, কামেশ্বরী, অম্বা, দিব্যৌঘ, মহৌঘ, সর্বানন্দ, প্রজ্ঞাদেবী [illegible], ইঁহারা লোপামুদ্রা এবং লোপামুদ্রা[illegible] বিদ্যার গুরু। ইঁহারা দিব্য গুরু নামেও কথিত হন। তন্ত্র-৪৪৫ পৃঃ।

মহৌজস—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্রা দেখ।

মহৌজা—(১) দ্বাপরে মহৌজা নামে যে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন, তিনিই সত্যযুগে কালেয় নামে খ্যাত, দানবদিগের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬৮। আপ দেখ। (৪) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (৫) ভদ্রার গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। উপবিম্ব দেখ।

মাংসপ্রিয়—দানবপতি কপাল ভরণের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।

মাংসাঙ্গা—শিবানীর এক নাম। গৌরীব্রতে পদ্মের মধ্যে মাংসাঙ্গা দেবীকে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২।

মাংসাদ—(১) বৈদিশপুর নিবাসী দেবরাত নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তাহারা নাস্তিক ও নানা কুকর্মান্বিত ছিল। লোভবশে নিয়ত অবৈধভাবে মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া জন্মান্তরে মাংসাদ নামে প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিদূরথ নামক নরপতি তাহা-

দের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহারা মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-১৮। (২) প্রভাসক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর অন্ততম দ্বারপাল। ভঞ্জন দেখ।

মাক্ষতি—উপস্থল, স্বস্থল, পাল, হাল, হল, মাধ্যান্দিন, মাক্ষতি, পৈপ্পলাদি, বিচক্ষু, ত্রৈশৃঙ্গায়ন, সৈবন্ধ ও কুণ্ডিণ, এই সকল বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা-বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন। এই সকল ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ অবিধেয়। মৎ-২০০।

মাগধ—(১) বেণ-তনয় পৃথুর স্থত ও মাগধ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (২) পৃথুর রাজ্যশাসন সময়ে স্থত ও মাগধ নামে দুই জাতির উদ্ভব হয়। উহারা প্রত্যহ স্তুতি পাঠে নরপতির মনোরঞ্জন করিত। অগ্নি-১৮। (৩) ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। গরুড়-পূ-৮৭। ভৌত্য, মনু ও অজিত দেখ। (৪) কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু দেখ। (৫) বৈণ্য পৃথুর অধিকার কালে পিতামহ ব্রহ্মা এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞস্থলে গীত সামগান শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া হোতা ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুত ঘৃত বৃহস্পতির উদ্দেশে আনীত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ফেলেন এবং ঐ মিশ্রিত ঘৃত ইন্দ্রের উদ্দেশে হবন করেন। ঐরূপ হবনের ফলে স্থত জন্ম গ্রহণ করেন। সামগান কালে অপর এক পুরুষের জন্ম হয়। তাহার নাম হয় মাগধ। গুরু বৃহস্পতির ঘৃতের সহিত শিষ্য ইন্দ্রের ঘৃত মিশ্রিত হওয়ায় যে অপচার হয় তাহাতে স্থত ও মাগধের জাতি বিকৃতি ঘটে। অতঃপর ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্থত ও মাগধ পৃথু রাজার স্তব করে। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পৃথু স্থতকে অনূপ দেশ ও মাগধকে মগধ দেশ দান করেন। সেই সময় হইতে স্থত ও মাগধগণ নরপতিদিগের স্তব করিয়া আসিতেছে। বায়ু-৬২। মহাভা-শান্তি-৫৯। (৬) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত রাজন্য-বর্গের অন্যতম। মহাভা-সভা-৮।

মগধেশ্বর—কাশীধামস্থিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৬৫।

মাঙ্কায়ন—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মাঙ্গুবৃত—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রূর দেখ।

মাজরি—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইবে, কৌশিকী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাজরিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মাঠর—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। [illegible]

মাণিক্যেশ—কাশ্মীর দেশাধিপতি মাণিক্যেশ নরপতি দিগ্‌বিজয়ান্তে কাশ্মীর নামক নগরীতে মাণিক্যেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮০।

মাণ্ডকর্ণি—একজন ঋষি। তিনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া দশ সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করেন। তাহাতে শঙ্কিত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঁচজন অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। ঋষি ঐ পাঁচজন অপ্সরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া এক সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সরোবরের নাম ছিল পঞ্চাপ্সর। রাম বনবাস কালে ঐ সরোবর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-আর-১১।

মাণ্ডকেশ্বর—কাশীধামস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

মাণ্ডক্যায়ন—মণ্ডুকেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৬১।

মাণ্ডবী—(১) মিথিলাপতি জনকের (অপর নাম সীরধ্বজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা মাণ্ডবী মহারাজ দশরথের মধ্যম পুত্র ভরতের পত্নী ছিলেন রামা-আদি-৭৩। অধ্যা-রামা-আদি-৬। অগ্নি-৫। (২) দেবী সাবিত্রী মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ডবী নামে অভিহিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাণ্ডবেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৯।

মাণ্ডব্য—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীরের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তাহাতে মাণ্ডব্য ঋষি অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৩) মাণ্ডব্য নামক ঋষি একবার গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে সোমচন্দ্র নামক রাজার পুত্র মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে চোরে তাঁহার অশ্ব অপহরণ করে। রাজকর্ম্মচারীরা অশ্বান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য ঋষিকে দেখিতে পায়। তাহারা ঋষিকেই ছদ্মবেশী তস্কর মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মাণ্ডব্য ঋষি তখন যোগাবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ ছিলেন। রাজ পুরুষেরা তদবস্থাতেই তাঁহাকে শূলে আরোপিত করিল। ধ্যানমগ্ন মাণ্ডব্য প্রথমে শূলবেদনা অনুভব করেন নাই। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন; তখন তিনি ধর্ম্মই তাঁহার ঐরূপ কষ্টের

কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগবলে ধর্ম্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি আমার এই শূলারোপণরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছ?" ধর্ম্ম বলিলেন "আপনি পূর্ব্বজন্মে একটী পতঙ্গকে শূলবিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাপে আপনার এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।" মাণ্ডব্য ধর্ম্মের এই কথা শুনিয়া অতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যেহেতু তুমি সামান্য পাপে আমাকে বহু কষ্ট দিয়াছ, সে জন্য তুমি শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে।" মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম চন্দ্র-বংশে বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ বিদুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৪১। অণীমাণ্ডব্য দেখ। মহাভা-আদি-১০৬, ১০৭, ১০৮। মাণ্ডব্য মুনি যখন শূলারোপিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বীরশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ কন্যা স্বীয় কুষ্ঠ রোগাতুর পতিকে বহন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এক দিন রাত্রি-কালে গমন কালে ঐ নারীর দেহের সহিত মাণ্ডব্য মুনির দেহের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে অত্যধিক বেদনা পাইয়া মাণ্ডব্য মুনি শাপ দেন যে সূর্য্যোদয় হইলেই বীরশর্ম্মা-দুহিতার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। স্কন্দ-নাগর-১৩৫, ১৩৬। বীরশর্ম্মা দেখ। মাণ্ডব্য মুনি দেবদত্ত নৃপতির কন্যা কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন। শম্বর নামক এক অসুর কামপ্রমো-দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে তাঁহার অলঙ্কারাদি মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে রাখিয়া যায়। তাহাতে রাজপুরুষেরা মাণ্ডব্য মুনিকেই রাজ কন্যার অপহারক মনে করিয়া রাজা-দেশে তাঁহাকে শূলে আরোপিত করে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯-১৭২। কাম-প্রমোদিনী, সম্বর ও শাণ্ডিলী দেখ। (৪) ধর্ম্মারণ্য-বাসী মাণ্ডব্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, আপ্নুবান ও ঔর্ব্ব এই পাঁচ প্রবর; এই মাণ্ডব্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি-স্মৃতি-পরায়ণ ব্রহ্মক্রিয়া তৎপর, যজন যাজনে নিরত অথচ লোভি ও দুষ্ট। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

মাণ্ডুক—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মাণ্ডূক—এক জন মুনি। তিনি এক সময়ে জম্বু তীর্থ সমীপে তপস্যা করিতে ছিলেন। মথুরা গমন কালে বলরাম মাণ্ডূক মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে নানা সদুপ-দেশ দেন। গর্গ-মথু-২৪।

মাণ্ডূকী—দেবী শঙ্করী মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ডূকী নামে প্রসিদ্ধা। স্কন্দ-আব রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাণ্ডূকেয়—(১) বেদব্যাস-শিষ্য

পৈল ঋগ্বেদকে দুই ভাগ করিয়া দুই সংহিতা প্রণয়ন করেন এবং তাহা ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক দুই শিষ্যকে অধ্যাপন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাহা নিজ পুত্র মাণ্ডূকেয়কে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। কেতব দেখ। (২) বেদব্যাস শিষ্য পৈল স্বীয় গুরুর নিকট হইতে যে সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহা তিনি ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে শিক্ষা দেন। ইন্দ্র প্রমতি আবার তাহা মাণ্ডূকেয় ঋষিকে অধ্যয়ন করান। মাণ্ডূকেয়ের নিকট হইতে বেদমিত্র তাহা প্রাপ্ত হন। ভাগ-১২স্ক-৬। পৈল দেখ।

মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির পুত্র মাতঙ্গ ধর্ম্মব্যাধ নামক এক ব্যাধ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বরা-৮। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। খসা দেখ। (৩) দুন্দুভি রাক্ষসের রক্ত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পড়িলে মাতঙ্গ মুনি বালিকে শাপ দেন। সেই শাপের ভয়ে বালি মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইত না। রামা-কিষ্কি-৯। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-১; মতঙ্গ দেখ।

মাতঙ্গী—(১) ক্রোধার অন্যতমা কন্যা মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গগণ জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। ক্রোধা দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী ক্রোধবশার গর্ভজাত অন্যতম কন্যা। রামা-আর-১৪। কশ্যপ দেখ। (৩) অন্যতমা মহাশক্তি। শতাক্ষী ও শক্তি দেখ। (৪) দশ জন মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৫) কামাখ্যা দেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন। লক্ষ্মী ললিতা ও সরস্বতী মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধা। কালিকা-৬২। (৬) দেবী ভুবনেশ্বরী (শ্রীমাতা) মাতঙ্গীরূপে কণাট নামক রাক্ষসকে বধ করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৭) অন্ধকাসুরের রক্ত পানকরিবার জন্য মহাদেবের শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৮) দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩৩পৃঃ।

মাতরিশ্বা—যাস্ক ও সায়ণের মতে মাতরিশ্বা বায়ুর অপর নাম। কিন্তু বেদের কোনও স্থানে বায়ু অর্থে মাতরিশ্বা শব্দের উল্লেখ নাই। বরং ঋগ্বেদের ৩।২৬।২ ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নি অর্থে স্পষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার অন্যত্র আছে—মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগু বংশীয়দের নিকট আনিলেন। ১।৬০।১। মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নিকে দূর হইতে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন। ঋক্ ১।১২৮।২।

মাতলি—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে রাবণ বধের জন্য অস্ত্র লইয়া রামকে প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-১০৩, ১০৭। প্রায় সব পুরাণেই মাতলির উল্লেখ আছে।

কিন্তু বিশেষ কোনও বিবরণ নাই। পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে (৬৪—৬৭ অঃ) আছে ইন্দ্র যযাতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গে আনাইবার জন্য মাতলিকে যযাতির নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। তখন মাতলির সহিত যযাতির, শরীরের উৎপত্তি, সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল, প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলাপ হয়। মাতলি শমীক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। বাম-৬৯। শমীক দেখ।

মাতুলি—সত্যযুগে সুমতি নামে এক পরম সত্য পরায়ণ মহাধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে মাতুলি নামে কুপথগামী শূদ্র ছিলেন। কালক্রমে বিষ্ণু মন্দিরে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহন্না-১৮। সুমতি দেখ।

মাতা—(১) দেবী শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৩৯। (২) দেবী সাবিত্রী কায়াবরোহণ তীর্থে মাতা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃ-১৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের এক নাম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। ৬ দেবী শঙ্করী সাগর তীরে মাতা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-অব-রেবা১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

মাতৃকা—(১) অদিতি-পুত্র অর্যমার পত্নীর নাম মাতৃকা। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কার্ত্তিকেয়ের জননী বলিয়া শঙ্করী মাতৃকা নামে পরিচিতা। দেবীপু-৩৭। মাতৃকা দেবী জ্ঞানশক্তি এবং তিনি প্রতি বর্ণেরই (অক্ষরেরই) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীপু-১০৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মাতৃকাগণ—(১) অন্ধক নামক দৈত্যের সহিত মহাদেবের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে অন্ধককে মহাদেব শূলের দ্বারা আঘাত করেন। শূলাঘাতে অন্ধকের দেহ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং সেই রক্ত হইতে অপর সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মহাদেব কতিপয় মাতৃকার সৃষ্টি করিলেন। তাহরা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে আর নূতন অন্ধক উৎপন্ন হইতে পারিল না। ঐ সমুদয় মাতৃকাগণের নাম—ক) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কৌমারী, মালিনী, সৌপর্ণী, বায়ব্যা, শাক্রী, ঐশী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, বিভাবরী, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, ভগমালিনী, বালা, অতিবালা, রক্তা, সুরভী, মুখমণ্ডিত, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রেবতী, মহাপণ্যা ও শিখিপট্টিকা। পদ্ম-সৃ-৪৬। (খ) মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কৌমারী, মালিনী, সৌপর্ণী, বায়ব্যা, শাক্রী,

নৈঋর্তী, সৌরী, সৌম্যা, শিবা, দূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, চলচ্ছিকা, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিল্লা, ভগমালিনী, বলা, অতিবলা, রক্তা, সুরভী-মুখ-সণ্ডিকা, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রৈবতী, মহাবক্তা, পিলপিঞ্জিকা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তা, অপরাজিতা, কালী, মহাকালী, দূতী, সুভগা, দুর্ভগা, করালী, নন্দিনী, অদিতি, দিতি, মারী মৃত্যু, কর্ণমোটা, গ্রাম্যা, উলুকী, ঘটোদরী, কপালী, বজ্রহস্তা, পিশাচী, রাক্ষসী, ভুশুণ্ডী, শঙ্করী, চণ্ডা, লাঙ্গলী, পুটভী, খেটা, সুলোচনা, ধ্বম্রা, একবীরা, করালিনী, শ্যামা, বিশালদংষ্ট্রিনী, ত্রিজটী, কুক্কুরী, বৈনায়কী, বৈতালী, উন্মত্তা, উদুম্বরী, সিদ্ধি, লেলিহানা, গর্দ্দভী, ভ্রুকুটী, বহুপুত্রী, প্রেতাযণা, বিড়ম্বিনী, ক্রৌঞ্চা, শৈলমুখী, বিনতা, সুরমা, দনু, উষা, রম্ভা, মেনকা, সলিলা, চিত্ররূপিনা, স্বাহা, স্বধা, বষট্কারা, ধৃতি, জ্যেষ্ঠা, কপর্দ্দিনী, মায়া, বিচিত্ররূপা, কামরূপা সঙ্গমা, মুখেবিলা, মঙ্গলা, মহানাসা, মহামুখী, কুমারী রোচনা, ভীমা, সদাহাসা, মদোদ্ধতা, অলম্বাক্ষী, কালপর্ণী, কুম্ভকর্ণী, মহাসুরী, কেশিনী, শঙ্খিনী, লম্বা, পিঙ্গলা, লোহিতমুখী, ঘণ্টারবা, দংষ্ট্রালা, রোচনা, কাকজঙ্ঘিকা, গোকর্ণিকা, অজমুখিকা, মহাগ্রীবা, মহামুখী, উল্কামুখী, ধূমশিখা কম্পিনী, পরিকম্পিনী, মোহনা, কম্পনা, ক্ষেলা, নির্ভয়া, বাহুশালিনী, সর্পকর্ণী, একাক্ষী, বিশোকা, নন্দিনী, জ্যোৎস্নামুখী, রসভা, নিকুম্ভা, রক্তকম্পনা, অবিকারা, মহাচিত্রা, চন্দ্রসেনা মনোরমা, অদর্শনা, হরৎপাপা, মাতঙ্গী, লম্বমেলা, অবালা, বঞ্চনা, কালী, প্রমোদা, লাঙ্গলাবতী, চিত্তা, চিত্তজলা, কোণা, শান্তিকা, অঘবিনাশিনী, লম্বস্তনী, লম্বসটা, বিসটা, বাসচূর্ণিনী স্খলন্তী, দীর্ঘকেশী, সুচিরা, সুন্দরী, শুভা, অয়োমুখী, কটুমুখী, ক্রোধনী, অশনি, কুটুম্বিকা, মুক্তিকা, চন্দ্রিকা, বলমোহিনী, সামান্যা, হাসিনী, লম্বা, কোবিদারা, সমাসরী, কঙ্কুকর্ণী, মহানাদা, মহাদেবী, মহোদরী, হুঙ্কারী, রুদ্রসুসটা, রুদ্রেশী, ভূতডামরী, পিণ্ডজিহ্বা, চলজ্বালা, শিবা এবং জ্বালামুখী। মৎ-১৭৯। (২) অন্ধকাসুরের বধের জন্য বিষ্ণু মাতৃকাগণকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

মাতৃনন্দা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

মাতৃভক্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভ-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মাতেয—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

মাত্রা—কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা

মাল্য—বলাকা, মালা, মুদ্রা ও মিতা এইসকল খড়্গধারিনী, নৃমুণ্ডমালী-বিভূষিতা দেবীগণ কালিকা দেবীর অনুচরী। তন্ত্রঃ-৮১২ পৃঃ।

মাৎস্য—বেদ, তাণ্ড্য, দ্রোণ, মাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ।

মাথব—বিদেঘ দেশের রাজার নাম মাথব ছিল। মহর্ষি রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। রাজা মাথব তাহার পুরোহিত গোতমের সাহায্যে আর্য্য উপনিবেশ বহুদূর পূর্ব্বে সদানীরা নদীর (বর্ত্তমান করতোয়া নদী) তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বগুরা নগরী করতোয়ার তীরে অবস্থিত। বিদেঘ স্থানে বিদেহ ও মাথব স্থানে মাধব কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন। শত-পথ-১প্র-৩ব্রা-৪অঃ-৯-১৮।

মাথল্য—বিষ্ণোপবিচর ও গিরিকা দেখ।

মাদি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

মাদ্রবতী—পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ও নকুল-সহদেবের জননী। তাঁহার নামান্তর মাদ্রী। মৎ-৪৬। পদ্ম-স্ব-১৩। বায়ু-৯৯। মাদ্রী দেখ।

মাদ্রি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

মাদ্রী—(১) মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনী কুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি-শাপ-ফলে পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মাদ্রী সহমৃতা হন। মহাভা-আদি-১১৩, ১২৫। (২) যদুবংশীয় ক্রোষ্টার পত্নী মাদ্রী। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মেন। হরি-হরি-৩৬, ৩৮। ক্রোষ্টা ক্রোষ্টু ও অনমিত্র দেখ। (৩) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে অনমিত্র প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। বৃষ্ণি, অনমিত্র ও কুতলক্ষণ দেখ। (৪) যদুবংশীয় ধৃষ্টের পত্নী মাদ্রী। অগ্নি-২৭৫। ধৃষ্ট দেখ। (৫) বৃষ্ণি-পত্নী মাদ্রীর গর্ভে পৃশ্নি জন্মেন। কূর্ম্ম-পূ-২৬। (৬) বৃষ্ণিপত্নী মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষ প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। পদ্ম-স্ব-১৩। (৭) যদুবংশীয় ক্রোষ্টুর পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-১৪। আবার ১৬শ অধ্যায়ে আছে যুধাজিতের পুত্র দেবমীঢ়ুষ। (৮) বৃষ্ণি-পত্নী মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। লি-

৬৯। (৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রী। তাঁহার গর্ভে বৃকাশ্ব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অগ্নি-২৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৩২। মৎ-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মাধব—(১) উত্তমি মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। ইষ ও উত্তমি মনু দেখ। (২) যাদবকুলের আদি পুরুষ যদুর নাগ কন্যাদের গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪। যদু দেখ। (৩) বশিষ্ঠ গোত্রায একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ। স্কন্দ-নাগ-.৯৯। (৪) মাহিষ্মতী নগরবাসী মাধব নামক এক ব্রাহ্মণ একদিন যজ্ঞে উৎসর্গ করিবার জন্য এক ছাগ আনয়ন করেন। ছাগ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমাগত পুরোহিতবর্গকে বলে যে, পূর্ব্বজন্মে সেও যজ্ঞস্থলে ছাগবলি প্রদান করিয়া সেই পাপে ছাগযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সকলেরই জীবহিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। এই বলিয়া ছাগ তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। পদ্ম-উত্ত-১১-৩। (৫) তালধ্বজ-নগরনিবাসী বিক্রম নামক নরপতির পুত্র মাধব। পদ্ম-ক্রি-৫। (৬) বিষ্ণুর, শালগ্রামের, শালগ্রামশিলার ও বসন্ত-কালের নাম মাধব।

মাধবী—(১) ধর্ম্মধ্বজ নরপতির স্ত্রীর নাম মাধবী। তাঁহার গর্ভে শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসী জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৬। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৫। (২) পুরুবংশীয় জনমেজয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীন্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) বসুন্ধরা দেবী, "মাধবস্য ইয়ং" ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই অর্থে মাধবী নামেও প্রসিদ্ধা হন। বিষ্ণু-১ম-৪। (৪) এক অতি শিবভক্তি পরায়ণা ব্রাহ্মণ কন্যা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪ (৫) দেবী শঙ্করী শ্রীশৈলে মাধবী নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। (৬) দেবী সাবিত্রী শ্রীশৈলে মাধবী নামে খ্যাতা। পদ্ম-সৃ-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর ও সহস্র নামের অন্যতম এবং সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকার নামও মাধবী। অদ্ভু-রামা-২৩, ২৫,। (৮) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশজন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। (৯) জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার পিতার সহিত খগরাজ গরুড়ের বিশেষ প্রণয় ছিল। গরুড় মাধবীর পিতার অনুরোধে মাধবীকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তাঁহার অনুরূপ পতি অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন। কিন্তু কোথাও অনুরূপ পাত্র না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মাধবের পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

মাধবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যোপরি উপবেশন করেন। বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা লক্ষ্মী তাহা দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া এবং মাধবী তাহার সপত্নী হইবে এই আশঙ্কায়, মাধবীকে "তুই অশ্বমুখী হইবি" বলিয়া শাপ দিলেন। মাধবীর পিতাও এইরূপে অকারণে কন্যাকে শপ্ত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মীকে শাপ দিলেন "যেহেতু তুমি বিনা কারণে সন্দেহমাত্র বশবর্ত্তী হইয়া আমার কন্যাকে শাপ দিলে, তজ্জন্য তোমার মুখও হস্তীর ন্যায় হইবে।" এই বিবাদের কারণ জানিতে পারিয়া বিষ্ণু মাধবীর পিতাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, "আমি যখন কোনও দেবকার্য্যের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইব তখন আপনার কন্যাও অশ্বমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ভগ্নী হইবেন; অতঃপর আমি ইহার সহিত মহাতপস্যা করিয়া ইহাকে ও লক্ষ্মীকে সুন্দর-বদনা করিব।" স্কন্দ-নাগ-৮০, ৮১। (১০) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে বদরিকাশ্রম তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী মাধবী ও পদ্মাবতীকে প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন নাগতীর্থও মাধবী নাম্নী গীতপ্রিয়া অনুচরীকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১১) পুরুবংশীয় যযাতির কন্যা। যযাতি গুরুদক্ষিণার পরিবর্ত্তে মাধবীকে মহর্ষি গালবের হস্তে সমর্পণ করেন। গালব পরে মাধবীকে যযাতিকে প্রত্যর্পণ করিলে মাধবী অরণ্য আশ্রয়পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাভা-উদ্-১১৪—১১৯। গালব দেখ। (১২) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী অন্যতমা মাতৃকা। মহাভা-শল্য-৩৭।

মাধী—যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবমানুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই শূরেরই পুত্র বসুদেব। বায়ু-৯৬।

মাধুচ্ছন্দস—অত্রিবংশীয় ধনঞ্জয়, কপর্দ্দেয়, পবিকূট ও পাণিনি এই সকল ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী যথা,—বিশ্বামিত্র, আষ্ঠ ও মাধুচ্ছন্দস। মৎ-১৯৮।

মাধ্যন্দিন—একজন বশিষ্ঠ [illegible] গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মাক্ষতি দেখ।

মান—(১) মিত্রাবরুণ হইতে জাত মান ঋষি অগস্ত্যেরই নামান্তর। ইহা সায়নাচার্য্যের মত। ঋক-১।[illegible]।১২। (২) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কাম, ক্রোধ, [illegible] দ ও মান, ইহারা অধর্ম্মের পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ।

মানধন—চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। বায়ু-৬২।

মানব—অঙ্গিরা ও [illegible]বংশীয় ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, মিত্রবর, ঋষিদান ও

মানব এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ অবিহিত। মৎ-১৯৬।

মানবগুরু—চিৎ, বিশ্বশক্তি, ঈশ্বর, কমল, পরম, আনন্দ, মনোহর, সুখ-নিন্দ ও প্রতিভ, ইঁহারা তন্ত্রোক্ত মানব গুরু বলিয়া কথিত হন। এতদ্ভিন্ন গগন, বিশ্ব·প্রভৃতি আরও কতিপয় মানবগুরু আছেন। তন্ত্র-৪৪৫পৃঃ ভুবন দেখ।

মানবলিঙ্গ—মনু প্রভাসক্ষেত্রে মানবলিঙ্গ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্র হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৮।

মানস—(১) শাল্মলীদ্বীপেশ্বর বপুষ্মানের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। বপুষ্মান, জীমূত ও বৈদ্যুত দেখ। (২) তৃণবিন্দু নরপতির অপর নাম। বায়ু-৭০। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-২৮। (৪) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মানসতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্ব্বৌজসকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসদেবগণ—(১) রৈবত মন্বন্তরে বিষ্ণু সম্ভূতির গর্ভে মানসদেবগণের সহিত মানস পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে অজিত মানসদেব, তুষিত-গণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৯।

মানসহ্রদ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মানস হ্রদ তাঁহার সাহায্যার্থ শালিকাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মানসী—(১) অন্যতমা রজঃপ্রকৃতি অপরা দেবী। দেবীপু-৫০। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মালিনী—(১) দাক্ষিণাত্যের বিদূরথ নামক রাজার কন্যা ও রাজ্যবর্দ্ধনের মহিষী। তিনি পতির সহিত তপস্যা করিয়া পতির আয়ু বৃদ্ধি করেন। মার্ক-১০৯। রাজ্যবর্দ্ধন দেখ। (২) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (৩) জনৈক অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (৫) বরুণ হইতে অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে মালিনী নামে এক কন্যা জন্মে। মহামুনি রুচি ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। মালিনীর গর্ভে রৌচ্য নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৯৫।

মানুষ—মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৭৬। মরুদ্গণের তালিকা দেখ।

মাস্তগিন—কশ্যপ বংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মান্ধাতা—(১) অসুরগণের অত্যাচার হইতে অশ্বিদ্বয় ক্ষেত্রপতি মান্ধাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।১। (২) নরপতি শতিনারের কন্যা গৌরী ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি যুবনাশ্বের পত্নী ছিলেন। তিনি মান্ধাতাকে প্রসব করেন। মান্ধাতার পত্নী ও শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথ। (অন্য নাম বিন্দুমতী) হইতে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুকুৎস ও কনিষ্ঠ মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২, ৩২। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন। তিনি অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ ভূরি-দক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সন্তানের মুখ-দর্শনজনিত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। সেজন্য তিনি অমাত্য হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন, যুবনাশ্বের পুত্রলাভার্থ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এক কলসী মন্ত্রপূত সলিল তথায় ছিল। রাজমহিষী সেই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় এক পুত্র প্রসব করিবেন এই মনে করিয়া, যজ্ঞবেদীর উপর কলসী স্থাপন করিয়া মহর্ষিগণ নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়া গর্ভধারণ করিলেন এবং যথাকালে তাঁহার বাম কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র নির্গত হইল। কিন্তু সে কি পান করিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বালকের মুখে আপনার প্রদে-শিনী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"এই বালক মাং ধাস্যতি অর্থাৎ আমার প্রদেশিনীর রস পান করিবে।" এই নিমিত্ত দেবগণ তাঁহার নাম মান্ধাতা রাখিলেন। এই রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা প্রভূত দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৫। বিষ্ণু-৪থ-২। দেবীভা-৭ম-৯। ভাগ-৯স্ক-৭। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন উভয়েই তুল্য বলশালী ছিলেন বলিয়া কাহারও জয় পরাজয় কিছুই হয় নাই। পরিশেষে [illegible] ঋষিদ্বয়ের মধ্যস্থতায় [illegible] মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। [illegible]-উত্ত-২৮। (৫) মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া দেবলোক অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র [illegible] ভীত হইয়া মান্ধাতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন—"আপনি প্রকৃত পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। সমগ্র পৃথিবী জয় না করিয়া

আপনি কি বলিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন?” তখন মান্ধাতা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি আমার আধিপত্য স্বীকার করেন না?” ইন্দ্র বলিলেন যে, মধুপুত্র লবণাসুব মান্ধাতাব বশ্যতা স্বীকার কবেন না। তখন মান্ধাতা লবণাসুবকে জয় কবিবাব জন্য যাত্রা কবিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে লবণেব হস্তে নিহত হন। রামা-উত্ত-৮০। (৬) মান্ধাতা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বেব উদব মধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ তাঁহাকে যুবনাশ্বেব পার্শ্বদেশ ভেদ কবিয়া বাহিব কবেন। মান্ধাতা ইন্দ্রেব অঙ্গুলি হইতে নির্গত দুগ্ধধাবা পান কবিয়া দ্বাদশ দিনেব মধ্যে দ্বাদশবর্ষীয় বালকেব ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, দৈর্ঘ্যে দশ যোজন এবং প্রস্থে এক যোজন স্বর্ণময় রোহিত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৭) মান্ধাতাব রাজত্বকালে একবাব দানবেবা প্রবল হইয়া লোক সকলেব উপব অত্যাচাব আবম্ভ করে। তখন মান্ধাতা নাবায়ণেব সাক্ষাৎ লাভেব জন্য এক যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধাবণ করিয়া সেই যজ্ঞে মান্ধাতাকে দর্শন দেন এবং ক্ষত্রধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৬৪-৬৫। (৮) ব্রহ্মবেত্তা উতথ্যও মান্ধাতাকে রাজধর্ম্ম বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৯০, ৯১। (৯) বসুহোম নামক এক জন রাজা মান্ধাতাকে দণ্ডনীতির উৎপত্তিব বিষয় বর্ণন কবেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (১০) মান্ধাতাব ভয়ে দস্যুগণ ত্রাস্ত হইয়া গিবিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া দেবরাজ তাহাব নাম রাখেন ত্রসদস্যু। তাঁহাব পত্নীর নাম বিন্দুমতী। দেবীভা-৭স্ক-১০। ভাগ-৯স্ক-৭। (১১) বশিষ্ঠ ঋষি মান্ধাতাকে ফাল্গুনেব শুক্ল একাদশীব ও ঐ দিনে কবণীয় আমলকী ব্রতেব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৪৫। (১২) একবাব মহারাজ মান্ধাতাব রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নবপতি মান্ধাতা অঙ্গিরা ঋষিকে ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবেন। অঙ্গিবা বলেন যে এক শূদ্র মান্ধাতার বাজ্যে তপস্যা কবিয়াছিল, তজ্জন্যই বাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই বলিয়া অঙ্গিরা মান্ধাতাকে সেই শূদ্রকে বধ কবিতে বলেন। কিন্তু মান্ধাতা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অঙ্গিরা তখন তাঁহাকে পদ্মা নামে শ্রাবণের শুক্লা একাদশী ব্রত করিতে বলেন। পদ্ম-উত্ত-৫৭। (১৩) রাজা যুব-

নাশ্বের পত্নী গৌরীর গর্ভে মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম গৌরিক। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান তাঁহার অধিকৃত ছিল। বিষ্ণুর অংশ মহাত্মা মান্ধাতা যজ্বা ও অমিততেজা ছিলেন। শশবিন্দু-কন্যা চৈত্ররথী (অপর নাম বিন্দুমতী) তাঁহার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-৬। কূর্ম্ম-পূ-২০। বায়ু-৮৮। (১৪) মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেন, (ধর্ম্মসেতু) মুচুকুন্দ ও শত্রুজিৎ (শত্রুমিত্র)। মৎ-১২। পদ্ম-স্ব-৮। (১৫) রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর (পঞ্চম) অবতার হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। মৎ-৪৭। (১৬) পুরুকুৎস আদি তিন পুত্র ভিন্ন মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে। ঐ সমুদয় কন্যাকে সৌভরি ঋষি বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। সৌভরি দেখ। (১৭) মান্ধাতার পুত্র পুরু-কুৎস। তৎপুত্র অনরণ্য। অন-রণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু। কল্কি-৩য়-৩। (১৮) মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। অগ্নি-২৭৩। ব্রহ্মপু-৭। (১৯) মান্ধাতার কন্যা দেবসেন নামক বিদ্যাধরের পত্নী ছিলেন। কালিকা-৮৯। (২০) মান্ধাতা তৃতীয় মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবীপু-৩৯। (২১) মান্ধাতার পত্নী ইন্দুমতী। ভাগ-৯স্ক ৬। (২২) মান্ধাতা ত্রেতাযুগে রাজত্ব করেন। তখন ব্রাহ্মণগণের সাত্ত্বিকী ও রাজসী দুই প্রকার বৃত্তি ছিল। বরা-৬৮। (২৩) মান্ধাতার পুত্র বিন্দুমহ্য। তৎপুত্র পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ। গরু-পূ-১৪২। (২৪) মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (২৫) মান্ধাতা নরপতি বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গ লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। (২৬) মান্ধাতা, নাভাগ, অনরণ্য, দিলীপ, পুরু, নৃগ, নহুষ, অলক প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহবা ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মুচুকুন্দ দেখ। (২৭) মান্ধাতা অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ। (২৮) মান্ধাতার দুই পুত্র মুচুকুন্দ ও পুরু-কুৎস। পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২৯) মান্ধাতা অন্যান্য অনেক রাজগণের সহিত বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৮। (৩০) মান্ধাতা নামে অঙ্গিরাবংশীয় একজন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। অম্বর, অজমীঢ় ও অঙ্গিরা দেখ।

মান্য—(১) মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য আদিত্যগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। এই বিষয়ে এইরূপও কথিত হয় যে, অনেকগুলি ঋষি জালবদ্ধ হইয়া স্তুতি করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহারাই ঋষি রূপে উক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিতবর রমেশ চন্দ্র বলেন যে ঐ সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে তাহা মাছ ধরা জাল না বলিয়া সংসারের বিপদজাল মনে করিলেই আর কোনও অসঙ্গতি হয় না। ঋক্-৮।৬৭। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব-দেখ।

মান্যবতী—হেমধর্ম্ম-দুহিতা বরা; সুদেব-কন্যা গৌরী; বলির তনয়া সুভদ্রা; বীরভদ্র-নন্দিনী নিভা; [illegible]র-তনয়া লীলাবতী; ভীমপুত্রী মান্যবতী এবং দম্ভ-কন্যা কুমুদ্বতী, ইহারা করন্ধম-তনয় অবীক্ষিতের পত্নী হন। মার্ক-১২২।

মান্যমান—ইন্দ্র মান্যমানের পুত্র দেবককে বধ করেন। ঋক-৭।১৮।২০।

মান্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাবেল্ল—কুরুবংশীয় উপরিচরবসুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উপরিচরবসু, কুশ ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

মামা—কান্যকুব্জের অধিপতি আম নামক নরপতির পত্নী। আম নরপতি বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬। বহ্নগঙ্গা দেখ।

মায়—জনৈক অসুর। রামচন্দ্র হস্তে নিহত হন। দেবীপু-১।

মায়া—(১) অধর্ম্মের পুত্র অনৃত, অনৃতের কন্যা মায়া ও বেদনা। মার্ক-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। অনৃত দেখ। (২) স্বয়ম্ভু পিতামহের মুখ হইতে উৎপন্ন অর্দ্ধ নারীনর মূর্ত্তি দ্বাপরে মায়া, অপরাজিতা প্রভৃতি বহুনামে কীর্ত্তিতা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ। (৩) মহাবিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি মায়া। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। মহামায়া দেখ। (৪) জীব মায়ার প্রভাবে যন্ত্রবৎ কার্য্য করে এবং মায়ার প্রভাবেই জীবন ধারণ করে মায়া এক হইয়াও নানারূপ ধারণ করেন। এই জন্য তিনি জগতের আদি, অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় শোভা পান। কল্কি-৩য়-১৬। (৫) প্রকৃতি তিন প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যাদ্বয়। অবিদ্যা-দ্বয়ের একজনের নাম মায়া, অপর জনের নাম পরমা। মায়া জীবের আবরিকা। মায়ার প্রভাবেই জীব পরমপুরুষকে দেখিতে পায় না। বৃহন্ধ-মধ্য-২। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রিয়তমা গোপী। গর্গ-গোল-৪। (৭) দেবকীর গর্ভে বসুদেবের যে কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই সনাতনী

মায়া। গর্গ-গোল-১০। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। (৮) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৯) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (১০) ভরদ্বাজের পত্নীর নাম মায়া। ভরদ্বাজ ও মায়া দক্ষযজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন। বাম-২। (১১) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতম কন্যা ও কশ্যপের এক পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ ও কশ্যপ দেখ। (১২) হুণ্ড ও বিহুণ্ড নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু পরমা সুন্দরী মায়া নারীরূপ ধারণ করেন। পদ্ম-ভূমি-১১৮। (১৩) জগতে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ বিচিত্র কার্য্য করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক নাম মায়া। দেবীপু-৩৭। (১৪) রজঃ প্রকৃতি অপরা নামে অভিহিতা অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ। (১৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ। (১৬) প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা, দুর্গাপূজায় এই কয়জন শক্তির পূজা বিধেয়। তন্ত্র-১৮৬ পৃঃ। (১৭) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশ-জন ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৮) তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যার পূজা সংসর্গে ভদ্রকালী, মায়া প্রভৃতি দেবীর পূজাও কর্ত্তব্য। তন্ত্র-৪১৫পৃঃ। (১৯) ঋগ্বেদোক্ত একজন দেবতা। পতঙ্গ নামক ঋষি তাঁহার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৭৭।১-৩। (২০) অধর্ম্মের পুত্র দম্ভ ও কন্যা মায়া। দম্ভ মায়াকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের লোভ নামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা জন্মে। কল্কি-১ম-১।

মায়াকর—শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩০। শিব দেখ।

মায়াকার—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মায়াতীতা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫ সীতা দেখ।

মায়াদ—বিষ্ণুর এক নাম। [illegible] পু-১৫।

মায়াবতী—(১) শম্বর নামক অসু[illegible] পত্নী। তিনি পূর্বজন্মে [illegible] পত্নী [illegible] ছিলেন। প্রদ্যুম্ন [illegible] অসুরকে বধ করিয়া [illegible] করেন। [illegible] অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] ১২। হরি-হরি-[illegible]। [illegible] ২৭; ভাগ-১০স্ক-৫৫ ব্রহ্মপু-[illegible] দেবীভা-৪স্ক-২৪। প্রদ্যুম্ন দেখ। (২) মায়াবতী শম্বর অসুরের গৃহে অবস্থান কালে নিজ প্রতিরূপা এক কায়মূর্ত্তি

নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত ও যোগ-বলে সজীব করিয়া শম্বর অসুরকে বঞ্চনা করিতেন। রাবণ ঐ কৃত্রিম মায়াবতীকেই প্রকৃত মায়াবতী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে হরণ করি-বার চেষ্টা করেন। মায়াবতীর উপ-দেশে রাবণের চৈতন্য উদয় হয় এবং তিনি পূর্ব্ব দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩।

মায়াবী—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (২) পুলস্ত্যের সন্তানগণের অন্যতম। পুলস্ত্য দেখ। (৩) জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-উত্ত-১২। (৪) ময়দানবের পুত্র মায়াবী দানবকে বালি বধ করেন। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-১। বাল্মী-কিষ্কি-৯।

মায়ামোহ—বিষ্ণু, হ্রাদ (হ্লাদ) প্রভৃতি অসুরগণের উৎপাত হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহকে সৃজন করেন। এই মায়ামোহের প্ররোচনায় অসুরগণ বেদোক্ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন। বিষ্ণু-৩য়-১৮।

মায়া—(১) দেবগণকে অসুর-দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু চিন্তা করিয়া নিজ শরীর হইতে মায়া পুরুষের সৃষ্টি করেন। মায়া-পুরুষ বিষ্ণুর নির্দ্দেশে দানব-গণের বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অদৃষ্ট-বিশ্বাস-নাশক শাস্ত্র শিক্ষা দেন। তৎফলে তাহারা বেদ-মার্গ ভ্রষ্ট হয়। সৌর-৩৪। (২) ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি অতিশয় সোমরসপ্রিয় ছিলেন। ঋক্-৫।৪৪।১১।

মায়ু—(১) পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে উৎপন্ন অন্যতম পুত্র। সৌর-৩১। কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-৬৬। অমাবু দেখ।

মারিষা—(১) সোমের কন্যা মারি-ষাকে প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৩। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। বায়ু-৩০, ৬০। ব্রহ্মা-৩১, ৬৯। ভাগ-৬-স্ক-৩০। কূর্ম্ম-পূ-১৪। ব্রহ্মপু-২, ১৭৮। কণ্ডু, প্রচেতা ও প্রম্লোচা দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা পত্নী মারিষা। তাঁহার গর্ভে বসুদেবগণ প্রভৃতি পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৩৭। শূর দেখ। (৩) যদুবংশীয় দেবমীঢের পত্নী মারিষা। তাঁহার গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭।

মারী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করি-বার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃ-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মারীচ—হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দের ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করেন। রাম মুনিগণের যজ্ঞ-বিঘ্ন কারী মারীচকে বধ করেন। হরি-হরি-৩, ৪১। বায়ু-৬৭। (২) রাবণ সীতাহরণ করিতে মনস্থ করিয়া মারীচকে সাহায্য করিতে বলেন। মারীচ সুবর্ণ-মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতা হরণে সাহায্য করেন। রামা-আরণ্য-৩১-৪৪। অধ্যা-রামা-আদি-৪, ৫; আরণ্য-৬, ৭। রাম দেখ। (৩) বৈশ্বানর কন্যা পুলোমা ও কালকার গর্ভে মারীচের ষাট হাজার সন্তান জন্মে। তাহারা পৌলমেয় ও কালকেয় দানব নামে খ্যাত। বায়ু-৬৮। মৎ-৬। (৪) পৃথুতনয় অন্তর্দ্ধানের পুত্র মারীচ। মৎ-৪৯। অন্তর্দ্ধান দেখ। (৫) মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণ পাতালে বাস করিতেন। দেবীপু-৩। (৬) মারীচ নামে একজন ঋষি ছিলেন। বরা-৭১।

মারিচী—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। (২) দানবপতি মারীচের নামান্তর। মারীচ দেখ। (৩) বিদ্যাধর হিরণ্যরোমার পত্নী। বায়ু-২৮। মিশ্রকেশী দেখ।

মারুত—(১) পবনদেবের নামান্তর। কোনও কোনও পুরাণে বায়ু ও পবন পৃথক বলিয়া উল্লিখিত। বায়ু পুরাণে (৬৯ অঃ) আছে ভগবান প্রজাপতি মারুতকে গন্ধ ও অশরীরী প্রাণীর এবং বায়ুকে শব্দ আকাশ ও জলের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন। মারুতগণ সংখ্যায় আটজন। তাঁহাদের নাম—অনিল, প্রাণ, অপান, মারুত, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু ও জীব। ইহাদের বাহন মৃগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (২) মরুদ্গণের নামান্তরও মারুত। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৩) উপরিচর বসু নামক নরপতির অন্যতম পুত্র মারুত। হরি-হরি-৩২। প্রত্যগ্রহ দেখ। (৪) ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। বৈজভৃত দেখ। (৫) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ। (৬) শিনেয়ুর পুত্র মারুত। তৎপুত্র কম্বল-বর্হিষ। ব্রহ্মপু-১৫।

মারুতন্ব্য—বিশ্বামিত্রবংশীয় জনৈক ঋষি। মহাভা-অনুশা-৭।

মারুতাশন—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি তাঁহার সাহায্যার্থে যে সমস্ত সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহা-শল্য-৪৫। বৈতালি দেখ। (২) বানরগণের একজন সেনাপতি। মহা-শল্য-১৮।

মারুতি—পবনের (মারুতের) পুত্র বলিয়া হনুমান মারুতি নামেও পরিচিত হন। হনুমান দেখ।

মারুট—অঙ্গিরাবংশীয় একজন

গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরাবহ দেখ।

মার্কণ্ড—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ। (২) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মবণ দেখ। (৩) পিতামহ ব্রহ্মা বটক তীর্থে মার্কণ্ড নামে পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। ব্রহ্মা-(১৩৬) দেখ। (৪) মৃকণ্ডু নামক এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মার্কণ্ড নামে এক পুত্র ছিল। এক জ্যোতিষী মৃকণ্ডু মুনিকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার পুত্র অল্পায়ু হইবে। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মৃকণ্ডু মুনি পুত্রকে বলেন—"তুমি যে কোন ব্রাহ্মণকে দেখিবে তাঁহাকেই অভিবাদন করিবে।" কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন মার্কণ্ড অগ্নিতীর্থ-পরায়ণ মহর্ষিগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষিগণ পৃথক পৃথক ভাবে মার্কণ্ডকে "দীর্ঘজীবী হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কিন্তু ঐ ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ বালকের লক্ষণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অন্যান্য ঋষিদিগকে বলিলেন, "আমরা সকলেই এই বালককে দীর্ঘজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে এই বালক তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে। সুতরাং আমাদের আশীর্ব্বাদ বিফল হইবে। অতএব বালক যাহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।" তখন মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বিফল না হয়, তজ্জন্য বালককে দীর্ঘায়ু দান করিতে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বলিলেন—"আমার প্রসাদে এই বালক জরামৃত্যু বর্জ্জিত ও বেদবিদ্যাবিশারদ হইবে।" পদ্ম-সৃষ্টি-৩৩। স্কন্দ-নাগ-২১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪১। মৃকণ্ডু দেখ।

মার্কণ্ডেয়—(১) সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন, এই সকল ঋষি মহারাজ দশরথের মন্ত্রাস্থানীয় ছিলেন। রামা-আদি-৭। (২) ভারতযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির আত্মীয়-স্বজনাদি বধ জনিত দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে নানারূপে সান্ত্বনা দান করিয়া তাঁহাকে প্রয়াগধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মৎ-১০৩—১১২। (৩) যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে নর্ম্মদা নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩। মৎ-১৮৬-১৯৩। (৪) বেদব্যাস-শিষ্য জৈমিনী মার্কণ্ডেয় মুনিকে অর্থবহুল বেদাং-মর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট

মহাভারতের যথার্থরূপ অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের পক্ষীরূপধারী চারি পুত্রের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য যাইতে পরামর্শ দেন। এই সংশ্রবে তিনি ঐ পক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত জৈমিনিকে বলেন। মার্ক-১-৪। বপু, কন্দলিকা, সুকৃষ দেখ। (৫) মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ নামে পরিচিত মহাপুরাণ ক্রৌষ্টুকীর নিকট কীর্ত্তন করেন। (৫) মার্কণ্ডেয় ঋষি মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরা। মার্ক-৫২। ধাতা, বিধাতা ও মৃকণ্ডু দেখ। (৬) মার্কণ্ডেয়ের পত্নীর নাম ধূমোর্ণা। মহাভা-অনুশা-১৪১। (৭) ত্রেতাযুগের প্রথমে ধর্ম্ম ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। সৎ-৪৭। (৮) মৃকণ্ডু মুনির পত্নী মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্ম গ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয়ের পত্নী মূর্দ্ধনার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৯) পৈল-শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি মার্কণ্ডেয়কে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করান। মার্কণ্ডেয় তাহা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে অধ্যাপন করান। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৬০। ইন্দ্র প্রমতি ও সত্যশ্রবা দেখ। (১০) মৃকণ্ডু মুনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ, সত্যপরায়ণ, মহাপণ্ডিত পুত্র লাভ করেন। মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা করিবার নিমিত্ত বর দান করেন। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলরাশীতে পূর্ণ হইয়া গেলেও বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে স্বীয় প্রভাব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সংহার করেন নাই। প্রলয়াবসানে জলরাশী অপসৃত হইলে, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি এবং কি করিলেইবা ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" বিষ্ণু তাহাই করেন। বৃহন্না-৫। (১১) শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্যান্য মুনিগণসহ মার্কণ্ডেয় মুনিও ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হন। পদ্ম-উত্ত-৮১। (১২) রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যে সমস্ত ঋষি রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়ার সাহায্য করেন, মার্কণ্ডেয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (১৩) মার্কণ্ডেয়ের দুই পত্নী। প্রথমা মূর্দ্ধন্যার গর্ভে বেদশিরা জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পীবরীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত বহু পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা সকলেই বেদপারগ ঋষি ছিলেন।

বায়ু-২৮। (১৪) মার্কণ্ডেয় বিচার প্রসঙ্গে একবার বলেন যে, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। মহাভা-অনুশা-২২। (১৫) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মতে স্ত্রীজাতি সতত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষণীয়া। মহাভা-অনুশা-৪৩। (১৬) মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভীষ্মের নিকট মাংসাহারের অশেষ দোষ কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১১৫। (১৭) সংবর্ত্তন, মেরুসাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদয় মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্র লাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১৫০। (১৮) মার্কণ্ডেয়ের পিতা মৃকণ্ডু মুনি পুত্র লাভের জন্য মহাকালবনে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে দীর্ঘায়ু, সর্ব্ববিৎ, সুধী, অযোনিজ পুত্র জন্ম লাভ করিবে বলিয়া বর প্রদান করেন। মৃকণ্ডু-পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন। মৃকণ্ডু-তনয়ের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শিব বলিলেন, "হে মার্কণ্ডেয় যেহেতু তুমি জন্মিয়াই আমাকে তুষ্ট করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার-নামেই পরিচিত হইব।" স্কন্দ-আব-চতুঃ-৩৬। (১৯) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় দীর্ঘজীবী আর কেহই ছিলেন না। তিনি সপ্তকল্প-ক্ষয়-কাল দর্শন করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে চরাচর জগৎ দহ্যমান হইলে, একমাত্র মার্কণ্ডেয় মুনিই বিষ্ণুর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি তৎ সময় যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি রেবা, নর্ম্মদা প্রভৃতি বহু নদী ও নানা তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য নর-নারায়ণের উৎপত্তি, ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২, ২৩০। (২০) মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৪, ১১। (২১) মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদয় বেদ পুরাণাদিতে সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। পুরাণাদি বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সংশয় ভঞ্জন করিতেন। অন্যান্য মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট কালিকা পুরাণ কীর্ত্তন করেন। কালিকা-১। (২২) মার্কণ্ডেয় মুনি বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া তপস্বী ও ব্রতচারী হইলেন, তিনি ব্রতচারী ব্রাহ্মণের করণীয় সমুদয়

কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করিতেন এবং সম্পূর্ণরূপে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। এইভাবে অযুতবর্ষ কাল যাপন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি মৃত্যুকেও জয় করেন। তাঁহার তপস্যা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। ছয় মন্বন্তরকাল এই ভাবে কাটিয়া যায়। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় অতিশয় শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু সমুদয় উপায়ই ব্যর্থ হয়। তাঁহার এইরূপ তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নবনারায়ণরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেন যে "আমি যখন আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন আর কি প্রার্থনা করিব। আমি কেবল আপনার মায়া দেখিতে চাই।" বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ আশ্রমে বসিয়াই বিষ্ণুর মায়াবলে প্রলয়ের আরম্ভ ও অন্ত দর্শন করেন। অতঃপর মার্কণ্ডেয় আরও অধিকরূপে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইলেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কালক্রমে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাগ-১২স্ক-৮ম—১২শ অ। (২৩) প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন চরাচর জগৎ কালাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, তখন একমাত্র মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়াগ্নি দ্বারা দগ্ধ না হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি অগ্নিতাপে তৃষ্ণার্ত্ত, ভয়বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও আশ্রয়যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। এই ভাবে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক বটবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি দ্রুতগতি সেই বটবৃক্ষের মূলদেশে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ক্রমে ভীষণ বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সমুদয় জগৎ একার্ণব হইয়া গেল। মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সেই জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে ভাসিয়া বেড়াইবার পর তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। প্রথমে ঐভাবে আহূত হইয়া মার্কণ্ডেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পরে স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া পুনরায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন সেই বটবৃক্ষ আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং সেই বটবৃক্ষের শাখার উপর পর্য্যঙ্কে শঙ্খ-চক্র-গদাধর এক পরম সুন্দর বালক শয়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া তখন কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহার মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া অচেতন প্রায় অবস্থায় আবার সেই জলরাশি মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয়কে ঐ ভাবে ভাসিতে দেখিয়া বটবৃক্ষ-শাখাশায়ী সেই বালক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমি শ্রান্ত হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। অতএব শীঘ্র আমার উদরদেশে প্রবেশ কর। তাহা হইলে তুমি বিশ্রাম লাভ করিবে। মার্কণ্ডেয় মুনি তখন শ্রান্তিতে অচেতন প্রায় হইয়াছিলেন। তিনি বাক্যহীন অবস্থায় মোহ বশে সেই বালকের মুখ বিবরে প্রবেশ করিলেন। সেই বালকের উদরে প্রবেশ করিয়া তথায় তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন কিন্তু তাহার কোনও অন্ত দেখিতে না পাইয়া পুনরায় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার মুখ বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বালককে বটবৃক্ষে শয়ান দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই বালক মার্কণ্ডেয়কে নিজ পরিচয় দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহার নিকট পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শৈব বৈষ্ণব দিগের বিবাদ নাশক এক শিবায়তন নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। বালকরূপী বিষ্ণু সেইরূপ করিতে অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মপু-৫২-৫৭। উপরোক্ত বিবরণটি সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পদ্মপুরাণেও (স্বৃষ্টি-৩৯) পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয়ী—বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র রজঃ। রজের পত্নী মার্কণ্ডেয়ী। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। রজঃ দেখ।

মার্কণ্ডেয়েশ্বর—(১) মহাদেবের বরে পুত্র লাভ করিয়া মৃকণ্ডু মুনি মহাকাল বনে মার্কণ্ডেয়েশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৬। ব্রহ্মপু-৫৭।

মার্কণ্ডেশ্বর—নর্ম্মদা তটে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৭। (২) রেবা তটেও মার্কণ্ডেয় মুনি ঐ নামে এক শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫১।

মার্গণপ্রিয়া—দক্ষ কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৬৫। অনূপা ও প্রধা দেখ।

মার্গণী—প্রজাপতি দক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা দিতির গর্ভে মার্গণী প্রভৃতি আট কন্যা জন্মে। কালিকা-৩৪। অনবস্থা দেখ।

মার্গদ—দশ লক্ষ গো'র অধিস্বামীকে বৃষভানু বলে। নীতিবিৎ, মার্গদ, শুক্র, পতঙ্গ, দিব্যবাহন ও গোবেষ্ট, ইহারা ব্রজের অন্যতম বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮।

মার্গদায়িকা—দেবী সাবিত্রী কেদার তীর্থে মার্গদায়িকা নামে প্রসিদ্ধা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও মার্গদায়িনী দেখ।

মার্গদায়িনী—দেবী শঙ্করী কেদার তীর্থে মার্গদায়িনী নামে অভিহিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা ও মার্গদায়িকা দেখ।

মার্গপথ—ভৃগুর বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভৃগুদাস দেখ।

মার্গমর্ষি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

মার্গেয়—ভৃগুর বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মার্জ্জারি—মগধরাজ জরাসন্ধের পৌত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি। তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা। ভাগ-৯স্ক-২২।

মার্জ্জারী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনীগণ দেখ।

মার্জ্জালীয়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-বন-৭৯।

মার্ত্তণ্ড—(১) সূর্য্যের এক নাম। প্রলয়ের অবসানে স্বয়ম্ভূ নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ই উৎপন্ন হইলেন। তিনি প্রথমে নিজশরীর হইতে জল সৃষ্টি করিয়া সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ পরে স্বর্ণরৌপ্যময় এক মহান্ অণ্ডে পরিণত হয়। সেই অণ্ড হইতে প্রজাপতির তেজে মার্ত্তণ্ড উৎপন্ন হন। অণ্ড মৃত হইলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মার্ত্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হন। মৎ-২। (২) সপত্নীগণের হস্তে নিজ সন্তানদের পরাভব ও নিগ্রহ দেখিয়া অদিতি দুঃখিতচিত্তে সবিতাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সবিতাদেব অংশে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। অদিতি নানারূপ কঠোর ব্রতাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কশ্যপ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অদিতিকে বলেন, 'তুমি কি এই গর্ভ মারিত (নষ্ট) করিবে?' যথাসময়ে সেই গর্ভ প্রসূত হইলে অন্তরীক্ষ হইতে এক অশরীরিণী বাণী কশ্যপকে বলেন, 'যেহেতু তুমি এই গর্ভকে মারিত বলিয়াছিলে সেজন্য তোমার পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড হইবে।' ব্রহ্মপু-৩২। মার্ক-১০১। সূর্য্য দেখ। (৩) অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের প্রত্যেকেই মার্ত্তণ্ড নামে কথিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) ভগবান মার্ত্তণ্ড

আদিত্য পুরাণ বর্ণন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৯।

মার্ষ্টাপিঙ্গলি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

মালতিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভুতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মালতী—(১) মদ্ররাজ অশ্বপতির পত্নী ও সাবিত্রীর মাতা। মৎ-২০৮। দেবীভা-৯স্ক-২৬। (২) লক্ষ্মীর অংশ-ভূতা একনারী। বর্ব্বরী দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। (৪) মালব নামক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এক বৈশ্যের পত্নী। তিনিও সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন এবং মরণান্তে পতি-সহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অদ্ভু-রামা-৫। লি-উত্ত-১। মালবী দেখ।

মালতীশ্বর—কাশীস্থিত মালতীশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যাধিপতি নরপতি হওয়া যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮, ৯৭।

মালব—(১) জনৈক বিষ্ণুভক্ত বৈশ্য। মালতী দেখ। (২) মালব নামক ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হইলে গোদাবরী তটে স্বীয় ভাগি-নেয়কে স্বর্ণ দান করেন এবং সেই পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২১৮।

মালবট—জনৈক যক্ষ। তাহারই সম্মুখে রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই অসুর তপস্যা করেন। বাম-১৭।

মালবী—মালব নামক বৈশ্যের পত্নী। তিনি পতির সহিত সর্ব্বদা বিষ্ণু-মন্দিরে প্রদীপ দান করিতেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহারা মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। লি-উত্ত-১। মালতী দেখ।

মালা—বৃষাকপি নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। বাম-৯১। কোশকার দেখ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৩) জনৈক বিদ্যাধর। মলয়গন্ধিনী দেখ।

মালাকার—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকার, কুম্ভ-কার প্রভৃতি শিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

মালাঢ্য—জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামহস্তে তিনি নিহত হন। ব্রহ্মপু-১৭৬।

মালাধর—(১) সিদ্ধেশ্বর নামক নরপতির পুত্র। তিনি সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতি ভদ্রশ্রবা নামক রাজার কন্যা শ্যামবালাকে বিবাহ করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৪২। পদ্ম-ব্রহ্ম-১১। শ্যাম-বালা দেখ। (২) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫।

মালাবতী—(১) চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব-রাজের পঞ্চাশটি কন্যা (নারদরূপী) উপ-বর্হণকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মালা-

বতী উপবর্হণের প্রতি অতিশয় অনু-রক্তা ছিলেন। একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ রম্ভার নৃত্যাদি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে উপবর্হণ তথায় উপস্থিত হইয়া রম্ভার রূপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে উপবর্হণ প্রাণ-ত্যাগ করিলে, মালাবতী অতিশয় শোক-সন্তপ্তা হইয়া দেবগণকে অভি-শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে মালাবতীর নিকট যাইতে পরামর্শ দিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশে মালাবতীর নিকট উপ-স্থিত হইলেন এবং নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিন্তু মালাবতী স্বামীর পুনর্জীবন লাভ ব্যতীত অপর কিছু তেই সন্তুষ্ট না হওয়াতে, বিষ্ণু উপ-বর্হণকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১২, ১৯। (২) কান্যকুব্জ-রাজ ভলন্দনের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭, ১২৪। কলাবতী দেখ। (৩) বিষ্ণুর অংশসম্ভূতা দক্ষ-সাবর্ণি নামক রাজার বংশে ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুইজন পরম বৈষ্ণব রাজা জন্মেন। লক্ষ্মীকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করিলে, কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী এক কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই বেদধ্বনি করিতে করিতে গাত্রোত্থান করেন। তজ্জন্য ঐ কন্যার নাম হয় বেদবতী। এই বেদবতীই রাবণ কর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৬।

মালায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মালিকা—বিশ্রবা মুনির অন্যতম পুত্র। লি-৬৩। ত্রিশিরা দেখ।

মালিকাঢ্য—জনৈক রাক্ষস সেনানী। রাম তাহাকে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১৭৬।

মালিনী—(১) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-সেনের পত্নী। পদ্ম-উত্ত-৭৩। চিত্র-সেন ও পুষ্পদন্তী দেখ। (২) পাণ্ডু-বংশীয় শ্বেতকর্ণ নামক রাজার পত্নী। হরি-হরি-১৮৫। অজপার্শ্ব দেখ। (৩) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৪) গিরি-রাজ-কন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহকালে মালিনী পুরস্ত্রীর [illegible] চরণ ধারণ করেন। তখন [illegible] বলেন, 'তুমি [illegible] আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।' [illegible] বলিল 'আপনি [illegible] গোত্রে সৌভাগ্য দান [illegible]' মহাদেব তাহাতে সম্মত হইলে [illegible] মহাদেবের পাদ পরিত্যাগ করে। বাম-৫৩। (৫) বরুণ-পুত্র পুষ্করের

কন্যা মালিনীকে অপ্সরা প্রম্লোচা রুচি নামক মুনিকে ভার্য্যার্থে প্রদান করেন। এই মালিনীর গর্ভে রৌচ্য মনু জন্ম-গ্রহণ করেন। মার্ক-৯৮। (৬) সিংহলরাজ-দুহিতা পদ্মার অন্যতমা সখী। কল্কি-২য়-২। (৭) তিনি বিষ্ণুর শেষ অবতার কল্কির অগ্রজ সুমন্ত্রের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শাসন ও বেগ জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-২য়-৬। (৮) মালিনী অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

মালী—(১) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের (রক্তাক্ষের) অন্যতম মন্ত্রী। সৌর ৬৯। (২) রাক্ষসপতি সুকেশের মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মে। বসুদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কন্যা মালীর পত্নী ছিলেন। বসুদার গর্ভে মালীর অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা বিভীষণের অমাত্য ছিল। মালী প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া সমদর্প জগদ্বাসীর উপর থেকে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু যুদ্ধে মালীকে বধ করিলে অন্যান্য ভ্রাতারা পলায়ন করেন। রাম-উত্ত-৪-৮। মাল্যবান্ দেখ। (৩) বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি। ভাগ-৬স্ক-১০। (৪) মালী নামক রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা মুনি বিবাহ করেন। লি-৬৩। (৫) কোনও সময়ে সূর্য্যদেব মালী ও সুমালী নামক নামক মহাদেবের দুই ভক্তকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, শিব সূর্য্যকে শূল দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যের পিতা মালী ও সুমালীকে "তোমাদের কুষ্ঠ রোগ হইবে" বলিয়া শাপ দেন। পরে মালী ও সুমালী পুষ্কর তীর্থে সূর্য্য-দেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৪; কৃষ্ণ-৪৮। সূর্য্য দেখ।

মাল্য—রসাতল নিবাসী জনৈক রাক্ষস। ঘোর নামক দৈত্য তাঁহাদের পুরী অধিকার করেন। দেবীপু-৩।

মাল্যকেতু—জনৈক বিদ্যাধর। তিনি হরিস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে বিদ্যুন্মালী নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হন। জন্মান্তরে তিনি মলয়কেতুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিস্বামী-দুহিতাও জন্মান্তর লাভ করিয়া মাল্যবানের সহিত পরিণীতা হন। কলাবতী পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারবশতঃ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। মাল্য-কেতু পত্নীর পরামর্শে কাশীধামে গমন করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সপত্নি মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৩৩, ৩৪।

মাল্যবান্—রাক্ষসরাজ সুকেশের ঔরসে দেববতীর গর্ভে মাল্যবান্, মালী ও সুমালী নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা তিন সহোদর মরু-পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগকে বর প্রদান করিতে আসিলে, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, "আমরা যেন পরস্পর অনুরক্ত, অজেয়, শত্রু-হন্তা, চিরজীবী ও প্রভুভাবাপন্ন হই।" ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের জন্য লঙ্কা নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলে তাঁহারা তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মাল্যবান্ নর্ম্মদা নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। সুন্দরীর গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূ-পাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত নামে সাত পুত্র এবং অনলা নামে এক কন্যা জন্মে। মাল্যবান্ ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত অতিশয় বলদর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব ও ঋষিগণ প্রতীকার প্রার্থনায় মহাদেবের পরা-মর্শে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া যুদ্ধে মাল্যবান্ ও সুমালীকে পরাস্ত করিলে তাঁহারা লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতালে যাইয়া বাস করিতে লাগি-লেন। তখন কুবের লঙ্কার অধিপতি হন। রামা-উত্ত-৪-৯। মাল্যবান্ রাবণের মাতামহ ছিলেন। রাম সীতা উদ্ধারের জন্য বানর-সৈন্য-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, মাল্যবান্ রাবণকে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। রামা-লঙ্কা ৩৫, ৩৬। অধ্যা-রামা-লঙ্কা-৫। (২) মাল্যবান্ রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বীকা (বাকা—বায়ু-৬৯) বিশ্রবার পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। (৩) যাতুধনা (জন্তুধনা) নাম্নী এক পিশাচ-কন্যার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস হেতুর পুত্র লঙ্ক। লঙ্কুর দুই পুত্র মাল্যবান্ ও সুমালী। বায়ু-৬৯। (৪) মহা-দেবের অন্যতম গণ। জলন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মাল্যবান জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১২, ১৭। (৫) পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্বের পুত্র মাল্যবান ও চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা পুষ্পদন্তী একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্য গীত করিবার জন্য উপস্থিত হন। তথায় মাল্যবান্ ও পুষ্পদন্তী পরস্পরের রূপমুগ্ধ হইয়া নৃত্য গীত ভুলিয়া যান। তাহাতে

ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র তাঁহাদিগকে "পিশাচ-দম্পতী হও" বলিয়া শাপ দেন। ঐ শাপ ফলে তাঁহারা মর্ত্ত্যে পিশাচ দম্পতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে মাঘ মাসের একাদশী তিথিতে দৈব-ক্রমে তাঁহারা আহার গ্রহণ না করিয়া নিদ্রা যান। সেই পুণ্য ফলে তাহা-দের পিশাচত্ব দূর হয় এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবপুরে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩৯। (৬) বিধূম নামক গন্ধর্ব্বের মাল্যবান্, পুষ্প-দন্ত ও বলোৎকট নামক তিন জন অনুচর ছিল। বিধূম ব্রহ্ম-শাপে মর্ত্ত্যলোকে শতানীক নামক নরপতির পত্নী বিষ্ণুমতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে মাল্যবান্ প্রমুখ অনুচরত্রয়ও যথাক্রমে শতানীকের মন্ত্রী যুগন্ধরের পুত্র যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি বিপ্র-তীকের পুত্র রুমন্বান, এবং ভৃত্য বল্লভের পুত্র বসন্তক রূপে জন্ম লাভ করেন। পরে তাঁহারা সকলেই চক্র-তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) ব্রহ্মা হস্তিনাথ তীর্থে মাল্যবান নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মাষ—মাষ নামক ঋষিগণ পবমান সোম দেবতাদিগের সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৮৬। ১-১০।

মাষশরাবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

মাহাচমস্য—মহাচমস্যের পুত্র মহর্ষি মাহাচমস্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তৈত্তিরেয়-১।৫।

মাহিকা—বিদিশা নগরী নিবাসী এক দরিদ্র ক্ষত্রিয়ের সুন্দরী কন্যা। মণিভদ্র নামে এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। মণিভদ্র মাহি-কার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত। পুষ্প নামক এক ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ মহাদেবের বরে রূপান্তর গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। ঐ ক্ষমতাবলে সে মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিয়া মাহিকাসহ মণি-ভদ্রের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিয়া মাহিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। স্কন্দ-নাগ-১৫৫-১৬০।

মাহিত্থ—কোনও সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য আথর্ব্বণ মন্ত্রে পরমেশ্বরী শোষণী নাম্নী বিদ্যার আরাধনা করেন। সেই শোষণী বিদ্যাবলে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর অগস্ত্য শোষণীকে বলেন—"তুমি আমার মাহিত্থ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শুভ-দায়ক স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছ, অত-এব পৃথিবীতে তুমি মাহিত্থ দেবী নামে প্রসিদ্ধা হইবে।" তৎপরে মাহিত্থ দেবী চমৎকারপুরে আবির্ভূতা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবসেনাপতি স্কন্দ যখন নিজ শক্তি

সাহায্যে শৈলসমূহ বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন, তখন মাহিত্থ দেবীই নিজ শক্তিবলে ঐ শৈল সমুদয়কে নিশ্চল করেন। স্কন্দ-নাগ-৬০।

মাহিষক—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্ব্বৌজস, মাহিষক ও পিঙ্গল নামক তিন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

মাহিষ্মত—চম্পাবতী নামক পুরীর অধিপতি। তাঁহার অন্যতম পুত্র লুম্পক। পদ্ম-উত্ত-৪০। লুম্পক দেখ।

মাহিষ্মতী—বিপ্রচিত্তি নামক দানবের অগ্রজা মাহিষ্মতী একদা মহিষরূপ ধারণ করিয়া অম্বর নামক এক ঋষিকে ভয় প্রদর্শন করে। তাহাতে অম্বর ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে শতবর্ষ কাল তাহাকে মহিষীরূপ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ঐ অবস্থায় মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। বরা-৯৫।

মাহেন্দ্র—জনৈক দানব। পৃথিবীর নিম্নভাগে পাতালের প্রথমতলে তিনি বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

মাহেন্দ্রী—(১) পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে যে অর্দ্ধ-নারীনর-রূপধারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নারীঅংশ দ্বাপরে মাহেন্দ্রী প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিতা হইতেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (২) জনৈক মাতৃকা। মহী নামক দানব শঙ্কর কর্ত্তৃক নিহত হইলে অন্যান্য মাতৃকাগণসহ তিনি মহীদানবের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

মাহেয—কোনও সময়ে শিব, সতীর বিরহে কাতর হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কপাল হইতে একবিন্দু ঘাম ভূতলে পতিত হয়। সেই ঘর্ম্মবিন্দু হইতেই এক লোহিতবর্ণ কুমার আবির্ভূত হন। পৃথিবী মাতৃরূপে সেই কুমারকে স্নেহসহকারে লালন পালন করেন। সেই জন্য সেই লোহিতরূপধর কুমার মাহেয (মহী কর্ত্তৃক পালিত) নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭।

মাহেশ্বরলিঙ্গ—সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে তর্ক হয়। কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া, তাঁহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। সহস্র বৎসর এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর তাঁহাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয় এবং সেইসঙ্গে এক আকাশবাণী হয়—'তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই মহালিঙ্গের অন্ত অনুসন্ধান কর। যে ইহার অন্তে যাইতে পারিবে সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৪। ব্রহ্মা (২৫) এবং ১১৯২ পৃষ্ঠায় (ছ ও জ) দেখ।

মাহেশ্বরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। (৩) জনৈক মাতৃকা। তিনি মহীদানবের মাংস ভক্ষণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮। মাহেন্দ্রী দেখ। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতম। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (৫) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য বিভিন্ন দেবগণ হইতে বিভিন্ন মাতৃকা সৃষ্ট হয়। মাহেশ্বরী তাহাদের অন্যতমা। তিনি ক্রোধ হইতে উৎপন্না হন। বরা-২৭। বৈষ্ণবী দেখ। (৬) কাশীধামে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিতা বৃষারূঢ়া দেবী মাহেশ্বরীকে অর্চ্চনা করিলে ধর্ম্মসমৃদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা মহাশক্তি। ব্রাহ্মী দেখ। (৮) দুর্গার এক নাম। [illegible]-১৩৩ [illegible]। (৮) দেবী দুর্গার পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। (৯) বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী মাহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। দেবীপু-৯১। (১০) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাহেশ্বরীসমুৎপন্না—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মাহেশী—(১) দেবী শঙ্করীর শরীরোৎপন্না অন্যতমা কুলদেবতা। ভট্টারিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করীর এক নাম। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্না, মহান্তে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সকলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, এই জন্য তিনি মাহেশী নামে কথিতা হন। দেবীপু-৩৭।

মিত—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। মরুদ্গণ দেখ।

মিতধ্বজ—জনক বংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র। তাঁহার পুত্র খাণ্ডিক্য। ভাগ-৯স্ক-১৩। ধর্ম্মধ্বজ দেখ। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য-জনক। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৬।

মিতা—খড়্গমুণ্ড-ধারিণী বরাভয়-দাত্রী কালিকাদেবীর খড়্গধারিণী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা অন্যতমা বিদ্যা। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। মাত্রা দেখ।

মিত্র—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩, ১৯৬, ২৩১। অগ্নি-১৯। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-৬, ১৭১। সৌর-২৮। কালিকা-৩৪। পদ্ম-উত্ত-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। লি-৫৫, ৬৩। গরু-পূ-৬, ১৭। ভাগ-৬স্ক-৬। দেবীপু-৪৬। বায়ু-৬৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫, ১৯১। মহাভা-শান্তি-২০৮; অনু-১৫০; আদি-৬৫, ১২৩। খাণ্ডব দহনকালে মিত্র ইন্দ্রের সহকারী হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহাভা-আদি-২২৭। তিনি দেব-

রাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (২) অন্যতম বৈদিক দেবতা। তিনি ও বরুণদেব অনেকস্থলে একত্র মিত্রা-বরুণ নামে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই অদিতির পুত্র। ঋক্-১।৮৯।৩, ১।১৩৬। মিত্রাবরুণ দেখ। (৩) স্বর্গের দেবতা এই মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। বামা-উত্ত-৩৬। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। তাঁহার গর্ভে অরিষ্ট, উৎসর্গ ও পিপ্পল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৫) সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রহেতি নামক অসুরের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৬) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী উর্জ্জার গর্ভে চিত্রকেতু, মিত্র প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। চিত্রকেতু ও বশিষ্ঠ দেখ। (৭) ধর্ম্ম হইতে দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে অগ্নি, চক্ষু, মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। মৎ-১৭১। চক্ষু ও মরুদ্-গণ দেখ। (৮) নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-৬৩। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-পূ-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (৯) জনৈক হৈহয় বংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র সুমিত্র। মহাভা-শান্তি-১২৬। (১০) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই রথে জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্র (আদিত্য), অত্রি (ঋষি), তক্ষক (সর্প), পৌরুষেয় (রাক্ষস), মেনকা (অপ্সরা), হাহা (গন্ধর্ব্ব) ও রথস্বন্ (যক্ষ) বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। শিশুমার দেখ। (১১) মিত্রদেব চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (১২) মিত্র দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অন্যতম। বহ্নি দেখ। (১৩) যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। পুণ্যজনী দেখ। (১৪) শ্রীকৃষ্ণের মদিরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মিত্র প্রভৃতি কতিপয় পু[illegible] জন্মে। বায়ু-৯৪। ভাগ-৯স্ক-২[illegible] উপচিত্রা দেখ। (১৫) অং[illegible], মিত্র, প্রভৃতি নামে খ্যাত দ্বাদশ আদিত্য পরমাত্মা সূর্য্যেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি মিত্র নামক অন্যতম মূর্ত্তি [illegible] আহার করিয়া নিরন্তর তপস্যা করিতেছেন এবং মৈত্র নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তগণকে বিবিধ বর প্রদান করিতেছেন। এই মূর্ত্তি এইভাবে জগতের হিতার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন

বলিয়া, মিত্র নামে কথিত হন। মিত্র নামক আদিত্য মার্গশীর্ষ মাসে জগতকে তাপ দান করেন। মিত্র এক সহস্র রশ্মিদ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মপু-৩০, ৩১। (১৬) জনৈক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ। তাঁহার পুত্র সূর্য্যো-পাসক চিত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৯।

মিত্রক—নকুলীশ নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের শিষ্য। মিত্র (৮) দেখ।

মিত্রকেশী—জনৈক অপ্সরা। অর্জ্জু-নের জন্ম হইলে অন্যান্য অপ্সরাগণসহ আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

মিত্রকৃৎ—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্য-তম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ।

মিত্রজ্যোতি—নরপতি মরুত্তের জামাতা। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ মোক্ষদর্শী কতিপয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলে যতি-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বায়ু-৯৩।

মিত্রদেব—ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ।

মিত্রদেবী—যদুবংশীয় দেবকের অন্য-তমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। মৎ-৭৪। অগ্নি-২৭৫। দেবক ও বসুদেব দেখ।

মিত্রনন্দন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির পত্নী গান্ধারীর গর্ভে মিত্রনন্দন ও সুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। লি-৬৯। মৎ-৪৫। বায়ু-৯৬। বৃষ্ণি দেখ।

মিত্রনেত্রা—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

মিত্রবতী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা জন্মে। জাম্ববতী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

মিত্রবরুণ—মিত্রাবরুণ দেখ।

মিত্রবান্—ঋতসাবর্ণি মনুর অধি-কারকালে দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, ইহারা মনু-পুত্র ছিলেন। বায়ু-১০০। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভে মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। (৩) জাম্ব-বতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। জাম্ববতী দেখ। (৪) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির অন্য-তম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ। (৫) দেববান্, উপদেব, দেব-শ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, ইঁহারা দক্ষপুত্র (দ্বাদশ) মনুর পুত্র। গরু-পূ-৮৭। (৬) দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ মিত্রবান্ নামক অজাপালের নিকট গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে। পদ্ম-উত্ত-৭৬।

মিত্রবাহু—গরু-পূ-৮৭। মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রবাহু—(১) দ্বাদশমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অদূর দেখ। (২) নাগ্নজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ ও নাগ্নজিতী দেখ। (৩) ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকারকালে অন্যতম মনু-পুত্র। মিত্রবান্ দেখ। (৪) দক্ষতনয় দ্বাদশ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। মিত্রবান্ দেখ। (৫) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। জাম্ববতীদেখ।

মিত্রবিনায়ক—সিদ্ধিদাতা গণেশের অন্যতম নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মিত্রবিন্দ—জাম্ববতী, মিত্রবান (২) ও (৫) দেখ।

মিত্রবিন্দা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রবান্ দেখ।

মিত্রবিন্দু—ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে তিনি অন্যতম মনুপুত্র ছিলেন। মিত্রবান দেখ।

মিত্রভানু—অন্যতম রাজর্ষি। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

মিত্রয়ু—(১) নৃপতি দিবোদাসের পুত্র। তাঁহার অপর নাম মৈত্রায়ণ। মিত্রয়ুর পুত্র মৈত্রেয়। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। দিবোদাস দেখ। (২) মিত্রয়ুর পুত্র চ্যবন। বিষ্ণু-৫র্থ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (৩) বেদ-ব্যাসের অন্যতম শিষ্য রোমহর্ষণ। রোমহর্ষণের ছয়জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম মিত্রয়ু। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু-৬১। অকৃতব্রণ দেখ।

মিত্রসহ—(১) সগরবংশীয় সুদাস নৃপতির পুত্র। তিনি সৌদাস ও কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একদিন বনে মৃগয়া করিতে যাইয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিতে পান। তিনি ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটিকে বধ করেন। মরণকালে ঐ ব্যাঘ্র এক ভীষণাকার রাক্ষসের রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় ব্যাঘ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুদিন পরে মিত্রসহ এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ঐ ব্যাঘ্র পাচক-রূপ ধারণ করিয়া আসে এবং ছলনা করিয়া বশিষ্ঠ ঋষিকে নরমাংস পরিবেশন করে। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। কল্মাষ-পাদ দেখ। ভাগ-৯স্ক-৯। অশ্মক ও মদয়ন্তী দেখ। (২) মিত্রসহ অরণ্যে ক্রূরবুদ্ধি ও ক্রূরাক্ষ নামে রাক্ষসদ্বয়কে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-৫৩। (৩) মিত্রসহ নরপতি সাবরমতী নদীতে স্নান করিয়া বশিষ্ঠের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৬।

মিত্রসেন—মিত্রবান দেখ।

মিত্রহা—(১) মিত্রবান দেখ। (২) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। বরা-৯৪।

মিত্রা—মহর্ষি বকের জননী। বক দেখ।

মিত্রাতিথি—ত্রসদস্যুর পিতা। ঋক্ ১০।৩৩।৭।

মিত্রাবরুণ—(১) মিত্র ও বরুণ নামক দেবদ্বয় অধিকাংশ পুরাণেই একত্রে মিত্রাবরুণ নামে উল্লিখিত হন। ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণ পৃথক ভাবেও উল্লিখিত আছেন। মিত্রাবরুণ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র হইতে বশিষ্ঠ ও বরুণ হইতে অগস্ত্য জন্মলাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১। মিত্রাবরুণ অথবা (মিত্র এবং বরুণ) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ। (২) প্রজাপতি মনু, পুত্র কামনায় যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে মিত্রাবরুণের অংশে ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৫। শিব-ধর্ম্ম-৬০। ইলা দেখ। (৩) কাশীস্থিত মিত্রাবরুণ নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের অর্চ্চনা করিলে তাঁহাদের লোকে যাওয়া যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৯৭।

মিত্রবিন্দা—মিত্রবিন্দা গঙ্গার অংশ-ভূতা ছিলেন। গর্গ-গোল-৩।

মিথি—(১) নিমির পুত্র মিথি। মথ্যমান অরণী হইতে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তিনি এই নামে পরিচিত হন। এই মিথিই ঐরূপে জন্ম-নিবন্ধন জনক নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারই নামানুসারে মিথিলা নামে নগরী হইয়াছে। বায়ু-৮৯। (২) বশিষ্ঠের শাপে নিমি দেহত্যাগ করিলে মুনিগণ অরাজকতাভয়ে অরণীতে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। জনকের (পিতার) দেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার এক নাম হয় জনক। ঐ সন্তানের পিতা (নিমি) বিদেহ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার অপর নাম হয় বৈদেহ। মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার অপর আরও একটি নাম হয় মিথি। মিথির তনয় নন্দি-বর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ম। (৩) নিমির পুত্র মিথি। মিথির তনয় জনক। জনকের আত্মজ উদাবসু। রামা-আদি-৭১। (৩) রাজা মিথি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি রাজস্বের কোনও অংশ নিজ কার্য্যে ব্যয় করিতেন না। রাজকার্য্যের জন্য নিয়োজিত কোনও ব্যক্তিকে, নিজ কার্য্যের জন্য আদেশ দিতেন না। তাঁহার মহিষী রূপবতী এজন্য তাঁহাকে অনুযোগ দিতেন। একবার মিথি নিজ পত্নীকে লইয়া, নিজেদের ব্যবহারোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য, স্বহস্তে ক্ষেত্র শোধন করেন। বরা-২০৮। রূপবতী দেখ।

মিথিল—মিথি নামক নরপতিরই নামান্তর।

মিথু—আর্ষ্টিসেন নামক নরপতি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তখন মিথু নামক দৈত্য তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, রাজাকে রসাতলে লইয়া যায়। রাজার পুরোহিত-পুত্র দেবাপি আরা-ধনায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবের-অনুচর নন্দির সাহায্যে আর্ষ্টিসেনকে উদ্ধার করেন। ব্রহ্মপু-১২৭।

মিথুন—প্রজাপতি-তনয় চিতি ও **মিথুন** কোনও সময়ে সমবেত হইয়া **ব্রহ্মার** ধ্যান করেন। তাহাতে চিন্তার **উদয় হয়** এবং তদবধি ঐ কল্পের **নাম হয়** চিন্তক। ব্রহ্মা-২০।

মিথ্যা—(১) অধর্ম্মের পত্নীর নাম **মিথ্যা।** তাঁহার চক্ষু দুইটি মার্জ্জারের **চক্ষুর** ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। মিথ্যার গর্ভে **দম্ভ জন্মগ্রহণ** করেন। কল্কি-১ম-১। **ভাগ-৪স্ক-৮।** ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। **অধর্ম্ম ও দম্ভ** দেখ।

মিশ্রকেশী—(১) দক্ষ-কন্যা কপিলার **গর্ভে** অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি **অপ্সরাগণ** জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-**আদি-৬৫।** মনোরমা দেখ। অপ্সরা **মিশ্রকেশীর** গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু **প্রভৃতি দশ** পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-**৯৪।** রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৩) **অন্যান্য অপ্সরাদিগের** ন্যায় অপ্সরা মিশ্রকেশী **কুবেরের** সভায় উপস্থিত থাকিয়া নৃত্য **গীতাদি** করিতেন। **মহাভা-সভা-১০। (৪) অম্বরা, অলম্বুষা, অদ্রিকা, আশী, কমলা, তিলোত্তমা, দ্বারবত্যা, পর্ণিনী,** পুত্রিকা, পুণ্ডরিকা, পূর্ণিতা, প্রিয়-মুখ্যা, বাপী, বিদ্যুৎবর্ণা, মনোরমা, মারিচী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুরোত্তমা, সুবরা, সুবাহু, সুপ্রতি-ষ্ঠিতা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, সুবৃত্তা, সুভুজা, শারদ্বতী, হংসপাদা ও হেমা ইহারা লৌকিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (৫) অলম্বুষা, অসিতা, কাশ্যা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমাথিনী, মনোরমা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, লক্ষণা, সুরূপা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুবসা ও শারদ্বতী ইহারা মৌনেয় অপ্সরা নামে খ্যাত। হরি-হরি-২১৮। (৬) বিশ্বাচী প্রম্লোচা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত করিতেন। মৎ-১৬১। পদ্ম-সৃ-৪৫। (৭) উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচি, পঞ্চচূড়া, প্রভৃতি অপ্সরাগণ দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্য দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব গণের নামের সহিত যদি এই সকল অপ্সরাদের নাম সায়ং সন্ধ্যা পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভ-অনু-১৬৫। (৮) অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, প্রভৃতি অপ্সরাগণ প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রধা দেখ। (৯)**স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র** প্রচে-তার **কন্যা মিশ্রকেশীকে দুর্জ্জয় নামক দৈত্যরাজ বিবাহ করেন। মিশ্রকেশীর**

গর্ভে সুদর্শন নামে পুত্র জন্মে। বরা-১০।

মিশ্রী—বলদেব যোগবলে তনুত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলে যে মহাকায় সর্প তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীরাভিমুখে গমন করে তাহাকে কর্কোটক, বাসুকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবাঃ, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজাঃ, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ, অম্বরীষ, প্রভৃতি নাগগণ প্রত্যুদ্গমন করিয়া অর্চ্চনা করে। মহাভা-মৌষল-৪।

মিহির—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

মীঠা—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা অন্যতমা মাতৃকা ভট্টারিকা দেখ।

মীঢ্বান—মনুবংশীয় ঋক্ষের তনয়। তাহার পুত্র পূর্ণ। পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২।

মীঢ়ুষ—দেবরাজ ইন্দ্রের তিন পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়ুষ। ভাগ-৬স্ক-১৮।

মীন—(১) কাশীরাজ দেবসেনের অন্যতম পুত্র। কালি-৮৯। দেবসেন দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্র-১০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

মীনকেতন—কামদেবের এক নাম। কামদেবের অংশে জন্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নও মীনকেতন বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। গর্গ-বিশ্ব-১৭।

মীনরথ—জনকবংশীয় অনেনার পুত্র তৎপুত্র সত্যরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

মীল্হুষী—মরুদ্গণের মাতা রোদসীর নামান্তর। ঋক্-৫।৫৬।৯।

মুক—হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও হ্রাদের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

মুকুটা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুটেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। সৌম্যস্থান হইতে মুকুটেশ্বর কাশীতে আসিয়া বক্রতুণ্ড নামক গণাধ্যক্ষের নিকট অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৬৯।

মুকুটেশ্বরী—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা জনৈক মাতৃকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (২) দেবী শঙ্করী কোট-তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী মর্কট তীর্থে মুকুটেশ্বরী নামে পরিচিতা। মৎ-১৩। (৪) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুকুন্দ—(১) অযোধ্যা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পদ্ম-উত্ত-২০৯। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে বিধাতা মুকুন্দ (কুমুদ), কুন্দ ও

কুমুদ্ম নামে তিনজন অনুচরকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। (৪) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ।

মুকুল—অজমীঢ় বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। মুকুলের মৌকল্য নামে কতিপয় ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। তদ্ভিন্ন মুকুলের পঞ্চাশ্ব নামে আর এক পুত্রও ছিল। অগ্নি-২৭৮। কৃমিল দেখ।

মুক্ত—(১) ভৌত্যমনুর অধিকার কালে তিনি অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। ভৌত্য (মনু) দেখ। গরুড়-পূ-৮৭। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। অবশ দেখ।

মুক্তকেশী—দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

মুক্ততেজা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১১৭। শিব দেখ।

মুক্তি—(১) রথন্তর কল্পে মুক্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ব্যাধ তাঁহার বল্কলের লোভে তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। মুক্তি নারায়ণের আরাধনা করিয়া ব্যাধের হস্ত হইতে রক্ষা পান। স্কন্দ-আব-[illegible]-২৫। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মুক্তিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

মুক্তিদা—ভক্তিদা দেখ।

মুক্তীশ্বর—মুক্তি নামক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। মুক্তি দেখ।

মুখকর্ণী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মুখপ্রক্ষেশ্বর—কাশীধামে মঙ্গলাগৌরীর সমীপে মুখপ্রক্ষেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুখবাদ্যকারী—শিবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মুখমণ্ডিতা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ।

মুখবৈরী—কালনেমী দানবের অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৭৭।

মু[illegible]—[illegible] অন্যতম [illegible] মেচ্ছদের সর্বসাধারণ [illegible] আদি-৭।

মু[illegible]—অন্ধকাসুর [illegible] করিবার জন্য [illegible] জনৈক [illegible] গণ দেখ।

মু[illegible]—(১) [illegible] সুতপা, অমৃতাভ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] গণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের [illegible]

গণে কুড়িজন করিয়া অসুর ছিল। গরু-পূ-৮৭। অষ্টমমনুর (সাবর্ণি) অধিকার কালে দেবতাদের সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য নামে তিনটি গণ ছিল। ঐ প্রত্যেক গণে একুশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

মুঙ্গ—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। উপমঙ্গু, অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

মুচি—জম্ভাসুরের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৬৫।

মুচুকুন্দ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে মুচুকুন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০। দেবীভা-৪স্ক-২১। পদ্ম সৃষ্টি-৭। ব্রহ্মপু-৭। লি-৬২। মান্ধাতা দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসুরদিগকে পরাজয় করাতে দেবগণ তাহাকে নিদ্রারূপ বর দিয়াছিলেন। সেই বরের ফলে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই ভস্মীভূত হইবে এই বিধান ছিল। নারদ-মুখে শ্রীকৃষ্ণ ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কালযবন যখন কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে মুচুকুন্দ যে গুহায় নিদ্রিত ছিলেন, সেই গুহায় আশ্রয় লয়েন। কালযবনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইখানে উপস্থিত হইয়া মুচুকুন্দকে নিদ্রিত দেখিতে পান এবং পদাঘাতে তাঁহাকে জাগরিত করেন। মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া সম্মুখে কাল-যবনকে দেখিতে পান। দেবগণের বর প্রভাবে কালযবন তখনই ভস্মীভূত হন। হরি-হরি-১১৪। ভাগ-১০স্ক-৫০, ৫১। ব্রহ্মপু-২১৬। বিষ্ণু-৫ম-২০, ২৪। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। গর্গ-দ্বা-২। বৃহন্না-উত্ত-১৭। দেবীভা-৪স্ক-২৪। (৩) মুচুকুন্দ একবার সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি কুবেরের নিকট পরাস্ত হন। পরে তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বশিষ্ঠের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া জয় লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৭৪। (৪) ভগীরথ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, পুরূ-রবা, ভরত প্রভৃতি নৃপতিগণ বিধিমতে গো-দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-৭৬। (৫) মুচুকুন্দ অন্য-তম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (৬) ব্রহ্মার অধর্ম্ম নিবারণ অসি, পরম্পরায় রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের হস্তগত হয়। ভরত তাহা ঐলবিলকে দেন। ঐল-বিলের নিকট হইতে ধুন্ধুমার তাহা প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে দেন। মহাভা-শান্তি-১৬৫। মরুত্ত দেখ। (৭) অম্বরীষ, গয়, আয়ু, কার্ত্তবীর্য্য, অনু-রুদ্ধ, মুচুকুন্দ, ক্ষুপ, প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস, কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মা মা-

হার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনু-১১৫। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র যদু। যদুর মাধব, পদ্ম-বর্ণ, মুচুকুন্দ, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্যে মাহিষ্মতী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। হরি-হরি-৯৪। (৯) প্রাচীন কালে মুচুকুন্দ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যম, বরুণ, কুবের ও বিভীষণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। চন্দ্রভাগা নদী তাঁহার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৬০। শোভনা দেখ। (১০) পাতালের সর্ব্বনিম্ন-তলে দৈত্যপতি বলির আবাস স্থান। তথায় মুচুকুন্দ নামক দৈত্যের পুরীও অবস্থিত। বায়ু-৮৮। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (১১) মুচুকুন্দ রাজার নামে খ্যাত তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বদা যুদ্ধে জয়-লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৮৩।

মুচুকুন্দেশ্বর—কাশীধামে প্রিয়ব্রতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের দক্ষিণপার্শ্বে মুচু-কুন্দেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুঞ্জ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে চতুর্থতলে মুঞ্জ প্রভৃতি রাক্ষসগণ বাস করিতেন। বায়ু-৫। বৃকবক্ত্র দেখ। (২) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-বন-২৬।

মুঞ্জকেতু—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-সভা-৪।

মুঞ্জকেশ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। (২) নিচন্দ্র নামক দানব দ্বাপরে মুঞ্জকেশ নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মহর্ষি সৈন্ধব স্বীয় গুরু শৌন-কের নিকট হইতে যে সংহিতা লাভ করেন, তাহা তিনি নিজ শিষ্য মুঞ্জ-কেশকে শিক্ষা দেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৬। শৌনক ও পথ্য দেখ।

মুঞ্জকেশিণী—অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২।

মুঞ্জঘোষা—জনৈক অপ্সরা। সে মেধাবী নামক মুনির তপস্যা নষ্ট করে। পদ্ম-উত্ত-৮, ৪৬।

মুঞ্জিকস্থলা—জনৈক অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুণ্ড—(১) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড। দেবী পার্ব্বতীর অংশভূতা কৌশিকী তাঁহাদিগকে বধ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। দেবীভা-৪স্ক-১৫; ৫স্ক-২৩, ২৪, ২৫, ২৬; ১০স্ক-১২। বাম-৫৬। (২) জাল-ন্ধর দৈত্যের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড। পদ্ম-উত্ত-১৬, ১৮। (৩) চণ্ড ও মুণ্ড

নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয় নর্ম্মদা-তীরে সূর্য্যের আরাধনা করেন। তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া সূর্য্যদেব বর দিতে আসিলে, তাঁহারা বলেন,"আমরা যেন সর্ব্বরোগহর ও সর্ব্বদেবের অজেয় হই।" সূর্য্যদেব সেই বর দিলে পর তাঁহারা সেই নর্ম্মদাতীরে ভাস্কর দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯১। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। ব্রহ্মপু-৪০। (৫) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়না দেখ।

মুণ্ডন—(১) রাবণের অন্যতম পুত্র। রামা-১৯। (২) কাশীধামে বরণা নদীর দক্ষিণকূলে সর্ব্ব-বিপদ-নাশক তুণ্ডণ ও মণ্ডণ নামক দুই শিবানুচর উপস্থিত থাকিয়া, ক্ষেত্রের রক্ষা করিতেছেন। ক্ষেত্র-সম্বন্ধায় বিঘ্ন নিবারণার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ তুণ্ডনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয়কে দর্শন করিলে পরম শান্তি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

মুণ্ডবিনায়ক—কাশীস্থিত মুণ্ডবিনায়কের মূর্ত্তি ভক্তগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য। মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতালে এবং মুণ্ড কাশীতে অবস্থিত। তজ্জন্যই তাঁহার এই নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মুণ্ডবেদাঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) একজন রাক্ষস সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মুণ্ডার্দ্ধমুণ্ড—মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩৫।

মুণ্ডাম্বরেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

মুণ্ডি—জনৈক দানব। ত্রিপুর দানবের পুরী ধ্বংস হইবার সময়ে তাহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

মুণ্ডিরভাস্কর—ভাস্কর তীর্থে মুণ্ডির, কালপ্রিয় এবং মূলস্থান নামে তিন ভাস্কর অবস্থিত। স্কন্দ-নাগ-৭৬।

মুণ্ডী—মহাদেবের জনৈক গণাধ্যক্ষ। সৌর-৩৫।

মুণ্ডীশ—অন্যতম শিবাবতার যোগাচার্য্য। তাঁহার কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, প্রবাহক ও উলূক নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০। উগ্র, মুণ্ডীশ্বর ও শিব দেখ।

মুণ্ডীশ্বর—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব, কোটাবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার ছগল, কুম্ভ, কুম্ভকর্ণস্থ (কুম্ভকাস্য —বায়ু-২৩) ও প্রবাহক নামে চারি-পুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা-২৩। লি-পু-২৪।

মুদাবতী—বিদূরথ নামক রাজার কন্যা কুজৃম্ভ নামক (নামান্তর—উগ্র) দৈত্য মুদাবতীকে হরণ করে। মার্ক-১১৬। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। বিদূরথ দেখ।

মুদিতমানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৫। সীতা দেখ।

মুদ্গগ্রীব—কুণ্ডজঠর দেখ।

মুদ্গর—(১) নাগরাজ বাসুকীর বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মুদ্গরপিণ্ডক—দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

মুদ্গরধারী—মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩৫।

মুদ্গল—(১) ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৫০। কপিল দেখ। (২) বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩২। বাহ্যাশ্ব দেখ। (৩) অঙ্গিরাবংশীয় এক জন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ। (৪) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৬। বায়ু-৬০। ব্রহ্মা-৬৬। (৫) অঙ্গিরাবংশ অয়স্থ, মুদ্গল প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ। (৬) অত্রিপুত্র মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৭০। বলাবক দেখ। (৭) পুরুবংশীয় পুরুজানুর পুত্র বিক্ষ। বিক্ষের অন্যতম পুত্র মুদ্গল। বায়ু-৯৯। রিক্ষ দেখ। (৮) অজমীঢ়-বংশীয় ভর্ম্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। মুদ্গলের পুত্র দিবোদাস। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৯) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। গালব দেখ। (১০) মহর্ষি বেদমিত্রের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৪। গালব দেখ। (১১) অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। মৎস্যদগ্ধ দেখ। (১২) অজমীঢ়-বংশীয় হর্য্যশ্বের অন্যতম পুত্র মুদ্গল। এই মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ কোনও কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হর্য্যশ্ব দেখ। (১৩) মহর্ষি মুদ্গলের কোশকার নামে এক পুত্র ছিল। বাম-৯২। কোশকার দেখ। (১৪) অজমীঢ়বংশীয় অর্কের পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের সৃঞ্জয়, মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিল। গরু-পু-১৭৭। হর্য্যশ্ব দেখ। (১৫) মহর্ষি মুদ্গল দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরবর্তী ফুল্লগ্রামে এক যজ্ঞ করেন। নারায়ণ ঐ যজ্ঞের হবি ভোজন করিবার জন্য লক্ষ্মীর সহিত উপস্থিত হন এবং হবি পান করিয়া অতিশয় তুষ্ট হন। অনন্তর বিষ্ণু মুদ্গলকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মুদ্গল বলিলেন—"আমি প্রতিদিন দুইবেলা এইস্থানে সঙ্কল্পিত দুগ্ধদ্বারা হোম করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করুন।" তখন নারায়ণ সুরভীকে ডাকিয়া বলি-

লেন,—"আমার এই ভক্ত প্রতিদিন এইখানে দুধ দিয়া হোম করিবেন। সেজন্য আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি প্রতিদিন এখানে আসিয়া তোমার দুগ্ধদ্বাবা এই সবোবর পূর্ণ কবিবে।" সেই হইতে মুদ্গল প্রত্যহ দুগ্ধদ্বাবা নাবায়ণেব হোম কবিতেন। এইভাবে বহুবর্ষ অতীত হইলে, তিনি মবণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন কবিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৭। (১৬) ধর্ম্মাবণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগেব অন্যতব প্রবব। ভবদ্বাজ (২৬) দেখ। (১৭) কোনও সময়ে মহর্ষি মুদ্গল অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রেব নিকট হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"দেববাজ আপনাকে লইয়া যাইবাব জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" মুদ্গল বলিলেন,—"আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি মর্ত্ত্যে থাকিয়াই মহেশ্বরেব আবাধনা কবিব।" তখন দেবদূত মুদ্গলেব নিকট নানারূপে স্বর্গেব মাহাত্ম্য ও শোভা বর্ণনা কবিল। কিন্তু তাহাতেও মুদ্গল স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন না। তখন দূত স্বর্গে প্রত্যাগমন কবিয়া সকল বিষয় ইন্দ্রেব গোচব কবিল। দূত একেলা ফিবিয়া আসাতে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুদ্গলকে যেমন কবিয়াই হউক লইয়া আসিবার জন্য পুনবায় দূতকে আদেশ দিলেন। ইন্দ্রাদেশে দূত পুনরায় মুদ্গলের সমীপে গমন করিলে মহর্ষি মুদ্গল তপঃপ্রভাবে তাহার গতি স্তম্ভিত কবিলেন। এদিকে দেববাজ দূতেব বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ই অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং মহর্ষি মুদ্গলেব আশ্রমেব নিকট আসিয়া দূতকে স্তম্ভিত দেখিলেন। তখন পুবন্দব অতিশয ক্রুদ্ধ হইয়া মুদ্গলকে বধ কবিবাব জন্য বজ্র লইয়া অগ্রসব হইলেন। কিন্তু মহর্ষি মুদ্গল কেবল দৃষ্টিপাত করিয়াই বজ্রধাবী ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া মুদ্গলেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিয়া মুক্তি লাভ কবিলেন। অতঃপব ইন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন কবিলে, মুদ্গল ঋষি পূর্ব্বেব ন্যায ব্রহ্ম-ধ্যান-পবায়ণ হইয়া কালক্রমে মোক্ষলাভ কবিলেন। স্কন্দ-আব-অর্ব্বু-৩৫। (১৮) মহর্ষি বিশ্বামিত্রেব শালবতী নামক পত্নীব গর্ভে অষ্টক, মুদ্গল প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১০। বিশ্বামিত্র দেখ।

মুদ্‌—(১) মাত্রা দেখ। তন্ত্র-৮১২পৃঃ। (২) সীতাব অষ্টোত্তব সহস্র নামেব অন্যতম। সীতা দেখ।

মুনয়—অজিতার গর্ভজাত অজিত দেবতা নামে খ্যাত রুচির দ্বাদশজন পুত্রেব অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিতা দেখ।

মুনি—(১) দক্ষেব অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা।

দক্ষ ও কশ্যপ দেখ। (২) অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি মৌনেয় অপ্সরাগণ মুনির গর্ভে জন্মেন। গরু-পূ-৬; অগ্নি-১৯। ব্রহ্মপু-৩; হরি-হরি-২১। মিশ্রকেশী দেখ। (৩) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪। (৪) মুনির গর্ভে শুক্র নামে কশ্যপের এক পুত্র জন্মে। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দানবদিগের পুরোহিত ছিলেন। কালিকা-৩৪। (৫) দক্ষ-কন্যা মুনির গর্ভে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্র-রথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ এই কয় পুত্র জন্মে। তাঁহাদের কেহ কেহ দেবতা এবং কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান। দ্যুতিমানের অন্ধকারক, উষ্ণ, কুশল, দুন্দুভি, পাবন, মনোনুগ ও মুনি নামে সাত পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-৩৪। ব্রহ্মপুরাণে (২০অঃ) কুশল ও মনোনুগ নামদ্বয়ের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে কুশগ ও মন্দগ নাম পাওয়া যায়। অন্ধকারক, উষ্ণ, পীবর অর্থকারক ও দ্যুতিমান দেখ। (৭) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব দেখ। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম আপের এক পুত্র। অগ্নি-১৮। আপ দেখ। (৯) রৈবত-মন্বন্তরে মুনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। পর্জ্জন্য, রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১০) বরুণের এক পুত্র চৈত্য; চৈত্যের ঘৃণি ও মুনি নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৪। চৈত্য দেখ। (১১) জনক বংশীয় সুদ্যুম্নের পুত্র মুনি। তৎপুত্র উর্জ্জবহ। বায়ু-৮৯। (১২) সাবর্ণি মনুর অধিকার-কালে অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (১৩) ব্রহ্মপুত্র মনুর অন্যতম তনয় অহঃ। অহের জ্যোতি, শান্ত, শম ও মুনি নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৬। (১৪) রাজা কুরুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (১৫) বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মৎ-২০৩। করজ দেখ। (১৬) অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভে যজ্ঞ, যজ্ঞহা, পিতা, মনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, স্বাকোটক, কলি ও সর্প নামে দশ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

মুনিক—প্রদ্যোত দেখ।

মুনিবক্ত্র—অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। মৎ-৫। আপ দেখ।

মুনিবীর্য্য—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-গণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১।

মুনিমনোমোহিনী—অন্যতমা অপ্সরা। ব্রহ্মপু-৬৮।

মুনিমনোহরা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

মুনীশ্বর—একজন রুদ্র। দেবাসুর যুদ্ধে তাঁহার সহিত কেশীদৈত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। হরি-হরি-২৪১।

মুমুচ—জনৈক সংশিত-ব্রত মুনি। হরি-হরি-১৬৬।

মুর, মূর, মুরু—(১) মূর নামক দৈত্য কশ্যপের অন্যতম পুত্র ছিলেন। দেবগণের হস্তে অন্যান্য দৈত্যদের নিগ্রহ দেখিয়া তিনি তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবেন, সে ব্যক্তি অমর হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিনি ঐ বর পাইয়া সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ইন্দ্রাদি তাঁহার ভয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পরিশেষে তিনি যমকেও আক্রমণ করেন। যম উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বিষ্ণুর পরামর্শে মূরকে তাঁহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মূরদৈত্য বিষ্ণুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—"তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক হও, তবে তোমার হৃদয় ভীত শঙ্কিতের ন্যায় কম্পিত হইতেছে কেন?" বিষ্ণুর কথা শুনিয়া মূরদৈত্য বাস্তবিকই তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেছিল কিনা তাহা অনুভব করিবার জন্য যেমন নিজবক্ষে হস্তার্পণ করিলেন, অমনই গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বাম-৬০,৬১। (২) মুর নামক এক দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেণ। এই মুর দৈত্য পঞ্চ মস্তক-বিশিষ্ট ছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৯, ৩স্ক-৩। বিষ্ণু-৫ম-২৯। ব্রহ্মপু-২০২। (৩) তালজঙ্ঘ নামক দৈত্যের পুত্র মুর চন্দ্রাবতী নগরীতে বাস করিতেন। তিনি সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। পরিশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বিষ্ণু ও মুর দৈত্যের হস্তে পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক এক গুহায় আশ্রয় লন এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় যোগমায়া অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। মুর দৈত্যও বিষ্ণুর অনুসরণ করিতে করিতে সেই গুহায় উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুকে তথায় নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিষ্ণুর দেহ হইতে নানা অস্ত্র-ধারিণী এক কন্যা আবির্ভূতা হন। সেই কন্যার সহিত মুর দৈত্যের যুদ্ধ হয় এবং দৈত্যবর সেই বিষ্ণু-অংশভূতা কন্যার হুঙ্কারে ভস্মীভূত হন। পদ্ম-উত্ত-৩৮। (৪) মুর দৈত্য নরকাসুরের অন্যতম দ্বারপাল ছিলেন। হরি-হরি-১২০।

মুরণ্য—দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি) অধিকার কালে দেবতাদের সুশর্ম্মা নামক দেব-গণের অন্যতম দেবতা মুরণ্য ছিলেন। বায়ু-১০০।

মুরারি—মুর নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর এক নাম হয় মুরারি। মুর দেখ।

মুষল—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪।

মুষলী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরামের এক নাম। (২) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ।

মুষ্টিক—(১) কংসের অনুচর অন্যতম মল্ল। কংস, চাণূর ও মুষ্টিক নামক দুই মল্লকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। তাহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬। অগ্নি-১২। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। শ্রীমহাভা-৫৪। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৭। ব্রহ্মপু-১৯০, ১৯৩। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) উগ্রসেনের কংস, কঙ্ক, ন্যগ্রোধ, সুনামা, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, বদ্ধমুষ্টি ও মুষ্টিক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কংস ও উগ্রসেন দেখ। (৩) বিপ্রচিত্তির বংশজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৮০। ব্রহ্মপু-২১৩। মুহূর্ত্ত দেখ।

মুহূর্ত্তগণ, মুহূর্ত্তজগণ—প্রজাপতি দক্ষের যে দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্ত নামক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

মুহূর্ত্তা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা। তাঁহার গর্ভে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তজ, মৌহূর্ত্তেয় অথবা মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩ ২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক-৬। ব্রহ্মপু-৩। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-৫। লি-পূ-৬৩। গরু-পূ-৬। স্কন্দ-অব-রেবা-১৯২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা (দেবগণ)—মুহূর্ত্তা দেখ।

মুহ্য—উত্তম মনুর অধিকার কালে সত্য নামক দেবভাব অনুগ দ্বাদশজন দেবভাব অন্যতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অধিপ দেখ।

মুহ্যসক্ষ—মুহ্য ও অধিপ দেখ। বায়ু পুরাণের মুহ্য নামের পরিবর্তে ব্রহ্মপুরাণে মহসক্ষ নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপু-৬৮।

মূক—(১) ব্যাসের আদেশে অর্জুন যখন ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন দুর্যোধন মূক নামক দৈত্যকে অর্জুনের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ মূক দৈত্য অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। শিব-জ্ঞান-৬২। মহাভা-বন-৩৯। (২) অন্যতম দৈত্য স্কন্দের এক পুত্রের নাম ছিল মূক। বায়ু-৬৭। ব্রহ্মঘ্ন দেখ। (৩) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম সর্প। তিনি মহা-

বাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্রাদ (হ্লাদ)। হ্রাদের দুই তনয় ছিল—মূক ও তুহুণ্ড। ব্রহ্মপু-৩। (৫) লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-বামা-১৮।

মৃঢ—জনৈক দৈত্য। ঋষিকা দেখ।

মূর্চ্ছা—ধ্রুবের অন্যতম পুত্র পুষ্টি। তাঁহার পত্নী মূর্চ্ছা। শিব-ধর্ম্ম-৫২। বৃক ও পুরঞ্জয় দেখ।

মূর্ত্তি—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। অয দেখ। তাঁহারা বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। আপ ও বশিষ্ঠ দেখ। (২) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নরনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩, ২স্ক-৭। নরনারায়ণ দেখ। (৩) অত্রি-পত্নী অনসূয়ার গর্ভে সত্যনেত্র, ভব্য, মূর্ত্তি, আপ ও [illegible] নামে পাঁচ পুত্র ও শ্রুতি নামে এক কন্যা জন্মে। [illegible]-৫। অনসূয়া দেখ।

[illegible]—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

[illegible]—অশ্বিনীকুমারদের নামান্তর। মহাভা-অনু-১৫৬।

মূর্ত্তিমান—(১) চন্দ্রবংশীয় বলাকাশ্ব নরপতির পুত্র কুশ। কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ নামে চারি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১০। হরি-৭। কুশ ও অজক দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

মূর্দ্ধগ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৭। শিব দেখ।

মূর্দ্ধনী—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পত্নী। ব্রহ্মা-২৯। (নামান্তর মূর্দ্ধণ্যা)। বায়ু-২৮)। মার্কণ্ডেয় দেখ।

মূর্দ্ধন্বান্—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নি ও সূর্য্য দেবতাদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৮৮।

মূর্দ্ধন্যা—মূর্দ্ধনী দেখ।

মূর্দ্ধা—ভৃগু-পত্নী দিব্যার বংশজাত দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

মূল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভৈরবারাব দেখ।

মূলক—(১) সৌদাস (নামান্তর মিত্রসহ) নরপতির পুত্র অশ্মক। অশ্মকের পুত্র মূলক। তৎপুত্র দশরথ। কল্কি-৩। গরু-পূ-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অশ্মক দেখ। (২) অশ্মকের পুত্র উরুকাম। তৎপুত্র মূলক। পরশুরামের ভয়ে মূলক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। মূলকের পুত্র শতরথ। বায়ু-৮৮। (৩) অশ্মকের পত্নী উত্তরার গর্ভে মূলক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন বলিয়া,

নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের পুত্র শতরথ। লি-পূ-৬৬।

মূলচারী—সংহিতাকার পৌষ্যঞ্জির অন্যতম শিষ্য লোকাক্ষী। লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য মূলচারী। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

মূলপ—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈশালী দেখ।

মূলপ্রকৃতি—(১) মহেশ্বরের শক্তি উমার নামান্তর। মাহেশ্বরী দেখ। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মূলপ্রকৃতিসম্ভবা—সীতা দেখ।

মূলবিবর্জ্জিতা—সীতা দেখ।

মূলশ্রী—লক্ষ্মী দেখ।

মূলস্থান—(১) দেবী কণ্ঠেশ্বরী, ইন্দ্রেশ মহেশ্বর, মূলস্থান সূর্য্য, খঞ্জন ক্ষেত্রপাল, বাসুকী নাগরাজ, কূর্ম্মপৃষ্ঠ দানব, সনক ঋষি, গোলক রাক্ষস, নারদ গন্ধর্ব্ব, রম্ভা অপ্সরা, সবিতা রক্ষপতি, ইহারা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর ঈশান কোণ রক্ষক। স্কন্দ-প্রভা-দ্বা-১৭। (২) সূর্য্যের এক নাম। মুণ্ডীর ও সূর্য্য দেখ।

মূলা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের সপ্তবিংশ সংখ্যক পত্নীর অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৭।

মূলাহর—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছায় দেখ।

মূলিক—স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম মানস পুত্র। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অমৃতবান্ দেখ।

মূষক—(১) দৈত্যপতি বলির অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (২) অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫ স্কন্দ-নাগ-১১৪।

মূষকাদন—অন্যতম নাগ। স্কন্দ-নাগ-১১৩।

মূষলী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর নৈর্ঋত কোণ রক্ষকদের প্রভু। ভ্রূকিকার দেখ।

মূষিকাদ—জনৈক নাগ। তিনি বরুণের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মৃকণ্ডু (মৃকণ্ডু)—(১) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পিতা। তিনি ভৃগুর পুত্র ধাতার ঔরসে তৎপত্নী নিয়তির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২৯। (২) মৃকণ্ডু মুনি শালগ্রাম তীর্থে মহাতপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে বর দিতে আসেন। নারায়ণের বরে মৃকণ্ডু, দ্বিতীয় হরির সদৃশ, মার্কণ্ডেয় নামক পুত্র [illegible] করেন। বৃহন্না-৯। (৩) মৃকণ্ডু মুনির আশ্রম হিমালয়ে অবস্থিত ছিল। [illegible] ৪১। (৪) মনুর কন্যা নিয়তি ভৃগু-পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মৃকণ্ডু জন্মেন। গরু-পূ-৫। ধাতা.

বিধাতা, প্রাণ, আয়তি ও মার্কণ্ডেয় দেখ। (৫) দনুর বংশজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯।

মৃগ—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) পুলহের অন্যতমা পত্নী শ্বেতার গর্ভে মৃগ নামে এক হস্তী জন্মে। যম, ক্রোধ ও ভদ্র দেখ। (৩) মৃগ, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি পুলস্ত্যের সন্তান ছিল। বায়ু-৭০। সৌর-৩০। পুলস্ত্য দেখ। (৪) পুরুবংশীয় উশীনরের মৃগা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মৃগ জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ। (৫) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬) সম্বরণ নামক ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিয়েছেন, "ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া উল্লাসভরে মৃগ নামক শত্রুকে বধ করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন।" ঋক-[illegible]।১৪।২।

মৃগকেতন— অনিরুদ্ধ দেখ।

মৃগকেতু— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। ভর্স্থ্য দেখ।

মৃগব্যাধ—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। [illegible]-হরি-১৯৬। মহাভা-আদি-৬৬, [illegible]। [illegible]-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-১৭১। স্কন্দ-নাগ-১৪৬। ব্রহ্মপু-৩। একাদশ-রুদ্র ও রুদ্র দেখ।

মৃগমদোত্তমা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

মৃগমন্দা—দক্ষের কন্যা ক্রোধার গর্ভ-জাত দ্বাদশজন কন্যার অন্যতমা। ক্রোধা দেখ।

মৃগভেত্তা—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

মৃগয়—(১) বামদেব ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "তুমি প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বধ করিয়াছ।" সায়ণ এই মৃগয়ের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক-৪ ১৬।১৩। (২) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মৃগলাঞ্ছন—ব্রহ্মা গগনতীর্থে ঐ নামে পূজিত হন। ব্রহ্মা (১৩৬) দেখ।

মৃগলোচনা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগশিরা—দক্ষের যে সাতাইশজন কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন, মৃগশিরা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

মৃগশায়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগা—পুরুবংশীয় উশীনরের মৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মৃগার গর্ভে মৃগ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর ও মৃগা দেখ।

মৃগাক্ষী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

মৃগাবতী—(১) দেবরাত নামক মুনির কন্যা। বৎস নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই মৃগাবতী সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-নাগ-২৯। (২) আনর্ত্তদেশাপতির পত্নী ও রত্নাবতীর মাতা। রত্নাবতী দেখ। (৩) ব্রহ্মার শাপে অপ্সরা অলম্বুষা অযোধ্যাপতি ক্রতবর্ম্মার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মৃগাবতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বিধূম দেখ।

মৃগী—ক্রোধার অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৬৬। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ।

মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ—মগধের অন্ধ্র রাজা স্কন্দস্বাতি সাত বৎসর রাজত্ব করার পর, মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে স্বাতি-কর্ণ রাজা কুন্তল এক বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। মেঘস্বাতী ও বিক্রবর্ণ দেখ।

মৃগোদ্ভবা—জনৈক অপ্সরা। তিনি জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৮।

মৃজি—চাক্ষুষ-মনু-তনয় রুরুর পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে মৃজি জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২। রুরু ও আগ্নেয়া দেখ।

মৃড়কায়—অন্যতম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়প্রিয়—অন্যতম দানব। তিনি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

মৃড়ানী—শঙ্করীর এক নাম। সৌর-৪৯। সতী দেখ।

মৃড়ীক—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৫০।১

মৃতপা—জনৈক দানব। তিনি দ্বাপরে পশ্চিমানূপক নামে রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

মৃত্যু—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ। (২) অনৃতের কন্যা মায়ার গর্ভে প্রাণিগণের সংহারকারী মৃত্যু নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃ-৩। মার্ক-৫০। অনৃত দেখ। (৩) মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে কতিপয় সন্তান জন্মে। বায়ু-১০। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৪) কলি নিজ ভগিনী দুরুক্তিকেই বিবাহ করেন দুরুক্তির গর্ভে ভয় ও মৃত্যু জন্মে ভয় হইতে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যা জন্মে। কল্কি-১-স-১। ভাগ-৪স্ক-৭। দুরুক্তি দেখ। (৫) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র মৃত্যু। তাঁহার পুত্র কলত্র কিছুই নাই। মহাভা-আদি-৬৬। (৬)

ব্রহ্মা মৃত্যুকে প্রাণীগণের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। মহাভা-শান্তি-২৫৬,২৫৭। ব্রহ্মা (১১৭) দেখ। (৮) ব্রহ্মা নিজ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন মৃত্যুকে প্রজা সকলের সংহার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে সম্মত হইলেন না। লোকে মৃত্যুর কবলিত হইয়া শোক-সন্তপ্ত চিত্তে তাঁহাকে অভিশাপ দিবে, এই আশঙ্কায় মৃত্যু কোনও ক্রমে ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোতীর্থে বহুকাল ব্যাপিয়া সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে ব্রহ্মা পুনরায় মৃত্যুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রজা-সংহার কার্য্যে ব্রতী হইতে বলিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ব্রহ্মা মৃত্যুকে অধর্ম্ম-ভয়ে প্রজা সংহার কার্য্যে অনিচ্ছুক বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"আমার আদেশ অনুযায়ী প্রজা-সংহারকার্য্যে ব্রতী হইলে তোমার কোন পাপ হইবে না। আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যে প্রজাগণ ব্যাধি-পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষদিগকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণকে, ক্লীব হইয়া ক্লীবদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে। তোমার নয়ন-বিগলিত অশ্রুবিন্দুসমূহ ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথা সময়ে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবে। তুমি তাহাদের বিনাশের সময়ে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাঁহারাই তোমার পরিবর্ত্তে জীবগণের বিনাশের কারণ হইবেন।" ব্রহ্মা এইরূপে মৃত্যুকে নানাভাবে উপদেশ দিলে মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে প্রজা-সংহার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেই অবধি তিনি কাম ও ক্রোধকে প্রেরণপূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রু জীবগণের ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধির প্রভাবে জীবগণের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-২৫৮। (৯) শ্বেত নামে একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আয়ুকাল পূর্ণ হইলে, যমদূতগণ তাঁহাকে লইবার জন্য গমন করে, কিন্তু শিবের বরে তাহারা শ্বেতের গাত্রে হস্তার্পণ করিতে সাহস করে নাই। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া মৃত্যু স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। তখন শিবানুচরদিগের সহিত যমানুচরদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং মৃত্যু শিবানুচরদিগের দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মপু-৯৪। যম দেখ। (১০) কোনও সময়ে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞে

মৃত্যু শমিতা ছিলেন। মৃত্যু শমিতার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে চরাচর মধ্যে পশু ব্যতীত আর কাহারও মৃত্যু হইল না। মর্ত্ত্যবাসীরা সকলেই অমর হইয়া উঠিল। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া রাক্ষসগণকে, যজ্ঞাংশের ভাগ দিবেন এই আশা দিয়া, ঋষিগণের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঋষিগণ তাহা জানিতে পারিয়া সমুদয় যজ্ঞ সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র যজ্ঞাগ্নি লইয়া গোমতী নদীর তীরে গমন করিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিব যজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ঋষিগণ মৃত্যুর সাহায্যে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ মিলিয়া বড়বা কৃত্যাকে মৃত্যুর পত্নী করিয়া দিলেন। ব্রহ্মপু-১১৬। (১১) মৃত্যুর কন্যা সুনীথা মহারাজ অঙ্গের পত্নী ও বেণের মাতা ছিলেন। অঙ্গ ও বেণ দেখ। (১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম মৃত্যু। বায়ু-৬৬। একাদশ-রুদ্র ও রুদ্র দেখ। (১৩) ব্রহ্মা বায়ুকে বায়ুপুরাণ প্রদান করেন। তৎপরে পরম্পরায় সবিতার নিকট হইতে মৃত্যু উহা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র মৃত্যুর নিকট হইতে উহা পাইয়া বশিষ্ঠকে প্রদান করেন। বায়ু-১০৩। সবিতা ও সারস্বত দেখ। (১৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু বেদ-বিভাজক ব্যাস হইয়াছিলেন। বেদব্যাস (২২) দেখ। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে মৃত্যুর সহিত ময়দানবের যুদ্ধ হয়। ময়দানব মৃত্যুকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যান এবং দানব সেনাপতি জালন্ধরকে প্রদান করেন। জালন্ধর মৃত্যুকে সিন্ধুর করে সমর্পণ করেন। "লোকসকল নির্ভয়ে বাস করুক" এই মনে করিয়া সিন্ধু মৃত্যুকে নিজমুখ মধ্যে রাখিয়া দেন। পদ্ম-উত্ত-৫,৬। (১৬) মৃত্যু ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। সংকুসুক ঋষি মৃত্যুর স্তব রচনা করিয়া কয়েকটি ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-১০।১৮। (১৭) বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের গুহ-দেশ হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হয়। অধ্যা রামা-উত্ত-২। (১৮) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে মৃত্যু নামে কন্যা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১৯) [illegible] স্ত্রী মৃত্যু। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-[illegible]

মৃত্যুকন্যা—তিনি মহাকালের পত্নী। তিনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তাম্বর ধারিণী। তাঁহার ছয়টি হাত। তাঁহার চৌষট্টিজন পুত্রকন্যা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৫।

মৃত্যুঞ্জয়—(১) শিবের এক নাম। শিব দেখ। (২) প্রথম সৃষ্টিকালে সোমনাথ নামক শিবলিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়

নামে কথিত হইতেন। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ।

মৃত্যুঞ্জয়কর—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহুশতকোটীগণসহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রস্থ এক শিব লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৫।

মৃত্যুহৃত—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহুশতকোটী গণসহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

মৃদর—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক দেখ।

মৃদু—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্ববাহু দেখ। (২) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। শ্বফল্ক দেখ। (৩) পাণ্ডববংশীয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র মৃদু। তৎপুত্র তিগ্ম। গরুড়-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। মেধাবী ও তিগ্ম দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। শিব দেখ।

মৃদুচাপ—অন্যতম দানব। হরি-হরি-৪১।

মৃদুপ্রিয়—জনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

মৃদুর, মৃদুরি—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্রদ্বয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্বফল্ক দেখ

মেকলা—হুণ্ড নামক দানবের পত্নী বিপুলার সৈরিন্ধ্রী। পদ্ম-ভূমি-১০৫।

মেখলা—(১) অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-১৮৫পৃঃ। বেগবতী দেখ। (২) জনৈক আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি। দেবীপু-১১০।

মেঘ—(১) অন্যতম দানবপতি। পদ্ম-সৃ-৪২। মৎ-১৪৮। (২) মহামায় নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের মেঘ, মেঘবাহ, সারস্বত ও সুবাহু নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৩) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগিষব্য নামে যে শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন, তাঁহার মেঘ, মেঘবাহন, সুবাহন ও সারস্বত নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব ও জৈগিষব্য দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা লম্বা। তাঁহার পুত্র বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের সন্তান মেঘসকল। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) মেঘ নামক দানব পাতালের দ্বিতীয়-তলে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৬) মগধের নিষধ দেশীয় ও নলবংশীয় নয়জন রাজার সাধারণ নাম ছিল মেঘ। বায়ু-৯৯। (৭) বহুপুত্র নামক প্রজাপতির বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারিপুত্র হয়। হরি-হরি-৩।

মেঘকেশ—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

মেঘজাতি—নহুষের অন্যতম পুত্র মৎ-২৪। নহুষ দেখ।

মেঘদুন্দুভি—জনৈক দানব। দেবাসুর যুদ্ধে দানবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০।

মেঘনাদ—(১) লঙ্কাপতি রাবণের প্রধান পুত্র। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণকে পরাভূত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। এই কারণে মেঘনাদের নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। রামা- উত্ত-৩৩, ৩৪, ৩৫। ইন্দ্র দেখ ও ইন্দ্রজিৎ দেখ। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। কূর্ম্ম-পূ-১৬। পদ্ম-ভূমি-১০২। (৩) মেঘনাদ নামক রাক্ষস পাতালে বাস করিত। দেবীপু-৩, ১০২। (৪) দেবসেনাপতি স্কন্দের একজন সাহায্যকারী সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৫) জটাধরা দেখ।

মেঘনাদা—চতুঃষষ্টি যোগিনার অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

মেঘনাদেশ্বর—মহাকাল-বনে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২৩।

মেঘপালক—নহুষের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৪। নহুষ ও উদ্ভব দেখ।

মেঘপূর্ণ—পুণ্যজনীর গর্ভজাত অন্যতম যক্ষ। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

মেঘপৃষ্ঠ—ক্রৌঞ্চাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

মেঘপ্রবাহ—সাধ্য, রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত দেবসেনাপতি স্কন্দের একজন অনুচর। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

মেঘবর্ণ—মহিষাসুরের অনুচর জনৈক রাক্ষস-সেনাপতি। বরা-৯৪।

মেঘবান্—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। দনু দেখ।

মেঘবাসা—(১) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৬১। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (২) মেঘবাসা দানব বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯।

মেঘবাত—মহাদেবের অন্যতম গণ। অন্ধকাসুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

মেঘবাহন—(১) জনৈক দৈত্য। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, বিষ্ণু যদি তাঁহাকে পাদুকাপ্রহার করেন, তবেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, অন্যথা [illegible]। মেঘবাহন এই বর পাইয়া [illegible] গন্ধর্ব্বগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন [illegible]দেব প্রার্থনায় বিষ্ণু পাদুকা-প্রহার দ্বারা মেঘবাহনকে বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৪। (২) অম্বরীষ রাজার

পুত্র সুবর্চ্চা পূর্ব্বজন্মে মেঘবাহন নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদা তাঁহার অন্তঃপুরে এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। সেই পাপে তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হয় মরণান্তে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শরীর লইয়াই তিনি যমপুরে যান। সেখানে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মেঘবাহনের পিতার প্রার্থনায় বিষ্ণু জাহ্নবীকে তথায় আনয়ন করেন। মেঘবাহন সেই জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৩।

মেঘবাহিনী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘমাল—বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির অন্যতমা পত্নী রমার গর্ভে বলাহক ও মেঘমাল নামে দুই পুত্র জন্মে। কল্কি-৩অ-১৭।

মেঘনাদ—(১) প্রচেতার অন্যতম পুত্র। [illegible]। প্রচেতা দেখ। (২) খর ও দূষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী চতুর্দশ রাক্ষসবীরের অন্যতম। তিনি রামের হস্তে নিহত হন। রামা-অরণ্য-২০।

মেঘ[illegible]—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈকা মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘসন্ধি—(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) মগধরাজ মেঘসন্ধি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৮২।

মেঘস্বনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতী—(১) মগধরাজ লম্বোদরের পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি। তৎপুত্র দৃঢ়মান। ভাগ-১২স্ক-১। দৃঢ়মান দেখ। (২) মগধের অন্ধ্রবংশীয় আপীতকের পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে স্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। স্বাতী ও আপীতক দেখ। (৩) মগধের অন্ধ্রবংশীয় বিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি। তৎপুত্র পটুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

মেঘহাস—রাহুদৈত্যের পুত্র। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু অমৃত-পানোদ্যত রাহুর কণ্ঠচ্ছেদন করিলে, মেঘহাস পিতৃনিধনের প্রতিশোধ লইবার জন্য, গৌতমী তীরে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাঁহাকে বর দেন এবং তাঁহাকে নৈঋতগণের অধিপতি করেন। তখন মেঘহাস দেবগণের প্রতি বৈরিভাব পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মপু-১৪২।

মেঘাবর্ত্ত—মহাদেবের এক নাম ব্রহ্মপু-৪০।

মেঘেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিব-লিঙ্গ। অনাবৃষ্টি-ভয় উপস্থিত হইলে খ্যাতনামা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বারুণী শান্তি করিলে, অনাবৃষ্টি ভয় দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৬।

মেজয়—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

মেদ—নাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

মেদিনী—(১) পৃথিবীর এক নাম। মধু ও কৈটভের মেদে সমুদয় পৃথিবী ব্যাপ্ত হয় বলিয়া, তাঁহার এই নাম হয়। ব্রহ্মা-৬৯। বায়ু-৬১। পদ্ম-ভূমি-২৯। ব্রহ্মপু-৪। মধু ও কৈটভ এবং বিষ্ণু দেখ।

মেদুর—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

মেধ—মগধের শূদ্রবংশীয় পুরিমানের পুত্র। মেধের তনয় শিবা, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ। ভাগ-১২স্ক-১। যজ্ঞশ্রী ও গোমতী দেখ।

মেধহর্তা—বৈবস্বত মন্বন্তরে সুমেধা নামক গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

মেধা—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৩) ধর্ম্ম-পত্নী মেধার গর্ভে শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। (৪) মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ-পুত্রের অন্যতম। প্রিয়ব্রত দেখ। (৫) ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন অর্দ্ধ-নারী-নর-মূর্ত্তির নামান্তর মেধা। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (২৯) দেখ। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা দেখ। (৭) দেবী সাবিত্রী কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৮) দেবী শঙ্করাও কাশ্মীর মণ্ডলে ঐ নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৯) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (১০) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি) মন্বন্তরে মেধা সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। সপ্তর্ষি দেখ। (১১) বিষ্ণুর শক্তি সরস্বতীদেবীর অনুচরী অষ্টজন শক্তির অন্যতমা। গরুড়-পু-৭। সরস্বতী দেখ। (১২) দক্ষকন্যা মেধার পুত্র শ্রুত। কূর্ম্ম-পু-৮। (১৩) সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা ও সরস্বতী ইহারা ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মপু-১০২। (১৪) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবী-পু-১৬। (১৫) মেধা, গৌরী, যক্ষী, জ্বালা ও বিন্ধ্য-বাসিনী এই পঞ্চমূর্ত্তিময়ী সর্ব্বকামপ্রদা ভগবতী দেবীকে পূজা করিলে, সর্ব্ব-

প্রকার অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। দেবীপু-৪৪। (১৬) সীতার অষ্টোত্তব সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (১৭) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বরশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। (১৮) অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-৫৯৫ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৯) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২০) জ্ঞানের স্ত্রী বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

মেদোষ—সংহিতাকার বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদদর্শ দেখ।

মেধাতিথি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) কুরুবংশীয় কণ্বের পুত্র প্রতিরথ। তৎপুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে দ্বিজগণের কাণ্বায়ন গোত্র হয়। হরিবং-৩১। (৩) মহারাজ প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। প্রিয়ব্রত দেখ। (৪) শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, (শিব—লিং-৪৬) ক্ষেম ও ধ্রুব নামে তাঁহার সাত পুত্র ছিল। তাহারা সকলে ক্ষীর সাগর বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক বর্ষ ছিল। অগ্নি-১১৯। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। বায়ু-৩৩। বিষ্ণু-২য়-৪। ব্রহ্মপু-২০। গরু-পূ-৫৬। (৫) রৈবত মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ। (৬) জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। পদ্ম-উত্ত-৮১, ১৯৫। (৭) প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, মেধাতিথি, ধ্রুব প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় নরপতি তপস্যাদ্বারাই স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বায়ু-৫৭। সুমেধা ও বজ দেখ। (৮) যযাতি বংশীয় কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে তাঁহার পুত্রগণ কাণ্ঠায়ন দ্বিজ নামে খ্যাত হন। মেধাতিথির এক কন্যাও ছিল। বায়ু-৯৯। অপ্রতিরথ দেখ। (৯) চন্দ্রবংশীয় সুমতির পুত্র মেধাতিথি। তৎপুত্র দুষ্মন্ত। দুষ্মন্তের তনয় ভরত। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) সন্ধ্যা নাম্নী ব্রহ্মার মানসী কন্যা তপস্যাদ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মেধাতিথির ঔরসে অরুন্ধতী নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-১৯। সন্ধ্যা দেখ। (১১) চন্দ্রবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১২) প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি ঐ দ্বীপকে পুরোজব, মনোজ, বেপমান, ধূম্রানিক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বাধার নামক সাত পুত্রের নামে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক বর্ষ প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। (১২) কণ্বের

পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৩) পতির মৃত্যুর পর বিধবার গর্ভজাত জারজ পুত্রকে গোলক বলে। মেধাতিথি নামক একজন রাজা পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ গোলক ছিলেন। সেই পাপে মেধাতিথির পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। মেধাতিথি ইহা জানিতে পারিয়া, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিয়া সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তখন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পুনরায় স্বর্গলাভ করেন। বরা-১৮৯। (১৪) মহর্ষি মেধাতিথি রাজা উপরিচর বসুর যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (১৫) শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্যান্য ঋষিগণের সহিত মহর্ষি মেধাতিথিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-২৬। (১৬) মহর্ষি মেধাতিথি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। ভৃগু দেখ। (১৭) নবম (দক্ষসাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে মেধাতিথি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (১৮) পুরুবংশীয় প্রতিরথের পুত্র মেধাতিথি। তৎপুত্র ঐনিল। ঐনিলের পুত্র দুষ্মন্ত। গরু-পূ-১৪৪। (১৯) কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১।১৩।১।

মেধাবান্—রৈবত (পঞ্চম) মন্বন্তরে সুমেধা নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা ও রৈবত মনু দেখ।

মেধাবী—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। কুশোত্তর দেখ। (২) পুরুবংশীয় সুতপার পুত্র মেধাবী। তৎপুত্র পুরঞ্জয়। মৎ-৫০। পুরঞ্জয় ও উর্ব্ব দেখ। (৩) পুরুবংশীয় সুনয়েব পুত্র মেধাবী। গরু-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। নৃপঞ্জয়, তিমি, মৃদু ও সুখাবল দেখ। (৪) উপেন্দ্র-পুত্র মঙ্গলগ্রহেব স্ত্রী মেধাবী। তাঁহার গর্ভে ঘণ্টেশ্বর জন্মগ্রহণ কবেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। উপেন্দ্র দেখ। (৫) চ্যবনমুনির পুত্র মেধাবী। মঞ্জুঘোষা নাম্নী অপ্সরার সংসর্গে তাঁহাব তপস্যা নষ্ট হয়। তিনি পরে চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষীয় পাপমোচনী নামক একাদশীব্রত করিয়া পাপ মুক্ত হন। পদ্ম-উত্ত-৪৬। (৬) ভদ্রাবতীপুর-নিবাসী ধনপাল নামক বৈশ্যের সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামক পাঁচ পুত্র ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৯। (৭) মহর্ষি মেধাবী পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। ভৃগু দেখ। (৮) মগধরাজ পরিপ্লুতের তনয় সুনয়।

তাঁহার পুত্র মেধাবাণ মেধাবার আত্মজ দণ্ডপাণি। বায়ু-৯৯। পরিপ্লুত ও দণ্ডপাণি দেখ। (৯) মেধাবী নামক এক ব্রাহ্মণপুত্র নিজ পিতাকে সত্যধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-২৭৭। (১০) গৌতম মুনির পুত্র মেধাবী অপান্তরতম মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া, অপান্তরমুনির শাপে শৈলত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-দ্বার-১৪।

মেধ্য—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৫। মেধা দেখ।

মেধ্যা—গোলোকের অন্যতমা গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

মেধ্যাতিথি—কণ্ব গোত্রীয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮।১।১।

মেন—মেনকা দেখ।

মেনকা—(১) বৈদিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। মিশ্রকেশী দেখ। (২) গিরিরাজ হিমাচলের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দক্ষকন্যা সতী জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫২। শিব-জ্ঞান-১১, ১৫, ১৮। দেবীভা-৯স্ক-১। সৌর-৫৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩। (৩) ভরত-বংশীয় বিন্ধ্যাশ্বের ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। (৪) ইন্দ্রসেনের পুত্র বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। বায়ু-৯৯। (৫) একবার অপ্সরাগণের মধ্যে আলোচনা হয় যে, তাঁহারা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবেন, কারণ এইরূপ কথিত হইত যে, পার্ব্বতী ভিন্ন আর কোনও নারী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারেন না। ঐ সকল অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা গায়ত্রীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবার জন্য প্রয়াস পান। শিব-ধর্ম্ম-৭। প্রম্লোচা দেখ। (৬) অপ্সরা মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করেন। শকুন্তলা ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৭) মেনকার গর্ভে মহর্ষি বিশ্বাবসুর ঔরসে প্রমদ্বরা নামে এক কন্যা জন্মে। প্রমদ্বরা দেখ। (৮) বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা বিশ্বরূপের তপোভঙ্গের জন্য, ইন্দ্র মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। দেবীভা-৬স্ক-১। (৯) দক্ষকন্যা মেনকা পিতৃগণের মানসকন্যা ছিলেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (১০) সুমেরুর কন্যা মেনকার গর্ভে গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১২। সতী দেখ। (১১) মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জালন্ধর দৈত্যের সভায় নৃত্যগীতাদি করিত। পদ্ম-উত্ত-৮। (১২) কলাবতী, রত্নমালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের

তিনটি মানসী কন্যা ছিল। পিতৃগণ ঐ তিন কন্যাকে যথাক্রমে বিষ্ণুর অংশ-ভূতা সুচন্দ্রের, বৈদেহের ও হিমালয়ের সহিত বিবাহ দেন। গর্গ-গোল-৮। মেনা দেখ। (১৩) মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরাদ্বয় চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্য-রথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (১৪) মেনের গর্ভজাত মেনকা পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট স্বর্গীয় অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। বায়ু-৬৯। বর্ণিনী দেখ। (১৫) মেনকা নাম্নী অপ্সরা জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। মিত্র দেখ। (১৬) মেরুকন্যা মেনকা পুত্র কামনায় সাতাইশ বৎসর যাবৎ নিরাহারে, অল্পাহারে ও অন্যান্য নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক জগন্মাতার আরাধনা করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জগন্মাতাদেবী মেনকার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মেনকা প্রথমে আয়ুষ্মান্ বলবীর্য্য সম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে কুলানন্দকারিণী এক কন্যাও প্রার্থনা করেন। জগন্মাতা মেনকার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলেন—"তোমার প্রথম-পুত্র অতি বীর্য্যবান হইবে, এবং দেবমনুষ্যের কল্যাণসাধনার্থ আমি স্বয়ংই তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিব।" অতঃপর মেনকার গর্ভে প্রথমে মৈনাক নামে এক পুত্র ও তৎপরে আরও কতিপয় মহাবীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। পরিশেষে জগন্ময়ী কালিকা মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৪১। (১৭) মহাদেবের গণ ভৈরবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে সুবেশ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র গন্ধর্ব্ব-রাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। রুরুর পত্নীর নাম মেনকা। মেনকার গর্ভে রাহু নামে এক পুত্র জন্মে। কালিকা-৮৯। (১৮) মেনকা স্বর্গের প্রধান অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করিতেন। মহাভা-আদি-৭৪। (১৯) মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের সভায়ও নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (২০) দ্বারকাতীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রতিষ্ঠিত এক কুণ্ড আছে। একদা চৈত্রমাসে, শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে, ম-দৈবত নক্ষত্রে, রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে, এক মৃগী ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া ঐ কুণ্ডে পতিত হয় এবং কুণ্ডজলমাহাত্ম্যে জন্মান্তরে মেনকা নাম্নী অপ্সরা হয়। ... ঐ তীর্থ-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া মেনকা ঐ স্থানে স্নানার্থ গমন করেন এ. ঐ স্থানেই বিশ্বামিত্র মুনির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। স্কন্দ-নাগ-৪২ (২১) নবনাথ বিনায়ক, তরুণার্ক সূর্য্য, দুর্ব্বাসা ঋষি, নাগরাজ তক্ষক, সেনানী

কার্ত্তিকেয়, রাক্ষস মহাহনু, দীর্ঘনখ নামক দানব, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, সনৎকুমার এবং বশিষ্ঠ, ইহাঁরা প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (২২) অনুম্লোচা, মেনকা প্রভৃতি দ্বাদশজন অপ্সরা নৃত্যগীতদ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (২৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

মেনা—(১) হিমাচল-পত্নী মেনকার নামান্তর। মেনা অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেনা অগ্নি-ভার্য্যা স্বধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৬। (৩) মৈনাক নামক এক পুত্র ব্যতীত মেনার গর্ভে উমা, একপর্ণা ও একপাটলা নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৭১,৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) মেনা নামে একজন অপ্সরাও ছিল। সে দুর্ব্বাসার তপোভঙ্গ করিবার জন্য গমন করে। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২, ২৩। (৫) অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি, ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলে।" সায়নাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করেন। তাহাতে আছে ইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ কন্যাকে প্রাপ্ত-যৌবনা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। ঋগ্বেদ সংহিতায় কোথাও এই গল্প নাই। ঋক্-১।৫২।১৩।

মেরু—(১) নামান্তর সুমেরু। তিনি বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধারিণীকে বিবাহ করেন। ধারিণীর গর্ভে মন্দর (পর্ব্বত) নামে পুত্র ও বেলা, আয়তি ও নিয়তি নামে তিন কন্যা জন্মে। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (২) মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও বিয়তি। সৌর-২৬। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে—মেরুর (সুমেরুর) তিন কন্যা—বেলা, আয়তি ও নিয়তি। (৩) মেরুর দুই কন্যা—আয়তি ও নিয়তি। মার্ক-৫২। বিষ্ণু-১ম-১০। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৪) মেরুর কন্যা মেনকা। শ্রীমহাভা-৬। (৫) মেরু নামে একজন তপঃসিদ্ধ ত্রিলোক-বিখ্যাত মুনি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৭। মার্কণ্ডেয় দেখ। (৬) গিরিগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন মেরু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ব্রহ্মপু-৪। বায়ু-৬২। বসুধা দেখ। (৭) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮।

মেরুদেবী—(১) উরুক্রম নামক বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, নাভির ঔরসে এবং মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১। (২) মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-৫৪। ঋষভ ও নাভি দেখ

মেরুনন্দ—স্বরোচের অন্যতমা পত্নী বিভাবরীর গর্ভে, মেরুনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৬৬। স্বরোচঃ দেখ।

মেরুসাবর্ণি—(১) ভবিষ্যৎ মনুদিগের মধ্যে মেরুসাবর্ণি প্রথম মনু ছিলেন। তাঁহার নামান্তর রোহিত প্রজাপতি। তাঁহার অধিকার কালে মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবন, হব্যবাহন ও সপ্ত, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্রগণের নাম—ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয়। হরি-হরি-৭। (২) ভৌত্যমনুর পরে ব্রহ্মসূনু মেরুসাবর্ণি মনু প্রাদুর্ভূত হন। মৎ-৯। (৩) প্রথম (ভবিষ্য) মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মনুর (নামান্তর—রোহিত প্রজাপতি), পুত্রগণ মরীচিগর্ভ, সুশর্ম্মা ও পার এই তিন গণে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণ আবার দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। বাজিয়, বাজিজিৎ, প্রভুতি, ককুদী, দধিক্রাবা, অয়পক্ব, প্রণীত, বিজয়, মধু, তেজস্বান্ এবং অথর্ব্বদ্বয়, ইহারা মরীচিগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। অঙ্গ, বর্ণ, বিশ্ব, মুরণ্য, ব্রজন, অমিত, দ্রবকেতু, জম্ভোস্থ, অজস্র, শক্রক, সুনেমি ও দ্যুতপা, ইহারা সুশর্ম্মাগণের অন্তর্ভূত। ঐশ্বর্য্যসংগ্রহ, রাহ, বাহবশ প্রভৃতি পারগণের অন্তর্গত ছিলেন। আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ ইঁহারা মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্র। বায়ু-১০০। (৪) সাবর্ণি নামে খ্যাত মনুদের মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র চারিজন মনু, মেরুসাবর্ণি নামে খ্যাত। তাঁহারা দক্ষের কন্যা প্রিয়ার গর্ভে জন্মেন। সেই অনুসারে তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র হন। এই মেরুসাবর্ণি মনুগণ মেরুপর্ব্বতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। ব্রহ্মপু-৫। মনু ও সাবর্ণিমনু দেখ। (৫) সাবর্ণিমেরু নামক পর্ব্বতে মেরুসাবর্ণি নামক বিখ্যাত তপস্বী বাস করিতেন। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানরগণকে তাঁহার নিকট সংবাদ জানিতে প্রেরণ করেন। রামা-কিষ্কি-৪২। মেরুসাবর্ণির দুহিতা স্বয়ম্প্রভা তাপসীরূপে কাঞ্চনবনে অবস্থান করিতেন। সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হনুমান তাঁহার সাক্ষাৎ পান। রামা-কিষ্কি-৫১।

মেষ—(১) অন্যতম রুদ্র। লিঙ্গ-৩০৮পৃঃ। (২) লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

মেষকা—কশ্যপর শায় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মেষপ—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

মেষবৃষণ—ইন্দ্রের একনাম। শিব-ধর্ম্ম-১১।

মেষরোমা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

মৈত্রাবরুণ—(১) একজন ঋষি। অথবা বশিষ্ঠেরই নামান্তর। (২) ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারিজন যজ্ঞ নির্ব্বাহকের প্রত্যেকের আরও তিনটি করিয়া পরিবার থাকে। হোতার পরিবারত্রয়ের নাম—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তৎ। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৩) পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভরদ্বসু, মৈত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ, এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্রে বাস করিতেন। ভরদ্বসু দেখ। (৫) পূর্ব্বোক্ত সাতজন মহর্ষি এবং সদ্যুম্ন, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ ইহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা। ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা এবং বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইঁহারা সমস্ত ব্রহ্মের বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা-৬৫।

মৈত্রাবরুণি—বশিষ্ঠের এক নাম। মিত্রাবরুণ দেখ।

মৈত্রায়ন—দিবোদাস-তনয় মিত্রয়ুর নামান্তর। মিত্রয়ু দেখ।

মৈত্রিবর—অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। মানব দেখ।

মৈত্রী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ।

মৈত্রীকৃত—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। শক্তি দেখ।

মৈত্রেয়—(১) মহর্ষি বকের একনাম। বক; মিত্র ও দল্ভ দেখ। (২) দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু। তাঁহার তনয় মৈত্রেয়। তাঁহার পুত্র চৈদ্যবর। মৎ-৫০। (৩) মৈত্রেয়ের তনয় সোমক। তৎসুত জন্তু। অগ্নি-২৭৮। (৪) মহর্ষি মৈত্রেয় পরাশর মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৫) মহর্ষি মৈত্রেয় অন্যান্য ঋষিগণসহ ভীষ্মের শরশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৬। (৬) মহর্ষি মৈত্রেয় বেদব্যাসকে বিদ্যা, দান ও তপস্যার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও বেদব্যাসও তাহার উত্তর দেন। মহাভা-অনুশা-১২০-১২২। (৭) শালায়নি, শাকটাক্ষ, মৈত্রেয়, খাণ্ডব, দ্রোণায়ণ, রৌক্ষায়ণ, অপিশলি, কায়নি ও হংসজিহ্ব, এই সমুদয় ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—যথা ব্রধ্যশ্ব, ভৃগু ও দিবোদাস। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-১৯৫।

মৈত্রেয়ী—(১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের

অন্যতমা পত্নী। তিনি পতির অতি প্রিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সপত্নী কাত্যায়নী তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিতেন। স্কন্দ-নাগ-১২৯।

মৈত্রেয়েশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

মৈথিল—(১) কুরুবংশীয়দিগের পরে আটাইশজন মৈথিলরাজা মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (২) সীরধ্বজ নৃপতির পুত্র ভানুমান মৈথিল নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুদ্যুম্ন। বায়ু-৮৯।

মৈথিলী—মিথিলার রাজার কন্যা সীতা মৈথিলী নামে খ্যাতা ছিলেন। সীতা দেখ।

মৈনাক—(১) পিতৃগণের মানসী কন্যা হিমাচল-পত্নী মেনকার গর্ভে মৈনাক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ১৩। হরি-হরি ১৮। মার্ক-৫২। শিব-ধর্ম-পূ-১৫। অগ্নি-৯। ব্রহ্মা-২। বায়ু-৩০, ৭১। কালিকা-৪১। ধর্ম্ম-পূ-১৩। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৬। লি-৬। (২) মেনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ। পদ্ম-সৃষ্টি-৯, স্কন্দ আব-অব-৫৮। হরি-হরি-১৮। অন্যান্য পুরাণে ক্রৌঞ্চ মৈনাকের দাদা বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) পূর্ব্বকালে পর্ব্বতের পাখা ছিল। তাহারা পক্ষীর ন্যায় ইতস্ততঃ আকাশপথে ভ্রমণ করিত। দেবগণ ও ঋষিগণ ঐ সকল উড্ডীয়মান পর্ব্বত সমুদয়ের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায় সকল পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদন করিলেন। কেবল পবনদেব দয়াপরবশ হইয়া মৈনাককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদবধি মৈনাক সমুদ্রে স্বীয় পক্ষ গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হনুমান যখন সাগর-লঙ্ঘন করিতেছিলেন, তখন মৈনাক পবন-দেবের উপকারের কথা স্মরণপূর্ব্বক হনুমানকে নিজ শিখরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে আহ্বান করেন। রামা-সুন্দরা-১।

মৈন্দ—কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী এক জন বানর দলপতি। তিনি ও দ্বিবিদ নামে অপর এক জন বানর দলপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। তিনি লঙ্কা সমরেও উপস্থিত ছিলেন। বজ্রমুষ্টি নামক রাক্ষসের সহিত [illegible] যু- [illegible] রামা-আদি-[illegible], কিষ্কি [illegible] [illegible]-৫০

মোক্ষদ [illegible]

[illegible]

মহাভা-অনু-১৭। শিব [illegible]

মোক্ষদ্বারেশ্বর—বারাণসী [illegible] দ্বারের সমীপে অবস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭

মোক্ষপ্রদায়িনী—সীতার অষ্টোত্তর

সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

মোক্ষলক্ষ্মী—মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

মোক্ষেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

মোচক—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ।

মোদ—(১) সংহিতাকার বেদস্পর্শের অন্যতম শিষ্য। বেদস্পর্শ দেখ। (২) বাণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৩) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। দেবাসুর যুদ্ধে পবন দেবের হস্তে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

মোদক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র [illegible] শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। [illegible]র সাত পুত্রের অন্যতম মোদক। [illegible] দেখ।

মোদকপ্রিয়—গণেশের এক নাম। [illegible] যাত্রায় যাইবেন, তাহাদের [illegible] মোদকপ্রিয় গণেশের পূজা [illegible]। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

মোদাকা—শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের অন্যতম পুত্র। হব্য দেখ।

মোপলা—স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে [illegible] মহাতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ [illegible] অনুচর মোপলাকে প্রদান [illegible]। [illegible]-৫৭।

মোহ—(১) প্রকৃতিদেবীর অংশকলা। [illegible] দেবী মোহের পত্নী ছিলেন। দেবীভা-৯স্ক-১। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (২) কলির অন্যতম অনুচর। সৌর-৪০।

মোহক—কুণ্ডল-নগরী নিবাসী সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। সুরথ নৃপতি শত্রুঘ্ন-চালিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করেন। তখন সুরথ রাজের সহিত শত্রুঘ্নের সংগ্রাম হয়। তাহাতে শত্রুঘ্নের অনুচর কুশধ্বজের সহিত মোহকের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৮, ২৯।

মোহনা—(১) বানরপতি সুগ্রীবের পত্নী। তিনি সুগ্রীবের সহিত যজ্ঞাশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য সরযূতে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

মোহনাশিনী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

মোহলজ্জা—দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না অন্যতমা কুলদেবতা। ভট্টারিকী দেখ।

মোহিনী—(১) দেবী শতাক্ষীর শরীর হইতে নির্গতা অন্যতমা শক্তি। দেবীভা-৭স্ক ২৮। শতাক্ষী ও সীতা দেখ। (১) নারীপাল নামক নৃপতির পত্নী। নারীপাল দিবারাত্র অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী মোহিনীই রাজ্য শাসন করিতেন। গর্গ-অশ্ব-১৭। (৪) মাহিষ্মতী নগরীতে মোহিনী নামে এক বেশ্যা ছিল। সে তাহার পাপার্জ্জিত সমুদয় বিত্ত দাস-দাসীগণকে দান করিয়া বনে গমন

করে। তথায় মৃত্যুকালে, এক মুনির কমণ্ডলু হইতে প্রয়াগ তীর্থের জল পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে মনে মনে "আমি মহিষী হইব" এই প্রার্থনা করে এবং প্রয়াগ তীর্থের জলপানজনিত পুণ্যফলে দ্রাবিড় দেশে বীরবর্ম্মা নৃপতির মহিষী হয়। তখন তাহার নাম হয় হেমগৌরাঙ্গী। পদ্ম-উত্ত-২২০। (৫) নারায়ণের ত্রয়োদশ অবতারের নাম মোহিনী। তিনি ঐ অবতারে অসুরদিগকে মোহিত করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত হরণ করেন। গরু-পূ-৯। ভাগ-১স্ক-৩; ৮স্ক-৮। (৬) জনৈক অপ্সরা। সে একবার ব্রহ্মার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টিত হয়। ব্রহ্মা তাহার অনুরোধ রক্ষা না করায় মোহিনী ব্রহ্মাকে শাপ দেয়। সেই শাপে ব্রহ্মা জগতের অপূজ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩২, ৩৩। (৭) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা কামকলা। ভূতি দেখ।

মোহিনীমায়া—ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্না এক কন্যা। বায়ু-২৫। একানংশা দেখ।

মৌকুল্যগণ—পুরুজাতির পুত্র মুকুলের মৌকুল্যগণ নামে কতিপয় ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

মৌখিক—অন্যতম ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

মৌঞ্জ—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

মৌঞ্জকেশ—একজন অত্রিবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। বীজবাপী দেখ।

মৌঞ্জবৃষ্টি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। সংস্থাচ্ছাগ্ন দেখ।

মৌঞ্জায়ন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত একজন রাজা। মহাভা-সভা-৪।

মৌঞ্জায়নি—সোমবংশীয় উদবেণু, ক্রমক, উদাবহি, শাট্যায়নি, শালঙ্কায়নি, কবাবাশা, লাবকি এবং মৌঞ্জায়নি,—এই সকল গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—খিলিখিলি, অবিদ্ধ এবং বিশ্বামিত্র। মৎ-১৯৮।

মোদাকি—প্রিয়ব্রতাত্মজ শাকদ্বীপাধিপতি ভব্যের সাতপুত্রের [illegible]তম। বিষ্ণু-২য়-৪। কুমার [illegible] দেখ।

মৌদ্গ—[illegible] অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৮। [illegible] ও পথ্য দেখ।

মৌদ্গল—একজন ঋষি। [illegible] ঋষিতোয়া নামক নদীর তীরে [illegible] করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১২।

মৌদ্গলায়ন—একজন ভৃগুবংশীয়

গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

মৌদ্গল্য—(১) ইক্ষ্বাকুবংশের অন্যতম কুলপুরোহিত। রামা-অযো-৬৭; উত্ত-৮৭, ১০৯। (২) অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। বিমৌদ্গল দেখ। মৎ-১৯৬। (৩) পঞ্চাল নামে খ্যাত পাচজন নরপতির অন্যতম মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য। হরি-হরি-৩২। বাজাশ্ব দেখ। (৪) উপরোক্ত মুদ্গলের বংশধরগণ সকলেই মৌদ্গল্য নামে খ্যাত। তাঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। তাঁহাদের অপর নাম ছিল কণ্ঠমৌদ্গল্য। বায়ু-৯৯। কাম্পিল্য, বৃহদিষু ও বৃহদশ্ব দেখ। (৫) মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য। তাহার পত্নী ইন্দ্রসেনা। ইন্দ্রসেনার গর্ভে মৌদ্গল্যের ব্রধ্নশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-১৩। (৬) মুদ্গল-ঋষির পুত্র মৌদ্গল্য অতি আচার পরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতীরেই যথাবিধি বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। বিষ্ণু মৌদ্গল্যের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহার পূজা গ্রহণান্তে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া তাহার সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যা হইলে বিষ্ণুর আদেশে মৌদ্গল্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, পত্নী জাবালার নিকট বিষ্ণুর সহিত তাঁহার যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেন। একদিন জাবালা মৌদ্গল্যকে বলিলেন,—"যে বিষ্ণুর স্মরণমাত্রেই মানবের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, সেই বিষ্ণুর সহিত তোমার প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইতেছে, অথচ তোমার দারিদ্র্য দূর হইতেছে না কেন?" পত্নীর এই কথা শুনিয়া মৌদ্গল্য পর দিবস বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—"প্রাণিগণ স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করে। অপর কেহ তাহার হিতাহিত করিতে পারে না। সকল কর্ম্মের মধ্যে দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যাচককে যাহা দান করিবে, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।" মৌদ্গল্য বলিলেন,—"আমার দেয় বস্তু কিছুই নাই। আমার দেহও ত আপনাতে সমর্পিত।" মৌদ্গল্যের কথা শুনিয়া বিষ্ণু গরুড়কে কিছু খুদ আনিতে বলিলেন। গরুড় তাহা আনিলে, মৌদ্গল্য সেই খুদকণাগুলি বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি বিষ্ণুর প্রসাদে মৌদ্গল্যের সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য দূরীভূত হইল। ব্রহ্মপু-১৩৬। (৭) মৌদ্গল্য ঋষি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (৮) মহর্ষি মৌদ্গল্য ভীষ্মের শরশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

মহাভা-শান্তি-৪৭। (৯) মহাত্মা মৌদ্গল্যকে শতদ্যুম্ন নরপতি নানাবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ দান করেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭।

মৌন (রাজবংশ)—অন্ধ্রবংশের অধিকার কালের পর, মগধে যথাক্রমে সপ্তদশ জন আভীর, সাত জন গর্দ্দভী, দশ জন শক, আট জন যবন, চতুর্দ্দশ জন তুষার, ত্রয়োদশ জন মরুণ্ড এবং অষ্টাদশ জন মৌন রাজা রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

মৌনপ্রিয়—প্রভাসক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর দক্ষিণদ্বার রক্ষকদিগের অন্যতম। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

মৌনাদিত্য—গয়াতে মৌনাদিত্য ও কনকার্ক নামে দেবতা আছেন। মৌনাবলম্বন করিয়া উক্ত দেবদ্বয়কে দর্শন করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। গরু-পূ-৮৩।

মৌনেয়—(১) গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মৌনেয় নামে একটি বিশেষ শ্রেণী আছে। চিত্রসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি ষোলজন দেব গন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে খ্যাত। চৌত্রিশ জন সুন্দরী অপ্সরা তাঁহাদের অধীন ছিল। ঐ অপ্সরারা লৌকিকী অপ্সরা নামে প্রসিদ্ধা ছিল। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন মনোরমা (৫) ও মিশ্রকেশী দেখ। (২) মৌনেয় নামে খ্যাত ষাট কোটী গন্ধর্ব্ব রসাতলে বাস করিতেন। তাঁহারা নাগদিগকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদের রত্নাদি হরণ করেন। নাগগণ প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলেন যে, তিনি মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন। পুরুকুৎস নরপতি রসাতলে যাইয়া, ঐ মৌনেয় গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

মৌরব—জনৈক অসুর। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। মহাভা-বন-৯২।

মৌলি—(১) পুণ্যজনার গর্ভজাত যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। শিব দেখ। (৪) কুটক রাজ্যাধিপতি মৌলির নিকট হইতে, দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নানুচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় শাম্ব, কর গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১০।

মৌষক—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ।

মৌহর্ত্তিক—দক্ষকন্যা মুহূর্ত্তার গর্ভে মৌহর্ত্তিক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রাণিদিগকে স্ব স্ব কালোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

য

যক্ষ—(১) খসার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ জন একবার ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, মাতাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে। এই সকল সন্তানদের পিতা কশ্যপ, তাহা জানিতে পারিয়া, যে পুত্র মাতাকে ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহার নাম রাখিলেন যক্ষ (যক্ষ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা), আর যে জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবারণ করে (মাতরং রক্ষ) তাহার নাম রাখিলেন রক্ষ। এই দুই সন্তানদের বংশধরগণ যথাক্রমে যক্ষ ও রাক্ষস হইল। ঐ যক্ষ কোনও সময়ে অরণ্যে আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে দুই জন পিশাচকর্ত্তৃক ধৃত হন। পিশাচদ্বয় যক্ষের পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মধনা ও জন্তুধনা নাম্নী স্বীয় দুই কন্যাকে যক্ষের সহিত বিবাহ দেন। জন্তুধনার নামান্তর যাতুধানা। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মধনা ও যাতুধানা দেখ। (২) প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা-কালে একবার ব্রহ্মা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হন এবং তজ্জন্য তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হয়। তখন তিনি অন্ধকার মধ্যেই প্রজা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন তাহাতে সেই অন্ধকার মধ্যে বিকৃতাকার ক্ষুধার্ত্ত প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অপর কতিপয় প্রজা এইরূপ অসঙ্গত কার্য্যের প্রতিবাদ করিল। ঐ সকল প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মাকে খাইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা যক্ষ হইল, আর যাহারা নিষেধ করিয়াছিল (রক্ষতাং) তাহারা রাক্ষস হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৩) যক্ষগণ ছান্দোগ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব মনুর সোমপায়ী তেত্রিশ জন পুত্রের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ। (৪) বেণ-নন্দন পৃথু, নিখিল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, শূলপাণি মহেশ্বরকে যক্ষগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৫) অন্তর্দ্ধান-কামী যক্ষগণ যখন বসুধা দোহন করেন, তখন বিশ্বাবসু বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বসুধা দেখ। (৬) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। শ্বফল্ক দেখ।

যক্ষোপশান্ত—লোহেয়ী নামক অপ্সরার গর্ভে যক্ষোপশান্ত প্রমুখ যক্ষ-গণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ

যক্ষবিঘ্নেশ্বর—সর্ব্ব-বিঘ্ন-হারী পূজ্য যক্ষবিঘ্নেশ্বর নামক গণপতি কাশীস্থিত মহাদ্বারের নৈর্ঋত কোণে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

যক্ষমুনি—এক জন অতি বিকৃতদেহ-বিশিষ্ট মুনি। কল্কি-৩য়-১৪। সুলোচনা দেখ।

যক্ষাণিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

যক্ষিণী—ধর্ম্মারণ্যবাসী কুশ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মহালক্ষ্মী, কমলা ও যক্ষিণী নামে তিন গোত্রদেবী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

যক্ষী—দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-৭৪।

যক্ষ্মধনু—নৈমিষারণ্য নিবাসী এক পাপকর্ম্মা নিষাদ, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে কালিন্দী নদী অতিক্রম করিবার সময়ে, জলমগ্ন হয় এবং নদী মাহাত্ম্যে পরজন্মে সৌরাষ্ট্র দেশাধিপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করে। তখন তাঁহার নাম হয় যক্ষ্মধনু। বরা-১৫৩, ১৫৪।

যক্ষ্মনাশন—ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৬১।১।

যজত—অত্রির পুত্র যজত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণের স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৬৭।

যজন—কপিল, বরুণ, মেখলা, নিষধ, দুন্দুভি, পুলহ, যজন প্রভৃতি বেদবিদ মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া, অমর হইয়াছেন। [illegible]-১১০। রুদ্র দেখ।

যজনী—শুক্রাচার্য্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫

যজমান—উগ্র নামক অন্যতম রুদ্রের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান। এই যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা এবং তাঁহার পুত্রের নাম সন্তান। বায়ু-২৭।

যজুঃ—(১) গিরিকার গর্ভজাত মগধ-রাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৫০। কুশ ও উপরিচর বসু দেখ। (২) ঊনপঞ্চাশ জন মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুদ্‌গণ দেখ। (৩) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম; রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

যজুঃপতি—ব্রহ্মা প্রয়াগক্ষেত্রে যজুঃ-পতি নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-খ) দেখ।

যজুদায়—দেবকী-গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যজুর্ব্বান্—জনকবংশীয় বহ্বনন্তের

পুত্র যজুর্ব্বান্। তৎপুত্র সুভাষণ। ভাগ-৯স্ক-১৩। উপগুরু ও সুভাষণ দেখ।

যজ্ঞ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা কন্যা আকূতি প্রজাপতি রুচির পত্নী ছিলেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মে। যজ্ঞ নিজ ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে যাম নামে খ্যাত দ্বাদশজন পুত্র জন্মে। যজ্ঞের নামান্তর যম। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১স-৭। ব্রহ্মা-১০। কূর্ম্ম-পূ-৮। গরু-পূ-৫। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। লি-পূ-৫। (২) নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া, দেবগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গরু-পূ-১। ভাগ-১স্ক-১; ৮স্ক-১। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ঋদ্ধির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে যে দ্বাদশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামক দেবতা ছিলেন। মার্ক-৫২। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া মাতামহ মনুকে রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন। দেবীভা-৮স্ক-৩। (৫) যজ্ঞের পত্নী দীক্ষা ও দক্ষিণা। দেবীভা-৯স্ক-১। (৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ ব্রহ্মাকে তাঁহাদের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া, শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় হরি, যজ্ঞরূপ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৩। (৭) রৈবতমন্বন্তরে বিকুণ্ঠ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। বৃষভেত্তা দেখ। (৮) জয় নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। জয়দেবগণ দেখ। (৯) যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন অপ্সরাগণ শুভা নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (১০) কল্কির অন্যতম অগ্রজ ভ্রাতা প্রাজ্ঞের পুত্র যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। কল্কি-২য়-৬। (১১) যজ্ঞ, পত্নী দক্ষিণাসহ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞনাশ কালে অগ্নি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইলে, যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করেন। তখন মহাদেবও ধনুকে পাশুপত শর যোজনা করিয়া, মৃগরূপী যজ্ঞের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ও তাঁহাকে পাশুপত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞপুরুষ শঙ্কর-শরে বিদ্ধ হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তারকা নিকরে পরিবৃত হইল এবং তিনি সেইভাবেই আকাশমার্গে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বাম-৫। (১২) হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নর-নারায়ণ, ইহঁরা বিষ্ণুর পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। গর্গ-গোল-১। (১৩)

যজ্ঞ নামে ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দেবতার স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৩০। ১

যজ্ঞকারী দেবতা—উত্তম মন্বন্তরে দিক্‌পতি বাক্‌পতি প্রভৃতি দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। অধিপ দেখ।

যজ্ঞকৃৎ—পুরুবংশীয় বিজয়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। সঞ্জয় ও সহদেব দেখ।

যজ্ঞকেতু—দুর্য্যোধনের সখা এক জন রাজা। গর্গ-বিশ্ব-২০।

যজ্ঞকোপ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। তিনি মাল্যবানের পুত্র ছিলেন। লঙ্কাসমরে রামহস্তে তিনি নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০; উত্ত-৫, ৩১। (২) রাক্ষসপতি রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

যজ্ঞঘ্ন—দৈত্যরাজ কুশের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

যজ্ঞদ্রংষ্ট্রা—দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

যজ্ঞদত্ত—(১) একজন অন্ধ মুনির পুত্র। দশরথ মৃগয়ায় যাইয়া মৃগভ্রমে তাঁহাকে বধ করেন। অগ্নি-৬। দশরথ দেখ। (২) মধ্যদেশে মহদ্‌গ্রাম-নিবাসী একজন যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ। যমদেব তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূতগণ তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া যায়। পদ্ম-পাতা-৫৮।

যজ্ঞদেব—মহারাষ্ট্রদেশবাসী একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। তাঁহার পুত্রের নাম সুমতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। সুমতি দেখ।

যজ্ঞধ্বজ—একজন চন্দ্রবংশীয় বিষ্ণু-ভক্ত রাজা। তিনি পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকেতু নামে এক চণ্ডাল ছিলেন। তিনি এক বার রাত্রিকালে এক বিষ্ণুমন্দিরে শয়ন করিতে যাইয়া, বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মন্দিরের ধূলি মার্জ্জনা করেন ও এক দীপ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যফলে জন্মান্তরে যদুবংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্না-৩৭।

যজ্ঞপিণ্ডায়ন—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯[illegible] বৈগায়নি দেখ।

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণুর এক নাম।

যজ্ঞবরাহ—(১) পূর্ব্বকালে অসুরাধিপতি হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বরলোক অধিকার করেন। তখন বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন অগ্নি-৪। (২) প্রলয়ে চরাচর জগৎ জলমগ্ন হইলে বিষ্ণু, মহাকায়, গম্ভীর-নাদী, সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণসম্পন্ন দিব্য বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,রসাতলে গমনপূর্ব্বক

পৃথিবীর উদ্ধার করেন। বিষ্ণুর এই বরাহমূর্ত্তিই যজ্ঞবরাহ নামে অভিহিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৫৩। ব্রহ্মা-৬। (৩) বিষ্ণু যখন যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন, তখনই তিনি মুষ্ট্যাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩।

যজ্ঞবরাহ কেশব—কাশীতে যজ্ঞবরাহ-কেশবের মূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী-খ-৩৩।

যজ্ঞবাম—পর্ব্বসের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। পূর্ণমাস ও পর্ব্বস দেখ।

যজ্ঞবাহু—[illegible] কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। [illegible] দেখ।

যজ্ঞবাহু—(১) মহারাজ প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। যজ্ঞবাহুর সাত পুত্রের নাম সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, অপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। ঐ সাত পুত্রের নামে সাতটি বর্ষ ছিল। ভাগ-৫স্ক-১, ২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। দেবীভা-৮স্ক-৩ প্রিয়ব্রত দেখ। (২) রাক্ষস-রাজ রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৯।

যজ্ঞমালি—রৈবত দেশবাসী দেবমালি নামক ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পূর্ব্বজন্মে বিশ্বম্ভর নামে এক পরমাধর্ম্মচারী বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার দুশ্চরিত্রের জন্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। একদা তিনি কর্দ্দমাক্ত চরণে এক বিষ্ণুমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের গাত্রে কর্দ্দমাক্ত চরণ ঘর্ষণ করিয়া তাহাতেই মন্দির উপলেপনের ফল প্রাপ্ত হন এবং সেই পুণ্য ফলে জন্মান্তরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। বৃহন্না-৩৩,৩৪।

যজ্ঞমূর্ত্তি—প্রজাপতি রুচির পুত্র। আকূতির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুরই অংশাবতার। ভাগ-৫স্ক-১। যজ্ঞ ও দক্ষিণা দেখ।

যজ্ঞরাত—মহর্ষি বিক্রমের পুত্র অনন্ত পূর্ব্ব-জন্মে যজ্ঞরাতের কন্যাকে বিবাহ করেন। কল্কি-২য়-৪।

যজ্ঞশক্র—(১) খর ও দূষণ নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষসের অন্যতম। রামা-আর-২৩, ২৬। (২) হনুমান্ লঙ্কাদহন কালে যজ্ঞশক্র নামক রাক্ষসের গৃহও দগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (৩) যজ্ঞশক্র নামক এক রাক্ষস লঙ্কা সমরে রামহস্তে পরাস্ত হন। রামা-লঙ্কা-৪৪, ১২৪।

যজ্ঞশর্ম্মা—দ্বারকাপুরী-নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং

পিতার আদেশে মাতার দেহও খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পদ্ম-ভূমি-১-৪। বিষ্ণু-শর্ম্মা দেখ।

যজ্ঞশ্রী—(১) অন্ধ্রবংশীয়দিগের পর শাতকর্ণী বংশীয়েরা মগধের অধীশ্বর হন। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম যজ্ঞশ্রী। তিনি উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নৃপতি বিজয় ছয় বৎসর এবং তৎপরে বিজয়ের পুত্র শাতকর্ণী দণ্ডশ্রী, তিন বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। (২) স্বাতিকর্ণ-বংশীয় শিবস্কন্ধ এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর তাঁহার পুত্র যজ্ঞশ্রী রাজা হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজা বিজয় ছয় বৎসর ও তৎপরে বিজয়ের পুত্র শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী দশ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। বিষ্ণু-৪থ-২৪। চন্দ্রশ্রী, চণ্ডশ্রী ও ভাব্য দেখ।

যজ্ঞসেন—পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের নামান্তর। দ্রুপদ দেখ।

যজ্ঞহনু—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৫।

যজ্ঞহন্তা—দানবপতি কুশের অন্যতম সেনাপতি। (নামান্তর যজ্ঞহা)। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

যজ্ঞহা—(১) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের বিষ নামক দানব পুত্রের যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, পশুহা ও শ্রাদ্ধহা নামে চারিটি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ। (২) অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। ব্রহ্মধনা ও মুনি দেখ। (৩) দানবরাজ বিপ্রচিত্তির অন্যতম অনুচর দৈত্য। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

যজ্ঞহোত্র—তৃতীয় মনু উত্তমের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। উত্তম দেখ।

যজ্ঞাবতার—যজ্ঞ দেখ।

যজ্ঞেশ্বর—বৈরাজমনুর পুত্র দধীচি বৈরাজক কল্পে ইন্দ্র হয়েন। এই দধীচির ঔরসে গায়ত্রীর গর্ভে যজ্ঞেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-২০। (২) মহাদেবের এক নাম। (৩) বিষ্ণুর এক নাম।

যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ—কাশীস্থিত এক শিব লিঙ্গ। তাহাকে দর্শন করিলে অষ্টাদশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

যজ্ঞোপেত—(১) একজন রাক্ষস। তিনি সূর্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। কূর্ম-পূ-৪১। অপ দেখ। (২) যজ্ঞোপেত রাক্ষস মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্যের রথে বাস করেন। বায়ু ৫২। ঋতজিৎ দেখ। (৩) সূর্য্য বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা এক শত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন

আদিত্য, দেবগণ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সূর্য্যরথে ফাল্গুন মাসে বিষ্ণু (আদিত্য), অশ্বতর (সর্প), রম্ভা (অপ্সরা), সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), বিশ্বামিত্র (ঋষি), সত্যজিৎ (যক্ষ) ও যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

যজ্বা—(১) ব্রহ্মার পুত্রগণ দ্বিবিধ, যজ্বা ও অযজ্বা। অগ্নিষ্বাত্তগণ অযজ্বা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বর্হিষদগণ যজ্বা অর্থাৎ সাগ্নিক। সৌর-২৩। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অজিহ্ম ও অজিহ্মান দেখ। (৩) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

যতি—(১) উত্তম মন্বন্তরে যজ্ঞকর্ত্তা, শিব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ। (২) নহুষের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩০। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। মহাভা-আদি-৭৫। ভাগ-৯স্ক-১৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। মৎ-২৪। অগ্নি-২৭৪। লি-পূ-৬৬। কূর্ম্ম-পূ-২২। গরু-পূ-১৪৩। বায়ু-৯৩। নহুষ, উদ্ভব, অশ্বক ও যযাতি দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল যতি। মহাভা-অনুশা-৪। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি নামক এক মুনি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮।

যতিকৃৎ—অর্ক দেখ। মৎ-৫১।

যতিধর্ম্মা—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের সহোদর ভ্রাতা। শ্বফল্ক ও অক্রূর দেখ।

যতীশ্বর—বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। তখন যতীশ্বর তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। পরশ্রবা ও শিব দেখ।

যদু—(১) নহুষ-তনয় যযাতির দেবজানী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অনু, দ্রুহ্যু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি পুত্রগণের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদু পূর্ব্বোত্তর দিকের অধিপতি হন। যদুর সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক নামে পাঁচপুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩০, ৩৩। (২) যযাতি-তনয় যদু দক্ষিণদিকে রাজত্ব করিতেন। সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু, নীল, অজক ও লঘু নামে যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। লি-পূ-৬৬, ৬৭, ৬৮। (৩) যদু, পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে, পিতৃশাপে রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চব নামক দুর্গম পুরে রাক্ষসরূপে অবস্থান করেন। রামা-উত্ত-৬৮, ৬৯। (৪) যদুর পঞ্চপুত্রের নাম সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক ও লঘু। মৎ-১৫, ৪৩। (৫) যদুর পুত্রগণের নাম সহস্র-

জিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৬) সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু নল ও রিপু নামে যদুর চারি পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) যদুকে যযাতি দক্ষিণাপথের আধিপত্য প্রদান করেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রষ্টু, নল ও রঘু নামে চারি পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১০, ১১। গরু-পূ-১৪৩। (৯) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের মাম সহস্র-জিৎ, নীলাঞ্জিক, রঘু ক্রোষ্টু, ও শত-জিৎ। অগ্নি-২৭৪, ২৭৫। (৯) যদুর পুত্র শতজিৎ। শতজিতের পুত্র হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক ও রঘু। সহস্র-জিতের পুত্র শতজিৎ। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (১১) যদুর পুত্র ক্রোষ্টা। তাঁহার পুত্র বৃজিনীবান্। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১২) যদু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৩) যযাতির তুরু, পুরু, কুরু, ও যদু নামে চারি পুত্র জন্মে। যদু সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। যদুর কতিপয় পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—ভোজ, ভীম, অন্ধক, কুঞ্জর, বৃষ্ণি, সুধর্ম্ম, সত্যাধার, শ্রুত-সেন, শ্রুতাধার, কালদ্রংষ্ট্র ও কাল-জিৎ। পদ্ম-ভূমি ৬৪, ১০৯। (১৪) যদুর পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে সহস্রজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য পুত্রদের নাম ক্রোষ্টু, নীল, জিত ও লঘু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। বায়ু-৯৩, ৯৪। (১৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি হর্য্যাশ্বের ঔরসে ও মধুদানবের কন্যা মধুমতীর গর্ভে যদু জন্মগ্রহণ করেন। যদু ধূম্রবর্ণ নামক পন্নগ-রাজের পাঁচ কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই পঞ্চ কন্যার গর্ভে যদুর মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য স্থাপন করিয়া মাহিষ্মতী নামক নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মবর্ণ সহ্যপর্ব্বতে অধিষ্ঠিত হন। সারস সহ্যপর্ব্বতের পশ্চিমে এবং হরিত মাতামহ ধূম্রবর্ণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ মাধব পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৯৩,৯৭। (১৬) যাম-দেবগণ নামে খ্যাত স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রিশজন পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৩১ ব্রহ্মা-৩২। মঙ্গল দেখ। (১৭) বশিষ্ঠের ঔরসে উপরিচর বসু নামক রাজার [illegible] গিরিকার যদু প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। উপরিচর বসু, গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ। (১৮) রাজায় যদুকে একবার মহর্ষি কণ্ব দস্যুদমন-কারী অগ্নির সহিত আহ্বান করিয়া-ছিলেন। ঋক্-১।৩৬।১৮। (১৯) ইন্দ্র একবার যদু নামক রাজাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করেন। ঋক্-১।৫৫।৬। (২০) যদু ও তুর্ব্বা নামক দাসজাতীয়

তুইরাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৬২।১০।

যদুধ্র—রৈবত-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। রৈবত-মনু দেখ।

যদৃচ্ছেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ব ফল-লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

যনীবাবরী—ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা কতিপয় ঋষির নাম। তাঁহারা পবমান সোমদেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৯।৮৬। ১১-২৩।

যবক্রীত—(১) পূর্ব্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তিনি লঙ্কাসমর-বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। ভৃগু দেখ। (২) যবক্রীত মুনি পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) মহর্ষি যবক্রীত, ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান, মতঙ্গ, দ্রুমদ মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। বশিষ্ঠ দেখ। (৪) মহর্ষি যবক্রীত পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। অর্ব্বাবসু দেখ। (৫) মহর্ষি যবক্রীতের শাপে সুনেত্র নামক ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার পিতাকে নিহত করে। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৬) যবক্রীত, ত্রিত, কণ্ব, মেধাতিথি, গালব প্রভৃতি অনেক মহর্ষি এক সময়ে ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু হইয়া, মহতী তপস্যায় নিরত ছিলেন। তখন একবার অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। মহর্ষিরা অন্য কোনও আহার না পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটি বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া, তাহাই পাক করিয়া ভোজনের আয়োজন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০৫। বশিষ্ঠ ও শৈব্য দেখ। (৭) মহর্ষি যবক্রীত কালিকা পুরাণ বালখিল্য মুনিগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া, অসিত মুনির নিকট কীর্ত্তন করেন। কালিকা-১। (৮) মহর্ষি যবক্রীত ভরদ্বাজের পুত্র ছিলেন। পরাবসু দেখ।

যবন—(১) নামান্তর কালযবন। হরি-হরি-৩৫। কালযবন দেখ। (২) শক রাজাদের পর যবনরাজগণ মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯। মৌন দেখ।

যবস—সাবর্ণ মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। সাবর্ণিমনু ও ইড়া দেখ।

যবিষ্ঠ—অমৃতবান্ দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যবীনর—(১) অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যবীনর নামে এক পুত্র জন্মে। যবীনরের পুত্র ধৃতি। মৎ-৪৯। অজমীঢ় দেখ। (২) যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্। হরি-হরি-২০।

(৩) পুরুবংশীয় দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) অজমীঢ় বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। বাহ্যাশ্ব দেখ। (৫) অজমীঢ়বংশীয় ভর্ম্ম্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২১। ভর্ম্ম্যাশ্ব দেখ।

যবীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিহ্ম, অজিহ্মান ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

যবীয়স্—হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। হিরণ্যনাভ দেখ।

যবীয়ান্—পুরুবংশীয় বৃহদিষুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। বৃহদিষু দেখ।

যম—(১) মহারাজ পৃথুর বংশধর হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। মৎ-৭। হবির্দ্ধান দেখ। (২) ইন্দ্র, ধাতা, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। মৎ-৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, পূষা ও অংশুমান দেখ। (৩) ব্রহ্মা যমকে পিতৃগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। মৎ-৮। হরি-হরি-৪। (৪) পিতৃগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন তখন যম বৎস হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (৫) বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমুনা জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১১। (৬) যম শনিগ্রহের অধিদেবতা। মৎ-৯৩। শনি দেখ। (৭) যমের বাহন মহিষ ও অস্ত্র গদা। মৎ-১৩৫। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে গ্রসন নামক অসুরের সহিত যমের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যম-হস্তে গ্রসন নিহত হয়। মৎ-১৫০। (৮) ধর্ম্ম হইতে সুদেবীর গর্ভে ধর, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, আপ, যম, বায়ু ও নির্ঋতি এই অষ্ট বসু জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ। (৯) ইন্দ্র যমকে দক্ষিণ-দিকের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৩। (১০) সংজ্ঞাদেবী সপত্নী ছায়ার হস্তে যম, যমুনা প্রভৃতি পুত্র কন্যাদের ভার অর্পণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সপত্নী-সন্তানদিগের [illegible] [illegible] এক দিন যম ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] করিতে উদ্যত [illegible] তাহাতে "তোমার [illegible]" বলিয়া যমকে অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি যম পদহীন হন। [illegible] শাপবশতঃ নিতান্ত দুঃখিত হন। যাহাতে পুনর্ব্বার এইরূপ বিপদ না ঘটে তজ্জন্য ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রজা-বর্গের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭। হরি-হরি-৯। মার্ক-৭৭, ১০৬। (১১) প্রজা-রঞ্জনরূপ পবিত্র কর্ম্মদ্বারা যম পিতৃ-

গণের আধিপত্য ও লোক-পালত্ব প্রাপ্ত হন। সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যম প্রথমত উৎপন্ন হন। তিনি প্রজাপণকে স্বধর্ম্মদ্বারা পালন করেন বলিয়া, বেদে শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত হন। সর্ব্বাগ্রে যমের ও তৎপরে সোমের আপ্যায়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। হরি-হরি-১৮। (১২) নারদের পরামর্শে রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। যম স্বয়ং যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাকে যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে হয়। রামা-উত্ত-১৮। (১৩) ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত ইঁহারা দশ দিক্‌পাল বলিয়া কথিত হন। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। তন্ত্র-৫৪৯ পৃঃ। (১৪) অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন যম তাঁহাকে নিজ দণ্ড প্রদান করেন। গর্গ-অশ্ব-১২। (১৫) দেবাসুর সংগ্রামে যমের সহিত দুর্দ্ধাবণের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-৫। (১৬) দক্ষিণদিকে মেরু-পর্ব্বতের শিখরে সংযমন নামক পুরে যম বাস করেন। বায়ু-৫০। (১৭) পুলহ-কন্যা শ্বেতার গর্ভে উৎপন্ন অঞ্জন ও সঙ্কীর্ণ নামক হস্তীদ্বয় যমের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯। (১৮) যমের পত্নীর নাম ধূমোর্ণা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। মহাভা-অনু-১৬৫। (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে দেবান্তক দানবের সহিত যমের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭০। (২০) সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজ ছায়াকে সূর্য্যের নিকট রাখিয়া অন্যত্র গমন করেন। ছায়ার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, সংজ্ঞার গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন না। ইহাতে দুঃখিত হইয়া যম, পিতা বিবস্বানের নিকট অনুযোগ করেন। ছায়া তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন এবং যমকে শাপ দেন, "তুমি অচিরে প্রেতরাজ হইবে।" সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যমের হিতার্থে বলিলেন, "তুমি প্রেতরাজ হইবে বটে কিন্তু তুমি লোকের পাপ-পুণ্যের বিচার-কর্ত্তা ও লোকপাল হইয়া স্বর্গে বাস করিবে।" বরা-১২১। (২১) যমের বাহন মহিষের নাম পুণ্ড্রক। উহা কৃষ্ণবর্ণ, মনোবেগগামী এবং রুদ্রতেজ হইতে উৎপন্ন। বাম-৯। (২২) ধর্ম্ম-রাজ যম স্বভাবতঃ পুণ্য-সম্পন্ন-ব্যক্তি-গণের গোচরে উত্তম সৌম্যমূর্ত্তি হন। কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে তিনি ক্রোধা-রক্ত নয়ন, দংষ্ট্রাকরাল-বদন হন। তাঁহার রসনা বিদ্যুৎতুল্য ভীষণ, তাঁহার কেশ ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাঁহার আকৃতিও অতি ভয়ঙ্কর হয়। স্কন্দ-

কাশী-পূ-৮। (২৩) কোনও এক সময়ে যম কাশীধামস্থিত ধর্ম্মপীঠ নামক স্থানে তীব্র কৃচ্ছ্রসাধন-সহ মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে উপস্থিত হন এবং বলেন, "আজ হইতে অখিল সংসারের পাপপুণ্যের বিচারের ভার তোমাতে অর্পিত হইল এবং তোমার নাম ধর্ম্মরাজ হইল। তুমি দক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষী হইয়া থাকিবে। তুমি জীবগণকে যে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর পথ দেখাইবে, লোকে সেই পথই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করিবে।" স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৮। (২৪) ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রীর গর্ভে সূর্য্য হইতে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের জন্মের কিছু দিন পরে সাবিত্রী ছায়াকে নিজ সন্তানদের পরিচর্য্যার ভার প্রদান করিয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। সাবিত্রীর প্রস্থানের পর একদিন যম ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছায়ার নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন। ছায়া আহার্য্য প্রদান করিতে বিলম্ব করাতে যম তাঁহাকে পদাঘাত করেন। তাহাতে ছায়ার শাপে যম পঙ্গু হন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। (২৫) মহেশ্বর যখন বাণ নামক অসুরকে বধ করিতে যাত্রা করেন, তখন যম তাঁহার রথের দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮। (২৬) পৃথিবীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত যমের পুরী স্বর্ণ-প্রাকার-তোরণাদি সমন্বিত। তথাকার গৃহশ্রেণী মণিকাঞ্চন ভূষিত এবং এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তথায় সহজে প্রবেশ করা অতি কষ্টকর। সেই পুরার অন্তর্গত চত্বর সমুদয় চতুর্ম্মার্গ-সমন্বিত। প্রতি পথের স্থানে স্থানে সুমধুরধ্বনী ঘণ্টা সমূহ রক্ষিত আছে। নগরী বিবিধ-বর্ণ পদ্মকুমুদাদি সমাকীর্ণ জলাশয় ও উদ্যানাদি সমাকুল। সেই যমপুর শঙ্খ দুন্দুভি-আদি বাদ্যশব্দে সর্ব্বদাই মুখরিত এবং যমপুরবাসিগণ সর্ব্বদাই বিবিধ প্রকার উৎসবে মগ্ন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫৫। (২৭) উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে শাপ দেন যে, তিনি অপুত্রক হইবেন। যম ব্রহ্ম-শাপ ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য পালনের জন্য আর কখনও শাপগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া একশত আটটি ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি করিলেন। তিনি ঐ ব্যাধিগণকে যমের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। তদবধি

যমাদেশে ঐ ব্যাধিগণ মনুষ্য শরীর আশ্রয় করিতে লাগিল এবং তৎফলে প্রাণিগণও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে যম জীব-সংহার কার্য্যের জন্য প্রত্যবায় ভাগী হইবার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন। স্কন্দ-নাগ-১৩৯। (২৮) ছায়া যখন যমকে "তোমার পদদ্বয় খসিয়া পড়ুক" বলিয়া শাপ দেন, তখন যম শাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পিতার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করেন। সূর্য্য দেব বলিলেন—"তোমার মাতৃবাক্য মিথ্যা হইবে না। তবে আমি এই বিধান দিতেছি যে, কৃমিগণ তোমার পদের মাংস লইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ইহাতে তোমার মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে অথচ তুমিও বিত্রাণ পাইবে।" স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১। (২৯) যমের হিসাব পরীক্ষক ও লেখকের নাম বিচিত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪। (৩০) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধর্ম্মরাজ যম তাঁহার সাহায্যার্থ উন্মাথ ও প্রমাথ নামে দুই অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ। (৩১) যজ্ঞদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে যম বিষ্ণু মাহাত্ম্য ও বৈশাখমাস মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-৫৮-৬৫। (৩২) গৌতম নামক মুনি যমরাজকে, কি করিলে পিতামাতার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। যমরাজ বলেন যে, সত্যধর্ম্ম, তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলেই অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোকসমূহ লাভ করা যায়। মহাভা-শান্তি-১২৯। (৩৩) ভগবান্ নারায়ণ চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া যমকে পাপিগণের নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩৪) মধ্যদেশবাসী এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় যম তাঁহাকে তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৬৮। (৩৫) উদ্দালকি মুনির শাপে তাঁহার পুত্র নচিকেতা যমপুরে গমন করেন। তথায় নচিকেতা যমের নিকট হইতে গোমাহাত্ম্য ও গোদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৭১। নচিকেতা দেখ। (৩৬) শশবিন্দু নরপতি যমের নিকট হইতে বিভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করেন। মহাভা-অনুশা-৮৯। (৩৭) যম অষ্ট দিক্‌পালের অন্যতম। গরু-পূ-৮। (৩৮) একবার যম শিবভক্ত শ্বেত মুনিকে মৃত্যু সময়ে আনিবার জন্য উপস্থিত হন। শ্বেত মুনি ভীত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন

হন। মহাদেব ভক্তের সাহায্যার্থ নিজ অনুচরগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই যম ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লি-পূ-৩০। (৩৯) ছায়ার শাপে যমের পদদ্বয় ক্লেদযুক্ত, পূযশোণিত-পূর্ণ ও কৃমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে, যম গোকর্ণ তীর্থে গমন করিয়া অযুত অযুত বর্ষকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে যম শাপ মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন। লি-পূ-৬৫। (৪০) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সবর্ণার গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সবর্ণা দেখ। (৪১) যমের পত্নীর নাম ক্ষমা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৪২) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে যমের পত্নী বরুণানী। (৪৩) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪৪) যম সূর্য্যের নিকট হইতে পদ্মমালা-বিদ্যা লাভ করেন। ইন্দ্র তাহা যমের নিকট প্রাপ্ত হন। এই পদ্মমালা বিদ্যার প্রভাবে সুরাসুরকে মোহিত করা যায়। দেবীপু-১১। (৪৫) বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম, যমী ও অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩৫।৬। মনু দেখ। (৪৬) যম নামে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম যমসংহিতা। স্ম-সং। (৪৭) যম নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭, ৯৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫। পদ্ম-স্বর্গ-৯। গরু-পূ-৯৩। (৪৮) সাবর্ণি মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতার নাম ছিল যম। বায়ু-৯১। (৪৯) অসুরগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে, দেবগণ বিভিন্ন জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যম কাকরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮। (৫০) যমের পুত্রদের নাম শ্যাম ও শবল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭। (৫১) কাশীতে কীর্ত্তিমান নামে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহার [illegible] তাহার প্রজারা নিষ্পাপ হইয়াছিল। তাহাদের পাপের ক্ষয় [illegible] অকাল মৃত্যু নিবৃত্ত হইল [illegible] গমন করিতে লাগিল [illegible] শূন্য হওয়ায়, যম প্রতীকারের [illegible] ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাহার প্রতীকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া যমকে বিষ্ণুর নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন-কীর্ত্তিমান রাজা তাহার বিশেষ ভক্ত এমত অবস্থায় কোন প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণু যমকে আশ্বাস দিলেন যে, কীর্ত্তিমান

রাজার মৃত্যুর পর এক অতি পাপাচারী নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাঁহার অধিকার কালে প্রজাবর্গ পুনরায় দুষ্ক্রিয়াশীল হইবে এবং তৎফলে যমপুরী পূর্ব্বের ন্যায় লোকপূর্ণ হইবে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১১, ১২।

যমজিহ্বা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

যমদংষ্ট্রা—কাশীস্থিত এক যোগিনী। তিনি নিরন্তর বিঘ্নরাশিকে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পূজা করে, তাহার যমভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

যমদগ্নি—জমদগ্নি দেখ।

যমদণ্ড—জনৈক রাক্ষস। সে পাতালের তৃতীয়তলে বাস করিত। দেবীপু-৩, ৮২।

যমদণ্ডধারিণী—অন্ধকাসুরের বধ [illegible], কামাদি রিপুগণ শরীর [illegible] বদ্ধ করিয়াছিলেন। [illegible] মধ্যে পৈশুন্য যমদণ্ডধারিণী নাম্নী মাতৃকা হইয়াছিলেন। বরা-৯১।

যমদূত—উদুম্বর, উদুম্লান, পার্থিব, দেবরাত, সমর্ষণ, তারকলোহিণ্য, রেণু, কারীষু, বভ্রু, পানিন, ধানজপ্য, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, সঙ্কৃত, গালব, দেবল, যমদূত, সালঙ্কায়ন ও বাস্কল, ইহারা বিশ্বামিত্র গোত্রজ ঋষি। বায়ু-৯১।

যম[illegible]—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৬৬। ধৃষ্ট দেখ।

যমল—জনৈক দানব। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-৬।

যমহন্তা—অন্যতম রুদ্র। দেবীপু-৮১। রুদ্র দেখ।

যমান্তক—বজ্র-অসুরের অনুচর জনৈক দানব। সে দেবীহস্তে নিহত হয়। দেবীপু-৪, ১৪, ১৫।

যমী—(১) সংজ্ঞার গর্ভজাত সূর্য্যের কন্যা। তিনি যমের সহোদরা ও যমজা ছিলেন। যমীর নামান্তর যমুনা। মার্ক-১০৬। বিষ্ণু-৩য়-২। (২) বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয়, যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১।৩৫।৬। সংজ্ঞা, যম ও যমুনা দেখ। (৩) অমৃতবান্ দেখ। ব্রহ্মা-৩২।

যমুনা—(১) যমের সহোদরা এবং যমজা ভগিনী। তিনি সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে জন্মেন। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (২) বিবস্বান তনয়া যমুনা ইন্দ্রাদেশে শক্তি পুত্র পরাশরের জন্য দাশরাজ গৃহে সত্যবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৩) যম ও যমুনা ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১। (৪) রাধিকার অন্যতমা সখীর নাম ছিল যমুনা। গর্গ-অশ্ব-৪২। (৫) ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রীর গর্ভে যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। (৬) যমুনা কাবেরী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীগণ ব্রহ্মার

মানসপুত্র অগ্নির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৭) যমুনা পিতৃ-নির্দ্দেশে কালিন্দ-দেশবাহিনী নদী হয়েন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৮) গঙ্গাদেবীর অন্যতমা সখী যমুনা। গঙ্গা বিষ্ণু পাদোদ্ভবা এবং যমুনা বিবস্বানাত্মজা। এই কারণে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রধানতম তীর্থসমূহের অন্যতম। (৯) যম ও যমুনা সূর্য্যপত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে জন্মেন। কূর্ম্ম-পূ-২০।

যমুনেশ—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। পাপী মানবেরাও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, তাহাদের যমলোকে যাইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

যমেশ্বর—(১) অবন্তীক্ষেত্রস্থ যমকর্ত্তৃক স্থাপিত একটি শিবলিঙ্গ। আশ্বিনের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিনে যে ব্যক্তি যমেশ্বরের সমীপে ভক্তি সহকারে উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৯২। (২) মাতৃ-শাপে পদহীন হইয়া যম প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অযুত বর্ষকাল তপস্যা করেন। যমকর্ত্তৃক স্থাপিত ঐ শিবলিঙ্গ যমেশ্বর নামে খ্যাত। যমদ্বিতীয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২, ১৪৬। যম দেখ।

যযাতি—(১) রাজা নহুষের পুত্র তিনি স্বীয় বিক্রমবলে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই মহিষী ছিলেন। দেবযানির গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি যখন দেবযানিকে বিবাহ করেন, তখন দেবযানির পিতা অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য যযাতিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তিনি আর শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যযাতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবযানী তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট অনুযোগ করেন। তখন শুক্রাচার্য্য কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য যযাতিকে বলিলেন, যেহেতু তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি এখনই জরাগ্রস্ত হইবে। যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে এই জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।" তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন যে, যযাতি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে জরা সংক্রামিত করিয়া, তাহার যৌবন নিজে গ্রহণ

পূর্ব্বক যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। অতঃপর যযাতি একে একে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার জরার পরিবর্ত্তে যৌবন দান করিতে বলিলেন। কিন্তু একে একে চারি পুত্রই নিজ নিজ যৌবনের পরিবর্ত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার নিকট হইতে জরা গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতাকে নিজ যৌবন প্রদান করিলেন। যযাতি পুরুর যৌবন লইয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এই-ভাবে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে যযাতি পুরুকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহ অনুযায়ী বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছা উপশম হয় না। বরঞ্চ ঘৃতদানে অগ্নির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তজ্জন্য আমি বৃথা বিষয়ের ভোগদ্বারা তৃপ্তি লাভের আশা ত্যাগ করিয়া, তপোবনে প্রবেশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব।" এই কথা বলিয়া যযাতি পুনরায় পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা পুনর্গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং আয়ুকাল পূর্ণ হইলে স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় ইন্দ্র একবার যযাতিকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বান-প্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলে। তথায় তুমি কাহার ন্যায় তপোনুষ্ঠান করিয়া-ছিলে?" যযাতি বলিলেন, "দেবতা মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি, ইঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার ন্যায় তপোনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই।" যযাতির কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "যেহেতু তুমি অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবলোক হইতে চ্যুত হইবে।" যযাতি ইন্দ্রের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আমি যেন সাধু সন্নিধানেই পতিত হই।" অতঃ-পর ইন্দ্রের শাপে যযাতি স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া যখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তাঁহার দৌহিত্র রাজর্ষি অষ্টকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত যযাতির নানা সদ্বিষয়ে আলাপ হয়। ঐ সকল আলোচনার পর যযাতি পুনরায় স্বর্গে গমন করেন। রামা-উত্ত-৬৮,৬৯। ভাগ-৯স্ক-১৮,১৯। মহাভা-আদি-৭৫,৭৮,৯৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। মৎ-২৪। (২) জরা গ্রহণ

করিতে অসম্মত হওয়াতে যযাতি পুরু ভিন্ন অপর চারি পুত্রকে শাপ দেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, পুরু হইতে পৌরব বংশ সমূহ এবং অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হয়। মহাভা-আদি-৮৫। (৩) নহুষের পত্নী বিরজার গর্ভে যযাতি প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭৩,৯৩। মৎ-১৫। হরি-হরি-৩০। কূর্ম্ম-পূ-২২। সৌর-৩১। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যযাতি তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকের, দ্রুহ্যুকে পশ্চিমদিকের, যদুকে দক্ষিণাপথের, অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগের এবং পুরুকে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যে অধিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (৫) যযাতি সামান্য অপরাধেই স্বর্গচ্যুত হইয়া অষ্টাদশযুগ কর্কট দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। দেবীভা-৬স্ক-৭। (৬) যযাতি পুত্রগণকে নিম্নলিখিতরূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন—দক্ষিণপূর্ব্ব-দিকে তুর্ব্বসুকে, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে অনু ও দ্রুহ্যুকে, জ্যেষ্ঠ পুত্রযদুকে পূর্ব্বো-ত্তরদিকে এবং মধ্যদেশে অর্থাৎ কুরু-পাঞ্চাল দেশে পুরুকে স্থাপন করেন। হরি-হরি-৩০। (৭) যযাতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে অত্যন্ত বেগসম্পন্ন অশ্বযুক্ত, পরম ভাস্বর, কাঞ্চনময় সুদৃঢ় দিব্যরথ এবং অক্ষয় তূণীর প্রদান করেন। যযাতি উক্তরথে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী জয় করেন। এই রথ পরম্পরায় পাণ্ডবেরা প্রাপ্ত হন। লি-পূ-৬৬। (৮) যযাতি পুত্রগণের মধ্যে তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে; দক্ষিণদিকে যদুকে; পশ্চিম ও উত্তর দিকে দ্রুহ্যু ও অনুকে রাজ্য প্রদান করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির নিজরাজ্য লাভ করেন। লি-পূ-৬৭। (৯) যযাতির পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের, তুর্ব্বসু দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের, দ্রুহ্যু পশ্চিম দিকের এবং অনু উত্তর দিকের অধিপতি হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে যযাতি সার্ব্ব-ভৌম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কূর্ম্ম-পূ-২২। (১০) পুলস্ত্য নামক একজন ঋষি রাজর্ষি যযাতিকে অর্ব্বুদাচল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-প্রভ-অর্ব্বু-৫। (১১) যযাতির চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম রুরু, পুরু, কুরু ও যদু। যযাতির পুণ্যবল অবগত হইয়া দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে আনয়ন করিবার জন্য মাতলিকে প্রেরণ করেন। মাতলি যযাতিকে ইন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে যযাতি স্বর্গে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর মাতলির সহিত যযাতির নানা সদ্বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আলো-চনান্তে মাতলি যযাতির স্বর্গ-গমনে

অনিচ্ছা জানিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর যযাতি নিজ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ঐ ধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে মৃত্যু লোপ পাইল। ইহাতে চিন্তিত হইয়া যম প্রতীকার প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র তখন যযাতির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবার জন্য কামদেব, রতি, গন্ধর্ব্বগণ ও মকরন্দকে আনয়ন করাইলেন। তাহাদের কৌশলে জরা যযাতিকে আশ্রয় করিল। অনন্তর যযাতি এক দিন মৃগয়া করিতে যাইয়া অশ্রুবিন্দুমতী নাম্নী কামতনয়াকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন এবং পুত্রগণের নিকট জরার পরিবর্ত্তে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র পুরু পিতার নিকট হইতে জরা লইয়া তাহাকে নিজ যৌবন দান করিলেন। যযাতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কামকন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুবিন্দুমতীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যযাতি তাহা জানিতে পারিয়া কনিষ্ঠ পুত্র যদুকে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠাকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যদু আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত হইলে, যযাতি তাহাকে শাপ দিলেন। এদিকে ইন্দ্র যযাতির বিক্রম, দান ও পুণ্যাদি দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং যাহাতে যযাতি সত্বর দেবলোকে আগমন করেন, তাহার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইন্দ্রের প্ররোচনায় কামকন্যা অশ্রুবিন্দুমতী যযাতিকে ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক, বৈষ্ণবলোক দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। যযাতি পত্নীর অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া পুত্র পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায়ই বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-পাতা-৬৫-৮৩। (১২) যযাতি নরপতি একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক কীলকযুগ নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যতদূরে পতিত হইত, ততদূর পর্য্যন্ত এক যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিতেন। ঐরূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। ঐ শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গমন করেন। যযাতি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ এবং একশত বাজপেয় যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিনটি স্বর্ণ পর্ব্বত প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১৩) মহারাজ যযাতি গো-দানপূর্ব্বক দেবদুর্ল্লভ দিব্য স্থান অধিকার করেন। মহাভা-অনুশা-৮১। (১৪) যযাতি, নহুষ, দিলীপ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ মহর্ষি শতক্রতুর সহিত পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া-

ছিলেন। ঐ পর্য্যটনকালে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে, যযাতি "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদসমুদয়ের অনাদর করুক" এই বলিয়া শপথপূর্ব্বক নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন। মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ। (১৫) যযাতি রাজর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৬) রঘু, যযাতি, বিশ্বক্সেন, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, নল, নিমি প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিকমাস, কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব দেখ। (১৭) রাজা নহুষের যতি, যযাতি, আয়াতি, বিয়তি, সংযাতি ও কৃতি এই কয় পুত্র ছিল। যযাতির দুই পত্নীর গর্ভে যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু এই পাঁচ পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৩। নহুষ দেখ। (১৮) অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নির স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন"—হে বিশুদ্ধ অগ্নি! মনু, অঙ্গিরা, যযাতি ও অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় তুমি যজ্ঞস্থলে গমন কর। ঋক্-১।৩১।১৭। (১৯) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দ্বাদশজন দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল দেখ।

যশঃ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী দক্ষকন্যা কীর্ত্তির গর্ভে যশঃ জন্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। গরু-পূ-৫। কীর্ত্তি দেখ। (২) কামের পত্নী রতির গর্ভে যশঃ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২১৮। (৩) অনাগত মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ।

যশশ্চন্দ্র—ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় ভীমের পুত্র। তাঁহার পুত্র বরেণ্য। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

যশস্কর—তৃতীয় (উত্তম) মন্বন্তরে যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশজন দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অহিহা দেখ।

যশস্বিনী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। (২ সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম অদ্ভু-রামা-২৩,২৫।

যশস্বী—উত্তম মন্বন্তরে প্রতর্দ্দন নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

যশা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, শিবা শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, উন্নতি, সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রী, উমা, দীপ্তি, কান্তি, যশা, লক্ষ্মী এবং ঈশ্বরী, ইহারা উত্তমা দেবী নামে কথিতা হন। দেবী-পু-৫০।

যশোদা—(১) হবিষ্মন্ত পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা, নৃপতি অংশুমানের পত্নী, পঞ্চজনের পুত্রবধূ, দিলীপের জননী ও ভগীরথের পিতামহী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। মৎ-১৫। (২) অঙ্গিরার যে সকল পুত্রেরা সাধ্যগণকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ ও নৃপতি দিলীপের জননী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। বায়ু-৭৩। (৩) গোকুলবাসী নন্দগোপের স্ত্রী। ব্রজে যে রাত্রে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতেই গোকুলে যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। বসুদেব কংস-ভয়ে ভীত হইয়া, সেই রাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর পার্শ্বে স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; ৫ম-[illegible] দেবীভা-৪স্ক-২৩। বৃহদ্ধ-[illegible] ভাগ-১০স্ক-২। লি-পূ-[illegible] স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭। (৪) যশোদা পূর্ব্বজন্মে দ্রোণ নামক মুনির পত্নী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ধরা ধবা। যশোদার পিতার নাম বিভানু ও মাতার নাম পদ্মাবতী। স্কন্দে-কৃষ্ণ-৯,১৩। (৫) পূর্ব্বজন্মে নন্দগোপ দ্রোণ নামে বসু ছিলেন, এবং যশোদা ধরা নামে তাঁহার পত্নী ছিলেন। গর্গ-গোল-৩। (৬) নন্দগোপ ও যশোদা পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রসূতি ছিলেন। শ্রীমহাভা-৫২। (৭) যদুবংশীয় দেবকের সাত কন্যার অন্যতমা যশোদা। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীদের নাম দেবকী, শ্রুতদেবা, শ্রুতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। এই সাত ভগিনীই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। দেবক ও বসুদেব দেখ। (৮) যশোদা, একানংশা, দেবকী ও মহাবিঘ্নেশ্বরী, এই সকল দেবীর পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ববা-১৬৯।

যশোদেবী—বৃহন্মনা নৃপতির অন্যতমা পত্নী ও শৈব্যরাজের কন্যা। তাঁহার গর্ভে জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯। হরি-হরি-৩১।

যশোধর—পত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেখ।

যশোধরা—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ। (২) দানবপতি বিরোচনের কন্যা ও ত্বষ্টার পত্নী। তাঁহার গর্ভে ত্রিশিরা বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ম্মা নামে যমজ পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৩) ভরত-বংশীয় হস্তিনাপুর নামক নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। হস্তী দেখ।

যশোধারী—(১) পুলহের অন্যতম পুত্র সহিষ্ণুর পত্নী। তাঁহার কামদেব নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-২৮। (২) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ধনক, কপীবান, সহিষ্ণু, যশোধারী, কামদেব, সুমধ্যম প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। প্রিয়ব্রত ও ধনকপীবান্ দেখ।

যশোবতী—(১) ভদ্রমতি নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) নরপতি রভ্যের কন্যা একাবলীর সহচরী। দেবীভা-৬স্ক-২১, ২২, ২৩। একাবলী দেখ।

যশোভদ্র—মণিভদ্র নামক নরপতির পুত্র বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়াও দৈবক্রমে দান করেন নাই। সেই পাপে তাঁহারা নরকে গমন করেন। নরক-বাস সমাপন হইলে তাঁহারা শলভ যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। একবার ঝটিকাবিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসলিলে পতিত হন এবং তৎফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-৩।

যশোমতী—নন্দগোপ-পত্নী যশোদার নামান্তর। যশোদা দেখ।

যশোমেধা—সুমেধাগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ।

যস্ক—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

যাজ—(১) ভাগীরথী-তীর নিবাসী জনৈক সংশিতব্রত ঋষি। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপযাজ, মহারাজ দ্রুপদের প্রার্থনায় তাঁহার জন্য এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। মহাভা-আদি-১৬৭। দ্রুপদ দেখ। (২) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৎস্যগন্ধ দেখ।

যাজ্ঞবল্ক্য—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিলে, গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে তাঁহাকে অধীত বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ সকল বমনপূর্ব্বক চলিয়া যান। অন্যান্য মুনিরা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া যজুঃ সকল গ্রহণ করিলেন তাহা হইতে মনোরম তৈত্তিরীয় শাখা উৎপন্ন হইল এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়া অপরের অজ্ঞাত যজুঃসকল প্রাপ্ত হইলেন তিনি এইসকল যজুঃদ্বারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন। পরে কণ্ব, মধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৫ ভাগ-১২স্ক-৬। (২) রাজর্ষি

জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, রাজর্ষি জনক মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি এক সহস্র গাভী, বহু পরিমাণ স্বর্ণ, অনেকগুলি গ্রাম, বহুসংখ্যক দাস ও নানাবিধ রত্নরাজী লইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি এই সমস্ত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গ করিলাম। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্, তিনি এই সমুদয় গ্রহণ করুন।" জনক রাজার এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্য পাইবার আশায় নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া প্রচার করিয়া স্বয়ং শিষ্যকে বলিলেন,—"এই সমুদয় ধন আমারই প্রাপ্য। আমি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি। আমার ন্যায় বেদজ্ঞ আর কেহই নাই। আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অপর সমস্ত ঋষিগণের তুমুল বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারে ঋষিগণ সকলেই পরাস্ত হইলেন। তদনন্তর মহর্ষি শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার আরম্ভ হইল। ঐ বিচারেও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জয়লাভ করিলেন। এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক রাজা জনকের দ্বারা উৎসর্গিকৃত ধন-সম্পত্তি লাভ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বৈশম্পায়ন তাঁহার জন্য শিষ্যগণকে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তিনি একেলাই ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার তপস্যার বল দেখাইবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর কথা শুনিয়া অধীত যজুঃসমূহ বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থিত যজুঃসমূহ লাভ করিবার জন্য, সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। (সূর্য্যরূপ ব্রহ্ম হইতে যে সমুদয় বেদ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, তাহারাই আবার ঊর্দ্ধে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করে।) সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যের আরা-

ধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ মণ্ডলস্থিত যজুঃ-সমূহ অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন। অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে সূর্য্যদেব ঐ যজুঃ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, যে কেহ ঐ যজুঃ অধ্যয়ন করেন, তিনিই বাজী নামে খ্যাত হন। কণ্ব, বৈধেয় প্রভৃতি পঞ্চদশজন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য বাজী নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মা-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-৩য়-৫। বায়ু-৬০, ৬১। বৈশম্পায়ন ও আটবী দেখ। (৩) জনমেজয় রাজার পুত্র শতানিক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়া-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) যাজ্ঞবল্ক্য রঘু-বংশীয় নৃপতি হিরণ্যনাভের নিকট অধ্যাত্ম-যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) রাজর্ষি জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্ম, মৃত্যু, কাল সংখ্যাই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৩১১-৩১৮। (৬) কোনও সময় যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট হইতে যজুর্ব্বেদ লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে মুখ বিবৃত করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তদ্রূপ করিলে সরস্বতী তাঁহার মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎফলে যাজ্ঞ-বল্ক্যের ভয়ানক গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং তিনি গাত্রজ্বালায় উত্তপ্ত হইয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে তাহার গাত্রজ্বালা শান্ত হইলে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। অতঃ-পর সরস্বতীর বরে সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদয় বেদ তাঁহার অধিকৃত হইল। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য একশত শিষ্যকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনকের পিতার যজ্ঞে দক্ষিণা লইয়া মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞ-বল্ক্যের বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইলে মাতুল-ভাগিনেয়ের বিবাদের পরি-সমাপ্তি ঘটে। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে যে পঞ্চদশ খানি সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহাই যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (৭) তিনি দেবদত্ত নামক এক-জন ব্রাহ্মণের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (৮) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত ব্রহ্মবাহের পুত্র ছিলেন। বায়ু-৬১। (৯) হিরণ্যনাভ কৌশল্যের পুত্র বশিষ্ঠের নিকটে যাজ্ঞ-বল্ক্য যোগশাস্ত্র শিক্ষা করেন। বায়ু-৮৮। (১০) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৩২। (১১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, অসমান-গোত্রা, অসমান-প্রবরা, পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষের পরবর্ত্তিনী কন্যাই বিবাহের পক্ষে প্রশস্তা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (১২) যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভগিনী সপ্তম বর্ষে বিধবা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৪২। পিপ্পলাদ ও কংসারী দেখ। (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। শিবের শাপে ব্রহ্মা যাজ্ঞবল্ক্যরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিলেন। গুরু শাকল্যের আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য একদিন যজ্ঞান্তে শান্তিবারি লইয়া রাজসকাশে গমন করেন। রাজা তাঁহার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে শান্তিবারি গ্রহণ করিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শান্তিবারি অন্যত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার গুরু শাকল্য ইহা জানিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে তিরস্কার করিলেন এবং পুনরায় ভূপতির নিকট শান্তিবারি লইয়া যাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যকে আদেশ দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু গুরুর আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। শাকল্য ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান কর।" অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য অধীত সমুদয় বিদ্যা বমন পূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়া অন্যত্র গমনপূর্ব্বক কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন-সহ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে সূর্য্যদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আপনি আমার গুরু হইয়া আমাকে বেদ অধ্যয়ন করান।" তখন সূর্য্যদেব বলিলেন—"আমি সমীপবর্ত্তী এই কুম্ভে বেদোক্ত সারস্বত মন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি। তুমি শুচী হইয়া এই কুম্ভ জলে স্নান করিয়া, যে কোন বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, তাহা একবার অধ্যয়নেই তোমার কণ্ঠস্থ হইবে।" এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে লঘিমা নাম্নী বিদ্যা দান করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ভাস্করের আদেশে লঘু কলেবর হইয়া সূর্য্য-রশ্মি-সম্ভব অশ্বদিগের কর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বেদার্থ-সম্মত উপনিষৎ প্রণয়ন করিয়া, রাজর্ষি জনকের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নীর (অপর নাম কল্যাণী) গর্ভে তাঁহার

কাত্যায়ন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপরা পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী। স্কন্দ-নাগ-১২৯,১৩০। (১৪) গরুড় পুরাণের অন্তর্গত দানধর্ম্ম-বিধি, শ্রাদ্ধবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, গৃহীধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম প্রভৃতি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। গরু-পূ-৯৩-১০৬। (১৫) মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমেই তপস্যা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মহাদেবের আদেশে যোগ সংহিতা প্রণয়ন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৫। (১৬) যাজ্ঞবল্ক্য মুনি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-পাতাল-৪। (১৭) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪। (১৮) বিশ্বামিত্রের পৌত্র ও হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। (১৯) যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুর দশম অবতার, কল্কির পুরোহিত ছিলেন। অগ্নি-১৬। মৎস্য-৪৭। (২০) অত্রি বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতি ও গালব দেখ। (২১) বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ। (২২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একজন বৈদিক কালের ঋষি। শত-১প্র-১অ-৮। (২৩) যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল যজ্ঞবল্ক। সোম-শ্রবা প্রভৃতি ঋষিকে যাজ্ঞবল্ক্য যে স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা নামে খ্যাত। যাজ্ঞ-১।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদীর নামান্তর। দ্রুপদ রাজার এক নাম যজ্ঞসেন ছিল বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম হয়। দ্রৌপদী দেখ

যাজ্ঞেয়ি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

যাতনা—(১) কলির বংশে, মৃত্যুর ঔরসে, তাঁহার ভগিনী ভীতির (ভয়) গর্ভে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৮। কল্কি-১ম-৯। মৃত্যু দেখ।

যাতি—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, যাতি ও সুযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হবি-৩০। নহুষ ও যযাতি দেখ।

যাতুধান—(১) সায়নাচার্য্যের মতে যাতুধান অর্থ অসুর। তাহারা এক প্রকার মায়াবী পাপমতী জীব। পারসিক শাস্ত্রোক্ত যাতুধান নামক অসুরদিগের একই শ্রেণীভুক্ত। ঋক্-১।৩৫। ১০ টীকা। (২) যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর নামে রাক্ষসদের চারিটি শ্রেণী আছে। বায়ু-৭০।

যাতুধানা—খণ্ড নামক পিশাচের কন্যা। তাহার নামান্তর জন্তুধনা। বায়ু-৬৯। আপ ও বধ দেখ।

যাতুধানী—বৃষাদর্ভি (নামান্তর শৈব্য) রাজার যজ্ঞাহুতি হইতে উৎপন্না এক রাক্ষসী। মহাভা-অনুশা-৯৩।

যাতুষ্ঠীর—গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তব

করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। সায়নাচার্য্য এই যাতুষ্ঠিরের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-২। ১৩।১১।

যাত্রেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, যাত্রেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা না করিলে যাত্রা বিফল হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

যাদবী—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বাহুর পত্নী। নরপতি বাহু হৃতর হইয়া বনবাসে গমন করিলে, যাদবীও স্বামীর সহগমন করেন। তথায় বাহু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গর্ভবতী যাদবী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হন। তাঁহার সপত্নী তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার ইচ্ছায়, তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। যাদবী চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব মুনি তাঁহাকে নিবারণ করেন। যাদবী ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়া, সগর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৮৮। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সগর দেখ। (২) শিশুপালের মাতার নাম ছিল যাদবী। মহাভা-সভা-৬২।

যাদক—ঊনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

যাদ্ব—বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"তুমি অতিথিবৎসল (সুদাসের) সুখ সম্পাদন করিয়া যাদ্বকে বশীভূত কর।" সায়নাচার্য্য এই যাদ্বের কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৭।১৯।৮।

যান—দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অনুমন্তা দেখ।

যাবিক—পুণ্যজনী নামক পত্নীর গর্ভজাত যক্ষ মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

যাম—(১) দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশজন পুত্র জন্মে তাঁহারা সকলেই যাম নামে খ্যাত। যজ্ঞের নামান্তর ছিল যম। এইজন্য তৎপুত্রগণ যাম নামে বিদিত ছিলেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। যজ্ঞ দেখ। (২) যজ্ঞের এই পুত্রেরাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন। তাঁহারা উত্তরদিকে বাস করিতেন। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। মার্ক-৫০। দেবীভা-৮স্ক-৩। বৃহন্না-৩৭। কূর্ম্ম-পূ-৮। বিষ্ণু-১ম-৭। ভাগ-১স্ক-৩। (২) পূর্ব্বকালের মরাচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামক দেবতা হয়েন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। যাম দেবগণের নাম—যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি (প্রজাপতি—বায়ু), বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

যামিনী—দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যার

অন্যতমা ও অরিষ্টনেমীর চারি পত্নীর একজন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। যামী, তিমি, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমী দেখ।

যামী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। যামীর গর্ভে নাগবীথি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ২১৮। বায়ু-৬৬। ভাগ-৬স্ক-৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। গরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। কূর্ম্ম-পূ-১৬। লি-পূ-৬৩। (২) তার্ক্ষ্যের অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল যামী। তাঁহার গর্ভে শলভসকল জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। বিনতা ও কদ্রু দেখ।

যামুনি—অনসূয়, নকুবর, স্নাতপ, রাজবর্ত্তপ, শৈশিরোদবহি, সৈবন্ধি, রৌপসেবকি, যামুনি, কাদ্রু, পিঙ্গাক্ষি, সজাতম্বি ও দিবরষ্টাশ্ব, এই সকল কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ। এই সকল বংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মৎ-১৯৯।

যাম্য—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতাদের গণের নাম ছিল যাম্য। দেবীপু-৪৬। স্বায়ম্ভুব মনু ও যাম দেখ।

যাম্যা—শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত কালিকার যুদ্ধকালে, বিভিন্ন দেবগণের শক্তিগণ, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন। যম-শক্তি যাম্যা দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মহিষে আরোহণ করিয়া, দেবীর সাহায্যার্থ আগমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮। শক্তি দেখ।

যাহুষ—অশ্বিদ্বয় যাহুষকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঋক্-৭। ৭১।৫।

যুক্ত—(১) অজিত নামে খ্যাত ব্রহ্মার তেত্রিশজন মানস পুত্রের মধ্যে একুশজন ত্বিষিমান নামে বিখ্যাত। যুক্ত ঐ ত্বিষিমান দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। ত্বিষিমন্তগণ, অমৃতবান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৩) ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। ভৌত্যমনু ও অজিত দেখ।

যুগ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপ য[illegible] ক্রতুসুতগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। স্বারোচিষ মনু ও আপ দেখ।

যুগদত্ত—ভরতবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পুত্র। মৎ-৪৯। অনুহ ও বিষ্বক্‌সেন দে[illegible]

যুগন্ধর—(১) বৃষ্ণি-বংশীয় দ্যু[illegible] পুত্র। অনঙ্গ ও দ্যুম্নী দেখ। [illegible] যদুবংশীয় ভূমির পুত্র যুগন্ধর। হরি-হরি-৩৪, ১৬০। (৩) যদুবংশীয় কুণি[illegible] পুত্র যুগন্ধর। ভাগ-৯স্ক-২৪। [illegible] পূ-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৪) [illegible] বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র কুণি। কুণির পুত্র যুগন্ধর। গরু-পূ-১৪৩। যুযুধান ও অসঙ্গ দেখ। (৫) চন্দ্রবংশীয় রাজা শতানীকের মন্ত্রী। বিধূম নামক বসুর

অন্যতম ভৃত্য মাল্যবান্ যুগন্ধরের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪। মাল্যবান্ দেখ। (৬) যদু-বংশীয় ভূতিব পুত্র যুগন্ধব। বায়ু-৯৬। ভূতি দেখ।

যুগপৎ—মৌনেয় নামে খ্যাত ষোল জন দেব-গন্ধর্ব্বেব অন্যতম। বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। উগ্রসেন ও মৌনেয দেখ।

যুগাদিদেব—সত্যযুগে যুগাদিদেব নামে একজন পবম-ধার্ম্মিক বাজা ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৭।

যুগাধ্যক্ষ—কোবিদাব তীর্থে পিতা-মহ ব্রহ্মা যুগাধ্যক্ষ নামে পূজিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৭। ব্রহ্মা (১৩৬-খ) দেখ।

যুতায়ু—মগধেব জবাসন্ধবংশীয শ্রুত-শ্রবাব পুত্র যুতায়ু। তৎপুত্র নিবমিত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। অযুতায়ু দেখ।

[illegible] যদুবংশীয শিনিব পুত্র। যু[illegible]েব তনয সত্যক। লি-পূ-৬৯। বৃষ্ণি ও শিনি দেখ।

যুদ্ধতুষ্ট—যদুবংশীয উগ্রসেনেব অন্য-তম পুত্র ও কংসেব ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন ও ভূময় দেখ।

যুদ্ধমুষ্টি—(১) যদুবংশীয উগ্রসেনেব অন্যতম পুত্র ও কংসেব অন্যতম ভ্রাতা। মৎ-৪৪। উগ্রসেন ও ভূময় দেখ। (২) কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টি ইহাবা উগ্রসেনের পুত্র ছিলেন। অগ্নি-২৭৫। (৩) উগ্রসেনের নয় পুত্রেব নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বাষ্ট্রপাল দেখ।

যুদ্ধোন্মত্ত—জনৈক বাক্ষস-সেনা-পতি। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহাব গৃহ দগ্ধ কবেন। বামা-সুন্দ-৫৪।

যুধাজিৎ—(১) কেকয়বাজ যুধাজিৎ ভবতেব মাতুল ছিলেন। তিনি ভব-তেব পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে সঙ্গে লইযা গন্ধর্ব্বগণেব দেশ অধিকাব কবিতে গমন কবেন। বামা-অযো-৭০; উত্তবা-১১৩, ১১৪। (২) যদুবংশীয় বৃষ্ণিব অন্যতমা পত্নী মাদ্রীব গর্ভে যুধাজিৎ, কৃতলক্ষণ প্রভৃতি পাঁচপুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) আবাব ঐ অধ্যাযেবই অন্যত্র আছে বৃষ্ণিবংশীয অনমিত্রেব পুত্র যুধাজিৎ, বৃষভ ও ক্ষত্র। (৪) বৃষ্ণি-তনয় যুধাজিৎ,। তৎপুত্র পৃষ্ণি। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বৃষ্ণি দেখ। (৫) অন্ধক বংশীয় ক্রোষ্টুব অন্যতমা পত্নী মাদ্রীব গর্ভে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র ও শিনি নামে চাবি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) আবার ঐ অধ্যায়েবই অন্যত্র আছে বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রেব তিন পুত্র—যুধাজিৎ, ঋষভ ও চিত্র। (৭) সাত্বতের পুত্র বৃষ্ণির দুই তনয়—

যুধাজিৎ ও সুমিত্র। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৮) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র, তৎ-পুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের তনয় অন-মিত্র ও শিনি। গরু-পু-১৪৩। সুমিত্র ও শিনি দেখ।

যুধামন্যু—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষীয় একজন সেনাপতি। তিনি কৌরবদিগের হস্তে নিহত হন। মহাভা-উদ্-১৩৯ ; কর্ণ-৬।

যুধিষ্ঠির—কুরুবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধর্ম্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রন যুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি জন্মিবামাত্র এই দৈববাণী হয়, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন-বিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔবসবৎ প্রজা পালন করিবেন।" (মহাভা-আদি-১২৩)। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থির-সৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্‌গুণদ্বারা চালিত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুর্য্যোধনাদি ধৃত-রাষ্ট্র তনয়দের চক্রান্তে পঞ্চ পাণ্ডব বারণাবত নগরীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অবস্থানের জন্য যে ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই গৃহের নির্ম্মাণ সন্দেহজনক বোধ হওয়াতে যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে পরামর্শ দিয়া, সেই গৃহ হইতে পলায়নের জন্য এক সুড়ঙ্গ খনন করাইয়া রাখেন এবং পুরোচন নামক দুর্য্যোধনের অনুচর যখন গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, তখন যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতৃগণসহ সেই সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করেন। তৎপরে তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাসদেবের পরামর্শে একচক্রা নগরীতে যাইয়া বাস করিতে লাগি-লেন। তথায় অবস্থান কালে কুন্তী-দেবী যখন ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপ-কারার্থ ভীমকে বক রাক্ষসের সমীপে গমন করিতে বলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু কুন্তীদেবী তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক ভীমকে প্রেরণ করেন। একচক্রা হইতে অন্যত্র গমনকালে পথিমধ্যে অঙ্গারপর্ণ নামক গন্ধর্ব্বরাজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহারই আদেশে গন্ধর্ব্বরাজ মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে গমন করিয়া মুনিবর ধৌম্যকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করেন ও

তাঁহার পরামর্শে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। তথায় অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কুন্তীকে বলিলেন,—"অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।" কুন্তী গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। সবিশেষ না জানিয়াই বলিলেন—"যাহা পাইয়াছ সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" পরে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সকলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অপারগ হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"আমাদের মাতার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিব।" বিবাহের পর পাণ্ডবেরা পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে খাণ্ডবপ্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, একজন যখন দ্রৌপদীর সকাশে উপস্থিত থাকিতেন, তখন অপর কোনও ভ্রাতা তথায় যাইতে পারিতেন না। একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন কার্য্যানুরোধে তথায় উপস্থিত হন। এই নিয়মভঙ্গাপরাধে অর্জ্জুন পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে দ্বাদশবর্ষকালের জন্য বনবাসে গমন করেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পান। কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। অর্জ্জুন বনবাসান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ময়দানব অর্জ্জুনের অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের জন্য ভুবনে অতুলনায় এক সভা নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ দান ও সাহায্য করেন। একদিকে যেমন ইন্দ্রপ্রস্থে যজ্ঞায়োজন হইতে লাগিল অপর দিকে তেমনি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে প্রত্যাগমন করিলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করেন। যথাকালে ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করেন। সেই যজ্ঞে তৎকালীন রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই যজ্ঞে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই বহুমূল্য উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধনাদি প্রত্যা-

বর্ত্তন করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের মুখে যুধিষ্ঠিরাদির যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ শুনিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি কপট স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শকুনি দ্বারা তাঁহাদিগকে দ্যূত ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে অক্ষ ক্রীড়া করিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে দুর্য্যোধনাদির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হইলেন। সেই দ্যূত ক্রীড়াই তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইল। তিনি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এবং শকুনির শঠতায় ক্রমে ক্রমে সমুদয় ধন, সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত ও পরাজিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। রাজ্য-সম্পদ সমুদয় হারাইয়া, আর পণ রাখিবার মত কোনও দ্রব্যের সন্ধান না পাইয়া, তিনি একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এবং পরিশেষে নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় দ্রৌপদীকেও পণ রাখিলেন। ধূর্ত্ত শকুনি সমুদয় জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ তখন নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি নানাবিধ অশিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া পরম অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া, দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনাদিকে অশেষ তিরস্কার করিয়া পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের সমুদয় ধন সম্পত্তিসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা তাঁহার পুত্রগণের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ মোহ হইয়াছিল যে, অক্ষক্রীড়া পরম দোষাবহ ও সর্ব্বনাশকর বুঝিতে পারিয়াও, পুনরায় ক্রীড়াতে মত্ত হইলেন। এইবার পণ রহিল যে, দ্যূতে পরাজিত হইলে পরাজিতকে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক, মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে বাস করিতে হইবে। এই ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরাজিত হইলেন। তখন পণ অনুযায়ী যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও অপর চারি ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। (মহাভা-আদি-১৩২-১৩৬, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৬২, ১৭০, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৭, ২১৩, ২২২।

সভা-৩, ৪, ১২, ২৫-৩২, ৩৫, ৪৭-৭৯।) পাণ্ডবদিগের বনে অবস্থান কালে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ প্রায়ই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেন। তাঁহারা বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষকাল পরম সুখে বনে যাপন করেন। ঐ সময়ে একদিন দ্রৌপদী কৌরবগণের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদিগের অশেষ নিন্দাবাদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশোধ লইতে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু যুধিষ্ঠির নানাবিধ উপদেশ দিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধ শান্তি করেন। বনবাস কালে মহর্ষি ধৌম্য পাণ্ডবদিগের সহচর ছিলেন। যে সকল মুনি ও তপস্বীগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের উপদেশে পাণ্ডবগণ নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। ঐ বনবাস কালেই অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ তপস্যা করিবার জন্য গমন করেন। বনে অবস্থান কালে একদিন ভীম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণাকার অজগর সর্পকর্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্বেষণে গমন করেন এবং ভীমকে অজগর সর্পাক্রান্ত দেখিতে পান। যুধিষ্ঠির সেই সর্পের নিকট ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করেন। সর্প বলিলেন—"তুমি যদি আমার প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিতে পার, তবে তোমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিব।" যুধিষ্ঠির যথাসাধ্য উত্তর দিতে সম্মত হইলে, সেই সর্প যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠির ও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া ভ্রাতাকে মুক্ত করেন। তাহার কিছুকাল পরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় একদিন পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হন এবং পাণ্ডবদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিবরণ লোকপরম্পরায় দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর হইল। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাগণ, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি মন্ত্রণাদাতা ও চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজকে সহায় করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার জন্য বনে গমন করেন। তথায় পাণ্ডবদিগের হস্তে দুর্য্যোধনের সহায়গণ বিলক্ষণ নিগৃহীত হন। গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন প্রভৃতি ধৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট নীত হন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। একদিন পানীয় জল আনয়নার্থ যুধিষ্ঠির নকুলকে প্রেরণ করেন। নকুলের প্রত্যাগমনে অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া সহদেবকে অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপে ক্রমে অর্জ্জুন ও ভীমও প্রেরিত হন। তাঁহাদের কেহই প্রত্যাগমন করিতেছেন না দেখিয়া, পরিশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং অনুসন্ধানে গমন করেন এবং

দেখিতে পান চারি ভ্রাতাই এক সরোবর তীরে মৃত পতিত রহিয়াছেন। সেই সরোবর তীরে এক যক্ষকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে ভ্রাতাদের ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যক্ষ বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাগণ তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া ঐ সরোবরের জলপান করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির যদি তাঁহার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর না দিয়া, জলপান করেন, তবে তিনিও ভ্রাতৃগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলেন যে, জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি যক্ষের প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ তাঁহাকে নানা বিষয়ে বহুপ্রশ্ন করেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার যথাযথ উত্তর দেন। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলেন,—"তোমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে কোনও একজন মাত্র তোমার ইচ্ছানুসারে জীবিত হইবেন।" তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি নকুলের প্রাণ দান করুন।" যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহারথ ভ্রাতৃগণের পরিবর্ত্তে নকুলের প্রাণভিক্ষা করিলে কেন?" যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা উভয়েই আমার জননী। জননী কুন্তীর পুত্রদের মধ্যে আমি জীবিত রহিয়াছি। জননী মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যেও একজন জীবিত থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা। এই জন্যই আমি নকুলের প্রাণভিক্ষা করিয়াছি।" যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া যক্ষ অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চারি ভ্রাতাকেই পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর কাল অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে এইরূপ সর্ত্ত ছিল। সেই অজ্ঞাত বাসের কাল উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ কিংকর্ত্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। (মহাভা-বন-২৭-৩১ ; ১১৭, ১৫৮, ১৬২, ১৭৬-১৮০ ; ১৮১-২০০ ; ২৫৪-২৪৭ ; ৩১ - ৩১৩)। মন্ত্রণায় স্থির হইল যে তাঁহারা ছদ্মবেশে মৎস্যরাজ বিরাটের আশ্রয়ে বাস করিবেন। ভ্রাতৃ পঞ্চকের মধ্যে যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন যে, তিনি অক্ষক্রীড়াকুশল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক মৎস্যরাজ বিরাটের সভাসদ্ রূপে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিবেন। এই ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীতে গমন করিয়া, পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ছদ্মবেশ গ্রহণানন্তর বিরাট রাজপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তথায় অবস্থান করিবার সময়ে কঙ্ক নামে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। পাণ্ডবগণের বিরাট-রাজ-ভবনে অবস্থান কালে

বিরাট-রাজ সেনাপতি কীচক, ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। এই সংবাদ পাইয়া ত্রিগর্ত্ত-রাজ সুশর্ম্মা বিরাট-রাজের গোধন অপহরণ করিবার প্রয়াস পান। বিরাট ছদ্মবেশী পাণ্ডবদিগের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকেই সিংহাসনে স্থাপন করিতে বাসনা করেন। যুধিষ্ঠির অবশ্য তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ত্রিগর্ত্ত-রাজের পরাভবের পর দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করেন। সেইবারও ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ বিরাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই অভিযান কালেই অর্জ্জুন বিরাট-তনয় উত্তরের নিকট নিজেদের পরিচয় দেন। যুদ্ধান্তে সকলে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মৎস্য-রাজ বিরাট সভাসদ কঙ্কের (যুধিষ্ঠিরের) সহিত অক্ষক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রীড়মান অবস্থায় বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের শৌর্য্য বীর্য্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছিলেন যে, উত্তর কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীবর্গকে বৃহন্নলা (অর্থাৎ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন) ব্যতীত আর কেহই পরাভূত করিতে সমর্থ নহে। বিরাট তাহা শুনিয়া ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে পাশা-দ্বারা আঘাত করেন এবং তৎফলে যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। পরে বিরাট নিজ পুত্র উত্তরের নিকটে অবগত হইলেন যে, বাস্তব-পক্ষে বৃহন্নলাই যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে পরাজিত করেন। তখন অনুতপ্ত হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরে উত্তর যখন পিতার নিকট ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের সম্যক পরিচয় দিলেন, তখন বিরাট পরম প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির নিকট পূর্ব্বকৃত অসৌজন্য ও অন্যান্য অজ্ঞাত অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। (মহাভা-বিরাট-১-৭, ২২, ৩০-৭১।) বিরাট নরপতি পাণ্ডবদের সম্যক পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাদের বনবাসের কারণ জানিয়া যাহাতে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির সংগ্রাম ব্যতিরেকে যাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন যখন কিছুতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন না বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধ করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। (মহাভা-উদ-১-৩, ২২-২৯) কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গনে যুযুৎসু যুধিষ্ঠির কৌরবদিগের অগণ্য সৈন্য এবং ভীষ্মাদিকৃত ব্যূহ দেখিয়া অতিশয় ভীত হন। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ

আশ্বাস বাক্য দ্বারা তাঁহার ভীতি অপনোদন করেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির প্রথমে পদব্রজে ভীষ্মাদি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। প্রথমে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং ভীষ্মকে তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। ভীষ্ম বলেন,—"আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহই নাই। তদ্ভিন্ন এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।" অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং তাঁহাকেও তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। দ্রোণাচার্য্য বলেন, "সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব এবং তাহা হইলে আমাকে বধ করিতে পারিবে, অন্যথা নহে।" দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থের বশীভূত হইয়াই যে তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অন্য কি উপায়ে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"আচার্য্য! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়াই অচেতন হইয়া পড়িলেন। কৃপাচার্য্য তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন,—"বৎস, আমি অবধ্য; তথাপি আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।" অনন্তর যুধিষ্ঠির শল্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সমরক্ষেত্রে কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।" শল্য তাহাতে সম্মত হইলে যুধিষ্ঠির নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে কৌরবদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠির অশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বহু কৌরবসৈন্য ও সেনাপতিকে বধ করেন। পরিশেষে ভীষ্মহস্তে অগণ্য পাণ্ডবসৈন্যের নিধন দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং বাসুদেবের পরামর্শে ভীষ্মের নিকট তাঁহার বধোপায় জানিবার জন্য গমন করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরকে নিজ বধোপায় বলিয়া দিলেন। (মহাভা-ভীষ্ম-২১, ৪৩, ১০৮)। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ

শুনিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় শোকাকুল হন। তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকা সংবলিত সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনোদন করেন। দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিজপক্ষীয় বহু সেনাপতি ও সৈনিককে নিহত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তখন বাসুদেব তাঁহাদিগকে, যাহাতে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করেন, সেই কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন। তখন ভীম অবন্তীরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে বলিয়া, আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রথমে ঐ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দ্রোণাচার্য্য যদি ক্রুদ্ধ হইয়া, আর অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত পাণ্ডবকুল ধ্বংস হইবে। অতএব তিনি যাহাতে অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহার উপায় অবলম্বন করুন। ভীম হইতে অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য সম্যক্ বিশ্বাস করেন নাই। এক্ষণে আপনি যদি দ্রোণাচার্য্যকে এই সংবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তিনি বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।" বাসুদেবের এই পরামর্শ নিতান্ত অধর্ম্মোচিত জানিয়াও যুধিষ্ঠির উপায়ান্তর না দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্য সমীপে যাইয়া, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এই কয়টি কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া অতি নিম্নস্বরে "হস্তী" কথাটি উচ্চারণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত। কিন্তু ঐ মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, রথ ধরাতল স্পর্শ করিল। (মহাভা-দ্রোণ-৫২-৭১, ১৯১)। কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের হস্তেই মদ্ররাজ শল্য নিহত হন। ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া, পূর্ব্ব বৈর স্মরণপূর্ব্বক যখন দুর্য্যোধনের মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ঐরূপ অশিষ্ট আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া দুর্য্যোধনকে, নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলেন। (মহাভা-কর্ণ-৬৯, শল্য-১৭,৬০)। কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে জয় লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি হইল না। রাজ্য-লোভে যে অতি নিকট আত্মীয়গণকে এবং পরম সুহৃদ্গণকে বধ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরের মনে অশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে পরিতাপসূচক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণ নানাবিধ প্রবোধ-বাক্য দ্বারা তাঁহার শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই

যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি লাভ হইল না। পরন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার শোকাগ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কুন্তী কর্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের কথা গোপন রাখিয়া ছিলেন বলিয়া, সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ ক্রোধ হইল এবং তিনি অভিসম্পাত দিলেন যে, কোনকালেই কোন রমণী কোনও বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না। কোনও মতে যুধিষ্ঠিরের শোকের উপশম হইতেছে না দেখিয়া, বাসুদেব তাঁহাকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বধ-জনিত শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনিয়াছি। আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ দিয়া, তাঁহার শোক দূর করুন।" ভীষ্ম যথাসাধ্য তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবাদি পরিবৃত হইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষ-ধর্ম্মবিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। ভীষ্ম-প্রদত্ত ঐ সকল উপদেশই মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (মহাভা-শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়)। ভীষ্মের সারগর্ভ উপদেশে যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শোকশান্তির জন্য ব্যাসদেব তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে অগত্যা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন কিন্তু তাহাতেও তাহার শোক সম্যক্ দূরীভূত হইল না। তিনি কেবল কর্ত্তব্য বোধেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর প্রভৃতি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। একদিন অরণ্যে যুধিষ্ঠির তপস্যারত বিদুরকে দেখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যান। তিনি তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আশ্রমের অনতিদূরেই তিনি বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিদুর আবার অদৃশ্য হইলেন তখন যুধিষ্ঠির বিদুরের অন্বেষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন, বিদুর এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

নিজ পরিচয় দিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় সমুদয় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বিদুরের দেহ স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল, "মহাত্মা বিদুর যতি ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য আপনি শোক করিবেন না ও তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না।" এই দৈববাণী শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে, নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে দগ্ধ হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বিবরণ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু জীবন দুর্ব্বিসহ হইলেও, তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। (মহাভা-আশ্র-১-৩, ২৬-৩১। আশ্রম-১-৩, ১৪-২৬, ৩৭-৩৯।) কাল-ক্রমে বৃষ্ণি বংশের নিধন ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির অতিশয় বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যপালনের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর পাণ্ডব-গণ দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রস্থান করিয়া, উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে প্রথমে দ্রৌপদী নিপতিত হইলেন, তৎপরে যথাক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীম নিপতিত হইলেন। প্রতিবারেই ভীম তাঁহাদের পতনের কারণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠির বলেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাত করিতেন, সেই পাপে তাঁহার পতন হয়। সহদেব নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, নকুল অতিশয় নিজের রূপের গর্ব্ব করিতেন, অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া অপর ধনুর্দ্ধর দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, এবং ভীম অন্যকে খাদ্যদ্রব্য না দিয়া নিজে অপরিমিত ভোজন করিতেন ও নিজেকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতেন, এই সমুদয় পাপে তাঁহাদের পতন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভূমিপতিত ভ্রাতৃবর্গের দিকে দৃক্‌-পাত না করিয়া, সমাহিত চিত্তে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। কেবল এক সারমেয় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেবরাজ ইন্দ্র রথ লইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভূপতিত ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া একেলা স্বর্গে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহারা মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কেবল তিনি যুধিষ্ঠিরকে নরদেহে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন যুধিষ্ঠির সেই অনুসরণকারী কুক্কুরকে লইয়া স্বর্গে গমন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ সারমেয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথারোহণ করিবার জন্য বারংবার যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সেই সারমেয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ও বলিলেন—"আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুক্কুরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমার অনুগমন করি। আমি পূর্ব্বেও একবার দ্বৈতবনে তোমার পরীক্ষা করি। দুই বারেই দেখিলাম তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন কর।" তখন, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও অন্যান্য দেবতাগণ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দেব-বৃন্দ-পরিবৃত হইয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রথমেই দুর্য্যোধনকে দেবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবরাজ সভায় উপবিষ্ট দেখিলেন। দেখিয়াই পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি পুণ্য ফলে দুর্য্যোধনের স্বর্গলাভ হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিলেন যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেন বটে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই পুণ্যফলেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ কে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইন্দ্রের আদেশে একজন দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে তাঁহারা যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে লইয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নরকে অবস্থান করিতে-

ছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের বিবেচনার নিন্দা করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, যে মনুষ্যমাত্রকেই স্বকৃত কার্য্যের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকেও অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করার জন্য, নরক দর্শন করিতে হইল। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গাদিরও কৃতকার্য্যেব জন্য কিয়ৎকাল নবক ভোগ কবিতে হইবে। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় স্বর্গে গমন করিবেন। অনন্তর দেববাজেব অনুরোধে তিনি মন্দাকিনী জলে স্নান করিলেন। অমনই তাঁহাদের সমস্ত পূর্ব্ব বৈবভাব ও দ্বেষহিংসাদি দূব হইয়া গেল। তখন তিনি পুনবায় আত্মীয় স্বজনদিগেব সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে দেবপুবে বাস কবিতে লাগিলেন। (মহাভাবত মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব দেখ)। (২) ভাবত যুদ্ধান্তে মহাবাজ যুধিষ্ঠিব আত্মীয় স্বজনদিগেব দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া অনুতাপ করিতেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহাকে প্রয়াগ ও নর্ম্মদা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কবিয়া তাঁহাব শোকাপনোদনে সাহায্য কবেন। মৎ-১০৩-১১২, ১৮৬-১৯৪। (৩) বসুন্ধরা দৈত্য-নিকব-ভারে প্রপীড়িতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় দেবসভায় উপস্থিত হন তখন দেবগণ পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য স্ব স্ব তেজোভাগসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অনন্তর ধর্ম্ম প্রথমে ইন্দ্রদেহজাত তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে যুধিষ্ঠির জন্মলাভ করেন। মার্ক-৫। (৪) একবার মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকট সপ্তকল্প বিববণ শ্রবণ করিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প বিবরণ কীর্ত্তন উপলক্ষে নর্ম্মদা, রেবা প্রভৃতি নদীব মাহাত্ম্য এবং বহু তীর্থাদিব উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই সমুদয় বিবরণ স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডেব অন্তর্গত রেবা খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৫) যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে নারদ তাঁহাকে জলন্ধর দৈত্যবধ বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩-১৯। (৬) শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ তিথি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৩৯-৬৩। (৭) দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিবের প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-২২১। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (৮) বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে লীন হওয়ার আখ্যানটী দেবীভাগবতেও (২স্ক-৭) পাওয়া যায়। (৯) গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভার বিবাহ করেন। দেবিকার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের বৌধেয় নামে

এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (১০) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্রের নাম ছিল। হরি-হরি-১৬০। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যুধ্যামধি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজার নাম। সায়নাচার্য্য তাঁহার কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৭।১৮।২৪।

যুবতী—(১) দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩৩ পৃঃ। সংবৎসর-মণ্ডল পূজায় বসন্তাদি ঋতুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। ঐ সকল মূর্ত্তি যুগ্ম-স্ত্রীমূর্ত্তি স্বরূপ। তাঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণ ও গৌর। এই সকল ঋতুমূর্ত্তির নাম বালা, যুবতী, মধ্যা, কিশোরী, বৃদ্ধা ও শিশু। দেবীপু-৫০।

যুবনাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। তৎপুত্র সুসন্ধি। রামা-আদি-৭০। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র অকৃতাশ্ব (অকৃশাশ্ব—অগ্নি) ও রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পু-৬৫। বিশ্বগ দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২। হরি-হরি-১২। বায়ু-৮৮। মান্ধাতা দেখ। (৪) যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে জহ্নুমুনি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩২। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিষ্টরাশ্বের পুত্র ইন্দ্র। ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার পুত্র শ্রাব। শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৬) বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয় শ্রাবস্ত। হরি-হরি-১১। (৭) আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব। অগ্নি-২৭৩। বিশ্বগশ্ব দেখ। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্ববন্ধের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শাবস্ত। দেবীভা-৭স্ক-৯। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শর্য্যাতির পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্তি। সৌর-৩০। (১০) মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। কল্কি-৩য়-৩। ইক্ষ্বাকু দেখ। (১১) অন্ধ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। বায়ু-৮৮। অন্ধ্র ও প্রসেনজিৎ দেখ। (১২) চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯স্ক-৬। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। বিশ্বগন্ধি দেখ। (১৩) সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ভাগ-৯স্ক-৬। হরিণাশ্ব ও সেনজিৎ দেখ। (১৪) শ্যেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা ও নিষেধ। নিষেধের পুত্র বাহুক। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৫) বিশ্বের পুত্র আদ্র। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের তনয় শাবস্ত। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১৬) বিশ্বগশ্বের পুত্র আদ্র। আদ্রের পুত্র যুবনাশ্ব তৎপুত্র শ্রাবস্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১৭) মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষকে পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঐ অম্বরীষের পুত্রের

নামও যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয় হারীত। ভাগ-৯স্ক-৭। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বকের পুত্র আর্দ্রক। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। তিনি মহর্ষি গৌতমের পরামর্শে বাসুদেবের আরাধনা করিয়া শ্রাবস্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১৯) অকর্ণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র মান্ধাতা। কূর্ম্ম-পূ-২০। সংহতাশ্ব দেখ। (২০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশ্বরাতের পুত্র আর্দ। আর্দের পুত্র যুবনাশ্ব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। গরুড়-পূ-১৪২। (২১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় হতাশ্বের পুত্র পূজাশ্ব। তৎপুত্র যবনাশ্ব। যবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। গরুড়-পূ-১৪২। হিতাশ্ব দেখ। (২২) মনুর বংশীয় নরপতি রণাশ্বের পুত্র যব-নাশ্ব। যবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। লিঙ্গ-পূ-৬৫। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে অম্বরীষের পুত্র যবনাশ্ব তাহার পুত্র হরিত। (২৩) যব-নাশ্ব নরপতি ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় রাজ্য, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় সন্তান প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া-ছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৩৪। (২৪) যুবনাশ্ব, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, অজ, ধুন্দ ও ক্ষুপ প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ বা ঐ মাসের শুক্ল পক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনুশা-১১৫। মান্ধাতা ও যযাতি দেখ। (২৫) মনুবংশীয় আর্দ্রক হইতে যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্তী জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৫। (২৬) শূলি নামক শিবা-বতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শিব দেখ। (২৭) দণ্ডী নামক মহাদেবের অব-তারের শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। শিব দেখ। (২৮) অঙ্গিরা-বংশীয় তেত্রিশ জন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষির অন্য-তম। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৩৫। অজমীঢ় দেখ।

যুযুৎসু—(১) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে বয়ঃ-ক্রম অনুসারে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে জন্মেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য ভ্রাতাদিগের ন্যায় তিনি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। বরঞ্চ পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য, দুর্য্যোধনাদিকে বহু-বার অনুরোধ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। মহভা-আদি-৬৭,১১৫। (২) যুযুৎসুর মাতার নাম সৌবলী। দেবীভা-২স্ক-৬।

যুযুধান—(১) যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র। তাঁহার পুত্র অসঙ্গ। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কূর্ম্ম-পূ-২৪। মৎ-৪৫।

(২) যুযুধানের পুত্র ধুনি। অগ্নি-২৭৫। (৩) যুযুধানের পুত্র জয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪) যুযুধানের পুত্র ভূতি। বায়ু-৯৬। যুযুধানের নামান্তর সাত্যকি। সাত্যকি দেখ।

যুস্নায়ন—জনৈক মুনি। তিনি ভবিষ্যৎকালে ব্যাস হইবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ।

যূথপ—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের ধূম্রপরাশর নামক শাখার অন্তর্গত অন্যতম ঋষি। মৎ-২০১। পরাশর ও খল্যায়ন দেখ।

যূথী—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রূপিনী গোপিকাদের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

যূপ—ঋগ্বেদোক্ত দেবতা বিশেষ। তিনি বিশ্বদেব নামেও পরিচিত। বিশ্বামিত্র ঋষি যূপ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-৩।৮।১-১১।

যূপকেতু—(১) একজন রাজা। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। মহাভা-সভা-৪৩, স্ত্রী-২৪। (২) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। তিনি নিজ পিতা কর্ত্তৃক বিদিশা নগরীতে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যা-রামা-উত্ত-৯।

যূপধ্বজ—কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত একজন রাজা। মহাভা-স্ত্রী-২৪।

যূপাক্ষ—অন্যতম রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬।

যোগ—(১) ব্রহ্মা হইতে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। করণ ও সাবিত্রী দেখ। (২) ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা ক্রিয়ার গর্ভে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৩) কল্কির অনুচর যোগের সহিত কলি-অনুচর আধির যুদ্ধ হয়। কল্কি-৩য়-৬।

যোগদা—ভক্তিদা ও সীতা দেখ।

যোগনন্দিনী—(১) পাতাল-তলের সমষ্টির পরিমাণ চারি লক্ষ, নব্বই হাজার যোজন। তাহার পর বিশাল জলরাশি। তাহার নিম্নভাগে কোটী যোজন ব্যাপী নরক অবস্থিত। সেই নরকের নিম্নে কালাগ্নি। তাহার নীচে তমোরাশি। তৎপরে অণ্ডকটাহ নামক স্থান। এই অণ্ডকটাহের মধ্যভাগে বসুধামা, শঙ্খপাল, তক্ষকেশ ও কেতুমান নামে চারি দিক্‌পাল ইহা-ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক রক্ষা করেন। হরসিদ্ধি, সুপর্ণাক্ষী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী, ইহাঁরা যথাক্রমে ঐ চারি দিক্‌পালের শক্তি স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯,৪৭।

যোগনিদ্রা—(১) কল্পের অবসান হইলে ভগবান্‌ আদি-পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া নিদ্রাগত হইলে, ব্রহ্মা

সেই আদি পুরুষের নাভিকমলের উপর অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া, তখন সেই ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়া মধুকৈটভ দানবদ্বয়কে বধ করেন। পদ্ম-ক্রি-১ ' দেবীভা-৩স্ক-২। (২) দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণের অংশে বলদেবের উৎপত্তি হইলে, বিষ্ণু-নিযুক্তা যোগনিদ্রা তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫ ; ৫ম-১। অগ্নি-১২। (৩) উমাদেহ-সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের (মতান্তরে বাসুদেবের) আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। লি-পূ-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য দেবগণ সহ যোগনিদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৫) শিব সতীশোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত ও নিরাকুল করিবার জন্য, মহামায়া যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী যোগনিদ্রা মহাদেবের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২৪। শিব ও সতী দেখ। (৬) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

যোগমাতা—(১) ব্যাসদেব-তনয় শুকদেবের কন্যা। কীর্ত্তিমতী ও গৌর দেখ। (২) সীতা দেখ।

যোগমায়া—(১) যশোদার গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া যোগমায়াকে আনিয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। কংস তাঁহাকেই দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানে বধ করিবার জন্য, শিলাতলে নিক্ষেপ করেন। তখন সেই বালিকা আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া কংসকে আহ্বানপূর্ব্বক বলেন, "তুমি আমাকে বধ করিয়া কি করিবে। তোমাকে যিনি বধ করিবেন তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন।" এই কথা বলিয়া যোগমায়া অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি-১২। দেবীভা-৪স্ক-২৩। গর্গ-গোল-১১। গর্গ-বল-৫। বিষ্ণু-৫ম-২। (৩) ভগবান্ হরি ভূভার হরণের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া, যোগমায়াকে নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মলাভ করিতে আদেশ দেন। যোগমায়া বিষ্ণু-নির্দ্দেশে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, কৃষ্ণা, চণ্ডিকা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী,

শারদা ও অম্বিকা এই সকল নামেও অভিহিতা হন। ভাগ-১০স্ক-২। গর্গ-গোল-৫। (৩) নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীই যোগমায়ারূপে প্রসিদ্ধা। নারায়ণ যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন যোগমায়া লক্ষ্মীও সীতারূপে জন্মলাভ করেন। অধ্যা-রামা-অযো-৫; স্কন্দ-১। সীতা দেখ।

যোগযোগী—দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। দেবীপু-১২৭।

যোগসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

যোগা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নয়জন বিষ্ণুর পীঠ-শক্তি বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রঃ-২৪২ পৃঃ।

যোগাচার্য্য—কোনও সময়ে শম্ভু নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মহাতেজা, মহাযশা, যোগাচার্য্য ও ব্রহ্মবিৎ, মতিমান্, সাংখ্যাচার্য্য কপিলের রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। হরি-হরি-১৯০। শিব দেখ।

যোগিনী—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা বাগ্নন শক্তি। তন্ত্র-৩০৮পৃঃ। (২) ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে যোগিনী নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী অবস্থান করেন। দেবীপু-৩৯। সীতা দেখ।

যোগিনীগণ—(১) তাঁহারা মহেশ্বরীর সহচরী ও তাঁহারই ন্যায় পূজনীয়া। বিভিন্ন সময়ে যোগিনীগণ দেবীর সাহায্যার্থে অথবা তাঁহার উপদেশে নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। যোগিনীগণের সংখ্যা সর্ব্বমোট চৌষট্টিজন। কোনও কোনও স্থলে অষ্ট যোগিনীর উল্লেখও পাওয়া যায়। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চৌষট্টিজন যোগিনীরই অন্তর্ভূত (যোগিনীগণের তালিকা শেষে দেওয়া হইল)। রাজা দিবোদাস যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে কাশী হইতে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং তথায় যাইয়া বাস করিবার উদ্দেশে মহাদেব যোগিনীগণকে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৪, ৪৫। শিব দেখ। (২) সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী এই আট যোগিনীকে যথাযথ সাধন করিলে সাধকের নিখিল অর্থ সিদ্ধ হয় ও সকল প্রকারে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রসার-৬৪০-৬৪৯ পৃঃ। (৩) বিশালাক্ষী দেবীর পূজায় সমস্ত পদ্মের আটটি দলে পদ্মজাক্ষী, বিরূপাক্ষী, রক্তাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা, অষ্টসিদ্ধি-স্বরূপিণী এই অষ্ট যোগিনীর পূজা কর্ত্তব্য। তন্ত্র-৬১২, ৬১৩ পৃঃ। (৪) যোগিনীগণের তালিকা—বর্ণানুক্রমে (ক) অক্ষয়া, অক্ষোভ্যা, অম্বিকা

ইলা, উগ্রা, ঋগবেদী করঙ্কিনী, কালকর্ণী, কৃপণা, ক্রোধনী, ক্ষয়া, ক্ষেমা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবলী, জয়ন্তী, তরলা, তাপিনী, তাম্রজঙ্ঘা, তারা, দুর্জ্জয়া, ধমনী, পিঙ্গাক্ষী, পিশাচী, পিশিতাশা পূতনা, প্রচণ্ডা, প্রণয়া, প্রপঞ্চা, প্রলয়ান্তিকা, বড়বামুখী, বরদা, বলাকেশী, বায়ুবেগা, বিকৃতা, বিকৃতাননা, বিজয়া, বিড়ালী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিমলা বিশালাক্ষী, বিশ্বরূপিকা, বৃহৎকুক্ষী, ভয়ঙ্করী, মহাক্রূরা, মহামনা, মেঘনাদা, যমজিহ্বা, রাক্ষসী রাগিনী, রুক্ষাক্ষী, রুক্ষকর্ণী, রেবতী, লক্তা, লম্বা, লালসা, লীলাময়ী, লোলা, লোলুপা, শিশুবক্তা, সারা, হয়াননা, হুঙ্কারা, ও হুতাশা। ইহাদের মধ্যে কেহ চতুর্হস্তা, কেহ বা অষ্টহস্তা। ইহাঁরা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। ভগবতী ভৈরবী ইহাদের প্রধানা। অগ্নি-৫২। (খ) অপর্ণা, অম্বিকা, ইন্দ্রাণী, ঈশ্বরী, উগ্রচণ্ডা, উমা, কালরাত্রি, কালিকা, কালী, কুষ্মাণ্ডী, কৌমারী, কৌশিকী, ক্ষমা, ক্ষেমঙ্করী, গৌরী, চণ্ডঘণ্টা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডমাতা, চণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চামুণ্ডা, জয়ন্তী, জয়া, তারা, দুর্গা, ধাত্রী, নারসিংহী, প্রিয়ঙ্করী, বলপ্রমথিনী, বলবিকরিণী, বারাহী, বিজয়া, বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী, ভীমা, ভ্রামরী, মনোন্মথিনী, মহানিদ্রা, মহামোহা, মহোদরী, মাহেশ্বরী, মেধা, রুদ্রাণী, রৌদ্রী, শঙ্করী, শাকম্ভরী, শান্তা, শিবদূতী, শিবা, শৈলপুত্রী, স্বাহা, স্বধা ও হৈমবতী। সর্ব্বমোট আটান্ন জন। (এই তালিকা যে যে অধ্যায়ে আছে সেই সব জায়গায় একই নামে একাধিক যোগিনীর উল্লেখ আছে। সেই সমুদয় নাম যোগ করিলে সর্ব্বমোট চৌষট্টিজন হইতে পারে)। কালিকা-৫৬, ৬১, ৬৩। (গ) দিবোদাস রাজাকে কাশী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মহাদেব যে সমুদয় যোগিনীগণকে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের নাম—অট্টাট্টহাসা, অষ্টবক্ত্রা, অস্ত্রমালিনী, উলূকিকা, উষ্ট্রগ্রীবা, ঊর্দ্ধদৃক, কটপূতনা, কপালহস্তা, কপোতিকা, কাকতিণ্ডিকা কামাক্ষী, কালী, কুব্জা, কেকরাক্ষী, কোটরাক্ষী, কোটরী, ক্রৌঞ্চি, গজাননা, গর্ভভক্ষা, গৃধ্রাস্যা, চণ্ডবিক্রমা, তাপনী, দণ্ডহস্তা, দন্দশূককরা, ধূম্রনিশ্বাসা, পাপহন্ত্রী, পাশহস্তা, প্রচণ্ডা, প্রেতবাহনা, বলাকাস্যা, বসাধরা, বানরাননা, বারাহী, বিকটলোচনা, বিকটাননা, বিদ্যুৎপ্রভা, বৃহৎকুক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, বৃষাননা ব্যাত্তাস্যা, ব্যোমৈকচরণা, ময়ূরী, মার্জ্জারী, মৃগলোচনা, মৃগশীর্ষা, মৃগাক্ষী, রক্তাক্ষী, রুধিরপায়িনী, লোলজিহ্বা, শবহস্তা, শিবারবা, শিশুঘ্নী, শুকী, শুষ্কোদরী, শোষণীদৃষ্টি, শ্বদংষ্ট্রা, শ্যেনী, সর্পাস্যা, সিংহমুখী,

সুরাপ্রিয়া, স্থূলকেশী, স্থূলনাসিকা ও হয়গ্রীবা। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিনীগণের নাম জপ করে তাহার দুষ্ট বাধা দূর হয়। এই সকল নাম পাঠ করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনওরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিণীগণের গর্ভ বেদনা শান্তি হয়। যুদ্ধে, রাজসভায় ও বিচারে জয়লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (ঘ) রক্তাক্ষের সহিত অম্বিকার যখন যুদ্ধ হয়, তখন বহুতর যোগিনী দেবীর সঙ্গে থাকিয়া দানবানুচরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ঐ সকল যোগিনীর নাম— অপর্ণা, অবিদ্যা, আদ্যা, উমা, ওঙ্কারাত্মা, কলা, কল্যাণী, কাত্যায়ণী, কুণ্ডলিনী, কুব্জা, কুলজা, কৃষ্ণা, ক্ষেমঙ্করী, গুহাশয়া, গৌরী, গ্রহনক্ষত্রমালিনী, চন্দ্রমণ্ডলা, চামুণ্ডা, ত্বরিতা, ত্রিপুরা, দীক্ষা, দুর্গা, ধ্রুবা, নন্দা, নিত্যা, নিষ্কলা, পরমাকলা, পুরাণাম্বীক্ষিকী, বিদ্যা, বিষমলোচনা, বেদাঙ্গজননী, ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণ-প্রিয়া, ব্রাহ্মণী, ভগবতী, ভদ্রা, ভাবগম্যা, ভ্রামরী, মনোহতিগা, মহাভদ্রা, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মায়াবী, যোগগম্যা, যোগসম্ভাবা, যোগিনী, রেবতী, শঙ্করপ্রিয়া, শব্দা, শান্তিকরী, শাম্ভবী, শিবদূতী, শিবা, শুদ্ধা, শোভনা, সর্ব্বগতা, সর্ব্ব-মঙ্গলা, সর্ব্বা, সহজা, সুষুম্না ও হরসিদ্ধি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

যোগিনীকালী—শুম্ভ দৈত্যের অনুচর রুরু দানব প্রভুর আদেশে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে, দেবী পরমেশ্বরী তাহাকে দেখিয়া ভ্রূকুটী করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবীর ললাটদেশ হইতে করালবদনা, খট্বাঙ্গ ও অসিহস্তা যোগিনীকালী নির্গতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। নিহত দানবগণের মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে শোভিত। বাম-৫৫।

যোগিনীশ্বর—যোগিনীতীর্থে স্নান করিয়া যোগিনীশ্বর নামক শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

যোগী—ধ্যানসিদ্ধেশ্বর তীর্থে মহাদেব যোগী নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব দেখ।

যোগীশ্বরী—মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, ঐন্দ্রি, যোগীশ্বরী, যমদণ্ডধারিণী ও বারাহী, এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যোগীশ্বরী দেবী রুদ্রের কোপ হইতে উদ্ভূতা হন। বরা-১৭। বৈষ্ণবী ও মাতৃকাগণ দেখ।

যোগেন্দ্র—ধর্ম্ম হইতে সুরসার গর্ভে জাত সন্তানদিগের অন্যতম। হরিহরি-১৯৫। সুরসা দেখ।

যোগেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেবের গণ-দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৭।

যোগেশ্বরী—(১) ঘৃততীর্থে যোগে-শ্বরী দেবাকে দর্শন করিলে, সর্ব্বপাপ মুক্তি ও পরম যোগ লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (২) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের অন্যতমা কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ। (৩) দেবী দুর্গার অন্যতম নাম। ফাল্গুন মাসে দেবী যোগেশ্বরীর নামোল্লেখ করিয়া ভগবতীর পূজা করিলে, পূজ-কের অশেষ পুণ্য লাভ হয়। দেবীপু-৯৯। সতী দেখ। (৩) সীতা দেখ।

যোগ্যা—সীতা দেখ।

যোজনগন্ধা—দাশরাজ-কন্যা সত্য-বতীর নামান্তর। সত্যবতী দেখ।

[illegible]য়ান—কশ্যপবংশীয় একজন [illegible]াত্র-প্রবর্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈব-[illegible] দেখ।

[illegible]নাভক্ষ—একজন দানবপতি। [illegible]-সৃষ্টি-১৮।

[illegible]—সীতা দেখ।

যৌধিষ্ঠিরী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠির নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০।

যৌধেয়—যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৫০।

যৌধেয়ী—যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। গরু-পূ-১৪৪।

যৌবনাশ্ব—(১) নরপতি প্রসেন-জিতের পুত্র যৌবনাশ্ব। যৌবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। দেবীভা-৭স্ক-৯। যুবনাশ্বের পুত্র বলিয়া মান্ধাতাই সাধারণতঃ যৌবনাশ্ব বলিয়া পরিচিত হন। (২) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিধিমতে গো-দান করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভা-অনু-৭৬, ৮১। (৩) যৌবনাশ্ব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

যৌবনাশ্বি—একজন রাজা। তিনি প্রজাবর্গের কর পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৪।

র

রক্তকম্পনা—মাতৃকাগণ দেখ।

রক্তবর্ণা—ব্রহ্মধনা, মুনি ও উপ-হারিণী দেখ।

রক্তকোটিকা—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্ব নরপতির অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ভদ্রাশ্ব, ঘৃতাচী ও প্রভাকর দেখ।

রক্তজিহ্ব—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

রক্তদন্তিকা—দেবী আদ্যাশক্তি বিপ্রচিত্তি দানবের বংশধরদিগকে বধ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যেকালে ঐ বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে ভক্ষণ করেন, তখন তাঁহার দন্তসমূহ দাড়িমকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, স্বর্গস্থ দেবগণ ও মর্ত্যবাসী মানবগণ স্তবকালে দেবীকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মার্ক-৯১।

রক্তবিন্দু—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

রক্তবীজ—(১) দানবপতি রম্ভ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (রম্ভ দেখ) তাঁহার মহিষী পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। তখন মহিষাসুর সেই মহিষীর কুক্ষি ভেদ করিয়া নির্গত হন। (মহিষাসুর দেখ) তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। এই রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ নামে খ্যাত হন। দেবীভা-৫স্ক-২। (২) রম্ভাসুর মৃত হইলে, যক্ষগণ তাঁহার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের মহিষীও সহমরণে যাইবার জন্য চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইলে, সেই অগ্নি হইতে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ বহির্গত হইল। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের নাম রক্তবীজ। বামা-১৭। (৩) রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। দেবীর সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজের সহিত দেবী সহচরীদিগের ভয়ানক সংগ্রাম হয়। শস্ত্রাঘাতে রক্তবীজের দেহ হইতে রক্ত ভূতলে পতিত হইলেই তাহা হইতে অপর মহাসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবী চামুণ্ডা করাল বদন ব্যাদান করিয়া নভঃ ও ভূতল আচ্ছাদন করিলেন এবং দেবী অম্বিকাও রক্তবীজকে চামুণ্ডার বদনে নিক্ষেপ করিয়া

অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষরিত সমুদয় রক্ত দেবী চামুণ্ডা পান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে রক্তক্ষয় হইয়া দানব হীনবল হইয়া পড়িলে, দেবী তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৫৬। দেবীভা-৫স্ক-২৯। মার্ক-৮৮।

রক্তভূষণ—রক্তকল্পে ব্রহ্মা পুত্র কামনায় তপস্যা করিলে, রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকেই মহাদেব জ্ঞানে ধ্যান করেন। লি-পূ-১২। ব্রহ্মপু-২১। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

রক্তশৃঙ্গ—হিমালয়-পর্ব্বতের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-নাগ-৯। হিমালয় দেখ।

রক্তা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

রক্তাক্ষ—(১) দানবপতি মহিষাসুরের পুত্র। তাঁহার পুত্র বল ও অতিবল। রক্তাক্ষের তেত্রিশজন মহাযোদ্ধা সেনাপতি ছিল। ঐ সকল দানবসেনাপতির সাহায্যে, রক্তাক্ষ ত্রিলোক অধিকার করিবার উপক্রম করিলে, দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় দেবী অম্বিকা সানুচর রক্তাক্ষকে বধ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (২) রক্তাক্ষের নামান্তর রক্তাসুর। সৌর-৪৯। (৩) পাতালের সুবর্ণময় প্রথম তলে রক্তাক্ষ, বিকট প্রভৃতি দানবগণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

রক্তাক্ষী—যোগিনীগণ দেখ।

রক্তাঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাবণের এক সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রক্তাসুর—রক্তাক্ষ দেখ।

রক্ষ—যুগে যুগে অনেক বেদ-বিভাজক ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বরাহকল্পে রক্ষ এইরূপ একজন বেদ-বিভাজক ব্যাস ছিলেন। লি-পূ-৭।

রক্ষিতা—(১) অন্যতমা অপ্সরা। মনোরমা দেখ। (২) রক্ষিতা প্রধার গর্ভে জন্মলাভ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ।

রক্ষোঘ্নী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশজন ব্যঞ্জনশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ।

রক্ষোহা—(১) বিবিধাগ্নির পুত্র অর্ক। অর্কের অন্যতম পুত্র রক্ষোহা। মৎ-৫১। অর্ক দেখ। (২) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গর্ভরক্ষণ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সূক্তটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই সূক্তটি

পরবর্ত্তী কালের যোজনা। ঋক্-১০। ১৬২। (৩) অনীকবান্ দেখ। বায়ু-২৯।

রঘু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি ককুৎস্থের পুত্র রঘু, রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে। রামা-অযো-১১০। (২) নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র ও রঘু। রঘুর পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র অজ। মৎ-১২। (৩) নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ। তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। হরি-হরি-১৫। (৪) ককুৎস্থ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ ও অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-৫। (৫) অনমিত্রের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র দিলীপ। তৎপুত্র অজ। অগ্নি-২৭৩। (৬) বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ দিলীপ। তৎপুত্র দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-১০। বায়ু-৮৮। লি-পূ-৬৬। সৌর-৩০। কল্কি-৩য়-৩। গরু-পূ-১৪২। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৭) দিলীপের পুত্র দীর্ঘ। তৎপুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮। (৮) অনরণ্যের পুত্র মুণ্ডদ্রুহ; তৎপুত্র নিষধ; নিষধের পুত্র মহাভুজ রঘু। রঘুর তনয় অজ। শিব-ধর্ম্ম-৬১। অনরণ্য দেখ। (৯) সত্যের পুত্র দিলীপ। তৎসুত রঘু। রঘুর তনয় অজ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। রঘুর আত্মজ দিলীপ। তৎপুত্র অজ। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১১) নরপতি রঘু মথুরার মধুবনে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গর্গ-মথু-২৫। (১২) রঘু কৈলাস পর্ব্বতে অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতার পূজা করিয়াছিলেন। দেবীপু-৬০। (১৩) ব্রহ্মা মহাদেবকে যে অসি দেন তাহা বংশপরম্পরায় রঘুর হস্তগত হয়। রঘু তাহা হরিণাশ্বকে দেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। রৈবতক ও হরিণাশ্ব দেখ। (১৪) রঘু নরপতি কার্ত্তিক মাসে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। মহাভা-অনু-১১৫। যযাতি দেখ। (১৫) রঘু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১৬) যযাতি-তনয় যদুরও এক পুত্রের নাম ছিল রঘু। যদু দেখ।

রঙ্গবিদ্যাধর—একজন সর্ব্বশাস্ত্র-কোবিদ, গীতপণ্ডিত গন্ধর্ব্ব। তিনি একবার শূকররূপ ধারণ করিয়া মহর্ষি পুলস্ত্যের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে মুনিশাপে তিনি শূকর-যোনী প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্রের বরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মনু নামক নরপতির

হস্তে নিহত হইয়া, মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-ভূমি-৪৬।

রঙ্গবৈণী—হরিধামা দেখ।

রচনা—ত্বষ্টা প্রজাপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

রজঃ—(১) বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। মার্ক-৫২। বিষ্ণু-১ম-১০। লি-পূ-৫। সৌর-২৬। কূর্ম্ম-পূ-১৩। বশিষ্ঠ ৮৯৫ ও ৯০১ পৃঃ এবং শরণ দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি দিগের দ্বারা স্কন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত জনৈক সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৩) হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১৪। হবির্দ্ধান ও অজিন দেখ। (৪) প্রিয়ব্রতের বংশীয় ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ। তৎসুত রজঃ। রজের তনয় শতজিৎ। গরু-পূ-৫৪। ব্রহ্মা-১৬। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) রজের পুত্র শতজিৎ। অগ্নি-১০৭। (৬) ত্বষ্টার পুত্র অরিজ। তৎপুত্র রজ। রজের তনয় শতজিৎ। বায়ু-৩৩। (৭) ...কার্ক্ষী নামক শিবাবতার যোগা-চার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-পূ-২৪। ...কার্ক্ষী ও শিব দেখ। (৮) দানব-পতি বিপ্রচিত্তির অনুচর জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৯) রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ। (১০) বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র, ও পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪২

রজতনাভ—(১) জনৈক যক্ষ। প্রেত ও রক্ষগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন, তখন তিনি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (২) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতা-মহ ছিলেন। তিনি অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মণিবর। বায়ু-৬৯।

রজনাভ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঔক্ষের পুত্র। তাঁহার তনয় শঙ্খন। বায়ু-৮৮। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অর্কের পুত্র রজনাভ। তৎসুত খগন। কল্কি-৩য়-৪।

রজনী—(১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। তন্ত্র-৯৫৮ পৃঃ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রজা—দেবী দুর্গা বেদপর্ব্বতে রজা নামে অভিহিতা হন। ইন্দ্র তথায় তাঁহার পূজা করেন। দেবীপু-৩৯।

রজি—(১) পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর তনয় রজি। হরি-হরি-২৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। মৎ-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ভাগ-৯স্ক-১৭। আয়ু, অনেনা ও বৃদ্ধ-শর্ম্মা দেখ। (২) নৃপতি রজির শতপুত্র রাজেয় নামে খ্যাত ছিলেন। মহারাজ রজি তপস্যাদ্বারা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিয়া বর লাভ করেন। সেই বর-প্রভাবে তিনি দেব-দানব-মনুষ্যগণের

অজেয় হইয়াছিলেন। একবার তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই। তখন দেবাসুরগণের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, অসুরগণ যদি তাঁহাকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই তিনি তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দেবগণ রজিকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন। রজি তখন দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজিত করিলেন। ইন্দ্র তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রজির পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। রজি নরপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া, তপস্যার্থ প্রস্থান করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ভাগ-৯স্ক-১৭। বায়ু-৯২।

দিলীপে রজির অতুলপরাক্রম পাঁচশত পুত্র
রঘুর পুত্র কোনও সময়ে দেবতা ও
৫৮। (৮) ার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম
তৎপুত্র নিষধর পূর্ব্বে দেবগণ ও অসুর-
রঘু। রঘুর ত ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন
কাহারা জয়লাভ করিবে।

ব্রহ্মা বলেন যে রজি রাজা যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। তখন অসুরগণ প্রথমে রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রজি বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে তাঁহাকে যদি ইন্দ্রত্ব প্রদান করা হয়, তবেই তিনি অসুরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত আছেন। অসুরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, প্রহ্লাদকেই তাঁহারা ইন্দ্র করিবেন, এই স্থির করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। সুতরাং রজির অনুরোধ রক্ষা করা, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন দেবগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং রজির বাসনা অনুযায়ী যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, তাঁহাকেই ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং অসুরগণ রজির হস্তে পরাভূত ও নিহত হইলেন। যুদ্ধান্তে ইন্দ্র রজির পদতলে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি আপনার পুত্রস্থানীয় হইলাম।" রজি এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজ পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৪) দেবদানবের সর্ব্ব-

মোট দ্বাদশটি যুদ্ধ হয়। সর্ব্বশেষ কোলাহল নামক সংগ্রামে রজি দেব-পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। বায়ু-৯৭। (৫) আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের চারি তনয়—রজি, অনেনা, রম্ভক ও ক্ষত্র-বৃদ্ধ। রজির পঞ্চশত সন্তান জন্মে। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। গরু-পূ-১৪৩। (৬) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "তুমি পিঠীনাকে রজি প্রদান করিয়াছ।" সায়নাচার্য্য বলেন ঐ রজি পদ কোনও রাজ্য বা কন্যার নাম। ঋক্-৬।২৬।৬।

রজেয়ু—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। ঘৃতাচী, রৌদ্রাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

রজোরূপা—সীতা দেখ।

রজ্জুবালা—জটায়ু দেখ।

রণঞ্জয়—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় সঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) কৃত-ঞ্জয়ের পুত্র ব্রাত। ব্রাতের তনয় রণ-ঞ্জয়। বায়ু-৯৯।

রণধৃষ্ট—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র ধার্ষ্যক, ক্ষত্র ও রণধৃষ্ট বায়ু-৮৮। (২) ধৃষ্ণুর পুত্র ধার্ষ্ণক ও রণধৃষ্ট ক্ষত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-১০। (৩) ধৃষ্টের পুত্র স্বধর্ম্মা, ধৃষ্ট-কেতু ও রণধৃষ্ট এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ধৃষ্ট দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃত্তের তনয় রণধৃষ্ট। তৎসুত নিধৃতি। লি-পূ-৬৮। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টের পুত্র কৃতকেতু, চিত্রনাথ ও রণধৃষ্ট। মৎ-১২। ধৃষ্ট দেখ।

রণপ্রিয়া—(১) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (২) সীতা দেখ।

রণাজি—একজন দেবতা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে একচক্রা নামক দানবের সহিত যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-২৪১।

রণাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পূ-৬৫। যুবনাশ্ব দেখ।

রণেজয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র। মৎ-২৭১। রণঞ্জয় দেখ।

রণেশান—একজন দানব। তিনি দেবাসুরযুদ্ধে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

রণোৎকট—(১) স্কন্দ দেবসেনা-পতির পদে বৃত হইলে নর্ম্মদা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রণোৎ-কটকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যাঁহাদিগকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (৩) রাবণের একজন সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রত্নলোলা—রাধিকার একজন সখী। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রতা—অন্যতম বসু অহঃ, রতার গর্ভে জন্মেন। মহাভা-আদি-৬৬।

রতি—(১) ব্রহ্মার অযোনিজা কন্যা ও স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপার এক নাম রতি। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। (২) কামদেবের পত্নী। তিনিও অযোনিজা ছিলেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের দেহের স্বেদজল হইতে সম্ভূতা হন। দক্ষ তাঁহাকে কামদেবের সহিত বিবাহ দেন। কালিকা-৩। (৩) দক্ষ প্রজাপতির শতকন্যার অন্যতমা রতি ছিলেন। রতি ও তাঁহার ভগিনী প্রীতি কামদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা শ্রদ্ধা ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। শ্রদ্ধার গর্ভে কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী রতি। তাঁহাদের পুত্র হর্ষ। গরুড়-পূ-৫। (৫) হর কোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে রতি স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হন। তখন এই অশরীরিণী দৈববাণী হইল, "জন্মান্তরে তোমার পতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার সহিত তোমার মিলন হইবে। অতএব তুমি প্রাণত্যাগ করিও না।" রতি ঐ দৈববাণী শুনিয়া সহমরণে গমনেচ্ছা পরিত্যাগ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০০। শিব-জ্ঞান-১১। (৬) শিব নয়নাগ্নিতে মদনকে ভস্ম করিলে, দেব ও ঋষিগণ, মদনকে প্রাণদান করিবার জন্য, বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিব তাহাতে সম্মত না হইয়া, ক্রোধভরে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন পার্ব্বতী ও রতি একযোগে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রতি পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দিয়া শিব যেখানে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেইখানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারদ তাহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে রতিকে নানা প্রলোভনপূর্ণ বাক্য বলিয়া, তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইতে প্রয়াস পান, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া শম্বরাসুরকে সংবাদ দিলেন। শম্বর নারদের পরামর্শে রতিকে ব[illegible]পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া, নিজ পাকশা[illegible] অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। রতি মায়াবতী নামে পরিচিতা হইয়া, [illegible] আলয়ে অবস্থান করিতে [illegible]। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। [illegible] দেখ। (৬) কামদেব হরকোপানলে দগ্ধ হইলে কাম-পত্নী রতি শোক[illegible] হইয়া, সেইখানেই ঘোরতর তপস্যা করেন। বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিবার পর, এক শিবলিঙ্গ ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল এবং তৎসঙ্গে এই দৈববাণী হইল, "তুমি মাহেশ্বর লিঙ্গের

যথোচিত পূজা কর, তাহা হইলেই তোমার পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।” ঐ দৈববাণী শুনিয়া পরম আহ্লাদিতা হইয়া, রতি ভক্তিভরে সেই মাহেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করেন। তৎফলে কামদেব পুনর্জীবিত হইলেন। তদবধি ঐ মাহেশ্বর লিঙ্গ কামেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯৬। (৭) শিবের লোচনাগ্নিতে মদন দগ্ধ হইলে, তৎপত্নী রতি শোকাকুলা হইয়া পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য চিতারোহণ করেন। তখন এইরূপ দৈববাণী হয়, “তুমি সহমরণে যাইও না। তৎপরিবর্ত্তে তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট কর। তাহাহইলেই তোমার পতি পুনর্জীবিত হইতে পারিবেন।” এই দৈববাণী শুনিয়া রতি, চিতা হইতে উত্থান করিয়া তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিলে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রতি কামদেবের পুনর্জীবনলাভ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সেই বর দিলে কামদেব জীবন লাভ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-অরু-৩০। (৮) কামদেব দগ্ধ হইলে রতিও প্রাণত্যাগ করিয়া, জন্মান্তরে ময়দানবের গৃহে জন্মলাভ করেন। শম্বর অসুর ময়দানবের গৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তিনি (রতি) নিজ অনুরূপ এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, শম্বর অসুরকে বঞ্চনা করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। বিষ্ণু-৫ম-১৭। ব্রহ্মপু-২০০। মায়াবতী দেখ। (৯) পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সভায় অন্যান্য দেবদেবীগণসহ রতিও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে রতি শোকাকুলা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, “পূর্ব্বে আপনার আদেশ পালন করিতে যাইয়াই আমার পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন আপনারা আমাকে আশ্বাস দেন যে, আমার পতি পুনঃ জীবন লাভ করিবেন। এক্ষণে হর, পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করাতে আপনাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল আমার পতিই এ যাবৎ প্রাণ লাভ করিলেন না।” রতির এইরূপ বিলাপ শুনিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাদেবের নিকট সকল ঘটনা বিবৃতি করিয়া, কামদেবের প্রাণদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। শ্রীমহা-২৭। (১০) মদনের মৃত্যুতে রতিকে অতিশয় শোকাকুলা দেখিয়া দেবগণ কামদেবকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য বারংবার মহাদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের প্রার্থনায় মদনের প্রাণদান করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি কামদেব কায়বিহীন হইয়া দিব্যদেহে বিরাজ

করিতে লাগিলেন। মন্মথ দগ্ধ হইলে, দুঃখপীড়িতা রতির কোপ হইতে এক ভীষণাকৃতি পাবক উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই পাবকে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া রতি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ক্রন্দনরতা রতির অশ্রুধারা হইতে মহাশোক উৎপন্ন হয়। তৎপরে ঐ নেত্রজল হইতেই ক্রমে ক্রমে জরা, দুঃখ ও সন্তাপক নামক ভ্রাতৃদ্বয়, সুখনাশিনী মূর্চ্ছা, কামজ্বর, বিভ্রম, বিলাপ, বিহ্বল, উন্মাদ ও মৃত্যু উৎপন্ন হয়। তদনন্তর কামদেব পুনর্জীবনলাভ করিয়া, যখন রতির সহিত আবার মিলিত হইলেন, তখন রতির আনন্দাশ্রু হইতে খ্যাতি, লজ্জা, শান্তি, প্রীতি জন্মলাভ করিল। তদনন্তর সুখসম্ভোগদায়ক দুইটী কন্যাও উৎপন্ন হইল। তাহাদের নাম লীলা ও ক্রীড়া। তাহার পর রতির বাম নেত্রনির্গত বারিবিন্দু হইতে একটি সুন্দর পঙ্কজ উৎপন্ন হইল এবং ঐ ঐ পঙ্কজ হইতে অশ্রুবিন্দুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-ভূমি-৭৭। লি-পু-১০১। (১১) দেবী ত্রিপুটার পূজায় যন্ত্রের বিভিন্ন কোণে নীলোৎপলহস্তা, সৌম্যমূর্ত্তি, কাঞ্চনবর্ণা রতির পূজা বিধেয়। তন্ত্রঃ-১৭৭ পৃঃ। (১২) গণেশ পূজার সংসর্গে রতিপতিসহ রতির পূজা বিধেয়। তন্ত্রঃ-২১২ পৃঃ। (১৩) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন স্বর শক্তির অন্যতমা রতি। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। (১৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্যতম পীঠশক্তি। তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ। সরস্বতী দেখ। (১৫) ত্রিপুরা দেবীর পূজার সংসর্গে পার্ব্বতী ঈশ্বর, কামদেব, রতি ও ভবানীর পূজা করিলে, মানব নরপতি হইতে পারে। তন্ত্রঃ-৭২৮ পৃঃ। (১৬) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ। (১৭) জন্মান্তরে কামদেবের সহিত রতির মিলন সম্বন্ধে প্রদ্যুম্ন, মায়াবতী ও শম্বর দেখ। (১৮) কামদেবের ঔরসে রতির গর্ভে যশ ও হর্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। (১৯) দেবী দুর্গার অন্যতমা অনুচরী রতি। দুর্গার মূর্ত্তির সন্নিকটে রতি দেবীর মূর্ত্তি ও বিরাজমানা। দেবীপু-৫০।

রতিকলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শক্তিরূপিণী কতিপয় গোপিকার নাম—রসতরঙ্গিনী, রসকল্লোলিনী, রতিকলা, রসবাপিকা, রতলোলা, রতোৎসুকা, রতিসর্ব্বস্বা, রতিচিন্তামনি, রত্নরেখা ও রত্নমালিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রতিগুণ—অনুপা দেখ।

রতিচিন্তামনি—রতিকলা দেখ।

রতিনার—পুরুবংশীয় ঋতেয়ুর পুত্র। রতিনারের পুত্র প্রতিরথ। গরু-পু-১৪৪। রন্তিনার দেখ।

রতিপতি—রতি (১২) দেখ।

রতিপ্রিয়—প্রধার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে রতিপ্রিয় প্রভৃতি কতিপয় পুত্র

জন্মে। কালি-৩৪। অনুপা ও ভানু দেখ।

রতিপ্রিয়া—জনৈক অপ্সরা। শিব-ধর্ম্ম-৪৩।

রতিবিদগ্ধা—জনৈক গণিকা। সে বৃদ্ধকালে এক ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিয়াছিল। সেই পুণ্যফলে সে সর্ব্ব-পাপমুক্ত হয়। পদ্ম-ক্রি-২০।

রতিসর্ব্বস্বা—রতিকলা দেখ।

রতোৎসুকা—রতিকলা দেখ।

রতীশা—আষাঢ় তীর্থে দেবী পর-মেশ্বরী রতীশা নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২। সতী দেখ।

রত্ন—যদুবংশীয় অক্রূরের শ্বশুর। তাঁহার কন্যা শৈব্যাই অক্রূরের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রত্নকূটা—(১) ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) নরপতি বোদাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। ব্রহ্মপু-১৩।

রত্নগঙ্গা—কান্যকুব্জাধিপতি আম নামক নৃপতির কন্যা। ইন্দ্রসূরি নামক জনক তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬।

রত্নগর্ভা—সীতা দেখ।

রত্নগ্রীব—একজন পরম বৈষ্ণব রাজা। তিনি কাঞ্চী নগরীতে রাজত্ব করিতেন। পদ্ম-পাতা-৯, ১২।

রত্নচূড়—জনৈক নাগরাজ। তিনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। রত্নাবলী দেখ।

রত্নদীপ—জনৈক নাগরাজ। রত্না-বলী দেখ।

রত্নপ্রিয়া—দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩২ পৃঃ।

রত্নবতী—আনর্ত্তাধিপতির কন্যা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দর্শনাধিপতি বৃহদ্বলের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বৃহদ্বল পরে রত্নবতীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। কারণ পরাবসু নামক এক ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত মানসে সর্ব্বজন-সমক্ষে রত্ন-বতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। তথন রত্নবতী ও তাঁহার সখী ব্রাহ্মণী তপ-স্যার্থ অরণ্যে গমন করেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া তাঁহারা হরগৌরীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-১৯৬-১৯৮।

রত্নবল্লভ—জনৈক গন্ধর্ব্ব-রাজ। তাঁহার কন্যা অলিকা স্বীয় পতিকে বধ করে। তজ্জন্য রত্নবল্লভ তাহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করেন। স্কন্দ-আব-অব-২২৫।

রত্নভদ্র—একজন শিবভক্ত গন্ধর্ব্ব। তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র পূর্ণভদ্র। রত্নভদ্র পার্থিব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

রত্নমালা—(১) পিতৃগণের অন্যতমা মানসী কন্যা। গর্গ-গোল-৮। মেনকা দেখ। (২) বলি দানবের কন্যা রত্নমালা বলি-যজ্ঞে বামন দেবের রূপ সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার অভিলাষ করেন। দ্বাপরে ঐ বলি-কন্যা রত্নমালাই পূতনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-১৩। পূতনা দেখ। (৩) সীতা দেখ।

রত্নমালিকা—রতিকলা দেখ।

রত্নমুখী—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। বৃহদ্ধ-মধ্য-৪।

রত্নরেখা—রতিকলা দেখ।

রত্না—শৈব-কন্যা রত্না অক্রূরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। লি-পূ-৬৯। অক্রূর ও রত্ন দেখ।

রত্নাকর—জনৈক বৈশ্য। পদ্ম-ক্রি-৬।

রত্নাক্ষ—অযোধ্যার একজন নরপতি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে তিনি দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। কোনরূপ চিকিৎসার দ্বারাই তিনি রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। পরে এক কাপটীকের পরামর্শে নাগরতীর্থে বিশ্বামিত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তথায় রত্নাদিত্য নামক বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-নাগ-২১২।

রত্নাঙ্গদ—বজ্রাঙ্গ নৃপতির পুত্র। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২৪।

রত্নাদিত্য—রত্নাক্ষ দেখ।

রত্নাবলী—(১) কলাবতী নামক এক নর্ত্তকী ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক, সুমধুর নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা রত্নেশ্বর-লিঙ্গের প্রীতি সম্পাদন করে। সেই পুণ্যফলে কলাবতী জন্মান্তরে বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্মে তাহার নাম হয় রত্নাবলী। শিব তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন যে, স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির সহিত তাহার মিলন হইবে, সেই তাহার পতি হইবে। কিছুদিন পরে রত্নাবলী স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক পরম সুন্দর পুরুষের সহিত তাহার মিলন হইয়াছে। তিনি জাগরিত হইয়া সখিগণকে স্বপ্ন-ব্যাপার বলিলেন। সখিগণ নানা দেশীয় রাজপুত্র গন্ধর্ব্বপুত্র প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া রত্নাবলীর স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষের সন্ধান করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, গন্ধর্ব্বপতি শঙ্খচূড়ের পুত্র রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর মিলন হইয়াছিল অতঃপর সখীগণসহ রত্নাবলী রত্নেশ্বরের মন্দিরে গমন করিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুবাহু নামক এক দানব তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ঐ রত্নচূড়ই দানবকে বধ

করিয়া, তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তাঁহারা পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, রত্নচূড়ের সহিত রত্নাবলীর বিবাহ হইল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। (২) রত্নদীপ নামক নাগরাজের কন্যা। তিনি পূর্ব্বজন্মে এক কপোতী ছিলেন। নাগরাজের কন্যা রূপে জন্মলাভ করিয়া তিনি পরিমলালয় নামক গন্ধর্ব্বকুমার রূপে জাত, তাঁহারই পূর্ব্বজন্মের (কপোত) পতির সহিত বিবাহিতা হন। এই জন্মে তিনি অতিশয় শিব-ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫।

রত্নেশ্বর—(১) কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উত্ত-৬৭। রত্নাবলী দেখ। (২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৩, ১৫৫।

রথ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

রথকার—ঋষিভ দেখ। বায়ু-৬৫।

রথকৃৎ—(১) একজন গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধি-ষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে চৈত্রমাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহা-দের নাম ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকী, রথকৃৎ, হেতি ও তুম্বরু। বিষ্ণু-২য়-১০। (৩) একজন দিব্য-পুরুষ বিশেষ। লি-পূ-৫৫।

রথকৃচ্ছ্র—প্রহেতি দেখ।

রথচিত্র—(১) বরুণ (৮৬৬ পৃঃ) ও বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (২) কৃত-জিৎ দেখ।

রথধ্বজ—বৃষধ্বজের পুত্র। তাঁহার তনয় ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। দেবীভা-৯স্ক-১৫। বৃষধ্বজ ও কুশধ্বজ দেখ।

রথন্তর—(১) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৬। সত্যশ্রী দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে উৎপন্ন জয়দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬,৬৭। জয়দেবগণ দেখ।

রথন্তরী—পুরুবংশীয় ঈলিনের পত্নী মহাভা-আদি-৯৪। ঈলিন দেখ।

রথবর—জ্যামঘবংশীয় ভীমরথের পুত্র। বায়ু-৯৫। নবরথ দেখ।

রথবীতি—দর্ভের পুত্র রথবীতি। তাঁহার কন্যাকে শ্যাবাশ্ব ঋষি বিবাহ করেন। ঋক্-৬১।১।টীকা। শ্যাবাশ্ব দেখ।

রথমুখ্য—যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র রথমুখ্য ও বিদূরথ। অগ্নি-২৭৫। ভজমান দেখ।

রথরাজী—শ্রীকৃষ্ণের তনয় শৌরির অন্যতমা পত্নী। মৎ-৪৬। শৌরী দেখ।

রথশ্বন্—(১) একজন গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) ও মিত্র (১০) দেখ। (৩) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পূ-৫৫।

রথাক্ষ—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রাবণ দেখ।

রথাঙ্গ—ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি রথের অঙ্গসমূহের স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচণা করিয়াছেন। ঋক্-৩।৫৩।১৭-২০।

রথীতর—(১) অঙ্গিরা-বংশীয় রথীতরদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর। ইহাদের বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-১৯৬। (২) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০। সত্যশ্রী দেখ। (৩) ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির পরে রথীতর একখানা সংহিতা রচনা করেন। সেইখানি সংহিতা সমুদয়ের মধ্যে চতুর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। রথীতরের তিনজন বিদ্বান শিষ্য ছিলেন। এই সকল সংহিতাকারগণ বহ্বৃচ বলিয়া বিদিত হন। বায়ু-৬১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব। তৎপুত্র রথীতর। রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই জন্মে নাই। এজন্য রথীতরের প্রার্থনায় মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহার ভার্য্যার ক্ষেত্রে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে তাঁহাদের রথীতর গোত্র হইয়াছিল। অপর পক্ষে অঙ্গিরার ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া রথীতরের অন্যান্য সন্তানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি রূপে পরিগণিত হইতেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯স্ক-৬। বায়ু-৮৮। গরু-পূ-১৪২।

রথোপল—ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। বরা-৭৪। উদ্ভিদ ও জ্যোতিষ্মান দেখ।

রথৌজা—(১) অন্যতম গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২) একজন দিব্য পুরুষ। লি-পূ-৫৫। (৩) প্রহেতি দেখ। (৪) রথৌজা, ঊর্দ্ধবাহু, অনঘ, শরণ, মুনি, সুতপা ও শঙ্কু, ইঁহারা উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। উত্তম, অনঘ, ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্জ্জ দেখ।

রন্তি—যদুবংশীয় নন্দনের পুত্র বন্তি ও রন্তিপাল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রন্তিদেব—(১) ভরতবংশীয় সঙ্কৃতির অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২১। সংকৃতি দেখ। (২) রন্তিদেব ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ

করেন যে, তাঁহার গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় এবং তাঁহাকে যেন কখনও কাহারও নিকট প্রার্থী হইতে না হয়। মহারাজ রন্তিদেবের গৃহে ক্রিয়ানুষ্ঠান কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুসকল স্বয়ংই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইত। তাঁহার যজ্ঞসমূহে নিহত পশুদিগের চর্ম্মরাশি হইতে যে ক্লেদ নির্গত হইত তাহা হইতেই এক নদী বহির্গত হইয়াছিল। ঐ নদীর নাম চর্ম্মণ্বতী। তাঁহার গৃহের পাত্রকটাহ প্রভৃতি সুবর্ণময় ছিল। অতিথিরা যে রাত্রিতে রন্তিদেবের গৃহে বাস করিতেন সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র একশত গো ছেদন করা হইত, তথাপি তাঁহার পাচকগণ পূর্ব্ববৎ মাংস আহার করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া চীৎকার করিত। মহাভা-শান্তি-২৯। (৩) শশবিন্দু, শিবি, হরিশ্চন্দ্র, শ্যনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, রাম, শম্ভু, শ্বেত, সগর, সুবাহু, হর্য্যশ্ব প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে, কেহ কেহ সমুদয় কার্ত্তিক মাস, কেহ কেহ বা ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহাভা-অনু-১১৫। মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব দেখ। (৪) মহারাজ রন্তিদেব মহর্ষি বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ সলিল অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলে তিনি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; অনুশা-১৩৭। (৫) রন্তিদেব সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে রন্তিদেব, বেণ, ভগীরথ প্রভৃতি নরপতিগণের নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। মহাভা-অনুশা-১৫০।

রন্তিনার—(১) পুরুবংশীয় ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। রন্তীনারের পুত্র—(ক) অপ্রতিরথ, তংসু ও ধ্রুব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (খ) সুমতি, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। ভাগ-৯স্ক-২০। (গ) সুমতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (২) রিচেয়ুর পুত্র রন্তিনার। তাঁহার পত্নী সরস্বতীর গর্ভে ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটি পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৯। (৩) ঔচেয়ু হইতে তক্ষক নন্দিনী জ্বলনার গর্ভে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

রন্তিপাল—রন্তি দেখ।

রন্ধন—প্রিয়ব্রতাত্মজ জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-২০। প্রভাকর ও বেণুমান দেখ।

রবরাবকগণ—দৈত্যদিগের একটি বিশেষ শ্রেণী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০।

রবি—উনপঞ্চাশৎজন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। কৃতান্ত ও স্বারোচিষ মনু দেখ। (৩) সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

রভস—(১) পুরুবংশীয় রাভের তনয় রভস। রভসের আত্মজ গম্ভীর। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯।

রভসা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

রভেণক—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (২) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

রভ্য—জনৈক পরম ধার্ম্মিক নিঃসন্তান রাজা। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া এক কন্যা লাভ করেন। ঐ কন্যার নাম একাবলী। দেবীভা-৬স্ক-২১, ২৩। একাবলী দেখ।

রমণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৫। কল্যাণিনী ধর, শিশির ও মনোহরা দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অনিল দেখ।

রমণক—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ যজ্ঞবাহের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। যজ্ঞবাহ দেখ।

রমণা—দেবী সাবিত্রী রামতীর্থে রমণা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

রমা—(১) লক্ষ্মীর এক নাম। লক্ষ্মী দেখ। (২) শশিধ্বজ নৃপতির কন্যা ও বিষ্ণুর অবতার কল্কির পত্নী। কল্কি-৩-১৩, ১৭। (৩) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-গোল-৪; অশ্ব-৪২। (৪) দেবী শতাক্ষীর শরীর হইতে নির্গতা অন্যতমা মহাশক্তি। দেবীভা-৭স্ক-২৮। শক্তি ও শতাক্ষী দেখ। (৫) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি ত্বষ্টার পত্নী। তিনি পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া, অতিশয় দুঃখিত চিত্তে শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন যে, রমার শূর, সর্ব্ব-শস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ-দানবরূপী, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, যজ্ঞানুষ্ঠান-কুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। যথাকালে রমার গর্ভে দ্বাদশ-আদিত্য সম তেজস্বী এক পুত্র জন্মে। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) তাহার নাম রাখেন বৃত্র। স্কন্দ-নাগ-৮। (৬) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-শক্তির অন্যতমা তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ।

রম্ভ—(১) জনৈক বানর দলপতি তিনি শাল্বপর্ব্বতে বাস করিতেন সুগ্রীবের নির্দ্দেশে তিনি অনুচরগণসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। তিনি লঙ্কা সমরেও উপস্থিত ছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। লঙ্কা-১৬, ৩৮, ৪৭, ৬৬। (২) পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু। আয়ুর পাঁচ পুত্রের অন্যতম রম্ভ। হরি-হরি-২৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। আয়ু

দেখ। (৩) দনুর পুত্র রম্ভ ও করম্ভ। তাঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। পুত্র কামনায় ভ্রাতৃদ্বয় কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে, ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া কুম্ভীর-রূপ ধারণপূর্ব্বক করম্ভকে গ্রাস করেন। রম্ভ ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় কেশপাশ ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে উদ্যত হইলে, অগ্নি তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, উহাদ্বারা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। তখন রম্ভ উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অগ্নির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বর দিলেন যে, রম্ভের দেব দানব ও মানবের অজেয় এক মহাবীর্য্যবান পুত্র জন্মিবে। পরে রম্ভের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে রম্ভাসুরও অপর এক মহিষ কর্ত্তৃক নিহত হন। দেবীভা-৪স্ক-২। রক্ত-বীজ ও করম্ভ দেখ। (৬) রম্ভ নামক নাগ (সর্প) জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃ) ও বরুণ (৮৬৬পৃ) দেখ। (৭) [illegible] পুত্র রম্ভ। [illegible] নেত্র। ভাগ-[illegible]স্ক-২।

রম্ভক—নহুষের অন্যতম পুত্র। গরুড়-পূ-১৪৩। রজি (৪) দেখ।

রম্ভা—(১) দেবী বিশেষ। গৌরী-ব্রতে তাঁহার পূজা বিধেয়। মৎ-৬২। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) মৌনেয় অপ্সরাদিগের অন্যতমা। মিশ্রকেশী দেখ। (৪) ধীর নামক ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল রম্ভা। অগ্নি-১৮৪। (৫) অপ্সরা রম্ভা মাঘ ও ফাল্গুণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বিষ্ণু-২য়-১০। ঋতজিৎ ও যজ্ঞোপেত দেখ। (৬) দেবী সাবিত্রী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৭) দেবী শঙ্করী অমলাচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৮) দেবী শঙ্করী মলয়াচলে রম্ভা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। (৯) রম্ভা অপ্সরা দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (১০) অপ্সরা রম্ভা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করিবার জন্য গমন করিয়া, তাঁহার শাপে শিলাময়া হইয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৩। রামা-আদি-৬৪। (১১) রম্ভা যখন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে শিলারূপে অবস্থান করিতেছিলেন তখন অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী তথায় আগমন করিয়া, বিবিধ রূপে উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ আশ্রমেই তপস্যারত শ্বেত মুনি বায়ব্য অস্ত্রে সেই শিলাখণ্ড যোজনা করিয়া রাক্ষসীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসী অস্ত্রভয়ে ভীত

হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে কপি-তীর্থে উপস্থিত হয়। অস্ত্র-যোজিত শিলাখণ্ড তথায় তাহার মস্তকে পতিত হইলে, রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং সেই শিলাও কপিতীর্থে নিমগ্না হইলে রম্ভা পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৯। (১২) রম্ভা অপ্সরা কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। (১৩) রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (১৪) উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (১৫) একবার ইন্দ্রের সভায় নৃত্যকালে রম্ভার তালভঙ্গ হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে রম্ভা স্পন্দনহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হন। পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। স্কন্দ-আব-চতু-১৭। (১৬) ইন্দ্রের আদেশে একবার রম্ভা জাবালী মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। জাবালি তাহাকে লালন পালন করেন। সেই কন্যার নাম হয় ফলবতী। স্কন্দ-নাগ-১৪৩, ১৪৪। ফলবতী দেখ। (১৭) অম্লুম্লোচা, রম্ভা, প্রভৃতি দ্বাদশজন অপ্সরা নৃত্য ও গীত দ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অম্লুম্লোচা দেখ। (১৮) রম্ভা মৃত্যুর কন্যা সুনীথার সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩৪-৩৬। সুনীথা দেখ। (১৯) রম্ভা শিব-কন্যা অশোকসুন্দরীর সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১১২-১১৭। (২০) শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

রম্য—(১) প্রিয়ব্রতাত্মজ অগ্নীধ্রের নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, রম্যক, হরিন্মান্, (হিরণ্বান) কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে রম্য নালবর্ষের অধিপতি ছিলেন। বায়ু-৩৩। লি-উত্ত-৪৬,৪৭। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। বিষ্ণু-২য়-১। গরু-পূ-৫৫। ভাগ-৫স্ক-২। ব্রহ্মা-৩৪। অগ্নীধ্র দেখ।

রম্যা—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ। (২) মেরুর অন্যতমা কন্যা রম্যা। অগ্নীধ্রের পুত্র রম্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (৩) সীতা দেখ।

রয়—উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৫। জয় ও পুরূরবা দেখ।

রশ্মি—অনাগত মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ।

রশ্মিকেতু—জনৈক রাক্ষস সেনা—

পতি। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪, ৫৪ ; লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০।

রশ্মিবান্—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

রস—দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৩৪। বীক্ষর ও দনায়ু দেখ।

রসকল্লোলিনী—রতিকলা দেখ।

রসতরঙ্গিনী—রতিকলা দেখ।

রসন—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান, উদান ও স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ।

রসপাথর—কুথুমির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। কুথুমি দেখ।

রসবাপিকা—রতিকলা দেখ।

রসলোমা—অন্যতম রুদ্র মহিনসের পত্নী। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ।

রসাদু—বৃষ্ণি বংশীয় স্বাহির পুত্র। রসাদুর তনয় চিত্ররথ। বায়ু-৯৫। স্বাহি ও চিত্ররথ দেখ।

রহম্বর্চ্চা—পুরুবংশীয় সম্পাতির পুত্র। তাঁহার তনয় ভদ্রাশ্ব। মৎ-৩৯।

রহিত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রোহিতাশ্বের পুত্র রহিত। তাঁহার তনয় চঞ্চু। গরু-পূ-১৪২। রোহিতাশ্ব দেখ।

রহুগণ, রহূগণ—(১) রহুগণের পুত্র গৌতম ঋষি, অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১।৭৪, ৮১। (২) সিন্ধুসৌবিরাধিপতি রহূগণ, রাজর্ষি ভরতকে (জড় ভরত) শিবিকা বহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঐ শিবিকা বহন কালে, ভরতের সহিত রহূগণের যে আলাপ হয়, তাহা হইতে রহূগণ ভরতের পরিচয় পান। ভাগ-৫স্ক-১৩। ভরত দেখ

রহোদর—পুরাকালে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বাসকালে বহু নিশাচরকে বধ করেন। তন্মধ্যে জনৈক রাক্ষসের ছিন্ন মুণ্ড রহোদর মুনির গ্রীবাদেশে আসিয়া সংলগ্ন হয়। বেদনাকাতর ঋষি উশনস তীর্থের জল স্পর্শ করিবা মাত্র, তাঁহার গ্রীবাসংলগ্ন মস্তক জলে পতিত হয়। বাম-৩৯।

রাকা—(১) রাক্ষসরাজ সুমালীর অন্যতমা কন্যা। রামা-উত্ত-৫। সুমালী দেখ। (২) অঙ্গিরসের পত্নী স্মৃতির গর্ভে রাকা জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মা-২৬। মার্ক-৫২। অগ্নি-২০। সৌর-২৬। বায়ু-২৮। বিষ্ণু-১ম-১০। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫। গরু-পূ-৫। (৩) রাকা ধাতার পত্নী ছিলেন। রাকার গর্ভে প্রাতঃ জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। ধাতা দেখ। (৪) অনুমতি ও রাকা ইহারা দ্বিবিধ পূর্ণিমা। বায়ু-৫০। (৫) ঋগ্বেদোক্ত একজন দেবতা। গৃৎ-সমদ ঋষি রাকা দেবতার স্তব করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-২।৩২।৪,৫।

রাকিনী—(১) শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী ইঁহারা অথর্ব্ববেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। (২) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রদেবতার অন্যতম। তন্ত্র-৯৮১ পৃঃ।

রাক্ষস—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরসার গর্ভে রাক্ষসগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) রাক্ষসগণ পুলস্ত্যের সন্তান। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) রাক্ষসগণ ত্বিষিমন্ত দেবগণের জ্ঞাতি ছিলেন। বায়ু-৩১। (৪) রাক্ষসগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত—পৌলস্ত্য, আগস্ত্য, বৈশ্বামিত্র, ব্রহ্ম, বেদাধ্যয়নশীল, ও তপোব্রতনিষেধী। কুবের ইহাদের সকলের রাজা। ইতর রাক্ষসগণ যজ্ঞমুখ। তাহাদেরও তিনটি গণ আছে। রাক্ষসদিগের চারিটী শ্রেণী আছে। তাহাদের নাম—যাতুধান, ব্রহ্মধান, দিবাচর ও নিশাচর। রাক্ষসেরা সাধারণতঃ বৃত্তাক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ, মহাকায়, মহোদর, অষ্টদংষ্ট্র, স্থূলচর্ম্ম, ঊর্দ্ধরোমা, ঊর্দ্ধকেশ, দীর্ঘবাহু, ঘোররবী ইত্যাদি। ইহারা অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব। ইহারা মস্তকে মাল্য, মুকুট ও উষ্ণীষ ধারণ করিত। ইহারা অন্নভোজী ও মাংসাশী। বায়ু-৬৯। যক্ষ, যাতুধান ও তম্বলা দেখ। (৫) নমুচী দানবের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রাক্ষসান্ত-বিধায়িনী—সীতা দেখ।

রাক্ষসী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

রাগবতী—বেগবতী দেখ।

রাগিনী—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনার গর্ভে রাগিনী, কুটিলা ও কালী নামে তিন কন্যা জন্মে। রাগিনী ব্রহ্মার শাপে সন্ধ্যারাগে পরিণত হয়। বাম-৫১।

রাজক—(১) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় বিশাখের পুত্র রাজক। রাজকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন। ভাগ-১২স্ক-১। বিশাখযূপ দেখ।

রাজতী—সীতা দেখ।

রাজধর্ম্ম—নাড়াজঙ্ঘ দেখ।

রাজন্য—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

রাজপুত্রবিনায়ক—কাশীস্থিত রাজপুত্রবিনায়ক নামক গণেশের পূজা করিলে রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

রাজবর্ত্তপ—কশ্যপবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯।
যামুনি দেখ।

রাজবর্দ্ধন—বৈবস্বত মনুবংশীয় দমের তনয় রাজবর্দ্ধন। তাঁহার তনয় সুধৃতি

গরু-পূ-১৪২। ভাগ-৯স্ক-২। দম ও রাজ্যবর্দ্ধন দেখ।

রাজবৈদ্য—সোমের পুত্র বুধ রাজবৈদ্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১২।

রাজর্ষি—যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শুচি হইয়া নিম্নলিখিত রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি ধর্ম্মফল লাভ করেন। বিজ্ঞব্যক্তি এই সমুদয় রাজর্ষি ও অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিদের স্তব করিয়া প্রার্থনা করিবেন, "আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ু, যশঃ ও স্বর্গ প্রদান করুন। আমাকে যেন কখনও শত্রুর হস্তে পতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।" ঐ সমুদয় রাজর্ষিদের নাম—অজ, অনরণ্য অম্বরীষ, অলর্ক, অষ্টক, আয়ু, ইক্ষ্বাকু, ঐল, কক্ষসেন, কক্ষেয়ু, কুকুর, কুরু, কৃশাশ্ব, ক্ষুপ, চিত্রাশ্ব, চ্যবন, জন্তু, জনক, জহ্নু, জানু, ত্রসদস্যু, দক্ষ, দশরথ, দিবোদাস, দিলীপ, দুষ্মন্ত, দৃঢ়রথ, ধুন্ধুমার, ধৃষ্টরথ, নল, প্রতীপ, নিমি, নৃগ, পুরু, পৃথু, প্রতর্দ্দন, নহুষ, প্রাচীনবর্হি, প্রিয়ঙ্কর, বৃষ, ভগীরথ, ভরত, মনু, মরুত্ত, মহাভিষ, মান্ধাতা, মিত্রভানু, মুচুকুন্দ, যদু, যযাতি, রঘু, যৌবনাশ্ব, [illegible], শ্রুত, শশবিন্দু, শান্তনু, শ্বেত, সম্বরণ, সগর, সত্যবান্, সুদাস, হবির্ধ্র ও হরিশ্চন্দ্র। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

রাজশর্ম্মা—যদু-বংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শোণাশ্ব দেখ।

রাজশ্রবা—ভবিষ্যৎ ব্যাসদিগের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদ-ব্যাস ও ব্যাস দেখ।

রাজস—প্রিয়ব্রত, রাজস প্রভৃতি অনেক নরপতি তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মৎ-১৪৩।

রাজসূয়ার্থিনী—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

রাজসেন—দেবী দুর্গা গোকর্ণতীর্থে রাজসেন নরপতির উপর প্রীত হইয়া ছিলেন। দেবীপূ-৩৯।

রাজস্থলেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রে রাজা রিপুঞ্জয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৭৪। রিপুঞ্জয় দেখ।

রাজাধিদেব, রাজ্যাধিদেব—(১) যদু-বংশীয় বিদূরথের পুত্র। রাজাধিদেবের পুত্র শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (২) রাজাধিদেবের পুত্র দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দত্ত (দণ্ড), শত্রু ও শত্রুজিৎ এবং কন্যা শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। ব্রহ্মপূ-১৬। হরি-হরি-৩৮। (৩) বিদূরথের পুত্র

রাজ্যাধিদেব, শূর ও বিদুর এই তিন জন। বায়ু-৯৬। শূর দেখ।

রাজাধিদেবী—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের এক ভগিনী। মৎ-৪৬। হরি-হরি-৩৪। বায়ু-৯৬। ব্রহ্মপু-১৪। (২) অবন্তী-রাজ জয়সেন রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ এই মিত্রবিন্দাকে (নিজ পিসতুত বোন) বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ভাগ-৯স্ক-২৪, ১৫স্ক-৫৮। গরু-পূ-১৪৩। (৩) ধর্ম্ম হইতে রাজাধিদেবীর গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

রাজিক—হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

রাঁজিজের—পুরুবংশীয় আয়ুব অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। আয়ু ও নহুষ দেখ।

রাজেয়—মহাত্মা রজির পুত্রগণ রাজেয় নামে খ্যাত হন। রজি দেখ।

রাজ্ঞী—(১) রৈবত-তনয়া রাজ্ঞী বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রৈবত নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-১১। (২) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবন্ত নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৩। (৩) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। সৌর-৩০। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৪) বিবস্বানের ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। রেবন্ত দেখ। (৫) সূর্য্য-পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে যম, যমুনা এবং রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। যম দেখ। (৬) বিমল নামক নরপতির মহিষী রাজ্ঞী। তিনি পতির সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য, সরযূতে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-২০।

রাজ্যবর্দ্ধন (রাজবর্দ্ধন)—সূর্য্যবংশীয় দমের পুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম মানিনী। রাজ্যবর্দ্ধন অতি ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য পরিচালন ও প্রজা পালন করিতেন। একদিন মহিষী মানিনী রাজাব মস্তকে তৈলমর্দ্দন কবিতে কবিতে তথায় পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া, অশ্রুমোচন কবিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাব রোদনেব কারণ জানিতে পারিয়া, হাস্য সহকারে রাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তাহাতে দুঃখিত হইবাব কাবণ কিছুই নাই কারণ বৃদ্ধ অবস্থায় মস্তকে পলিত কেশের আবির্ভাব স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। অতঃপর রাজা পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বান-প্রস্থ অবলম্বন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নৃপতিকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগি-

লেন, কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রণা করিয়া মহীপতির আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া ভাস্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আরাধনায় ভাস্করদেব সন্তুষ্ট হইয়া, রাজাকে সুদীর্ঘ আয়ু ও স্থিরযৌবন প্রদান করিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন ইহা জানিতে পারিয়াও, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ভাস্করদেব যদি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, দাস, দাসী সকলকেই চিরযৌবন ও সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। অন্যথা যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের নিকট হইতে ঐরূপ বর না পান, ততদিন পর্য্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন সহ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবেন। এই বলিয়া তিনি মহিষীকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতে প্রয়াণপূর্ব্বক, তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ বর লাভপূর্ব্বক রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মার্ক-১০৯, ১১০। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

রাণায়নীয়—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

রাস্ত—সংহিতাকার নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। আজবস্ত দেখ।

রাতহব্য—অত্রির অপত্য রাতহব্য ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৬৫, ৬৬।

রাতুল—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ক্রোধনের পুত্র রাতুল। তাঁহার তনয় প্রসেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

রাত্রি—(১) কুশিক ঋষি রাত্রি দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১২৭। (২) সর্ব্বভূতের জননী, অব্জ-সম্ভবা, লক্ষ্মীর এক নাম। বিষ্ণু,১ম-৯। (৩) ব্রহ্মার আদেশে রাত্রিদেবী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া, হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২২। মেনকা ও সতী দেখ। (৪) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাথীতর—উপনিষদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার মতে কেবল সত্যই অনুষ্ঠেয়। তৈত্তি-১।৯।

রাধা—(১) শিবের প্রার্থনায় দেবী ভগবতীর ভদ্রকালী মূর্ত্তিই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শিব স্বয়ং স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হন। নন্দ গোপ ও যশোদা পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতি দক্ষ ও তৎপত্নী প্রসূতি ছিলেন। দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, দক্ষ ও প্রসূতি সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পুনরায়

কন্যারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যার ফল প্রদানের জন্যই, দেবী ভগবতী ও শিব যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভুর অবতার রাধার সহিত আয়ান ঘোষের বিবাহ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর অবতার শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রণয়িনী ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯,৫২,৫৩। (২) দেবী মূল প্রকৃতি স্বেচ্ছায় বহুধা বিভক্ত হন। রাধা তাঁহার পঞ্চমী প্রকৃতি। তিনি প্রাণ ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী এবং বিষ্ণুর প্রিয়তমা। দেবীভা-৯স্ক-২। (৩) পিতৃগণের মানসী কন্যা কলাবতী সুচন্দ্র নরপতির সহিত পরিণীতা হন। পরে তিনিই আবার দ্বাপরে বৃষভানু-সুতা রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী সুচন্দ্রের প্রণয়িনী হন। গর্গ-গোল-৮। (৪) গর্গ মুনির পরামর্শে বৃষভানু গোপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহ দেন। যমুনার তীরস্থ ভাণ্ডীর বনে তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। গর্গ-গোল-৮। (৫) রাধা শ্রীকৃষ্ণেরও অংশভূতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনার পরম তেজ বৃষভানুর পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হইতে রাধা আবির্ভূত হন। রাধার মাতার নাম কীর্তি। রাধা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্ন কালে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৮। (৬) কৃষ্ণবল্লভা রাধাই আদ্যা-প্রকৃতি। তাঁহার কোটী কোটী কলাংশ হইতে ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের উৎপত্তি হইয়াছে। রাধার পাদধূলির স্পর্শে কোটী বিষ্ণুর উদ্ভব হইয়া থাকে। পদ্ম-পাতা-৩৮। (৭) সূতবংশীয় অধিরথের পত্নী। তিনি কর্ণকে পালন করেন। মহাভা-আদি ৬৭। কর্ণ দেখ। (৮) দেবী সাবিত্রী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৯) দেবী শঙ্করী বৃন্দাবন তীর্থে রাধা নামে পরিচিতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

রাধিক—মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় জয়সেনের পুত্র। রাধিকের তনয় অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-২২। জয়সেন ও আরাবি দেখ।

রাধিকা—রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

রাধেয়—(১) জনৈক দানব। তিনি বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হন। রামা-উত্ত-৬। (২) সূত-অধিরথ-পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ণ রাধেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। কর্ণ দেখ।

রাবণ—(১) রামচন্দ্র যখন অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত জনস্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। তৎফলে সূর্পনখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত খর ও দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের বহু অনুচর

নিহত হয়। কেবল অকম্পন নামক একজন রাক্ষস জীবিত ছিল। সে লঙ্কায় পলায়ন করিয়া সূর্পনখার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট সমুদয় ঘটনা নিবেদন করে। রাবণ সমুদয় ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া, স্বয়ংই রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হন। অকম্পন রাবণকে রামের শৌর্য্যের কথা বলিয়া, পরামর্শ দিল, যে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসে, তাহা হইলেই সীতার শোকে রাম অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবেন। অকম্পনের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, রাবণ তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সাহায্য লাভের জন্য গমন করিলেন। মারীচ রাবণের মনোভিপ্রায় শুনিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য, বারংবার অনুরোধ করিল। প্রথমে রাবণ তাহার পরামর্শ শুনিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু ছিন্ন-নাশা-কর্ণা, রোরুদ্যমানা সূর্পনখাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় মারীচের আশ্রমে গমন করিয়া, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মারীচ অসম্মতি জ্ঞাপন বৃথা বুঝিয়া, রাবণের পরামর্শ মত স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণপূর্ব্বক রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে লাগিল। রাম সীতার প্রার্থনায় ঐ স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্য তাহার অনুসরণ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে রামের কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সীতাকে কুটীরে রাখিয়া লক্ষ্মণ, রামের অনুসন্ধানে গমন করেন। রাবণ এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় কুটীরের নিকটেই লুক্কায়িত ছিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই, রাবণ ছদ্মবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া সীতার সমীপে গমন করিলেন এবং নানারূপে সীতার রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া, সীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সীতার নিকট তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, নিজ পরিচয়ও দিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই সম্মত হইলেন না দেখিয়া রাবণ স্বমূর্ত্তি-ধারণ করিয়া, বলপূর্ব্বক সীতাকে নিজরথে আরোহণ করাইয়া, লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা হ্রীয়মাণা হইয়া আকুল স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ করুণ ক্রন্দন পক্ষীরাজ জটায়ুর কর্ণগোচর হইল। জটায়ু রাবণকে সীতাকে হরণ করিতে দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাকে ঐ অপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্য নানারূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাবণ জটায়ুর কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

তখন জটায়ু বলপূর্ব্বক রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু রাবণ জটায়ুকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, রাবণ সীতাকে প্রথমে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন এবং ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর রাবণ আটজন মহাবীর রাক্ষসকে দণ্ডকারণ্যে যাইয়া বসবাস করিতে এবং সুযোগ পাইলে রামের অনিষ্টাচারণ করিতে পরামর্শ দিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, তাঁহার লঙ্কাপুরীর বিবিধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সীতাকেও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার ভার্য্যাত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সীতা রাবণের কোনও প্রার্থনায়ই কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, রাবণ সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি সীতাকে বিধিমতে বিবাহ করিবেন এবং ঐরূপ বলিতে বলিতে রাবণ সীতার পাদধারণ করিয়াও অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতা রাবণের কোনও আশ্বাস বাক্যে আস্থাস্থাপন অথবা তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া অবিরত অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন ও রাবণকে তাঁহার পাপ কর্ম্মের জন্য, নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনি সীতার সম্মতির অপেক্ষায় দ্বাদশ মাস কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে সীতা যদি রাবণের অনুগতা না হন, তবে রাবণ তাঁহাকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণকে, সীতাকে অশোক বনে লইয়া যাইতে, আদেশ দিলেন। (রামা-আর-৩১, ৫৬)। সীতাকে অশোক বনে স্থাপন করিয়াও, রাবণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং অশোক বনে যাইয়া সীতাকে অনুনয় বিনয় করিতেন এবং সীতার কোনও বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া, পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া শাসন করিতেন। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় যাইয়া একদিন রাবণকে ঐরূপ সীতাকে শাসন করিতে দেখিতে পান। লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে, হনুমান রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাবণের প্রমোদ কানন বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া, রাক্ষসবীরদিগকে হনূমানের বধ সাধনার্থ প্রেরণ করেন। অন্যান্য রাক্ষস বীরগণ অসমর্থ হইলে

রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমান রাবণের সভায় নীত হন। তিনি প্রথমে হনুমানের বিশাল আকার ও ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, শিবানুচর নন্দীই কি পরিহাসের প্রতিশোধ লইবার জন্য বানররূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা বলি-তনয় বাণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন! মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রাবণ প্রহস্ত নামক মন্ত্রীকে হনুমানের পরিচয় জানিবার জন্য আদেশ দেন। হনুমান নিজ পরিচয় দিয়া রামের অশেষ প্রশংসা করেন, এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাবণকে পরামর্শ দেন। রাবণ হনুমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইলেন এবং হনুমানকে বধ করিবার জন্য, অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন। তখন বিভীষণ রাবণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হনুমান রামের দূত এবং দূত সকল সময়েই অবধ্য। রাবণ বিভীষণের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া আদেশ দিলেন যে, হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করা হউক। (রামা-সুন্দ-১৮-২২; ৪১-৫৩।) হনুমান লাঙ্গুলাগ্নির দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার পর হইতে রাবণ, পরম বিষাদে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তদুপরি কালক্রমে রামচন্দ্রকে বানর কটকসহ সাগর-তীরে সমাগত দেখিয়া, তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি বিভীষণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য রাক্ষস সেনানীসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিতে অশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাবণের বল ও বিক্রমের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার তুলনায় রামের শৌর্য্য অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলিয়া কুম্ভকর্ণ, মহাপার্শ্ব প্রহস্ত প্রভৃতি রক্ষোবীরগণ, রাবণকে অভয় দিতে লাগিলেন। কেবল বিভীষণ রাবণকে সীতাহরণজনিত এই আসন্ন বিপদের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, সীতাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক রামের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য বিভীষণের পরামর্শ রাবণের মনঃপূত হয় নাই। তিনি বিভীষণকে অশেষরূপ ভর্ৎসনা করিয়া রাজসভা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তদনন্তর রাবণ সুগ্রীবকে মন্ত্রণা দিয়া রামপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে যোগ দিবার চেষ্টা করিবার জন্য শার্দ্দূল নামে এক চরকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সে চেষ্টাও বিফল হয়। তৎপরে তিনি শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয়কে রামের সৈন্যবল পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ

করেন। শুক ও সারণ গোপনে বানর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা রাম সৈন্যের বিশালতা এবং রামের শৌর্য্যবীর্য্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া, সীতা-প্রত্যর্পণের জন্য রাবণকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু রাবণ তাঁহাদের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, বানর সৈন্যদলপতিদিগের পরিচয় জানিবার, জন্য শুক ও সারণকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। শুক ও সারণ রাবণকে রামসৈন্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, পুনরায় রামকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য শুক ও সারণের উপদেশ রাবণের আদৌ মনঃপূত হইল না। তখন তিনি সীতাকে ভয় প্রদর্শন করাইবার জন্য, বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে, রামের মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন এবং ঐ মায়ামুণ্ড সীতাকে প্রদর্শন করাইয়া, রামের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং পরে সীতাকে বলিলেন, "এইবার তোমাকে আমার বশবর্ত্তিনী হইতে হইবে।" মাল্যবান নামক রাক্ষস রাবণের মাতামহ ছিলেন। তিনি রাবণকে নানারূপ উপদেশ দিয়া রামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলে, রাবণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং প্রহস্তাদি মন্ত্রীগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুগ্রীব একবার লম্ফ দিয়া রাবণের সমীপে গমন করিয়া মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত ও আরও অন্যান্য অশেষরূপে রাবণকে নিগৃহীত করিয়া, রামশিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইবার পর, ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন প্রহস্ত, প্রভৃতি রাক্ষসগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রামহস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ভীত হইয়া তিনি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন। কুম্ভকর্ণ প্রথমে রাবণের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করেন। কিন্তু পরে রাবণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর, অনেক রাক্ষস সেনাপতি এবং পরিশেষে ইন্দ্রজিতও নিধন প্রাপ্ত হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যান। প্রথমে তিনি রামহস্তে পরাজিত হন। পরে অশেষ শৌর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করেন। তৎপরে রামের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেই যুদ্ধেই রামহস্তনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামা-লঙ্কা-৬-১৬; ২০; ২৬-৩১; ৩৫-৩৬; ৪০, ৫৯-৬৩; ৬৮, ৯৩, ৬৯, ১০০-১১০। (২) বিশ্রবা মুনির ঔরসে ও সুমালী রাক্ষসের কন্যা

কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পনখা ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করেন। একদা কুবের (রাবণের বিমাতা বরবর্ণিনীর পুত্র) স্বীয় পিতা বিশ্রবা মুনিকে দর্শন করিবার জন্য, পুষ্পক-রথে আরোহণ-পূর্ব্বক আগমন করেন। তদ্দর্শনে রাবণ জননী কৈকসী স্বীয় পুত্রদিগকে তদবিধ ঐশ্বর্য্য লাভে যত্নশীল হইতে প্ররোচিত করেন। রাবণ মাতৃ-আদেশে ভ্রাতৃগণসহ তপস্যার জন্য গোকর্ণ-তীর্থে আগমন করেন। কঠোর তপস্যার পরে ব্রহ্মা ইহাঁদিগকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাবণ প্রার্থনা করিলেন,—"আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হই।" বিভীষণ প্রার্থনা করিলেন, "নিরতিশয় বিপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধর্ম্মে মতি থাকে।" কুম্ভকর্ণ প্রার্থনা করিলেন,—"আমি যেন দীর্ঘকাল নিদ্রা যাইতে পারি।" পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাবণের মাতামহ সুমালী, প্রজাপতির নিকট রাবণের বর লাভের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাবণকে লঙ্কানগরী পুনঃ অধিকার করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। রাবণ মাতামহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের নিকট লঙ্কা নগরী প্রার্থনা করিলেন। কুবের পিতা বিশ্রবার বাক্যে লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৈলাস শিখরে গমন করিয়া অলকা নাম্নী নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-পতি রাবণ, লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী শূর্পণখাকে কালকেয়-বংশসম্ভূত দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বিবাহ দেন এবং স্বয়ং দানবরাজ ময়ের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। বৈরোচন বলির বজ্রজ্বালা নাম্নী এক দৌহিত্রী ছিল, তাঁহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয় এবং বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। ইহার কিছু-কালপরেই মন্দোদরী ইন্দ্রজিতকে প্রসব করেন। জন্মিয়াই মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁর নাম মেঘনাদ রাখা হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া দেবতা ও ঋষি-দের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, কুবের একজন দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে অত্যাচার হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক দূতকে নিহত করেন, এবং সসৈন্যে কুবেরের আলয় আক্রমণ করেন। কুবের যুদ্ধে পরাজিত হইলে, রাবণ তাঁহার পুষ্পক-রথ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। অনন্তর বলদর্পিত রাবণ পুষ্পকে আরোহণ-পূর্ব্বক কৈলাস শিখরে উপস্থিত হইলেন। তখন নন্দীশ্বরের সহিত তাঁহার

যুদ্ধ হয়। রাবণ ক্রোধে পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক নন্দীশ্বরকে আঘাত করিতে উদ্যত, হইলে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পর্ব্বত চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে রাবণের বাহু নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল। সেই কষ্টে রাবণ ভয়ানক চীৎকার করেন। এই জন্যই তিনি রাবণ নামে খ্যাত হন। অমাত্যগণের পরামর্শে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, রাবণ মহাদেবের স্তব আরম্ভ করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে উপস্থিত হইলে, রাবণ প্রার্থনা করিলেন—"আমার অবশিষ্ট জীবন যেন যথেচ্ছাচার ভাবে অতিবাহিত করিতে পারি এবং সর্ব্বপ্রাণী জয়ের জন্য কোনও অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।" মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার অবশিষ্ট জাবন যথেচ্ছাচার ভাবেই যাপন করিতে পারিবে, আর আমি এই সুবিখ্যাত চন্দ্রহাস নামক মহাদীপ্ত খড়্গও তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিলেই, ইহা আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। রামা-উত্ত-১-১৬। (৩) মহাদেবের বরে রাবণ আরও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক অনেক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বা পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক রক্ষা পাইলেন। একদা রাবণ হিমালয়ের কাননপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীকে দেখিতে পান। বেদবতী বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য, তপস্যায় নিযুক্তা ছিলেন। পাপমতি রাবণ তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অপমান করিলে, তিনি রাবণকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (রামা-উত্ত-১৭, দেবীভা-৯স্কন্দ-১৬। বেদবতী দেখ)। রাবণ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক উশীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হইয়া মরুত্ত রাজাকে পরাস্ত করেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের সহিত যুদ্ধ করেন। অনরণ্য রাবণ-হস্তে পরাজিত হইয়া শাপ দেন, "আমার বংশীয় দাশরথি তোমাকে সংহার করিবে।" রাবণ তৎপরে যমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রসাতলে প্রবেশ করেন এবং কালকেয় বংশীয় দৈত্যদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে স্বায় ভগিনা স্বর্পনখার স্বামা বিদ্যুজ্জিহ্বকেও রাবণ বধ করেন। এই স্থানেই রাবণের সহিত বৈরোচন বলির সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরে রাবণ সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক, সূর্য্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। (রামা-উত্ত-২৫)। ইহার পরেই রাবণের সহিত মান্ধাতার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তদ্দণনে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব তথায়

উপস্থিত হইয়া উভয়কে যুদ্ধে নিযুক্ত করান এবং তৎপরে উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। (রামা-উত্ত-২৬)। রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ভগিনী সূর্পনখা তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক রোদন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে তিনি সংহার করিয়াছেন বলিয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রাবণ সূর্পনখাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দণ্ডকারণ্যে খর ও দূষণের তত্ত্বাবধানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। (রামা-উত্ত-২৯)। রাবণের অনুপস্থিতির সুযোগে মধুদৈত্য রাবণের মাতৃ-স্বস্রিয়া ভগিনী কুম্ভিনসীকে রাবণের আলয় হইতে অপহরণ করেন। রাবণ তাঁহাকে দণ্ড প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন। কুম্ভিনসী রাবণের পাদধারণ পূর্ব্বক স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেন। (রামা-উত্ত-৩০)। একদা পাপিষ্ঠ রাবণ, কুবেরের পুত্রবধূ নল-কুবেরের স্ত্রী রম্ভাকে আক্রমণ করেন। তিনি স্বীয় পত্নী রম্ভার মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, এই অভিশাপ প্রদান করে যে,যদি রাবণ কোনও অকামা কামিনীকে ধর্ষণ করেন, তবে তাঁহার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ হইয়া যাইবে। তদবধি রাবণ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেন না। (রামা-উত্ত-৩১)। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই, দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এই কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা তাঁহাকে ইন্দ্রজিৎ নাম প্রদান করেন। (রামা-উত্ত-৩২-৩৫)। বলদর্পিত রাবণ যদিও দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলকেই পরাজিত করিয়াছিলেন, তবু কোন কোন স্থানে নিজেও খুব জব্দ হইয়াছিলেন। তিনি একবার হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পুলস্ত্যের অনুগ্রহে সেইবার মুক্তিলাভ করেন। (বায়ু-৯৪)। ইহার পরে বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণ কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে গমন করেন। একদিন বালি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য সমুদ্র-উপকূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাবণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বগলে স্থাপন করেন। রাবণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বালির সহিত মিত্রতা করেন। (রামা-উত্ত-৩১)। রাবণের মাতা কৈকসী মালী রাক্ষসের কন্যা। (লি-পূ-৯)। বিশ্রবার ঔরসে রাক্ষসী পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসী মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ, এবং রাক্ষসী রাকার গর্ভে খর ও সূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন।

অরণ্যকাণ্ড-বন-২৭৩। (৪) কোনও সময়ে রাবণ কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের তপস্যা করিতেছিলেন। কিছুকাল তপস্যা করিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই, তখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বে ভূতলে গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তথায় অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সন্নিকটে শিব স্থাপন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া, রাবণ এক একটি করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিয়া, আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। যখন আর একটি মাত্র মস্তক অবশিষ্ট রহিল, তখন শিব রাবণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাবণ শিবকে বলিলেন, "আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে অতুল বল দিন, আর আমার মস্তকগুলি পূর্ব্ববৎ দেহে যুক্ত করিয়া দিন।" শিব তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ দেবগণকে রাবণ-ভয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইলে এবং রাবণকে নানারূপ স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এত হৃষ্ট দেখিতেছি কেন?" রাবণ তখন শিবের নিকট হইতে তাঁহার বর প্রাপ্তির কথা বলিলেন। নারদ রাবণের এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি শিবের এই কথায়ই এত আনন্দিত। শিবকে ত সকলে পাগল বলিয়াই জানে। তাঁহার কথা ত কেহ বিশ্বাসযোগ্যই মনে করে না। শিবের বরে তুমি যে অতুল বল লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা কর। যদি তাহা পার, তবেই শিবের বর ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস হইবে।" রাবণ নারদের কথা শুনিয়া কৈলাসে গমন করিলেন এবং নিজ বাহুবলে সেই পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া শিব-বরের সত্যতা অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে রাবণ কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করাতে পর্ব্বতস্থ সমুদয় দ্রব্যই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। শিব তাহার কারণ জানিতে পারিয়া, রাবণকে শাপ দিলেন যে, তাঁহার বাহুগর্ব্ব-খর্ব্বকারী পুরুষ শীঘ্রই উৎপন্ন হইবে। শিব-জ্ঞান-৫৫, ৫৬। (৫) রাবণ ও তদ্‌ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয়েরই অবতার ছিলেন। শিব-জ্ঞান-৫৯। (৬) রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সোমলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে অন্যত্র যাইতে যাইতে কৈলাস

পর্ব্বত তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রাবণ কৈলাস পর্ব্বতের শোভায় প্রীত হইয়া, তাহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। শুক ও সারণ মন্ত্রীদ্বয় বারংবার নিষেধ করিলেও রাবণ নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কৈলাস গিরির মূলদেশে গমন করিলেন এবং তাহাকে উৎপাটন করিবার জন্য আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। শিব রাবণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৈলাসকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। তখন সেই কৈলাস গিরির চাপে তাঁহার দেহাস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে, রাবণ আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিব কৈলাস পর্ব্বতের উপর হইতে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের চাপ অপসারণ করিলেন। অতঃপর রাবণ পার্ব্বতীর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ব্রহ্মপু-১৪৩। (৭) দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে রাবণ নিরাহারে থাকিয়া ও জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া, দশসহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং ব্রহ্মার বরে সমস্ত দেবতা, দৈত্য, নাগ, রাক্ষস ও যমদূতদিগের অবধ্য হন। তিনি ইন্দ্রের অমরাবতী হইতে বাসুদেবের এক মূর্ত্তি লঙ্কায় লইয়া যান এবং বিভীষণের প্রার্থনায় সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রদান করেন। ব্রহ্মপু-১৭৬। (৮) রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা রাক্ষসী-গর্ভজাত ছিলেন বলিয়া, অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। একদিন তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া তাঁহাদের মাতা কৈকসীর নিকট, কুবেরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কৈকসী কুবেরের পরিচয় ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ প্রদান করিয়া, রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে তাঁহাদের কুকর্ম্মাদি ও তজ্জনিত দুঃখকষ্টের কথা বলিয়া, অশেষ তিরস্কার করেন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ মাতার নিকট হইতে তিরস্কার লাভ করিয়া, মনোদুঃখে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে রাবণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তদনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের শরীরও পরম রমণীয় করিয়া দিলেন। পদ্ম-পাতা-৪। (৯) পুলস্ত্য-নন্দন বিশ্রবার ঔরসে ও মালী-রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নামান্তর নিকষা) গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ দশগ্রীব পিঙ্গলবর্ণ চতুষ্পাদ, বিংশতিহস্তযুক্ত, লোহিতগ্রীব ও মহাকায় ছিলেন। তিনি অতিশয় রব করার জন্য রাবণ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্বজন্মে তিনিই

হিরণ্যকশিপু ছিলেন। তিনি চারি যুগেই রাজা হইয়াছিলেন। এই দুর্দ্দান্ত রাবণের রাজত্বকাল পাঁচ-কোটী, দশলক্ষ একষট্টি বৎসর। তিনি ষাটলক্ষ বৎসর কাল দেবতা ও ঋষি-গণকে নৃশংসভাবে পীড়ন করিয়া-ছিলেন। বায়ু-৭০। অগ্নি-১২। কূর্ম্ম-পু-২১। সৌর-৩০। (১০) রাবণ বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (১১) আশ্বিন মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে রাবণ যুদ্ধ যাত্রা করেন। তারপর ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বধান্তে শুক্লাষ্টমীতে রাম ও রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তকসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়।, ছিন্ন হইয়াও রাবণের মস্তক সকল পুনঃপুন উত্থিত ও নিপতিত হয়। শুক্লানবমী তিথির অপরাহ্নে রাবণ বধ হয়। বৃহদ্ধ-পু-২২। (১২) দধি-সমুদ্রের পরে স্বাদু-দক সমুদ্র অবস্থিত। সেই স্বাদুদক-সমুদ্রের মধ্যভাগে পুষ্করদ্বীপ অবস্থিত। তথায় সুমালী নামে এক রাক্ষসরাজ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা নিকষার গর্ভে বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণ নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সহস্র বদন, অপরজন দশানন। ইঁহাদের জন্মকালে দৈববাণী হয় যে, যেহেতু তাঁহাদের জন্মকালীন রবে ত্রিলোক ধ্বনিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাদের উভয়েরই নাম হইল রাবণ। এই উভয় রাবণের মধ্যে কনিষ্ঠ দশানন লঙ্কায় বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ জনের নামছিল সহস্রবদন, তিনি ত্রিলোক-বাসীর ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে সীতা পিতৃগৃহে বাস-কালীন এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এই সহস্রবদন রাবণের কাহিনী শ্রবণ করেন এবং রামচন্দ্র দশানন রাবণকে বধ করিয়া, অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে অন্যান্য মুনি ও ঋষিগণের সমক্ষে এই সহস্রবদন রাবণের বিবরণ রামচন্দ্রকে কীর্ত্তন করেন। রামচন্দ্র তখন মুনি, ঋষি, সভাসদ, আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া, সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করিবার জন্য পুষ্কর দ্বীপে গমন করেন। তথায় সহস্রবদনের সহিত রামচন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং রাম-চন্দ্র সহস্রবদনের শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন সীতা ভীষণ রূপ ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সহস্রবদনকে বধ করেন। অদ্ভু-রামা-১৭-২৩। (১৩) সহস্রবদনের বহু পুত্র ঐ সমরে নিহত হয়। তাঁহাদের নাম—কালকণ্ঠ, প্রভাষ, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, শিত, ভূতলোমথন, যজ্ঞবাহু, প্রবাহু, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, বীর্য্যবান্, মধুর, সুপ্রসাদ, কীরিট, মহাবল, রসন,

মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, শুচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজঃ, কোক্লিলক, কোকিলাক্ষ, অচল, বালেশ, বালভক্ষক, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহ, অজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, মুণ্ডগ্রীব, হৃষ্টৌজা, চন্দ্রভ ও হংসবক্ত্র। অদ্ভু-রামা-১৯। (১৪) মূল রামায়ণে রাবণ সম্বন্ধে যাহা আছে, অধ্যাত্ম রামায়ণেও প্রায় সেই সমুদয় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। তজ্জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য—আরণ্য ৫-৮; সুন্দর-২; লঙ্কা-২,৩,৫-১১; উত্তর-১।

রাবণি—রাবণের পুত্র এই অর্থে ইন্দ্রজিতেরই নামান্তর।

রাবণান্তকরা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রাবণেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে রাবণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৩।

রাভ—পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু। আয়ুর আত্মজ রাভ। রাভের তনয় রভস। ভাগ-৯স্ক-১৭। আয়ু-ও রম্ভ দেখ।

রাম, রামচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মহা বলবান্, সুদর্শন, ধৈর্য্যশীল, ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান, বাগ্মী, শ্রীমান্ ছিলেন, সেইরূপই মহাবাহু ও উন্নতস্কন্ধ ছিলেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, ললাট সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত ছিল। তিনি শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্যামবর্ণ, নাতি-দীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মরক্ষক, স্বজনপালক, বেদবেদাঙ্গ মর্ম্মজ্ঞ, ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য, ধৈর্য্যে হিমাচলবৎ, বীর্য্যে বিষ্ণু সদৃশ, দৃশ্যে চন্দ্রতুল্য, ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশ ও ক্ষমাগুণে ধরিত্রীর ন্যায় ছিলেন। দানশক্তিতে তিনি কুবেরতুল্য এবং সত্যনিষ্ঠায় ধর্ম্মতুল্য বিদিত হইতেন। (রামা-আদি-১)। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ অপুত্রক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি অতীব মনোকষ্টে কালযাপন করিতেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। সেই যজ্ঞ যখন হইতেছিল, তখন যজ্ঞাগ্নি হইতে রক্তাম্বরধারী রক্তকায় এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দেবগণ প্রেরিত পায়স প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, দশরথের মহিষীগণ ঐ পায়স ভোজন করিলে তাঁহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিবে। দশরথ পরম শ্রদ্ধাসহকারে সেই পায়স গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধাংশ

কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। কৌশল্যা স্বীয় অংশ হইতে কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। দশরথ সেই পায়সের অপর অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে তিনিও তাঁহার কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। কালক্রমে মহিষীগণ গর্ভবতী হইয়া চারি পুত্র প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে দিব্য লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-সম্ভূত এক তনয় জন্মলাভ করেন। রাজা দশরথ সেই পুত্রের নাম রাখিলেন রাম। দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র জন্মলাভ করিলেন তাঁহার নাম হইল ভরত এবং কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভে যমজ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম হইল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন। (আদি-১৮)। রামচন্দ্রের বাল্যকালেই একদিন বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের সমীপে আগমন করিয়া যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদিগের বধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পিতা দশরথ বালক রামচন্দ্রকে রাক্ষস-বধরূপ বিপদজনক কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শঙ্কাকুলচিত্তে বালক রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত অনুজ লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় বিশ্বামিত্রের আদেশে সরযূ নদীতে আচমন করিয়া বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় লাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী মায়াবী তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র রাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসীর নিধনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহু মন্ত্রময় দিব্য অস্ত্র ও দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে সানুজ রাম মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ নামক রাক্ষসকে বিতাড়িত ও অপর রাক্ষসদিগকে বধ করেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সুমতির আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে রামের পাদস্পর্শে গৌতমশাপে শৈলীভূতা অহল্যা শাপ মোচনান্তে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অতঃপব তাঁহারা সকলে জনক রাজাব আলয়ে গমন করেন। তথায় বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনক রামকে নিজ গৃহস্থিত দিব্য হরধনু প্রদর্শন করেন এবং ঐ হরধনু উপলক্ষে নিজের প্রতিশ্রুতির কথাও বলেন। তদনন্তর

রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে সেই হর-ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতিশ্রুতি মত রামচন্দ্রের সহিত নিজ অযোনিজা কন্যা সীতার বিবাহ দিতে উৎসুক হইয়া, রাজা জনক, দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন, এবং দশরথ মিথিলায় আগমন করিলে যথাবিধানে রামের সহিত সীতার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। তৎসঙ্গেই জনকের অপর এক কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকের অনুজ কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহও সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর রাজা দশরথ পুত্র ও বধূদিগকে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পরশুরাম তাঁহাদের গতি-রোধ করিলেন এবং রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি হর-ধনু ভঙ্গ করিয়াছ, শুনিলাম। আমি সেইরূপ আর একটি ধনু আনিয়াছি। তুমি ইহাতে জ্যা রোপণ কর দেখি। তুমি যদি তাহা পার, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার দ্বন্দযুদ্ধ হইবে।" পরশুরামের কথা শুনিয়া রাম সকলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক সেই ধনুতে গুণ যোজনা ও শরসন্ধান করিলেন। পরশুরাম তাহা দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং রামের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিলেন। তখন রাম ভার্গ-বের প্রার্থনামত ঐ ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া পরশুরামের তপস্যা-লব্ধ সমুদয় লোক বিনষ্ট করিয়া দিলেন। (রামা-আদি-৮, ১৬, ১৮-৩১, ৪৭-৫০, ৬৬-৭৭)। বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার কিয়ৎ-কাল পরে, দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করেন। তদু-পলক্ষে শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল এবং সমুদয় আয়োজনও স্থির হইল। কিন্তু অভিষেকের দিনই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন, তাহাদের একটি বরে কৈকেয়ী রামের চৌদ্দবৎসরের জন্য বনে নির্ব্বাসন এবং অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং ঐ নিদারুণ প্রার্থনা প্রত্যাহার করিবার জন্য বারংবার কাতর বাক্যে কৈকেয়ীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী কোনও মতে আপনার প্রার্থনা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হই-লেন না। অগত্যা অঙ্গীকার-রক্ষার জন্য দশরথকে রামের বনবাস-আজ্ঞা প্রদান করিতে হইল। রাম কিন্তু এই সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং তিনি পিতার প্রতিজ্ঞা-

রক্ষার সহায় হইতে পারিবেন জানিয়া, পরম প্রীতিই লাভ করিলেন। লক্ষ্মণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বারংবার অনুরোধ করেন, কিন্তু রাম সে সকল পরামর্শে কর্ণপাতই করিলেন না। কৌশল্যাও রামের বন-গমন সংবাদে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রাম বন-গমন করিলে যে তাঁহারও প্রাণত্যাগ ঘটিবে, তাহা বলিয়া বারংবার তাঁহাকে মাতৃ-হত্যা হইতে বিরত থাকিতে (অর্থাৎ বনে গমন না করিতে) বলিলেন। কিন্তু রাম কোনও মতে পিতার সত্যভঙ্গের কারণ হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। রাম বনে গমন করিবেন শ্রবণ করিয়া, সীতাও তাঁহার সহিত গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রাম কোনও মতে তাঁহাকে অনুগমন হইতে বিরত করিতে না পারিয়া, অগত্যা সম্মতি দিলেন। লক্ষ্মণও দৃঢ়সংকল্প হইয়া রামের সহিত বনে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর মুনিবেশ ধারণ করিয়া, গুরুজনদিগের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে রাম অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা প্রথম দিন ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তমসা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইয়া আরও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিকা প্রভৃতি নদীসমূহ পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিষাদদিগের অধিপতি গুহের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। গুহ রামচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে তথায়ই বাস করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাম, ঐ স্থান অযোধ্যার অতি নিকট বলিয়া,তথায় বাস করিতে অসম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গুহের আনীত নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার অপর পারে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া সম্পূর্ণভাবে বনবাস আশ্রয় করিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। তাঁহার পরামর্শে রাম ও লক্ষ্মণ কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া, এক মনোরম কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-অযো-১,৩, ১১, ১৮-২২,২৪-৫৪)। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন তখন ভরত, মাতৃগণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ-পরিবৃত হইয়া, রামকে ফিরাইয়া আনিবার

জন্য তথায় গমন করেন। ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাম অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু কৌশল্যা, ভরত বা বশিষ্ঠ ইঁহাদের কাহারও অনুরোধে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরত অনন্যোপায় হইয়া রামের পাদুকাযুগল চাহিয়া লইয়া স-পরিজন পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (ভরত দেখ) ভরতের প্রত্যাগমনের পর, রাম কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, কতিপয় নিশাচর তৎস্থানবাসী তাপসদিগের উপর বিশেষ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। ঋষিগণ তখন রামকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া অন্যত্র গমন করেন। তাহার কিছুদিন পর তাঁহারা চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া আরও গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। (রামা-অযো ৯৩, ৯৬, ৯৮-১১৯)। সেই অরণ্যের নাম দণ্ডকারণ্য। তথায় গমন করিবার অল্পকাল পরেই, একদিন বিরাধ নামক এক রাক্ষস সীতাকে হরণ করিবার প্রয়াস পায়। রাম ও লক্ষ্মণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। তৎপরে তথা হইতে তাঁহারা শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এবং তৎপরে শরভঙ্গ মুনির পরামর্শে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর কিছুদিন পরে অগস্ত্য মুনির সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিয়া, নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা সকলে পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ পঞ্চবটী বনে গমনকালেই পথিমধ্যে জটায়ুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ঐ পঞ্চবটী বনে বাস করিবার সময়ে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাম পরিহাস করিয়া বলেন যে, তিনি যখন বিবাহিত তখন সূর্পণখাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ অবিবাহিত। সূর্পণখা তাঁহাকেই বিবাহ করিতে পারে। সূর্পণখা রামের পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া, লক্ষ্মণের সমীপে গমন করে। লক্ষ্মণও তাহাকে পরিহাস করিয়া রামকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দেন। তখন সূর্পণখা, সীতার জন্যই রাম তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া, সীতাকেই ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। সূর্পণখা ছিন্ন-নাসা-কর্ণ হইয়া চীৎকার করিতে করিতে জনস্থানবাসী খর ও দূষণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গমন করে। খর

ও দূষণ তাহার এই দুরবস্থা দেখিয়া এবং রাম-লক্ষ্মণই যে তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ তাহা জানিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য চৌদ্দজন রাক্ষসকে প্রেরণ করে। ঐ চৌদ্দজন রাক্ষসকেই রামের হাতে নিধন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, সূর্পণখা পুনরায় খর ও দূষণের নিকট গমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিল। তখন খর ও দূষণ সমুদয় অনুচর রাক্ষসদিগকে লইয়া রাম লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য যাত্রা করেন। অতঃপর রাম-লক্ষ্মণের সহিত সানুচর খর-দূষণের ভয়াবহ সংগ্রাম হয় এবং তাঁহারা সকলেই ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। দূতমুখে রাবণ এই সংবাদ পান। পরে সূর্পণখাও স্বয়ং লঙ্কায় যাইয়া তাহার দুরবস্থার বিষয় সব বর্ণন করিয়া রাবণকে সীতা-হরণ করিতে পরামর্শ দেয়। রাবণ তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচকে সহায় করিয়া সীতা হরণ করিতে গমন করেন। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা রামকে ঐ হরিণটিকে ধরিয়া আনিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম সীতার প্রার্থনায় সেই স্বর্ণমৃগকে ধরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। অনেক চেষ্টার পরও যখন ধরিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বধ করিবার জন্য রাম শরনিক্ষেপ করিলেন। রামের শরে বিদ্ধ হইয়া মায়ামৃগ মারীচ, তাহার অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণপূর্ব্বক "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাম মারীচের ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ঐ রব সীতা ও লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারাও যে অতিশয় শঙ্কিত হইবেন এবং তৎফলে নানা বিপদও ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া, রাম দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সীতা এবং লক্ষ্মণ মারীচের সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সীতা তাহাতে উদ্বিগ্না হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া, রাম আরও শঙ্কাকুল হইলেন। নির্জ্জন কুটীরে একাকিনী অবস্থিতা সীতার কথা চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতপদে ভ্রাতৃদ্বয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সীতাকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। সীতাকে কুটীরে না দেখিয়া নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কায় রাম একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতার অদর্শনে আকুল হইয়া রাম বিলাপ করিতে করিতে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি যাহাই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, তাহাদের সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সীতাবিরহে ব্যাকুল হইয়া রাম উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎ নাশে উদ্যত হইলেন। কেবল লক্ষ্মণই তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া কোনও রকমে শান্ত রাখিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিপৃষ্ঠে রাক্ষসের এবং জানকীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদ্ভিন্ন ভগ্নধনু, ছিন্ন তূণীর, রথের ভগ্নাংশ প্রভৃতিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তাঁহাদের এই ধারণা হইল যে সীতা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হৃতা অথবা ভক্ষিতা হইয়াছেন। তাহাতে রামের শোকানল ও ক্রোধানল একাধারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া জগৎনাশে উদ্যত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ নানারূপে রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনি জগৎ নাশ করিলে, সীতাহরণকারী রাক্ষসের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইল না। আপনি বরঞ্চ সেই রাক্ষসকে অনুসন্ধান করুন এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে বধ করিয়া সমুচিত শাস্তি বিধান করুন।" লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইলেন। অনন্তর সন্ধান করিতে করিতে জটায়ুকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। জটায়ু রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের বিবরণ বর্ণন করিলেন। জটায়ুর মৃত্যু হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সীতার অন্বেষণে গমন করিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধ নামক রাক্ষসকে দেখিতে পান। ঐ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করেন। তখন কবন্ধ নিজ আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর কবন্ধের প্রার্থনায় রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধকে দগ্ধ করেন। অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কবন্ধ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং রামকে সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনি তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করুন। তাহা হইলে তাঁহার সহায়তায় আপনি সীতার উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া কবন্ধ স্বর্গে গমন করিলেন। রাম কবন্ধের নিকট হইতে পম্পা সরোবরের সন্ধান পাইয়া, প্রথমে তথায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা তপস্বিনী শবরীর সাক্ষাৎ পান। তথা হইতে

তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। (রামা-আরণ্য) ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সুগ্রীব তাঁহা-দিগকে দেখিয়া সন্দেহাকুল হইলেন এবং সবিশেষ জানিবার জন্য হনু-মানকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান ভিক্ষুকবেশে রামলক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন ও তাঁহাদের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে সুগ্রীবের সহিত রামের সম্যক্ পরিচয় হইলে, তাঁহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরস্পর সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর সুগ্রীব রামকে সীতার কতিপয় অল-ঙ্কার প্রদান করিলেন। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইবার সময়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপবিষ্ট বানরগণকে দেখিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁহাদের নিকটে সেগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাম ঐ অলঙ্কারগুলি পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও শোকাকুল হইলেন। অতঃপর সুগ্রীব রামকে সীতার উদ্ধার-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, রামও তৎপরিবর্ত্তে বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহা-সনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রাম যে বাস্তবিকই বালিকে বধ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সুগ্রীবের সন্দেহ হইল। তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বালি কর্ত্তৃক নিহত দানব দুন্দুভির অস্থি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুগ্রীবের সম্যক্ প্রত্যয় না হওয়াতে, রাম এক শর নিক্ষেপে মহাকায় সাতটি শালতরু ভেদ করি-লেন। তখন সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়া নানাভাবে রামের পরিতোষ উৎপাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব বালির আবাস স্থানের সন্নিকটে যাইয়া আস্ফা-লনপূর্ব্বক বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বালি বহির্গত হইলে উভয়ে দ্বন্দযুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু বালি ও সুগ্রীব উভয়েরই আকৃতি একই প্রকার ছিল বলিয়া, রাম, পাছে বালির পরিবর্ত্তে সুগ্রীবকে বধ করেন এই ভয়ে কোনও তীর নিক্ষেপ করি-লেন না। সুতরাং সুগ্রীব বালির হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে উভয়ের পার্থক্য-নির্দ্দেশক মালা পরিধান করিয়া সুগ্রীব পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবারে রাম সুগ্রীব ও বালির পার্থক্য সম্যক্ অবধারণ করিয়া শরা-ঘাতে বালিকে বধ করিলেন। বালির মৃত্যুর পর যথা বিধানে সুগ্রীব কিষ্কি-ন্ধ্যার অধিপতি হইলেন। তৎপরে সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়া

সমুদয় বানর যুথকে কিষ্কিন্ধ্যায় আনয়ন করাইলেন এবং যথাযথ উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল বলবান্ বানরদিগের মধ্যে যে দল দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহাদের মধ্যে হনুমান ছিলেন। রাম হনুমানের কার্য্যক্ষমতার উপর বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেই নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। (রামা-কিষ্কি-২-১৪, ১৭,—৪৪)। সুগ্রীব যে যে বানব দলকে সীতার অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেবণ কবেন, তাহাদেয় মধ্যে হনুমান, অঙ্গদ প্রভতিব যে দল দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহাবা ভিন্ন অপব সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বহুকাল পবে হনুমান প্রভৃতি সীতার সন্ধান লইয়া রাম-সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন এবং হনুমান বামেব হস্তে সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন কবিলেন। (বামা-সুন্দ-৫৯-৬৭)। অতঃপর যখন হনুমান মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া সকলেই স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, সীতা জীবিতা রহিয়াছেন। তখন তাঁহার উদ্ধারের জন্য সকলেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব রামকে পরামর্শ দিলেন যে সমুদ্র-বন্ধনপূর্ব্বক সদলবলে লঙ্কায় যাইয়া সীতাকে উদ্ধার করা হইবে। রামও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, সমুদয় বানর সৈন্য ও সেনাপতিগণ সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সাগর লঙ্ঘনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাপতি রাবণ সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ভিন্ন অপর সকলেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষরূপে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেবল বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি করিতে বলিলেন। রাবণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে সভামধ্যেই অশেষ তিরস্কার করেন। তাহাতে অপমানিত হইয়া বিভীষণ চারিজন অনুচর সহ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের নিকট চলিয়া আসিলেন। সুগ্রীব প্রথমে বিভীষণকে আশ্রয় দিবার বিরোধী ছিলেন। পরে রাম নানা যুক্তিপ্রদর্শন করিলে, তিনি বিভীষণকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন বিভীষণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করিলেন। রামও রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য রাম

সমুদ্রতীরে কুশ-শয়নে পূর্ব্বাভিমুখে শয়ন করিয়া সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবে অবস্থান ও যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াও যখন সমুদ্রের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল এবং সমুদ্রের ঐ অবহেলাসূচক ব্যবহারের জন্য তিনি সমুদ্রের সমুদয় জল শোষণ করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সমুদ্র একান্ত ভীত হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নানারূপে রামের আরাধনা করিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে রামের অনুচর বিশ্বকর্ম্মা-তনয় নল যদি সাগরের উপর সেতু-বন্ধন করেন, তবে তিনি সেই সেতুর অনিষ্ট করিবেন না এবং বানর কটকও নিরাপদে সেই সেতুর সাহায্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইতে পারিবে। অতঃপর নলের নির্দ্দেশানুসারে এবং বানরদিগের সাহায্যে সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু নির্ম্মিত হইলে সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে রাম হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাম নানারূপ লোকক্ষয়কর দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে নানারূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। যাহা হউক ব্যূহরচনা ও সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও প্রধান প্রধান বানর সেনাপতিদিগকে লইয়া লঙ্কা-নগরীর সন্নিকটস্থ সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে তিনি লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক ভালরূপ দেখিয়া লইলেন। অনন্তর পুনরায় লঙ্কার চারিদিকে ভালরূপে সৈন্যসমাবেশ করিয়া রাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ বানর সৈন্যের সহিত রাক্ষস সৈন্যের সংগ্রাম চলিতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের নিকট রামের পরাজয় হয়। ইন্দ্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেন। এই সংবাদ পক্ষীরাজ গরুড়ের নিকট পৌঁছিলে তিনি দ্রুত-গতিতে লঙ্কায় গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান রাক্ষস-সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন কিন্তু রামের নিকট পরাস্ত হইয়া সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিপদ-গ্রস্ত হইয়া রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুম্ভকর্ণও যুদ্ধক্ষেত্রে রাম হস্তে নিহত হইলেন এবং তাহার পর দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি আরও কতিপয় রাক্ষস

সেনানী নিহত হইলে; ইন্দ্রজিত সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শরাঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলে হনুমান হিমালয় পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণদান করেন। তাহার পর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর আবার রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। সেইবারও রাবণ পরাজিত হইয়া নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর আরও কয়েকজন রাক্ষস সেনানী হত হইলে, রাবণ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইবার তাঁহার শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের পতন হয়। তখন রাম অতিশয় বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং এই যুদ্ধেই রাম হস্তে রাবণ নিহত হন। নিহত রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইলে সীতা রামেব নিকট আনীতা হন। তখন রাম সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেরই স্খালন করিয়াছেন মাত্র। রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া তিনি লোকাপবাদের সম্মুখীন হইতে সম্মত নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারককে সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। (সীতা দেখ) কিন্তু পরে সীতা যখন অগ্নি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা হইলেন, তখন সেই অগ্নি পরীক্ষাকালে উপস্থিত দেবগণের পরামর্শে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করেন। অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া রাবণের পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া রাম, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতিরাও ঐ রথে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে রাম সীতাকে সমুদয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইতে লাগিলেন—কোথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিলন হয়; কোথায় রাবণ জটায়ুকে বধ করেন; কোথায় কোথায় তিনি ও লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চম দিবসে সানুচর রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং তথায় ভরদ্বাজের আতিথ্য স্বীকার করিয়া অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রামের প্রার্থনায় ভরদ্বাজ মুনি তপোবলে তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা অবধি পথের দুই পার্শ্ব অকালে ফলশালী মধুস্রাবী বিবিধ বৃক্ষ-সমাকীর্ণ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে রাম হনুমানকে শৃঙ্গবের পুরে অবস্থিত গুহকে এবং অযোধ্যায় ভরতকে সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ

করেন। ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া কিরূপ ভাবাপন্ন হন, রাম শত্রু সংহার করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে-ছেন শুনিয়া ভরত আহ্লাদিত হন অথবা বিষণ্ণ হন, এই সকল বিষয় ভালরূপ অনুধাবন করিয়া আসিবার জন্য রাম হনুমানকে বিশেষভাবে উপদেশ দেন। কারণ ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া, পুনরায় রামকে অযোধ্যার সিংহাসন প্রত্যর্পন করিতে হইবে ভাবিয়া যদি দুঃখিত হইতেন, তবে রাম আর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। যাহাহউক ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়া আনন্দিতই হইলেন এবং প্রত্যুদ্গমন করিয়া রামকে অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। অনন্তর যথাবিধানে রামের রাজ্যাভি-ষেক সম্পন্ন হইলে, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। (রামা-লঙ্কাকাণ্ড)। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে অগস্ত্যাদি ঋষিগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগস্ত্য মুনি রামকে সমুদয় রাক্ষস বংশের ইতিহাস এবং রাবণ প্রভৃতির কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করেন। অতঃপর সমাগত রাক্ষস সেনানী ও রাজন্যবর্গ যথাযথ উপহারাদিসহ নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রাম, সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরবাসিগণ, বহুদিন একাকিনী রাবণ-গৃহে অবস্থিতা সীতার চরিত্রের পবিত্রতায় সন্দিহান হইয়া নানারূপ অপ্রিয় আলোচনা করিতে লাগিল। পরম্পরায় এই সংবাদ রামের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রজারঞ্জনানুরোধে, সীতাকে একান্ত নিরপরাধা জানিয়াও বিসর্জ্জন দিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত এই বিষয়ে রামের মত পরি-বর্ত্তন করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু রাম দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কিছু-দিন পূর্ব্বে সীতা রামের নিকট গঙ্গা-তীরে মুনিগণের তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্য করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলি-লেন "তুমি সীতাকে তপোবন প্রদর্শন-ছলে বাল্মীকির তপোবনে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আসিও।" রামের এই আদেশ অতি নিদারুণ হইলেও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবন প্রদর্শন ছলে বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় তিনি সীতাকে রামের আদেশের কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সীতার নির্ব্বা-

সনের পর হইতে রাম বিশেষ স্থায়-পরতা সহকারে সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তিনি সমুদয় আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া তপস্বীর স্থায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌরজন সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ঐ সময়ে একদিন এক সারমেয় এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া রামের নিকট বিচার প্রার্থী হয়। রাম সেই প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে রাজ সভায় আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে সারমেয়ের ইচ্ছানুযায়ী দণ্ড দিলেন। তাহার কিছুদিন পবে বাম ব্রহ্মদত্ত নামক এক গৃধ্রকে স্পর্শ কবিয়া,তাহাব শাপমোচন করেন। লবণ নামক অসুরেব ভয়ে ঋষি-গণ বামচন্দ্রেব নিকট প্রতীকাব প্রার্থনা কবিলে, তিনি শত্রুঘ্নকে লবণ বধেব জন্য প্রেবণ কবেন। এক ব্রাহ্মণের পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ব্রাহ্মণ বামেব প্রজাপালনেব দোষ কীর্ত্তন কবেন। বাম তখন সেই ব্রাহ্মণ তনয়ের অকাল মৃত্যুব কাবণ জানিতে পারিয়া, সেই বালকের মৃত্যুব কারণ-স্বরূপ তপস্যাবত এক শূদ্রকে বধ করেন। অতঃপর রাম নৈমিষারণ্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞেব আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া মহাতপা বাল্মীকি সীতার গর্ভজাত কুশ ও লব নামক রামের পুত্রদ্বয়কে লইয়া উপস্থিত হন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামের সভায় রামায়ণ গান করিতে আদেশ দিয়া প্রস্থান করেন। রাম, কুশ ও লবের মুখে অতি সুমধুর রামায়ণ গান শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কুশ ও লবের নিকট বাল্মীকির পরি-চয় পাইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি তখন সীতাকে সঙ্গে লইয়া রামের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হই-লেন এবং সর্ব্বজন সমক্ষে সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করিয়া, সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য বারং-বার রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগি-লেন। তখন রাম বলিলেন যে সীতার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই, তবে সীতা সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য যদি নিজের শুদ্ধ-চাবিতার প্রমাণ দিতে পারেন, তবেই তিনি সীতাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। অনন্তর সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে রাম নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে রামের শোক ও ক্রোধের শান্তি করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাপসরূপী কালপুরুষ আসিয়া রামের সহিত

নির্জ্জনে আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথন কালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাঁহাকেই বর্জ্জন করিবেন। রাম লক্ষ্মণকে দ্বার-রক্ষকের কার্য্য করিতে বলিয়া, কালপুরুষের সহিত আলাপকালে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময়ে মহাতপা দুর্ব্বাসা রামের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইয়া, তথায় আগমন করেন এবং তখনই তাঁহাকে রাম সমীপে লইয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে বারংবার আদেশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন অনন্যোপায় হইয়া, পরিণাম সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়াও দুর্ব্বাসাকে রামের নিকট লইয়া গেলেন। তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রামের মনের সব সুখ শান্তি চলিয়া গেল। অনন্তর তিনি অবশিষ্ট ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কুশকে কোশল রাজ্যে ও লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিলেন। অতঃপর ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে রাম বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। তিনি বিভীষণকে বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত লোক সকল স্থায়ী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে, এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজমান থাকিবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় রাজত্ব করিবে।" হনুমানকে বলিলেন, "যতদিন লোকে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তুমি আনন্দে ইহলোকে অবস্থান করিবে।" জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন তোমরা কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবে।" বিভীষণাদিকে এইরূপ বলিয়া অন্যান্য বানরদিগকে তাঁহার অনুগামী হইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে মহাতপা বশিষ্ঠ মহাপ্রাস্থানিক বিধিক্রমে, নিখিল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ উচ্চারণ করিতে করিতে, উভয় হস্তে কুশ ধারণপূর্ব্বক সরযূ তীরে যাত্রা করিলেন। পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং সংহার শক্তি তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদয় পৌরজন, দাসদাসীগণ, ঋষিগণ, অন্তঃপুরীকাগণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সরযূ তীরে উপনীত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বাগ্রে রাম সরযূ নদীতে প্রবেশ করিলেন। রামা-উত্তরা-কাণ্ড। (২) অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা বাল্মীকি

রামায়ণের অন্তর্গত বিবরণ হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। কেবল অধ্যাত্ম রামায়ণে রামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার ব্যপদেশে, স্থানে অস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রামের স্তব দেওয়া হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, রামই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে বিষ্ণুর যে দশ অবতার বর্ণিত হয়, তাঁহারা রামেরই অবতার। (৩) অদ্ভুত রামায়ণের বিবরণও প্রধানতঃ মূল রামায়ণের বিবরণেরই সদৃশ যদিও অত্যন্ত সংক্ষেপ। উহাতেও রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য, অবান্তর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ অনেক উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আছে লঙ্কাসমরবিজয়া রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া, অভিষেকান্তে এক দিবস মুনিগণ সমীপে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের ক্লেশ বর্ণন করিতেছিলেন, তখন তথায় উপবিষ্টা সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন। মুনিগণ সীতাদেবীকে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সীতাদেবী তখন বাল্যকালে পিতৃগৃহে অবস্থান কালে যে, সহস্রবদন রাবণের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বিস্তারিত কীর্ত্তন করেন। রাম তাহা শুনিয়া সেই সহস্রবদন রাবণের নিধনের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন সীতা ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া সেই সহস্রবদন রাবণকে বধ করেন। (রাবণ ও সীতা দেখ)। রাম সীতার ঐ অদ্ভুত রূপ ও কার্য্য দেখিয়া অষ্টোত্তর সহস্র নামে সীতার স্তব করেন। অদ্ভু-রামা-১৭-২৬। (৪) রামের দুই পুত্র—কুশ ও লব। কুশের পুত্র অতিথি। তৎসুত নিষধ। রঘু-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-১৫। অগ্নি-২৭৩। সৌর-৩০। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। গরু-পূ-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। (৫) ত্রেতায় চতুর্বিংশতি যুগে রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুর রাম-অবতার হয়। তখন বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-৯৮। (৬) লঙ্কা-সমরে কুম্ভকর্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেবগণ রামের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্রহ্মাকে ভূতলে গমন করিয়া দেবগণের ও রামচন্দ্রের বিজয় লাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা সম্মত হইয়া সমরক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম ব্রহ্মাকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি যে কি প্রকারে যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে পরাভব করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মা রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ত্রিলোক জননী, ব্রহ্মরূপিণী, মহাভয়নিবারিণী দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতে

বলিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা রামকে আরও বলিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দুষ্টের বধের জন্য নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন বিষ্ণু, রাবণ দেবীর অতিশয় প্রিয়-পাত্র তাহা জানিয়া, ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে দেবীর নিকট গমন করেন, এবং দেবীকে নানারূপে আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট রাবণ বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দেবী বিষ্ণুকে বলেন যে, তিনি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নরঅবতার রাম) যেন লঙ্কায় অকালে যথাবিধি দেবীর পূজা করেন। তাহা হইলেই রণে তাঁহার জয় হইবে। ব্রহ্মা রামকে এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত কার্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষে রাবণ দেবীর পূজা করিয়া যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে যুদ্ধে অবধ্য হইবে। অতএব তাহার পূর্ব্বেই রাম যেন অকালেই বোধন করিয়া দেবীর পূজা করেন। নতুবা রাবণ বধ অসম্ভব। তখন রাম ব্রহ্মাকে বলি-লেন যে, যেহেতু যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকিবেন, তজ্জন্য ব্রহ্মাই যেন তাঁর গুরুরূপে চণ্ডীর পূজা করেন। ব্রহ্মা তাহাতেই সম্মত হইয়া, রামকে দেবীর মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সমুদ্রের উত্তর দিকে এক বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া, বদ্ধাঞ্জলি ও উত্তরাস্য হইয়া যুদ্ধে জয়লাভের জন্য, দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। রাম যখন ঐস্থানে দেবীর স্তব করিতেছিলেন, তখন কুম্ভকর্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। অগত্যা রাম অস্ত্র লইয়া রাক্ষস-বীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে কুম্ভকর্ণের প্রাণ সংহার করিলেন। এদিকে ব্রহ্মাও প্রত্যহ রামের জয়লাভার্থ যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। দশমীর দিন প্রভাতে রামও স্বয়ং পুনরায় বিবিধ উপহারদ্বারা দেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করি-লেন। প্রত্যহই যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অসংখ্য রাক্ষস ও বানর যুদ্ধে নিহত হইতে লাগিল। অমাবস্যা রাত্রিতে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন। তখন রাবণ স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রতি-পদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই সময়ের মধ্যে ষষ্ঠি তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী অষ্টমী তিথিতে সন্ধিসময়ে রামের শরে প্রবেশ করিয়া রাবণের মস্তক শতভাগে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাবণের মস্তক সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াও পুনরায় যোজিত হইতে লাগিল এবং

রামশরে বিদ্ধ হইয়াও রাবণের প্রাণ-সংশয় ঘটিল না।" নবমীর পূর্ব্বাহ্নে অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ দিনে ব্রহ্মাও রাবণ বধের জন্য প্রভূত উপাচার সহ দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে দেবী রামকে রাবণবধের জন্য কালানল তুল্য অস্ত্র প্রদান করিলেন। রাম সেই অস্ত্রদ্বারা অবশেষে রাবণকে বধ করিলেন। শ্রীমহা-৪১-৪৭। (৭) রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলে, সীতার অভাবনিবন্ধন, সীতার স্বুবর্ণময়-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞকালে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া, যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া যজ্ঞাশ্ব লইয়া শত্রুঘ্নকে দেশ পর্য্যটনের আদেশ দিলেন। শত্রুঘ্ন, হনুমান প্রভৃতি অনুচরগণ সহ, যজ্ঞাশ্ব লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বহুকাল পরে বহু রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর লইয়া, অশ্বসহ প্রত্যাগমন করিলেন। অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তনের পর মন্ত্রাবর সুমতী রামকে অশ্বের দেশপর্য্যটন ব্যপদেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করেন। ঐ সংশ্রবে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমস্থিত দুইটি ঋষিবালক কর্ত্তৃক অশ্বের বন্ধন এবং তদানুসঙ্গিক যুদ্ধবিগ্রহাদির কথাও বলিলেন। রাম ঐ বালক দুইটির সম্যক্ পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, রাজ সভায় নিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত বাল্মীকিকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি তখন কুশ ও লবের সম্যক্ পরিচয় দিয়া সীতাকে, পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম বাল্মীকির অনুরোধে, সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। প্রথমে সীতা আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম তাহা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সীতাকে বিশেষরূপ সান্ত্বনা দিয়া অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য, লক্ষ্মণকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। এইবারে লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে এবং কাতর প্রার্থনায় সীতা অযোধ্যায় আগমন করিলেন। সীতা সমুদয় গুরুজন ও আত্মীয়দিগের দ্বারা সাদরে গৃহীতা হইলেন। অনন্তর যজ্ঞস্থানে সীতার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি অপসারিত হইল এবং সীতা স্বয়ং রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পদ্ম-পাতা-৪, ৫, ৩৬-৩৮। (৮) বিশ্বামিত্র মুনি রাক্ষস বধের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে যখন লইয়া যান, তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিম্নলিখিত বিদ্যাসমূহ শিক্ষা-দেন—মাহেশ্বরী মহাবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা (হস্তচ্যুত না করিয়া যাহাদ্বারা প্রহার করা যায়); অস্ত্রবিদ্যা (হস্তচ্যুত করিয়া যাহাদ্বারা প্রহার করা যায়);

[illegible]বিদ্যা, কৌবিকী-বিদ্যা, গরুড়বিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, [illegible] আহ্বানী-বিদ্যা, [illegible] ও অস্ত্রবিসর্জ্জন বিদ্যা। ব্রহ্মপু-[illegible]। (৯) রাম অনার্য্যগণের দুঃখপূর্ণ বাণী শুনিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মপু-১৫৪। (১০) বনবাসকালে রাম শিপ্রা নদীতটে পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া মহাকাল বনের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মহাকাল বনে যাইতেছিলেন, তখন এক অশরীরিণী দৈববাণী হইল, "হে রাম, তুমি নিজের নামে আমাকে এইখানে স্থাপন করিও।" রাম সেই দৈববাণী শুনিয়া সেই তীর্থে রামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (১১) রাম একবার মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে হিমাচলবাসী বেদপারগ মুনিগণ, নৈমিষারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মাগণ, অর্ব্বুদারণ্য, দণ্ডকারণ্য, মহেন্দ্র পর্ব্বত, বিন্ধ্যাচল, জম্বুবন, বারাণসী, মথুরা, উজ্জয়িনী, দ্বারাবতী, মায়াপুরী প্রভৃতি স্থান নিবাসী বহু মুনি ও তপস্বীগণ উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করেন। সেই সকল মুনি ঋষিদিগের প্রার্থনায় মুনিবর সূত অযোধ্যাপুরী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৬। (১২) ভরত-বংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্রের নাম ছিল রাম। বায়ু-৯৯। সেনজিৎ দেখ। (১৩) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম এবং ভৃগুনন্দন পরশুরামও বহুস্থলে কেবল রাম বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। বলদেব ও পরশুরাম দেখ। (১৪) বসুদেবের এক পুত্রের নাম ছিল রাম। মৎ-৪৭। ব্রহ্মপু-১৪। বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ। (১৫) সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন রাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। গরু-পু-৮৭। বিষ্ণু-৩য়-২। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু দেখ। (১৬) দাশরথি রাম অপরের অপেক্ষা ত্রিগুণ দক্ষিণাসহকারে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর প্রজাপালন করেন। মহাভা-শান্তি ২৯। (১৭) পুরূরবা, রাম, দিলীপ প্রভৃতি নরপতিগণ বিধিমতে গোদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। (১৮) রাম সম্বন্ধে সাধারণ অনেক বিবরণ আনুসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য নামের সহিত দিতে হইয়াছে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত নামগুলিও দ্রষ্টব্য—দশরথ, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, রাবণ, সীতা, হনুমান, সুগ্রীব, সুরথ, ভরত জটায়ু, কবন্ধ ও বিভীষণ। (১৯) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে প্রজা সাধারণের মনোভাব কি প্রকার তাহা অবগত হইবার জন্য

রাত্রিকালে ছদ্মবেশে লুকায়িত ভাবে ভ্রমণ করিতেন।" একদা রাত্রিকালে ঐভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, একব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—"তুই দুষ্টা অসতী, পরগৃহে বাস করিস। আমি তোকে ভরণপোষণ করিব না। রাজা রামচন্দ্র স্ত্রৈণ, তাই তিনি এমন সীতাকে গৃহে স্থান দিয়াছেন। আমিত রামচন্দ্র নই। আমি তোকে গৃহে স্থান দিব না।" রাম এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন। ভাগ-৯স্ক-১১। (২০)একবার রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র দেবীদুর্গার পূজা করেন। তাহার পর হইতেই ত্রিভুবনে দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের পূর্ব্বে সুরথ রাজাই প্রথমে দেবীর পূজা করেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (২১) দাশরথি রাম, রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কায় স্থিত শ্রীভগবানের বরাহমূর্ত্তি অযোধ্যায় আনয়ন করেন। গর্গ-মথু-২৫ (২২) বনবাসকালে একবার রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ হাটকেশ্বর তীর্থে (মতান্তরে প্রভাস ক্ষেত্রে) উপনীত হন। রাত্রি-কালে নিদ্রাবশে রাম তথায় পিতা দশরথকে হৃষ্টচিত্তে প্রিয় আলাপে সমস্ত দেখিতে পান। পরদিন প্রাতঃকালে রাম মুনিগণকে ঐ স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, দশরথ শ্রাদ্ধকামনাতেই রামচন্দ্রকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন। অতএব রামের তথায় পিতৃকার্য্য করা উচিত।" রাম মুনিগণের উপদেশে সেই হাটকেশ্বর তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। স্কন্দ-নাগ-২০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১১। (২৩) বাল্মীকি-রামায়ণান্তর্গত বিবরণ সমূহ সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা বিস্তারিত ভাবে একাধিক পুরাণেই পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল—অগ্নি-৫-১১। পদ্ম-পাতা-১-৩৭। শিব-ধর্ম্ম-১৪। দেবীভা-৩স্ক-২৮-৩০। সৌর-৩০। শ্রীমহাভা-৩৬-৪৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। মহাভা-বন-১৪৬,১৪৭। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩,৮৪, ১৩৬। স্কন্দ-নাগর-৯৮-১০২। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্র-১১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-২। ব্রহ্মপু-১২৩। ১৫৪, ১৫৭।

রামকৃষ্ণ—বসুদেবের পুত্রদ্বয় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একত্রে রামকৃষ্ণ নামে উল্লি-খিত হন। ইঁহারা যথাক্রমে বিষ্ণুর উনবিংশতি ও বিংশতি অবতার (গরু-পূ-১)। আবার ভাগবত মতে (১স্ক-৩) রামকৃষ্ণ একত্রে নারায়ণের উনবিংশ অবতার।

রামভদ্র—রামচন্দ্রেরই নামান্তর।

রামরথ—জনকবংশীয় অনেনার তনয়

রামরথ। তাঁহার পুত্র সত্যরথ। গরুড়-পূ-১৪২। অনেনা দেখ।

রামা—(১) স্বর্গের জনৈক নর্ত্তকী পদ্ম-উত্ত-৩,৮। ব্রহ্মা-৬৮। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রামাণ—বলদেব দেখ।

রামানুজ—বৈখানস-মতাবলম্বী জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দেন এবং রামানুজের প্রার্থনায় তাঁহাকে ভাগবত লক্ষণ কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২১।

রামেশ—ধর্ম্মারণ্যে সুবর্ণানদীর দক্ষিণ তটে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

রামেশ্বর—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিবার পূর্ব্বে রাম সমুদ্র তীরে শিবের আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই শিবলিঙ্গ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শিব-জ্ঞান-৫৭। (২) সেতুবন্ধে স্নান করিয়া মানব সপ্তকোটী কুলের সহিত বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয়। রামেশ্বর লিঙ্গের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১, ৪৩। (৩) মহাকাল বনে রাম-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (৪) পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গও রামেশ্বর নামে পরিচিত। স্কন্দ-আব-চতু-২৯। (৫) নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে সর্ব্ব-পাপহর রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৪। রাম (২২) দেখ।

রাষ্ট্র—(১) সোমবংশীয় সুতহোত্রের পুত্র কাশ। কাশের তনয় কাশয়, রাষ্ট্র ও দীর্ঘতপা। বায়ু-৯২। আর্ষ্টিসেন দেখ। (২) সুহোত্রের পুত্র কাশ্য,তাঁহার তনয় কাশী। কাশীর আত্মজ রাষ্ট্র। তৎপুত্র দীর্ঘতমা। ভাগ ৯স্ক-১৭।

রাষ্ট্রপাল—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের অনুজ। মৎ-৪৪। উগ্রসেন, অজভূ, যুদ্ধমুষ্টি, ভূময় ও সুতনু দেখ। (২) রাষ্ট্রপাল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। গর্গ-মথু-৮।

রাষ্ট্রপালা, রাষ্ট্রপালিকা,—রাষ্ট্রপালা উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও কংসের ভগিনী। বা-যু-৯৬; মৎ-৪৪; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উগ্রসেন দেখ।

রাষ্ট্রপিণ্ডী—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরবহ দেখ।

রাষ্ট্রবর্দ্ধন—(১) রাজা দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহারা রামচন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন। রামা-আদি-৭; উত্ত-৭২। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২) মনুবংশীয় দমের পুত্র। রাষ্ট্রবর্দ্ধনের

তনয় সুধৃতি। বায়ু-৮৬। দম দেখ।

রাষ্ট্রভৃত—রাজা ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত দেখ।

রাম্না—অন্যতম রুদ্রপত্নী। রুদ্র দেখ।

রাহু—(১) লোকহিতকর সাধক গ্রহদিগের অন্যতম। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (২) দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে ও বিপ্রচিত্তির ঔরসে রাহু জন্মগ্রহণ করেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস ও সূর্য্যকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হরি-হরি-৭, ২১৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭, ৬৮। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫। ভাগ-৬স্ক-৬,১৮। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৩) ব্রহ্মা রাহুকে অনেক উৎপাত ও অশুভ সকলের অধিপতি করিয়া দেন। হরি-হরি-২১৯। (৪) সমুদ্র-মন্থন শেষ হইলে, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া, অসুরদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবগণ যখন সেই অমৃত পানে রত ছিলেন, তখন রাহু দেবতাদের রূপ ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে বসিয়া অমৃত পানের উদ্যোগ করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, দেবগণকে সেই কথা বলিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাহুর মস্তকবিহীন দেহে অমৃত স্পৃষ্ট না হওয়ায়, তাহা চেতনাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেবল তাঁহার শীর্ষ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল বলিয়া অমর হইল। তখন ব্রহ্মা সূর্য্যাদির ন্যায় তাঁহাকে গ্রহগণের মধ্যে স্থান দিলেন। ভাগ-৮স্ক-৯। মৎ-২৫১। (৫) দেবগণ যখন অমৃত পানে রত ছিলেন তখন রাহু চন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন। অমনি বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু রাহু অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছিন্নশীর্ষ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। সেই ছিন্ন মস্তক বিষ্ণুকে বলিল, "আপনার কৃপাতেই আমি অমর হইলাম। এখন আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যেন গ্রহগণের মধ্যে পরিগণিত হই। আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিব। ঐ সময় গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ গ্রহণকালে যাহা কিছু দান করা হইবে, তাহা যেন অক্ষয় ফলদায়ক হয়।" বিষ্ণু রাহুর প্রার্থনা পূর্ণ সেই করিলেন। অগ্নি-৩। (৬) অমৃতপানাভিলাষী হইয়া রাহু রথারোহণপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই রথারূঢ় রাহু-কর্ত্তৃক সূর্য্যবিম্ব আবৃত হইলেই, গ্রহণ হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সেই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে সমর্থ হন না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭। (৭) অমৃতপানোন্মত রাহুর মস্তক বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হওয়ায়, রাহুর দেহ গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরে পতিত হইল। সুধাপৃষ্ট হওয়াতে রাহুর মস্তক ও দেহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, অমরত্ব লাভ করিল। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া, ভাবিলেন যে, যদি কখনও রাহুর মস্তক পুনঃ দেহের সহিত সংযোজিত হয়, তবে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য তাঁহারা শিবকে বলিলেন, "আপনি রাহুর এই দেহ সংহার করুন।" শিব দেবগণের প্রার্থনায় রাহুর দেহ ধ্বংস করিবার জন্য, স্বীয় ঐশীশক্তিকে প্রেরণ করিলেন। সেই ঐশীশক্তির সহিত রাহুর দেহের বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে রাহু দেবগণকে বলিলেন, "তোমরা অগ্রে আমার দেহস্থিত উৎকৃষ্ট রসসমূহ নিষ্কাষিত করিয়া লও, তাহা হইলেই আমার দেহ, ঐশীশক্তিতে শীঘ্র ভস্মীভূত হইবে।" দেবগণ রাহুর পরামর্শমত তাহাই করিলেন। সেই রসের কিয়দংশ হইতে প্রবরা নামে এক নদী হইল। রাহুর শুষ্কদেহ অতঃপর ধ্বংস হইল। কিন্তু তাহার মস্তক অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া, তাহা অমর হইল। তখন দেবগণ রাহুকে গ্রহগণ মধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-১৩। (৮) একবার দেবদানবে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাহু পূর্ব্ববৈর-ভাব নিবন্ধন চন্দ্রের সহিত রণ করেন। সংগ্রামকালে রাহু চন্দ্রের দেহনির্গত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। শম্ভু তাহা জানিতে পারিয়া, রাহুকে বলিলেন, "আমিই কেবল সমস্ত ভূতের আশ্রয় ও বল্লভ।" রাহু তাহা শুনিয়া মস্তক দ্বারা শিবকে প্রণাম করিলেন। অমনই মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্র ভীত হইয়া অমৃত ক্ষরণ করিল এবং তাহা হইতে রাহুর অনেকগুলি মস্তক সৃষ্ট হইল। তখন শিব ঐ সমুদয় মস্তকের দ্বারা একটি মালা তৈয়ারী করিয়া তাহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৩। (৯) রাহু জালন্ধর নামক দৈত্যের অন্যতম অনুচর ছিলেন। জালন্ধর দৈত্য রাহুকে বিশেষ বিশেষ কাজে দূতরূপে প্রেরণ করিতেন। একবার রাহু জালন্ধরের আদেশে শিবের নিকট দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। রাহু জালন্ধরের বক্তব্য শিবের গোচর করিলে, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে এক ভীষণাকার পুরুষ বহির্গত হইয়া, রাহুকে ভক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। রাহু তখন অনন্যোপায় হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইল। শিবের আদেশে

সেই পুরুষ রাহুকে অমরতায় (?) ত্যাগ করিল। বর্ব্বর নামক স্থানে রাহু সেই পুরুষের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, রাহুর আর এক নাম হইল বর্ব্বরোদ্ভূত। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৭। (১০) রাহুর পুত্রের নাম মেঘহাস। ব্রহ্মপু-২৪২। (১১) রাহুর বাহন উষ্ট্র। গর্গ-গোল-১২। (১২) রাহুর রথ ধূসর বর্ণ। সেই রথ আটটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বকর্ত্তৃক বাহিত হয়। সেই অশ্বসকল একবার মাত্র রথে যুক্ত হইয়া,সর্ব্বদা সেই রথ বহন করিতেছে। চন্দ্রপর্ব্বে রাহু সূর্য্যহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করেন, আবার সূর্য্য-পর্ব্বে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যে প্রবেশ করেন। বিষ্ণু-২য়-১২। (১৩) রাহু নবগ্রহের অন্যতম ও ছায়াগ্রহ। দেবীপু-৪৭। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। সূর্য্য দেখ। (১৪) রাহু-তনয়া প্রভা পুরূরবার বরপুত্র আয়ুর পত্নী ছিলেন। কূর্ম্ম-পু-২২। আয়ু দেখ। (১৫) দিতি-কন্যা সিংহিকার অপর নাম ছিল নির্ঋতি। তজ্জন্য রাহু নৈর্ঋত নামেও খ্যাত হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৬) রাহু যখন দেবগণের মধ্যে বসিয়া সুধা ভোজনে প্রবৃত্ত হন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দেন। বিষ্ণু তখন মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের কথা শুনিয়া রাহুকে সুবর্ণ-পাত্রদ্বারাই আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে রাহুর মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তদবধি তাঁহার দেহ কেতু নামে প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর রাহু ও কেতু ভীত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেই সময় হইতে রাহু সুবিধা পাইলেই চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। রাহু যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করেন সেইক্ষণ অতি দুর্ল্লভ। সেই-কালে সকল জলই গঙ্গাজলের সমান পবিত্র হইয়া থাকে এবং সকল ব্রাহ্মণই বেদব্যাসতুল্য বিদিত হইয়া থাকেন। পদ্ম-ব্রহ্ম-১০।

রাহুকর্ণি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

রাহুল—মগধের বৃহদ্বলরাজ বংশীয় শুদ্ধোধনের পুত্র রাহুল। তৎপুত্র প্রসেনজিৎ। বায়ু-৯৯। প্রসেনজিৎ দেখ।

রাহ্বীশ—প্রভাসক্ষেত্রে রাহু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯।

রিক্তবর্ণ—স্বাতিকর্ণ-বংশীয় কুন্তল, অষ্টবর্ষ রাজত্ব করিবার পর, রাজা স্বাতি-কর্ণ মাত্র এক বৎসর রাজা ছিলেন। তৎপরে রিক্তবর্ণ পঞ্চবিংশতি বৎসর মগধে রাজত্ব করেন মৎ-২৭৩

রিক্ষ—অজমীঢ়বংশীয় পুরুজানুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৯। বৃহদিষু দেখ।

রিচেয়ু—রাজর্ষি অনাদৃষ্টের পুত্র। রিচেয়ুর পত্নীর নাম জলনা। তিনি তক্ষকের কন্যা ছিলেন। জলনার গর্ভে রিচেয়ুর রন্তিনার নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯।

রিপু—(১) ধ্রুবের এক পুত্রের নাম শ্লিষ্টি। তাঁহার অন্যতম তনয় রিপু। রিপুর পত্নী বৃহতী ও পুত্র চাক্ষুষ। ব্রহ্মপু-২। হরি-হরি-২। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র পুষ্টি। অবন্তী-দেশীয়া মূর্চ্ছা নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্টির রিপু প্রভৃতি পাঁচ তনয় জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। বৃক ও পুরঞ্জয় দেখ। (৩) ধ্রুবের পুত্র শিষ্টি। তাঁহার তনয় রিপু। কূর্ম্ম-পূ-১৪। বিষ্ণু-১ম-১৩। অগ্নি-১৮। শিষ্টি দেখ। (৪) ধ্রুবের বংশীয় দিবঞ্জয়ের পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে রিপু জন্মগ্রহণ করেন। রিপুর পত্নী বৃহতী ও পুত্র চাক্ষুষ। ব্রহ্মা-৬৮। (৫) ধ্রুব-তনয় সৃষ্টির অন্যতম পুত্র। রিপুর পত্নী বৃহতীর গর্ভে চক্ষুঃ নামে এক পুত্র জন্মে। চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ। সৌর-২৭। শিষ্টি ও শ্লিষ্টি দেখ। (৬) রিপুর পুত্র চাক্ষুষ মনু। বায়ু-৬২। গরু-পূ-৬। (৭) যদুবংশীয় বভ্রুর পুত্র রিপু। তিনি যৌবনাশ্ব রাজার হস্তে নিহত হন। বায়ু-৯৯। (৮) যদুবংশের আদি পুরুষ যদুর অন্যতম পুত্র রিপু। ভাগ-৯স্ক-২৩। যদু দেখ।

রিপুজিৎ—রৈবত মনুর বংশে রিপুজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তপস্যাদ্বারা এক কন্যা লাভ করেন। কিছুকাল পরে রিপুজিৎ রাজার মৃত্যু হইলে ঐ কন্যাও পিতৃশোকে অধীরা হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন। সাত জন ঋষির মন ঐ কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ঐ কন্যা শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নি প্রবেশ করে। সপ্তর্ষিগণ তাহা দেখিয়া হাহাকার করিতে থাকেন। তখন সেই প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সাতটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। জাত শিশুগণ মাতার অভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া, মরুৎ নামে দেবতা করিয়া দিলেন। বাম-৭২। মরুদ্গণ দেখ।

রিপুঞ্জয়—(১) ধ্রুব-তনয় শিষ্টির (শ্লিষ্টি) অন্যতম পুত্র। শিষ্টি ও শ্লিষ্টি দেখ। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র সৃষ্টির তনয় রিপুঞ্জয়। সৃষ্টি দেখ। (৩) ধ্রুবের বংশে দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু ও রিপুঞ্জয়। বায়ু-৬২। (৪) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। তৎসুত রিপুঞ্জয়। তিনিই বৃহদ্রথ-বংশীয় শেষ

নরপতি। তাঁহার মন্ত্রী সুনীক, রিপুঞ্জয়কে বধ করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩, ২৪। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) অজমীঢ়-বংশীয় সুবীরের পুত্র। রিপুঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) জরাসন্ধবংশীয় মহীনেত্র তেত্রিশ বৎসর ও তৎপরে অচল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর, রিপুঞ্জয় নরপতি পঞ্চাশ বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই ঐ বংশীয় শেষ নরপতি। মৎ-২৭১। (৭) কুশুল নগরাধিপতি সুরথ রাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-পাতা-২৮, ২৯। সুরথ দেখ। (৮) পাদ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একবার ষাট বৎসর ধরিয়া ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রাণিগণ অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা, সৃষ্টি লোপ পাইবে আশঙ্কা করিয়া, প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন, রিপুঞ্জয় নামক একজন মহাবীর্যশালী ক্ষত্রিয় নরপতি, অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি এই সাগর-ভূধর-সমন্বিত ধরিত্রীর অধিপতি হইয়া, ইহাকে পালন কর। নাগরাজ বাসুকি তোমাকে অনঙ্গমোহিনী নাম্নী সুশীলা কন্যাকে পত্নীরূপে দান করিবেন। স্বর্গের দেবতারাও তোমার প্রজাপালনে পরিতোষ লাভ করিবেন। এই জন্য তোমার নাম হইবে দিবোদাস।" রিপুঞ্জয় প্রথমে ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না এবং অপর কোনও রাজার প্রতি ঐ কার্য্যের ভার দিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকেই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "তুমি প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলেই, ইন্দ্র বর্ষণ করিবেন, অন্যথা নহে।" তখন রিপুঞ্জয় সম্মত হইয়া, যাহাতে তিনি নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্রহ্মাকে বলিলেন, "যদি আমাকেই ধরিত্রীর অধিপতি হইতে হয়, তবে এই ব্যবস্থা করুন যে, দেবগণ যেন মর্ত্ত্যলোকে না থাকিয়া স্বর্গেই অবস্থান করেন। তাহা হইলেই আমি নিরাপদে রাজ্য শাসন করিতে পারিব এবং প্রজাগণও সুখে বাস করিতে পারিবেন।" ব্রহ্মা সেই ব্যবস্থাতে সম্মত হইলে, রিপুঞ্জয় নরপতি চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করাইয়া দিলেন, "আমার রাজত্বকালে দেবগণ নাগলোকে গমন করুন এবং মনুষ্যগণও সুস্থচিত্তে বসবাস করুক।" স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৯। স্কন্দ-আব-চতু-৭৪। (৯) ব্রহ্মকল্পে মহাকাল বনে রিপুঞ্জয় নামে এক পরম ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তিনি মহাদেবের বরে এক

পুত্র লাভ করেন। ব্রহ্ম-আব-চতু-৩৭।

রিপুতাপ, রিপুতাপন—রামচন্দ্রের অনুগত একজন রাজা। তিনি অন্যান্য রাজগণসহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ শত্রুঘ্নের অনুগমন করেন। তাঁহার পত্নীর নাম অঙ্গসেনা। পদ্ম-পাতা-৫, ১৫, ১৬, ২৯, ৩৬, ৩৭।

রিপুবার—বীরমণি নামক নরপতির সেনাপতি। যজ্ঞাশ্ব লইয়া বহির্গত সানুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৪।

রিপুমর্দ্দন—কালনেমী দানবের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৫৭। কালনেমী দেখ।

রিপুহা—(১) আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরীর অনুচরী অন্যতমা দেবী। দেবীপু-৫০। (২) আহ্বনীয় অগ্নির অন্যতম পুত্র। দেবীপু-১২২।

রিভূ—সাবর্ণি মন্বন্তরে অমিতাভ দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

রিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৭। বৈবস্বত মনু দেখ।

রিষ্টনেমী—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর ও অশ্ববাহ দেখ। (২) জনৈক অসুর। ভাগ-৮স্ক-১০। (৩) বিনতার-গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। আরুণি দেখ।

রিষ্যন্ত—কশ্যপবংশীয় মানসের পুত্র রিষ্যন্ত। তাঁহার তনয় দম। বায়ু-৭২।

রুক্—অপ্সরাদের যে চৌদ্দটি গণ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ হইতে জাত অপ্সরাগণ রুক্ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯।

রুক্ম—(১) উশনার পুত্র রুচক; রুচকের অন্যতম পুত্র রুক্ম। ভাগ-৯স্ক-২৩। উশনা, পৃথুশ্রবা ও রুক্ম-কবচ দেখ। (২) সুবল নামক দৈত্যের সেনাপতি। দেবীপু-৩৯

রুক্মকবচ—(১) জ্যামঘবংশীয় সুত-প্রসূতির পুত্র। রুক্মকবচের তনয় পরাজিৎ। হরি-হরি-৩৬। (২) যদু-বংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু। তাঁহার আত্মজ রুক্মকবচ। তৎপুত্র পরাবৃৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৩) রুক্মকবচ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দক্ষিণা দিয়াছিলেন। মৎ-৪৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হি। তাঁহার তনয় রুক্ম-কবচ। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে. তাঁহাদের নাম রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। শেষোক্ত দুই জন পিতৃ কর্ত্তৃক বিদেহ রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। মৎ-৪৫। বায়ু-৯৫। পরাবৃত দেখ। (৫) রুক্মকবচের পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্মক ও দুইজন জ্যামঘ। অগ্নি-২৭৫। পৃথুরুক্ম দেখ। (৬) চন্দ্রবংশীয় কম্বলবর্হিষের পুত্র রুক্মকবচ। তিনি

যুদ্ধে ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে এই সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। তাঁহার পুত্র পরাবৃতি। পরাবৃতির পাঁচ অপত্য ছিল। তাঁহাদের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। লিং-পূ-৬৮। পৃথুরুক্ম ও পরিঘ দেখ। (৭) যদুবংশীয় শীতগুর তনয় রুক্মকবচ। তাঁহার অপত্য—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। গরু-পূ-১৪৩। পালিত ও রুক্মেষু দেখ। (৮) কম্বলবর্হিষের পুত্র রুক্মকবচ। তাঁহার আত্মজ পরজিৎ। ব্রহ্মপু-১৫। যদু-বংশীয় শিতেষুর পুত্র রুক্মকবচ। তাঁহার সন্তান পরাবৃত্ত। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পরা-বৃত ও পরাবৃত্ত দেখ।

রুক্মকেশ—বিদর্ভদেশের অধিপতি ভীষ্মকের রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মকেশ, রুক্মবাহু, রুক্মমালী নামে পাঁচ পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৫২। ভীষ্মক দেখ।

রুক্মবতী—ভোজকটনগরাধিপতি রুক্মির কন্যা ও প্রদ্যুম্নের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০ স্ক-৬১। প্রদ্যুম্ন (২) দেখ।

রুক্মবান—বিবিধাগ্নির তনয় অর্ক। অর্কের অন্যতম পুত্র রুক্মবান। মৎ-৫১। অর্ক দেখ।

রুক্মবাহু—রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মমালী—রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মরথ—(১) অজমীঢ় বংশীয় মহ-তের পুত্র। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। হরি-হরি-২০। (২) অজমীঢ় বংশীয় মহৎপৌরের (মহাপৌরের) তনয়। তাঁহার আত্মজ সুপার্শ্ব। মৎ-৪৯। বায়ু-৯৯। (৩) নরপতি রুক্মরথ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৪) রুক্মকেশ দেখ।

রুক্মরেখা—নরপতি রম্ভের মহিষী। দেবীভা-৬স্ক-২১।

রুক্মশুক্রক—মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয়। দেবীভা ৮স্ক-৪। প্রিয়ব্রত দেখ।

রুক্মাঙ্গদ—(১) দেবপুরাধিপতি বীরমণি নামক নরপতির তনয়। তিনি রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে, সানুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৪, ২৫। (২) বিদিশানগরীর অধিপতি বলীর তনয়। তাঁহার পত্নার নাম সন্ধ্যাবলী ও পুত্রের নাম ধর্ম্মাঙ্গদ। পদ্ম-ভূমি-২২। (৩) রুক্মা-ঙ্গদ নামক এক নরপতি একাদশীর উপবাস করিয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। গরু-পূ-১২৫। (৪) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

রুক্মি—(১) শাল্ব-পতি দ্যুমৎসেনের একজন সামন্তরাজ। তিনি দ্যুমৎ-

সেনের অন্ধতার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৬। (২) প্রভাসক্ষেত্রে রুক্মি নামক গণেশ অবস্থিত। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

রুক্মিণী—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রধানা মহিষী। তাঁহার গর্ভে চারুদেষ্ণ, চারুগুপ্ত, চারুভদ্র, চারুহাস, সুচারু, ভদ্রচারু, সুচারুক, ভদ্র, পরগু, সুদেষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মে। মৎ-৪৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের চারু, চারুদেষ্ণ, চারুবিন্ধ্য, চারুভদ্র, ভদ্রচারু, প্রদ্যুম্ন, সুদেষ্ণ ও শরভ নামে কতিপয় পুত্র ও চারুমহী নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের বিভিন্ন তালিকার জন্য চারু, চারুদেষ্ণ ও চারুগর্ভ দ্রষ্টব্য। (৪) রুক্মিণীর পিতা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকেই রুক্মিণীর উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন। কিন্তু ভীষ্মকের অন্যতম পুত্র রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ চৈদ্য শিশুপালের হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে বাসনা করেন। রুক্মিণী তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তিতা হইলেন, কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি তখন প্রতিকার প্রার্থনায় এক ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ম্বর সভা হইতে রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ঐ পত্রে কি কৌশলে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহারও বিস্তারিত সঙ্কেত দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে আদৌ পরাঙ্মুখ হন নাই। ভাগ-১০স্ক-৫২। পদ্ম-উত্ত-২৪৬ গর্গ-গোল-৪। (৫) রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে জন্মলাভ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। বিষ্ণু-১ম-৯। গর্গ-গোল-৩। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধিকাই দ্বারকায় রুক্মিণী নামে পরিচিতা হন। পদ্ম-পাতা-৪৬। (৭) রুক্মিণী অতিশয় সঙ্গীত নিপুণা ছিলেন। নারদ ঋষি দুই বৎসর কাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অদ্ভু-রামা-৭। (৮) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে কয় জন পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু। মহাভা-অনুশা-১৪। (৯) রুক্মিণীর গর্ভে, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, পশুপক্ষীপ্রভৃতির অন্তরে বিচরণকারী কাম জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-১৫৮। (১০) শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রুক্মিণী এবং আরও কতিপয় শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা-মৌষ-৭।

ব্রহ্মপু-১২। (১১) দেবী সাবিত্রী দ্বারবতীতে রুক্মিণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (১২) দেবী শঙ্করী দ্বারবতীতে রুক্মিণী নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (১৩) রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক শিশুপালের সহিত রুক্মিণীব বিবাহ স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণ সহ সেই বিবাহ উপলক্ষে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের দিন রুক্মিণী এক দেবমন্দিরে পূজান্তে যখন প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য যাদবগণের সাহায্যে রুক্মিণীকে হরণ করেন। হরি-হরি-১১৬। গর্গ-গোল-৬। পদ্ম-উত্ত-২৪৬।

রুক্মী—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের অন্যতম পুত্র। ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় তনয়া রুক্মিণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রুক্মীর বিরুদ্ধতায় অবশেষে শিশুপালের সহিত বিবাহ স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে হরণ করেন, তখন রুক্মী, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৫২। হরি-হরি-১১৭। পদ্ম-উত্ত-২৪৬। দেবীভা-৪স্ক-১৮, ২৪। শ্রীমহাভা-৫৫। ব্রহ্মপু-১৯৯। (২) রুক্মিণীহরণ ব্যপদেশে যাদবদিগের সহিত ভীষ্মক অনুচরদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুক্মী বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১১৮। (৩) রুক্মী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিবার জন্য বহির্গত হন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ ও রুক্মিণীর উদ্ধার না করিয়া, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। কিন্তু যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরাজিত হওয়ায়, তিনি আর নিজ পিতার রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাগমন করিলেন না। নিজ অবস্থানের জন্য তিনি ভোজকট নামক উৎকৃষ্ট পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। গর্গ-দ্বার-৭। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৪) রুক্মিণীর প্রার্থনায়ই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বধ করেন নাই। বিষ্ণু-৪র্থ-২৬। (৫) রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে (রুক্মবতীকে) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন। আবার রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিতই প্রদ্যুম্নের তনয় (রুক্মীর দৌহিত্র) অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫, ৫ম-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৬) শ্রীকৃষ্ণ যে বলপূর্ব্বক তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, তাহাতে রুক্মী বরাবরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদাই প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। অনিরুদ্ধের সহিত নিজ পৌত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে, বন্ধুবর্গের পরামর্শে রুক্মী বলরামের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ

করেন এবং বারংবার বলদেবকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত করেন। তদ্দর্শনে রুক্মীর বন্ধু কলিঙ্গরাজ বিদ্রূপসূচক হাস্ত করেন। বলদেব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অক্ষাঘাতে রুক্মীকে বধ করেন এবং কলিঙ্গ-রাজের দন্ত ভগ্ন করিয়া দেন। বিষ্ণু-৫ম-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১।

রুক্মেষু—(১) নরপতি রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫। মৎ-৪৪। বায়ু-৯৫। গরু-পূ-১৪৩। (২) রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃতি। তাঁহার পঞ্চপুত্রের অন্যতম রুক্মেষু। লি-পূ-৬৮। জ্যামঘ, পরাবৃত, পরিঘ, পৃথুরুক্ম, পালিত, রুচক ও রুক্মকবচ দেখ।

রুচক—(১) যদুবংশীয় উশনার পুত্র রুচক। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম রুক্ম, রুক্মেষু, পুরুজিৎ পৃথু ও জ্যামঘ। ভাগ-৯স্ক-২৩। রুক্মকবচ ও রুক্মেষু দেখ। (২) মনুবংশীয় নৃপতি বিজয়ের পুত্র। রুচকের তনয় বৃক। লি-পূ-৬৬।

রুচি, রুচী—(১) অন্যতম প্রজাপতি। কোনও সময়ে তিনি গৃহহীন, আশ্রমবর্জ্জিত ব্রতচারী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে ঐভাবে ভ্রাম্যমান্ দেখিয়া তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দেন। রুচি প্রথমে বিবাহের নানা অসুবিধার কথা বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতৃগণ নানারূপ উপদেশ দিয়া বারংবার বিবাহ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পরামর্শে রুচি বিবাহার্থী হইয়া উপযুক্ত কন্যার অন্বেষণে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াও উপযুক্তা কন্যা না পাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন এবং ব্রহ্মার পরামর্শে পিতৃগণের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নদীরতীরে পিতৃগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে পিতৃগণ তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "এই নদীর মধ্য হইতেই তোমার জন্য এক কন্যার আবির্ভাব হইবে। তুমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিও।" পিতৃগণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, সেই নদী মধ্য হইতে অপ্সরা প্রম্লোচা উত্থিতা হইয়া রুচিকে বলিলেন, "আমার গর্ভে বরুণ-তনয় পুষ্করের ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনি সেই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।" রুচী তাহাতেই সম্মত হইয়া মালিনী নাম্নী সেই প্রম্লোচার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সেই কন্যার গর্ভে রৌচ্য নামে রুচির এক পুত্র জন্মে। তিনি অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৮৮-৯০। মার্ক-৯৫-৯৮। (২) প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা

কন্যা ঋদ্ধিকে বিবাহ করেন। ঋদ্ধির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মে। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। মার্ক-৫০। (৩) প্রজাপতি রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতিকে বিবাহ করেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পূ-৫। ভাগ-১স্ক-৩। কূর্ম্ম-পূ-৮। সৌর-২৬। ব্রহ্মা-১০। দেবীভা-৮স্ক-৩। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-১০। লি-পূ-৫। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) প্রজাপতির রুচির এক পুত্র রৌচ্য (মনু)। ভূতি দেবীর গর্ভে রুচির আর এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ভৌত্য। তিনিও একজন মনু ছিলেন। ব্রহ্মপু-৫। বায়ু-১০০। হরি হরি-৭। (৫) আকূতির গর্ভজাত রুচি তনয় যজ্ঞ, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৩। গরু-পূ-১। যজ্ঞ ও যজ্ঞাবতার দেখ। (৬) আকূতির গর্ভে রুচির যে মানসপুত্র (বিষ্ণু) জন্মেন, তাঁহার অংশে রৌচ্য মনুর উৎপত্তি হয়। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৭) সূর্য্যের পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। (৮) নহুষের কন্যা ও আত্মবানের পত্নীর নাম ছিল রুচি। বায়ু-৬৫। আত্মবান্ দেখ। (৯) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র রুচি। তাঁহার তনয় ভীম। মৎ-৫০। (১০) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল রুচি। মহাভা-অনুশা ৪। (১১) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-অনুশা-১৯। (১২) দেবশর্ম্মানামক এক ব্রাহ্মণের রুচি নামে এক পরমা সুন্দরী পত্নী ছিল। দেবশর্ম্মা তপস্যা করিতে যাইবার সময়ে, স্বীয় শিষ্য বিপুলের উপর রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। দেবশর্ম্মার অনুপস্থিত কালে ইন্দ্র দুরভিসন্ধিবশবর্ত্তী হইয়া দেবশর্ম্মার আশ্রমে গমন করেন। বিপুল ইন্দ্রের আগমনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, যোগ বলে রুচির দেহে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের কুবাসনা সফল হইতে দেন নাই। মহাভা-অনুশা-৪০-৪৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩। (১৩) সূর্য্যমণ্ডলস্থ দ্বাদশকলার অন্যতমা। তন্ত্র-১০১ পৃঃ। বোধিনী দেখ।

রুচিপ্রভ—জনৈক দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭

রুচিমতী—উগ্রসেনের পত্নী। গর্গ-অশ্ব-১০। উগ্রসেন দেখ।

রুচির—(১) অজমীঢ় বংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২০। সেনজিত দেখ। (২) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের তনয় রুচির। তৎসুত ভীম। মৎ-৫০।

রুচিরধী—ভরদ্বাজ-বংশীয় সংকৃতির পুত্র রুচিরধী ও রন্তিদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

রুচিরাশ্ব—(১) অজমীঢ় বংশীয়

শ্যেনজিতের অন্যতম পুত্র। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন। গরু-পূ-১৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। মৎ-৪৯। (২) অজমীঢ় বংশীয় শ্যেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব। তাঁহার তনয় পার। পারের আত্মজ পৃথুসেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

রুজ—দানব বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

রুজোগন্ধি—পুষ্কর তীর্থে দেব শঙ্কর রুজোগন্ধি নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-২। শিব দেখ।

রুদ্র—(১) মহাদেবেরই এক নাম। শিব দেখ। (২) পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। মার্ক-৫০। (৩) প্রতিকল্পেই প্রজা সৃষ্টি করিয়াও প্রজার যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়াতে, ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন ভগবান মহেশ্বর ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই অনাময়, আদি ও নিধন রহিত এবং ভূতগণের সংহর্ত্তা ও বিভু। এই ব্রহ্মপুত্র রুদ্রই আবার ব্রহ্মার প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করেন। তিনি প্রতি কল্পেই উৎপন্ন হইয়া প্রজা-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করেন। কোনও সময়ে ব্রহ্মা সেই বিভু রুদ্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলাতে তিনি আপনার তুল্য সমুদয় প্রজাকে মন হইতে সৃষ্টি করেন। এই সকল রুদ্রের আত্মসদৃশ পুত্রগণ একেবারে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। পিতামহ ব্রহ্মা ঐ সকল রুদ্রগণ কর্ত্তৃক জগৎ পরি-ব্যাপ্ত দেখিয়া, নিজ পুত্র রুদ্রের আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। ব্রহ্ম-পুত্র রুদ্র তখন বলেন যে তিনি আর ঐরূপ মানসী প্রজা সৃষ্টি করিবেন না। যাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা তাঁহারই অনুচর হইয়া বিচরণ করিবে। শিব-বায়-পূ-১২। (৪) পিতামহ ব্রহ্মা যখন প্রজা-সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে রোদন করিতে করিতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্র রুদ্র নামে খ্যাত। ব্রহ্মা তাঁহাকে আরও কয়েকটি নাম দেন। যথা—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি ভীম, উগ্র, কপালী ও মহাদেব। অগ্নি-২০। বিষ্ণু-১ম-৮। (৫) সনক, সনাতন প্রভৃতি ব্রহ্মার পাঁচজন মানস পুত্র সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন হওয়ায়, পিতামহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন প্রাণস্বরূপ হর ব্রহ্মার ললাট ভেদকরিয়া বহির্গত হইলেন। তখন ব্রহ্মা রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই ললাট-উৎপন্ন পুত্রের

নাম হইল রুদ্র। তাঁহার ভব, সর্ব্ব প্রভৃতি আরও সাতটি নাম আছে। সৌর-২৩। (৬) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রুদ্রদেব আত্ম-সদৃশ তেজোবলরূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই পিঙ্গলবর্ণ, জটাজুট, তূণীর ও কপালধারী, বিবস্ত্র, হরিৎকেশ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ত্রিলোচন, জৃম্ভণ-কারী, সকল ভূতের অদৃশ্য, মহাতেজ-সম্পন্ন এবং রোদন ও ধাবন-শীল ছিলেন। তাঁহারা জন্মমাত্রই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, যোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এই সকল ভীষণা-কৃতি রুদ্রপুত্রগণকে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং রুদ্রদেবকে অন্যবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। রুদ্র-দেব তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন যে, ঐ পুত্রগণ হীনশ্রেণীর দেবতারূপে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-৯-১০। (৭) ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই সর্পগণ উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা একান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মার শরীর হইতে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে একাদশ জন রুদ্র আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম হয় রুদ্র। এই রুদ্রগণই দেহীগণের প্রাণস্বরূপ এবং প্রাণিগণের প্রাণ ও রুদ্র অভিন্ন। তাঁহারাই জীবগণের দেহে প্রাণরূপে অবস্থান করেন। একাদশ রুদ্রের আবির্ভাবের পর মহাদেব ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন এবং তৎপরে ব্রহ্মার ললাট হইতে ঐ একাদশ রুদ্রের প্রভু স্বরূপ অপর রুদ্রও প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই রুদ্র প্রথমে ব্রহ্মার পুনর্জীবন দান করিয়া পরে তাঁহারই পুত্র স্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মা প্রাণ লাভ করিয়া প্রভু রুদ্রকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রভু রুদ্র তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মার পূর্ব্ব এক প্রার্থনা অনুসারেই তিনি পিতামহের পুত্ররূপে আবি-র্ভূত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভু রুদ্র ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাঁহাকে সৃষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। বায়ু-২৫। (৮) প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইয়া ব্রহ্মা কি ভাবে কি করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তা করিয়াও যেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধ হইতে মহাবল রুদ্র জন্মলাভ করিলেন। তিনি উৎ-পন্ন হইয়াই রোদন করিতে লাগিলেন, তাই তাহার নাম হইল রুদ্র। অতঃ-

পর ব্রহ্মার অঙ্ক হইতে এক কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা সেই কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বরা-২১। (৯) সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যারত ব্রহ্মার মন হইত এক কৃষ্ণলোহিত মিশ্রিতবর্ণ, পিঙ্গল নেত্র পুরুষ উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন "তুমি সৃষ্টি বিস্তারে সমর্থ। অতএব তুমি সৃষ্টি কর।" এই কথা শুনিয়াই রুদ্র জলে মগ্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে মানস হইতে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তারে নিয়োজিত করিলেন। সৃষ্টিবিস্তারের বাহুল্য ঘটিলে দেবগণ, সিদ্ধগণ সকলে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে জলমগ্ন রুদ্রও জল হইতে উত্থিত হইয়া দেবগণাদিকে ব্রহ্মযজ্ঞে নিযুক্ত দেখিয়া রোষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্ব দেহ পিঙ্গল বর্ণ হইল। তাঁহার মুখ হইতে বেতাল, ভূত; পিশাচ ও যোগিনীগণ বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। এদিকে রুদ্রও এক বিশাল আকার ধনু ও তদনুরূপ তীর লইয়া দেবগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া রুদ্রকে শান্ত করিয়া অবশিষ্ট দেবগণকে বলিলেন "তোমরা রুদ্রের স্তব কর।" দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রের রোষ শান্তি হইল। বরা-৩৩। (১২) সনকাদি পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্যে নিরপক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মা পূর্ব্বে শঙ্করকে পুত্র রূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যার দ্বারা কোনও ফল না পাইয়া তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সেই অশ্রু বিন্দু সকল হইতে বহু সংখ্যক ভূত প্রেত উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মা নিজেকেই ধিক্কার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রলয় কালীন পাবকের সদৃশ রুদ্রগণ আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাহা-

দিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাদের নাম দিলেন রুদ্র। অতঃপর ব্রহ্মা আরও সাতটি নাম দিলেন। যথা—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র, এই আটটি ঐ আট রুদ্রের মূর্ত্তি। সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্‌, দীক্ষা ও রোহিণী, ইহাঁরা রুদ্রপত্নী বলিয়া বিদিত হইলেন। এবং শনৈশ্চর শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ ইহাঁরা রুদ্র তনয় হইলেন। কূর্ম্ম-পূ-১০। (১১) মহাদেবের অঙ্গ হইতেই রুদ্র নামে এক দেব উৎপন্ন হন। মহাদেবের অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি সামর্থ্যে মহাদেব হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহেন। মহাদেব হইতে সেই রুদ্রের আদৌ পার্থক্য নাই এবং তাঁহাদের পূজার বিধানও এক রূপ। রুদ্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহেন। মহাদেব ব্রহ্মার ভ্রূকুটী হইতে রুদ্রকে সৃজন করেন। ঐ রুদ্র তমোগুণ প্রধান। শিব-জ্ঞান-৪, ৫। (১২) সনকাদি মানস পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে, ব্রহ্মার মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহার ভ্রূকুটীকুটিল-ললাট হইতে অর্দ্ধ নারী-নর-রূপ মহাকায় ভয়ঙ্কর রুদ্র উৎপন্ন হইলেন। সেই রুদ্র ব্রহ্মার আদেশে নিজেকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে বিভাগ করিলেন। পরে আবার ঐ পুরুষ-রূপকে একাদশ ভাগে এবং স্ত্রীরূপকে বহু ভাগে বিভক্ত করিলেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (১৩) কল্পের আদিতে ব্রহ্মা কি ভাবে এক আত্মতুল্য পুত্রলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়দেশে এক নীললোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কুমার রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কুমার বলিলেন,—"আমার নামকরণ করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তোমার নাম হইল রুদ্র। তুমি আর রোদন করিও না।" এইরূপ বলাতেও সেই কুমার আরও রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাতটি নাম দিলেন এবং সূর্য্য, আপ, মহী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত-ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র, এই আটটিকে ঐ আট রুদ্রের তনুস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ আট রুদ্রের পত্নীগণের নাম সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্‌, দীক্ষা ও রোহিণী, এবং শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ, ইহাঁরা আট রুদ্র-তনয়। বিষ্ণু-১ম-৭। বায়ু-২৭অ।

ব্রহ্মা-২৮। (১৪) পিতামহ ব্রহ্মা আট রুদ্রের যে আট মূর্ত্তি বিধান করেন, ঐ মূর্ত্তি সকল ব্রহ্মধাতু। ঐ সকল মূর্ত্তিতে রুদ্রদেব পূজিত হইলে, তিনি পূজকদিগকে হিংসা করেন না। রুদ্রের ভব নামের মূর্ত্তি জল। ভূতসমূহ জল হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং জলই ভূতসমূহের জন্মের হেতু। এজন্য কেহ কখনও জলে মূত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিয়া স্নান করিবে না। জলে থুতু ফেলিবে না এবং জলের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে যাইতে কখনও বিরক্তির সহিত জলের উদ্দেশ্যে কটুবাক্য বলিবে না। রুদ্রের সর্ব্বনামের মূর্ত্তি ভূমি। এ জন্য কেহ ছায়ায়, সোপানে বা স্বচ্ছস্থানে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না। ঐরূপ করিতে হইলে মস্তক আবৃত করিয়া তৃণদ্বারা মহী আচ্ছাদনপূর্ব্বক করিবে। যে ব্যক্তি ভূমির প্রতি এইরূপ আচরণ করে, শর্ব্ব কদাপি তাহাকে হিংসা করেন না। ঈশান নামক রুদ্রের মূর্ত্তি বায়ু। যে ব্যক্তি এই বিরাট বায়ুর স্তুতি করে, ঈশানদেব তাহার মঙ্গল করেন। পশুপতি নামক রুদ্রের মূর্ত্তি অগ্নি। প্রথমা রুদ্রপত্নীর নাম সুবর্চ্চলা। তাঁহার পুত্র শনৈশ্চর। এইরূপে ভবের তনু জল ও তাঁহার পত্নী উষা। উষার পুত্র উশনা। শর্ব্বরূপী রুদ্রের মূর্ত্তি ভূমি, পত্নী বিকেশী ও পুত্র অঙ্গারক। ঈশান রুদ্রের পত্নী শিবা, পুত্র মনোজব। পশুপতির মূর্ত্তি অগ্নি, পত্নী স্বাহা, তনয় স্কন্দ। ভীমের তনু আকাশ, পত্নী দিক্‌পুঞ্জ, তনয় স্বর্গ। উগ্রের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান, পত্নী দীক্ষা এবং পুত্র সন্তান। মহাদেব নামক রুদ্রের তনু চন্দ্রমা, পত্নী রোহিণী এবং পুত্র বুধ। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। (১৫) সৃষ্টির আদিতে এক রুদ্রদেবই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দেহবর্ণ শ্বেত, লোহিত ও নীল ছিল। তন্মধ্যে নীল রংএরই আধিক্য দৃষ্ট হইত। তাঁহার দশন সমূহ অতি বিশাল ও মুখমণ্ডলও অতি বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শান্ত, দান্ত ও সংযমী ছিলেন। তিনিই নারায়ণকে সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োগ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১০। (১৬) যে ষষ্টিসংখ্যক রুদ্র, তৎসংখ্যক ভুবনের আস্পদ-স্বরূপ বিদিত হন, তাঁহাদের নাম—অজেশ, অট্টহাস, অগ্নীশ, অনাদিক, অপাদী, অবিমুক্ত, অমরেশ, অম্রাতিকেশ, কালকর্ণ, কালদংষ্ট্রী, কামরূপ, কুরুক্ষেত্র, কেদারথল, গয়া, গোকর্ণ, ঘোর, চন্দ্রশেখর, জটাল, দণ্ডী, নকুলীশ, নাদিক, নৈমিষ, ধাতা, পিঙ্গল, পিঙ্গলাক্ষ, পুষ্কর, প্রজাপত্য, প্রভাব, বস্ত্রাপদ, ত্রিপুর, বিবাস, বিমল,

বিশাল, ভদ্রকর্ণ, ভয়ানক, ভাবভূতি, ভাস্বর, ভীম, ভৈরব, মতঙ্গ, মত্তরূপী, মহাকাল, মহাবল, মহেন্দ্র, রুদ্রকোটী, রৌদ্র, শঙ্কুকর্ণ, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীশৈল, সর্ব্বজ্ঞ, সুবাহু, সুদনান্তর, স্থাণু, স্বর্ণাক্ষ, হর, হরিশ্চন্দ্র ও হুতাশন। (মোট আটান্ন জন)। অগ্নি-৮৫। (১৭) দেবী কালিকার অনুগতা যে সকল রুদ্র, দেবীর বিধানানুসারে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম—অগ্নিরুদ্র, অনন্ত, ঈশ্বর, কাবণ, ক্রূরতেজা, ক্ষয়ান্তক, ঘনবৃষ্টি, চল, দাকণ, দাপ্ত, দ্যুতিমান, ধাতা, পদ্মহস্ত, প্রসন্ন, বলাহক, বিদ্যুৎ, বিবুধ, বৃদ্ধ, যমহন্তা, লোহিত, শান্ত, শীঘ্র, সুপ্রভ ও সৌম্যদৃক। দেবীপু-৮১। (১৮) একাদশ রুদ্রের নাম বিভিন্ন পুবাণে বিভিন্নরূপে দেওয়া আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) অজ, ঈশ্বব, একপাত, অহিব্রধ্ন, নির্ঋতি, সর্প, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, সেনানী ও কপালী। হরি-হরি-১৯৬। (খ) অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, বৈবত, হর, ত্র্যম্বক, বহুরূপ, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও কপালী। অগ্নি-১৮। (গ) অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, সদ্-সম্পত্তি, অজৈকপাদ, অহিবুর্ধ্ন, জ্বর, ঊর্দ্ধকেতু, ভুবন, মৃত্যু ও কপালী। বায়ু-৬৬। (ঘ) অজ, রৈবত, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্। ভাগ-৬ষ্ক-৬। (ঙ) মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ। মহাভা-আদি-৬৬। (চ) মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ। মহাভা-আদি-১২৩। (ছ) অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত। হরি-হরি-৩। (জ) অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (ঝ) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপবাজিত, শম্ভু, বৃষাকপি, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। বিষ্ণু-১ম-১৫। (ঞ) বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, কপালী, ভুবনাধীশ্বর, স্থাণু ও ভগ। পদ্ম-উত্ত-৫। (ট) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। গরু-পু-৬। (ঠ) অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও অপরাজিত। ব্রহ্ম-প্রভা-প্রভাস-[illegible]। (ড) অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, [illegible], [illegible], হর, সর্ব্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু,

কপর্দ্দী ও রৈবত। দেবীপু-৪৬ (ঢ) অজ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, একপাৎ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী। লি-পু-৬৩। (ণ) অজৈকপাদ, বিরূপাক্ষ, জয়ন্ত, রৈবত, অহিব্রধ্ন হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর ও পিনাকী। মৎ-৫। (ত) অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, পবন, ঈশ্বর ও শম্ভু। মহাভা-অনু-১৫০। (থ) কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, অস্ত ও ভব। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪,২১। (দ) অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (ধ) নির্ঋতি, শম্ভু, অপরাজিত, খর, মৃগব্যাধ, কপর্দ্দী, দহন, অহিব্রধ্ন, কপালী, পিঙ্গল ও সেনানী। মৎ-১৭১। (ন) মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ভব, বিশ্বেশ্বর, কপর্দ্দী, স্থাণু ও ভব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (প) বৃষধ্বজ, শর্ব্ব, মৃগব্যাধ, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, বৃষাকপি ও ত্র্যম্বক। স্কন্দ-নাগ-১৬৩। (ফ) অজৈকাদহির্ব্রধ্ন্য-ত্বষ্টা, রুদ্র, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপালী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী। ব্রহ্মপু-৩। (ব) মনুষ্য, মনু, মহিনস্, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। এই একাদশ রুদ্রের পত্নীদের নাম—ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পী, ইরা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী। ভাগ-৩স্ক-১২। ব্রহ্মা (৬৮) ও কাষ্ঠা দেখ। (১৯) রুদ্র, কাশিক, জনক, বপু, দীপ্তি, ভানু, ও কর্ণ, এই সকল মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়াছিলেন। দেবীপু-১১০। (২০) চন্দ্র-তনয় বুধের ঔরসে ও মনু-কন্যা ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র ও পুরূরবা নামে তিন পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪২ (২১) ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যাগণের গর্ভে বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (২২) আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎ সন্তানের অন্যতম রুদ্র। গোদানকালে ঐ অগ্নির পূজা ও আবাহন বিধেয়। দেবীপু-১২২। (২৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কালে রুদ্রগণ দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বৃহন্না-৩৭। ব্রহ্মপু-৫। ভাগ-৮স্ক-১৩। বৈবস্বত মনু দেখ। (২৪) দেবগণের যে আটটি বিভাগ আছে, তন্মধ্যে রুদ্রগণ একটি। ব্রহ্মা-৭১। ভৃগুগণ দেখ। (২৫) তেত্রিশজন দেবতার অন্তর্গত রুদ্রগণ অদিতির গর্ভে [illegible]

করেন। রামা-আর-১৪। (২৬) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার উপাচার যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কোণের বায়ুকোণে সরস্বতী ও রুদ্রের পূজা করিতে হয়। তন্ত্রঃ ১৬৫ পৃঃ। (২৭) তন্ত্রমতে রুদ্রগণের নাম—ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম্ম, একনেত্র, চতুবানন, অজেশ, সর্ব্ব, সোমেশ, লাঙ্গলী, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বব, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মান, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলভ, দ্বিবণ্ডেশ, মহাকালী, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিণাকীশ, খড়্গীশ, বক, ভৃগ্বাশ, শ্বেত, কুলি, শিব এবং সংবর্ত্তক। ইহাঁদেব সকলেবই হস্তে শূল ও নবকপাল। তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শিব ও ব্রহ্মা (২৮), (২৯), (৩৯), (৪৩), (৬৯), (১২২) ও (২০৩) দেখ। (২৮) রুদ্র প্রাচীন বৈদিক ঋষিদেব অন্যতম দেবতা। ঋষিবা রুদ্র সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা কবিয়াছেন। রুদ্রেব পুত্র মরুত্বানও দেবতা ছিলেন। ঋষিরা অনেক স্থলে অগ্নিকেই রুদ্রনামে অভিহিত করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মাকেই রুদ্র বলা হইয়াছে। ঋক্-১।৩৯।৪; ১; ১।৪৩।১ শ্বেত-৩, ৪।

রুদ্রকালী—অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ দেখ।

রুদ্রকোটী—রুদ্র দেখ।

রুদ্রচণ্ডা—অন্যতমা শক্তি। গরুড়-পু-২৪। শক্তি দেখ।

রুদ্রজাপ্যস্তত—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

রুদ্রতনয়—দণ্ডদেবতার এক নাম। মহাভা-শান্তি-২১১।

রুদ্রদত্ত—চন্দ্রবংশীয় কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

রুদ্রদূতি—নামান্তর শিবদূতি। শুম্ভনিশুম্ভের বধের জন্য দেবী মহেশ্বরী চাণ্ডকার মুখ হইতে নানা দেবগণের অংশভূতা শক্তিগণের আবির্ভাব হয়। ঐ সময়ে দেব শঙ্করও দেবীর সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত হন। দেবী তাঁহাকে দূতরূপে শুম্ভনিশুম্ভের নিকট প্রেরণ করেন। তদবধি দেবী শিবদূতি বা রুদ্রদূতি নামে প্রসিদ্ধা হন। বাম-৫৬।

রুদ্রমাল—জনৈক নাগ-তনয়। চমৎকারপুব-নিবাসী দেবরাতের তনয় ক্রথ রুদ্রমালকে বিনাদোষে বধ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগগণ চমৎকাবপুব ধ্বংস করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

রুদ্ররোমা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভুতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-দেখ।

রুদ্রশির—ব্রহ্মার এক অস্ত্র।

ব্রহ্মার কোনও কুকর্মের জন্য শিব ব্রহ্মার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা করযোড়ে শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিব বলেন যে, "যেহেতু তুমি দেবতা হইয়াও মনুষ্যের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, সেইহেতু তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। আর আমি তোমার মস্তকেই অবস্থান করিব। তজ্জন্য তোমার নাম রুদ্রশির হইবে। স্কন্দ-নাগ-৭৭ ; স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৬। ব্রহ্মা (১৯) দেখ।

রুদ্রসাবর্ণি (মনু)—(১) চতুর্দ্দশ জন মনুর অন্যতম। বিভিন্ন পুরাণে মনুদের যে বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, সে তালিকাগুলির সকলের মধ্যে রুদ্রসাবর্ণি মনুর নাম নাই। কয়েকটি জায়গায় আছে মাত্র। মনুগণের তালিকা দেখ। ১২৯৮-১৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দেবী-ভাগবত মতে (৯স্ক-১৫) ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র রুদ্রসাবর্ণি। তাঁহার তনয় দেবসাবর্ণি। আবার ঐ পুরাণেই অন্যত্র আছে (১০স্ক-১৩অঃ) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র শর্য্যাতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মনু হয়েন। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ মতে (মধ্য-২৯) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১০০) রুদ্রসাবর্ণি একাদশ মনু। তাঁহার পরে ধর্ম্মসাবর্ণি মনু হন। (২) রুদ্রসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদিগের পাঁচটি গণ ছিল। যথা—হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ। ঐ প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব, দেববান্ প্রভৃতি মনুপুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অগ্নি-১৫০। (৩) রুদ্রসাবর্ণি মনুর নামান্তর ঋতসাবর্ণি। তিনি রুদ্রের পুত্র ছিলেন, তজ্জন্য রুদ্রসাবর্ণি নামেও পরিচিত। তাঁহার অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন। দেবতাদের হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার এই পাঁচটি গণ ছিল। এই মন্বন্তরেব সপ্তর্ষিদেব নাম—বশিষ্ঠ-তনয় কৃতী, আত্রেয় সুতপা, আঙ্গিবস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমতি। মিত্রবান্ প্রভৃতি মনুপুত্র ছিলেন। বায়ু-১০০। মিত্রবান্ দেখ। (৪) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। তাঁহাব অধিকারকালে ঋতধামা ইন্দ্র ছিলেন ও তপোমূর্ত্তি, তপস্বী, অগ্নীধ্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ মনুর অধিকারকালে ভগবান্ হরি সত্যসহা নামক বিপ্রের ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম

হয় স্বধামা। ভাগ-৮স্ক-১৩।

রুদ্রস্বসটা—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রসেন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন নৃপতি। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে এক বণিকদম্পতি ছিলেন। এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকালের মন্দিরে জাগরণ করিয়া, মহেশ্বরের পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহারা জন্মান্তরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বজন্মের বিবরণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, এই জন্মেও প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, মহাকালের মন্দিরে জাগরিত থাকিয়া পূজা, ধর্ম্মালোচনা ও গীতবাদ্যাদি করিতেন। স্কন্দ-নাগ-৪৭।

রুদ্রা—(১) নরপতি রৌদ্রাশ্বের এক কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) অন্যতমা শিশুমাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। আর্য্যা ও শিশুমাতা দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণি—(১) অনন্ততৃতীয়া ব্রতে অঙ্কিত পদ্মের দক্ষিণে ভবানী ও রুদ্রাণির পূজা করিতে হয়। মৎ-৬২। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রুদ্রাণী—(১) অন্যতমা যোগিনী। কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ। (২) দেবীগায়ত্রী রুদ্রকোটী তীর্থে রুদ্রাণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী রুদ্রকোটী তীর্থে রুদ্রাণী নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। সতী দেখ। (৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম ধৃতব্রতের পত্নীর নাম ছিল রুদ্রাণী। ভাগ-৩স্ক-১২। (৫) দেবী আদ্যাশক্তির একনাম। তিনি রুদ্রদেবের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, অথবা ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পাদন করেন, এই কারণে তিনি রুদ্রাণী নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৬) দণ্ডকারণ্যে রুদ্রাণী নামে দেবী পূজিতা হন। ঐ স্থলে গজানন অময় নামক দানবকে নিহত করেন। দেবীপু-৪৩।

রুদ্রবাসেশ্বর—কাশীধামে মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত রুদ্রবাসেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মানব রুদ্রলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

রুদ্রেশী—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

রুদ্রেশ্বর—(১) রুদ্রমহালয় হইতে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ আসিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে রুদ্রলোকে গমন করিতে পারা যায় এবং রুদ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারা যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯,৯৭। (২) প্রভাসক্ষেত্রস্থ রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ সর্ব্বপাতকহর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৮।

রুধিক্রা—একজন অনার্য্যদস্যু। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। ঋক-২।১৪।৫।

রুধির—জনৈক রাক্ষস। সে বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র শক্তিকে ভক্ষণ করিয়াছিল। লি-পু-৬৩।

রুধিরপায়িনী—অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পু-৪৫। যোগিনীগণ দেখ।

রুধিরাশ্ব—কল্কির শ্বশুর শশিধ্বজ নৃপতির অনুচর ও সেনাপতি। কল্কি-৩য়-১০।

রুধিরাশন—রাবণানুগত খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুচর জনৈক রাক্ষস। সে দণ্ডকারণ্যে রামহস্তে নিহত হয়। রামা-আর-২৩, ২৬।

রুম—খুব সম্ভব একজন অনার্য্য দলপতি। ইন্দ্র তাহাকে বশীভূত করেন। ঋক্-৮।৪।২

রুমণ—(১) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বিদ্যুতের পুত্র। বায়ু-৬৯। আপ, বধ ও যাতুধান দেখ। (২) জনৈক বানর দলপতি। তিনি বহু সংখ্যক বানর-সহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-আর-৩৯।

রুমণ্বান—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুদর্শনের সেনাপতি। বারাণসীরাজ বিজয়ের সেনাপতি সঞ্জয়ের হস্তে তিনি নিহত হন। কালিকা-৮৯। (২) বিধূম নামক বসুর অন্যতম পরিচারক। বিধূম ব্রহ্মার শাপে মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার ভৃত্যগণও প্রভুর বিয়োগে সহ্য করিতে না পারিয়া, মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পদন্ত নামক বিধূমের পরিচারক কৌশাম্বাধিপতি শতানীকের অন্যতম মন্ত্রী বিপ্রতীকের পুত্র রুমণ্বান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। মাল্যবান্ দেখ।

রুমা—তার নামক বানরের কন্যা ও সুগ্রীবের ভার্য্যা। বানর-রাজ বালী সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া রুমাকে নিজ অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। রাম-কর্ত্তৃক বালি নিহত হইলে সুগ্রীব রুমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাম-কিষ্কি-৮, ২০। অগ্নি-৮। পদ্ম-পাতা-৭১। অধ্যা-রামা-কিষ্কি-৩। অদ্ভু-রামা-১৬।

রুরু—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। রুরুর পুত্র অঙ্গ। হরি-হরি-১৯৬। মৎ-৯। শিব-ধর্ম্ম-৫২। গরু-পু-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। ব্রহ্মপু-৫। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র প্রমতি হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রুরু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মেনকার গর্ভজাত ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৫, ৮। (৩) প্রমতির পত্নী প্রতাপীর গর্ভে রুরু জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক-৮ ৯। (৪) প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামে পুত্র জন্মে। মহাভা-অনুশা-৩০। প্রমদ্বরা দেখ। (৫) [illegible] নামক.

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার গর্ভে দেবদত্তের এক কন্যা জন্মে। রুরু অর্থাৎ মৃগগণ ঐ কন্যাকে তপোবনে পালন করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম হয় রুরু। সেই কন্যা অতিশয় শুদ্ধমতী ছিলেন। তিনি নারায়ণের তপস্যা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন ও নারায়ণের অনুগ্রহে পরম তীর্থরূপে পরিণত হন। বরা-১৮৬। (৬) দেবী ভগবতীর অনুচর একজন নায়ক। কালিকা-৬৩। ভয়ঙ্কর দেখ। (৭) শিবানুচর ভৈরবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে সুবেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সুবেশ গন্ধর্ব্বরাজ ধৃত-রাষ্ট্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। রুরুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে বাহু জন্ম গ্রহণ করেন। কালিকা-৮৯। ঈশ্বর (২) দেখ। (৮) তপস্যারত দেবী শিবার তপঃতেজ হইতে রুরু নামে এক দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়। সে সমুদ্র মধ্যস্থ রত্ন নামক মহাভয়ঙ্কর পুরীতে বাস করিত। একবার স্বর্গজয়েচ্ছু হইয়া, রুরু অনুচর-গণের সহিত অভিযান করে। দেবগণ রুরুর ভয়ে ভীত হইয়া নীলাচলে তপস্যারত শিবাদেবীর নিকট উপস্থিত হন। দেবী দেবগণকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া উচ্চহাস্য করেন। তাহাতেই তাঁহার মুখ হইতে কতকগুলি অঙ্গনা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবী সানুচর রুরুর সহিত যুদ্ধ যাত্রা করেন। অতঃপর দেবীহস্তেই রুরু নিধন প্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩১। (৯) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের বংশে রুরু নামে এক জন অসুর জন্ম গ্রহণ করে। রুরুর পুত্র মহাসুর দুর্গম। দেবীভা-৭স্ক-২৮। (১০) কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূরের মুখ হইতে মেঘাকৃতি রুরু নামক এক অসুরের উদ্ভব হয়। শিবের আদেশে ঐ দৈত্য ব্রহ্মার স্তব করিতে থাকিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে, "তুমি সপ্তলোকের অধীশ্বর এবং অজর ও অক্ষয় হইবে" বলিয়া বর প্রদান করেন। অতঃপর পিতামহ পাতাল প্রদেশে রুরুর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রুরু পাতাল-নিবাসী অসুরদিগের অধিপতি হইয়া ক্রমে সসাগরা পৃথিবী জয় করেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু দেবগণের হিতার্থ রুরুদৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরে দেবী আদ্যা-শক্তি শিবানী ও ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী প্রভৃতিও যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহাদের সকলের মিলিত শক্তির নিকট রুরু পরাজিত হইয়া দেবী-হস্তে নিহত হন। দেবীপু-৮৩-৮৬। ব্রহ্মা (১৮১) দেখ। (১১) শুম্ভ-নিশুম্ভ

হরি-৭। সাবর্ণিমনু দেখ। (১৯) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর বায়ু কোণ-রক্ষক জনৈক দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। ভৈরব (১০) দেখ। (২০) বরাহকল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব নকুলীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার কুণিক, গর্গ, মিত্রক ও রুরু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পু-৫২। নকুলী, নকুলীশ ও শিব দেখ।

রুরুক—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে বিজয় নামক এক ধর্ম্মাত্মা নৃপতির পুত্র রুরুক। তাঁহার তনয় বৃক। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। গরুড়-পু-১৪২। ব্রহ্মপু-৮। বায়ু ৮৮। বৃক ও বিজয় দেখ।

রুরুদ্রোহ—জনৈক ভিল্ল জাতীয় ব্যাধ। শিকার সংগ্রহের উদ্দেশে, একদিন রাত্রিকালে সে কিছু পানীয় জলসহ এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া, অপেক্ষা করিতেছিল। তখন তাঁহার শরীর সঞ্চালনে কতিপয় বিল্বপত্র ও কিঞ্চিৎ জল বৃক্ষমূলস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পতিত হয়। তাহাতেই রুরুদ্রোহের শিবপূজা করিবার ফল লাভ হয়। সেই ব্যাধই পরজন্মে নিষাদরাজ গুহরূপে জন্মলাভ করে। শিব-জ্ঞান-৭৪।

রুশমু—কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি [illegible] যজ্ঞ করিতে যাইয়া [illegible] রুশমু নামক ও রুপকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞের যজমানকেও যেন রক্ষা করেন। সায়নাচার্য্য এই রুশমএর কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৮৷৩৷১২।

রুষঙ্গু—যদুবংশীয় স্বাহের তনয়। তাঁহার আত্মজ চিত্ররথ। মৎ-৪৪। চিত্ররথ ও স্বাহা দেখ।

রুষদ্গু—যদুবংশীয় স্বাহার পুত্র। তাঁহার তনয় চিত্ররথ। অগ্নি-২৭৫। চিত্ররথ ও স্বাহ দেখ।

রুষদ্রথ—(১) অঙ্গবংশীয় উশীনরের পুত্র তিতিক্ষু। তাঁহার তনয় রুষদ্রথ। তৎসুত পৈল। অগ্নি-২৭৭। উশীনর দেখ। (২) মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ। ভাগ-৯স্ক-২৩। তিতিক্ষু দেখ। (৩) মহাশাল-তনয় মহামনার নামান্তর ছিল উশীনর। তাঁহার আত্মজ তিতিক্ষু। তৎপুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথের তনয় হেম। গরুড়-পু-১৪২। মহামনা ও উষদ্রথ দেখ।

রুষদ্রু—যদুবংশীয় স্বাহির তনয়। তাঁহার আত্মজ চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। চিত্ররথ, স্বাহি ও রুষঙ্গু দেখ।

রুষণ্বান্—জমদগ্নির অন্যতম পুত্র। কালিকা-৮৩। জমদগ্নি দেখ।

রুষ্ট—নকুলী নামক শিবাবতারের যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব, নকুলী ও রুষ দেখ।

রূপ্য—নকুলীশ্বর নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। নকুলী, নকুলীশ ও শিব দেখ।

রূপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অহীনগুর পুত্র রূপ। রূপের তনয় রুরু। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অহীনক ও রুরু দেখ।

রূপক—জনৈক রাক্ষস। সে অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা শিবের আরাধনা করে এবং সেই দ্রব্যের দ্বারাই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত এক ঘণ্টা প্রস্তুত করে। মরণান্তে শিবলোকে গমন করিয়া, সে বিকলাঙ্গ চোর-গণ হয়। পদ্ম-পাতা-৭২।

রূপবতী—নিমি-তনয় মিথির পত্নী। (মিথির নামান্তর জনক)। মিথি সমস্ত ধন দান করিয়া, সস্ত্রীক তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, এক জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হন। তথায় রূপবতী তৃষ্ণায় অতিশয় কাতরা হন। সূর্য্যদেব তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, রূপবতীর ক্লেশ হরণের জন্য, দুইটি পাদুকা, একটি ছত্র ও পানীয় জল দান করেন। বরা-২০৮। মিথি দেখ।

রূপসুন্দরী—সুধর্ম্মা নামক রাজার মহিষী। সুধর্ম্মা নরপতি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-মন্দির বাসী এক মার্জ্জার ছিলেন। রূপসুন্দরীও ঐ মন্দিরে মূষিকরূপে অবস্থান করিতেন। একবার মার্জ্জারকে দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিবার সময়ে, মূষিকের পদসঞ্চালনে মন্দির মধ্যস্থ দীপের বর্ত্তিকা উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্যফলেই মূষিক পরজন্মে রাজমহিষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৩০।

রূপিন্—অজমীঢ়ের অন্যতমা কন্যা। মহাভা-আদি-৯৪। কেশিনী দেখ।

রূপিনী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

রূপেশ্বর—মহাকাল বনে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব পরম রূপবান্ হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৬২।

রেণু, রেণু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক জন নরপতি। তাঁহার কন্যা রেণুকা জমদগ্নির পত্নী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। হরি-হরি-২৭ ব্রহ্মপু-১০। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। বিশ্বামিত্র দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের পত্নী রেণু। তাঁহার গর্ভে রেণুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (৪) শালবতী নাম্নী পত্নার গর্ভে বিশ্বামিত্রের রেণু প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-১০। (৫) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি পবমান সোমদেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।৭০।১-১০।

রেণুক—রসাতলবাসী জনৈক নাগ। তিনি দেবতাগণের অনুরোধে বিষ্ণু-

গজদিগের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ অবগত হন এবং পরে ঐ তত্ত্ব সমূহ দেবগণের নিকটই কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১৩২।

রেণুকা, রেণূকা—(১) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণু নরপতির কন্যা। হরি-হরি-২৭। পদ্ম-উত্ত-২৪১। ভাগ-৯স্ক-১৫। ব্রহ্মপু-১০। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবেণুর কন্যা কামলী রেণুকা। তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্ম-গ্রহণ কবেন। বায়ু-৯১। (৩) বেণুকা বিদর্ভরাজের কন্যা ছিলেন। জমদগ্নির ঔরসে তাঁহাব গর্ভে সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও কৃষণ্বান নামে চাবিটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ আবও এক পুত্র জন্মে। তাঁহাব নাম বাম। (পরশুরাম)। কালিকা-৮৩। জমদগ্নি ও পরশুবাম দেখ।

বেণুমতি—পঞ্চপাণ্ডবেব অন্যতম সহদেবেব পত্নী। তাঁহাব নিবমিত্র নামে এক পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৪।

রেণুমান্—রেণু দেখ।

রেণুহয়—যদুনন্দন শতজিতের পুত্র। অগ্নি-২৭৫। ভাগ-৯স্ক-২৩। শত-জিৎ দেখ।

রেব—(১) মনুবংশীয় আনর্ত্তের পুত্র রেব। রেবের তনয় রৈবত। হরি-হরি-১০। অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৬। (২) আনর্ত্তের পুত্র রোচমান। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে রেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রেব, রৈবত ও ককুদ্মী নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন। লি-পূ-৬৬। মৎ-১২। (৩) আনর্ত্ত নর-পতির তনয় রেব। রেব রাজার পুত্র রৈবত ও ককুদ্মী। রেব রাজার পুরীর নাম ছিল কুশস্থলী। শিব-ধর্ম্ম-৬০। ব্রহ্মপু-৭। (৪) আনর্ত্তের তনয় রোচ-মান। তাঁহার আত্মজ রেব। রেবের পুত্র রৈবত। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। আনর্ত্ত ও রেবত দেখ।

রেবত—(১) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী রাজ্ঞীর গর্ভে রেবত জন্ম-গ্রহণ কবেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। সৌর-৩০। (২) মনুবংশীয় আনর্ত্ত নৃপতির পুত্র বেবত। তাঁহার তনয় রৈবত ককুদ্মী ও কন্যা বেবতী। বিষ্ণু-৪র্থ-১। দেবীভা-৭স্ক-৭। ভাগ-৯স্ক-৩। রেব দেখ। (৩) আনর্ত্তের দুই পুত্র দেবক ও বেবত। রেবতের পুত্র রৈবত। গরু-পূ-১৪২। (৪) আনর্ত্তের তনয় রেবত। তিনি নিজহস্তে শ্রীশৈলগিরির পুত্রকে উৎপাটিত করিয়া, আনর্ত্তদেশে নিক্ষেপ করেন। রেবতের নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের নাম হয় রৈবত। রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া, পাত্রান্বেষণে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তথায় তিনি ব্রহ্মাকে কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের

সন্ধান দিতে বলেন। ব্রহ্মা রৈবতকে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বসুদেব তনয় বলরামের সহিত রেবতীকে বিবাহ দিতে পরামর্শ দিলেন। ব্রহ্মার পরামর্শে রৈবত দ্বারকায় গমন করিয়া বলদেবের হস্তে কন্যা রেবতীকে সমর্পণ করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫২। ব্রহ্মপু-৭। গর্গ-দ্বার-৩,৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১। দেবীভা-৭স্ক-৭,৮। (৫) রেবত একবার সঙ্গীত শ্রবণের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিলেও ব্রহ্মলোকে জরাদির অভাববশতঃ, যৌবনাবস্থায়ই নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। তথায় দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরী কুশস্থলী যথায় বর্তমান ছিল, সেই স্থলেই অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ দ্বারবতী নামক নগরী স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতেছেন। তখন তিনি নিজ কন্যা রেবতীকে বলরামের সহিত বিবাহ দিয়া, তপস্যা করিবার জন্য মেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। বায়ু-৮৬। হরি-হরি-১০। শিব-ধর্ম্ম-৬০। অগ্নি-২৭৩। (৬) সূর্য্য হইতে ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে রেবত জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৫। (৭) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী (রৈবত-কন্যা) রাজ্ঞীর গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। রুদ্র ও রৈবত দেখ। (৯) চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। মহাসত্ত্ব দেখ। (১০) যদু-বংশীয় কপোতরোমার পুত্র রেবত। তাঁহার তনয় বিদ্বান্। বায়ু-৯৬। (১১) রেবত নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (১২) বলরামের শ্বশুর রাজা রেবত অনেক পুরাণে রৈবত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রেবতী—(১) কুশস্থলী নগরীর অধিপতি আনর্ত্তবংশীয় রাজা রেবতের (রৈবতের) কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (রেবত দেখ)। (২)রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। আবার হরিবংশেরই অন্যত্র আছে রেবতীর গর্ভে উল্মূক ও নিশঠ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। বিষ্ণু-৫ম-২৫। অগ্নি-১২। ব্রহ্মপু-১৯৮। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৩) রেবতীর গর্ভে বলরামের সারণ, শঠ, নিশঠ, উল্মূক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। গরু-পূ-১৪৩। (৪) চাক্ষুষমনুর জ্যোতিষ্মতী নামক এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা সর্বাপেক্ষা বলবান্ পুরুষকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করেন। ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ জ্যোতিষ্মতীর

বিবাহ করিতে যাইয়া, প্রত্যাখ্যাত হন। তজ্জন্য ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার গর্ভে কোনও সন্তান জন্মিবে না। জ্যোতিস্মতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি আনর্ত্ত-দেশীয় রেবত রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলে, দেবসঙ্কর্ষণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।" গর্গ-বল-৪। (৫) বলদেব দেহত্যাগ করিলে রেবতী অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ব্রহ্মপু-২১২। বিষ্ণু-৫ম-৩৮। লি-পূ-৬৯। (৬) রেবতী নামে একজন মাতৃকা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। অগ্নি-১২। মৎ-১৭৯। (৭) ব্রহ্মার ক্রোধজাত অর্দ্ধনারীনর-মূর্ত্তির নারী অংশ রেবতী। তিনি ভূত-নায়িকা প্রভৃতি বহুবিধ নামে প্রসিদ্ধা হন। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম রেবতী। তিনি দেখিতে অতিশয় কুরূপা ছিলেন। তজ্জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজ রেবতীর বিবাহ বিষয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। একবার কঠ নামক একজন বিদ্যার্থী মুনি ভরদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। [illegible] তাঁহাকে যথাযথ বিদ্যা দান করিয়া, গুরুদক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া, কঠকে তাঁহার ভগ্নী রেবতীর পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। কঠ তাহাতেই সম্মত হইয়া যথাবিধি রেবতীকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর কঠ শিববরে রেবতীকে স্বরূপা করিবার জন্য দেব শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যার ফলে রেবতী অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। অনন্তর রেবতীর অভিষেকোদক গঙ্গা সলিলে মিশ্রিত হইয়া, রেবতী নামে এক নদী হইল। অভিষেকান্তে রেবতী নিজ পুণ্য-রূপত্ব সিদ্ধির জন্য পুনরায় অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সেই অভিষেক জলে বিদর্ভা নামে এক নদীর সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মপু-১২১। (৯) কলির অন্যতম পুত্র বিধমের পত্নী রেবতী। সন্ধ্যাদ্বয়ে বিচরণশীল, মহাবল, নৈঋ‍ত নামে খ্যাত রাক্ষসগণ, এই রেবতীর গর্ভে জন্মে। বায়ু-৮৪। নাক দেখ। (১০) মিত্রের পত্নীর নাম রেবতী। ভাগ-৬স্ক-১৮। মিত্র (৪) দেখ। (১১) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। (১২) বলদেবের ভার্য্যা রেবতী উত্তম কৃতযুগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলদেব অপেক্ষা তিন যুগ পরিমাণ জ্যেষ্ঠা ছিলেন। গর্গ-ভূমি-১০৩। (১৩) শাকুনি নামক

ব্রাহ্মণের পত্নী রেবতী। শাকুনি দেখ। (১৪) রৈবতক গিরির কন্যা রেবতী। প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি রেবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করেন। প্রমুচ যজ্ঞ-বহ্নি সকাশে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইবে। বহ্নি বলেন যে, বিক্রমশীলের পুত্র রাজা দুর্দ্দমের সহিত রেবতীর বিবাহ হইবে। কালক্রমে দুর্দ্দম নৃপতি মৃগয়া ব্যপদেশে প্রমুচের আশ্রমে উপনীত হইলে, রাজর্ষি প্রমুচ তাঁহার সহিত রেবতীর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কন্যা রেবতী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, রেবতী নক্ষত্র ভিন্ন অপর নক্ষত্রে তিনি বিবাহ করিবেন না। তাঁহার পালক পিতা প্রমুচ কোনও ক্রমে রেবতীর মত পরিবর্ত্তন করাইতে না পারিয়া, অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য, ঋক্ষকে গগনে স্থাপিত করিয়া রেবতীর বিবাহ দিলেন। রেবতীর গর্ভে রৈবত নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৭৫। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। (১৫) শেষনাগের পত্নীর নাম ছিল রেবতী। তিনি ভট্টিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর অভিশাপে মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৬। (১৬) রেবা শব্দের অর্থ নর্মদা নদী বা দেবী এবং অতি পদের অর্থ বিঘ্নের নাশ। দেবী দুর্গা অখিল বিঘ্ন দূর করেন বলিয়া তাঁহার নাম রেবতী। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৭) ঋগ্বেদের অন্যতমা দেবী। সায়নাচার্য্যের মতে স্বর্গের পথের মঙ্গলদায়িনী এক দেবী। ঋক্-৫।৫১।১৪।

রেবতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

রেবন্ত—(১) সূর্য্যের ঔরসে অশ্বীরূপধারী সংজ্ঞার গর্ভে চর্ম্ম, বর্ম্ম ও খড়্গধারী, শর-তূণীরাদি সমন্বিত অশ্বারূঢ় এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রেবন্ত। মার্ক-৭৮, ১০৮। স্কন্দ-আব-চতু-৫৬। শিব-ধর্ম্ম-১১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (২) রৈবত-রাজ তনয়া রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। অগ্নি-২৭৩। (৩) প্রভাসক্ষেত্রে নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত অশ্বারোহী রেবন্তক দেবকে দর্শন করিলে, মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। রবিবার সপ্তমী তিথিতে যে নর ইহার পূজা করে, তাহার বংশে কেহই আর দরিদ্র হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬০।

রেবন্তেশ্বর—রবিপুত্র রেবন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াই অশ্বারোহণ করিয়া এই ত্রিলোক জয় করেন। তাঁহার শরীরস্থ অগ্নিধারা ত্রিভুবন দগ্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে শঙ্করের শরণাগত হইলেন। তখন শিব রেবন্তকে

আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নানারূপ স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাকালবনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। সেই মহাকালবনস্থিত শিবলিঙ্গ তদবধি রেবন্তেশ্বর নামে পূজিত হইতে লাগিলেন। শিবের বরে রেবন্ত গুহ্যক-দিগের অধিপতি হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫৬।

রেবা—(১) নদীবিশেষ। তিনি রুদ্রের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর নর্ম্মদা। পুণ্যলক্ষণা রেবানদী কদাপি মৃত হন না। রেবা (নর্ম্মদা), যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীগণ অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯, ২০, ২২। (২) কোনও সময়ে রেবা শিবতুল্য পুত্র-লাভের আশায় শঙ্করের আরাধনা করেন। শিব অনেক চিন্তার পর রেবার পুত্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বরা-১৪৪। শিব দেখ। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে রেবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ সাগরবেণীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। বৈতালী দেখ।

রেভ—মহর্ষি রেভকে অসুরেরা সায়ংকালে দড়িদ্বারা-বন্ধন করিয়া কূপে নিক্ষেপ করেন। নয়দিন দশরাত্র রেভ ঋষি কূপে থাকিয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন। দশমদিন প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১২।৫; ১।১১৬।২৪ ঋক্ দেখ।

রেমক—অজপার্শ্ব দেখ।

রৈক—মহর্ষি রৈক রাজা জানশ্রুতির কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া জান-শ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ছান্দো-৪র্থ-অ, ২য় খ।

রৈব—আনর্ত্তদেশাধিপতির তনয়। ব্রহ্মপু-৭। হরি-হরি-১০। রেব ও রেবত দেখ।

রৈবত—(১) রেবত রাজারই নামান্তর। রেবত দেখ। (২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৩) রৈবত-রাজার কন্যা রাজ্ঞী সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। রেবত ও সূর্য্য দেখ। (৪) ত্বষ্টার (বিশ্বকর্ম্মার) অন্যতম পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। অজৈকপাৎ ও বিরূপাক্ষ দেখ। (৫) বস্তিদেব দেখ।

রৈবতক—(১) গৌতম মুনির পুত্র মেধাবী, অপান্তর মুনিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া তাঁহার শাপে শৈলরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐরূপে শ্রীপর্ব্বতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈলীভূত মেধাবী নারদের মুখে দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তথায় যাইতে ইচ্ছুক হন এবং নারদের দ্বারা রৈবত রাজাকে, তাঁহাকে দ্বার-কায় লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। নারদ রৈবত রাজাকে

শ্রীশৈলতনয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আবার শ্রীশৈলকে বলিলেন—"রেবত রাজা আপনার পুত্রকে হরণ করিতে আসিতেছেন।" শ্রীশৈল তাঁহা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও দুঃখিত হইলেন। যাহাতে রেবতরাজ তাঁহার পুত্রকে (অর্থাৎ শৈলীভূত মেধাবীকে) হরণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি সুমেরু ও হিমালয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রেবতরাজা তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া শ্রীশৈলের তনয়কে স্বীয় রাজ্যে আনিয়া স্থাপন করিলেন। তদবধি সেই পর্ব্বত দ্বারকায় অবস্থিত হইল এবং রেবতরাজার দ্বারা তথায় নীত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল রৈবতক। গর্গ-দ্বার-১৪। (২) ঋতবাক্ মুনির শাপে কুমুদপর্ব্বতের উপর রেবতী নক্ষত্রের পতন হয়। তজ্জন্য কুমুদপর্ব্বতের নাম হয় রৈবতক। রৈবতকগিরির কন্যা রেবতী। তাঁহার সহিত রাজা বিক্রমশীলের পুত্র দুর্দ্দমের বিবাহ হয়। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। মার্ক-৭৫; রৈবত-মনু (১৪) দেখ। (৩) আনর্ত্তাধিপতি রেবত নরপতির পুত্র। গরুড়-পূ-১৪২। রেবত দেখ। (৪) রেবতরাজারই নামান্তর রৈবতক। (৫) কোনও সময়ে নাগরাজ তক্ষক, ব্রাহ্মণের অভিশাপে সৌরাষ্ট্র দেশে রৈবতক নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল রেবতী। স্কন্দ-নাগ-১১৬।

রৈবত মনু—(১) চতুর্দ্দশজন মনুর অন্যতম। তিনি অতীত মনুদিগের মধ্যে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন (মনু দেখ)। এই রৈবত মনুর সময়ে বেদবাহু, যদুধ্র, মুনি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমসুত ঊর্দ্ধবাহু ও আত্রেয় সত্যনেত্র, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মনুর অধিকারকালে অভূতরজঃ-স্বভাব অভূতরজ নামক দেব-গণ ছিলেন। তদ্ভিন্ন পারিপ্লব ও রৈভ্য নামে আরও দুইটি দেব-গণ ছিল। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি। হরি-হরি-৭। (২) রৈবত মনুর অধিকারকালে বিভু ইন্দ্র হয়েন। তৎকালে অমিতাভ, ভূতরজঃ, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে দেবগণ ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্য-রোমা, দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি। সত্যক, বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য, প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। সৌর-৩৩। (৩) বেদবাহু, জয়, পর্জ্জন্য, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু ও সোমপা, ইহাঁরা রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—

দ্যুতিমান্, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্মোহ, সত্যবান্ ও কৃতি। ঐ কালে দেবগণের নাম ছিল প্রভূতরজ, পারিপ্লব, রৈভ্য প্রভৃতি। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৪) রৈবতমনু রাজা প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ছিলেন। দেবীভা-৮স্ক-৪। বিষ্ণু ৩স্ক-১। (৫) রৈবত প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি মনু হইয়া কালিন্দীতীরে যাইয়া বাক্‌শক্তিপ্রদ কামবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন এবং তৎফলে অনুত্তম স্বর্গরাজ্য লাভ কবেন। দেবীভা-১০স্ক-৮। (৬) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি। সৌর-৩৩। (৭) রৈবত মনুর অধিকারকালে অমিতাভ নামে দেব-গণ ছিলেন। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল ঋভু। বৃহন্না-৩৭। (৮) রৈবত মন্বন্তরে অমিতাভ, ভূতরজ, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা নামে চারিটি দেবগণ ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকটি গণে চতুর্দ্দশজন করিয়া দেবতা ছিলেন। অমিতাভ (অমৃতাভ) দেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—স্বপ্ন, বিপ্র, অগ্নিভাগ, প্রত্যোতিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি বাবিরাব, দ্যুতিমোদ, স্রবা, প্রবিরাশী, বাদ, প্রাশ, প্রভৃতি। ভূতরজগণের অন্তর্ভূত দেবতাদের নাম—মতি, সুমতি, ঋত, সত্য, আবৃতি, বিবৃতি, মদ, বিনয় নেতা, জিষ্ণু, সহ দ্যুতিমান, শ্রবণ, প্রভৃতি। বিকুণ্ঠাগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—বৃষভেত্তা দেখ। সুমেধাগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম—অশ্বমেধা দেখ। রৈবতমন্বন্তরের ঋষিদের নাম—দেবশ্রী, বেদবাহু, যজুঃ, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু, পর্জ্জন্য ও সত্যনেত্র। এই মন্বন্তরে মহাপুরাণ-সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গপরহা, শুচী, বার্লবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুভৃঙ্গ এবং দৃঢ়ব্রত, ইঁহারা চরিষ্ণু রৈবত প্রজাপতির পুত্র হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২। (৯) পঞ্চম মনু রৈবতের অধিকারকালে ভূতরজা নামে দেবগণ ছিলেন। তৎকালের সপ্তর্ষিদের নাম—দেববাহু, সুবাহু পর্জ্জন্য, সময়, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। রৈবতমনুর পুত্রদের নাম—অবশ, তত্ত্বদর্শী, বীতিমান্, হব্যপ, কপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত্ব, নির্ম্মোহ এবং প্রকাশক। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১০) রৈবতমনু তামসমনুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। অর্জ্জুন, বলি, বিন্ধ্য প্রভৃতি নামে তাঁহার কয়েকটি পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। ভূতময় নামক দেবগণ ছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, পর্জ্জন্য প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫। বিকুণ্ঠা এবং বৈকুণ্ঠ দেখ। (১১) রৈবতমনুর অনেক পুত্র জন্মে তাঁহাদের নাম—

মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচী, দৃঢ়ব্রত ও কেতুশৃঙ্গ। ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম—বেদশ্রী, বেদবাহু, উর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সত্য ও সুধামা। তৎকালে অভূতরজঃ, সুমেধা, বৈকুণ্ঠ ও অমৃতা নামে চারিটি দেব-গণ ছিল। তাহাদের প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মনুর অধিকারকালে বিভু নামে এক মহাবলশালী সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। শান্ত নামক এক দানবের সহিত তাঁহার বিশেষ শত্রুতা ছিল। বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। গরু-পু-৮৭। (১২) পঞ্চম মনু রৈবত চারিষ্ণব মনু নামেও বিদিত ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে অমৃতাভ, অভূতরজা, বিকুণ্ঠা ও সুমেধা নামে চারিটি দেব-গণ ছিলেন। ঐ প্রত্যেকটি গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ সকল দেবতাদের মধ্যে সত্রবিপ্র, অগ্নিভাস, প্রত্যোভিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি, বাবিরাব, ব্যাচিনোদ, শ্রবাঃ, প্রবীরাশী, বাদ ও প্রাশ, ইহাঁরা অমৃতাভগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। মতি, সুমতি, ঋত, সত্য আরতি, বিরতি, মদ, বিনয়, জেতা, জিষ্ণু, সহ, দ্যুতি, মান ও শ্রবস ইহাঁরা অভূতরজগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচী, দান্ত, যশোদম, নাথ, বিদ্বান্, অজেয়, কৃশ, গৌর ও ধ্রুব, ইহাঁরা বৈকুণ্ঠগণের অন্তর্গত। সুমেধা-গণান্তর্গত দেবগণের নাম—মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, পৃশ্নিমেধাঃ, অল্পমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্ব্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান ও মেধহর্ত্তা। (এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে যদিও প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করিয়া দেবতা ছিলেন, তথাপি শেষ তালিকাটি ছাড়া আর কোনও তালিকায়ই চৌদ্দটি নাম নাই। বায়ু পুরাণের তালিকাগুলির সহিত এই তালিকাগুলি তুলনীয়)। এই মনুর অধিকারকালে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। পুলস্ত্য-তনয় দেববাহু, কাশ্যপ যজুঃ, আঙ্গিরস হিরণ্যরোমাঃ, ভার্গব বেদশ্রী, বশিষ্ঠাত্মজ উর্দ্ধবাহু, পৌলহ পর্জ্জন্য এবং অত্রিবংশজ সত্যনেত্র, ইহাঁরা রৈবত মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন। মহাপুরাণ, সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচী, বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত, ইহাঁরা চারিষ্ণব (রৈবত) মনুর পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। (১৩) রৈবত-মন্বন্তরে অমিত, ভূতি ও বৈকুণ্ঠ নামে দেবতাদের গণ ছিল। ঐ মনুর অধিকারকালে সপ্তর্ষিদের নাম ছিল—হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, উর্দ্ধবাহু, দেববাহু, সুবাহু, সুপর্জ্জন্য ও মহামুনি। কূর্ম-

পু-৫০। (১৪) ঋতবাক্ নামক এক মুনি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের শেষ-ভাগে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের জন্মাবধি ঋতবাক্ মুনি ও তাঁহার পত্নী নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন ঐ পুত্রও বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইল। ঋতবাক্ তজ্জন্য অতিশয় মনের কষ্টে দিন যাপন করিতেন। এক দিন তিনি গর্গ মুনিকে সমুদয় নিবেদন করিয়া, কাহার দোষে তাঁহাকে এই-রূপ শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হইতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গর্গ মুনি বলিলেন যে, ঐ পুত্র রেবতী নক্ষত্রের অন্তভাগে জন্মিয়াছিল, তজ্জন্যই তাঁহাদের নানা-বিধ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তখন ঋতবাক্ মুনি রেবতীকে শাপ দিলেন এবং সেই শাপে রেবতী নক্ষত্র আকাশ হইতে কুমুদপর্ব্বতে পতিত হইল। তদবধি কুমুদপর্ব্বতের নাম রৈবতক হইয়াছে। সেই নক্ষত্রের কান্তি হইতে এক পদ্মসমাকুল সরোবরের সৃষ্টি হইল এবং সেই সরোবর হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা উদ্ভূতা হইলেন। মুনি ঋতবাক্ সেই কন্যার নাম রাখিলেন রেবতী। প্রিয়-ব্রত বংশীয় বিক্রমশীল রাজার পুত্র দুর্গমের সহিত রেবতীর বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে রৈবত নামে যে পুত্র জন্মে তিনিই রৈবতমনু নামে খ্যাত হয়েন। ঐ মনুর অধিকার কালে সুমেধা, ভূপতি, বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভ নামে দেবতাদের চারিটি গণ ছিল। ঐ দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রের নাম ছিল বিভু। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও বশিষ্ঠ, ইহারা এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। মার্ক-৭৫। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭। রেবতী দেখ। (১৫) রৈবত মনুর অধিকার কালে বিতথ ইন্দ্র ছিলেন। অগ্নি-১৫০। (১৬) রৈবত মন্বন্তরে উৎপন্ন মরুদ্-গণের বিবরণের জন্য 'রিপুজিৎ' দেখ। (১৭) রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—দেববাহু, যদুধ্র, দেবশিরা, পর্জ্জন্য, হিরণ্যরোমা, ঊর্দ্ধবাহু ও সত্যনেত্র। এই মন্বন্তরে দেবগণ ও প্রকৃতি সকল অভূতরজা নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ মনুর পুত্রদের নাম—ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কৃতি। ব্রহ্মপু-৫। (১৮) রৈবত-মন্বন্তরে দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, ও সপ্তাশ্ব, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। দেবগণ অভূতরজা নামে এবং প্রকৃতিপুঞ্জ শুভরূপে উক্ত হইতেন।

রৈবত মনুর দশপুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তবান্, হব্যপ, কপি, যুক্ত, নিরুৎসুক, সত্য, নির্ম্মোহ ও প্রকাশক। মৎ-৯।

রৈবতেশ্বর—আদি কল্পে বৃষেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। রৈবত নরপতি ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়া জগৎ জয় করেন। তদবধি উহার নাম হয় রৈবতেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯০।

রৈবস—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

রৈভ্য—(১) ভরদ্বাজ তনয় যবক্রীত একবার রৈভ্য ঋষির অন্যতম পুত্র পরাবসুর পুত্রবধূকে স্ত্রীভাবে প্রার্থনা করেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রৈভ্য ঋষি নিজ জটা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। তৎফলে সেই অগ্নি হইতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া রৈভ্যের আদেশে যবক্রীতকে বধ করে। যবক্রীতের পিতা তজ্জন্য রৈভ্যকে অভিশাপ দেন যে, তিনি নিজপুত্র হতে নিহত হইবেন। অনন্তর এক-দিন রৈভ্যমুনি সন্ধ্যাকালে আরণ্যপথে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন পরাবসু মৃগবোধে তাঁহাকে বধ করেন। রৈভ্যঋষি পরে দেবানুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। মহাভা বন-১৩৪-১৩৭। (২) স্কন্দপুরাণে (ব্রহ্ম-সেতু-৩৩) পরাবসু কর্ত্তৃক স্বীয় পিতা রৈভ্যের নিধনের কোনও কারণ দেওয়া হয় নাই। পরাবসু অন্ধকারে মৃগভ্রমে রৈভ্যকে বধ করেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু নামে আরও এক পুত্র ছিল। (৩) রৈভ্য ঋষি পুষ্করে তপস্যা করিতেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৪) কশ্যপবংশীয় ব্রহ্মবিদ্ মন্ত্রবাদীদিগের অন্যতম রৈভ্য। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। (৫) কশ্যপ-বংশীয় বৎসরের (বৎসার) পুত্র রৈভ্য। তাঁহার তনয় শূদ্র। কূর্ম্ম-পূ-৫৯। (৬) কশ্যপবংশীয় বৎসারের পুত্র রৈভ্য রৈভ্যের তনয় রৈভ্যগণ। বায়ু-৬৭। লি-পূ-৬৩। (৭) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। তিনি পূর্ব্ব-দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি ২০৮, অনুশা-১৫০, ১৬৫। অধ্যু-রামা-১৭। পদ্ম-উক্ত-১৩৫। (৮)মহর্ষি রৈভ্য রাজা উপরিচরের যজ্ঞে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৯) ত্রেতাযুগে নারায়ণ-সৃষ্ট ধর্ম্ম লুপ্ত হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম লাভ করেন। অতঃপর প্রজাপতি বীরণ ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাহা নিজ পুত্র রৈভ্যকে প্রদান করেন। রৈভ্য আবার তাহা কুক্ষি নামক

নিজ তনয়কে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৯। (১০) পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে মহর্ষি রৈভ্য নেষ্টা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (১১) বেদসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে রৈভ্য ঋষি প্রয়াগতীর্থে তপস্যা করিয়া বেদসকল পুনঃ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আবচতু-৫৮। (১২) মহর্ষি রৈভ্যের তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র একবার তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য, উর্ব্বশীকে প্রেরণ করেন। রৈভ্য মুনি উর্ব্বশীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শাপ দিয়া কুরূপা করিয়া দেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৭। (১৩) বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে, দমঘোষের ঔরসে রৈভ্য প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১১৬। উপদিশ দেখ। (১৪) সত্য যুগে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হন। রৈভ্য নামক একজন মহামুনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম দশ-সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, পরে সহস্র বৎসর মাত্র জল পান করিয়া, এবং তৎপরে পঞ্চশত বৎসর শৈবাল আহার করিয়া, তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, বিষ্ণু এক আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন দেন। বিষ্ণু আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠান করায় ঐ বৃক্ষ নত হয়। তজ্জন্য সেই স্থান কুব্জাম্রক নামে তীর্থ হইয়াছে। বরা-১১৬। (১৫) মহর্ষিরৈভ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

রোচন—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন, বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। বিজয় (১৩) ও (৩৬) এবং বসুদেব ও রোচমান দেখ। (২) যজ্ঞমূর্ত্তির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। ইড়স্পতি ও যজ্ঞ দেখ। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে রোচন নামে ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

রোচনা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) বিদর্ভ রাজ রুক্মীর পৌত্র। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। [illegible]

রোচমান—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় [illegible]র্ত্তের পুত্র-রোচমান। তাঁহার একশত তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম ছিল রেব, রৈবত বা ককুদ্মী। মৎস্য-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) [illegible]

তম। বায়ু-৬৬। মৎ-২০৩। দেবীপু ৪৬। বিশ্বদেবগণ, করজ ও মনুমান দেখ। (৩) উগ্রসেনের অন্যতমা পত্নী অপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। অপদেবী, বসু-দেব ও রোচন দেখ। (৪) বসুদেবের পত্নী উপদেবীর গর্ভে রোচমান জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উপ-দেবী ও বসুদেব দেখ। (৫) সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর বংশে অশ্বগ্রীব নামে যে অসুররাজ ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে রোচমান নামে নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) রোচমান নরপতি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৭) ভীম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে অশ্বমেধেশ্বর রোচমান নরপতিকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৮। (৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় শর্য্যাতির পুত্র রোচমান। তাঁহার তনয় রেব। রেবের আত্মজ রৈবত। লি-পূ-৬৩।

রোচমানা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

রোচি—অষ্টবসুর অন্যতম বিভা-বসুর পত্নী উষার গর্ভে রোচি জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। বিভাবসু ও আতপ দেখ।

রোচিষ্মৎ—স্বারোচিষমনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। স্বারোচিষ মনু দেখ।

রোণ্ডিসিণ্ডি—দ্বিরদপাবন দেখ।

রোদন—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

রোদসী—মরুৎগণের স্ত্রী। ঋক্-১। ১৬৭।৫। আবার অন্যত্র (ঋক্-৫।৫৬। ৮ টীকা) সায়নাচার্য্য রোদসীকে রুদ্রের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রুদ্ অর্থ ক্রন্দন করা। বজ্রের ন্যায় শব্দ করে, সেই জন্য মরুৎগণের (বায়ু বা ঝড়ের) পত্নীর নাম রোদসী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রোধক—পর্য্যুসিত দেখ। (স্কন্দ-পুরাণে রোহক)।

রোমকণ্টক—জালন্ধর দৈত্যের অনুচর একজন দানব। পদ্ম-উত্ত-১২, ১৭।

রোমক—একজন সংশিতব্রত ঋষি। একবার ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্র কোনও ঔষধে ফল লাভ না করিয়া, রোমক ঋষির নিকট উপদেশ চাহেন। রোমক তাঁহাকে আরোগ্য-কামনায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে বলেন। স্কন্দ-নাগ-৬৩।

রোমজ—দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিবার জন্য মহাদেবের প্রধান গণ বীরভদ্র, রোমজ নামে বিখ্যাত নিজের সাহায্যকারী অপর সহস্র সহস্র রুদ্রের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সস্ত্রীক বৃষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৫।

রোমপাদ (লোমপাদ)—(১) তিনি অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে রোমপাদ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে বিভাণ্ডক-ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বপুরে আনয়ন করাইয়া, তাঁহার সহিত নিজকন্যা শান্তার বিবাহ দেন ও তাঁহার দ্বারা এক যজ্ঞ করান। ঐ যজ্ঞের ফলে তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর হয়। রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করিবার জন্য প্রথমে তাঁহার মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখীন হইতে সাহস না পাওয়ায়, তাঁহাদেরই পরামর্শে পরমা সুন্দরী বারনারীগণকে প্রেরণ করেন। রামা-আদি-৯, ১০। শিব-ধর্ম্ম-১২। লোমপাদ দেখ। (২) জ্যামঘবংশীয় বিদর্ভের অন্যতম পুত্র। রোমপাদের তনয় বভ্রু। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরুড়-পূ-১৪৩ বিষ্ণু-৪র্থ-১২। লিং-পূ-৬৮। (৩) যদুবংশীয় চিত্ররথের নামান্তর রোমপাদ। চিত্ররথ দেখ। লোমপাদ ও শান্তা দেখ।

রোমশ—(১) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষস। হনুমান লঙ্কাদহন কালে তাহার গৃহদগ্ধ করেন। রামা-সুন্দ-৫৪। (২)জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভাগ-৬স্ক-১৫। (৩) জনৈকবিদ্যাধর-রাজ। তিনি বেণুমান শৈলে বাস করিতেন। বরা-৮১। (৪) দেব-লোকবাসী মহর্ষি আস্তীক রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-বেঙ্ক-কার্ত্তি-৮। আস্তীক দেখ।

রোমহর্ষণ—(১) নামান্তর লোমহর্ষণ। তিনি ব্যাসদেবের এক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। পরিশেষে তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্য শিষ্য করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। ভাগ-১স্ক-৪। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৬। (২) রোমহর্ষণ ব্যাসদেবের নিকট সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গুরুর আদেশে তাহা অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি প্রধানতঃ নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের নিকট পুরাণাদি কীর্ত্তন করেন। গুরু-ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই তাঁহার নাম হয় রোমহর্ষণ। কূর্ম্ম-পূ-১। ব্রহ্মপু ১।

স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১। পদ্ম-স্বর্গ-১। (৩) মহাবুদ্ধি ব্যাস-শিষ্য সূত দৃষদ্বতী নদীতীরস্থ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সমাগত ঋষিগণের নিকট পুরাণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল। তদবধি তাঁহার নাম হয় রোমহর্ষণ। বায়ু-১। (৪) বলরাম একবার তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলরামকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিলেন না, অথবা কোনরূপ সম্মান প্রদর্শনও করিলেন না। অপবন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের আসন সমূহেব অপেক্ষা উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। তাহা দেখিয়া বলবাম ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থিত কুশের দ্বাবা আঘাত করিয়া, রোমহর্ষণকে বধ করিলেন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, বলদেবকে নানারূপে অনুযোগ করিতে লাগি-লেন। তখন বলদেব বলিলেন, "রোমহর্ষণ তনয় উগ্রশ্রবাও পিতার ন্যায় পুরাণ-পাঠক হইয়া ঋষিদিগের আনন্দ বিধান করিবেন। ভাগ-১০-স্ক-৭৮। (৫) ভার্গব পরশুরাম, উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, চ্যবন ন্যাচিকেত, উগ্রশ্রবাঃ, রোমহর্ষণ, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ) দেখ।

রোমহর্ষণি—রোমহর্ষণ দেখ। বরা-১১২।

রোষ—দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের অন্যতম। সাধ্যদেবগণ দেখ।

রোহক—পর্য্যসিত দেখ।

রোহিণ—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

রোহিত—(১) স্বনামখ্যাত রাজা হবিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। তিনি রোহিতপুব নামক এক নগরী নির্ম্মাণ কবেন। পবে সংসারে বীতরাগ হইয়া সেই নগবী তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে দান কবেন। রোহিতেব পুত্র হরিত। কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাগ-৯স্ক-৭, ৮। সৌর-৩০। হবি হবি-১৩। বায়ু ৮৮। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। লি-পূ-৬৬। (২) রোহিতের পুত্র বৃক। পদ্ম-উত্ত-২০। মৎ-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (৩) রোহিতের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—হরিত, চঞ্চু ও হারিত। ব্রহ্মপু-৮। হরি-শ্চন্দ্র দেখ। (৪) সত্যভামার গর্ভ-জাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতাত্মজ বপুষ্মানের

অন্যতম তনয়। তিনি নিজ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মান ও বৈদ্যুত দেখ। (৬) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অধিকার কালে দেবতাদের অন্যতম গণ ছিল রোহিত। (মতান্তরে লোহিত)। রুদ্রসাবর্ণি দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। মৎ-৪৭। (৮) চতুর্থ (ভবিষ্যৎ) মনু রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণির অধিকার কালে রোহিত নামে দেবতাদের একটি গণ ছিল। বায়ু-১০০। মনু দেখ। (৯) অগ্নিদেবের অশ্বের নাম রোহিত। ঋক্-৪।২।৩।

রোহিতপ্রজাপতি—প্রথম (ভবিষ্যৎ) মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মনুর নামান্তর। মেরুসাবর্ণি দেখ। বায়ু-১০০।

রোহিতাশ্ব—(১) হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিতেরই নামান্তর। রোহিতাশ্বের তনয় বৃক। অগ্নি-২৭৩। (২) রোহিতাশ্বের তনয় হরিত। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৩) বোহিতাশ্বেব তনয় রহিত। তাঁহার পুত্র রোহিত। গরু-পূ-১৪২। (৪) রোহিতাশ্ব একবার মার্কণ্ডেয় মুনিকে, মানবগণ অজ্ঞান বা জ্ঞান বশতঃ যে পাপ করে, তৎসমুদয় বিনষ্ট হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় মুনিকে, সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিঘ্ন সমুদয়ের নাশ কি প্রকারে করা যায়, তৎসম্বন্ধেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। স্কন্দ-নাগ-১৬২, ২১৪। (৫) বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর সারণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সারণ দেখ।

রোহিণী—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধবশার গর্ভে সুরভী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ঐ সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণী গো-দিগকে প্রসব করেন। রামা-আর-১৪। মহাভা-আদি-৬৬। (২) অষ্টরুদ্রের অন্যতম মহাদেবের পত্নীর নাম রোহিণী। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫২। রুদ্র দেখ। (৩) মহান নামক রুদ্রের তনু চন্দ্রমা, তাঁহার পত্নী রোহিণী। ব্রহ্মা-২৮। বায়ু ২৭। (৪) কোশল দেশীয় দেবদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (৫) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। প্রজাপতি কশ্যপ যদুকুলে বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলে, অদিতি দ্বিধা হইয়া রোহিণী ও দেবকী-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রোহিণীর গর্ভে বলরাম এবং দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৫০, ৫৪। দেবীভা-৪স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩। বিষ্ণু-৫ম-১, ২, ৫, ৬। সৌর-৩১। অগ্নি-১২। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) রোহিণীর গর্ভে বলরাম ভিন্ন তাঁয়ও কতিপয় সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। মৎ-

৪৭। ব্রহ্মপু-১৪। পিণ্ডারক দেখ (৭) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, সারণ ও দুর্গম নামে তিন পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৫। (৮) কশ্যপ হইতে সুরভীর গর্ভে রোহিণী ও গান্ধারী নামক দুই কন্যা জন্মে। রোহিণীর গর্ভে সুরূপা, হংসকালা,, কামদুঘা ও ভদ্রা নামে চারি কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৬। (৯) শুনঃশেফ নামক মুনির ঔরসে কশ্যপ দুহিতা রোহিণীর গর্ভে, কামধেনু নামক গাভী উৎপন্ন হয়। কালি-৯০। (১০) শ্রীকৃষ্ণেরও এক পত্নীর নাম ছিল রোহিণী। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীব গর্ভে বলরাম, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, শারণ, নিশঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও কুশীদক নামে আট পুত্র এবং চিত্রা নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (১৩) রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের বলরাম, শারণ, দুর্দ্ধর, দমন, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে কতি-পয় পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৪) দক্ষের সাতাইশ জন কন্যার অন্যতমা। এই সাতাইশ জন কন্যাই চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র ঐ সকল পত্নীদের মধ্যে .... প্রতিই অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। অন্যান্য পত্নীরা তজ্জন্য দক্ষের নিকট অনুযোগ করেন। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে শাপ দেন এবং তৎফলে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৬৩। শিব-জ্ঞান-৪৫ শিব-ধর্ম্ম-১১। দেবীভা-৯স্ক-১। কালিকা ২০। বাম-২। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৪) রোহিণীর গর্ভে বর্চ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৮। বর্চ্চা দেখ। (১৫) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট যে অসি প্রাপ্ত হন, বোহিণী তাহার উৎপত্তি স্থান। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (১৬) যশোদার এক পাচিকাব নাম ছিল রোহিণী। পদ্ম-পাতা-৫২।

রৌহিণেয়—বোহিণীব গর্ভজাত বলরামেবই নামান্তব।

রৌচ্য (মনু)—(১) রুচি প্রজাপতিব পুত্র। তিনিও একজন মনু হইয়া-ছিলেন। ইনি মনুদিগেব মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ মনু ছিলেন। রুচি ও মনু দেখ। (২) রৌচ্যমনুর অধিকাবকালে সপ্তর্ষিদের নাম—(ক) আঙ্গিরস ধৃতিমান, পৌলস্ত্য পথ্যবান্, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসক, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্ম্মোহ, এবং বাশিষ্ঠ স্বরূপ। বায়ু-১০০। (খ) নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎ-

সুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা। বিষ্ণু-৩য়-২। (গ) ধৃতিমান্, হব্যবান্, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসব, নিষ্প্রপঞ্চ, নির্মোহ ও সুতপা। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (ঘ) ধৃতিমান্, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও সুতপা। গরু-পু-৮৭। (৩) রৌচ্য মনুর পুত্রদের নাম—(ক) চিত্রসেন, বিচিত্র, তপোধর্ম্ম, ধৃত, ভব, আনক, ক্ষত্রবৃদ্ধ, সুরস, নির্ভয় ও পৃথ। (আনক ও ক্ষত্রবৃদ্ধ দেখ)। বায়ু-১০০। (খ) চিত্রসেন, তপোধর্ম্মরত, সুমিত্র, ক্ষেত্রবৃত্তি, বিচিত্র, ধৃতি, সুনয়, ধর্ম্মপ ও দৃঢ়। গরু-পু-৮৭। (৪) রৌচ্য মনুর অধিকারকালে সুত্রামা, সুকর্ম্মা ও সুধর্ম্ম নামে, দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। ঐ প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা ছিলেন। ঐ মন্বন্তরে দিবস্পতি ইন্দ্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। বায়ু-১০০। (৫) রৌচ্য মন্বন্তরে ধৃতিমান্, হব্যপ, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নিষ্প্রকম্প, নির্মোহ ও বশিষ্ঠ তনয় সুতপা, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ মনুর পুত্রদের নাম—চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ়। হরি-হরি-৭। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচি প্রজাপতির এক মানস পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার অংশে রৌচ্যমনুর জন্ম হয়। আবার স্বারোচিষ মন্বন্তর হইলে, তিনিই তুষিত দেবগণের সহিত জন্ম লাভ করেন। কূর্ম্ম-পু-৫০। (৭) রৌচ্য মনুর অধিকারকালে ইন্দ্রের নাম ছিল দিবঃস্বামী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। রুচী ও রুদ্রসাবর্ণি মনুর পুত্রগণের তালিকা দেখ।

রৌদ্র—(১) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২) অন্যতম দানব। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮। দেবীপু-১৪। (৩) বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-আব-আব-৬৩।

রৌদ্রকর্ম্মা—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭

রৌদ্রগণ—মহাদেবের গণদিগের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩১।

রৌদ্রমহালয়—কলুলা দেখ। বাম-৫৭।

রৌদ্রমুখী—দেবীদুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

রৌদ্রা—(১) দেবীদুর্গার অনুচরী অপরা এক দেবী। দেবীপু-৫০। (২) ত্রিগুণময়ী দেবী বেদমাতা দুর্গা জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রা ও ঋজু, এই তিন নামে পূজিতা হন। দেবীপু-১০৭। (৩) উলূকাক্ষী দেখ। বাম-৫৭।

রৌদ্রাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় সুবাহুর তনয়। রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র ও দশ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ। (২) পুরুবংশীয় অহম্পাতির

পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার দশ পুত্রের নাম ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ঋতেয়ু দেখ। (৩) যযাতিবংশীয় পুরুরাজের পুত্র রৌদ্রাশ্ব। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু নামে দশজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) পুরুবংশীয় সম্পাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা জন্মে। তাঁহাদের নাম—রজেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও বনেয়ু, এই দশ পুত্র। তদ্ভিন্ন—তলা, খলা, গোপজলা, রুদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শুভা, জামলজা, তাম্রবর্ণা ও রত্নকূটী এই দশ কন্যা। বায়ু-৯৯। (৫) পুরুবংশীয় অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার তনয় ঋতেয়ু। বৃহন্ন-মধ্য ২৯। (৬) পুরুবংশীয় সুবাহুর তনয় রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা জন্মে। তাঁহাদের নাম—দশার্ণেয়ু, কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু, ও বনেয়ু, এই দশপুত্র। কন্যাদের নাম—ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। ব্রহ্মপু-১৩। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ। (৭) পুরুবংশীয় বৎস-জাতীয় তনয় রৌদ্রাশ্ব। তাঁহার কতিপয় পুত্রের নাম, ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, সন্তনেয়ু, জলেয়ু ও স্থণ্ডিলেয়ু। গরু-পূ-১৪৪। (৮) রৌদ্রাশ্ব নামে একজন মুনি পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। অভু-রামা-১৭।

রৌদ্রিকা—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

রৌদ্রী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৩) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। (৪) দেবী দুর্গার এক নাম। ইনি ঘোর রৌদ্র-কর্ম্ম কবেন বলিয়া, ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৬) শিবের অন্যতমা পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ ৩০৯ পৃঃ। শিব ও শক্তি দেখ।

রৌদ্রৈশ্বর্য্য—উত্তব-বেদিক বাসব-অগ্নির অন্যতম তনয়। মৎ-৫১।

রৌপ্যনাভ—যক্ষগণ পৃথিবীকে দোহন করিবার পর, প্রেত ও রক্ষোগণ ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন। তখন বসা ও রুধির লাভ হয়। ঐ দোহন কালে রৌপনাভ দোগ্ধা এবং সুমালী বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বসুধা দেখ।

রৌরব—রৌরব হইতে বেদনার গর্ভে দুঃখ জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-১ম-৭৭ বেদনা ও অধর্ম্ম দেখ।

রৌহিণ—ইন্দ্র বজ্র লইয়া স্বর্গারোহণোদ্যত রৌহিণকে বধ করেন। সায়নাচার্য্য এই রৌহিণের কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-২।১২।১২।

রৌহিত্যায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

রৌহিণ্যায়নি—অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

ল

লক্তা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

লক্ষ—(১) বিশ্বরূপের অন্যতমা কন্যা সিদ্ধি, গণেশের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে লক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বুদ্ধি দেখ। (২) শ্বেতদ্বীপের অধিপতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হন। গর্গ-গো-৩।

লক্ষ্মণা—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।। (২) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮।

লক্ষ্মণ—(১) অযোধ্যাধিপতি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। তিনি জন্মাবধি তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের অতিশয় অনুগত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান ও আহার বিহারাদি করিতেন। বিশ্বামিত্র মুনি যখন রাক্ষসবধের জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে অযোধ্যায় আগমন করেন, তখন তিনিও রামচন্দ্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশে বনগমন করিতে প্রস্তুত হইলে, লক্ষ্মণ প্রথমে স্ত্রৈণ পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া বনগমনে বিরত হইতে রামচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ংও তাঁহার অনুগমন করেন। বনবাসকালে তিনি একাধারে রামচন্দ্রের ভ্রাতা, সুহৃদ, মন্ত্রণাদাতা এবং সকল

বিপদে তাঁহার পরম সহায়স্বরূপ ছিলেন। লঙ্কাসমরে তিনি বিভীষণের সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে বধ করেন। বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের পরমহিতৈষি মন্ত্রণাদাতা স্বরূপে সর্ব্বদাই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া যান। রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসার আদেশে, পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইয়াও, তিনি তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং তৎফলে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সরযূতীরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। (রামায়ণ)। রাম ও সীতা দেখ। (২) লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞাগারে বধ করেন। ঐ অগ্নিশালায় ব্রহ্মহত্যা করায় লক্ষ্মণ ঐকাহিক জ্বরাক্রান্ত হন। অশ্বিনীকুমারদের বংশোৎপন্ন দ্বিবিদ নামক এক ভিষক্ বানর মন্ত্রবলে লক্ষ্মণের জ্বর নিরোগ করেন। তখন লক্ষ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিবিদকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। দ্বিবিদ লক্ষ্মণের হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করেন। পরে দ্বাপরে লক্ষ্মণ বলরামরূপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া দ্বিবিদ বানরত্ব হইতে মুক্ত হন। কল্কি-৩৩। (৩) রাজর্ষি জনকের অন্যতমা কন্যা ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণের পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বায়ু-৮৮। (৪) ঋগ্বেদে এক লক্ষ্মণের উল্লেখ আছে। তাঁহার পুত্র ধন্য। সায়নাচার্য্য এই লক্ষ্মণের কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-১১।৩৩।১০। (৫) রামানুজ লক্ষ্মণের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভাগ-৯স্ক-১১। (৬) লক্ষ্মণের পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। গরু-পূ-১৪২। (৭) কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পুত্রের নামও ছিল লক্ষ্মণ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। মহাভা-স্ত্রী-২০, ২৪, ২৬। আশ্রম-৩২।

লক্ষ্মণা—(১) শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। মৎ-৪৭। অগ্নি-২৭৬। দেবীভা-৪স্ক-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কালিকা-৪০। বৃহদ্ধ-উত্ত-৮। বায়ু-৯৬। (২) যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা দ্বাপরে লক্ষ্মণারূপে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণা পরে কালিন্দী নদীরূপ প্রাপ্ত হন। গর্গ-গোল-৩। (৩) বৃহৎসেন নরপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। গর্গ-দ্বার-৮। (৪) ভাগবত মতে (১০স্ক-৫৮) লক্ষ্মণা মদ্ররাজ কন্যা। (৫) লক্ষ্মণার গর্ভে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও গাত্রবিন্দ নামে তিন পুত্র ও গাত্রবতী

নামে এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৯০। (৬) লক্ষণার গর্ভে উদ্বেগ, প্রবল প্রভৃতি কতিপয় সন্তান জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। উদ্বেগ ও প্রবল দেখ। (৭) লক্ষণার গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। (৮) কুরুপতি দুর্য্যোধনের কন্যার নামও ছিল লক্ষণা। শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করেন। সাম্ব দেখ। (৯) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

লক্ষ্মণেশ্বর—(১) হাটকেশ্বর তীর্থে অবস্থিত লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, নিখিল রামায়ণ শ্রবণ ফল লাভ হয়। স্কন্দ-নাগ-১০২। (২) প্রভাসক্ষেত্রে লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। নৃত্যগীত ও বাদ্যোত্তম সহকারে, যে ব্যক্তি ভক্তি-ভবে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার পরমাগতি লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১২।

লক্ষ্মী—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রমদ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। রামা-সুন্দ-২১। (২) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পঞ্চপত্নীর একতরা লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে কাম উৎপন্ন হন। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১৯৬। (৩) প্রসূতির গর্ভে উৎপন্ন দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা এবং ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতমা। লক্ষ্মীর গর্ভে দর্প জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। শিব-বায়ু-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১ম-৭। হরি-হরি-২১৮। কূর্ম্ম-পূ-৮। গরু-পূ-৫। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৪) সমুদ্রমন্থনে পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী উত্থিতা হন। তাঁহার আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণু-১ম-৯। অগ্নি-৩। পদ্ম-ভূমি-১১৯। মৎ-২৫০। (৫) লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মহাভা-শান্তি-৯০। (৬) দণ্ডের পত্নী নীতির এক নাম লক্ষ্মী। মহাভা-শান্তি-১২১। (৭) লক্ষ্মী সচ্চরিত্রতার অধীন। প্রহ্লাদ (৮২৮ পৃঃ) দেখ। (৮) ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ও লোকানুরাগের একমাত্র আধার। এই নিমিত্ত লক্ষ্মী অভিন্নদেহে নারায়ণের দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী সদয় ভাবে যাহার নিকট বাস করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহাভা-অনুশা-১১। (৯) কোনও সময়ে লক্ষ্মী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণকরিয়া গো সমুদয়ের নিকট উপস্থিত হন। ধেনুগণ লক্ষ্মীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের দেহে বাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ধেনুগণ লক্ষ্মীকে প্রথমে তাঁহাদের দেহে বাস করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে লক্ষ্মীর নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহারা সম্মত হইয়া নিজেদের

মূত্র ও পুরীষে তাঁহার আবাস নির্দ্দেশ করিলেন। মহাভা-অনুশা-৮২। (১০) শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা লক্ষ্মী সমস্ত সম্পত্তি-স্বরূপা ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি অতিশয় মনোহারিণী ও সর্ব্ব-বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। তিনি লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ-শূন্যা। তিনি পতিব্রতাদিগের প্রধানা, ও সকল জীবের জীবনরূপিণী। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহ-লক্ষ্মী। তিনি বণিকদিগের বাণিজ্য-রূপিণী এবং পাপিদিগের কলহ উৎপাদিনী। দেবীভা-৯স্ক-১। (১১) কোনও সময়ে সূর্য্যতনয় রেবন্ত অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাতে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। দেবী কমলা সেই সাগরোদ্ভূতা নিজ ভ্রাতৃতুল্য অশ্বকে দেখিয়া পরম বিস্মিতভাবে অবস্থান করেন। বিষ্ণুও অশ্বারোহী রেবন্তকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, লক্ষ্মীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু লক্ষ্মী তখন মুগ্ধচিত্তে সেই অশ্বকেই নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন বলিয়া, কোনও উত্তর দেন নাই। বিষ্ণু বারংবার জিজ্ঞাসা [illegible] কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া, [illegible] হইলেন এবং লক্ষ্মীকে [illegible] করিয়া বলিলেন, "আমি [illegible] তোমার চিত্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করে, কারণ তুমি অশ্বের রূপ দর্শনে এতই মোহিত হইয়াছিলে যে, আমার জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর দেও নাই। অতএব অদ্যাবধি তুমি রমা নামে পরিচিতা হইবে এবং চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তুমি চঞ্চলা নামেও পরিচিতা হইবে। আমার নিকটে থাকিয়াও তুমি যখন অশ্ব দর্শনে মোহিতা হইয়াছ, তখন তুমি ভূতলে অশ্বিনী-রূপে জন্ম লাভ করিবে।" লক্ষ্মী-দেবী বিষ্ণুর এই অভিশাপে অতি-শয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং কিরূপে শাপমুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইতে পারিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন যে, ভূতলে লক্ষ্মী বিষ্ণু-তুল্য এক পুত্র লাভ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন করিতে পারিবেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবী অশ্বিনীরূপ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি সুদীর্ঘকাল মহাদেবের তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর দিতে আগমন করেন। লক্ষ্মী মহাদেবকে তাঁহার শাপ বিবরণ বর্ণনা করিয়া, যাহাতে বিষ্ণুর ঔরসেই তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর মহাদেবের পরামর্শে বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মীর সহিত মিলিত

হইলেন। ঐ হয়গ্রীব-মূর্ত্তিধারী বিষ্ণুর ঔরসে অশ্বিনীরূপী লক্ষ্মীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানের জন্ম হইলে তিনিও পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিষ্ণু সহ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীভা-৬স্ক-১৯। হবি-বর্ম্মা দেখ। (১২) খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ঔরসে নারায়ণ-প্রিয়া লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌ-২৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪। কূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫। (১৩) একবার লক্ষ্মীদেবী শত শত পরিচারিকা পরিবৃতা হইয়া কৌশিক নামক এক হরিভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করেন। ব্রহ্মা'দি দেবগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দেবগণকে সেই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। দেবগণ লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিনাবাক্যব্যয়ে দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ দেবসমাজের মধ্যে নারদও ছিলেন। তিনি ঐ ভাবে অপমানিত হইয়া অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং লক্ষ্মীর জ্ঞাতসারেই যে পরিচারিকাগণ দেবগণের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লক্ষ্মীকে ও তাঁহার সমুদয় পরিচারিকাগণকে রাক্ষস-যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া শাপ দেন। লক্ষ্মীদেবী এই শাপ প্রদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নারদের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, যে রাক্ষসী আপন ইচ্ছায় অরণ্য-বাসী মুনিগণের অল্প অল্প শোণিত দ্বারা কলস পূর্ণ করিবে, সেই শোণি-তেই উৎপন্ন হইয়া তিনি যেন সেই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। নারদ তাহাতেই সম্মত হইলেন। অদ্ভু-রামা-৬। (১৪) একবার লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণের পরামর্শে গৌতমী গঙ্গা মধ্যস্থা মনো-নীতা হন। তিনি লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপু-১৩৭। (১৫) লক্ষ্মী প্রকৃতি দেবীরই অংশভূতা অন্যতমা শক্তি। তিনি বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বগুণাশ্রিতা। শিব-জ্ঞান-৩, ৬। (১৬) পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার অধি-ষ্ঠাত্রীর নাম লক্ষ্মী। মার্ক-৬৮। (১৭) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে সুনৃতা নামে এক কন্যা জন্মে। তিনি উত্তানপাদের পত্নী ও ধ্রুবের জননী ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। (১৮) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (১৯) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে বল নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (২০) বর্ব্বরী দেখ। (২১) দেবী দুর্গার এক নাম। তাঁহার কৃপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি

ও সৌন্দর্য্য লাভ করে বলিয়া, তাঁহার ঐ নাম। দেবীপু-১৩, ৩৭, ৯২৭। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ। যথা দেখ। (২২) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুটা যন্ত্রের ষট্ কোণে লক্ষ্মী, গৌরী, রতি প্রভৃতি দেবীর অবস্থান। ঐ লক্ষ্মীদেবী হেম-বর্ণা ও ক্ষীণাঙ্গী। তিনি বর মুদ্রা, অভয় মুদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তন্ত্র-১৭৭ পৃঃ। (২৩) তন্ত্রোক্ত পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ ও ৩০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২৪) তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীর অন্যতমা পীঠ শক্তি। তন্ত্র-৫১৩ পৃঃ। সরস্বতী দেখ। (২৫) যে ব্যক্তি লক্ষ্মীপূজা করিয়া ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, উচ্চৈঃ, শ্রী ও পদ্ম-ধারিণী, এই দ্বাদশ নাম পাঠ করে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থিরা হইয়া বাস করেন। তন্ত্রঃ-৭৪৩ পৃঃ। (২৫) ভৃগুমুনির খ্যাতি নাম্নী পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মীদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরনারায়ণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য, সাগর-সীমায় গমনপূর্ব্বক, উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সহস্র বৎসর তপস্যায় অতিবাহিত হইবার পর, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর রূপ ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। দেবগণ তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু সেই সংবাদ পাইয়া রমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যদি প্রকৃতই নারায়ণ হন, তবে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া আমার বিশ্বাস উৎপাদন করুন"। বিষ্ণু তাহাই করিয়া লক্ষ্মীর সংশয় ভঞ্জন করিলেন। অতঃপর দেব নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য্যই সকল ধর্ম্মের মূল ও সর্ব্বোত্তম তপস্যা। যেহেতু তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এখানে তপস্যা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি মূল শ্রীপতি নামে এইস্থানে অধিষ্ঠান করিব। আর তুমিও ব্রহ্ম-চর্য্য স্বরূপিনী ব্রাহ্মী মূলশ্রী নামে বিদিতা হইবে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪

লক্ষ্মীনিধি—জনকের তনয়। তিনি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশু-পতাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নাগপাশ, মায়ূরাস্ত্র, নাকুলাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারু-ণাস্ত্র, বস্ত্রাস্ত্র, পার্ব্বত, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া ছিলেন। শত্রুঘ্ন যখন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন তিনি শত্রুঘ্নের অনুগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কোমলা।

পদ্ম-পাতা-৫, ১৩-২০, ৩৬, ৩৭।

লক্ষ্মীনৃসিংহ—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। ঐ লক্ষ্মীনৃসিংহ শিবলিঙ্গ মানবগণের মোক্ষলক্ষ্মী-প্রদায়ক। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উ-৬১।

লক্ষ্মীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। দেবী শঙ্করী দৈত্যদিগকে বধ করিয়া ঐ স্থানে লক্ষ্মী দেবীকে স্থাপন করেন। শ্রীপঞ্চমী দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মন্বন্তর কালাবধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হইতে হয় না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৪।

লঘু—(১) যদুব পুত্র সহস্রজিতের অন্যতম তনয় লঘু। সহস্রজিৎ দেখ। (২) যদুর অন্যতম পুত্র। যদু দেখ।

লঘ্বী—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬ বৌষড়ি দেখ।

লজ্জা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর একতমা। লজ্জার গর্ভে বিনয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। ব্রহ্মা-১০। লি-পূ-৫। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (২) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ জন স্বরশক্তির অন্যতমা। তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

লতা—(১) মেরুর নয় কন্যার অন্যতমা। অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র রম্যক তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (২) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-সভা-১০,আদি-২১৫-২১৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১। বর্গা দেখ। (৩) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

লপিতা—মহর্ষি মন্দপালের অন্যতমা পত্নী। মন্দপাল ও জরিতা দেখ।

লব—(১) সীতার গর্ভজাত রামচন্দ্রের যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। গর্ভবতী সীতা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেন। সেই খানেই তিনি কুশ ও লব নামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। (কুশ দেখ)। লব উত্তর-কোশলের অধিপতি হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তীপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। রামা-উত্ত-১২০, ১২১। বায়ু-৮৮। (২) শত্রুঘ্ন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন বাল্মীকির তপোবনে কুশ ও লব সেই অশ্ব বন্ধন করেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত, লব ও কুশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সানুচর শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃদ্বয়হস্তে পরাজিত হন। পরে সীতার বাক্যে কুশ ও লব যজ্ঞাশ্ব সহ সানুচর শত্রুঘ্নের বন্ধন মোচন করেন। পদ্ম-পাতা-৩০, ৩৭। (৩) বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করিলে মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভূত ও পিশাচের

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এক মুষ্টি কুশ ও লব (কুশের নিম্নভাগ) লইয়া বৃদ্ধা তাপসীদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের হস্তে সেই গুলি দিয়া বলিলেন "তোমরা কুশ দ্বারা জ্যেষ্ঠ শিশুর এবং লবের দ্বারা কনিষ্ঠ শিশুর গাত্র মার্জ্জনা করিবে। আমি সেই অনুসারে জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলাম। রামা-উত্ত-৭১। (৪) লব-রূপী ইন্দ্র নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০। ১১৯। ১-১৩।

লবঙ্গা—পুণ্যশ্রবা নামক মুনির পুত্র। শিব ও পার্ব্বতীর বরে গোকুলে নন্দ গোপের ভ্রাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রণয়িনী হন। পদ্ম-পাতা-৪১।

লবণ—(১) মধু নামক দৈত্যের ঔরসে রাবণের অন্যতমা ভগ্নী কুম্ভিনসীর গর্ভে লবণ নামক এক দুর্দ্দান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লবণ মধুবনে বাস করিয়া সর্ব্বদা তপস্বীগণের উপর বিশেষ উপদ্রব করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেন। তপস্বীগণ লবণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। রাম নিজ অনুজ শত্রুঘ্নকে লবণ বধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্নের সহিত লবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইবার পর, লবণ শত্রুঘ্ন হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। রামা-উত্ত-৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮১। হরি-হরি-৪১, ৫৪। দেবীভা-৪স্ক-২০। অগ্নি-১১। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-১ম-১২; ৪র্থ-৪। ভাগ-৯স্ক-১১। পদ্ম-পাতা-২২, ২৯, ৩২। বরা-১৬৩। (২) রাম লবণাসুরকে বধ করেন। গর্গ-মথু-২৫। ব্রহ্মপু-২১৩। মান্ধাতা (৫) দেখ। (৩) প্রিয়ব্রত নরপতির অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান্। তাঁহার সাত পুত্রের অন্যতম লবণ। তিনি স্বীয়-নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। লি-পূ-৪৬। প্রভাকর ও জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

লবণাশ্ব—দ্বৈতবননিবাসী জনৈক মুনি। মহাভা-বন-২৬।

লবেশ্বর—হাটকেশ্বর তীর্থে রামের তনয় লবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-নাগ-১০৪।

লব্ধানুভাব—অনুমতি ও কুহু দেখ। লি-পূ-৫।

লম্ব—উগ্র নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের লম্ব, লম্বকেশক- লম্বাক্ষ ও লম্বোদর নামে চারিটি মহানাদশালী পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২ লি-পূ-২৪। উগ্র ও শিবাবতার দেখ।

লম্বকুক্ষি—গণেশের এক নাম অগ্নি-১১.

লম্বকেশ, লম্বকেশক—লম্ব দেখ।

লম্বন—জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। লবণ, প্রভাকর ও জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

লম্বপয়োধরা—(১) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বভ্রূ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

লম্বমেখলা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বমেলা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বসটা—মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বস্তনী—মাতৃকাগণ দেখ।

লম্বা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের এক পত্নী। লম্বার গর্ভে ঘোষ নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৫, ২০৩। হরি-হরি-২১৮। শিব ধর্ম্ম-৫৪। বায়ু-৬৬। গরু-পূ-৬। ব্রহ্মপু-৩। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ২১। (৩) লম্বাব গর্ভে ঘোষাধিষ্ঠাতা দেবগণেব উদ্ভব হয়। লি-পূ-৬৩। (৪) লম্বার পুত্র বিদ্যোৎ (বিদ্যুৎ) স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) লম্বার গর্ভে ঘোষ নামক মন্ত্রাভিমানিনী দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৬) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৭) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। সীতা দেখ।

লম্বাক্ষ—লম্ব দেখ।

লম্বাক্ষী—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা মাতৃকাগণের অন্যতমা। সীতা দেখ।

লম্বায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

লম্বাস্যা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

লম্বিনী—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ। (৩) কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

লম্বোদর—(১) অন্ধ্রবংশীয় রাজা শান্তকর্ণি মগধে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র লম্বোদর অষ্টাদশ বৎসর প্রজাপালন করেন, এবং তাঁহার পর আপীতক দ্বাদশবর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। পূর্ণোৎসঙ্গ ও মেঘস্বাতী দেখ। (২) লম্বোদরের তনয় দ্বিবিলিক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৩)

মগধে শূদ্র বংশীয় পৌর্ণমাসের তনয় লম্বোদর। তাঁহার পুত্র চিবিলিক। ভাগ-১২স্কন্ধ-১। শ্রীশান্তকর্ণ ও মেঘস্বাতী দেখ। (৪) উগ্রনামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। নগ্ন দেখ। (৫) গণেশের এক নাম। ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ নাম দেন। বৃহন্ন-মধ্য-৩০। পদ্ম-উত্ত-১০১। (৬) কাশীতে লম্বোদর নামক গণপতি সকল বিঘ্ন নাশ করেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৭।

লয়া—সীতার একনাম। সীতা দেখ।

ললনা—দেবীদুর্গার এক নাম। তাঁহারই কৃপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করে, তজ্জন্য তাঁহার এই নাম। দেবীপু-৩৭। লক্ষ্মী দেখ।

ললাটাক্ষ—মহিষাসুরের অনুচর জনৈক দানব। বরা-৯৪।

ললিত—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। এক দিন গান করিতে করিতে তাঁহার গানের পদ ভুল হইয়া যায়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরাজ পুণ্ডরীক তাঁহাকে "রাক্ষস-যোনীতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দেন। তাঁহার পত্নী ললিতা স্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই স্বামীর সহিত অবস্থান করিতেন। পরে এক মুনির পরামর্শে ললিতা চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষীয় কামদা নামক একাদশী তিথিতে ব্রতাচরণ করিলে, ললিত পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন। পদ্ম-উত্ত-৪৭। গর্গ-মথু-৯। (২) বিষ্ণুর এক নাম।

ললিতযৌবনা—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

ললিতবাজ—অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেবের শরীর-নির্গত রুধির হইতে উৎপন্ন জনৈক ভৈরব। বাম-৭০।

ললিতা—(১) ললিত নামক এক গন্ধর্ব্বের পত্নী। ললিত দেখ। (২) বিদর্ভ-রাজের কন্যা ও চারুধর্ম্মা নামক রাজার পত্নী। তিনি পূর্ব্বজন্মে সৌবীর রাজের কন্যা ছিলেন। বিষ্ণু মন্দিরে নিয়ত দীপদান করিয়া, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন। অগ্নি-২০০। (৩) দেবী পার্ব্বতীর পার্শ্ববিহারিণী অন্যতমা দেবী। মৎ-৬২। (৪) দেবী সাবিত্রী সন্তানতীর্থে ললিতা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৫) দেবী শঙ্করী সন্তান-তীর্থে ললিতা নামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্র-কর্ণিকা দেখ। (৬) দক্ষকন্যা সতী লালিত্য গুণে সকল নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হয় ললিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। সতী দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্য-তমা গোপিকা। গর্গ-গোল-৪; কৃষ্ণা

১৫, ১৯; অশ্ব-৩২। পদ্ম-পাতা-৩৯, ৬২। (৮) কামাখ্যাদেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন। লক্ষ্মী ললিতা ও মাতঙ্গী নামেও পরিচিতা। কালিকা-৬২। (৯) ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগরাজের কন্যা। তিনি শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী ছিলেন। অযোধ্যাপতি সহস্রানীকের পুত্র উদয়নের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উদয়নের ঔরসে ললিতার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, ললিতা শাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। মাল্যবান্, বিধুন ও সহস্রানীক দেখ। (১০) জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। (১১) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

ললিতাগৌরী—কাশীস্থিত এক দেবী। সম্পত্তিলাভ-মানসে ললিতা-গৌরী দেবীর পূজা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজকগণ সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্ত থাকেন। স্কন্দ-কাশী-৩৩, ৫৭।

ললিতাদেবী—(১) দেবীশঙ্করী প্রয়াগতীর্থে ললিতাদেবী রূপে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (২) দেবী সাবিত্রী প্রয়াগতীর্থে ললিতা দেবী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ললিতা দেখ। (৩) কাশীস্থিত ললিতাদেবীর পূজা করিলে দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ করিতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-৮৩।

ললিতেশ্বর—প্রয়াগধামস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-মাহে-কৌমা-৭।

ললিতোমা—দেবী ভৈরবীর এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬১।

লাকিনী—অথর্ব্ববেদজ ও উপ-বেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা বিশেষ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০। রাকিনী দেখ।

লাঙ্গল—মগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শুদ্ধোদের তনয়। তাঁহার আত্মজ প্রসেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-১২

লাঙ্গলি—(১) সংহিতাকার পৌষ্য-ঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। তিনিও ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভালুকি, কামহানী, জৈমিনী, লোমগাক্ষী, কণ্ড (কণ্ডু—বায়ু) ও কোহল (কোহল—বায়ু) নামে লাঙ্গলির ছয়জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারাও সংহিতাকার ছিলেন। পৌষ্পঞ্জী দেখ।

লাঙ্গলী—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-৫৩। (২) একজন মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) অন্যতম শিবাবতার যোগা-চার্য্য। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। লিঙ্গ-পূ-২৪। শিবাবতার দেখ। (৪) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৫) বলরামের এক নাম। বলরাম দেখ।

লাঙ্গলীভীম—অন্যতম শিবাবতার.

ব্রহ্মা-৬৭। শিবাবতার দেখ।

লাঙ্গলীশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবের রোগ ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-৫৫।

লাবকি—অত্রিবংশোদ্ভব একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

লাবণ্যবতী—(১) শাকল নগরী নিবাসী চন্দ্রপ্রভা নামক রাজার কন্যা। তিনি জাতিস্মরা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে হরস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা স্বামীকে নিজপ্রতি অনুরাগী করিবার প্রয়াস পান। সেই পাপে জন্মজন্মান্তর তিনি ইতরযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, পাপক্ষয়ান্তে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৮। (২) রথন্তর কল্পে পুষ্করদ্বীপে পুষ্পবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে এক ব্যাধ দম্পতী ছিলেন। মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে তাঁহারা বিক্রয়ার্থ আহৃত পদ্মের দ্বারা বিষ্ণুদেহ সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা জন্মান্তরে রাজবংশে জন্মলাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২০। (৩) শিব-পুরাণে আছে (সনৎ-৪৫) ঐ ব্যাধ দম্পতি মহাদেবের পঞ্চায়তন পূজা করিয়া জন্মান্তরে রাজবংশে উৎপন্ন হন। (৪) মৎস্যপুরাণে লাবণ্যবতী নামের পরিবর্ত্তে লীলাবতী নাম পাওয়া যায়। মৎ-১০০। পুষ্পবাহন দেখ।

লাভ—(১)উনপঞ্চাশজন মরুৎগণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। মরুৎ-গণ দেখ। (২) বিশ্বরূপের অন্যতমা কন্যা বুদ্ধি, গণেশের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৩৬। লক্ষ দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা পুষ্টির গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্টি দেখ।

লালসা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লালাবি—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

লিখিত—(১) নগরাজ হিমবানের অন্যতমা কন্যা একপাটলা জৈগিষব্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের অযোনিজ দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম শঙ্খ ও লিখিত। বায়ু-৭২। ব্রহ্মপু-৩৪। (২) বৃহৎশ্রবা দেখ। (৩) শঙ্খ ও লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের অন্যতম ছিলেন। বরা-১২১। সৌর-৫০। অগ্নি-১৬২। গরু-পূ-৯৩। (৪) শাণ্ডিল্যমুনির অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-নাগ-১১। শঙ্খ দেখ। (৫) মহর্ষি লিখিত একজন স্মৃতি-শাস্ত্রকার ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম লিখিত সংহিতা। লিখি-সং।

লিখিতেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-৯৭।

লিঙ্গধারিণী—(১) দেবী সাবিত্রী নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (২) দেবী শঙ্করী নৈমিষ তীর্থে লিঙ্গধারিণী নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লিঙ্গভক্ষ—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

লিঙ্গেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ লিঙ্গেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৪৯।

লীলা—কামদেব পুনর্জন্ম লাভ করিলে রতির আনন্দাশ্রু হইতে উৎপন্না অন্যতমা কন্যা। পদ্ম-ভূমি-৭৭।

লীলাঢ্য—বিশ্বামিত্রের এক পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

লীলাবতী—(১) জনৈক বেশ্যা। সে চতুর্দ্দশী তিথিতে হেমবৃক্ষাদিসহ লবণাচল দান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন করে। মৎ-৯২। পদ্ম-সৃষ্টি-২১। (২) নরপতি অবীক্ষিতের অন্যতমা পত্নী। মার্ক-১২১। (৩) কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে শত্রুজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। দেবীভা-৩স্ক-১৪। বীরসেন ও শত্রুজিৎ দেখ। (৪) জনৈক অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৫) বারাণসীরাজ দিবোদাসের পত্নী। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৬। (৬) সাধু নামক একজন বণিকের পত্নী। সাধু দেখ। (৭) মৃত্যুকন্যা সুনীথার অন্যতমা সখী। পদ্ম-ভূমি-৩৩। (৮) লীলাবতী নামক এক বারনারী রাধাষ্টমী ব্রত করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পদ্ম-স্বর্গ-৪০। পদ্ম-ব্রহ্ম-৭।

লীলালকশিখণ্ড—মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

লীলালয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লুম্বেশ্বর—কালকেয় দানবকর্ত্তৃক লুম্বেশ তীর্থে প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা ৬৭।

লুব্ধ—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০।

লুম্প—একজন ম্লেচ্ছরাজ। তিনি যুদ্ধকামী হইয়া সামগ মুনিকে বধ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সামগ মুনির পুত্র রাজাকে "কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে মহাকালবনে শিবলিঙ্গ দর্শন ও শিপ্রা নদীতে স্নান করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১।

লুম্পক—(১) মাহিষ্মতী নামক এক রাজর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র অতিশয় দুষ্ক্রিয়া-

ছিন্ন ছিল বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে লুম্পক নামে অভিহিত করেন। পিতৃকর্ত্তৃক রাজ্যহইতে বিতাড়িত হইয়া, লুম্পক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, এক বিষ্ণু মন্দিরে রাত্রিবাস করেন। সেই রাত্রি জাগরণের ফলে তিনি পিতৃরাজ্য পুনঃ লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৪০। পর্গ-মাধু-৯।

লুম্পেশ্বর—ম্লেচ্ছ-রাজ লুম্প কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৪১। লুম্প দেখ।

লুশ—মহর্ষি লুশ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্ব-দেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৩৫

লেখ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে লেখ নামে অন্যতম দেবগণ ছিলেন। হবি-হরি-৭। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ব্রহ্মপু-৫ গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৫০। আপ্য, অদ্ভুত, অজিত, অন্তরীক্ষ, মহাসত্ত্ব ও অথপতি দেখ।

লেখক—পর্য্যুষিত দেখ।

লেখ্য—চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্যতম দেব-গণ। কূর্ম্ম-পূ-৫০। লেখ দেখ।

লেলিহান—(১) অন্যতমা মাতৃকা মাতৃকাগণ দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮

লেলিহানা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লোক—চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। কাশ, সুহোত্র ও সুতহোত্র দেখ।

লৈত্রায়ণি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। তপ-পাদ দেখ।

লোকচক্ষু—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোকধাত্রী—ভদ্রকালী দেখ।

লোকনাথ—বৃকবন্ধু, দেখ।

লোকনাশিনা—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

লোকপাল—বৈবস্বত যমের নামান্তর। যম দেখ।

লোকপালেশ্বর (১) কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন। স্কন্দ-কাশী-৮১। (২) একবার হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ-স্থল হইতে বহুসহস্র দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল নিজেদের বশীভূত করে। তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে কাপালিক বেশে মহাকাল বনে যাইয়া, শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে বলিলেন। তাঁহারা ঐরূপ করিলে সেই শিবলিঙ্গ হইতে অগ্নি জ্বালা নির্গত হইয়া, দৈত্য-গণকে ভস্মসাৎ করে। তদবধি সেই শিবলিঙ্গ লোকপালেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-১২।

লোক-প্রকাশক—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোক-প্রসাদিনী—গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭।

লোকসাক্ষী—সূর্য্যের এক নাম। সূর্য্য দেখ।

লোকাক্ষি, লোগাক্ষ, লৌগাক্ষি—(১) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ ও বৈরজ নামে তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (২) লোকাক্ষির শিষ্যগণের নাম—(ক) সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাৎ ও রব। বায়ু-২৩। (খ) বিরজ, শঙ্খপা, সুধামা ও দ্রব। ব্রহ্মা-২৩। (গ) সুনামা, বিবজা, শঙ্খবাণী ও অজ। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (ঘ) সুধামা বিরজা, শঙ্খপৎ ও বজা। লি-পূ-২৪। (৩) জটামালী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লি-পূ-২৪। জটামালী দেখ।

লোকাক্ষা, লোগাক্ষি—সংহিতাকার পৌষ্যঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। পৌষ্যঞ্জী, লাঙ্গলী ও পৌষ্পঞ্জী দেখ।

লোকাখ্য—লোকাক্ষি নামের স্থানে স্কন্দপুরাণে লোকাখ্য নাম পাওয়া যায়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। লোকাক্ষি দেখ।

লোকান্ত—অন্যতম শিবানুচর। তিনি শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

লোকার্ক—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৬৩। সূর্য্য দেখ।

লোকেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত শিবের যুদ্ধকালে দৈত্যানুচর কালের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

লোটনেশ্বর—নর্ম্মদার উত্তর তীরে লোটনেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২০।

লোপমুদ্রা লোপামুদ্রা—(১) মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। তিনি পতিব্রতা মহিলাদিগের মধ্যে একজন প্রধানা। প্রায় সমুদয় পুরাণেই ইহা উল্লিখিত আছে। (২) মহর্ষি দধীচিরও অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল লোপমুদ্রা। ব্রহ্মপু-১১০। অগস্ত্য দেখ।

লোভ—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী পুষ্টির গর্ভে লোভ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। গরু-পূ-৫। লি-পূ-৫। লাভ ধর্ম্ম ও পুষ্টি দেখ। (২) অধর্ম্মের অন্যতম পুত্র লোভ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। অধর্ম্ম দেখ। (৩) দম্ভের পুত্র লোভ ও কন্যা শঠতা। লোভ স্বীয় ভগিনী শঠতাকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র-কন্যা ক্রোধ ও হিংসা। তাঁহাদেরও পরস্পর পতি পত্নী সম্বন্ধ ছিল। কল্কি-৩য়-৬। ভাগ-৪স্ক-৮। (৪) কলির অনুচর লোভ। কল্কির সহিত কলির যুদ্ধ-

কালে লোভ কল্কির অনুচর প্রসাদের হস্তে নিহত হন। সৌর-৪০। কল্কি-তন্ত্র-৬, ৭।

রোমগায়নি—সাজলী দেখ।

লোমধি—মগধের শূদ্রবংশীয় ভাব্যের পুত্র লোমধি। তিনিই ঐ বংশের শেষ নরপতি। শূদ্র বংশীয় ত্রিশ জন রাজা সর্ব্বসমেত চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১।

লোমপাদ—(১) বলিপুত্র অঙ্গের বংশীয় দশরথের পুত্র চতুরঙ্গ, লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৮। চতুরঙ্গ দেখ। (২) অঙ্গবংশীয় চিত্ররথের পুত্র দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার শান্তা নামে এক কন্যা ও চতুরঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১। ব্রহ্মপু-১৩। (৩) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় লোমপাদ। তাঁহার আত্মজ বভ্রু। হরি-হরি-৩৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) লোমপাদের পুত্র কৃতি। অগ্নি-২৭৫। (৫) অঙ্গবংশীয় সত্যরথের পুত্র লোমপাদ। তাঁহার আত্মজ চতুরঙ্গ। অগ্নি-২৭৭। (৬) লোমপাদের কন্যা শান্তা মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। (৭) রাজা লোমপাদ, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও স্বীয় কন্যা শান্তাকে প্রদান করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। রোমপাদ দেখ।

লোমশ—(১) মহর্ষি লোমশ এক জন সংশিতব্রত মুনি ছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরিয়া অনেক বার উহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকপাবন ছিলেন ও তপঃপ্রভাবে সমুদয় লোক সৃজন করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি উত্তর-দিগ্বাসী মহর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। বরা-১৫৯। মহাভা-শান্তি-৪৭; অনুশা-১২৯, ১৫০, ১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ। (২) সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ব্রহ্মতুল্য লোমশ মুনির কল্পে কল্পে এক একটি লোম বিনাশ প্রাপ্ত হইত। তজ্জন্য তিনি ঐ নামে বিদিত ছিলেন। মহর্ষি লোমশ এক-বার অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন কতকগুলি পিশাচ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাঁহার তপঃপ্রভাবে তাহাদের গতিরুদ্ধ হয়। ঐ পিশাচ-গণ পূর্ব্বে বেদনিধি নামক এক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল। লোমশ ঋষি তাহাদের পরিচয় পাইয়া তাহাদের পিশাচত্ব দূর হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পদ্ম-উত্ত-৫৫, ১২৮, ১৩৫। পদ্ম-স্বর্গ-১০। (৩) লোমশ মুনি আরণ্যক নামক ব্রাহ্মণের নিকট রামচরিত কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৪) লোমশ

মুনি নৈমিষারণ্যে সমাগত ঋষিগণকে শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-পুরাণ মাহেশ্বর-খণ্ড। (৪) মহর্ষি লোমশ একবার সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহার দেহে লোম সংখ্যা যত ছিল, ইন্দ্রের সংখ্যাও তত ছিল। এক এক ইন্দ্রের পতনে তাঁহার এক একটি লোম পতিত হইত। লোমশ ঋষির আয়ুকালের মধ্যে ছয়জন ব্রহ্মার পতন হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৬।

লোমশা—সিন্ধুদেশীয় রাজা ভাবয়-ব্যের পত্নী। লোমশা তাঁহার স্বামী ভাবয়ব্যের নামে একটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক-১। ১২৬। ৩।৭

লোমশেশ্বর—লোমশ মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। লোমশ (৪) দেখ।

লোমহর্ষণ—রোমহর্ষণ দেখ।

লোমায়ন—একজন বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

লোল—দৃঢ়ধন্বার কন্যা উৎপলা-বতী মৃগরূপধারী কোনও মুনির শাপে মৃগীরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ মৃগীরূপী উৎ-পলাবতীর গর্ভে একজন মহর্ষির ঔরসে লোল নামক পুত্র জন্ম লাভ করে। তখন উৎপলাবতীর শাপ মুক্ত হন। এই মৃগীরূপী উৎপলাবতী গর্ভজাত লোল নামক মুনিপুত্র, তামস নামে অভিহিত হন এবং তিনিই পরে তামস নামে মনু হন। মার্ক-৭৪।

লোলজিহ্ব—ত্রেতাযুগের প্রথমাব-স্থায় লোলজিহ্ব নামে এক অসুর উৎপন্ন হয়। সে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ গণের উপর অত্যাচার করাতে বিষ্ণু হস্তে নিহত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১১।

লোলজিহ্বা—চতুঃষষ্টি যোগিনী গণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

লোলা—(১) জনৈক দানব। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু দৈত্য। রামা-উত্ত-৭৪। (২) দেবী সাবিত্রী উৎপলাবর্ত্তক তীর্থে লোলা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৩) দেবী শঙ্করী উৎপলাবর্ত্ত তীর্থে লোলানামে পূজিতা হন। মৎ-১৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। ভদ্র-কর্ণিকা দেখ। (৪) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৫) সিংহল-রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার অন্যতমা সখী। কল্কি-২স্ক-২। (৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লোলাক্ষি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

লোলাক্ষী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বয় শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

লোলাটি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নী দেখ।

লোলার্ক—(১) রাক্ষসরাজ সুকেশী

মহাদেবের বরে এক গগনগামী পুরী লাভ করেন। সেই পুরীর প্রভায় সূর্য্যের তেজ মলিন হইয়া যাওয়াতে সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সুকেশীকে ভূতলে পাতিত করেন। স্বীয় ভক্ত সুকেশীর পতনে মহাদেব সূর্য্যের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। দেবগণ সূর্য্যের এই বিপদ দেখিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের সন্তোষ সাধন করিয়া সূর্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীধামে গমন করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে লোলার্ক এই নাম প্রদান করিলেন। বাম-১১-১৫। (২) বিদ্যুৎমালী (৩) দেখ।

লোলুপা— অন্যতমা যোগিনী যোগিনীগণ দেখ।

লোহ—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণ দেখ।

লোহজঙ্ঘ—(১) কুম্ভবক্ত্র ও বৈতালী দেখ। (২) লোহজঙ্ঘ নামে মাণ্ডব্য-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ একবার অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ঐ অবস্থায় একদিন তিনি মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণকে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি ন্যায়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তদুত্তরে লোহজঙ্ঘ বলেন যে, দুর্ভিক্ষ-নিবন্ধন অন্ন-সংস্থানের অপর কোনও উপায় না পাইয়াই তিনি ঐরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তখন মুনিগণ তাঁহাকে বলেন, "তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক তোমার পোষ্যগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাঁহারা তোমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন কিনা"। লোহজঙ্ঘ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একে একে পিতা মাতা প্রভৃতি সকল আত্মীয়গণকেই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কেহই তাঁহার পাপের অংশ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন লোহজঙ্ঘ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমুদয় নিবেদন পূর্ব্বক এবং কি উপায়ে অর্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পুলহ ঋষি লোহজঙ্ঘকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদজাটঘোট মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন। লোহজঙ্ঘ সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনন্যমনে মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মন্ত্রজপে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহের চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল পরে সপ্তর্ষিগণ পুনরায় সেই পথে গমন করিবার সময়ে, বল্মীকস্তূপমধ্য হইতে মন্ত্রঃ

রূপের শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহারা বল্মীকস্তূপের মধ্য হইতে লোহজঙ্ঘকে নিষ্কাসিত করিয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি লোহজঙ্ঘ বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ মুনি রূপে পরিচিত হইলেন। অতঃপর সপ্তর্ষিগণ এই বিধান করিলেন যে, পূর্ব্বে যে স্থানে লোহজঙ্ঘ লোকসকলের ধনরত্নাদি হরণ করিয়াছিলেন সেই স্থান মুখরতীর্থ নামে অভিহিত হইবে। যে কেহ শ্রাবণী পূর্ণিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে মুখরীতীর্থে স্নান করিবে, তাহার চৌর্য্যকার্য্যজনিত সকল পাপ দূর হইবে। রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকিও ঐ মুখরা তীর্থে স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-১২৪

লোহমেখলা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে সুদামাতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ লোহমেখলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) কার্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ।

লোহাজবক্ত্র—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ

লোহাসুর—সত্যযুগের শেষ ভাগে লোহাসুর নামে এক ভীষণ-স্বভাব দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। সে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণাদি সকল অধিবাসীদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে যে, তাঁহারা সকলেই বাধ্য হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। পরে বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে, লোহাসুর শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, লোহাসুর প্রার্থনা করিল যে তাহার শরীর যেন জরাগ্রস্ত না হয়; তাহার যেন মৃত্যুভয় উপস্থিত না হয় এবং শঙ্কর স্বয়ং যেন তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। শিব তাহাকে সেই বরই দিলেন। বর পাইয়াও লোহাসুর পুনরায় শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র আসিয়া তাহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। তপস্যা ভঙ্গ করাতে লোহাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। শঙ্করও তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা লোহাসুরকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের স্নেহসম্ভাষণসূচক বাক্যে লোহা-

সুর যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, দেবত্রয় এই বিধান দিলেন যে, ধর্ম্মারণ্যে যে স্থানে লোহাসুর তপস্যা করিয়াছিল, সে স্থান গয়ার তুল্য মহাতীর্থ-রূপে পরিগণিত হইবে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩, ২৯।

লোহিত—(১) অত্রিবংশীয় বিশ্বামিত্র, অষ্টক, লোহিত ও পূরণ ইঁহারা গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। এই সকল ঋষিবংশে আর্ষেয় প্রবর দুইটি—বিশ্বামিত্র ও পূরণ। এতদ্ভিন্ন লোহিত ও অষ্টক এই দুইজন ঋষির বংশে আবার তিনটি আর্ষেয় প্রবরের উল্লেখ আছে। যথা—বিশ্বামিত্র, লোহিত ও মহাতপা অষ্টক। তন্মধ্যে অষ্টক ও লোহিত, এই দুই ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ নিষেধ। মৎ-১৯৮। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৪০। (৩) প্রিয়ব্রত তনয় বপুষ্মাণের সাত পুত্রের অন্যতম। বপুষ্মান ও বৈদ্যুত দেখ। (৪) দেবী কালিকার অনুচর রুদ্রগণের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) জনৈক নাগ। তিনি বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৯। (৬) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ। (৭) রুদ্রপুত্র দ্বাদশ সাবর্ণমনুর অধিকার কালে, দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম গণের নাম লোহিতগণ। বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রসাবর্ণি দেখ।

লোহিতগ্রীব—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। লোহিতগ্রীব রাক্ষস-কুলের আদি-পুরুষ। বায়ু-৬৯। রাক্ষস দেখ।

লোহিতবর্ণ—প্রিয়ব্রতাত্মজ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ।

লোহিতমুখী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

লোহিতা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

লোহিতাক্ষ—দানবপতি নমুচীর অনুচর একজন দৈত্য। পাতালের প্রথম তলে তাঁহার বাসস্থান ছিল। বায়ু-৫০। (২) ঘোর দৈত্যের অনুচর একজন দানব। দেবীপু-৩। (৩) মহাদেবের একজন গণ। বাম-৫৭। ঘণ্টাকর্ণ দেখ। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম মন্ত্রী। ইন্দ্রের প্রার্থনায় মহাদেব তাহাকে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২। (৫) স্কন্দের দেহ হইতে উৎপন্ন এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন শিশু। স্কন্দ দেখ।

লোহিতাক্ষী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা একজন মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

লোহিতাঙ্গ—(১) অষ্টরুদ্রের অন্যতম সর্ব্বের পুত্র। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫০।

রুদ্র দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। ব্রহ্মপু-৪০। (৩) মাহেয় দেখ।

লোহিতার্ণব—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃত-পৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ভাগবত (৫স্ক-২০) মতে লোহিতবর্ণ।

লোহিতাশ্ব—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নামান্তর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৬

লোহিতী—দৈত্যপতি বাণের ভার্য্যা। বায়ু-৬৭। বাণ দেখ।

লোহেয়, লৌহেয়—অন্যতম যক্ষ-গণ। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশালের ঔরসে, প্রচেতার অন্যতমা কন্যা লোহে-য়ীর গর্ভে ঐ যক্ষ-গণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গ দেখ।

লোহেয়ী, লৌহেয়ী—প্রচেতার অন্য-তমা কন্যা ও মহাত্মা বিশালের অন্য-তমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে যক্ষোপশান্ত প্রমুখ যক্ষগণ উৎপন্ন হন। এতদ্ভিন্ন সুরবিন্দা নাম্নী এক কন্যাও তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গ ও লোহেয় দেখ।

লৌকাক্ষী—লোকাক্ষি দেখ।

লৌকিক—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ দিগের অন্যতম প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ।

লৌকিকাগ্নি—ব্রহ্মার সন্তান লৌকি-কাগ্নি বৈদ্যুত। তাঁহার অপত্য ব্রহ্মোদনাগ্নি। তাঁহার সন্তান ভরত। বায়ু-২৯। ভরত দেখ।

লৌগাক্ষ—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ দিগের অন্যতম গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (২) জনৈক ত্রৈবিদ্য-বেদি ব্রাহ্মণ। তিনি রামচন্দ্রের অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

লৌগাক্ষি—লোকাক্ষি দেখ।

লৌক্ষিণ্য—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগা-য়নি দেখ।

লৌহজঙ্গ—লোহজঙ্গ দেখ।

লৌহবৈরিণ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নী দেখ।

লৌহিতাক্ষ—লোহিতাক্ষ দেখ।

লৌহিত্য—(১) অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মবীর্য্যে যে জলরাশী উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মপুত্রকে শান্তনু মুনি চারিটি পর্ব্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করেন। (অমোঘা দেখ)। সেই পর্ব্বতরাজির মধ্যে ব্রহ্মতেজোৎপন্ন পুত্র কুণ্ডরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ভার্গব পরশু-রাম, মাতৃ-হত্যা-জনিত পাপ স্খলনের জন্য, সেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন। সেই ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া, তাঁহার সমুদয় পাপ দূরীভূত হওয়ায়, তিনি জগতের হিতার্থে, পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রহ্মপুত্র নদ কৈলাস পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত

লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম পুনর্ব্বার কুঠার দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিয়া দেন। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়ায় তদবধি ঐ ব্রহ্মপুত্র নদের এক নাম হয় লৌহিত্য। কালিকা-৮২। (২) এক জন রাজার নাম। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে যুধিষ্ঠিরের জন্য কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৮।

লৌহি—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র অষ্টক। তাঁহার পুত্র লৌহি। ব্রহ্মপু-১০, ১৩। হরি-হরি-২৭।

শ

শংযু—(১) বৃহস্পতির পুত্র। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৩৪।৬। (২) শংযু যথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন। তিনি দেবলোকে গমন করায়, সেই জ্ঞান মনুষ্যগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়। শতপথ-১প্র-২ব্রা৯-অঃ-২৪-২৭।

শংসপি—অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

শংস্য—(১) পবমান নামক অগ্নি গার্হপত্য নামেও পরিচিত। তাঁহার দুই পুত্র, শংস ও শুক্রাগ্নি। শংস অগ্নি আহবনীয় ও হব্যবাহন নামে অভিহিত হন। তাঁহার দুই পুত্র সভ্য ও আবসথ্য। (সব্য ও অবসব্য)। আহবনীয় অগ্নি নিজেকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত করিয়া, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাসা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযূ, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী এই সকল ষোড়শ ধিষ্ণি অর্থাৎ আধারভূত নদীর সহিত মিলিত হইলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ্ণ। সুতরাং এই সকল নদী হইতে তাঁহার অনেক সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তানগণও ধিষ্ণ নামে অভিহিত হন। বায়ু-২৯। ব্রহ্মা-৩০।

শক—(১) নন্দ বংশের উচ্ছেদ হইবার তিন সহস্র বিংশতি বৎসর পরে, বিক্রমাদিত্য মগধের অধীশ্বর হন। তাহার পর এক লক্ষ বৎসরেরও অধিককাল পরে শক নামে একজন রাজা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। তাহার পর তিন সহস্র

ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, বুধ রাজার উদ্ভব হইবে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। হেমসদন ও শূদ্রক দেখ। (২) কলির অধিকারে শক, কাম্বোজ, শবর প্রভৃতি জাতিরা পৃথিবীশাসন করিবেন। তাঁহাদের অধিকার কালে ধর্ম্ম দূরীভূত হইবেন। কল্কি-৩য়-৬। (৩) কল্কি-অনুচর মরু, শক ও কাম্বোজ দিগকে পাতিত করেন। কল্কি-৩য় ৭। (৪) গর্দ্দভী-বংশীয় রাজাদিগের পর দশজন শকরাজা মগধে রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। মৌন দেখ। (৫) মগধে মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র সাত বৎসর রাজত্ব করার পর, শকরাজা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার সন্তানগণ সত্তর বৎসর, রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২ (৬) অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রবংশীয় ত্রিশজন নরপতি সর্ব্বমোট চারিশত ছাপান্ন বৎসর রাজ্য ভোগ করিবার পর, যথাক্রমে সাতজন আভীর (বংশীয়), দশ জন গর্দ্দভীল, ষোলজন শক, আটজন যবন, চতুর্দ্দশ জন তুখার, ত্রয়োদশজন মুণ্ড ও একাদশজন মৌন রাজা সর্ব্বমোট এক হাজার তিনশত নিরানব্বই বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। তাহার পর কৈলকিল নামক যবনগণ মগধের অধীশ্বর হইবেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। মৌন দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরিষ্যন্তের পুত্রগণ সমবেত ভাবে শক নামে অভিহিত হইতেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

শকট—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ককুদার গর্ভে শকট জন্ম লাভ করেন। শকটের পুত্র কীকট। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ককুদা (২১৭ পৃঃ) দেখ। (২) কংসের অনুচর একজন অসুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শকটচক্র—মহাদেবের অন্যতমগণ। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে তিনি বহু দানব নিধন করেন বাম-৫৮।

শকপূত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মিত্র ও বরুণদেবদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৩২।১-৭।

শকবর্ণ—(১) বীতিহোত্রবংশীয়দিগের পরে শিশুনাক-বংশীয়গণ মগধের অধীশ্বর হন। ঐ বংশীয় শকবর্ণ রাজা ছয়ত্রিশবৎসর রাজত্ব করার পর, ক্ষেমধর্ম্মা বিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। বায়ু-৯৯। শিশুনাক ও ক্ষেমধর্ম্মা দেখ।

শকুনি—(১) গান্ধার দেশের অধিপতি সুবলের পুত্র। তাঁহারই সহোদরা ভগিনী গান্ধারী দুর্য্যোধনাদির জননী ছিলেন। সুতরাং তিনি কৌরবগণের মাতুল ছিলেন। শকুনি দুর্য্যোধনের পরম মিত্র স্বরূপ এবং সকল কুকর্ম্মের

সহায় ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি স্বয়ং অতি অভিজ্ঞ দ্যূত ক্রীড়ক ছিলেন। কপট ক্রীড়াতেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ঐ কপট দ্যূতক্রীড়াদ্বারাই তিনি পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির শকুনির ধূর্ত্ততার বিষয় পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। তজ্জন্য ক্রীড়ারম্ভের পূর্ব্বে তিনি শকুনিকে অনুরোধ করেন যে, শকুনি যেন অসৎপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করেন। কিন্তু ধূর্ত্ত শকুনি নানারূপ মহাজন-বাক্য উল্লেখ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের সরল মনে বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় প্রযোজিত করেন এবং ক্রীড়ার প্রথম অবস্থা হইতেই কপটাচার অবলম্বন করেন। শকুনিই যে দুর্য্যোধনের সকল দুষ্কর্ম্মের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনায় দ্যূতক্রীড়া, সভাক্ষেত্রে দ্রৌপদীর অবমাননা প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা ভালরূপ বুঝিয়া দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয়ের পর বনগমন কালে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শকুনিকে বধ করিয়া তাঁহার রক্তপান করিবেন। কুরুক্ষেত্র সমরে শকুনি কৌরব পক্ষে থাকিয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। বৃষক ও অচল নামক তাঁহার দুই ভ্রাতাকে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইতে দেখিয়া, শকুনি অর্জ্জুনকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্জ্জুনের শৌর্য্যের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং তিনি অবশেষে অশ্বারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। পরে দুর্য্যোধনাদির আশ্বাস বাক্যে তিনি পুনরায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন। এইবার তিনি ভীমহস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায়, দুর্য্যোধন তাঁহাকে লইয়া পুনরায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাহার কিছুকাল পরে তিনি আবার যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। এইবার তিনি সহদেব-হস্তে নিহত হন। শকুনির পুত্রের নাম উলূক। তিনিও সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হন। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৭, ১৪১, ১৮৬; সভা-৩৩, ৫৮-৬৩; বন-১, ৪, ৫, ৭, ১২, ২৩, ২৭, ৪৪, ৫১; দ্রোণ-৩০; কর্ণ-৭৮; শল্য-২৯। (২) শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন মহাভা-আদি-৬৭ দেবীভা-৪স্ক-২২। (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৪) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণের অন্যতম শকুনি। বায়ু-৬৭। বিষ্ণু-১ম-২১। হরি-হরি-৩। মৎ-৬। অগ্নি-১৯। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। গরুড়-পূ-৬। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

(৫) দৈত্যরাজ দনুর শতপুত্রের অন্যতম। তিনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রাধান্যে তৃতীয় ছিলেন। হরি-হরি-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। বিষ্ণু-১ম-১২। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৬) বৃষ্ণি-বংশীয় দশরথের পুত্র শকুনি। তাঁহার তনয় করম্ভ। (করম্ভি —ভাগ)। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। হরি-হরি-১৬। ভাগ-৯স্ক-২৩। শকুন্তি দেখ। (৭) বৃষ্ণিবংশীয় দশরথের পুত্র একাদশরথ। তাঁহার তনয় শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভক। বায়ু-৯৫। (৮) বৃষ্ণিবংশীয় মধুরথের পুত্র শকুনি। তাঁহার তনয় করম্ভি। গরু-পূ-১৪৩। (৯) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুক্ষির অন্যতম পুত্র শকুনি। হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) শকুনি-দানবের পুত্র বৃক। কল্কি-৩য়-৭। ভাগ-১০স্ক-৮৮। (১১) যমের অন্যতম দৌহিত্র। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (১২) জনক-বংশীয় সুক্তদ্বাজের তনয় শকুনি। তাঁহার আত্মজ স্বাগত। বায়ু-৮৯। (১২) অন্যতমা মাতৃকার নাম ছিল শকুনি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ। (১৩) হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র শকুনি, চন্দ্রাবতী পুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম মদালসা। প্রদ্যুম্ন যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া চন্দ্রাবতী পুরে উপস্থিত হন, তখন শকুনির সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। প্রদ্যুম্ন শকুনিকে পরাজিত করিলে, শকুনি নূতন অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া, যুদ্ধ করিবার জন্ম স্বপুরে গমন করিলেন। শকুনি পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে শকুনি শিবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া ছিলেন যে, মৃত হইয়াও ভূমিস্পর্শ লাভ করিলেই তিনি পুনর্জীবন লাভ করিবেন এবং আকাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে দুই ঘটিকায় মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। এতদ্ভিন্ন শিব তাঁহাকে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষী প্রদান করিয়া বলেন যে ঐ পক্ষীর মৃত্যু না হইলে শকুনিরও মৃত্যু হইবেনা। নারদ-প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া, গরুড়কে প্রেরণ করিয়া সেই শুকপক্ষী হরণ করাইলেন। তৎ-পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে বধ করিবার জন্ম প্রয়াস পাইলেন। শরাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেও, তাঁহার মৃতদেহ ভূমিস্পর্শ করিবামাত্র, তিনি আবার পুনর্জীবন লাভ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সবলে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্যান্য যাদবদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে ভূমিস্পর্শ করিতে দিও না। যাদবগণ সেইরূপ করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ দূর

সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২, ৩২, ৩৪, ৩৮-৪১। (১৪) ইক্ষ্বাকু-পতির পুত্র শকুনি। প্রশ্নোচ দেখ। (১৫) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শকুনিকা—কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শকুনী—দানবপতি বলির অন্যতমা পত্নী। বায়ু-৬৭।

শকুন্তলা—(১)একবার ইন্দ্র, বিশ্বামিত্র মুনির তপোভঙ্গ করিবার জন্য, মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্র-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া, হিমালয়প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করেন এবং সেই সদ্যোজাত কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবপুরে প্রত্যাগমন করেন। নানা শ্বাপদসঙ্কুল নিবীড় অরণ্যে সেই অসহায়া শিশুকে পরিত্যক্ত দেখিয়া, পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করে। মহর্ষি কণ্ব দৈবক্রমে সেই পথে মালিনী নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি পক্ষীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই অসহায় শিশুকে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, নিজ আশ্রমে তাঁহাকে আনয়ন করেন এবং কন্যার ন্যায় তাঁহাকে লালন পালন করেন। কালক্রমে শকুন্তলা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে একদিন পুরুবংশীয় সম্রাট দুষ্মন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে মহর্ষির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হন। তথায় তিনি ঋষিকন্যা শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন ও তথায় শকুন্তলার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। চলিয়া যাইবার সময়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়া যান যে, তিনি শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিবেন। মহর্ষি কণ্ব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলনের কথা জানিতে পারিয়া আদৌ ক্রুদ্ধ হন নাই। বরঞ্চ এইরূপ গান্ধর্ব্ববিবাহই যে প্রাপ্তযৌবন নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক তাহা বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এদিকে দুষ্মন্তের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহের ফলে শকুন্তলা যথাকালে কণ্বমুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি কণ্ব বেদবিধানানুসারে সেই শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহর্ষি কণ্ব, তাহার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া শিষ্যগণের সহিত স-পুত্রা শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া রাজার সভায় উপস্থিত

হইলেন এবং মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সংঘটিত গান্ধর্ব্ববিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া, নিজগর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত শকুন্তলা কর্ত্তৃক উল্লিখিত কোনও ঘটনাই বিশ্বাস করিলেন না। তিনি শকুন্তলাকে এক ভ্রষ্টচরিত্রা নারীজ্ঞানে তাঁহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। শকুন্তলা রাজার বাক্যে একাধারে দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। তিনি নানারূপে রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজার প্রতি এই দৈববাণী লইল, "মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ, পিতারই পুত্র। পুত্র জনয়িতা হইতে কিছু মাত্র অভিন্ন নহে। এই পুত্র তোমারই ঔরসজাত। অতএব তুমি শকুন্তলা এবং তদগর্ভ জাত এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। আমাদের অনুরোধ তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর। ইনি ভরত নামে খ্যাত হইবেন।" এই দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে বলিলেন যে, শকুন্তলা যে তাঁহার গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহিতা পত্নী এবং ঐ বালকও যে, তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র সে বিষয়ে তিনি পূর্ব্বহইতেই নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সহসা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণ তাঁহাকে দুষী করিত এবং বালকও লোকের কলঙ্কভাজন হইত। সেই জন্যই তিনি শকুন্তলার সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতেছিলেন। এই কথা বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দুষ্মন্তের এই পুত্র ভরত নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৭০-৭৪। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২০। ভরত দেখ।

শকুন্তি—যদুবংশীয় দৃঢ়রথের তনয়। তাঁহার আত্মজ করম্ভ। অগ্নি-২৭৫। শকুনি দেখ।

শকুলাচিতা—ভট্টারিকী দেখ।

শক্ত—শিশুপালের অন্যতম সেনাপতি। গর্গ-বিশ্ব-৮।

শক্তি—(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ। (২) দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিত দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যার নাম ছিল শক্তি। তিনি ধর্ম্মের দশপত্নীর একতমা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৪) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৫) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত পঞ্চায়তনী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ, এই পাঁচদেবতার পাঁচটি যন্ত্র অঙ্কিত

করিয়া, তাহাতে ঐ পাঁচ দেবতার পূজা করিতে হয়। ঐ পাঁচ দেবতার মধ্যে গুরু যাঁহাকে প্রধান বলিয়া ধার্য্য করিবেন, তাঁহার যন্ত্র মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্ত্র-১১৩ পৃঃ। (৭) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণের এবং পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সমুদয় শক্তি রুদ্রদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ। সকলেরই করে রক্তোৎপল ও নরকপাল বিদ্যমান। ঐ সমুদয় শক্তির নাম নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরশক্তি —পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, ঊর্দ্ধমুখী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখী ও বিদ্যামুখী। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তি—মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আত্মশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কালরাত্রি, কুর্জিনী, কপার্দ্দিনী, বজ্রা, জয়া,সুমুখেশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। আবার অন্যত্র স্বর ও ব্যঞ্জন শক্তিগণের আর একটি তালিকা আছে। ঐ শক্তি সমুদয় সকল কামনা পূর্ণ করেন। তাঁহারা সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলা। এই শক্তিগণ প্রত্যেকেই হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন। সহাস্য-বদনা এই শক্তিগণ স্ব স্ব প্রিয়তমের অঙ্গে নিমগ্না রহিয়াছেন। অ হইতে ক্ষ অবধি মাতৃকা-বর্ণ সকলের অন্তে অনুস্বার যোগ করিয়া, প্রথমে তত্তৎ মূর্ত্তির পুরুষের অন্তে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া, তৎসহ যথাক্রম শক্তিরও তথাবিধ করিয়া ন্যাস করিবে। তাঁহাদের সকলের অগ্রে শ্রীবীজ যোগ করিবে। যথা—শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্তৈ নমঃ ইত্যাদি। ঐ সকল স্বরবর্ণের মূর্ত্তি ও তাঁহাদের শক্তি গণের তালিকা নীচে দেওয়া হইল। (ক) স্বরবর্ণের মূর্ত্তি :—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই স্বরবর্ণ মূর্ত্তির শক্তিদের নাম :—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি ও রতি। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মূর্ত্তি :—চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মূষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নার, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরী, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি

বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বিষম্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ। ঐ মূর্ত্তি সকলের শক্তি-দের নাম—জয়া, দুর্গা, প্রভা. সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা। (৮) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজার সংশ্রবে পীঠ শক্তির পূজার পর নিম্নলিখিত নয়জন শক্তির পূজা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম—জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধী, অঘোরা ও মঙ্গলা তন্ত্রঃ ১৬৪পৃঃ। (৯) তন্ত্রে আরও কতক-গুলি শক্তির উল্লেখ আছে। তাহাদের বিষয় জানিবার জন্য নিম্নলিখিত নাম গুলি দ্রষ্টব্য—মদদ্রবা, বেগবতী, মায়া, ব্রাহ্মী ও ভদ্রা। (১০) দানববর দুর্গের সহিত দেবী আদ্যাশক্তির সংগ্রাম-কালে মহেশ্বরীর শরীর হইতে বহু সংখ্যক শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া দানবদলনে দেবীকে সাহায্য করেন। সেই সকল শক্তিদিগের নাম—ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুর-তাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, ভূতানন্দা, কোট-রাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কার-হেতি, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্ব্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশা, পদ্মবাসিনী, পদ্মাস্যা, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেশী, সুরাত্মিকা, ত্রিবর্গা, বর্গ-রহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রিকৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোঘ্নী, দৈত্য-তাপিনী, স্তম্ভিনী, মোহনী, মায়া, মহামায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহো-ল্কাস্যা, ক্লিন্না, দনুজেন্দ্র-ক্ষয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্তা, শুভা-ননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, বার্ত্তালী, ত্রিবর্গফলদায়িনী, জম্ভলী, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১১) ব্রহ্মাদি দেব-গণের নিজ নিজ শক্তি আছে। এই সকল শক্তিগণ তত্তৎ দেবগণেরই অংশ-ভূতা। আবশ্যক কালে তাঁহারা দেব-তেজ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়া, নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। রক্তবীজের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ঐরূপ কতিপয় শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, দেবগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের নাম—ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, শিবশক্তি শিবানী, কুমার (কার্ত্তিকেয়) শক্তি কৌমারী, ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী, শূকরাকৃতি বরাহদেব শক্তি বারাহী, নৃসিংহাকৃতির দেবী নারসিংহী শক্তি, যমশক্তি যাম্যা, বরুণ শক্তি বারুণী ও কুবের শক্তি কৌবেরী দেবীভাগ-৫স্ক-২৮। বাম-৫৬। (১২) রুরুদৈত্যের বধকালেও ঐরূপ শক্তিগণ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দেবীপু-৮৫। ব্রহ্মাণি দেখ।

শক্তিধারী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের একনাম। স্কন্দ দেখ।

শক্তিসেন—অন্ধকবংশীয় নিঘ্নের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। নিঘ্ন ও প্রসেন দেখ।

শক্তিহস্ত—ত্রিপুরাসুরের এক জন অনুচর দানব। দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র-তনয় জয়ন্ত তাঁহাকে বধ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

শক্ত্রপ্রস্থেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

শক্ত্রি—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। তিনি দেবী অরুন্ধতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী অদৃশ্যন্তী ও পুত্র পরাশর। বায়ু-৭০। সৌর-৩০। মৎ-২০১। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-৮৯। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (২) মহর্ষি শক্ত্রি, শিবভক্ত ছিলেন। শিবেরপ্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবশতঃ তিনি রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ও যমলোকে গমন করেন নাই। তিনি কিছুকাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৬৭। (৩) শক্ত্রির রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার বিবরণের জন্য কল্মাষপাদ দেখ। মহাভা-আদি-১৭৬। স্কন্দ-আব-চতু-৮০। (৪) শক্ত্রি উত্তর-দিগ্‌বাসী মহর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ। (৫) বশিষ্ঠ-তনয় শক্ত্রি জ্ঞানলাভ করিয়া ও তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। ঐশিজ দেখ। (৬) ব্রহ্মা শিবের নিকট পদমালাবিদ্যা ও অপরাজিতা নামে যে বিদ্যাদ্বয় লাভ করেন, তাহা পরম্পরায় তৃণবিন্দুর অধিকারে আইসে। তৃণবিন্দুর নিকট হইতে তরক্ষু তাহা প্রাপ্ত হইয়া শক্ত্রিকে প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাহা লাভ করেন। পরাশর হইতে জাতুকর্ণ তাহা লাভ করিয়া দ্বৈপায়নকে প্রদান করেন। দেবীপু-১১। সোম দেখ। (৭) শক্ত্রি পরম্পরায় দক্ষের নিকট হইতে বায়ুপুরাণ প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে অবস্থান করিবার সময়েই তাহা লাভ করেন। পরাশরের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত

হইয়া, জাতুকর্ণ দ্বৈপায়নকে তাহা প্রদান করেন। দ্বৈপায়ন হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণ এই পুরাণ প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। সারস্বত দেখ। (৮) শক্তি, শিবের অবতার ছিলেন। বাম-৬। (৯) দশজন তামস ঋষির অন্যতম শক্তি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৫। শিব দেখ। (১০) বরাহ-কল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে শক্তি, ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। ব্যাস ও শিব দেখ। (১১) শক্তি, বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রুধির নামক রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। লি-পূ-৬৩।

শক্যমা—বিন্ধ্যবংশের অধিকার বিলুপ্ত হইবার পর, তিন জন বাহ্লীক বংশীয় রাজা মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে মাহিষিক বংশীয় শক্যমা রাজা হন। তৎপরে পুষ্যমিত্র, পটুমিত্র প্রভৃতি ত্রয়োদশজন রাজা ক্রমে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বায়ু-৯৯।

শক্র—(১) ইন্দ্রেরই এক নাম। ইন্দ্র দেখ। (২) দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে শক্র ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৩) শক্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ছিলেন। আদিত্য ও দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

শক্রভান—গোলকের অন্যতম দ্বার-পাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

শক্রমিত্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মান্ধাতা দেখ।

শক্রেশ্বর—অবন্তীক্ষেত্রস্থ শক্র-তীর্থে শক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-আবরেবা-৬১। স্কন্দ-নাগ-২২।

শঙ্কর—(১) দেবাদিদেব মহাদেবের এক নাম শিব। দেখ। (২) দানব-পতি দনুর এক পুত্রের নাম ছিল শঙ্কর। বিষ্ণু-১ম-২১। কূর্ম্ম-পূ-১৮। গরু-পূ-৬। (৩) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) সৌরাষ্ট্র দেশবাসী একজন বৃষল। তাহা ভ্রষ্টচরিত্রা ভার্য্যা তাহাকে নিধন করে। পদ্ম-স্বর্গ-৪৬। পদ্ম-ব্রহ্ম-৯,২০। (৫) পাণ্ড্যদেশে শঙ্কর নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগবোধে এক মুনি ও তাঁহার পত্নীকে হত্যা করেন। এই ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা উভয় পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তিনি অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। পরে এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি রামনাথ তীর্থে গমনপূর্ব্বক পাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৮। (৬) আহবনীয় অগ্নির

একপঞ্চাশৎজন পুত্রের অন্যতম শঙ্কর। দেবীপু-১২২।

শঙ্করাচার্য্য—কলিতে পুরাণ ও দর্শনে পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইলে, সরস্বতী রোদন করিতে আরম্ভ করেন। তখন সরস্বতীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, বিষ্ণু ও শিব আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতী আচার্য্যরূপী বিষ্ণুর পত্নী হন। শিব শঙ্করাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই নৈয়ায়িক মতদ্বারা বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৯।

শঙ্করাদিত্য—(১)কোনও সময়ে মহাদেব প্রীতমনে দিবাকরের স্তব করেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভাস্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহেশ্বর তখন দিবাকরকে সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সেই স্থানেই অংশরূপে অবস্থান করিতে বলিলেন। প্রভাকর তাহাতেই সম্মত হইয়া সেই স্থানে অবতীর্ণ হন। তদবধি তিনি শঙ্করাদিত্য নামে বিদিত হন। স্কন্দ-আব-অব-১৫। (২) প্রভাসক্ষেত্রে শঙ্করাদিত্য লিঙ্গ অবস্থিত। শঙ্কর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠি তিথিতে যে ইহাঁর পূজা করে সে, যেখানে দিবাকর অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমন করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫১।

শঙ্করী—(১) দেবী মাহেশ্বরীর নামান্তর। শঙ্করের ভার্য্যা এই অর্থে তিনি শঙ্করী নামে কথিতা হন। সতী দেখ। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) দেবী সাবিত্রী কার্ত্তিকের ক্ষেত্রে শঙ্করী নাম পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (৫) দেবী দুর্গার এক নাম। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারই লয় করেন এবং সকলের শুভ সম্পাদন করেন। এই জন্য তিনি এই নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৬) শ্রীধর নামক রাজার পত্নী। শ্রীধর দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শঙ্কর্ষণী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শঙ্খলিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা জনৈক মাতৃকা। সীতা দেখ।

শঙ্কু—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ও কংসের ভ্রাতা। মৎ-৪৪। গর্গ-মথু-৮। হরি-হরি-৩৭। (২) উগ্রসেনের ছয়জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, তুষ্টিমান এবং শঙ্কু। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অজভূ, উগ্রসেন, মুষ্টিক, যুদ্ধমুষ্টি, রাষ্ট্রপাল ও ভূময় দেখ। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের পাঁচ পুত্রের অন্যতম। অগ্নি-১৯। (৪) দানবরাজ দনুর শত পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৬৮। (৫)

দানব-শ্রেষ্ঠ বাণের অন্যতম পুত্র। কালি-৩৪। (৬) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৭) পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৮) উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। রথৌজা দেখ। (৯) ব্রহ্মার মানস-পুত্র অগ্নির পত্নী দক্ষকন্যা স্বাহা। তাঁহার গর্ভে আহবনীয়, দক্ষিনাগ্নি ও গার্হপত্য নামে তিনটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে গার্হপত্য হইতে পদ্ম ও শঙ্কু নামে অপত্যদ্বয় উৎপন্ন হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

শঙ্কুকর্ণ—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে জাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। দনু দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্য-কারী অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৭। বৈতালী দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনা-পতি। ববা-৯৪। (৪) স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে দেবী পার্ব্বতী তাঁহার সাহায্যার্থ উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্ত নামে তিনজন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের অন্যতম গণ। ব্রহ্মবৈ-গণে-১৫। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (৬) দৈত্যপতি রক্তা-ক্ষের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৭) শঙ্কুকর্ণ নামক জনৈক নাগ পাতালের চতুর্থতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (৮) সুশোভন নামক পাতালে শঙ্কুকর্ণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিত। ঐ তলের নিম্নভাগেই মায়া নামক নরক। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৯) শঙ্কুকর্ণ নামক এক শিব-পূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ শিবপূজা কলে শিবলিঙ্গে বিলীন হন। পদ্ম-স্বর্গ-১৮।

শঙ্কুপীঠ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। বৈতালী দেখ।

শঙ্কুবর্ণ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত জনৈক নাগ। তিনি মহা-রাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হইয়া-ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) মহারাজ জনমেজয়ের ভার্য্যা বপুষ্টমার গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুবর্ণ নামে দুইজন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) শঙ্কুবর্ণ নামক একজন ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে প্রস্তোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫।

শঙ্কুবেণী—দেবী দুর্গার এক নাম। কীলক (গোঁজ) পদের এক নাম শঙ্কু। শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ড সমূহও বেণী অর্থে বিদিত হয়। দেবীদুর্গার গলদেশে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ডমালা বিরাজিত এবং তিনি চরাচর জগতের কীলকস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহাতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এজন্যই

দেবী দুর্গা শম্বুবেণী নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭।

শম্বুমূর্দ্ধা—প্রভাসক্ষেত্রে পশ্চিমদিক-রক্ষক একজন দ্বারপাল। মহোদর দেখ।

শম্বুশিরা—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। ভাগ-৬স্ক-৬। বিষ্ণু-১ম-২১। দনু দেখ।

শম্বুশিরোধর—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

শঙ্খ—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের পুত্র. তিনি ব্যুষিতাশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুষ্প। হরি-হরি-৩। (৩) পুণ্য-জনীর গর্ভজাত যক্ষ মণিবরের অন্যতম পুত্র। ব্রাহ্ম-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (৪) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্যতম পুত্র। লিখিত ও বৃহৎশ্রবা দেখ। (৫) বিরাটরাজের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-১৮৬। (৬) শঙ্খ নামক একজন বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ এক তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই তীর্থ শঙ্খতীর্থ নামে খ্যাত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (৭) মণিকণ্ঠ দেখ। (৮) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৯) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৪৭। (১০) হৈহয়বংশীয় নরপতি শ্বেতের পুত্র শঙ্খ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বেঙ্কটাচলে ঘোরতর তপস্যা করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৭। (১১) হৈহয়বংশীয় নরপতি শ্রুতাভিমানের তনয় শঙ্খও অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩৭। (১২) সাগরের তনয় শঙ্খ দেবগণের সহিত শত্রুতা করাতে বিষ্ণু সাগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৫। পদ্ম-উত্ত-৯৭। (১৩) পম্পাতীরে শঙ্খ নামে একজন মহাতপা মুনি বাস করিতেন। এক ব্যাধ রৌদ্র তাপে পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে পাদুকা দান করে। তিনিও তাহাকে বৈশাখ-মাস-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৭-১৯। (১৪) শঙ্খ নামক একজন মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ শঙ্খেশ নামে খ্যাত। ঐ শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৪। (১৫) মিশ্রী দেখ। (১৬) শঙ্খ অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বাধিকারচ্যুত করিলে তাঁহারা তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুবর্ণ গিরির গুহায় আশ্রয় লয়েন। অতঃপর দৈত্যকুলপতি শঙ্খ, বেদমন্ত্রই দেবগণের শক্তিদায়ক, ইহা মনে করিয়া বেদ সমুদয় অপহরণ করিতে মনস্থ করে। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। সেই সুযোগ লইয়া শঙ্খ-

দানব ব্রহ্মার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বেদ সকল হরণ করে। কিন্তু বেদ-সমুদয় অসুরকর্তৃক গৃহীত হইয়া, ভীতি-বশতঃ সাগরের মধ্যে প্রবেশ করে। শঙ্খও বেদ সকলের অন্বেষণে সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বেদ সকল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, শঙ্খাসুর সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও বেদ সমুদয়ের কোনও সন্ধান পাইল না। এদিকে বিষ্ণু দেবগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, সাগর-সলিলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া বেদ সমুদয় উদ্ধার করেন। পদ্ম-উত্ত-৯৭।

শঙ্খকার—দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার অন্যতম পুত্র। বিশ্বকর্ম্মা দেখ।

শঙ্খকুম্ভশ্রবা—(১) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শঙ্খচূড—(১) শঙ্খচূড নামক অসুর বিষ্ণুর অংশে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী তুলসীও লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অংশভূতা সুদামা নামে একজন গোপ, রাধিকার শাপে অসুর-বংশে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শঙ্খচূড়। তিনি মহর্ষি জৈগীষব্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্র জপ করিয়া [illegible] লাভ করেন অতঃপর তিনি ব্রহ্মার নিকট অভিলষিত বর লাভ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে তিনি ধর্ম্মধ্বজ নৃপতির কন্যা তুলসীর সাক্ষাৎ পান এবং গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। শঙ্খচূড় বাহুবলে দেবগণকে তাঁহাদের সমুদয় অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। দেবগণ প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মা ও শিবকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলেন যে, তিনি শঙ্খচূড়কে সর্ব্বমঙ্গল-প্রদ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবচ তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ-পূর্ব্বক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইবেন। পরে মহাদেব বিষ্ণু-দত্ত শূলদ্বারা তাঁহাকে বধ করিবেন। তদ্ভিন্ন তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী তুলসীর সতীত্ব নষ্ট না হইলে, কেহই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য বিষ্ণু দেব-কার্য্যের সাহায্যের জন্য, শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণপূর্ব্বক তুলসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। অতঃপর শিব প্রথমে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করিয়া, নানা-রূপ স্তোকবাক্যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, দেবগণকে স্বর্গ রাজ্য প্রত্য-র্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শঙ্খচূড় তাহাতে সম্মত না হওয়াতে,

শিব বলিলেন যে, তাহা হইলে দেবগণ যুদ্ধ করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন। অনন্তর দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধকালে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভবনে গমনপূর্ব্বক, তৎপত্নী তুলসীর ধর্ম্মনাশ করেন। তাহার পরই শিব বিষ্ণুদত্ত শূলদ্বারা দৈত্যপতির প্রাণসংহার করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৭-২৩। (২) কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামে একজন যক্ষ ছিলেন। তিনি কংসের বল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাঁহার রাজসভায় গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করেন। কংস ও শঙ্খচূড় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গদাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। সেই যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় নির্ণীত হয় নাই। পরিশেষে মহর্ষি গর্গের বাক্যে তাঁহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর শঙ্খচূড় গৃহে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের সহিত রাস ক্রীড়ায় নিযুক্ত দেখিতে পান। তাহাকে দেখিয়া গোপীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্খচূড় তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন গোপীকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে গোপীর উদ্ধারের জন্য আসিতে দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে প্রয়াস পান। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। গর্গ-বৃন্দা-২৩। ভাগ-১০স্ক-৩৪। (৩) এক নাগের নাম। হিরণ্যাক্ষের পুত্র শকুনির প্রাণরূপী শুককে সে চন্দ্রদ্বীপে রক্ষা করিত। গর্গ-বিশ্ব-৪০। শকুনি দেখ। (৪) শঙ্খচূড় নামক এক সর্প নিজ ফণীস্থিত কিরণদ্বারা কাশীস্থিত সর্ব্বপাপহর বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া, সিদ্ধি লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (৫) নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে শঙ্খচূডকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। স্কন্দ-আব রেবা-৭৫।

শঙ্খন—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রবৃদ্ধের (নামান্তর কল্মাষপাদ) পুত্র। তাঁহার তনয় সুদর্শন। তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। রামা-আদি-৭০। ককুৎস্থ ও শীঘ্রগ দেখ। (২) রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশীয় রজনাভের পুত্র শঙ্খন। বায়ু-৮৮। ব্যুষিতাশ্ব দেখ।

শঙ্খনাভ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বজ্রনাভের পুত্র। তাঁহার তনয় ব্যুত্থিতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। শঙ্খন দেখ।

শঙ্খপদ—(১) মহর্ষি অত্রির কন্যা শ্রুতির গর্ভে শঙ্খপদ জন্মলাভ করেন। শঙ্খপদের পিতা কর্দ্দম ঋষি। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯ শিব-বায়ু-পূ-১৫। (২) কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ দক্ষিণ দিকের অধিপতি ছিলেন।

ব্রহ্মপু-৪। (৩) অত্রি-কন্যা শ্রুতি পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র শঙ্খপদ। ব্রহ্মা-২৯। (৪) মহাত্মা শঙ্খপদ তপস্যার প্রভাবে স্বর্গে গমন করেন। বায়ু-৫৭। রজ দেখ।

শঙ্খপা—লোকাক্ষি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাৎ—লোকাক্ষি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাদ—(১) কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। তিনি ব্রহ্মাকর্তৃক দক্ষিণদিকের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হন। হরি-হরি-৪। শঙ্খপদ দেখ। (২) লৌগাক্ষি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-২০। লোকাক্ষি দেখ।

শঙ্খপাল—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (২) শঙ্খপাল নামক সর্প শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করিতেন। বায়ু-৫২। বিশ্বাবসু দেখ। (৩) শঙ্খপাল ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। ব্যাঘ্র দেখ। (৪) বাসুকী শঙ্খপাল প্রভৃতি দ্বাদশজন নাগ, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যকে বহন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অশ্বতর দেখ। (৫) শঙ্খপাল নামে একজন অসুর পাতালে বাস করিত। দেবীপু-৩, ৮২। (৬) যোগনন্দিনী দেখ।

শঙ্খপিণ্ড—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

শঙ্খবর্চ্চা—জনৈক নাগ। বরা-২১৪।

শঙ্খবেগ—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শঙ্খভৃৎ—শ্রীকৃষ্ণের একনাম। মহাভা-আদি-১৪৯।

শঙ্খমাধব—(১) শঙ্খচূড় দানবকে বধ করিয়া, শিব বারাণসীতে শঙ্খমাধব নামে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩। (২) পাপিষ্ঠ মানবও শঙ্খমাধব তীর্থে স্নান তর্পণাদি কার্য্য করিলে, নির্ম্মলতা লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮। (৩) শঙ্খমাধব তীর্থে স্নান করিয়া তন্নামীয় শিবলিঙ্গকে শঙ্খবারি দ্বারা স্নান করাইলে, মানব শঙ্খনিধির অধীশ্বর হইতে পারে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

শঙ্খমান—জনৈক ঋষিক। বৃহদ্রুক্থ দেখ।

শঙ্খমুখ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

শঙ্খমেখল—জনৈক ঋষি। মহাভা-আদি-৮।

শঙ্খরোমা—কদ্রুর গর্ভজাত জনৈক নাগ। কদ্রু দেখ।

শঙ্খলিকা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শঙ্খলোমা—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম

নাগ। কদ্রু দেখ।

শঙ্খশিরা—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ।

শঙ্খি—শ্রীকৃষ্ণের একনাম। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শঙ্খিনী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৩) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহা-শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্র-৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শঙ্খী—তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জন। তন্ত্র-২৩৮পৃঃ। শক্তি দেখ।

শচী—(১) দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী। দৈত্যপতি অনুহ্লাদ একবার কৌশল করিয়া, তাঁহাকে হরণ করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯। (২) শচী পুলোমার কন্যা ছিলেন। শচীর গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১১৯। (৩) পঞ্চপাণ্ডবেরা ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হন এবং দ্রৌপদী দেবী শচীর অংশভূতা ছিলেন। মার্ক-৫। (৪) ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে জলগর্ভে যাইয়া লুক্কায়িত হন। তখন দেবরাজের অদর্শনে দেবগণ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপিত করিলেন। নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শচীকেও কামনা করিলেন। তখন পতিব্রতা শচী অতিশয় শঙ্কাকুলা হইলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভুবনেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভয় দিলেন। অতঃপর শচী, দেবীর পরামর্শে মানস সরোবরে যাইয়া লুক্কায়িত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। শচী ইন্দ্রকে নিজ বিপদের কথা বলিলেন। ইন্দ্র শচীকে কি কৌশলে নহুষকে বঞ্চিত করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে, তদবিষয়ে মন্ত্রণা দিলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহুষের নিকট গমন করিয়া বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক, নহুষকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নহুষকে অনন্যগোচর-বাহনে আরোহণ করিয়া, দেবপুরে আগমন করেন ইহা দেখিতে বাসনা করেন। বিভিন্ন দেবগণের বিভিন্ন প্রাণী বাহন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু নহুষ যেন সংশিত-ব্রত মুনিগণের দ্বারা বাহিত বাহনে আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গে আগমন করেন। তাহা হইলেই তিনি নহুষের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। নহুষ তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। নহুষ ও অগস্ত্য দেখ। দেবীভা-৬স্ক-৭, ৮, ৯। (৫) ইন্দ্রপত্নী শচী প্রকৃতি ... অন্যতমা কলা হইতে উৎপন্না। দে... ৯স্ক-১। (৬) পুলোম-নন্দিনী ... একবার তপস্যাদ্বারা মহাদেবে...

সাধন করেন। মহাদেব প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শচী প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদেবগণের মধ্যে সম্মানীয়, সকল দেবগণের মধ্যে সুন্দরতম এবং সকল যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই, পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন শচী শঙ্করের নিকট স্বেচ্ছামত রূপ, স্বেচ্ছাস্বরূপ সুখ এবং ইচ্ছামত আয়ু প্রার্থনা করেন। মহাদেব শচীর সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮০। (৭) ঋগ্বেদে শচী কর্ত্তৃক নিজের উদ্দেশে রচিত কয়েকটি সূক্ত আছে। ঐ গুলি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব করিবার মন্ত্র বিশেষ। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ঐ শ্রেণীর সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কেবল পাঠকদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্থলে যাহার উদ্দেশ্যে সূক্তগুলি রচিত হইয়াছে, সেই দেবতার নামই দেওয়া হইয়াছে। ঋক্-১০।১৫৯। ১-৬।

শঠ—(১) জনৈক লঙ্কানিবাসী রাক্ষস। রামা-উত্ত-৬। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। মহাভা আদি-৬৫। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৩) বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত আট পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। গরু-পূ-১৪৩। উশীনর দেখ।

শতকর্ণীদণ্ডশ্রী—অন্ধ্রবংশীয় রাজা বিজয় ছয় বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর, শতকর্ণীদণ্ডশ্রী তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর রাজা পুলোবা সাত বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। বায়ু-৯৯। বিজয় (১৫) ও (২০) দেখ।

শতকেতু—শিবাবতার লাঙ্গলীভীমের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৩। লাঙ্গলীভীম দেখ।

শতক্রতু—(১) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে শতক্রতু নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। জৈগীষব্য ও শিবাবতার দেখ। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। দনু দেখ। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। তিনি অন্যান্য দেবগণের সাহায্যে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া, ক্রমে ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎফলে তিনি শতক্রতু এই নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-৩৩। (৩) একবার শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যমুনিগণ এবং শিবি, দিলীপ, নহুষ, পুরু, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার

প্রভৃতি রাজর্ষিগণ শতক্রতুর (ইন্দ্রের) সহিত, প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে, মাঘীপূর্ণিমাতে কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হন এবং ঐ তীর্থে অবস্থিত ব্রহ্মসর নামক পবিত্র সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক, মৃণালসমূহ উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্য, যে সমুদয় মৃণাল উদ্ধার করিয়া তীরে রাখিয়া ছিলেন, সে সমুদয় সহসা অন্তর্হিত হইল। কে অপহরণ করিল তাহা কিছুতেই যখন নির্ণীত হইল না, তখন সকলে শপথপূর্ব্বক নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। সকলেরই শপথ করা সমাপ্ত হইলে, শতক্রতু (ইন্দ্র) শপথ করিবার ছলে বলিলেন, "যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিত-ব্রত-চর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যা দান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।" শতক্রতুকে এইরূপ শপথ করিতে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন—"যেহেতু তুমি শপথছলে নিজের মঙ্গলই কামনা করিলে, তখন তুমিই মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।" তখন শতক্রতু বলিলেন যে, তিনি লোভবশতঃ মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করেন নাই। মহর্ষিগণের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্যই, ঐ উপায় অবলম্বন করেন, তজ্জন্য মহর্ষিরা যেন তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। শতক্রতুর বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, নিজ মৃণাল গ্রহণ করিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৪।

শতঙ্কু—উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৬। উগ্রসেন দেখ।

শতগামী—জটায়ুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম। মৎ-৬। জটায়ু দেখ।

শতগাল—বিপ্রচিত্তির অন্যতম পুত্র বায়ু-৬৮। বিপ্রচিত্তি দেখ।

শতঘণ্টা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, শতানন্দা (তীং) তাঁহার সাহায্যার্থ, শতঘণ্টা ও উলূখলমেখলাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

শতজিৎ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভজমান ও অযুতায়ু দেখ (২) ভরতবংশীয় রজের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বগ্‌জ্যোতি প্রধান ছিলেন এই শতপুত্রেরা এই ভারতবর্ষকে নয়

ভাগে বিভক্ত করিয়া, রাজ্য করিয়াছিলেন। বরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে, এই সকল নৃপতিরা পৃথিবী ভোগ করেন। বিষ্ণু-২য়-১। গরু-পূ-৫৪। (৩) ভরতবংশীয় বিরজরাজার পত্নী বিষূচীর গর্ভে শতপুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ সমুদয় পুত্রদের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৪) বিরজের পুত্র রজ, তাঁহার তনয় শতজিৎ। তাঁহার একশত পুত্রেব মধ্যে বিশ্বজিৎ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই বিশ্বজিৎ প্রমুখ একশত ভ্রাতা, এই ভারতবর্ষকে সাত অংশে বিভাগ করিয়া বাজত্ব কবেন। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) শতজিতেব তনয় বিশ্বজ্যোতি। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৬) যযাতিব তনয় যদুব অন্যতম পুত্র সহস্রজিৎ। তাঁহার অপত্য শতজিৎ। শতজিতেব তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম হৈহয়, হয় ও তালহয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৭) যদুবংশীয় শতজিতের তিন পুত্র—হৈহয়, মহাহয় ও বেণুহয়। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) শতজিতের তনয়দের নাম—হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৯) যযাতির পুত্র যদু, যদুর অপত্য শতজিৎ, তাঁহার পুত্র হৈহয়। সৌর-৩১। (১০) যদুবংশীয় সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার অপত্যদ্বয়ের নাম—হয় ও হৈহয়। গরু-পূ-১৪৩। (১১) যদুর তনয় শতজিৎ। তাঁহার পুত্র হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। লি-পূ-৬৮। (১২) যদুনন্দন সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন সন্তান জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১৩) যদুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম শতজিৎ। তাঁহার তিন তনয়—হৈহয়, বেণুহয় ও হয়। অগ্নি-২৭৫। (১৪) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১৫) বৃষ্ণিবংশীয় বাহুকের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত চারিপুত্রের অন্যতম। বাহুক দেখ।

শতজিহ্ব—(১) মহাদেবের একজন গণ। সৌর-৩৫। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আদি-২৮৫।

শতঞ্জয়া—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণেব অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শততেজা—(১) বরাহকল্পে দ্বাদশ দ্বাপরে শততেজা ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব অত্রি নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-৭। বায়ু-২৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিবাবতার দেখ।

শতদংষ্ট্র—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

শতদ্যুম্ন—(১) চাক্ষুষমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৬। অগ্নি-১৮। শিব-ধর্ম্ম-৫২। বিষ্ণু-১ম-১৩,

... ... ২। ... ব্রহ্মপু-২। গরুড়-পুরাণ। ... ও মধুশ্রী দেখ।
(২) ... ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। তাঁহার তনয় শুচী। ভা।-৯স্ক-১৩। গরুড়-পু-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।
(৩) শতদ্যুম্ন নরপতি মুদ্গল ঋষিকে স্বর্ণময় অট্টালিকা দান করেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। মহাভা-শান্তি-২৩৪, অনুশা-১৩৭। মরুত্ত, মদিরাশ্ব, যুবনাশ্ব ও বস্তি দেখ।

শতদ্রুতি—নরপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রচেতারা দশ ভ্রাতা জন্মলাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। প্রচেতা দেখ।

শতধনু—(১) জনৈক রাজা। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা। রাজদম্পতি একবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাসলিলে স্নান সমাপনান্তে তীরে উত্থিত হইয়া, তাঁহারা এক পাষণ্ডকে দৃষ্টিগোচর করেন এবং রাজা শতধনু তাহার সহিত আলাপ করেন। তাঁহার পত্নী কিন্তু পাষণ্ডের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। উপোষিত অবস্থায় পাষণ্ডের সহিত আলাপ করাতে, রাজা জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নী এক রাজার কন্যারূপে জন্মলাভ করেন। তৎপরে শতধনুরাজা ক্রমে ক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূররূপে জন্ম লাভ করেন। ... তাঁহার পত্নী ... বারেই কাশীরাজ-দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি জন্মেই ইতর প্রাণীরূপী শতধনুর সহিত, তাঁহার পত্নীর সাক্ষাৎ হইত এবং কাশীরাজ-দুহিতা তাঁহার ইতর-প্রাণীরূপী পতির যথাসাধ্য সেবা করিতেন। পরিশেষে ময়ূররূপে জন্মিবার পর, কাশীরাজ-দুহিতা পতিকে রাজা জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান করাইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অনন্তর শতধনুরাজা কলেবর ত্যাগ করিয়া জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রজা পালনান্তর যথাকালে স্বর্গগামী হইলেন। বিষ্ণু-৩য়-১৮। (২) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (৩) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

শতধন্বা—(১) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র। হৃদিক দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়া সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, (শ্রীকৃষ্ণ দেখ) সত্রাজিত কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সম্প্রদান করেন। অক্রূর, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ পূর্ব্বেই সত্রাজিতের নিকট সত্যভামার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ তাঁহাদিগের কাহারও সহিত সত্যভামার বিবাহ না দেওয়াতে

তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলের প্ররোচনায়, শতধন্বা সত্রাজিতকে বধ করিয়া, সেই স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার নিকট সেই সংবাদ পাইয়া, শতধন্বাকে বধ করিতে মনস্থ করেন। শতধন্বা তাহা অবগত হইয়া, কৃতবর্ম্মা, অক্রূর প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে সত্রাজিতকে বধ করিবার জন্য, শতধন্বাকে প্ররোচিত করিলেও, এক্ষণে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শতধন্বাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। শতধন্বা অগত্যা অক্রূরের নিকট সেই মণি গচ্ছিত রাখিয়া, দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ পাইয়া বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহাকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভাগ-১০স্ক-৫৭। বায়ু-৯৬। হরি-হরি-৩৯। (৩) মৌর্য্যবংশীয় সোমশর্ম্মার তনয় শতধন্বা। তাঁহার আত্মজ বৃহদ্রথ। শতধন্বা মৌর্য্যবংশীয় অষ্টম নরপতি ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৪) মহাপদ্মবংশের পর মৌর্য্যবংশ মগধে রাজত্ব করেন। ঐ বংশীয় শতধন্বা রাজত্ব করার পর, তাঁহার পুত্র (নাম নাই) ছয় বৎসর মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর বৃহদ্রথ এক বৎসর[illegible] রাজত্ব [illegible]-২৭২। শতধর দেখ। (৫) শতধন্বা নামক একজন নরপতি কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪।

শতধর—মৌর্য্যবংশীয় নরপতি দেববর্ম্মার পুত্র। তাঁহার তনয় বৃহদশ্ব। শতধর আটবৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদশ্বই মৌর্য্যবংশের নবম এবং শেষ নরপতি। মৌর্য্যবংশীয় এই নয় জন নরপতি সর্ব্বসমেত একশত সাঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর শুঙ্গবংশীয়গণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। শতধন্বা (৩) ও (৪) দেখ।

শতধার—তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকারকালে, তিনি সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। উত্তম ও মনস্বী দেখ।

শতনন্দ—(১) শরদ্বান ঋষির পুত্র। শতনন্দের মাতা অহল্যা ও পুত্র সত্যধৃতি। মৎ-৫০। (২) দিবোদাস কন্যা অহল্যা মহর্ষি গৌতমের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শতনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-পু-২৯। শরদ্বান ও গৌতম ও শতানন্দ দেখ।

শতপলা—বলরামের অন্যতমা কন্যা। বলদেব দেখ।

শতবনি—ঋগ্বেদোক্ত একজন রাজা। সায়নাচার্য্য তাঁহার কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-১।৫৯।৭।

শতবল—একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আদেশে উত্তর দিকে সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪৩, ৪৫, ৪৭।

শতবলাক—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

শতবলী—(১)একজন বানর দলপতি। তিনি হিমাচলবাসী পদ্মকেশর বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বানর গণের অধিপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি দশ সহস্র কোটী বানরসহ কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিয়া, রামের অনুগমন করেন। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন। লঙ্কা-সমরের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় অনুচর-গণসহ লঙ্কার দক্ষিণদ্বার অবরোধ-পূর্ব্বক, অবস্থান করেন। লঙ্কা সমরান্তে তিনি রামের সহিত অযোধ্যায় গমন করেন এবং রামের রাজ্যাভিষেকান্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯ ; লঙ্কা-২৭, ৩৮, ৪২, ৪৭ ; উত্তরা-৫০। (২) তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ শত্রুঘ্নের অনুগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-৫।

শতবাহু—সুপর্ব্বা নামক নরপতির পুত্র। তিনি যৌবনকালে অতিশয় পাপাসক্ত ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হন। তথায় এক ব্রাহ্মণের নিকট হনুমন্তেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তথায় তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩।

শতভিষা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা এবং চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীগণের অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

শতমন্যু—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি বিংশতি কোটী অনুচরসহ শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

শতমায়—কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে উৎপন্ন অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩।

শতমুখ—(১) জনৈক দানব। সে অযুত বর্ষকাল শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুরাণ লাভ করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-২। (২) ব্রহ্মা শতমুখ নামক এক অসুরকে উৎপাদন করেন। সেই অসুর শতাধিক বৎসরকাল নিজ শরীর-মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করে। শূলপাণি তাহার ভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শতমুখ বলিল—"আপনার অনুগ্রহে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে বিরাজিত থাকে।" শিব তাহাকে সেইরূপ বরই প্রদান

করেন। মহাভা-অনুশা-১৪।

শতযূপ—কেকয় দেশের অধিপতি। তিনি সংসারে বিতরাগ হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান-পূর্ব্বক, বনবাস আশ্রয় করেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, যখন বনে গমন করেন, তখন রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পরম সুখে শতযূপের আশ্রমে বাস করেন। মহাভা-আশ্র-১৯, ২০।

শতরথ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মূলকের পুত্র শতরথ। তাঁহার তনয় ঐলবিল। বায়ু-৮৮। ঐড়বিড় দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নকুলের তনয়। তাঁহার অপত্য ইলিবিল। সৌর-৩০। কূর্ম্ম-পূ-২১। লি-পূ-৬৬। নকুল ও বৃদ্ধশর্ম্মা দেখ।

শতরুদ্রিকা—অন্যতমা নদী। তিনি অগ্নিদেবের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। রেবা দেখ।

শতরূপ—(১) সুতার নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। সুতার ও সত্য দেখ।

শতরূপা—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (২) নয় জন মানস পুত্র সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মা এক কন্যা সৃজন করেন। সেই কন্যার নাম অজজা। তিনিই আবার শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধা। ব্রহ্মা সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-৩। (৩) প্রজা সকল সৃষ্ট হইবার পর, ব্রহ্মা শতরূপা নাম্নী অযোনিজা এক কন্যা উৎপাদন করেন। সেই কন্যা বশিষ্ঠের মহিমা ও ধর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্ট হইয়া পতিলাভার্থ, পরম তপস্যায় প্রবৃত্তা হন এবং কালক্রমে স্বায়ম্ভুব মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। শতরূপার গর্ভে বীর নামক এক পুত্র জন্মে। বীর হইতে কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৪) শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা (১৪) দেখ। (৫) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাত কন্যা শতরূপার গর্ভে, প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। স্বায়ম্ভুব মনু ইঁহাদের পিতা ছিলেন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। ব্রহ্মা (৩২) দেখ। (৬) দুইভাগে বিভক্ত ব্রহ্মতনুর অর্দ্ধাংশ হইতে শতরূপা নাম্নী নারী আবির্ভূতা হন। অপর অর্দ্ধাংশ হইতে এক যশস্বী পুরুষ

[illegible] হন। শতরূপা [illegible]শে অবস্থান করিয়া নিযুত বৎসর দুষ্কর তপস্যা করেন এবং তৎফলে সেই ব্রহ্মার অর্দ্ধদেহজাত পুরুষকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে খ্যাত হন। ঐ মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। সৌব-২৬। (১১৪০ পৃঃ দেখ)। (৭) বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহাব ধর্ম্মপত্নী রূপিণী শতরূপাকে সৃজন কবেন। দেবীভা-১০স্ক-১। (৮) ব্রহ্মাব বামাংশ হইতে শতরূপা উৎপন্না হন। তাঁহার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্রীমহাভা-৩। ব্রহ্মা (৭৭) দেখ। (৯) ব্রহ্মাব মানস পুত্রগণ প্রজা সৃষ্টি কবিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি প্রজা বৃদ্ধিব জন্য নিজ শরীর দ্বিধা বিভক্ত কবিয়া, বামার্দ্ধহইতে শতরূপা নাম্নী এক কন্যা এবং দক্ষিণার্দ্ধ-হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র সৃজন করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে শতরূপাব গর্ভে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। বৃহন্ন-মধ্য-২। (১০) শতরূপা সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণের জন্য স্বায়ম্ভুব মনু এবং ব্রহ্মা (১৪), (৩১), (৩২), (৪০), (৬৯) ও (৭৭) দেখ।

শতলোচন—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন বাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-বামা-১৮।

শতশীর্ষ—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, বাহুদা নদী তাঁহাব সাহা-য্যার্থ, স্বীয় অনুচব শতশীর্ষকে প্রদান কবেন। বাম-৫৭।

শতশিলাক—মহর্ষি জৈগীষব্যেব পিতা। বায়ু-৭২। জৈগীষব্য দেখ।

শতশৃঙ্গ—(১) বাজর্ষি ভবতেব পুত্র শতশৃঙ্গ। তাঁহাব ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রদ্বীপ, গভস্তিমান, নাগ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বরুণ নামে কতিপয় পুত্র এবং কুমাবিকা নামে এক কন্যা ছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। কুমাবিকা দেখ। (২) শতশৃঙ্গ মুনিব আশ্রমেই পাণ্ডুবাজা ঋষিশাপে দেহ ত্যাগ কবেন। অগ্নি-১৩।

শতসন্তনিকা—শ্রীকৃষ্ণেব শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৭৩।

শতহ্রদ—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হবি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। দনু দেখ।

শতাক্ষী—(১) দেবীদুর্গার একনাম। দেবীপু-১২৭। (২) দেবী আদ্যা-শক্তির এক নাম। কোনও সময়ে

শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন জগৎ জলশূন্য হইলে, মুনিগণের প্রার্থনায় দেবী আদ্যাশক্তি অযোনিজারূপে উৎপন্না হন। তখন তিনি শতনেত্র-দ্বারা মুনিগণকে অবলোকন করেন। সেইজন্য মানবগণ দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিত করেন। মার্ক-৯১। (৩) দুর্গম নামক অসুর দেবগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে, দুর্গম ব্রহ্মার নিকট হইতে সমুদয় বেদ যাচ্ঞা করেন এবং যাহাতে তিনি সকল দেবতা-দিগকেই পরাজয় করিতে পারেন, সেইরূপ বল প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তাহার উভয় প্রার্থনাই পূরণ করেন। দুর্গম অসুর বেদ সকলের অধীশ্বর হওয়াতে, পৃথিবীতে বেদ বিলুপ্ত হইল এবং বেদাচার মূলক সমুদয় ক্রিয়া-কর্ম্মাদিও লোপ পাইল। যাগযজ্ঞ সব বন্ধ হওয়াতে এবং তৎফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির অভাব বশতঃ, বৃষ্টিরও অভাব হইল। শতবর্ষব্যাপী এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে, প্রাণিগণ সকলে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন [illegible] দেবী শিবানীর স্তব করিতে [illegible]লেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট [illegible] দেবী নিজ অদ্ভুতরূপে উহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই চতুর্হস্তা দেবী দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে শরমুষ্টি ও কমল এবং বাম ভুজদ্বয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি-নাশক-পুষ্পপল্লব-ফলমূলাদি ও মহা-শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্ত নেত্র সমুদয় হইতে, নয় দিবস নিরন্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নদনদী সমূহ পুনর্বার প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবগণ দুর্গম অসুরের ভয়ে গিরিগুহাদিতে লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহারা পুনর্বার বহির্গত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শতাক্ষী বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দেবীভা-৭স্ক-২৮।

শতানন্দ—(১) ভাবী সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। গালব দেখ। (২) মহর্ষি শর-দ্বানের পুত্র। তাঁহার জননীর নাম অহল্যা। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। হরি-হরি-৩। অগ্নি-২৭৬। গরু-পূ-১৪৪। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। শরদ্বান দেখ। (৩) গৌতম-তনয় শতানন্দের পুত্র শরদ্বান। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) শতানন্দ বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের কুল-পুরোহিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০৫। (৫) ব্রহ্মা (১৯৪) দেখ।

শতানন্দা—(১) অন্যতম মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) সীতার রোমকূপ হইতে

উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৫) শতঘণ্টা দেখ।

শতাণীক—দ্রৌপদীর গর্ভে জাত অর্জ্জুনের পুত্র। মহাভা-আদি-৬৭।

শতানীক—(১) ধর্ম্ম-পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনু ভাব্যের অন্যতম পুত্র শতানীক ছিলেন। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (২) রুদ্রসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। রুদ্রসাবর্ণি দেখ। (৩) দ্রৌপদীর গর্ভজাত অর্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৫। (৪) রাজা জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৫। (৫) শতানীকের পুত্র অশ্বমেধদত্ত। বায়ু-৯৯। (৬) পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শতানীক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২২১। গরু-পূ-১৪৫। (৭) জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যমুনির নিকট হইতে বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, মহর্ষি শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। শতানীকের পুত্র সহস্রানীক। ভাগ-৯স্ক-২১। (৮) ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিশ্রেণ্য, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি ও ইন্দ্র নামে কতিপয় পুত্র ছিল। গরু-পূ-৮৭

শতাবর্ত্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

শতাবর্ত্তা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শতায়ু—(১) পুরূরবার অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। মহাভা-আদি-৭৫। কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-পূ-৬৬। অগ্নি-২৭৪। বায়ু-৯১। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। গরু-পূ-১৩। অমাবসু, অমায়ু ও পুরূরবা দেখ।

শতায়ুধ—অন্যতম দানব। কালিকা-৪০।

শতার্চ্চি—কতিপয় সংশিতব্রত ঋষির অন্যতম। হেমকান্তি দেখ।

শতাস্য—মহাদেবের অন্যতম গণাধ্যক্ষ। সৌর-৩৫।

শতোদর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

শতোদরী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। রামা-অদ্ভু-২৩। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শতোলূকমুখী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারিণী অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মাতৃকাগণ দেখ।

শতলূকমেখলা—কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারিণী অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মাতৃকাগণ দেখ।

শত্রাজিৎ—যদুবংশীয় নিম্নের তনয়। গরু-পূ-১৪৩। নিম্ন দেখ।

শত্রি—সম্বরণ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া, যজ্ঞাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি নামক রাজর্ষির স্তব করিতেছি। প্রচুর বারিরাশি তাঁহার সমৃদ্ধি সাধন করুক।" সায়নাচার্য্য এই শত্রিনরপতির কোনও বিবরণ দেন নাই। ঋক্-৫।৩৪।৯।

শত্রু (১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ।

শত্রুঘ্ন—(১)অযোধ্যাপতি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়ের অন্যতম। তিনি তাঁহার অন্যতম জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন। ভরত যখন মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার অনুগমন করেন। শত্রুঘ্নের সহিত জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর, শত্রুঘ্ন অগ্রজ ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভরত যখন পৌরজনসহ রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। রাম সীতার উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, শত্রুঘ্ন অপর দুই ভ্রাতার ন্যায় সর্ব্বদাই রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহার রাজকার্য্যের সাহায্য করিতেন। যমুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ মধুদানবের পুত্র লবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, রামচন্দ্রের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলে, রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে লবণ বধের জন্য প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, লবণকে বধ করেন এবং তাঁহার রাজধানী মধুপুর অধিকার করেন। শত্রুঘ্ন যখন লবণ বধের জন্য গমন করেন, তখন পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লবকে দর্শন করেন। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞকালে সমাগত রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সুবাহু নামক পুত্র মথুরাপুরীর অধীশ্বর ছিলেন এবং শত্রুঘাতী নামক পুত্র বিদিশার অধিপতি হন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত সরযূ প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। রামা-আদি-১৮, ৭৩, ৭৭; অযো-৭১; উত্ত-৪৮, ৪৯, ৭৩—৮৪, ১১৫, ১২১-১২৩। (২) শত্রুঘ্ন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন জাম্ববান্, গবয়, দধিমুখ, অঙ্গদ, মৈন্দ, সুগ্রীব, শতবলী অগ্নিক, নল, নীল প্রভৃতি বানরদলপতি গণ, এবং প্রতাপাগ্র, লক্ষ্মীনিধি, নীলরত্ন, রিপুতাপ, উগ্রাশ্ব প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ, তাঁহার অনুগমন করেন। শত্রুঘ্ন নানা দেশ পর্য্যটন,

বহু রাজন্যবর্গকে পরাভব ও তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে কুশ ও লবের সহিত শত্রুঘ্নের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কুশ ও লব যজ্ঞাশ্বের কপালে জয় পত্র দেখিয়া, সেই অশ্ব বন্ধন করেন। তখন শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচর-দিগের সহিত, লবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুশ তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উজ্জয়িনীতে মহাকালের অর্চ্চনার জন্য গমন করিয়াছিলেন। লব প্রথমে শত্রুঘ্নকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। কিন্তু শত্রুঘ্ন পরে লবকে পরাজয় করিয়া বন্ধন করেন। কুশ প্রত্যাগমন করিয়া, সকল বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন করেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে সানুচর শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং পাশবদ্ধ হইয়া সীতার নিকট নীত হন। সীতাদেবী তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া, কুশ ও লবকে তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিতে এবং যজ্ঞাশ্বকে মুক্তি দিতে আদেশ দেন। অতঃপর সীতা দেবীর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া, সপরিজন শত্রুঘ্ন যজ্ঞাশ্ব লইয়া, অযো-ধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। পদ্ম-পাতা-৪, ৯, ১৩, ১৫—৩২, ৩৬। (৩) পুরাকল্পীয় রামায়ণ মতে দশরথের অন্যতমা পত্নী সুবেশার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার (ও অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতার) নাম করণ করেন। শত্রু বধ করিতে নিপুণ বলিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার নাম রাখেন শত্রুঘ্ন। পদ্ম-পাতা-৭১। (৪) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। লি-পূ-৬৯। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ। (৫) শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। শ্বফল্ক দেখ। (৬) রামানুজ শত্রুঘ্ন অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমহাভা-৩৭। (৭) দশরথাত্মজ শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম—সুবাহু ও সুরসেন। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। গরু-পূ-১৪২। (৮) রামানুজ শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম সুবাহু ও শত্রুসেন। ভাগ-৯স্ক-১১। (৯) বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বিষ্ণুর দক্ষিণ ও বাম বাহুর অংশভূত ছিলেন। অদ্ভু-রামা-৪। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

শত্রুজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। মান্ধাতা দেখ। (২) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। [illegible] দেখ। (৩) যদুবংশীয় [illegible] অন্যতম পুত্র। [illegible] কালে শত্রুজিৎ [illegible] পরা-ক্রান্ত [illegible] তাঁহার [illegible]

প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ। মার্ক-২০। ঋতধ্বজ ও প্রতর্দ্দন দেখ। (৫) যদুবংশীয় নিম্নের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। নিম্ন দেখ। (৬) পুরূরবা-বংশীয় প্রতর্দ্দনের নামই ছিল শত্রুজিৎ। প্রতর্দ্দন দেখ। (৭) কোশলাধিপতি ধ্রুবসন্ধির কনিষ্ঠা পত্নী লীলাবতীর গর্ভে শত্রুজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। শুভদর্শন, মিষ্টভাষী শত্রুজিৎ কনিষ্ঠ হইয়াও পিতার অধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন। ধ্রুবসন্ধি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মন্ত্রীগণ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সুদর্শনকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শত্রুজিতের মাতুল উজ্জয়িনীর অধিপতি যুধাজিৎ ভাগিনেয়ের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সুদর্শনের মাতামহ বীরসেনকে নিহত করেন এবং শত্রুজিৎকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তখন সুদর্শনের মাতা মনোরমা, পুত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। দীর্ঘকাল পরে সুদর্শন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, শত্রুজিৎ ও তাঁহার মাতামহ যুধাজিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। দেবীভা-৩স্ক-১৪-২৪। সুদর্শন দেখ। (৮) দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু ও কশ্যপ দেখ।

শত্রুঞ্জয়—ঐ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহর্ষি ভরদ্বাজকে অলব্ধ বস্তু কিরূপে লাভ করিতে পারা যাইতে পারে, এবং সেই বস্তু লাভ করিলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং ভরদ্বাজও তাহার যথাযথ উত্তর দেন। মহাভা-শান্তি-১৪০

শত্রুঘ্না—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শত্রুতপন—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৭৫। দনু দেখ।

শত্রুমর্দ্দন—নরপতি ঋতধ্বজের অন্যতম পুত্র। মার্ক-২৬।

শত্রুসেন—(১) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। শত্রুঘ্ন দেখ। (২) প্রাগ জ্যোতিষপুরাধিপতি অশ্ববাহনের পুত্র। স্কন্দ-আব-চতু-৬১।

শত্রুহন্তা—শম্বর অসুরের অন্যতম অমাত্য। হরি-হরি-১৬২।

শনি, শনৈশ্চর—(১) বিবস্বান্ হইতে ছায়ার গর্ভে, শনি নামে এক পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৯। মৎ-১১। সৌর-৩০। (২) শনি লোকহিত-সাধক গ্রহগণের অন্যতম। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্যতমা। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শনি জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। সংজ্ঞা দেখ। (৫) শনি নব-গ্রহের অন্যতম। সূর্য্য

লক্ষ। (৬) বৃহস্পতি গ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনিগ্রহ অবস্থিত। তাঁহার আরও একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষি মণ্ডলের স্থান। বিষ্ণু-২য়-৭। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে শনিগ্রহের সহিত নরক নামক অসুরের সংগ্রাম হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৮) শনি সূর্য্যের তৃতীয় পুত্র (সাবর্ণি মনুর কনিষ্ঠ) ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) শনির বাহন মকর। গর্গ-গোল-১২। (১০) রাজা দশরথ একবার জ্যোতির্বিদিগের নিকট সংবাদ পাইলেন, যে শনিগ্রহ শীঘ্রই রোহিণী ভেদ করিবে, এবং তাহা হইলে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ অনাবৃষ্টি হইবে। রাজা দশরথ তাহা শুনিয়া, দেবরাজ-প্রদত্ত কামগামী শকটে আরোহণপূর্ব্বক শনৈশ্চরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের গমনপথ অতিক্রম করিয়া, নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত শনির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি রোহিণীর পথ পরিত্যাগ কর। অন্যথা আমি তোমাকে বধ করিব।" শনৈশ্চর দশরথের এইরূপ সাহস দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি দশরথকে তাঁহার পরিচয় এবং কেন তিনি ঐরূপ স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য বলিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দশরথ নিজ পরিচয় দিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন শনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দশরথকে বলিলেন—"আমি তোমার সাহস দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই ভস্মসাৎ হয়। সেজন্য আমি সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। আমি জন্মিয়াই আমার পিতার পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতে তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায়। সে জন্য আমার জননী আমাকে অন্য কোনওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তুমি প্রজাসাধারণের উপকারের জন্যই এইরূপ ভয় পরিহার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি আর কোনও দিন রোহিণীর গমনপথ ভেদ করিব না।" স্কন্দ-নাগ-৯৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৯। (১১) শঙ্কর-তনয় গণেশের জন্ম হইবার পর, সকল দেবগণ তাঁহাকে দেখিতে যান। শনিও তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শনির প্রতি তাঁহার পত্নীর শাপ ছিল যে, তিনি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। কোনও সময়ে শনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মনোহর বেশভূষা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু ধ্যানাসক্ত শনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ঐরূপ শাপ

দেন। যাহা হউক শনি প্রথমে পার্ব্বতী-তনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পার্ব্বতী তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শনি তাঁহাকে তাঁহার শাপ বৃত্তান্ত বলেন। কিন্তু পার্ব্বতী সে কথা বিশ্বাস না করিয়া শনিকে বারংবার তাঁহার পুত্রকে অবলোকন করিতে বলিলেন। তখন শনি কেবল অপাঙ্গে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই গণেশের মস্তক দেহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১২। গণেশ দেখ। (১২) শনি অথবা শনৈশ্চর অষ্টরুদ্রের প্রথম রুদ্রের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবর্চ্চলা। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কূর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র দেখ। (১৩) শিপ্রা ও স্নাতা নদীদ্বয় যেস্থলে একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে শনৈশ্চর ভূমিষ্ঠ হন। শনিবার অমাবস্যা তিথিতে ঐ স্থলে স্নান, দান ও তপস্যা করিলে, লক্ষ্মীলাভ হয়। সৌরী, শনৈশ্চর, মন্দ, কৃষ্ণ, অনন্ত, অন্তক, যম, পিঙ্গ, ছায়াসুত, বক্র, স্থাবর ও পিপ্পলায়ন শনির এই সকল নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে পাঠ করে, শনি তাহাকে আক্র-মণ করেন না। স্কন্দ-আব-অব-৪৬। (১৪) শনি জন্মিবামাত্র চরাচর দেব মনুষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই, ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিলেন এবং রোহিণীর পথ ভেদ করিলেন। ইন্দ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া, ব্রহ্মার নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। ব্রহ্মা তখন সূর্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শনিকে সংযত করিতে বলি-লেন, কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শনির দৃষ্টিপাতে তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা স্বয়ংই যেন শনিকে নিবারণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাও তাহাতে সাহস না পাইয়া, বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণুও সকল বিষয় অবগত হইয়া নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করি-লেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া, মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তখন মহেশ্বর তাঁহাদের প্রার্থনায় শনিকে আহ্বান করিলেন। শনি অধোদৃষ্টি অবস্থায় শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে জগৎ-পীড়ন করিতে নিষেধ করিলেন। তখন শনি মহাদেবকে তাঁহার খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। তখন মহাদেব ঐ সকল বিষয়ে এই ব্যবস্থা করিলেন—মেষাদি রাশিতে অবস্থান করিয়া, ত্রিশ[illegible] যাবৎ তিনি মনুষ্যদিগকে পীড়ন করি-বেন এবং ইহাদ্বারাই তাঁহার তৃপ্তি সাধন হইবে। অষ্টম, চতুর্থ, দ্বিতীয়, দ্বাদশ ও জন্মরাশিতে অবস্থান হইলে, সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবেন। কিন্তু

তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে অবস্থিত হইলে, মানবগণের শুভদায়ক হইবেন ও পূজা পাইবেন। পঞ্চম ও নবম স্থান প্রাপ্ত হইলে তিনি উদাসীন থাকিবেন। অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা তিনি অধিক পূজা লাভ করিবেন ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। তিনি স্থিরগতিত্বহেতু ধরিত্রীতে স্থাবর নামে বিদিত হইবেন এবং রাশিস্থ হইলে তাঁহার গতি মন্দ হইবে বলিয়া, তাঁহার আর এক নাম হইবে শনৈশ্চর। হস্তীগণ্ড বা মহাদেবের গলদেশের ন্যায় তাঁহার বর্ণ হইবে। তিনি অধোদৃষ্টি ও মন্দগতি হইবেন। সন্তুষ্ট-চিত্ত হইলে তিনি লোককে রাজ্য প্রদান করিবেন; অসন্তুষ্টচিত্ত হইলে তিনি লোকের জীবন-নাশক হইবেন। দেবতা, দৈত্য, মানব, সিদ্ধ, উরগ ও বিদ্যাধরগণ, শনির ক্রূর দৃষ্টিপাতে অবশ্য ভস্মীভূত হইবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব শনিকে মহাকালবনে যাইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নির্দ্দেশ করিলেন যে ঐ স্থলে পৃথু-কেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে অব-স্থিত শিবলিঙ্গ, তদবধি স্থাবরেশ্বর নামে অভিহিত হইবেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫০। (১৫) কাশীস্থিত শনৈশ্চর লিঙ্গের দর্শন ও শনিবারে তাঁহার পূজা করিলে, শনিপীড়া হয় না। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭। (১৬) মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র। শিব-বায়ু-পূ-১৫। বায়ু-২৯। অনুসূয়া দেখ। (১৭) বিব-স্বান-তনয় শনৈশ্চরের নামান্তর শ্রুত-কর্ম্মা। বায়ু-৮৪। সূর্য্য ও সংজ্ঞা দেখ।

শনীশ্চর—মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৯। অনুসূয়া ও শনি (১৬) দেখ।

শনৈশ্চরেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রস্থ শনৈ-শ্চরেশ্বর লিঙ্গকে শনিবার দিন শমী পত্র, তিল, মাষ ও গুড়দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ বৃষ দান করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৯।

শন্তনু—কুরুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি শান্তনুর নামান্তর। শান্তনু দেখ। (২) একজন মুনি। তাঁহার পত্নীর নাম অমোঘা। পদ্ম-সৃষ্টি-৫৫। কালিকা ৮২। লৌহিত্য দেখ। (৩) ঋগ্বেদে দেবাপি ঋষি বৃহস্পতির উদ্দেশে বলিতেছেন, "তুমি শন্তনু রাজার জন্য মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।" তাহাহইতে অনুমান হয় যে, রাজা শন্তনু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও যজ্ঞে এই সূক্তটি রচিত বা গীত হইয়াছিল। ঋক্-১০।৯৮।১।

শত্রুঘ্ন—যদুবংশীয় শূরের অন্য-তমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয় রাজের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৩।

শপ্ত—প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ইধ্মজিহ্ব ও অভয় দেখ।

শফরী—ভগবান্ বিষ্ণুর দশম অবতার। এই অবতারে তিনি দেবগণকে রক্ষা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বিষ্ণু-অবতার (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

শবর—(১) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি গাভীদিগের সম্বন্ধে কতিপয় ঋকৃমন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০-১৫৯। (২) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করিয়াছ। ঋক্-৬।১৮।৮। (৩) এক ম্লেচ্ছ জাতি। কল্কি তাহাদিগকে নিধন করেন। কল্কি-৩য়, ৬।৭। (৪) পুক্কসজাতীয় এক ব্যাধ। সে অতি হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল। মরণান্তে যমদূতগণ তাহাকে তাড়না করিতে করিতে যখন নরকে লইয়া যাইতে ছিল, তখন এক বৈষ্ণব তাহার দুঃখ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া, তাহার মুখে তুলসীদলমিশ্রিত শালগ্রামপাদোদক এবং কর্ণে রাম নাম প্রদানপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার সাধন করেন। পদ্ম-পাতা-১১।

শবরী—শ্রমণী দেখ।

শবল—(১) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। শবলের তনয় মহাবীর। গরু-পূ-৫৪, ৫৬। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) একজন সংশিতব্রত ঋষি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৪) যমের অন্যতম পুত্র। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথিতে যমতনয়দিগের উদ্দেশে দীপাবলী প্রদান করিতে হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯।

শবলাক্ষ—একজন ঋষি। তিনি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ধর্ম্ম আলোচনায় যোগ দিতেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

শবলাশ্ব—(১) হর্য্যশ্ব নামক পুত্রেরা নিরুদিষ্ট হইলে, প্রজাপতি দক্ষ বৈরিণী নামক পত্নীর গর্ভে এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষের এই সহস্র তনয়েরা শবলাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। নারদের পরামর্শে তাঁহারা অগ্রজ দিগের ন্যায় মোক্ষপথের সন্ধানে চলিয়া যান। বিষ্ণু-১ম-১৫। গরু-পূ-৬। (২) দক্ষপত্নী অসিক্নী-গর্ভে শবলাশ্বগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মপু-৩। লি-পূ-৬৩।

শবসী—ইন্দ্রের মাতা। ঋক্-৮-৭৭-২।

শবহস্তা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শবাশনা—(১) সীতার একনাম। সীতা দেখ। (২) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা শক্তি। শক্তি দেখ।

শব্দময়ী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শব্দযোনী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র

[illegible] ।

[illegible] সহস্র [illegible] জন্মান্ন । [illegible] ।

শম—(১) [illegible] ([illegible]) পুত্র বৈতণ্ড, শম ও শান্ত। বায়ু-৬৬। (২) ভবিষ্য (সাবর্ণি) মন্বন্তরে অরিহা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম অহের পুত্র। মহাভা-আদি-৬৬। মুনি দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতমা শান্তির গর্ভে শমের জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১। দক্ষ ও ধর্ম্ম দেখ। (৫) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্ম-পত্নী মেধার গর্ভে শম জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮।

শমন—(১) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বধ। বধের পুত্র বিঘ্ন ও শমন। বায়ু-৬৯। বধ দেখ। (২) সাবর্ণমনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মপু-৬। সাবর্ণমনু দেখ।

শমি—সাত্বত-তনয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র। হরিবংশ-৩৭। অন্ধক ও কম্বলবর্হিষ দেখ।

শমিত—ধর্ম্ম-পত্নী সাধ্যার গর্ভজাত সাধ্যদেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা শমিত। মৎ-১৭১॥ সাধ্য দেখ।

শমিত্রা—(?) উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। [illegible] উত্তম দেখ।

(২) [illegible] বলা হইত। ঋক্-২।৩১।১০।

শমিপুত্র—মধু-বংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। শোণাশ্ব দেখ।

শমী—(১) যদুবংশীয় শোণাশ্বের অন্যতম পুত্র। শোণাশ্ব দেখ। (২) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। রাজাধিদেব দেখ। শোণাশ্বাত্মজ শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র। অগ্নি-২৭৫। (৪) যদুবংশীয় সত্যকের অন্যতম পুত্র। সত্যক দেখ। (৫) যদুবংশীয় শূরের পুত্র শমী। তাঁহার তনয় প্রতিক্ষত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৪৩।

শমীক—(১) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে শমীক ঋষি অন্যতম অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (২) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের ঔরসে, ভোজার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, শমীক প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। দেবমীঢ়ুষ, বসুদেব, অনাধৃষ্টি ও শূর দেখ। (৩) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। বসুদেব (২০৮ পৃঃ) দেখ। (৪) যদুবংশীয় শ্যামের অন্যতম পুত্র। শ্যাম দেখ। (৫) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র ও বসুদেবের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শূর দেখ। (৬) যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র অন্ধক। তাঁহার অন্যতম তনয়

শমীক। কূর্ম-পু-২৫। শমীক (৭) দেখ। (৭) একজন ঋষি। কুরুবংশীর পরীক্ষিৎ রাজা তাঁহারই স্কন্ধদেশে মৃতসর্প স্থাপন করিয়া, শমীক-পুত্র শৃঙ্গীর শাপে, তক্ষক-দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। শমীক যখন জানিতে পারিলেন যে, তৎপুত্র শৃঙ্গী বিনা কারণে পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পুত্র-প্রদত্ত অভিশাপ বিফল হইতে পাবে না বুঝিয়া, শিষ্য গৌরমুখেব দ্বাবা পরীক্ষিৎকে সেই সংবাদ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৪১। ভাগ-১স্ক-১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। পরীক্ষিৎ দেখ। (৮) শমীক নামক ব্রাহ্মণেব পুত্র ইন্দ্রের সাবথি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হয় মাতলি। বাম-৬৯।

শমীমুখ—একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র বৈশাখ। বৈশাখ দেখ।

শম্পাতি—ঋগ্বেদেব একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিবিধ দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০। ৯২। ১-১৫।

শম্পাক—কুরুপতি যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ধনী বা নির্ধন ব্যক্তিরা যদি ধর্ম্মানুসারেও বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সুখ বা দুঃখ কি প্রকার হয় এবং কি প্রকারে বা তাহা [illegible] শম্পাক ব্রাহ্মণের [illegible] ব্রাহ্মণের জীবন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, সংসার প্রভৃতি পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। মহাভা-শান্তি-১৭৬।

শম্বু—দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। রাম-৬৮।

শম্বর—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত দানবগণের অন্যতম। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে শিবানুচর ভৃগের সহিত শম্বরাসুরের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৩) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন। শম্বরাসুর তাঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া স্বীয় পত্নী মায়াবতীর হস্তে তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মায়াবতীর নিকট স্বীয় পরিচয় লাভ করিয়া, শম্বরকে বধ করেন। হরি-হরি-১৬১-১৬৪। প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতী দেখ। (৪) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্রের নাম ছিল শম্বর। অগ্নি-১১৯। (৫) বিমান (আকাশগামী রথ) শম্বরাসুরের বাহন ছিল। (৬) বাণদৈত্যের অনুজ শম্বর। বাণ দেখ। (৭) শম্বর নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের আত্মজ রথ। [illegible]-প্রভাব-রেবা-৮৫। (৮) [illegible]

নামক অসুর ইন্দ্রের ভয়ে পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন। ইন্দ্র চল্লিশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সন্ধান পান। ঋক্-২।১২।১১।

শম্বুক—(১)সহিষ্ণু নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সহিষ্ণু ও শিবাবতার দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

শম্ভু—(১) শিবের একনাম। শিব দেখ। (২) শুকদেবের অন্যতম পুত্র। শুকদেব দেখ। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৪) উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতাদের অন্যতম। উত্তম ও অধিগ দেখ। (৫) উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের অন্যতম তনয়। ধ্রুব দেখ। (৬) দানবপতি বিরোচনের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৭১। (৭) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র ভব্য। তাঁহার আত্মজ শম্ভু। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৮) উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ। (৯) দানবপতি বিরোচনের এক পুত্রের নাম ছিল শম্ভু। (১০) শম্ভু নামক এক বণিক্ এক গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নামে ঐ গ্রামের নাম হয় শম্ভুগ্রাম। লোহাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, ধর্ম্মারণ্যবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ গ্রামে গমনপূর্ব্বক বাস করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২৩। (১১) ত্রেতাযুগে উৎপন্ন আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২। (১২) ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ইন্দ্রের নাম ছিল শম্ভু। ভাগ-৮স্ক-১৩। (১৩) শম্ভু নামে এক জন রাজা ছিলেন। রন্তিদেব দেখ।

শযু—মহর্ষি শযুকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধ গাভীকে তাঁহারা পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।১ ; ১০। ৩৯।১৩।

শয্যু—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি। তাঁহার প্রার্থনায় অশ্বিদ্বয় প্রসব-শূন্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করিযা-ছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২২।

শর—(১) মহর্ষি ঋচৎকের পুত্র শর নামক ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার পানের জন্য কূপের জল উঠাইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২২ (২) একজন দানব। হরি-হরি-৪১।

শরকল্প—সৈংহিকেয় নামে খ্যাত বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্রগণের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

শরকান্ত—একজন রাজা। তাঁহার কন্যা অমৃতকাঙ্ক্ষী যদুবংশীয় ভোজের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শরজন্মা—দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। শিব-জ্ঞান-১৯। স্কন্দ দেখ।

শরণ—(১) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭। বাসুকী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৫। বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (৪) উত্তম-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। রথৌজা দেখ।

শরণ্যা—(১) দেবীদুর্গার এক নাম। সাধক স্মরণ করিবামাত্র তিনি ভক্তকে বিষ, অগ্নি, ঘোর বিপদ প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন, সেই জন্যই তিনি শরণ্যা নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (২) 'অপরা' নামে খ্যাত দেবীগণের অন্যতমা শরণ্যা। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ।

শরদ—জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

শরদণ্ডায়ণ—একজন ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার পত্নী শরদণ্ডায়ণীকে অপরের দ্বারা সন্তান লাভ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২০।

শরদণ্ডায়ণী—তিনি স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্র লাভ করেন। মহাভা-আদি-১২০। শরদণ্ডায়ণ দেখ।

শরদ্বত, শরদ্বান—(১) জনৈক ঋষি। তাঁহার পত্নী অহল্যা, পুত্র শতানন্দ। অগ্নি-২৭৮। হরি-হরি-৩২। গরু-পূ-১৪৫। (২) মহর্ষি শরদ্বান হইতে কৃপাচার্য্য ও তাঁহার ভগিনী কৃপী জন্ম লাভ করেন। মহাভা-আদি-১৩০। কৃপাচার্য্য দেখ। (৩) গৌতমবংশীয় শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। তাঁহার পুত্র শরদ্বান। তাঁহার তেজোৎপন্ন পুত্র ও কন্যাদ্বয়কে শান্তনু রাজা পালন করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। শান্তনু দেখ। (৪) শরদ্বান একজন ঋষিক ছিলেন। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্থ দেখ। (৫) অঙ্গিরাবংশীয় অথর্ব্বণের অন্যতম পুত্র উতথ্য। তাঁহার পুত্র শরদ্বান। উশিজ, দীর্ঘতমা ও মমতা দেখ। (৬) ভবিষ্য সাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম শরদ্বান। সাবর্ণিমনু দেখ। (৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম শরদ্বান। ব্রহ্মা-৭১। বৈবস্বতমনু দেখ। (৮) শরদ্বান ত্রিধামা মুনির নিকট হইতে বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবিষ্টকে প্রদান করেন। তৎপরে যথাক্রমে অন্তরীক্ষ, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, তৃণঞ্জয়, তাহার অধিকারী হন। সারস্বত, ভরদ্বাজ ও সোমশুষ্ম দেখ।

শরদ্বসু—(১) দণ্ডী নামক শিবাবতার যুগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব দেখ। (২) বরাহ-কল্পের চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে মহাদেব শূলী নামে অবতীর্ণ হন। তখন শরদ্বসু তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শূলী ও শিব দেখ।

শরবৃষ্টি—মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদ্

গণের অন্যতম। মরুদ্গণ ও মরুত্বতী দেখ।

শরভ—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত এক শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) অঙ্গিরা হইতে স্মৃতির গর্ভে শরভ ও আগ্নীধ্র জন্মলাভ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। (৩) জনৈক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে রামের অনুগমন করেন। অগ্নি-১০। (৪) দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯। (৫) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (৭) শরভ নামক দানব দ্বাপরে পৌরব নামক নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) কান্যকুব্জদেশে শরভ নামে এক বণিক ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন। দেবল নামক ঋষির পরামর্শে তিনি এক তীর্থে পূজা প্রদান করিতে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪১, ২৪৩। (৯) বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া, অপরের প্রতিও স্বীয় তেজ প্রদর্শনে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তখন মহাদেবের আদেশে তাঁহার অনুচর বীরভদ্র শরভ-রূপ ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপধারী বিষ্ণুকে পরাজয় করেন। লিঙ্গ-পূ-৯৬। (১০) শরভ নামক মেষকে ব্রহ্মা পশ্চিমদিকে সমস্ত মেষের অধিপতি করেন। ব্রহ্মা-অনু-চতু-৭৪। (১১) চেদি দেশের অধিপতি। তিনি প্রথমে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক চালিত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। পরে অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া, বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৮৩। (১২) বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম শরভ একজন বানর দলপতি ছিলেন। তিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ এবং সহ্য পর্ব্বত সমুদয়ের অধিপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহুসহস্র বানরসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৩৯; লঙ্কা-২৬।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যবাসী একজন মুনি। রাম দণ্ডকারণ্যে বাস কালে তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। শরভঙ্গ মুনি রামকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং অতঃপর জীবন ধারণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহ-ত্যাগ করেন। রামা-অর-৪, ৫।

শরমান—সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানবগণের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অজিক দেখ।

শরলোমা—একজন ঋষি। তাঁহার মহত আত্মা সর্ব্বদাই দুঃখদ্বেষী। আত্মা কখনও দুঃখ নষ্ট আত্মা নিজেকে লিপ্ত করিতে চাহেন না। দেবীপু-১০৮।

শরারি—একজন বানর দলপতি।

তিনি হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-দলপতির সহিত দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৪১।

শরথ, শরথ—যদুবংশীয় দুষ্মন্তের পুত্র। তাঁহার তনয় জনাপীড়। বায়ু-৯৯।

শর—একজন গন্ধর্ব্ব। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

শর্করাক্ষ—অশ্বপতি দেখ। ছান্দো-৫ম-অঃ-১১খ—২৪খ।

শর্ব্ব, সর্ব্ব—(১) একাদশরুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (২) দক্ষযজ্ঞে শিব ও তাঁহার অনুচরগণের হস্তে দেবতারা নিগৃহীত হইয়া পলায়ন করিলে, শিব যখন আর কাহাকেও নিগ্রহ করিবার উপযুক্ত দেখিলেন না, তখন তিনি আরক্ত লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রথমেই যজ্ঞাগ্নি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলেই ভস্মী-ভূত হইলেন। অগ্নি এইভাবে বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া, যজ্ঞও মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক, পত্নী দক্ষিণাকে লইয়া, নভঃ পথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহেশ্বরও ধনুঃশর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তখন শঙ্করের ক্রোধ দ্বিধা বিভক্ত হইল। একভাগ যজ্ঞরূপে রহিল, আর একভাগ যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যে ভাগ ঐরূপে যজ্ঞকে তাড়না করিয়া, শঙ্করের সেই অংশ সর্ব্ব নামে কথিত হইয়া থাকেন। বাম-৫।

শর্ব্বরী—দোষ নামক বসুর পত্নী। ভাগ-৬স্ক-৬।

শর্ব্বরীবান—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। স্বরোচিষ মনু দেখ।

শর্ব্বাণী—শিব-পত্নী সতীর এক নাম। সতী দেখ।

শর্ম্মিষ্ঠা—(১) বৃষপর্ব্বা নামক দৈত্য-রাজের কন্যা। তিনি নহুষ-তনয় যযাতির অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। যযাতি ও দেবযানী দেখ। (২) সোম-বংশীয় বৃক নামক রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা বিষকন্যা বলিয়া পরিচিত হইয়া-ছিলেন। কারণ ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা জ্যোতিষীগণকে নিজ দুহিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, যে তিথিতে যে লগ্নে, যে রাশিতে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যত অতিশয় শোচনীয় হইবে। যিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তিনি বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে কালপ্রাপ্ত হইবেন। ঐ কন্যা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয় কুলেরই নাশের

কারণ হইবেন। এই বলিয়া জ্যোতিষীগণ রাজাকে ঐ বিষকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে যথাযথভাবে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, রাজা তাঁহার জন্য পতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই ঐ বিষকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। এদিকে বৃক রাজার শত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। পৌরজনগণ শর্ম্মিষ্ঠাকেই এই সকল বিপদের জন্য দায়ী করাতে, রাজকন্যা নিজ জীবনে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক রজনীযোগে পুরী ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পূর্ব্বজন্মে এক চণ্ডাল-কন্যা ছিলেন। অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক হাটকেশ্বর মহাদেবকে দর্শনমাত্র তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল তিনি একান্তমনে গৌরীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। গৌরী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সহচরী করিয়া লইলেন। স্কন্দ-নাগ-৬২।

শর্ম্মী—অগস্ত্য-বংশোৎপন্ন একজন ব্রাহ্মণ। কৃতান্ত-অনুচরগণ কর্ত্তৃক তিনি যমপুরে নীত হইলে, অন্তক তাঁহাকে তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে স্বস্থানে প্রেরণ করেন। মহাভা-অনু-৬৮।

শর্য্যাকর্ণ—উল্লাটনগরী শশিধ্বজের পুত্র শর্য্যাকর্ণ রাজার রাজধানী ছিল। শশিধ্বজ নৃপতির সহিত কল্কির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কল্কি পরাজিত হন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত রাজা কল্কিকেই স্বীয় রমা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। কল্কি ৩য়-৭-১২। শশিধ্বজ দেখ।

শর্য্যাতি—(১) একজন রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার কন্যা শার্য্যাতকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। ঋক্-১।৫১। ১২। চ্যবন দেখ। (২) শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা চ্যবন ঋষির পত্নী ছিলেন। সুকন্যা দেখ। (৩) অক্রূরের অন্যতম সন্তান। মৎ-৪৫। বর্জ্জভূমি, অক্রূর, অশ্বগ্রীব ও পৃথু দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১০। বৈবস্বত মনু ও করুষ দেখ। (৫) শর্য্যাতির পুত্র সুকল্প ও আনর্ত্ত। অগ্নি-২৭৩ (৬) শর্য্যাতির পুত্র আনর্ত্ত ও কন্যা সুকন্যা। শিব-ধর্ম্ম-৬০। বায়ু-৮৬ (৭) বৈবস্বত মনু-তনয় শর্য্যাতি বেদবিদগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে তিনি দ্বিতীয় দিনে যজ্ঞোপদেশকারী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৩। (৮) ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি প্রভৃতি নরপতিগণ সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রহ্ম-৬৮। (৯) নরপতি নহুষের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। নহুষ,

উত্তর ও উদ্ভব দেব। (১০) মিথিলা নগরে শর্য্যাতি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দাসী ও বেশ্যার সংস্রবে দুষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পাপ ফলে গৃধ্ররূপে জন্মলাভ করেন। একদা ঐ গৃধ্র কোনও হরি-মন্দির হইতে তৈল পানার্থ প্রদীপ মুখে করিয়া বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া ছিল। ইহাতেই তাহার আকাশ-দীপ দানের পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই পুণ্যফলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সে বিষ্ণু-লোকে গমন করে। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭। (১১) রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শর্য্যাতকে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন। তদুপলক্ষে একটি যজ্ঞ হয়। অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। কৌশিতকী ও চ্যবন দেখ।

শয়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪।

শল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনহোত্রের অন্যতম পুত্র। শলের পুত্র আর্ষ্টি সেন। সুনহোত্র দেখ। (২) কুরু-বংশীয় বাহ্লিকের সোমদত্ত, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল নামে বিখ্যাত চারি পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮। (৩) বাহ্লিকের পুত্র সোমদত্ত। তাঁহার অন্যতম তনয় শল। হরি-হরি-৩২। সোম-দত্ত ও বাহ্লিক দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুতহোত্রের অন্যতম পুত্র। শলের অপত্য আর্ষ্টিসেন। ব্রহ্মাণ্ড-৯২। সুতহোত্র দেখ। (৫) নাগরাজ-বাসুকীর অন্যতম পুত্র শল। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (৬) উতথ্য নামক এক মুনির অন্যতম পুত্র শল। গর্গ-গো-৬; মথু-১২; বল-৭। উতথ্য দেখ।

শলকর—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

শলঙ্ক—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতি-গালব দেখ।

শলদা—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্ব ও প্রভা-কর দেখ।

শলভ—(১) মহিষাসুরের পুত্র বক্রাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে জাত দানবগণের অন্যতম। দনু ও কশ্যপ দেখ। (৩) দক্ষ-কন্যা ও ধর্ম্ম-পত্নী যামীর গর্ভে শলভগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) সত্যযুগে শলভ নামে যে দানব ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হন মহাভা-আদি-৬৭।

শতভামুখী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

শতভা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শলাবত্ত—একজন বৈদিক যুগের ঋষি। চিকিতায়ন দেখ।

শল্য—(১) মদ্রদেশের অধিপতি। তাঁহার ভগিনী মাদ্রী কুরুরাজ পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের মাতুল হইলেও, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে থাকিয়া, রণ করেন। কর্ণের পতন হইবার পর তিনি অর্দ্ধদিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি কর্ণের সারথ্য করেন এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন যুদ্ধকালে কর্ণের তেজ হ্রাস করিবার প্রয়াস পান। শল্য যথাসাধ্য সেইমত কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩; ১৮৬; ভীষ্ম-৪৩; শল্য-১৭। (২) সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামক দানব গণের অন্যতম। বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকা দেখ। (৩) মদ্ররাজ শল্য দিবোদাসের অবতার ছিলেন। গর্গ-গোল-৫।

শশকর্ণ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৯

শশিধ্বজ—ভল্লাট নগরের রাজা। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কল্কি-দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভল্লাট নগরে উপস্থিত হইলে, শশিধ্বজের সহিত সানুচর কল্কির ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শশিধ্বজ কল্কিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, নিজপুরে লইয়া যান। পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে নারায়ণের অবতার কল্কির দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজকন্যা রমাকে কল্কির সহিত বিবাহ দেন। অতঃপর তিনি অরণ্যে তপস্যা করিতে চলিয়া যান এবং কোকামুখ নামক স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। কল্কি-৩য়-৮-১৫।

শশবিন্দু—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশজ নরপতি ইলের পুত্র। রামা-উত্ত-১০২, ১০৩। ইল দেখ। (২) মহারাজ শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথী (নামান্তর বিন্দুমতী) মান্ধাতার পত্নী ছিলেন মান্ধাতা দেখ। (৩) নরপতি চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। তিনি পরম বৈষ্ণব, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ত্তা ও বিপুল দক্ষিণা-দাতা ছিলেন, এবং রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র আশ্রয় করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত অযুত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবাই প্রধান ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। অগ্নি -২৭৫। (৪) শশবিন্দু নরপতির মহাবীর্য্য একশত পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুদাতা ও পৃথুবর্ম্মা, এই ছয়জনই প্রধান ছিলেন। এই পুত্রগণও শশবিন্দু রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। বায়ু-৯৫। (৫) শশবিন্দুর পুত্রদের মধ্যে পৃথুযশা,পৃথুশ্রবা,পৃথুতেজা পৃথুস্তব, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুমানই প্রধান-ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) শশবিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ছিল। তাঁহাদের গর্ভে পৃথুকীর্ত্তি প্রভৃতি দশ লক্ষ পুত্র জন্মে। গরুড়-পূ-১৪৩। (৭) শশবিন্দুর নরপতির চৌদ্দটি মহারত্ন ছিল এবং তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার শতসহস্র পত্নীর গর্ভে দশ লক্ষ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয়জনই প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৮) শশবিন্দুর পুত্র পৃথুযশা। তাঁহার পুত্র পৃথুকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পৃথুজয় ও পৃথুদান দেখ। (৯) মহারাজ শশবিন্দুর একলক্ষ পত্নী ও দশলক্ষ পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ প্রত্যেকে এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণ সকলেই একশত হস্তী, একশত রথ, একশত অশ্ব, একশত দুগ্ধবতী গাভী এবং একশত মেষ ও ছাগ যৌতুক স্বরূপ লাভ করেন। মহারাজ শশবিন্দু সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১০) মহারাজ শশবিন্দুর দশলক্ষ পুত্র হইতে প্রজাবিস্তার ঘটিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা প্রজাপতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (১১) সূর্য্য-পুত্র যম শশবিন্দু রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে করণীয় শ্রাদ্ধের কথা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-৮৯। (১২) শশবিন্দু প্রমুখ রাজগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রন্তিদেব দেখ। (১৩) শশবিন্দু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ। (১৪) মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র বৃষ্ণি। তাঁহার তনয় শশবিন্দু। তাঁহার অপত্য জ্যামঘ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৫) শশবিন্দু নরপতির একশত পুত্র হয় এবং ঐ সন্তানদিগেরও একশত পুত্র হয়। শশবিন্দুর একশত পুত্রের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের নাম—পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুমনা। ইহাঁরা সকলেই রাজা ছিলেন। এই সকল সন্তানগণও শশবিন্দু নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবাই প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪। (১৬) প্রাচীন কালে শশবিন্দু নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। দ্বাপর ও

কলির সন্ধি সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত পদ্ম ছিল। ঐ পদ্মের অলৌকিক প্রভাবে তিনি সর্ব্বত্রই ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারিতেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণপূজক শূদ্র ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী একবার কিছু পদ্ম পুষ্প বিক্রয়ার্থ এক শিবমন্দিরের সন্নিকটে গমন করেন। তথায় এক বেশ্যাকে শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহারাও উপবাস ও জাগরণপূর্ব্বক সেই পদ্মগুলির দ্বারা শিবার্চ্চনা করেন এবং সেই পুণ্যফলেই পরজন্মে রাজদম্পতি রূপে জন্ম লাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

শশরোমা—সহস্রবদন রাবণের এক জন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শশাঙ্ক—যজ্ঞের জন্য দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির উদ্ভব হয়, তাহার নাম গার্হপত্য। তৎপরে আহ্বনীয় অগ্নির আবির্ভাব হয়। আহ্বনীয় অগ্নির একপঞ্চাশজন পুত্রের অন্যতম শশাঙ্ক। দেবীপু-১২২।

শশাদ—ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি, যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত মাংস যজ্ঞের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শশাদ নামে পরিচিত হন। শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। গরু-পূ-১৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। বিকুক্ষি দেখ।

শশিকলা—কাশীরাজ সুবাহুর পুত্র। তিনি কোশলরাজ সুদর্শনের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবীভা-৩স্ক-১৭-২১। সুদর্শন দেখ।

শশিনী—দেবী আদ্যাশক্তি অন্ধকাসুরের বধের জন্য, দেবগণের প্রার্থনায় নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। তাঁহার ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরীর নাম ছিল শশিনী। বরা-৯২। সতী দেখ।

শশিপ্রভা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শশিমুখী—রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-অশ্ব-৪২।

শশিরেখা—(১) ভুবনপালা দেখ। (২) রাধিকার অন্যতমা সখী। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শশিলেখা—বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা রত্নাবলীর অন্যতমা সখী। রত্নাবলী শঙ্খচূড় নামক নাগের পুত্র রত্নচূড়কে বিবাহ করিলে, শশিলেখাও শঙ্খচূড়ের সহিত পরিণীতা হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। রত্নচূড় ও রত্নাবলী দেখ।

শশী—যদুবংশীয় বভ্রুর অন্যতমপুত্র। মৎ-৪৪। বভ্রু ও কুকুর দেখ।

শশীয়সী—রাজর্ষি তরন্তের পত্নী। তরন্ত দেখ।

শশোলূকমুখী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শশ্বতী—যদুবংশীয় অসঙ্গের পত্নী। ঋক্ ৮।১।৩০-৩৪। অসঙ্গ দেখ।

শস্যাহা—দুঃসহহইতে যমের কন্যা নির্ম্মাষ্টির গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

শাংশপায়ন—(১) একজন সংহিতা-কার। তিনি এবং কশ্যপ ও সাবর্ণি নামক অপর দুইজন ঋষি, প্রথমে তিনখানা সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে তাঁহারা সকলেই আবার প্রত্যেক সংহিতাকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এই সকল সংহিতাই চতুষ্পাদ সমন্বিত এবং একার্থ-বাদযুক্ত। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শাংশপায়নিক শাখা আছে। সেই গুলি আট সহস্র ছয়শত মন্ত্র সমন্বিত। বায়ু-৬১। (২) শাংশপায়ন মহর্ষি সূতের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, যে তিন খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, সেই তিনখানি ছাড়া, সামিকা নামে আরও এক খানি সংহিতা পূর্ব্বেই প্রণীত হইয়া-ছিল। এই সকল সংহিতাই একার্থ-যুক্ত এবং চতুষ্পাদ-সমন্বিত। এই সংহিতা গুলি বেদের শাখার ন্যায় পাঠান্তরদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। শাংশপায়নিকা ভিন্ন অপর সকল সংহিতাতেই চারি সহস্র করিয়া শ্লোক আছে। ব্রহ্মা-৬৭। হুত ও অকৃতব্রণ দেখ। (৩) ব্রহ্মা পুষ্কর ক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে মহর্ষি শাংশপায়ন উন্নেতা হইয়া-ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৪) কাপেয় শাংশপায়ন মহাদেবের আদেশে পৌরাণিক সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাহার পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক এবং উত্তর ভাগে অষ্টসহস্র শ্লোক আছে। তাঁহার শিষ্যগণ সেই বেদ সম্মত বায়বীয়-উত্তর-পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৫।

শাকট—অগস্ত্যবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০২। ময়োভু দেখ।

শাকটাক্ষ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

শাকটায়ন—(১) অঙ্গিরাবংশীয় এক-জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মরণ দেখ। (২) একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার উপদেশে সোম নামক এক ব্রাহ্মণের পিশাচত্ব দূর হয়। সোম দেখ। (৩) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈজভৃত দেখ।

শাকধী—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

শাকপর্ণরথীতর—একজন সংহিতা-কার। তিনি তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত রচনা করেন। বায়ু-৬০। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে (৬৬ অঃ) তাঁহার নাম শাকপূর্ণীরথীতর। শাক-পূর্ণী দেখ।

শাকপুনি—মহর্ষি শাকপুনি একজন বেদের মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ছিলেন। ঋক্-১।১৫২।১।

শাকপূর্ণী—সংহিতাকার ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য। তিনি অধীত ঋক্‌কে বিভক্ত করিয়া, তিন খানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে তিনি একখানি নিরুক্তও রচনা করেন। ব্রহ্মা-৬৬।

শাকবর্ত্ত—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত একজন সেনাধ্যক্ষ। বৈতালী দেখ।

শাকভব—প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি ও ধ্রুব দেখ।

শাকম্ভরী—(১)দেবী আদ্যাশক্তির অন্যতম নাম। শত বার্ষিক অনাবৃষ্টি হইলে দেবী নিজ দেহোৎপন্ন জীবন-ধারক শাকদ্বারা চরাচর লোককে পোষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার এই নাম হয়। মার্ক-৯১। দেবীভা-৭স্ক-২৮। (২) রাজগৃহ তীর্থে শাকম্ভরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তিনি সহস্র বৎসর যাবৎ মাসে মাসে শাকমাত্র আহার করিয়াছিলেন। তখন যে সকল ভক্ত-গণ দেবীর সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, দেবী কেবল শাকদ্বারা তাহাদের আতিথ্য সম্পাদন করেন। তজ্জন্য তিনি শাকম্ভরী নামে পরিচিতা হন। পদ্ম-স্বর্গ-১৪। (৩) চণ্ডশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল শাকম্ভরী। তিনি সরস্বতী তীরে দেবী দুর্গার এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং দেবীও সেইস্থানে শাকম্ভরী নামে বিদিতা হন। স্কন্দ-নাগ-১৬৪। (৪) দুঃসহ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নীর নামও ছিল শাকম্ভরী। তিনি স্বীয় নামীয় দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-২৭৫। (৫) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। স্কন্দ দেখ।

শাকল্য—(১)একজন ঋষি। তিনি দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার তুষ্টি সাধন করিলে, মহাদেব শাকল্যকে বর দেন যে, শাকল্য বেদ শাখার সূত্রকর্ত্তা হইবেন এবং তাঁহার ত্রৈলোক্যব্যাপিনী অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইবে। শিব-ধর্ম্ম-২। মহাভা-অনুশা-১৪। (২) সংহিতাকার সত্যশ্রীর অন্যতম শিষ্য। তিনি নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের উদ্দেশে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন। ঐ সকল দ্রব্য কে গ্রহণ করি-বেন, তাহা লইয়া উপস্থিত ঋষিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং পরি-শেষে তাহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সেই যজ্ঞে উপস্থিত

ছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্যান্য ঋষি-দিগের ন্যায় মহর্ষি শাকল্যেরও তুমুল বিচার উপস্থিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি শাকল্যকে অতিশয় অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলেন এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে ঘোরতর বাদানু-বাদ চলিতে থাকে। প্রথমে মহর্ষি শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে কামবিষয়ক প্রশ্ন করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল বিষয়ে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং মহর্ষি শাকল্যকেও প্রত্যুত্তরে সেইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, শাকল্য যদি সেই সকল বিষয় যথাযথ উত্তর দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন মহর্ষি শাকল্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, মহর্ষি শাকল্য সে সমু-দয়ের উত্তর দিতে না পারিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহর্ষি শাকল্যের মুদ্গল, গোলক, মৎস্য, খালীয় ও শৈশিরেয় নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। শব্দশাস্ত্রজ্ঞ দেবমিত্র ও মহর্ষি শাকল্য পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬০। (৩) মহর্ষি শাকল্য মাণ্ডুকেয় মুনির পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ সংহিতাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। জাতুকর্ণ মুনিও শাকল্যের এক জন শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) কাশ্যপ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে। সেই কুকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়া, দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি শাকল্যের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। শাকল্য তাঁহাকে সেতুবন্ধে যাইতে পরামর্শ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। (৫) মহর্ষি শাকল্য সূর্য্যবংশোৎপন্ন সুপ্রিয় নর-পতির পুরোহিত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং রাজগৃহে গমন করিয়া, সকল ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতেন। শিবাবতার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি শাক-ল্যের শিষ্য ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১২৯। যাজ্ঞবল্ক্য ও সুপ্রিয় দেখ। (৬) প্রভাস-ক্ষেত্রে মহর্ষি শাকল্য কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের সাক্ষাৎ পান এবং তথায় শাকল্যেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫।

শাকহার্য্য—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শাকায়ন—বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-

শেরক দেখ।

শাক্যায়নি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগ-[illegible] দেখ।

[illegible]—(১) [illegible] [illegible] [illegible] বীরভদ্রের অনুচরবর্গের [illegible] একজন ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩। (২) অথর্ব্ববেদজ ও উপবেদজ মন্ত্র সকলের অধিদেবতা বিশেষ। রাকিনী দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র দেবতাদের অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৯৮১ পৃঃ।

শাকুনি—একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নয় পুত্রের মধ্যে পাঁচজন গৃহধর্ম্মে, অগ্নিহোত্রাদিতে রত থাকিতেন, অপর চারিজন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। পদ্ম-স্বর্গ-১৫।

শাক্য—(১)মগধের বৃহদ্বল (সূর্য্য) বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় শুদ্ধোদন। মৎ-২৭১। গরু-পূ-১৪৫। বায়ু-৯৯। (২) শাক্যের তনয় শুদ্ধোদ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। তাঁহার তনয় ক্রুদ্ধোধন। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

শাক্যন—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

শাক্রায়ন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবস্বত দেখ।

শাক্রী—(১)অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম শাক্রী। শক্র-তুল্য বলশালিনী বলিয়া দেবী ঐ নামে পরিচিতা হন। দেবীপু-৩৭। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শাক্যেয়—বৌদ্ধ দেখ।

শাখ—(১) হুতাশন-তেজোদ্ভূত যে সন্তান শরবণে জন্মলাভ করেন, তাঁহারই অন্যতম অনুজ। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনলের পুত্র কুমারের অন্যতম সহচর। ব্রহ্মপু-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কুমার দেখ। (৩) অনল-তনয় কুমারের অনুজ। গরু-পূ-৫৬। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। বহ্নি, স্কন্দ ও নৈগমেয় দেখ। (৪) কৃত্তিকা-গণের গর্ভজাত অগ্নি তেজোদ্ভূত সন্তানের অন্যতম নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৭। কৃত্তিকা, কৃত্তিকাগণ ও কার্ত্তিকেয় দেখ। (৫) মহাদেবের অন্যতম গণনায়ক। বাম-৬৮। (৬) কুমার দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইয়া সিদ্ধ, ঋষি প্রভৃতিকে "আপনারা আমাকে কিছু ক্রীড়নক প্রদান করুন" এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন মহাদেব কুমারকে ক্রীড়ার জন্য একটী কুক্কুট এবং সাহায্য-কারীরূপে শাখ ও বিশাখ নামে দুই অনুচরকে প্রদান করেন। বরা-২৫।

শাখর—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক

দেবগণের অন্তর্ভূ্ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

শাঙ্করী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

শাঙ্কৃতি—একজন মহাতপা ঋষি। কোনও সময়ে তিনি এক গুহাতে তপস্যা করিতেছিলেন। অন্ধকাসুরের পুত্র বৃকাসুর তাঁহাকে বিষ্ণু মূর্ত্তির সম্মুখে তপস্যা করিতে দেখিয়া, মুনিকে বামপদের দ্বারা আঘাত করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি তাঁহাকে "তোর পদদ্বয় ধরাতলে পতিত হউক" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। স্কন্দ-নাগ-২৩১।

শাট্টায়নি—অত্রিবংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নী দেখ।

শাণ্ডিলি—একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শাণ্ডিলী—(১) ঋষি পত্নী শাণ্ডিলী পতিব্রতাদিগের অন্যতমা ছিলেন। তিনি স্বর্গে বাসকালে স্বর্গালোকবাসিনী সুমনার নিকট পাতিব্রত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১২৩। (২) মনস্বিনী সাধ্বী শাণ্ডিলী সুমেরু পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। হরি-হরি-১৪৯। (৩) অগ্নি-দুহিতা শাণ্ডিলী নাম্নী সুন্দরী হিমালয়ের গুহায় অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন। কোনও সময়ে খগ-রাজ গরুড় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন। শাণ্ডিলী তাহা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তজ্জন্য গরুড়ের পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায়। পরে শাণ্ডিলী দয়াপরবশ হইয়া, গরুড়কে হেমপক্ষ বিশিষ্ট করিয়া দেন। শিব-ধর্ম্ম-১২ (৪) শাণ্ডিল্যমুনির কন্যা শাণ্ডিলী। একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা পত্নী কাত্যায়নীকে পাতিব্রত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। স্কন্দ-নাগ-১৬০। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী দেখ। (৫) মাণ্ডব্য ঋষি যখন শূলবিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন শাণ্ডিলী নাম্নী এক অতি পতিব্রতা নারী, তাঁহার স্বামীকে মস্তকে বহন করিয়া, দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। ঐভাবে গমন করিতে করিতে তিনি দৃষ্টিবৈকল্য-বশতঃ শূলবিদ্ধ মহর্ষি মাণ্ডব্যের দেহের উপর পতিত হন। মাণ্ডব্য ঋষি বেদনা-কাতর হইয়া শাণ্ডিলীকে তিরস্কার করেন এবং অন্যান্য ঋষিগণ শাণ্ডিলীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, প্রভাত হইলেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে। পতিব্রতা শাণ্ডিলী বিনাদোষে এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং "অদ্য হইতে আর সূর্য্যোদয় ঘটিবে না এবং আমার স্বামীও মরিবেন না", এই বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। শাণ্ডিলীর শাপপ্রভাবে জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইল এবং ক্রিয়াকাণ্ড সব লোপ পাইল। দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে

হাহাকার উপস্থিত হইল। তখন দেবগণ উপস্থিত হইয়া, মাণ্ডব্যকে বর প্রদানপূর্ব্বক শূলহইতে অবতরণ করাইলেন। তৎপরে ঋষিগণ শাণ্ডিলীর পতিকে রোগমুক্ত করাইলে, তিনি নিজ শাপ প্রত্যাহার করিলেন। পুনরায় দিবাকর উদিত হইলেন এবং দেব ও মনুষ্যগণ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৭১, ১৭২। মাণ্ডব্য দেখ।

শাণ্ডিল্য—(১) কশ্যপবংশীয় দেবলের পুত্র। তিনি রঘুবংশীয় নরপতি দিলীপের পুরোহিত ছিলেন। তিনি একজন সংহিতাকারও ছিলেন। শাণ্ডিল্যমুনি নন্দ-গোপ প্রভৃতিরও পুরোহিত ছিলেন। তিনি অপুত্রক রাজা শতানীকের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। বরা-১২১। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বায়ু-৭০, ৭৩। দেবল দেখ। (২) ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য ব্রহ্মার সারথি ছিলেন। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দিব্য শতবর্ষ ঘোরতর তপস্যা করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে তাঁহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২৬। (৩) শাণ্ডিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে কর্দ্দমদ্বারা এক শিবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার ভিতরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যফলে পরবর্ত্তী দুই জন্মে যথাক্রমে ব্রাহ্মণবংশে ও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মতিভ্রষ্ট হন এবং নানা পাপাচারে লিপ্ত হন। সেই সকল পাপানুষ্ঠানের ফলে, তিনি মহাদেবের শাপে কূর্ম্মরূপ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১। (৪) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের অন্যতম প্রবর। ভরদ্বাজ (২৬) দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কু রাজার যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ঞে মহর্ষি শাণ্ডিল্য হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫। (৬) শাণ্ডিল্য মুনির পুত্র শঙ্খ ও লিখিত। স্কন্দ-নাগ-১১। (৭) মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৫৭। (৮) প্রজাপতির পুত্র অষ্টবসুর অন্যতম বসু শাণ্ডিল্যের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৯) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। ভৎ‍র্স্য দেখ। (১০) প্রজাপতি রুচির পুত্রের নাম শাণ্ডিল্য। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

শাতকর্ণি—(১) মগধের অন্ধ্রবংশীয় পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র। তাঁহার পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) পুত্রিকাসেন নামক মগধের অন্ধ্রবংশীয় রাজা একুশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, রাজা শাতকর্ণি মাত্র একবৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার পর শিবস্বামী রাজা হন। বায়ু-৯৯। শাতকর্ণি,

শ্রীশাতকর্ণ ও লম্বোদর দেখ।

শাতকর্ণিশিবশ্রী—মগধরাজ পুলিমানের তনয় শাতকর্ণিশিবশ্রী। তাঁহার পুত্র শিবস্কন্ধ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। যজ্ঞশ্রী ও গোতমীপুত্র দেখ।

শাতাতপ—(১) মহর্ষি শাতাতপ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রের নাম শাতাতপ সংহিতা। শাতা-সং। গরু-পূ-৯৩। সৌর-৫০। অগ্নি-১৬২। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭, ১৭১। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬, ৪০। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৬।

শাদ্বলায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

শাদ্রক—(১) সহিষ্ণু নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

শান্ত—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের পুত্র। মৎ-৫। হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৬। ব্রহ্মপু-৩। আপ, বৈতণ্ড ও মুনি দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অহের পুত্র শান্ত। মহাভা-আদি-৬৬। মুনি দেখ। (৩) অয় নামক অন্যতম বসুর পুত্র শান্ত। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি ও অভয় দেখ। (৫) শম্বর নামক অসুরের অন্যতম সেনাপতি। হরি-হরি-১৬১। (৬) ব্রহ্মপুরের একজন উপনন্দ। গর্গ-গোল-১৮। বীতিহোত্র দেখ। (৭) যমের একজন অনুচর। বক্রনাশ দেখ। (৮) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

শান্তকর্ণি, শান্তকর্ণী—মগধের অন্ধ্রবংশীয় পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র। তিনি পঞ্চাশবৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র লম্বোদর রাজা হন। মৎ-২৭২। শাতকর্ণি দেখ।

শান্তনু—(১) কুরুবংশীয় প্রতীপের অন্যতম পুত্র। তাঁহার করস্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত। তজ্জন্য তাঁহার ঐ নাম হয়। শান্তনু প্রথমে গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে শান্তনু দাশরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন। মহাভা-আদি-৯৫। সত্যবতী, ভীষ্ম ও মহাভিষ দেখ। (২) শান্তনু হইতে দেবাপি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৮। প্রতীপ দেখ। (৩) শান্তনু সমুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২২; ৯স্ক-৬। (৪) একবার শান্তনু রাজার রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। শান্তনু

[illegible] তাঁহার [illegible] জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণগণ [illegible] যে, শান্তনু তাঁহার অগ্রজ দেবাপি বর্ত্তমান থাকিতেও তৎপূর্বে সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তজ্জন্যই রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছে। দেবাপি যাবৎ বেদবিরুদ্ধ কোনও কার্য্য না করেন, ততদিন শান্তনুর সিংহাসনে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণদিগের এই কথা শুনিয়া শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসার্য্য বেদবিরুদ্ধবাদীদিগকে দেবাপির নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দেবাপিকে যুক্তিতর্কদ্বারা বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিল। এদিকে শান্তনু ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া অগ্রজকে রাজ্য অর্পণ করিবার জন্য, অরণ্যে গমন করিলেন। শান্তনুর হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণ কোনও মতেই দেবাপিকে রাজ্যপ্রতিগ্রহ করিতে সম্মত করাইতে না পারিয়া, শান্তনুকে বলিলেন—"এক্ষণে আপনার সিংহাসনে আরোহণ করা দুষ্য হইবে না। যেহেতু আপনার অগ্রজ স্বয়ংই বেদবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।" তখন শান্তনু পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে, দেবতারা পুনরায় শান্তনুর রাজ্যে [illegible] করিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) কৃপ ও কৃপী নামক যমজ ভ্রাতা ও ভগিনীকে শান্তনু পালন করেন। শরদ্বান, কৃপাচার্য্য ও কৃপী দেখ। (৬) শান্তনু অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ।

শান্তবিগ্রহা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তভব—নামান্তর শান্তভয়। শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। শান্তভয় দেখ।

শান্তভয়—শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি দেখ।

শান্তমানসা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তমুনি—একজন মুনি। পাণ্ড্যরাজ শঙ্কর তাঁহাকে ব্যাঘ্র বোধে বধ করেন। শঙ্কর দেখ।

শান্তরজা—পুরূরবার বংশীয় চিত্রকুর পুত্র শান্তরজা। ভাগ-৯স্ক-১৭।

শান্তস্বভাব—ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করার জন্য তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শান্তস্বভাব তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। বায়ু-১০৬।

শান্তহয়—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩অ-১। তামসমনু দেখ।

শান্তা—(১) অযোধ্যাপতি দশ-

রথের শান্তানামক এক কন্যা [illegible]। তিনি ঐ কন্যা তাঁহার বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদকে প্রদান করেন। রোমপাদ রাজা যজ্ঞ করাইবার জন্য বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন পূর্ব্বক, যজ্ঞ সমাপন হইবার পূর্ব্বে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে নিজপালিতা কন্যা শান্তাকে প্রদান করেন। রামা-আদি-৯-১১। রোমপাদ বা লোমপাদ দেখ। (২) গঙ্গার এক নাম শান্তা। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৩) দণ্ডের এক নাম শান্তা। মহাভা-শান্তি-১২১। দণ্ড ও ব্রহ্মা দেখ। (৪) দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না কতিপয় কুলদেবতা। ভট্টারিকী দেখ। (৫) ধর্ম্মারণ্য বাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শৌনক, গার্গ্যায়ণ ও গাঙ্গেয়স সগোত্রদিগের গোত্রদেবীর নাম শান্তা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনাগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (৭) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তান্তঃকর—শম্বর অসুরের এক জন অনুচর। হরি-হরি-১৬১, ১৬২।

শান্তি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। শান্তির গর্ভে ক্ষেম উৎপন্ন হন। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১অ-৭। কূর্ম্ম-পূ-৯। ব্রহ্মাণ্ড-পূ [illegible] ব্রহ্ম-৪। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় নীলের পুত্র শান্তি। তাঁহার অপত্য সুশান্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২১। অজমীঢ় ও নীলিনী দেখ। (৩) প্রজাপতি কর্দ্দমের এক কন্যার নাম ছিল শান্তি। কর্দ্দম ঋষি অথর্ব্বা ঋষিকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। ভাগ-৩স্ক-২৪। (৪) যজ্ঞপুরুষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। যজ্ঞ দেখ। (৫) পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের তম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) শান্তি নামক যজ্ঞাগ্নি প্রচেতাস্বরূপ বিদিত হন। বায়ু-২৯। (৭) তামসমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। তামসমনু দেখ। (৮) ধর্ম্ম-পুত্র দশম মনুর পুত্রগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। শতানীক দেখ। (৯) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল শান্তি। বৃহন্না-৩৭। (১০) অঙ্গিরার পুত্র ভূতির অন্যতম শিষ্য। ভূতি দেখ। (১১) শান্তি নামে একজন গোপিকা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১২) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৮৫। (১৩) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৪) দেবীদুর্গার সহচরী অন্যতমা উত্তমা দেবতা। দুর্গা দেখ। (১৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা [illegible] শক্তি। শক্তি দেখ। (১৫) নীল

সরস্বতীর অন্যতমা পীঠশক্তি। সর-স্বতী দেখ। (১৬) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শান্তিকর্ণ—সুন্দরশান্তিকর্ণ দেখ।

শান্তিকল্প—অথর্ব্ববেদের একজন আচার্য্য। নক্ষত্রকল্প দেখ।

শান্তিকা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শান্তিদা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতমা। সীতা দেখ।

শান্তিদেবা, শান্তিদেবী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেব দেখ।

শান্ত্য—গোমেদ-দ্বীপাধিপতি ইধ্ম-জিহ্বের অন্যতম পুত্র। ইধ্মজিহ্ব দেখ।

শাপ—প্রথম সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। মেরুসাবর্ণি ও বৃহদ্রথ দেখ।

শাপনাশন—দমন (মদন ; কূর্ম্ম-পূ-৫২) নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। বিকেশ ও শিবাবতার দেখ।

শাপেয়ী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি (অশ্ব) নামে খ্যাত শিষ্যগণের অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

শাবস্ত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাশ্বের পুত্র। তিনি শাবস্তী নাম্নী পরম রম-ণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। শাবস্তের তনয় বৃহদশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। শ্রাবস্ত দেখ।

শাবাস—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে যখন ঋতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। বাচশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামে সেই শিবাবতারের চারিটি শিষ্য ছিল। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা--২৩। শিবাবতার দেখ।

শাভাকা—বশিষ্ঠ-বংশীয় ধনঞ্জয় নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে করুণ নামে এক পুত্র জন্মে। পদ্ম-পাতা-৬৪।

শামত্র—অসংমৃজ্য হব্যসূদ নামক যজ্ঞাগ্নি শামত্র বলিয়া কথিত হন। মৎ-৫১।

শাম্ব—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। শাম্ব দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৬১। (২) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব বজ্রনাভ দৈত্যের ভ্রাতা, সুনাভের অন্যতমা কন্যা, গুণ-বতীকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৫১। (৩) বাণরাজের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা রমাকে শাম্ব বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৮৩। (৪) শাম্ব প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ঐ সংগ্রামে তিনি বৃক অসুরের অনুচর কালনাভ দৈত্যকে বধ করেন। শাম্ব অনিরুদ্ধের সহিতও যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ঐ সময়ে মহাদেবের অনুচর

বীরভদ্রের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। গর্গ-বিশ্ব-১১, ২৬, ৩৪, ৩৫ ; অশ্ব-১৪, ১৬, ৩৭। (৫) শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব সৌরশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। তিনি প্রতিমা ও মন্দির নির্ম্মাণেও দক্ষ ছিলেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) শাম্ব দুর্য্যোধন কন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করাতে, কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। পরে বলরাম কৌরবদিগকে পরাস্ত করিয়া, শাম্বের উদ্ধার সাধন করিলে, লক্ষণার সহিত শাম্বের বিবাহ হয়। শাম্বকেই স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া যদুকুমারগণ উপহাসচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইনি কি প্রসব করিবেন।" বিশ্বামিত্র তাঁহাদের উপ-হাস বুঝিতে পারিয়া বলেন—"ইনি মুষল প্রসব করিবেন। যথাকালে শাম্বের উদর ভেদ করিয়া এক মুষল বহির্গত হয়। বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৫, ৩৭। মহাভা-মৌষল-১, ২। (৭) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় শাম্ব পরম রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পুরনারী-গণের মোহের কারণ হইয়াছিল। একবার শাম্বের বিমাতা শাম্বের রূপে মুগ্ধ হইয়া, শাম্বের অজ্ঞাতে তাঁহার শয্যাভাগিনী হন। এই অজ্ঞাত পাপের জন্যও শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। তৎপরে তিনি হাটকেশ্বর তীর্থে সূর্য্য-দেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-২১৩। (৮) একবার শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও গোপিকাগণ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শাম্বও তথায় উপস্থিত হইলেন। শাম্বকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীদের মনো-বিকার উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শাম্বের উপরই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া "বিকৃতাকার হও" বলিয়া, অভিশাপ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের শাপে শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে নারদের পরামর্শে শাম্ব সূর্য্যোপাসনা করিয়া রোগমুক্ত হন। বরা-১৭৭।

শাম্বসদন—একজন অসুর। হনু-মানের পিতা কেশরী তাহাকে বধ করেন। রামা-সুন্দরা-৩৫।

শাম্ভবী—(১)দেবী জগন্মাতার এক নাম। তৃতীয় কল্পে তিনি ঐ নামে পূজিতা হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। সতী দেখ। (২) শম্ভু-পত্নী বলিয়া দেবীদুর্গার এক নাম শাম্ভবী। তন্ত্রঃ-৭৩৩ পৃঃ।

শারঙ্গী—নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা শারঙ্গী মহর্ষি মন্দপালের সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। মনু-৯।২৩।

শারণ—বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণীর গর্ভে শারণ প্রভৃতি কতিপয়

পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। উশীনর ও বসুদেব দেখ।

শারদা—(১) আনর্ত্তদেশে দেবরথ নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহের অল্প কালমধ্যেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। তাহার কিছুকাল পরে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ শারদার পিতার গৃহে অতিথি হন। শারদা তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ শারদাকে "তুমি অনুত্তম পুত্র লাভ কর", বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ শারদার বৈধব্যাবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উমামহেশ্বর ব্রত করিতে বলেন। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন হইলে দেবী শঙ্করী শারদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শারদা পূর্ব্বজন্মে কোনও এক পাপের ফলে, এই জন্মে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বজন্মের পতি বর্ত্তমানে পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্করীর বরে শারদা স্বপ্নাবস্থায় স্বামীর সহিত মিলিতা হইবে এবং ঐ মিলনের ফলে সে এক পুত্র লাভ করিবে। পুত্রের জন্মের পর শারদা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইবে। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর দেবীর বাক্যানুসারে শারদা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। ক্রমে সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, শারদা পাণ্ড্যদেশে গমনপূর্ব্বক নিজ পূর্ব্বজন্মের পতির সহিত মিলিতা হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮। (২) দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। দেবগণ এক বার শরৎকালে দেবীর বোধন করেন। তজ্জন্য তিনি শারদা নামে পরিচিতা হন। কালিকা-৬৫। (৩) রাধিকার অন্যতমা সখী। পদ্ম-পাতা-৪৩। (৪) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শারদ্বত—(১)উতথ্য-পুত্র শারদ্বত বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। বায়ু-৬৪। (২) শারদ্বত (শারদ্বৎ) হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। শতানন্দ ও শরদ্বান দেখ।

শারদ্বতী—মৌনেয় অপ্সরাদিগের অন্যতমা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য অপ্সরাদিগের সহিত আসিয়া, নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৮। মহাভা-আদি-১২৩। মিশ্রকেশী দেখ।

শারদ্বৈতিক—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্কব—একজন ঋষি। তিনি শক্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

শার্করাক্ষ—শর্করাক্ষ-তনয় শার্করাক্ষ, কেকয়-রাজ অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন।

ছান্দো-৫ম-অঃ-১১শ-খ—২৪শ-খ। অশ্বপতি দেখ।

শার্করাক্ষি—ভৃগুবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্ঙ্গরব—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শার্ঙ্গী—তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জন-বর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্রঃ ২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শার্দ্দূল—রাবণের অন্যতম অনুচর। তিনি রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামা-লঙ্কা-২০, ২৯, ৩০।

শার্দ্দূলায়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪।

শার্দ্দূলী—(১)কশ্যপ হইতে ক্রুর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কশ্যপ দেখ। (২) ক্রোধার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। ক্রোধা দেখ।

শার্য্যাত—রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শার্য্যাতকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন। শর্য্যাতি ও চ্যবন দেখ।

শাল—সহস্র বদন রাবণের একজন সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শালকর—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শালকটঙ্কট—(১)কাশীতে শালকটঙ্কট গণেশ অবস্থিত। তিনি ক্ষেত্রস্থিত রাক্ষসগণের অধ্যক্ষ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭। (২) পূর্ব্বকালে শালকটঙ্কট নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যতেজে দগ্ধীভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করে। স্কন্দ-প্রভা-।-১৩।

শালকটঙ্কটা—প্রভাসক্ষেত্রে শালকটঙ্কটা নামক দেবী অবস্থিত। মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে যে তাঁহার আরাধনা করে তাহার সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৮।

শালগ্রাম—(১)শালগ্রাম তীর্থে শালগ্রাম দেব প্রতিষ্ঠিত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮৮।

শালঙ্কায়ন—একজন মহর্ষি। তিনি মনুষ্য প্রকৃতি দেবগণেব অন্যতম ছিলেন বায়ু-৯৭। মণিবর দেখ।

শালঙ্কায়নি—(১)অঙ্গিরাবংশীয় এক জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাস্য দেখ। (২) অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

শালা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা। চম্পা দেখ।

শালাবতী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে হিরণ্যাক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৭।

শালাবত্য—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯১।

শালাবৃক—দেবগণ অসুরগণকে নিধন করিয়া স্বর্গ অধিকার করিলে,

শালাবৃক নামক অষ্টাশী হাজার বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবীর অধিপতি হইয়া দানবগণকে সাহায্য করেন। দেবগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৩।

শালায়নি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তব ঋষি। মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

শালাহালেয়—একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শালি—একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

শালিকা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে মানসহ্রদ তাঁহার সাহায্যার্থ, শালিকাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শালিপিণ্ড—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভ-জাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

শালিপিণ্ডক—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ।

শালিশিরা—(১) অন্যতম দেব-গন্ধর্ব্ব। বায়ু-৬৯। উগ্রসেন দেখ। (২) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। মহাভা-আদি-৬৫।

শালিশির্ষ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভ-জাত সন্তানগণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

শালিশুক—(১) মগধের মৌর্য্যবংশীয় সঙ্গতের পুত্র। শালিশুকের তনয় সোমশর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১।

শালিহোত্র—(১) শূলী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে চারিজন শিষ্য ছিল। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। (২) মহাকাল নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। শিবাবতার দেখ। (৩) একজন সংহিতাকার। তিনি ছয় খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বায়ু-৬১। (৪) শালিহোত্র মুনি অশ্বগণের লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অগ্নি-২৮৯। (৫) শালিহোত্রের পিতার নাম কপিল। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।

শালী—(১) শাকুনী নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-স্বর্গ-১৫। (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি (অশ্ব) নামে খ্যাত শিষ্যগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ।

শালীয়—(১) সংহিতাকার বেদমিত্রের মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশিব নামে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা বেদমিত্রের নিকট হইতে পাঁচখানি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪। (২) মাণ্ডুকেয়ের পুত্র শাকল্য মুনির বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল্য ও শিশির নামে পাঁচজন

শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা শাকল্য রচিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত সংহিতা গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

শাল্ব—বৃষপর্ব্বা দানবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজক নামক অসুর, দ্বাপরে শাল্ব নামে ক্ষত্রিয় নরপতি হন। ভীষ্ম যখন কাশী রাজের কন্যাদিগকে স্বয়ম্বর সভা হইতে, ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবার জন্য, হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শাল্ব ভীষ্মের গতি রোধ করেন। অনন্তর ভীষ্মের সহিত শাল্বের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে ভীষ্ম শাল্বকে পরাজয় করিয়া, কাশীরাজের কন্যাগণসহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাভা-আদি-৬৭, ১২১। অম্বা দেখ। (২) নরপতি ব্যুষিতাশ্বের পত্নী ভদ্রার গর্ভে, শাল্ব নামে তিন জন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১২১। (৩) অসুর বিশেষ। পুরাকালে দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের নাম তারকাময় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শাল্ব দানব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৪১-৪৮। (৪) শাল্ব দানব একবার যদুবংশীয় নৃপতি আহুককে হরণ করেন। হরি-হরি-১৭। (৫) শাল্ব সৌভদেশের অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-১৮। (৬) শাল্ব শিশুপালের পরম মিত্র ছিলেন। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অতিশয় শত্রুতা ছিল। রুক্মিনীর বিবাহকালে শাল্ব, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির ন্যায় বিবাহে উপদ্রব সৃষ্টি করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যাদবগণ হস্তে পরাজিত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তীব্র তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, শাল্ব "আমাকে দেবগণেরও অভেদ্য এবং যাদবদিগের ভয়োৎপাদক এক যান প্রদান করুন।" এই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া ময়কে, ঐরূপ একযান প্রস্তুত করিয়া, শাল্বকে প্রদান করিতে বলিলেন। শাল্ব মহাদেবের বর-দত্ত সেই আশ্চয্য যান প্রাপ্ত হইয়া, বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ, যাদবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তখন শাল্ব পক্ষীয়দিগের সহিত যাদবদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে শাল্ব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। ভাগ-১০স্ক-৭৭। (৭) অনিরুদ্ধ যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন, তখন অনুরুদ্ধ-পক্ষীয় বাহ্লীকের সহিত শাল্বের যুদ্ধ হইয়াছিল। গর্গ-বিশ্ব-২০।

শাল্মলী—তন্ত্রোক্তা অন্যতমা স্বরশক্তি। শক্তি দেখ।

শাশ্বত—(১) জনকবংশীয় শ্রুতের পুত্র। তাঁহার তনয় সুধন্বা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) রামচন্দ্রের এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৫৯ পৃঃ। (৩) সূর্য্যের একনাম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পূ-৯। সূর্য্য দেখ।

শাশ্বতী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শাণ্ডিল্য—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ।

শাস—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৫২।

শাসন—(১) একাদশ রুদ্রের এক নাম। রুদ্র দেখ। (২) কল্কির অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুমন্ত্র। তাঁহার অন্যতম পুত্র শাসন। কল্কি-২য়-৬।

শাস্তা—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ।

শাস্ত্র—ভগবান মনুকর্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। মহাভা-শান্তি-১২১।

শিংশপায়ন—(১) একজন পৌরাণিক ঋষি। তিনি ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের নিকট হইতে পুরাণ অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি রোমহর্ষণতনয় সূত শিংশপায়নের নিকট হইতে একখানি পুরাণ লাভ করেন। ভাগ-১২স্ক-৭। ত্রয্যারুণি, অকৃতব্রণ ও শাংশপায়ন দেখ।

শিক্ষ—জনৈক গন্ধর্ব্বপতি। বজ্র দেখ।

শিক্ষক—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বৈতালী দেখ।

শিখণ্ড—ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্য, তিনি কতিপয় মানসপ্রজা সৃষ্টি করেন। শিখণ্ড তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-১০৬।

শিখণ্ডধৃক—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডভৃত—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। লি-পূ-৭। শিবাবতার দেখ।

শিখণ্ডিনী—(১) অন্তর্দ্ধানের পত্নী। মৎ-৪। বিষ্ণু-১ম-১৪। বায়ু-৬৩। অন্তর্দ্ধান দেখ। (২) পৃথু-তনয় হবির্দ্ধানের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৩। (৩) অন্তর্দ্ধানের শিখণ্ডিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচী নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৪) অন্তর্দ্ধি দেখ। ব্রহ্মপু-২।

শিখণ্ডী—স্ত্রীপূর্ব্ব নামক এক রাক্ষস দ্বাপরে শিখণ্ডী নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান। ঐ কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বা পূর্ব্ব হইতেই, সৌভপতি শাল্বের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি সেই কথা ভীষ্মের গোচর

করিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নিজ মনোনীত পতির নিকট যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর অম্বা শাল্বরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, শাল্ব, স্বয়ম্বর সভায় ভীষ্মহস্তে নিজ নিগ্রহের কথা স্মরণকরিয়া, অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অম্বা, ভীষ্মই যে তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্য মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করেন। মহাদেবের বরে তিনি প্রথমে দ্রুপদরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। ভীষ্ম এই সকল ঘটনা জানিতেন। তাই তিনি শিখণ্ডীকে স্ত্রীলোক বলিয়াই গণ্য করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে, যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মকে তাহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন ভীষ্ম বলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিবেন না এবং অমঙ্গলসূচক কিছু দেখিলেই অস্ত্রত্যাগ করিবেন। ভীষ্মের এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ঐরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করেন। অম্বা ও ভীষ্ম দেখ। (৩) বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয় ব্যাস হন এবং মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শাবাস দেখ। ঐ শিখণ্ডী নামক শিবাবতারের বাচশ্রবা, ঋচীক, শ্যাবশ্ব ও যতীশ্বর নামে চারিটি বেদপারদর্শী পুত্র জন্মে। লি-পূ-২৪। (৪) মহাদেব যখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন, তখন কৃতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। কৃতঞ্জয় ও শিবাবতার দেখ। (৫) শিবাবতার শিখণ্ডীর বাচশ্রবা, সুবীর, শ্যাবা ও যয়তীশ্বর নামে চারিটি শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। (৬) চাক্ষুষমনুর বংশীয় নরপতি পৃথুর অন্যতম পুত্র শিখণ্ডী। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অন্তর্দ্ধান ও পৃথু দেখ। (৭) শিখণ্ডী নামে কান্যকুব্জ দেশে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩। (৮) পৃথুপত্নী মহাভাগার গর্ভে শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুশাল। সৌর-২৭।

শিগ্রগ্রীবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

শিগ্রাবর্ণ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

শিখাবর্ত্ত—জনৈক যক্ষ। তিনি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শিখাবান্—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ, ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাভা-শতা-৪।

শিখিচণ্ডী—কাশীধামে ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী শিখিচণ্ডীদেবী অবস্থান করেন। তিনি নিরন্তর শিখির ন্যায় চীৎকার করিয়া বিঘ্ন সমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সকল ব্যাধি দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

শিখিধ্বজ—দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

শিখিনী—পাঞ্চাল-রাজ পুরুযশার মহিষী। পুরুযশা দেখ।

শিখিপটিকা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

শিখী—(১) একজন ঋষি। পদ্ম-উত্ত-১৩৫। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল শিখী। দেবীপু-৪৬। (৩) অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৮ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

শিজয়—একজন ক্ষত্রোপেত নরপতি। তিনি তপোবনে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৯১।

শিত—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯।

শিতিকণ্ঠ—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (২) অন্যতম নাগ। মিত্রী দেখ।

শিতিকর্ণ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

শিতেষু—(১) যদুবংশীয় উশনার তনয়। তাঁহার আত্মজ রুক্মকবচ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২৪। উশনা দেখ।

শিনি—(১) যদুবংশীয় অনমিত্রের অপত্য শিনি। তাঁহার তনয় সত্যক। মৎ-৪৫। হরি-হরি-৩৪। ভাগ-৯স্ক-২৪। বায়ু-৯৬। গরু-পূ-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) ভরদ্বাজবংশীয় মন্যুর পুত্র গর্গ। গর্গের তনয় শিনি। তাঁহার অপত্য গার্গ্য। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) ভরদ্বাজ-বংশীয় অমন্যুর তনয় শিনি। গরু-পূ-১৪৪। সঙ্কৃতি দেখ। (৪) যদুবংশীয় অমিত্রের তনয় শিনি। শিনির অপত্য সত্যবাক্ ও সত্যক। হরি-হরি-১৬৭। (৫) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র শিনি। শূর দেখ। (৬) যদুবংশীয় ধৃষ্টের অন্যতম পুত্র। ধৃষ্ট দেখ। (৭) যদুবংশীয় যুযুধানের তনয় শিনি। তাঁহার আত্মজ-যুগন্ধর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৮) বৃষ্ণিবংশীয় সুমিত্রের তনয় শিনি। তাঁহার আত্মজ নিম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৮) বৃষ্ণির তনয় শিনি; শিনির অপত্য সত্যক। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১০) বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র শিনি। তাঁহার তনয় যুত্র। যুত্রের অপত্য সত্যক। লি-পূ-৬৯। (১১) শিনি নামক একজন অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবের আরাধনা করিয়া, মহাদেবের গণ পুষ্পদন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৭।

শিনীবাল—যদুবংশীয় সত্রাজিতের

পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্রাজিত দেখ।

শিনেয়ু—(১) যদুবংশীয় উশতের তনয়। শিনেয়ুর অপত্য মরুত্ত। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় উশনার পুত্র শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য রুক্মকবচ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শিতেয়ু দেখ। (৩) যদুবংশীয় উষতের তনয় শিনেয়ু। তাঁহার অপত্য মারুত। ব্রহ্মপু-১৫।

শিপিবিষ্ট—(১) বিষ্ণুর একনাম। ঋক্-৭।১০০।৬। (২) বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের এক নামও শিপিবিষ্ট। তিনি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদয় পদার্থে প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহার ঐ নাম। মহাভা- শান্তি-৩৪৩।

শিপ্রক—কণ্ববংশীয় ভূপালগণ পয়তাল্লিশ বৎসর মগধে রাজত্ব করিবার পর, শিপ্রক নামে অন্ধ্রবংশীয় একজন ভৃত্য, কণ্ববংশীয় শেষ নরপতি সুশর্ম্মাকে বধ করিয়া রাজা হয়েন। তৎপরে শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শিপ্রা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে শিপ্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থ চিত্ররথকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) শিপ্রা (নদী) ব্রহ্মার পরমা কলা। মহাদেবের আদেশে তিনি সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত কালকূট মহাকাল বনে বহন করিয়া লইয়া যান। স্কন্দ-আব-চতু-১৪। (৩) শিপ্রানদী অগ্নির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

শিব—(১) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) এই তিনজনই পুরাণান্তর্গত প্রধান দেবতা। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা ও শিব বিনাশ কর্ত্তা বলিয়াই সাধারণতঃ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কে অপর দুইজন অপেক্ষা অধিকতর মান্য, অথবা কে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পুরাণে ব্রহ্মাকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা বিষ্ণুকে অপর দুইজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার অন্য কোথাও শিবকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কখনও কখনও বা একই পুরাণের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। একাধিক পুরাণে ও তাঁহাদের পরস্পরের অভিন্নতা এবং একত্বও বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে যে পুরাণে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহাই দেওয়া হইল। এই সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামের বিবরণও দ্রষ্টব্য। তদ্ভিন্ন একই ধরণের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে যাহা পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির গ্রন্থ উল্লেখ এই সকল বিবরণের শেষ ভাগে দেওয়া হইয়াছে। (২) ভগবান

বিষ্ণু এক অনল-সন্নিভ লিঙ্গ দর্শন করিয়া যখন তাঁহার অন্তদেশ জানিবার জন্য শূকররূপ ধারণপূর্ব্বক অধোদেশে বহু বৎসর ভ্রমণ করেন, তখন ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া, ঐ লিঙ্গের ঊর্দ্ধদেশে গমনপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের আদি অনুসন্ধানে ব্রতী হন। [বিষ্ণু (১৮) দেখ]। দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহারা তাঁহার আদি বা অন্ত্য কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উভয়ে দেবাদিদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, শিব এক অপরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। সেই রূপ পঞ্চবদন ও দশভুজ বিশিষ্ট। তাহা কর্পূরের মত গৌর ও সকল প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ-সমন্বিত। মহেশ্বরের সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মোহিত হইয়া, আরও বিশেষভাবে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব সেই শরীরেই দিব্য শব্দময়রূপ ধারণ করিলেন। তাহা এইরূপ—অ-কার তাঁহার মস্তক; আ-কার-ললাট; ই-কার দক্ষিণনেত্র। ঈ-কার বামনেত্র; উ-কার দক্ষিণ কর্ণ; ঊ-কার বামকর্ণ। ঋ-কার দক্ষিণ কপোল; ৠ-কার বাম কপোল। ঌ-কার ও দীর্ঘঌ-কার এই দুইটি দুই নাসিকা। এ-কার তাঁহার ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ; ঐ-কার অধরোষ্ঠ; ও-কার এবং ঔ-কার যথাক্রমে তাঁহার ঊর্দ্ধ ও অধঃ দন্তপংক্তি। অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটি তাঁহার তালুদ্বয় স্বরূপ। ক-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার দক্ষিণ-দিগের পাঁচটী হস্ত; চ-কারাদি পাঁচটি অক্ষর তাঁহার বামদিকের পাঁচটি হস্ত। ট-বর্গ ও ত-বর্গ তাঁহার পদদ্বয়। প-কার উদর; ফ-কার দক্ষিণ পার্শ্ব; ব-কার বাম পার্শ্ব; ভ-কার স্কন্ধ, ম-কার হৃদয়। য-কার হইতে স-কার পর্য্যন্ত অক্ষর গুলি তাঁহার সপ্তপ্রকার ধাতু। হ-কার তাঁহার নাভি এবং ক্ষ-কার তাঁহার নাদ। মহেশ্বরের এই অত্যদ্ভুত রূপ দেখিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু "প্রভো, আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন।" এই বলিয়া বারংবার তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর বলিলেন, "আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি। অতঃপর আমি এই বিধান করিতেছি যে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন, বিষ্ণু সৃষ্টির পালক হইবেন এবং আমার অংশ বিশেষ জগৎসংহার-কর্ত্তা-রূপে অবতীর্ণ হইবেন। এতদ্ভিন্ন আমাদের তিন দেবের জন্য প্রকৃতি দেবী হইতে তিনজন দেবী আবির্ভূতা হইয়া দেবগণকে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য সাহায্য করিবেন। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া, শিবকে বার বার অভিবাদন করিলেন। শিব-জ্ঞান-৩। লক্ষ্মী দেখ।

(৩) মহেশ্বরই বিষ্ণুকে অসুরগণের নিধনের জন্য সুদর্শন চক্র দেন। বিষ্ণু (২২) দেখ। (৪) শিব সম্বন্ধে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিবিধ বিষয়ের জন্য ব্রহ্মা (১৮) হইতে (৩২) অংশগুলি দেখ। (৫) এই চরাচর বিশ্ব পূর্ব্বে এই ভাবেই অবস্থিত ছিল। তাহার পর কোনও সময়ে সমুদয় জগৎ মহাসমুদ্রের জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তখন অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, দশদিক, নক্ষত্র, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস সকলেই মহেশ্বরের তেজদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ রুদ্র লোকহিতার্থে এইরূপ ঘোষণা করিলেন—"যুগে যুগে আমিই একমাত্র আছি এবং আমা হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্‌বিষয়ে সংশয় করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই মহেশ্বরের পাঁচটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। তাঁহার এক মূর্ত্তি উর্দ্ধরোমা ও ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয় মূর্ত্তি সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। তৃতীয় মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধকর। কুবের তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চমী তনু। ঐসঙ্গে শিবমূর্ত্তিও পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভগবান রুদ্রের প্রথমা মূর্ত্তি ক্রীড়া করেন, দ্বিতীয়া মূর্ত্তি তপশ্চরণ করেন, তৃতীয়া মূর্ত্তি লোকসংহার করেন, চতুর্থী মূর্ত্তি প্রজাসৃজন করেন এবং পঞ্চমী মূর্ত্তি এই নিখিল জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সকল জীবের প্রভু, সকল ভূতে তিনি বাস করেন, তিনি ভূতসমুদয়কে সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করেন, এই জন্য তাঁহার নাম ঈশান। তিনি ভূতসমুদয়ের উদ্ভব ও তিরোভাব, তাহাদের বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহার একনাম ভগবান্। তিনি ব্রহ্মাদি মহৎব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পূজিত হন এবং এই মহৎ পদার্থ জগৎ, তাঁহা-হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনি মহা-দেব নামে কথিত হন। তিনি পশু অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন করেন, তাই তাঁহার একনাম পশুপতি। তিনি নিজেই নিজের মাতা, পিতা ও প্রিয় এবং কেহই তাঁহাকে সৃজন করেন নাই, তাই তাঁহার এক নাম স্বয়ম্ভূ। তিনি একবার নিজের একটি মস্তক ছেদন করিয়া, নিজেই উহা ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি কপালী নামে বিদিত হন। লোক সমুদয় তাঁহাহইতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, তাই তাঁহার একনাম মহেশ্বর। অতি বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রকাশ বলিয়া এবং চরাচর জগৎ তাহা হইতেই ব্রহ্মকে লাভ করে, তাই তাঁহার একনাম ব্রহ্ম। শিব-সনৎ-৬,৭। (৬) আমাদের এই পৃথিবীর লক্ষ-যোজন উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, তাহার দ্বিগুণ দূরে বিষ্ণুলোক, এবং বিষ্ণুলোকের কোটী

যোজন দূরে শিব লোক। শিব-সনৎ-১১। (৭) বিভিন্ন মূর্ত্তিতে জগৎ-পতি শিব বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া লোকের হিত সাধন করিতেছেন। ঐন্দ্রি নামে তাঁহার প্রথমামূর্ত্তি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। দক্ষিণা নামে দ্বিতীয়া মূর্ত্তি যমকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণদিকে সংহার কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয়া মূর্ত্তি বরুণকে আশ্রয় করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চতুর্থ মূর্ত্তির নাম বরদা। এই মূর্ত্তি কুবেরকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিকে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সুখ সম্পাদন করিতেছেন। শিবের পঞ্চমী মূর্ত্তি কপিলরূপে পাতালে তপস্যা করিতেছিলেন এবং বৈষ্ণবী নামক ষষ্ঠী মূর্ত্তি বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও এক মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তি সমুদয় জীবের সুখ-প্রদাতা, উপাধিশূন্য ও জ্ঞানস্বরূপ। জরামরণ-শঙ্কিত জীবগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেই মূর্ত্তিরই আরাধনা করে। শিব-সনৎ-১৪। (৮) দাক্ষায়িণী দেহত্যাগ করিলে শিব তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্য, নদীতীর, পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যার তেজে বৃক্ষাদি সকল দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

সেই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার কারণ জানিবার এবং কি উপায়ে এই আকস্মিক উৎপাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, মহাদেবের তপস্যার তেজেই এইরূপ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর মহাদেব চন্দ্রহারা হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মনে অশান্তি হইয়াছে এবং এই সমুদয় সেই মহাদেবেরই মানসিক অশান্তির ফল। চন্দ্রকে লইয়া পুনরায় মহাদেবের মস্তকে স্থাপন করিলেই তাঁহার অশান্তি দূর হইবে এবং তাহা হইলে ঐ সকল উপদ্রবও বিদূরীত হইবে।" এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ চন্দ্ররূপ মণিদ্বারা দুইটি কুম্ভ পূর্ণ করিলেন—একটি অমৃত পূর্ণ, অপরটি বিষপূর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই কুম্ভদ্বয়সহ শিবের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা শিবকে স্তোকবাক্যে প্রসন্ন করিয়া, ঐ কুম্ভদ্বয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিব তাঁহাদের স্তোকবাক্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, প্রথমে অমৃতপূর্ণ কুম্ভটি গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই চন্দ্র রেখামাত্রে পরিণত হইয়া তাঁহার মস্তকদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর নিজ মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বারা বিষপূর্ণ কুম্ভ স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলী কণ্ঠ-

দেশে লেপন করিলেন। তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গেল। তদবধি মহেশ্বর মস্তকে চন্দ্র এবং কণ্ঠদেশে বিষ ধারণ করিয়া যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হইলেন। শিব-সনৎ-২৮। (৯) মহাদেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত আছেন। তিনি বারাণসীতে মহাদেব; প্রয়াগে মহেশ্বর; নৈমিষক্ষেত্রে দেবদেব; গয়াতীর্থে প্রপিতামহ; কুরুক্ষেত্রে কালেশ; প্রভাসে শশিভূষণ; পুষ্করে অযোগন্ধ; বিমলেশ্বরে বিশ্ব; অট্টহাসে মহানাদ; মরুকোটে মহোৎকট; শঙ্কুকর্ণে মহাতেজ; গোকর্ণে মহাবল, রুদ্রকোটীতে মহাযোগী; স্থলেশ্বরে মহালিঙ্গ; অবন্তীতে মহাকাল, মধ্যমেশ্বরে শর্ব্ব; কেদারে ঈশানদেব, হিমালয়ে রুদ্র; সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষ, বৃষে বৃষভধ্বজ; কনখলে উগ্র, ভদ্রকর্ণ হ্রদে শিব; ভৈরবে ভৈরবাকার, ভদ্রপথে ভদ্র; দেবদারুবনে ভিন্ন; কভিজঙ্গলে চণ্ড; সুবণ্ডে উর্দ্ধকেতু; মঙ্গলভাণ্ডে কপর্দ্দী; কৃত্তিবাসে ববদ; আম্রাতিকেশ্বরে সূক্ষ্ম; কালঞ্জরে নীলকণ্ঠ; মণ্ডলেশ্বরে শ্রীকণ্ঠ; ধ্যানসিদ্ধেশ্বরে যোগ; উত্তরেশ্বরে গায়ত্র; কাশ্মীরে বিজয়; মরুকেশ্বরে জয়; যমস্তাজে স্থাণু; করবীরকে কাপিল; কায়াবতারে জয়ন্তি; দেবিকায় উমাপতি ও হরিশ্চন্দ্রেশ্বর; পুরশ্চন্দ্রে শঙ্কর; কালেশ্বরে জটাল; কুক্কুটেশ্বরে সৌম্য; সন্ধ্যায় তাম্রক; বদরীতে ত্রিলোচন; জলেশ্বরে ত্রিশূল; শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক; লেপনে পশুপতি; অক্ষেশ্বরে দাপ্ত; গঙ্গাসাগরে অমর; অমরকণ্টকে ওঙ্কার; সপ্ত গোদাবরীতে ভীম; পাতালে হাটকেশ্বর; কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষ; কৈলাশে ত্রিপুরান্তক; হেমকূটে বিরূপাক্ষ; গন্ধমাদনে ভূর্ভুব; দিণ্ডীশ্বরে অনল; স্থলেশ্বরে জললিঙ্গ; ভূতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ; কিরাতকে কৈরাত; বিন্ধ্যাচলে বারাহ; গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান; বড়বামুখে মানব; তীর্থে শ্রেষ্ঠিকোটীশ্বর; ইষ্টকাপথে বিশিষ্ট; কুকুমপুরে প্রহাস; এবং লঙ্কায় অলকেশ্বর। শিব-সনৎ-৩১শ

(১০) দেবাসুর মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থনকরিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে তাহা হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবগণ, অসুরগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা প্রতিকারের অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরকে জগতের হিতের নিমিত্ত ঐ বিষ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা ও সমস্ত দেবতাদের

সমবেত প্রার্থনায় শিব তাহাতেই সম্মত হইয়া, সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করিলেন। সেই উগ্র বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিল। চরাচর বিশ্বের মঙ্গলের জন্য মহাদেব ঐ কাল কূট কণ্ঠে ধারণ করাতে দেবাসুরগণ নির্ভয় হইয়া নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শিব-সনৎ-৫১। (১১) একবার প্রজাপতি দক্ষ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। দক্ষকে দেখিয়া তত্রস্থ মুনিগণ তাঁহার যথোচিত সৎকারাদি করিলেন। মহাদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু দক্ষকে কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে প্রভূত র্ভৎসনা করিলেন এবং পরে সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে, যদিও শিব তাঁহার জামাতা, তথাপি তিনি বেদাচার বিরুদ্ধ ও দুঃশীল বলিয়া, তিনি তাঁহারে যজ্ঞ বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল পরে কনখল তীর্থে প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমুদয় দেব, ঋষি প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল শিবকে কোনও সংবাদ প্রদান করিলেন না। শিবকে তথায় উপস্থিত না দেখিয়া, সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং শিবকে নিমন্ত্রণ না করা যে, অতিশয় অনুচিত হইয়াছে, সেই কথা বলিয়া দধীচি মুনি দক্ষকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। দক্ষ তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মার অনুরোধে শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, তথাপি শিবের প্রতি তাঁহার কোনও সুভাব নাই। তিনি জানেন যে শিব অকুলীন, ভূত, প্রেত ও পিশাচদিগের পতি, অতি দুর্জ্জয়, আত্মাভিমানী, মূঢ় ও মৎসর। সেইজন্যই তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। এদিকে লোকমুখে শিবানা সতী, দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিলেন এবং কেন যে তাঁহার পিতা দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, শিবের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিলেন। এবং সতী ইহাও বলিলেন যে, দক্ষ শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ না করিলেও, তাহাদের সেই যজ্ঞে গমন করা উচিত, কারণ দক্ষ তাঁহাদের গুরুজন। শিব কিন্তু সতীর কথা অনুমোদন করিলেন না। তিনি সতীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দক্ষ যখন তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত লোক বিবেচনায় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন অনাহূত ভাবে তাঁহাদের কাহারও যজ্ঞে গমন করা উচিত হইবে না। সতী শিবের বাক্য যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও,

কেন যে দক্ষ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহা স্বয়ং অবধারণ করিবার জন্য, যজ্ঞে যাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শিব একান্ত অনিচ্ছার সহিত সতীকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। সতী তথায় গমন করিয়া দক্ষমুখে পতিনিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক দেহত্যাগ কবিলেন। সেই সংবাদ যখন শিবের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় মস্তকের জটা হইতে বীরভদ্র নামক এক অতি ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি কবিলেন। অতঃপর তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু হইতে কোটী কোটি ভূতগণ পরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হইল। তদ্ভিন্ন তাঁহার ক্রোধাগ্নি হইতে একশত জ্বর ও ত্রয়োদশ সান্নিপাতের উদ্ভব হইল। ক্রোধারক্ত-লোচন মহেশ্বর তখন তাহাদিগকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, যজ্ঞে উপস্থিত দেব ও ঋষিগণের উপর অশেষ উৎপীড়ন এবং সর্ব্বোপরি দক্ষেরও প্রাণ-বিনাশ করিল। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, ব্রহ্মা শিবসকাশে গমনপূর্ব্বক বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব দেবগণের প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় সমুদয় ঘটনা অবলোকন করিয়া, শিব অতিশয় কৌতুক অনুভব করিলেন। পরে শিবের আদেশে দক্ষের মস্তকবিহীন দেহ আনীত হইলে, শিব এক পশুর মস্তক দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। তখন দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং শিবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া, তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। শিবও প্রত্যুত্তরে দক্ষকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২-৫। (১২) দেবগণের প্রার্থনায় শিবলিঙ্গ বহুধা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সত্যলোকে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ; বৈকুণ্ঠে সদাশিব; অমরাবতীতে অমরেশ্বর; বরুণালয়ে বরুণেশ্বর; যমালয়ে কালেশ্বর; নৈঋতপুরে নৈঋতেশ্বর; বায়ুলোকে পবনেশ্বর; মৃত্যুলোকে কেদার ও অমরেশ্বর; নর্ম্মদা তটে ওঙ্কার ও মহাকাল; কাশীধামে বিশ্বেশ্বর; প্রয়াগে ললিতেশ্বর; ব্রহ্মাচলে ত্রিয়ম্বক; কলিতে ভদ্রেশ্বর; গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর; সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর; বিন্ধ্যাচলে সর্ব্বেশ্বর; শ্রীশৈলে শিখরেশ্বর; কান্তিপুরে অল্লালনাথ; সিংহলে সিংহনাথ, বিরূপাক্ষ, কোটীশঙ্কর, ত্রিপুরান্তক, ভীমেশ, অমরেশ্বর ও ভোগেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (১৩) শিব যখন পার্ব্বতীকে

বিবাহ করিবার জন্ত গমন করেন, তখন [illegible] তাঁহার [illegible] তাঁহা-[illegible] অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার [illegible] পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। সেই চণ্ডী কর্কোটক নাগকে হাররূপে এবং বৃশ্চিক ও দংশকদিগকে পদকরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য শঙ্কর যাঁহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহ কালে পঞ্চবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মধ্বনী ও গীতধ্বনী হইতে লাগিল। মহিলারা বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়া কলসবারি দ্বারা সদাশিবকে স্নান করাইতে করাইতে মঙ্গল সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। স্নান সমাপন হইলে, শিব নানারূপ অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি মস্তকে মুকুট পরিধান করিয়াছিলেন এবং ছত্রধর তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিল। তিনি যখন সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া যজ্ঞমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট পীঠে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর মেনকা স্বীয় সখিগণ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে নীরাজনা সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর মধুপর্কাদি যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল, [illegible] তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। [illegible] প্রেরণায় পুরোহিত [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পার্ব্বতীকে অন্তর্ব্বেদিকায় আনয়ন করা হইল। বাচস্পতি প্রমুখ পুরোহিতগণ বিবাহের লগ্নকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গর্গ মুনি ঘটিকা গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যেই মাত্র ঘটিকা পূর্ণ হইল অমনই তিনি 'ওঁ পুণ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বধূকে অঞ্জলি প্রদান করাইলেন। পার্ব্বতী দধি, অক্ষত, কুশাদি দ্বারা মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর শঙ্করও ঐরূপে পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য গর্গের অনুমোদন ক্রমে হিমালয় মেনকার সহিত একযোগে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। হিমালয় বলিলেন, "আমি অদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাত্মা গর্গের সহিত মিলিত হইয়া, দেবদেব শূলপাণির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেছি। অতএব আপনারা এতদ্বিষয়ক মন্ত্রাদি প্রয়োগ করুন।" হিমাচলের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়া উঠিলেন, "এইত শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, হে মহেশ, তোমার গোত্র ও কুল বিশেষ করিয়া প্রকাশ [illegible]।" কিন্তু মহাদেব তাঁহাদের [illegible]

করিয়াও নিরুত্তর রহিলেন। মহেশ্বরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, দেবর্ষি নারদ হাস্যপূর্ব্বক বীণা বাজাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দেব-ঋষি-গন্ধর্ব্বাদি পরম আশ্চর্য্যান্বিত বোধ করিলেন এবং হিমবান্ নারদকে বীণা বাজাইতে নিষেধ করিলেন। নারদ হিমাচলের বাক্যে উত্তর দিলেন, "আপনি যে দেবদেবকে স্বীয় গোত্র-প্রবরাদি বলিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহার গোত্র বা কুল সকলই এই নাদ। তিনি নাদেই প্রতিষ্ঠিত এবং নাদও তাঁহাতে অবস্থিত।" নারদের এই বাক্যে উপস্থিত সকলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। অতঃপর হিমাচল "হে পরমেশ্বর, তোমাকে আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর," এই বলিয়া ভগবান্ রুদ্রের করে পার্ব্বতীকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর দম্পতিকে অন্তর্বেদী হইতে বহির্বেদিতে আনয়ন করা হইলে হোমক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে দর্শনবেদী বিচক্ষণ ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে হোমক্রিয়া সমাপন হইলে উপস্থিত দেবপত্নী ও ঋষিপত্নীগণ শঙ্করের নীরাজনা করিলেন। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞগণ [illegible] সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন। হিমাচল জামাতাকে বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার প্রদান করিলেন। অনন্তর শিবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবগণ [illegible] মনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। [illegible]গণ, পর্ব্বতগণ প্রভৃতি সকলেই এক যোগে আহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রপাল, বেতাল, শাকিনী, ডাকিনী, যক্ষিণী প্রভৃতিও ভোজন করিয়া আনন্দিত মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর পরস্পর আদর আপ্যায়ন সম্ভাষণাদি সমাপ্ত হইলে, শিব পার্ব্বতীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৫-২৭। স্কন্দ-মাহে কুমা-২৫,২৬। (১৪) যুগে যুগে মহাদেব জগতের হিতের নিমিত্ত যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল শিবাচার্য্য-দিগের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) শ্বেত, সুতার, দমন, সুহোত্রী, কঙ্ক, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, ঋষভ, ভৃগু, অত্রি, বালি, গোতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, শ্বেত, শূলী, দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা ও নকুলী। বায়ু-২৩. ব্রহ্মা-২৩। (খ) শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কন, যোগীন্দ্র, লোকাক্ষি, জৈগিষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, ভৃগু, উগ্র, অত্রি, বালি, গোতম, বেদশীর্ষা, গোকর্ণ, শিখণ্ডক, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাযাম, মুনি, শূলী, পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, ও নকুলীশ্বর।

কূর্ম্ম-পু-৫২। (গ) রুদ্র, সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ, লোকাক্ষ্য, মহামুনি, জৈগিষব্য, দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডী, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, সংযমী, শূলী, ডিণ্ডী, ভুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। ব্যাস দেখ। (১৫) শিব ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহাভা-শান্তি-৩৫১। (১৬) মহাদেব বহুমূর্ত্তি ও বহুরূপধারী। তাঁহার মূর্ত্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার এক মূর্ত্তি অতিভীষণ, আর এক মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত। ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এই ত্রিবিধ। সৌম্য মূর্ত্তি ধর্ম্ম, সলিল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উহার অর্দ্ধাংশকে অগ্নি এবং অপর অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং ভীষণমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকেন। তিনি মহান্ ও ঈশ্বর বলিয়া মহেশ্বর; তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবল-প্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা, এবং শোণিত-মিশ্র মজ্জা-মাংস ভক্ষক বলিয়া রুদ্র; দেবগণের মধ্যে মহান্, অপরিসীম বিষয়ের অধিকারী এবং বিশ্ব-সংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মহাদেব; ধূম্ররূপী বলিয়া ধূর্জ্জটি; মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া শিব; স্থির, স্থিরলিঙ্গ এবং স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করেন বলিয়া স্থাণু; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া বহুরূপ; বিশ্বদেব-গণ তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া বিশ্বরূপ এবং পশুদিগের অধিপতি হইয়া, সতত তাহাদের প্রতি-পালন ও তাহাদের সহিত বিহার করেন বলিয়া, পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু স্বরূপ। তিনি সমস্ত লোককেই অভিলষিত বস্তুসকল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বরূপী, মহৎ, সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ও দেবগণের আদি। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত লোকের শুভাশুভ কার্য্যে নিয়ত রহিয়াছেন। সমুদয় ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার অধিকার রহি-য়াছে, বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন এবং যাবতীয় মহৎ বিষয়ের অধিকারী বলিয়া মহেশ্বর বলেন। সমুদ্র মধ্যস্থ বড়বামুখ তাঁহারই আনন-স্বরূপ। মহাভা-অনুশা-১৬১। (১৭) কোনও সময়ে মহেশ্বর সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি-পুষ্পসমাযুক্ত অতি রমণীয় পুণ্যা—

শ্রম হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার নিকট যে সমুদয় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিকটাকার, কেহ দিব্য মূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ পশুর আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তিনি যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা নানাবিধ দিব্যগন্ধে আমোদিত থাকিত। ফলতঃ তাঁহার তপঃপ্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরিসীমা ছিল না। একদিন মহাদেব সেই পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পার্ব্বতী সমুদয় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণময় কলস কক্ষে বহন করিয়া, মহাদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক, পরিহাসচ্ছলে স্বীয় করতল দ্বারা শঙ্করের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন। মহাদেবের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে মগ্ন হইল এবং হোম ও বষট্‌কার লোপ পাইল। সকলের মনই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সহসা মহাদেবের ললাট দেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র নির্গত জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদয় অন্ধকার মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দূরীভূত হইল এবং ঐ জ্যোতিতে হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী পশুসকল শঙ্কাকুল হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইল। ক্রমে সেই নেত্রসম্ভূত, দ্বাদশ-আদিত্য সন্নিভ, যুগান্তকালিন দহন সদৃশ হুতাশন, গগন স্পর্শী হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই বিবিধ ধাতু, বনৌষধি প্রভৃতি সহ, হিমাচলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী পিতা হিমালয়ের ঐ দুরবস্থা দেখিয়া অতি কাতরভাবে শঙ্করের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর পার্ব্বতীকে কাতর দেখিয়া পুনরায় প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে, হিমাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই পর্ব্বতরাজ পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ও রমণীয় হইয়া উঠিলেন। এই অত্যদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, পার্ব্বতী শিবকে তাঁহার ললাট হইতে অগ্নি-সদৃশ তৃতীয় নেত্র সমুদ্ভবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর বলিলেন যে, পার্ব্বতী অজ্ঞানতা নিবন্ধন হস্তদ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় আবৃত করাতে, সমুদয় লোক আলোক বিহীন বিনষ্টপ্রায় হয়; তাহা দেখিয়া লোক সকলের রক্ষার নিমিত্তই তাঁহার ললাট হইতে তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। সেই নেত্রের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতেই হিমালয় দগ্ধীভূত হইয়াছিল। কেবল পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য তিনি হিমাচলকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। মহাভা-অনুশা-১৪০। (১৮) ব্রহ্মা সর্ব্বরত্নের সারহইতে তিলোত্তমা নামে যে পরমাসুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করেন, সেই কামিনী একবার শিবকে প্রলোভিত করিবার জন্য, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। তখন শিব তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষী হইয়া, যেদিকে সেই কন্যা গমন করিতে লাগিল, সেই দিকেই যোগবলে এক এক বদন সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার জন্যই মহেশ্বর চতুর্মুখ হন। তিনি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন করেন, উত্তর-মুখ দ্বারা পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করেন, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সম্পাদন এবং ভয়ঙ্কর দক্ষিণ মুখ দ্বারা জীবগণের সংহার সাধন করিয়া থাকেন। সমুদয় লোক সাধারণের হিতের নিমিত্ত তিনি জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ পিনাক-পাণি হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক বার তাঁহারই শ্রীলাভার্থ শিবের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে শিবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। বাসযোগ্য পবিত্র স্থানের অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও শ্মশান অপেক্ষা পবিত্রতর কোনও স্থানই তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয় ভূতগণ শ্মশানেই অবস্থান করিয়া থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হয় না। তিনি অদ্যাপি শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন। মহাভা-অনুশা-১৪১। (১৯) দেবী পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম কি; কোন্ ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের হিতকর; ঋষিগণের ধর্ম্ম কি; স্বেচ্ছাচারী ও গৃহীগণের ধর্ম্ম কি; কি কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বর্ণান্তর লাভ করে; কোন কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; নারী ধর্ম্ম কি প্রভৃতি বিষয়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৪১-১৪৬। (২০) মহাদেব বৃষভবাহন কেন, তাহার বিবরণ ১১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে। (২১) ইন্দ্রাদি দেবগণকে দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে দেখিয়া, পার্ব্বতী শিবকে, কেন তিনি তথায় গমন করিতেছেন না এবং তথায় যাইবার তাঁর কোনও বাধা আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ স্থির করিবার সময়ে, দেবগণ তাঁহার জন্য কোনও ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। সেই জন্য কেহ যজ্ঞ করিলে, তাঁহাকে নিম-ন্ত্রণ করেন না। পার্ব্বতী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শিব পার্ব্ব-তীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগবলে দক্ষযজ্ঞ স্থলে গমন করি-লেন এবং অনুচরগণ সহ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের

অনুচরগণের উৎপীড়নে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, গগন পথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহা দেখিয়া ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ঐ ভাবে যজ্ঞের অনুসরণ করিবার সময়ে, শঙ্করের ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পতিত হইল এবং তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রথমে কালাগ্নি সদৃশ হুতাশন ও তৎপরে সেই হুতাশন হইতে এক হ্রস্বকায় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বরধারী, লোহিত নেত্র, হরিৎ-শ্মশ্রু, শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ শরীরবিশিষ্ট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া অন্যান্য ঋষি ও দেবগণের প্রতি অভিযান করিলেন। তদ্দর্শনে চরাচরে হাহাকার ধ্বনী উত্থিত হইল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা লোকের এই সমূহ বিপদ দেখিয়া, নানা স্তোকবাক্যে মহাদেবকে ক্রোধ সংবরণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "অদ্যাবধি দেবগণ আপনাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি জ্বর নামে বিদিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন। কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থান করিলে পৃথ্বী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনি এই তেজোরাশি বহুঅংশে বিভাগ করুন।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া এবং বিশেষতঃ ভবিষ্যতে দেবগণ আর তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না জানিয়া, দেবদেব প্রীত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর জ্বরকে নানাভাগে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরোবেদনা; পর্ব্বতের শিলা; সলিলের শৈবাল; সর্পের কঞ্চুক; গো-সমুদায়ের পাদরোগ; ধরিত্রীর উষরতা; পশুদিগের দৃষ্টি প্রতিরোধ; অশ্বের গলরোগ; ময়ূরের শিখাভেদ; কোকিলের নেত্ররোগ; মেষের পিত্তভেদ; শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই ঐ নানা ভাগে বিভক্ত জ্বর। এতদ্ভিন্ন স্বনাম পরিচিত জ্বরও জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-২৮৩। (২২) দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে শিব-প্রিয়া পার্ব্বতী একান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং শিব সকাশে তজ্জন্য বিশেষরূপ খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে শঙ্কর পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন যে যদিও দক্ষ মূর্খতাবশতঃ তাঁহাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তথাপি তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, এবং সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। পার্ব্বতী কিন্তু শিবের এই বাক্যে

সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, নিজপত্নীর সমক্ষে ঐরূপ আত্মশ্লাঘা অতি সাধারণ লোকও করিতে পারে। তখন ভগবান্ পিনাকপাণি পার্ব্বতীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজ বদন হইতে এক অতি মহা ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃজন করিলেন। ঐ পুরুষ বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে যাইয়া দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কর।" শিবাদেশে বীরভদ্র যজ্ঞ-ধ্বংস কার্য্যে গমনোদ্যোগ করিলে দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণ মূর্ত্তি-ধারিণী মহাকালী, সেই বীর পুরুষের অনুগামিনী হইলেন। সানুচর বীরভদ্র অতঃপর যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া সমুদয় লণ্ডভণ্ড করিতে আরম্ভ করিলে দক্ষ বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বীরভদ্র বলিলেন যে, তিনি শিবাদেশেই যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দক্ষ যদি নিজ মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন শূলপাণির শরণাপন্ন হন। তখন দক্ষ অনন্যোপায় হইয়া নানারূপে সেই দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর সহসা সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, "আমি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার কি উপকার করিব।" দক্ষ প্রার্থনা করিলেন যে, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যে সমুদয় দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় যেন বিফল না হয়। মহেশ্বর বলিলেন, "তাহাই হইবে।" অতঃপর শিব দক্ষকে নানারূপ প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক নিজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৮৪,২৮৫। বীরভদ্র দেখ। (২৩) মহাদেব ব্রহ্মার নিকট হইতে এক অধর্ম্ম-নিবারক অসি প্রাপ্ত হন। (১১৬১ পৃঃ দেখ)। সেই অসি গ্রহণ করিয়াই তিনি রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল। তাঁহার পরিহিত কৃষ্ণাজিন উজ্জ্বল তারকানিচয়ে শোভিত হইতে লাগিল। তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে নানাবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ললাটস্থ নেত্র ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অপর নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই অসি ও তদনুরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া ভূতনাথ দানবকুল ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন, হতাহত করিয়া, নিজ ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরম মঙ্গলময় শিবমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর ধর্ম্ম রক্ষার হেতুভূত ব্রহ্ম-দত্ত সেই মহা খড়্গ বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। বিষ্ণুর নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, মরীচি

মুনি মহর্ষিগণকে সেই খড়্গ প্রদান করেন এবং মহর্ষিগণের নিকট হইতে ইন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হন। লোকপালগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্য পুত্র মনুকে প্রদান করেন। মনু তাহা নিজ পুত্র ক্ষুপকে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি ১৬৬। মনু, মরুত্ত ও রঘু দেখ। (২৪) মহাদেব এক-বিংশতিজন প্রজাপতিদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (২৫) মহাদেব দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ করাতে, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা-পতি তপস্যা দ্বারা রুদ্রের ললাটে একটি নেত্র উৎপাদন করেন। তদ্ভিন্ন শিব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য দীক্ষিত হন, তখন ভৃগু-নন্দন নিজ মস্তক হইতে একটি জটা উৎ-পাটনপূর্ব্বক শিবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। সেই জটা হইতে সর্প সমূহ উৎপন্ন হইয়া, শিবকে বারংবার দংশন করিতে থাকে। সেই ভুজগ-গণের দংশন জনিত বিষের প্রভাবেই শিব নালকণ্ঠ হইয়া যান। মতান্তরে স্বায়-ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ নিজ হস্তদ্বারা শিবের কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া যান। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (২৬) পুরাকালে প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া জীবিকা-লাভের নিমিত্ত দক্ষের শরণাপন্ন হন। দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া, নিজে প্রথমে অমৃত পান করিলেন। ঐ অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হওয়াতে দক্ষ উদ্গার দিলেন। সেই উদ্গার হইতে সুরভী ধেনু উৎপন্ন হইল। সুরভী উৎপন্ন হইয়া কপিলা গাভীদিগকে সৃষ্টি করিল। ঐ কপিলা গণের দুগ্ধই প্রজাগণের জীবনধারণের পরম উপায় স্বরূপ হইল। একদা মাতৃস্তন্যপায়ী সুরভী-বৎসদিগের মুখভ্রষ্ট ফেন মহা-দেবের শিরে পতিত হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব ললাটনেত্র দ্বারা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সেই দৃষ্টিপাত ফলে কপিলাগণের বর্ণ নানা প্রকার হয়। তখন দক্ষ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন—"তুমি বৎস-গণের মুখ-পরিভ্রষ্ট ফেন নিজ শিরে পতিত হওয়াতে যে ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহা উচিত হয় নাই। গো-সমুদয়ের মুখভ্রষ্ট কোনও দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা বিশ্বসংসার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর।" এই কথা বলিয়া দক্ষ মহাদেবকে কতকগুলি গাভীর সহিত একটি বৃষভ প্রদান করেন। দক্ষের কথায় এবং গাভী ও বৃষভগুলিকে প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব পরম পরিতুষ্ট হন এবং সেই বৃষভকে নিজ বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করেন। তদবধি মহাদেব বৃষভধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে দেবগণ

একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মহেশ্বর গোসমূহের অধিপতি বলিয়াও পরিগণিত হন। মহাভা-অনুশা-৭৭। (২৭) দক্ষ একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া শিবের যজ্ঞভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব সেই যজ্ঞকে শরবিদ্ধ করেন। তিনি বেগে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া ভগের নেত্র উৎপাটন, পদাঘাত দ্বারা পুষার দন্ত ভগ্ন ও আরও নানারূপে অন্যান্য দেবগণকে নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। মহাদেবের ঐ ভীষণ কার্য্যে দেবগণ ভীত হইয়া, কম্পিত কলেবরে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে মহাদেবের ক্রোধ শান্তি হইলে, দেবগণ তাঁহার নিমিত্ত উত্তম রূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। পূর্ব্বে অসুরদিগের লৌহ, রজত, স্বর্ণ নির্ম্মিত তিনটি পুরী ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অসুর পুরী ধ্বংস করিতে না পারিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহেশ্বর তখন বিভিন্ন দেবগণকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং পর্ব্বত-ত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া, অসুরদিগের সেই পুরত্রয় ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সহসা পঞ্চশিখাযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া, পার্ব্বতীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ তাহা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শিব ইন্দ্রের সেই বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। তখন অন্যান্য দেবগণ তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া, নানারূপে তাঁহার ও পার্ব্বতীর সন্তোষ বিধান করিলে, ইন্দ্রের বাহু পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২৮) সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলে, ক্রুদ্ধ হরের জটা হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। ঐ বীরভদ্র, ভদ্রকালী ও অন্যান্য শিবানুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ত্রৈলোক্য সংহারে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়, শঙ্কর বীরভদ্রকে নিরাবিত্ত করিলেন এবং ছিন্নমুণ্ড দক্ষের গলদেশে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া, তাঁহার পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর যজ্ঞস্থানে গমনপূর্ব্বক সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য দেবগণ অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। তখন বিষ্ণু শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সতীদেহ ছিন্ন করিতে করিতে মহাদেবের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-শরছিন্ন অঙ্গসমূহ যেখানে যেখানে পতিত হইতে লাগিল, মহাদেবও নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীয়া—

৭ক-৩০। (২৯) সমুদ্রমন্থনে যে হলাহল উত্থিত হয়, দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেব তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তজ্জন্য তিনি নীলকণ্ঠ নামে কথিত হন। বিভিন্ন পুরাণ। (৩০) আদ্যা প্রকৃতি দেবীর যখন সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা হইল, তখন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা এক এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই পুরুষত্রয়ে শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। সেই পুরুষগণের মধ্যে যিনি রজোগুণ-প্রসূত ছিলেন, তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মা; সত্ত্ব-গুণান্বিতের নাম বিষ্ণু এবং তমোগুণ-ময়ের নাম হইল মহেশ্বর। আদ্যা পরমা প্রকৃতির নির্দ্দেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু পালন কার্য্যে এবং মহেশ্বর সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জল সৃষ্ট হইলে, শম্ভু সেই সলিলোপরি উপবেশন করিয়া, যোগে নিমগ্ন হইলেন এবং সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরের ন্যায় ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও সেই আদ্যা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন। প্রকৃতি দেবী তাহা জানিয়া তাঁহাদিগের তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য, ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণপূর্ব্বক প্রথমে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, ব্রহ্মা যে যে দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, দেবীও সেই সেই দিকেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ হইল। তিনি অতিশয় ভীত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অতঃপর দেবী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু, দেবীর সেই ভীষণাকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাহাতেই বিষ্ণুর তপস্যা নষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর দেবী মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কর যখন জ্ঞানযোগে জানিতে পারিলেন যে, দেবী তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আরও দৃঢ়চিত্তে ধ্যানে অটল হইয়া উপবেশন করিলেন। দেবদেব হরের ঐ ভাব দেখিয়া দেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন এবং তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীমহাভা-৩। (৩১) সতী, শিবের অনিচ্ছা থাকিলেও, দক্ষযজ্ঞে যাইয়া দেহত্যাগ করেন। নারদের মুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহেশ্বরের ক্রোধানল একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললাট-নেত্র হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে এক ভীষণাকার পুরুষ প্রাদুর্ভূত

হইলেন। সেই পুরুষ অতঃপর শিবা-দেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, শিবের শরণাপন্ন হইলেন ও নানারূপে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুনয়ে শিব ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বীরভদ্রকে পুনরায় যজ্ঞারম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। যজ্ঞ সমাপন হইলে শিব সতীবিরহে প্রাকৃত জনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়াও তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন শিবকে অতি মাত্রায় কাতর দেখিয়া, মহাদেবী আকাশপথে আবির্ভূতা হইয়া শিবকে বলিলেন, "আমার ছায়ামূর্ত্তি মাত্র যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছে। আপনি সেই ছায়ামূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিয়া সমুদয় পৃথিবীময় বিচরণ করিতে থাকুন। আমার সেই দেহ বহু অংশে বিভক্ত হইয়া, যে যে স্থানে পতিত হইবে, সেই সেই স্থানে এক মহাপীঠ হইবে। আমার যোনী যথায় পড়িবে সেই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠ হইবে। আপনি সেই পীঠস্থানে তপস্যা করিয়া পুনরায় মহাদেবী আমাকে লাভ করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে মহেশ্বর যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক, সতীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকাল সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পরে সেই দেহ মস্তকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন করিবার জন্য, দেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহেশ্বর সতীর মৃতদেহ কখনও মস্তকে, কখনও দক্ষিণ করে, কখনও বাম করে, কখনও স্কন্ধদেশে স্থাপন-পূর্ব্বক ধরণীতল কম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সতী দেহ বহন করিয়া নর্ত্তনপর হইয়া শিব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেবগণ শিবের ঐ ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তখন বিষ্ণু দেবগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিবেন। যে যে স্থানে সতীদেহের ছিন্ন অংশ পতিত হইবে, সেই সেই স্থানে এক মহাপীঠ হইবে। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শম্ভু যখন নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতলে পদনিক্ষেপ করিতে ছিলেন, ঠিক তখনই বিষ্ণু চক্রক্ষেপ করিয়া সতীর দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ক্রমে যখন সমুদয় সতীদেহ ছিন্ন হইয়া, বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল,

তখন শিবের মস্তক ভারশূন্য হইল। তিনি তাহা অনুভব করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তখন দেবগণও সাহস অবলম্বন করিলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে শিবকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নারদ বিষ্ণু আজ্ঞা ক্রমে সদাশিবেব সম্মুখে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন শিব তাঁহাকে দেখিয়া, সতী কোথায় গেলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তখন নানারূপে শিবকে সান্ত্বনা দিয়া নৃত্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। শিব নারদবাক্যে নৃত্য সংবরণ করিয়া, বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আমাব স্কন্ধস্থিত সতাদেহ কোথায় গেল?" তখন নাবদ অগত্যা বিষ্ণু চক্রদ্বাবা সতীব দেহ ছিন্ন হইবার কথা বলিলেন। শিব তাহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পবিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, বিষ্ণু যেমন তাঁহাকে ছায়া সতীর দেহ হইতে বিচ্যুত কবিয়াছেন, বিষ্ণুকেও তদ্রূপ ত্রেতাযুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ পত্নীর বিরহ সহ্য কবিতে হইবে। এই কথা বলিয়া মহেশ্বর পুনরায় সতীকে পাইবার জন্য, কামরূপে মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নারদও বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুকে শিবের অভিশাপের কথা বলিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাহা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শিবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কামরূপে গমন করিলেন। শঙ্কর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া পুনরায় প্রাকৃত জনের ন্যায় আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শম্ভু তখন, কি উপায়ে তিনি সতীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা বলিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"আপনি একাগ্রচিত্তে এই স্থানেই অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা করিতে থাকুন। তাহা হইলেই আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন।" তাঁহাদের বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া, মহেশ্বর তথায়ই শান্ত ও সমাহিত ভাবে দেবী পরমেশ্বরীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তথায় শিবের ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইলে দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রার্থনা করেন?" মহেশ প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেমন পূর্ব্বে শঙ্করের গৃহিণী হইয়াছিলেন; পুনরায় যেন সেইরূপ তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি পুনরায় শীঘ্রই হিমালয়ের

গঙ্গারূপে দুই অংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। যেহেতু শিব তাঁহার মৃত-দেহ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি অংশতঃ দ্রবময়ী গঙ্গারূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার মস্তকে বাস করিবেন। তাঁহার অপর অংশ হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীরূপে অবতীর্ণা হইয়া, পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন। দেবীর এই আশ্বাস বাক্যে শিব তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাভা-৯-১২। (৩২) এদিকে দেবী পরমেশ্বরী অংশতঃ প্রথমে হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন হিমালয়কে সতীর দক্ষের যজ্ঞে দেহত্যাগ ও তৎপরে পুনরায় অংশত গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার সম্মতি ক্রমে গঙ্গাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গাকে শম্ভুর সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, নারদকে কামরূপ হইতে শঙ্করকে লইয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নারদ কামরূপে যাইয়া দেখিলেন মহেশ্বর [illegible] ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। পরে দেবকার্য্য সিদ্ধির [illegible] অবলম্বন করিয়া, অতি [illegible] বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। মহাদেব ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক প্রথমেই নারদকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। নারদ তখন আশ্বস্ত হইয়া অতি বিনম্রনম্রবচনে মহাদেবকে সতীর পুনর্জীবন লাভের সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—"আপনি যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সতীকে গ্রহণ করুন।" নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়াই শম্ভু "কোথায় আমার সতী" বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। তখন নারদ বলিলেন যে, সতী অংশতঃ হিমবান্ দুহিতা গঙ্গারূপে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে শিবেরই সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া নারদ শিবকে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক গঙ্গার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহেশ্বর আনন্দিত চিত্তে নারদের সহিত স্বর্গপুরে গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি দেবপুরে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া গঙ্গাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। পশুপতিও সতীর অংশ ভূতা গঙ্গাকে লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহেশ্বর গঙ্গাকে লইয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমহাভা-১৩, ১৯। (৩৩) গঙ্গাকে কৈলাসে লইয়া যাইবার পর শম্ভু [illegible]

হইলেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিবার জন্য, হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। লোক-মুখে সেই সংবাদ পাইয়া, গিরিরাজ স্বয়ং শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সদাশিবের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, মহেশ্বর যেখানে তপস্যা করি-তেছেন, সেই স্থলে কেহই তাঁহার বিনা অনুমতিতে গমন করিতে পারিবে না। এদিকে পার্ব্বতীও ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই শম্ভুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য শিবসন্নি-ধানে যাইয়া তপস্যা করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। গিরিরাজ তাহা অবগত হইয়া দুহিতাকে লইয়া শঙ্কর সমীপে গমন করিলেন এবং বলিলেন "আমার এই কন্যা এই স্থানে অব-স্থানপূর্ব্বক সখীদ্বয়-সহ আপনার যথো-চিত সৎকার করিবে।" দেব দেব মহেশ্বর তাহা অনুমোদন করিলে, হিম-বান্ কন্যাকে তথায় রাখিয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। পার্ব্বতী তথায় অবস্থান করিয়া নিয়ত শিব-পূজায় নিযুক্ত থাকিলেও শিব, অন্তরে পার্ব্ব-তীর ধ্যান করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিলেন না। তখন দেবী ভাবিলেন যে, তিনি যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবেন এবং তৎপরে শিবকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন। এদিকে দেবগণ দৈত্যপতি তারকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে বলিলেন যে, শম্ভু তেজোৎ-পন্ন সন্তানই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। সুতরাং যাহাতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং যাহাতে পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন দেবগণ পরা-মর্শ করিয়া কামকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে প্রেরণ করিলেন। (কাম ও রতি দেখ) কাম দেবকার্য্য সাধন করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলেন। অনন্তর শিব ধ্যান পরি-ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলে, পার্ব্বতী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। শিব তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পার্ব্বতীকে বলিলেন, তিনি যে ভীমারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যেন আর একবার তাঁহাকে প্রদ-র্শন করেন। শঙ্করের আদেশে দেবী সেই মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুনরায় প্রদর্শন করিলেন। শিব তাহা দেখিয়া দেবীর স্তব করিলেন, এবং পরে দেবী পুন-রায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর সদাশিব পার্ব্বতীর দেবের

ললাটে বিভূতিরূপে লেপন করিয়া পুনর্ব্বার হিমালয়শিখরে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে তাঁহারা পরস্পরকে পাইবাব জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন অনন্তর দগ্ধীভূত মদনেব যে ভস্ম শঙ্কর নিজ দেহে লেপন কবিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি অতিশয় আকুল হইয়া পডিলেন এবং তপস্যা পবিত্যাগপূর্ব্বক পার্ব্বতীব সন্নিধানে গমন কবিয়া তাঁহাব প্রণয় ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন। অতঃপব পার্ব্বতী যখন দেখিলেন যে, সদাশিব তাঁহার প্রতি অনুবাগী হইয়াছেন, তখন তিনি অভীষ্ট লাভ হইয়াছে বুঝিতে পাবিয়া, তপস্যা পবিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন। হিমাচল, কন্যাপ্রমুখাৎ শিবেব কার্য্যাদির বিবরণ শ্রবণ কবিয়া পবম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে গিরিশ হিমবানের মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য মরীচি প্রমুখ ঋষিগণকে দৌত্যকার্য্যে পর্ব্বতবাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হিমাচলের নিকট গমনপূর্ব্বক মহেশ্ববের মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার সম্মতি জ্ঞাত হইয়া শঙ্করের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেব ও ঋষিগণের অনুমোদনে ও তাঁহাদের উপস্থিতিতে, শুভ বৈশাখমাসের পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে মহা-সমারোহ সহকারে, শিব-পার্ব্বতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। শ্রীমহাভা-২১-২৪। (৩৪) সৃষ্টির আদিতে পিতামহ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতেই উদ্ভূত হন। সেই দেবদেব মহাদেবই সমুদয় জগতে ওতপ্রোত ভাবে বহিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টিব প্রাবম্ভে লীলাবশে নিজ দক্ষিণ অঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে, বাম অঙ্গ হইতে জগৎকাবণ বিষ্ণুকে এবং স হাবকাবক কালরুদ্রকে হৃদয় হইতে সৃষ্টি কবিয়াছেন। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আব কেহ নাই। কূর্ম্মেব অঙ্গে যেরূপ বোম থাকিতে পাবে না, শশেব যেমত শৃঙ্গ উৎপত্তি হয না; যেইরূপ আকাশ কুসুম নামক কোনও পদার্থেব অস্তিত্ব অসম্ভব; সেইরূপ শূলপাণি শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতাব অস্তিত্বও অচিন্তনীয়। সৌব-২। (৩৫) ব্রহ্মাব ললাট ভেদ কবিয়া যে রুদ্রেব উৎপত্তি হয, ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টি কবিতে বলেন। তখন সেই জগন্ময় বিশ্বেশ্বব রুদ্র, মন হইতেই আত্মতুল্য শতকোটী রুদ্র সৃষ্টি করেন সেই রুদ্রগণ সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী, বৃষধ্বজ, বীত-

রূপ, জরামরণবর্জিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-
জনের অনুগ্রাহক। ব্রহ্মা সেই রুদ্র-
গণকে অবলোকন করিয়া চিন্তিত
হইলেন এবং মহেশ্বরকে বলিলেন—
"আপনি এইরূপ জরামরণ বর্জ্জিত
প্রজা সৃষ্টি করিবেন না। মরণশীল
প্রজা উৎপাদন করুন।" শিব বলি-
লেন "ঐ রূপ প্রজা উৎপাদনের
ক্ষমতা আমার নাই।" এই বলিয়া
তিনি আত্ম-সমুদ্ভূত প্রজাগণের সহিত
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সৌর-
২৩। রুদ্র (৫) দেখ। (৩৬) মহাদেব
যখন দেবগণের। হিতার্থে ত্রিপুর
ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন
বিশ্বকর্ম্মা শিবের জন্য এক পরম
অদ্ভুত রথ নির্ম্মাণ করিলেন। চন্দ্র
সূর্য্য সেই রথের চক্রদ্বয়; চন্দ্রকলা
সকল অরসমূহ; দ্বাদশ আদিত্য
সূক্ষ্ম অরসকল; ছয়ঋতু চক্র-
নেমীসমূহ; অন্তরীক্ষ রথের পুষ্কর
এবং মন্দর পর্ব্বত রথনীড়; উদয়
পর্ব্বত রথকূবর; অস্তাচল অধিষ্ঠান
(বসিবার স্থান); কেশব পর্ব্বত
মেরুস্থান; সংবৎসর রথবেগ; উত্তরায়ণ
ও দক্ষিণায়ন চক্রমেখলাদ্বয়; মুহূর্ত্ত
সকল রথাগ্র; ক্ষণসকল অক্ষদণ্ড;
নিমেষসকল কুথা (আস্তরণ); লব-
সমূহকীল; আকাশ রথ বরাথ; স্বর্গ-
মোক্ষ দুই ধ্বজ; কর্ম্ম ও বৈরাগ্য
দণ্ডদ্বয়; যজ্ঞসমূহ দণ্ডের আশ্রয় স্থান;

দক্ষিণা গাত্রসকল; [illegible]
দ্বয়; প্রকৃতি ঐ রথেরই [illegible];
বুদ্ধি রথের বিহ্বল; অহঙ্কার কোণ;
পঞ্চভূত উত্তমবল; দশ ইন্দ্রিয়ের অর্দ্ধ
'ণ এবং অপর পঞ্চ
ইন্দ্রিয় রথের উত্তম গতি; চারিবেদ
ঐ রথের চতুরশ্ব; ষড়ঙ্গ অশ্বভূষণ
সমূহ; ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা, পুরাণ এবং
ন্যায়কার শর-রক্ষা-স্থান; মন্ত্রসমূহ
ঘণ্টা; ছন্দঃসমূহ রথমধ্য; দিঙ্মণ্ডল-রথ-
পাদ; এবং চারি সমুদ্র রথকম্বলিকা
হইল। গঙ্গা আদি নদী সমূহ সর্ব্বা-
ভরণ ভূষিতা নারীরূপে চামর ব্যজন
করিতে লাগিলেন। আবহ প্রভৃতি
সপ্তবায়ু সেই রথের সোপানাবলী
স্বরূপ হইল; পিতামহ ব্রহ্মা ঐ
রথের সারথি হইলেন। প্রণব নাদ,
প্রতোদ চাবুকস্বরূপ হইল; গিরি-
রাজ হিমালয় শরাসন স্বরূপ; নাগ-
রাজ অনন্ত মৌর্ব্বী; সরস্বতী রথ-
ঘণ্টা; বিষ্ণুবাণ; যমশল্য এবং
কালাগ্নি শরসমূহের তীক্ষ্ণতা স্বরূপ
হইলেন। সৌর-৩৫। (৩৭) নগ-রাজ
হিমাচল শিবের সহিত পার্ব্বতীর
বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া, বিশ্ব-
কর্ম্মাকে তৎকার্য্যোপযোগী সভামণ্ডপ
নির্ম্মাণ করিতে উপদেশ দিলেন।
বিশ্বকর্ম্মাও বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক্
অবধারণ করিয়া, বিবাহ সভার জন্য
যে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা,

ভুবনে অতুলনীয়। এইরূপ সভা কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। শম্ভুও বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্ত নন্দীদ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, দ্বীপ, সাগর, নদী, পর্ব্বত সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া কৈলাসে আনয়ন করাইলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিংশৎকোটী দেবগণের প্রায় সকলেই সেই বিবাহ সভায় যাইবার জন্ত শিবের আহ্বানে কৈলাসে উপনীত হইলেন। অনন্তর নাগরাজ হিমালয় শঙ্করের আবাসে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় কন্তাদানের সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ বিবাহ উপলক্ষে যে সমুদয় দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যক্ষ, শিব-গণসমূহ উপস্থিত হইবে, শিব যেন তাঁহাদের সম্মুখে নিজ গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন। হিমাচলের বাক্য শ্রবণে উন্মনা হইয়া শঙ্কর নিজ গোত্র কি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবগণ পশুপতিকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া কৌতুক অনুভবপূর্ব্বক হাস্ত করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবতারা সকলে নগরাজকে বলিলেন—"যিনি এই জগতের উৎপত্তির কারণ, আপনি তাঁহাকেই গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিরূপে?" দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমাচল নিজ প্রশ্নের অনৌচিত্যতা অবধারণপূর্ব্বক প্রশ্নোত্তরের জন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া,—"আমি আপনাকে সত্যই উমাকে সমর্পণ করিলাম" তিনবার এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অমনই চারিদিকে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল এবং মঙ্গল বাদ্য সমূহ বাজিতে লাগিল। অতঃপর মহেশ্বর বলিলেন "আমি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিলাম।" এই কথা বলিয়া মহাদেব পার্ব্বতীর হস্তে একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া হিমালয়কে বলিলেন যে, তিনি যেন সত্বরই হৈম কলস দ্বারা উদক আহরণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর স্নানক্রিয়া সমাধান করেন। ক্ষণকাল পরে মৈনাকও তথায় আগমনপূর্ব্বক সপ্ত সাগর ও সমস্ত প্রধান নদীগণের সলিল দ্বারা শিবকে স্নান করাইলেন। এই সকল ক্রিয়া ও আচার প্রভৃতি সমাপন হইলে, বিবাহ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথমে শিব পার্ব্বতীর উদ্দেশে কতিপয় অলঙ্কার আকাশ মার্গে উৎক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, পার্ব্বতী ঐ সকল ভূষণে শোভিতা হইলে তাঁহার পরম প্রীতিলাভ হইবে। শিবের ইচ্ছানুযায়ী দেবী তখন ঐ সকল অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া বিবাহের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর উপস্থিত দেবতাগণ পরিবৃত হইয়া শিব ও পার্ব্বতীদেবীর সমীপে গমন করিলেন।

তখন শিব বলিলেন—"হে নগরাজ, আমি তোমার অদত্তা এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা হইলে, অদত্তা কন্যা গ্রহণ একটি লোকাচার হইয়া পড়িবে। সুতরাং তুমি এই কন্যাকে আমায় দান কর।" শিবের এই বাক্যে হিমাচল উদকপূর্ণ কলস লইয়া প্রথমে শিবের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে পুনরায় "পার্ব্বতীকে অর্পণ করিলাম" এই কথা বলিতে বলিতে সুবর্ণভৃঙ্গার হইতে তাঁহার হস্তে উদক ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা বেদীর উপর গমন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করিলে, শিব পার্ব্বতীর বিবাহ সমাধান হইল। সৌর-৫৬-৫৯। (৩৮) প্রজাপতি দক্ষ নিজকন্যা সতীকে বিবাহ যোগ্য দেখিয়া, এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন এবং সতীকে সেই সভায় সমাগত দেবদানব মুনি প্রভৃতি সকলের মধ্য হইতে ইচ্ছানুরূপ পতি নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। সতী পূর্ব্বেই দেবদেব মহেশ্বরকে পতিরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় শিবকে উপস্থিত না দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিতা হইলেন এবং শিব ভিন্ন আর কাহাকেও মাল্য প্রদান করিবেন না মনস্থ করিয়া "নমঃ শিবায়" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মাল্য ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আত্মস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে দেবদেব মহেশ্বর, আমি এই ভূমিক্ষিপ্ত মাল্যদ্বারা আপনাকেই বরণ করিলাম। আপনি আমার পতি হউন।" এই কথা বলিতে বলিতে দাক্ষায়ণী দেখিতে পাইলেন মহাদেব সেই মাল্য ধারণ করিয়া ভূমিতল হইতে উত্থিত হইলেন। দেবী তখন দেবদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মহেশ্বর আবার তখনই অন্যের অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দক্ষ, শিবোদ্দেশে মাল্য প্রদান করাতে সতীকে অশেষ ভর্ৎসনা পূর্ব্বক ক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সতী যে শিবউদ্দেশ্যে মাল্য প্রদান করিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই, বরঞ্চ শিবই যে সতীর একমাত্র যোগ্য পতি, এবং তাঁহারই সহিত সতীর বিবাহ দেওয়াই যে একমাত্র সমীচীন কার্য্য, এই কথা বলিয়া দেবগণ দক্ষকে নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহাদের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিলেন না। এই ঘটনার পরে মহেশ্বর একদিন সতীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া ভিক্ষুক বেশে দক্ষালয়ে গমন করেন। [illegible] [illegible] কন্যা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হস্তে একটি জীর্ণদণ্ড, সর্ব্বাঙ্গ বলী পলিত, মস্তক জরাকম্পিত। এইরূপ বেশ ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে শঙ্কর সখীগণ-পরিবৃতা দাক্ষায়ণীকে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। তখন তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক সখীগণের নিকট পার্ব্বতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সখীগণ সহানুভূতিসূচক বাক্যে শিবের নিকট সতীর পরিচয় স্বয়ম্বর সভায় শিবের উদ্দেশ্য সতীর মাল্যপ্রদান, তজ্জন্য পিতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও তাঁহার বিরাগ ভাজন হওয়া প্রভৃতি সমুদয় ঘটনা, বিবৃত করিলেন। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবও সতীর দুর্ভাগ্যের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"শম্ভু যখন মূর্খতাবশতঃ এইরূপ স্ত্রীরত্নের প্রতি বিমুখ, তখন তাঁহার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ববঞ্চ দাক্ষায়ণীর আপত্তি না থাকিলে, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।' ছদ্মবেশী শম্ভুর এই কথা শুনিয়া, রত্নমুখী নাম্নী পার্ব্বতীর এক সখী, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া তদ্দণ্ডেই সেস্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু নীলকুন্তলা নাম্নী অপরা সখী বৃদ্ধের বাক্যে ও ব্যবহারে সন্দিহানা হইয়া, অপরাকে বলিল যে, ঐ বৃদ্ধ তাঁহার বিবেচনায় ছদ্মবেশী সদাশিব স্বয়ং। নীলকুন্তলার বাক্যে রত্নমুখী আরও কুপিতা হইলেন এবং তাহার শিবভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি যেরূপ বৃষের ন্যায় এবং তুমি যেরূপ শিবভক্তি দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার বৃষ হওয়াই উচিত ছিল।" নীলকুন্তলা তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিলেন যে, তাহা তিনি পরম সৌভাগ্যকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি নিয়ত শিব সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া শিব ও শিবানীকে সর্ব্বক্ষণ দর্শন কবিয়া ধন্য হইবেন। এই কথা বলিতে বলিতে নীলকুন্তলা বৃষরূপ ধারণ করিলেন এবং শম্ভুও স্বীয়রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই বৃষরূপী নালকুন্তলার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। অমনই চাবিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল এবং স্বয়ং সতীপতি আগমন করিয়াছেন বলিয়া, চাবিদিকে কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া শঙ্কব সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তখন সকলে উদ্বিগ্ন হইযা, নানাস্থানে তাঁহাকে অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আর তাঁহাব সন্ধান পাইল না। অতঃপর নন্দী নামক এক তার্কিক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নগরীর বহির্ভাগে, এক দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, জীর্ণ বৃদ্ধকে শয়ান দেখিতে পাইলেন। সেই বৃদ্ধের সন্নিকটেই এক শুক্লবর্ণ বৃষ বিচরণ করিতেছিল। নন্দী সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া, তিনিই যে দেবদেব মহেশ্বর

ভিন্ন অপর কেহই নহেন, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হইয়া, তাঁহাকে "নমো মহেশায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন—"আমি দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ, জনসাধারণের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, এই নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করিতেছি। তুমি কেন অযথা আমাকে নমো মহেশায় বলিয়া প্রণাম করিতেছ?" তখন নন্দী বলিলেন—"আপনি বৃথা আমাকে ছলনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আপনিই স্বয়ং ভূতনাথ ভিন্ন অপর কেহই নহেন।" নন্দীর বাক্যে শঙ্কর আর ছদ্মবেশধারণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, স্বরূপ ধারণ করিলেন এবং নন্দীকে নানারূপে প্রশংসা ও বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর মহাদেব এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক দক্ষের পুরীর পার্শ্বস্থিত এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর, তিনি সতীকে সখীগণ সহ হাস্যালাপ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। তখন তিনিও অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি সতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, এক মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার সহচর পুষ্পাধার হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দাক্ষায়ণী অতিশয় প্রীতা হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে প্রণাম করা উচিত, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকটে গমনপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইত্যবসরে ভূতনাথ স্বমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রণতা দাক্ষায়ণীকে বাহুযুগল দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক অম্বরপথে প্রস্থান করিলেন। সতীকে ঐ ভাবে অপহৃতা হইতে দেখিয়া চারিদিকে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজাপতি দক্ষও বিস্মিত হইয়া গগন-মার্গে শিব ও শিবানীকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন। ক্রমে যখন তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, তখন দক্ষ হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি দধীচি তথায় আগমনপূর্ব্বক দক্ষকে নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দধীচি বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়াতে দক্ষের নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করা উচিত। তাহা না করিয়া তিনি যে বিলাপ করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। তখন দক্ষ, তিনি যে কি কারণে শিবের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শন করেন, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে যে একা-

দশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা দক্ষকে সেই রুদ্র-গণকে স্ববশে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন এবং তদবধি তাঁহারা দক্ষেরই বশে রহিয়াছে। তজ্জন্য দক্ষ মনে করেন যে, যাঁহার অংশে অবতীর্ণ এই একাদশ রুদ্র ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার বশে রহিয়াছে, তাঁহার হস্তে তিনি কি বলিয়া নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। এই কারণেই সতীর আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়াও, তিনি শিবকে স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। যাবৎ ঐ একাদশ রুদ্র তাঁহার বশবর্ত্তী থাকিবে, তাবৎ, যাঁহার অংশভূতা এই একাদশ রুদ্র সেই ব্যক্তিকে তিনি কন্যা সম্প্র-দান করিতে পারেন না। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া দক্ষকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি অনবরত শিব নিন্দা করায় শিব তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্রই দক্ষকে প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিবেন। দক্ষ কোন প্রকারেই শিবের চেষ্টা ব্যাহত করিতে পারিবেন না। নারদের এই বাক্যে দক্ষ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তিনি পুর মধ্যে পুণ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে পুণ্যকর্ম্ম-বিশোধিত পুর মধ্যে শিব কখনই আগমন করিতে পারিবেন না। এই স্থির করিয়া তিনি এক মহান্ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ও সতী ভিন্ন আর সমুদয় দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ, মুনি, দৈত্য, চারণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাছে ঐ শিবহীন যজ্ঞে আসিতে কেহ সঙ্কোচ বোধ করেন, তজ্জন্য দক্ষ এই প্রচার করিয়া দিলেন যে, যাঁহারা ঐ যজ্ঞে না যাইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হই-বেন। লোকমুখে সতী সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া শিবের নিকট সেই যজ্ঞে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব প্রথমে অনুমতি দেন নাই, পরে সতীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হন। সতী অনাহূত ভাবে সেই যজ্ঞে গমন করিয়া, দক্ষের সহিত কলহ করেন ও পরে শিব নিন্দা শ্রবণ করিয়া, সেই যজ্ঞ স্থলেই দেহত্যাগ করেন (শ্যামা দেখ)। নারদমুখে সেই সংবাদ পাইয়া মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শিব সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং দক্ষভবনের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া "ওহে দক্ষ, আমি ভিক্ষুক, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর" এই বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। দ্বারপাল তখন ভীত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন—"আপনি যজ্ঞশালায় গমন করিয়া দক্ষের নিকট

যাহা প্রার্থণা করিতে হয় করুন।” তখন মহেশ্বর দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং শিবকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য অনুচর বর্গকে আদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শিব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বারংবার সতীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আমি পূর্ব্বেও তোমাকে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করি নাই, এখনই বা কি প্রকারে দিব। যে দিন সতী তোমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, সতী মৃত। সে সেই মৃতশরীরই এই যজ্ঞস্থলে ত্যাগ করিয়া প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে। তুমি প্রেত স্থান প্রিয়। যেখানে পাও সেইখানে সতীকে সন্ধান করিয়া লও।” দক্ষের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শিব ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিঃশ্বাস হইতে বহুসংখ্যক রুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই রুদ্রগণ এবং তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত একাদশজন রুদ্র মিলিত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাদিগকে কি করিতে হইবে।” শিবাদেশে রুদ্রগণের নেতা বীরভদ্র তাঁহাদিগকে যজ্ঞধ্বংশ করিতে নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করিয়া, দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া আরও অন্য উপায়ে সমুদয় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নারীগণকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া প্রসূতি অতি কাতর ভাবে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে শিব কিয়ৎ পরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং মনোহররূপ ধারণ করিয়া নিজ বাহন বৃষে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা স্তোকবাক্যে শিবের প্রসন্নতা সাধন করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে শিব অনুচরদিগকে যজ্ঞস্থল যথাযথ ভাবে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। দক্ষের শিরোহীন মস্তকে এক ছাগমুণ্ড যোজিত হইল। তখন দক্ষ শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নানা ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর শিব শান্ত হইলে সকলের পরামর্শে অসম্পূর্ণ যজ্ঞ পুনঃ সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত হইল। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে, শিবের শোকানল পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি “সতী, সতী, কালী, কালী,” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যেখানে সতীদেহ ভূপতিত ছিল, তথায় গমন করিলেন এবং অশেষরূপে

বিলাপ করিয়া সতীর মৃতদেহ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বিলাপ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবের ঐ নৃত্যে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তথন দেবগণের পরামর্শে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র-দ্বারা সেই সতীদেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষ্ণু-চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া সেই সতীদেহ শিবমস্তক হইতে চ্যুত হইলে, শিব শান্ত হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৩-১০। (৩৯) শিব ও সতী একবার যথন কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তথন বর্ষাসলিলে সতী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। সতী তথন শিবকে তাহার প্রতি-কার করিতে বলিলেন। শিব অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সতীকে লইয়া মেঘমণ্ডলেই বাসস্থান স্থির করেন। তদবধি মহাদেবের এক নাম হয় জীমূতকেতু। বাম-১। (৪০) প্রথমে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, পরে শূলপানি ত্রিলোচন সমুদ্ভূত হন। তখন ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মহাদেব ক্রোধভরে নখাগ্র-দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই ছিন্নমস্তক শিবের কর-তলেই লগ্ন হইয়া রহিল। তৎসহ ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। মহাদেব এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নানা তীর্থে স্নান করিতে করিতে, অবশেষে বারণাসীতে গমন করিয়া, কপালমোচন তীর্থে স্নান করেন। তথনই সেই কপাল তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল। ব্রহ্মকপাল শঙ্করের হস্তে লগ্ন হইয়া-ছিল বলিয়া, শিবের এক নাম হইল কপালী। বাম-২। (৪১) প্রজাপতি দক্ষের আট কন্যা ছিল। সতী তাঁহা-দের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ একবার এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, সতী ভিন্ন অপর সব কন্যাকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী তাহা জানিতে পরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং অনিমন্ত্রিত ভাবেই পিত্রালয়ে গমন করেন। তথায় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য, দক্ষের সহিত সতীর বিলক্ষণ বাদানুবাদ হয় এবং সতী শিবনিন্দা শুনিয়া, মনোদুঃখে যোগবলে তনুত্যাগ করেন। মহাদেব সেই সংবাদ পাইয়া দক্ষ ভবনে উপস্থিত হন এবং সকল কন্যা জামাতার মধ্যে কেবল তাঁহাকেই নিমন্ত্রণ না করার জন্য, দক্ষকে শাপ দেন যে, তিনি চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাচীন বর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্ররূপে মনুষ্যযোনীতে বৃক্ষ নন্দিনী মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। শঙ্করের অভিশাপে দক্ষ মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কালে সতীও পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ

করেন। হিমাচল-দুহিতা উমা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া, যখন তাঁহাকে বলেন যে, ভগবান্ রুদ্র স্বয়ংই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি তপস্যা হইতে বিরত হইলেন। অতঃপর একদিন শঙ্কর এক অতি বিকৃতাকার ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, উমা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। উমা সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে শঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিলেও, বিনয় বচনে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার অধীন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে দান না করিলে, তিনি কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ শঙ্কর) যেন তাঁহার পিতার নিকটেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উমার সেই কথা শুনিয়া, শিব হিমাচলের নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট উমার পাণি প্রার্থনা করেন। হিমাচল শিবের অভিশাপ ভয়ে প্রত্যাখ্যান না করিয়া, বলিলেন যে, প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি পার্ব্বতীর এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিবেন এবং সেই সভায় তাঁহার কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবেন, তিনি তাঁহার জামাতা হইবেন। হিমালয়ের বাক্যে শিব পুনরায় উমার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ম্বর সভায় পতি নির্ব্বাচন কর। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তুমি কি স্বয়ংবর সভায় যে সব রূপবান্ পাত্র উপস্থিত থাকিবে, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে বরণ করিবে?" শিবের বাক্যে উমা অঙ্গীকার করিলেন যে, স্বয়ংবর সভায় তিনি শিবকেই বরণ করিবেন এবং শিবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি তখনই এক অশোক গুচ্ছ লইয়া শম্ভুর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি তোমায় বরণ করিলাম। এই ভাবে পার্ব্বতীকর্ত্তৃক বৃত হইয়া শিব পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবীকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর নাগরাজ হিমাচল যখন জানিতে পারিলেন যে, তাহার কন্যা দেবদেব মহেশ্বরকেই বরণ করিয়াছে, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি-পালন ও লোকাচার প্রতিপাদনের জন্য এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় সমুদয় দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। শিবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী পার্ব্বতী শিবকেই বরণ করিলেন। চারিদিকে সাধুবাদ ধ্বনিত হইল। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে

মহাসমারোহ সহকারে শিবের সহিত পার্ব্বতীর শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ব্রহ্মপু-৩৬। (৪২) সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে ভয়ানক বিষ উদ্ভূত হইয়া, দেবাসুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিল, "হয় তোমরা আমাকে গ্রাস কর, নতুবা আমিই তোমাদিগকে গ্রাস করিব।" কিন্তু দেবাসুরদিগের মধ্যে কেহই সেই কালকূটকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই ভয়ানক বিষের তেজে বিষ্ণুর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, অন্যান্য দেবগণের মধ্যে অধিকাংশ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও প্রাণ বিয়োগও হইল। তখন দেবাসুরগণ অনন্যোপায় হইয়া, দেবাদিদেব শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই কালকূট পান করিয়া তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শঙ্কর তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সেই মহাভয়-কালকূট পান করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর শঙ্কর বৃষারোহণ করিয়া সত্বর সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন এবং বাম হস্তে পাত্র ধারণ করিয়া সেই মহাভয়ঙ্কর কালকূট পান করিলেন। শিব সেই বিষপান করিয়া, দেবাসুরগণকে নির্ভয় করিলে, তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরে নানারূপ স্তোক-বাক্যে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। মৎ-২৫০। বায়ু-৫৪। (৪৩) পুরাণাদিতে প্রধানতঃ চারি প্রকার প্রলয়ের বর্ণনা আছে। প্রথম নিত্য প্রলয়। জগতে প্রতিদিন যে জীবনাশ হইতেছে, ইহাই নিত্য প্রলয়। তৎপরে কল্প-অবসানে যে ভূত সংহার হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক দ্বিতীয় প্রলয়। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত সমুদয় জীবের ক্ষয়, তাহাই তৃতীয় প্রাকৃত প্রলয়। এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর যে অবিদ্যার নাশ হয়, তাহাই চতুর্থ আত্যান্তিক প্রলয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর, প্রাকৃত প্রলয় হয়। ঐ প্রলয় উপস্থিত হইলে ভগবান্ কালাগ্নি-রুদ্র চরাচর জগত ভস্মীভূত করেন। অতঃপর পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া তিনি মহা আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন। এই প্রাকৃত প্রলয়ে ভগবান্ শিব ভূতগণের সহিত সকল পদার্থের ধ্বংস করিয়া, নিজে একমাত্র অবস্থান করেন। সেই প্রলয় হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের আর সৃষ্টি হয় না। এক শূলপাণি শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শিব স্বয়ং এই শক্তি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সৌর-৩৩। (৪৪) ব্রহ্মার আদেশে শিব (রুদ্র) আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন। তখন শিব বলিলেন, "আমি বিরত হইলাম, এক্ষণে আপনি

পুনরায় নিজমত প্রজা উৎপাদন করুন"। তদবধি তিনি প্রজা সৃজনে বিরত ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মার নিষেধ বাক্যে শিব যে বলিয়াছিলেন "আমি বিরত হইলাম (স্থিতোঽস্মি)" তাই তিনি স্থাণু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। রুদ্র-(৬) দেখ। (৪৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া রাধা শিবের অবতার ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিবানীর অবতার ছিলেন। শিব ও সতী পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া দ্বাপরে ঐ ভাবে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৪৯। রাধা দেখ। (৪৬) ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিতে ছিলেন তখন গঙ্গা প্রথমে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, গঙ্গা উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মৌলি বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গা সবেগে শঙ্করের মৌলি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলকিত চিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেবের নৃত্য দেখিয়া প্রমথগণও মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে ভগীরথ কিছুদূর গমন করিয়া একবার কৌতূহলবশতঃ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু গঙ্গাকে আর না দেখিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন মহাদেব আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তিনি মহাদেবের জটার মধ্যে মহাশব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে গঙ্গা হয়ত কুপিতা হইয়া শম্ভুর জটার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি শঙ্খধ্বনি করিলেন। গঙ্গাদেবী সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জটামধ্য হইতে বহিরাগমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তিনি বহির্গত হইতে পারিলেন না। তখন ভগীরথ নৃত্যশীল শিবকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া, গঙ্গাকে জটাহইতে মুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর বলিলেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে হস্তামঙ্গল যোগে গঙ্গা নিঃসৃত হইবেন। তৎকাল পর্য্যন্ত ভগীরথকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ভগীরথ অগত্যা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং যথাকালে শিব জটাবন্ধের দক্ষিণ দিক্ খুলিয়া দিলে গঙ্গা শম্ভুশির হইতে নিঃসৃত হইয়া আবার ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাভা-৬৯। ভগীরথ দেখ। (৪৭) সমুদ্র মন্থনে অপ্সরাদিগের উদ্ভব হইবার পর চন্দ্র আবির্ভূত হন। সেই চন্দ্রকে দেখিয়া মহেশ্বর বলিলেন, "এই চন্দ্রকে আমি গ্রহণ করিব। [illegible] আমার জটা ভূষণ হইবে।" [illegible]

তাহাতে সম্মতি দিলে, শঙ্কর চন্দ্রকে লইয়া নিজ জটায় স্থাপন করিলেন। তৎপরে মহাভয়ঙ্কর কালকূট উৎপন্ন হইল, সেই মহাবিষের তেজে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন দেবদানবের হিতের নিমিত্ত মহেশ্বর স্বয়ং সেই বিষ পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই বিষের তেজে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। পদ্ম-সৃষ্টি-৪। (৪৮) পৃথিবীর নিম্নভাগে যে সাতটি তল আছে তাহাদের নাম অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। বিতল নামক তলে ভগবান শিব স্বীয় পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া, শিবানী সহ অবস্থানপূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। ভাগ-৫স্ক-২৪। (৪৯) দুন্দুভি নামে অসুরদিগেব এক বাজা ছিল। সে একবার উমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রচিত্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হন। শিব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করাতে, দুন্দুভি শিব-রোষাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন শঙ্কব সেই দানবের নানাবর্ণের ভস্ম গ্রহণ করিয়া, দেবীকে তাহা মাখাইতে লাগিলেন। ঐ ভস্মলেপন কালে শিবের করঘর্ষণে সেই ভস্ম হইতে মহাকায় দানব উৎপন্ন হইল। সেই মহকায় দানবও উমাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে যে অভিশাপ দিলেন, তাহার ফলে সেই দৈত্য মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকে দেবীশাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দেবীকে তিরস্কার করিলেন। তাহাতে দেবী শিবের উপব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, ঐ অসুর সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও সর্ব্ব দেবতাব অজেয় হইবে। দেবীকে এইভাবে অসুবেব হিতসাধনে তৎপব দেখিয়া শিবেব ক্রোধানল আবও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি দেবীকে বলিলেন যে, অসুবেব প্রতি ঐরূপ সহানুভূতি প্রকাশ কবাতে তিনিও মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কবিবেন এবং ঐ অসুব তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবাব চেষ্টা কবিবেন। দেবীও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তিনি সিংহবাহিনী হইয়া ঐ অসুবকে বিনাশ কবিবেন। দেবীপু-৭। (৫০) দেবদেব মহাদেব বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত ও পূজিত হন। তিনি বারাণসীতে-মহাদেব; প্রয়াগে-মহেশ্বব; নৈমিষে-দেবদেব; গয়ায়-প্রপিতামহ; কুরুক্ষেত্রে-স্থাণু; প্রভাসে বিশ্বরূপী; পুষ্কবে অয়োগন্ধ; বিমলেশ্বর তীর্থে বিশ্ব; অট্টহাসে মহানাদ; মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহাব্রত; উজ্জয়িনীতে মহাকাল; সাকোট তীর্থে মহোৎকট;

শঙ্কুকর্ণ তীর্থে মহাতেজ ; গোকর্ণ তীর্থে মহাবল ; রুদ্রকোট তীর্থে মহাযোগী ; স্থলেশ্বর তীর্থে মহালিঙ্গ ; হর্ষতীর্থে হর্ষিত ; মধ্যম তীর্থে সর্ব্ব ; কেদারে ঈশান ; রুদ্রমহালয় তীর্থে রুদ্র ; সুবর্ণাক্ষ তীর্থে সহস্রাক্ষ ; বৃষভ পর্ব্বতে বৃষভধ্বজ ; ভৈরবে ভৈরব ; শস্ত্রপদ তীর্থে ভব ; কনখলে-উগ্র ; ভদ্রকর্ণ হ্রদে শিব ; দেবদারু বনে দিণ্ডী ; মধ্যম জঙ্গল তীর্থে চণ্ড ; তুরণ্ড তীর্থে ঊর্দ্ধ-রেত ; স্থকল প্রান্তে কপর্দ্দী ; একাম্র-কাননে কৃত্তিবাস ; আম্রতিকেশ্বর তীর্থে সূক্ষ্ম ; ধ্যানসিদ্ধেশ্বর তীর্থে যোগী ; উত্তকেশ্বর তীর্থে গায়ত্রী ; কাশ্মীরে বিজয় ; মরুকেশ্বর তীর্থে-জয়ন্ত ; হরিশ্চন্দ্র তীর্থে হরি ; পুরিশ্চন্দ্র তীর্থে শঙ্কর ; রামেশ্বর তীর্থে জটী ; কস্কুটেশ্বর তীর্থে সৌম্য ; ভূতেশ্বর তীর্থে ভস্মগাত্র ; জললিঙ্গ তীর্থে জলে-শ্বর ; করিকা তীর্থে ভিক্ষুক ; বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বরাহ ; পশ্চিমসন্ধ্যা তীর্থে তাম্র ; বিরজা ক্ষেত্রে ত্রিলোচন ; তৃপ্তেশ্বর তীর্থে ত্রিশূলী ; শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক ; জললিঙ্গ তীর্থে কাল ; করবীর তীর্থে কপালী ; দীপ্তবক্রেশ্বর তীর্থে বেদ ; নেপালে পশুপতি নাথ ; শ্রীকারারোহণ তীর্থে কুটী ; বেদীকা নদীতীরে উমাপতি ; গঙ্গাসাগরে অম্ব ; অমর কণ্টকে ওঙ্কার ; শণ্ড গোদাবর তীর্থে ভীম ; নকুলেশ্বর তীর্থে স্বয়ম্ভু ; কর্ণিকার তীর্থে গণাধ্যক্ষ ; কৈলাসে গণাধিপ ; হেমকূট পর্ব্বতে বিরূপাক্ষ ; গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভূর্ভুব ; আকাশে সিদ্ধেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর। দেবীপু-৬৩। (৫১) খট্টাসুরকে বধ করিবার জন্য এবং নিজেও চরাচর লোকের হিত কামনা করিয়া মহেশ্বর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীপু-১১০। যজন, রুদ্র, সামক ও সুষেণ দেখ। (৫২) একবার ক্রুদ্ধ রুদ্রের সন্তোষ বিধানের জন্য দেব ও অসুরগণ তাঁহার স্তব করেন। তাঁহাদের স্তবে রুদ্রের কোপশান্তি হইলে, তিনি বলিলেন "আমাকে কি করিতে হইবে।" দেবগণ বলিলেন "আমাদিগকে বেদ-শাস্ত্র বিজ্ঞান ও সরহস্য যজ্ঞ প্রদান কর।" তখন শিব বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিয়া যদি পশু হও, তবে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি এবং তাহা হইলেই তোমাদের মোক্ষলাভ হইবে।" দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তদবধি শিব পশুপতি নামে খ্যাত হইলেন। বরা-৩৩। রুদ্র (১১) দেখ। (৫৩) সকলের আদি কারণ, অচিন্ত্যাত্মা, ক্রিয়াতীত পরমেশ্বর ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি করিতে সমুদ্যোগী হন। তিনিই বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজা-পুঞ্জের রক্ষাবিধান করেন এবং সেই জগৎ পতিই আবার রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়া, চরাচর জগৎ ধ্বংস করেন। তাঁহার ব্রহ্মরূপ রজগুণাণ্বিত, বিষ্ণু-রূপ সত্ত্বগুণাণ্বিত এবং রুদ্ররূপ তমোগুণের আশ্রয়। এই প্রকারে এই দেবতা ত্রয় পরস্পর হইতে বিযুক্ত না হইয়া, পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। মার্ক-৪৬। (৫৪) যে কল্পে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহার নাম মহাকল্প। প্রত্যেক মহাকল্পে বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। প্রথম হইতে অষ্টম কল্প পর্য্যন্ত সময়ে আবির্ভূত শিব লিঙ্গের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, কালাগ্নিরুদ্র, অমৃতেশ, অনাময়, কৃত্তিবাস, ভৈরব নাথ, সোমনাথ ও প্রাণনাথ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ। (৫৫) উপরোক্ত আটটি ব্যতীত আরও কতিপয় শিবলিঙ্গ বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত হইবে। তাঁহাদের নাম—অগ্নীশ, কালরুদ্র, তারক, মৃত্যুঞ্জয়, ত্র্যম্বক, ভুবনেশ, ভূতনাথ, ঘোর, ব্রহ্মেশ, পৃথিবীশ, আদিনাথ, কল্পেশ্বর ও চন্দ্রনাথ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২। (৫৬) সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত চতুর্দ্দশ রত্নের মধ্যে চন্দ্র একটি ছিল। সদাশিব যখন সাগর-সম্ভূত কালকূট পান করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবগণ শম্ভুর বিষপানজনিত ক্লেশ লাঘবের জন্য ঐ চন্দ্ররত্ন তাঁহাকে প্রদান করেন। মহাদেব তদবধি তাহা ভূষণস্বরূপ ললাটে ধারণ করিয়া আছেন স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৫৭) পূর্ব্বে মহাদেবের সাতটি বদন ছিল। তিনি তন্মধ্যে অজ নামক পঞ্চম বদন ব্রহ্মাকে এবং পিচু নামক ষষ্ঠ বদন বিষ্ণুকে প্রদান করেন, তদবধি মহেশ্বর পঞ্চানন হইয়া আছেন। অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধকালে অজ নামক শিববক্ত্র হইতে অজা নামে এক দেবী উৎপন্না হইয়া বহু দানব নিধন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৯। (৫৮) একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা লইয়া মহা কলহ উৎপত্তি হয় এবং মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন বিষ্ণু আসিয়া মহাদেবকে শান্ত করেন এবং ব্রহ্মাকে পুরাতন ইতিহাসাদি কীর্ত্তন করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, মহেশ্বর ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা নানারূপ স্তোক বাক্যে মহেশ্বরের প্রসন্নতা সম্পাদন করেন। ব্রহ্মার বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার পিতামহ নাম সার্থক করিবার জন্য শঙ্কর যেন ব্রহ্মারই সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভূত হইয়া আবির্ভূত হন। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা মেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক বেদো-চ্চারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যা করিতে করিতে

তিনি যখন অথর্ব্ববেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনই তাঁহার মুখ হইতে রুদ্ররূপী ভীষণ রুদ্র আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ নারী ও অর্দ্ধাংশ নর। ঐ ভীষণ মূর্ত্তি রুদ্রকে ব্রহ্মা তাঁহার দেহ বিভাগ করিতে বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। অতঃপর রুদ্র নিজদেহ পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং পরে পুরুষ অংশকে আবার একাদশ ভাগে বিভাগ করিলেন। ঐ একাদশ অংশ একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত হইলেন। অতঃপর রুদ্রের ঐশী শক্তি শঙ্কর হইতে নিজ দেহ পৃথক করিয়া লইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মাদেশে সেই দেবী দক্ষ-কন্যারূপে জন্মলাভ করিলে দক্ষ রুদ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই শূলপাণি সদাশিবকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করিতে বলিলেন এবং নিজে সংহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শিব সতীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। বহুকাল পরে দক্ষ একদিন শিবের আলয়ে গমন করেন। শিব শ্বশুর দক্ষকে যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে দক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি মনে অসন্তোষ পোষণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সতী একবার পিত্রালয়ে গমন করিলে দক্ষের পূর্ব্ব রোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সতীর সম্মুখে শিবের অশেষ নিন্দা করিলেন। সতী শিব নিন্দা শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মনে মনে মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। প্রাণ ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, শিবই যেন তাঁহার জন্মান্তরের পতি হন। এদিকে শিব, সতী প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন শুনিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষ-সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, দক্ষ ব্রহ্ম-জাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইবেন এবং নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। কালক্রমে সতী হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হিমাচল তাঁহাকে শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি শিব-শাপে প্রচেতা-বংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শিব-শাপ প্রভাবে এক শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। লোকপ্রমুখাৎ দেবী শিবানী সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবকে বলিলেন, "আমার পূর্ব্ব পিতা দক্ষ এক যজ্ঞ করিতেছেন।

তিনি পূর্ব্বে আপনার অশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি নিরবধি অতিশয় মনোকষ্টে আছি। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে আপনি ঐ যজ্ঞ ধ্বংস করুন।” শিবানীব অনুবোধে শিব বীরভদ্র নামক এক ভীষণ রুদ্রকে উৎপাদন কবিয়া, তাহাকে দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কবিতে প্রেরণ কবিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। (৫৯) প্রজাপতি দক্ষেব একশত পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদেব মধ্যে সতী জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ দেবর্ষি নাবদেব পবামর্শে শিবেব সহিত সতীব বিবাহ দেন। চৈত্র মাসের পূর্ব্ব ফলগুনী নক্ষত্রযুক্ত শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে ববিবাবে পবম পবিত্র হাটকেশ্বব তীর্থে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয। স্কন্দ-নাগ-৭৭। (৬০) একবাব দেবগণ মহাদেবকে দর্শন করিতে কৈলাসে গমন কবেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয প্রীত হন এবং বলেন “আমি নৃত্য কবিতে আবম্ভ করিব, আপনাবা বাদ্যদ্বাবা আমাব নৃত্যে সাহায্য করুন।” দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলে শিব আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশী তিথিতে নৃত্য আরম্ভ কবেন। তাঁহাব ঐ নৃত্য দর্শন করিবার জন্য বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিবা প্রমুখ বহু ঋষি, তদ্ভিন্ন সিদ্ধ, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, সাধ্য, বসুগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ছয়রাগও তাঁহাদেব পত্নী ছত্রিশরাগিনী সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সকল বাগ ও রাগিনীদের নাম—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, নটনাবায়ণ ও নীল। তাঁহাদের পত্নী-দেব নাম—গৌবী, কোলাহলী, ধীবা, দ্রাবিডী, মালকৌশিকা ও গান্ধাবী এই ছয়জন শ্রীবাগেব পত্নী। আন্দোলা, কৌশিকা, চবমমঞ্জরী, গণ্ডগিবী, দেব-শাখা ও বামগিবি, ইহাঁবা বসন্তবাগেব ভার্য্যা। ত্রিগুণা. স্তম্ভতীর্থা, অহিবী, বৈবাটী ও সামবেবা, ইহাবা পঞ্চমবাগেব পত্নী। ভৈববী, গুজ্জরী, ভাষা, বেলাগুলি, কর্ণাটকা. বক্তহংসা এই ছয়জন ভৈববরাগেব ভার্য্যা। বঙ্গালী. মধুবা, কামোদা, অভিনাবিকা. দেব-গিবি ও দেবালী ইহাবা মেঘবাগেব পত্নী। ত্রোটকী, মোডকা, নবাহুম্বী, মহ্লাবা ও সিন্ধুমহ্লাবী, এই কযজন নটনাবাযণেব পত্নী। এই সকল রাগ ও বাগিনাগণ তথায উপস্থিত হইযাছিলেন তদ্ভিন্ন ঐ নৃত্যকালে ব্রহ্মা মৃদঙ্গ বাদন করেন, কেশব তাল প্রদান কবিয-ছিলেন, বাণী সুস্বরে বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। দববাজ বংশী বাজাইতে লাগিলেন, অগ্নি শূর্প, অশ্বিনীকুমাবদ্বয পণব, চন্দ্র ও সূর্য্য উপাঙ্গ এবং গণ-সমূহ ও মুনিগণ ঘণ্টাবাদন কবিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ঐ নৃত্যকালে সুস্বরে গান কবিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ সুবর্ণ শৃঙ্গ বাজাইতে ছিলেন। মহাদেবেব নৃত্যকালে সর্পগণ তাঁহাব মস্তকে মুকুট

স্বরূপ শোভা পাইতেছিল। তিনি মস্তকের জটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং সর্ব্বগাত্রে ভস্ম লেপন করিলেন। তাঁহার দশবাহুতে নানা অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব নৃত্য করিতে করিতে নিজের চৌরাশী হাজার হস্ত সৃজন করিলেন। তাঁহার ললাট নির্গত স্বেদ হইতে সূত, মাগধ, বন্দীগণ ও হৃদয় হইতে বিশ্বনায়ক গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইলেন। এইভাবে চারিমাসকাল নৃত্য চলিয়াছিল। শুভ কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ঐ নৃত্য সমাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-২৫৪। (৬১) একবার মহেশ্বর ব্রহ্মার কপাল লইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে থাকেন। কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হন। বিষ্ণু তাঁহাকে পরিহাস ছলে "এই আমি তোমাকে ভিক্ষা দিতেছি" বলিয়া তাঁহার কপালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর বিষ্ণুর সেই অঙ্গুলী ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অঙ্গুলী হইতে রক্তস্রাব হইয়া মহাদেবের সেই কপাল পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং পরে পাত্রোচ্ছলিত রক্তধারা ভূতলে প্রবাহিত হইয়া শিপ্রা নামে মহানদীর সৃষ্টি হইল। স্কন্দ-আব-আব-৪৯। (৬২) কোনও সময়ে ক্ষুধার্ত্ত মহাদেব কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ পাতালে ভোগবতী তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি গৃহে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। তখন ক্ষুধার্ত্ত ক্রুদ্ধ মহেশ্বর নাগলোকে রক্ষিত একবিংশতিটি কুণ্ডস্থিত সমুদয় অমৃত পান করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ তাহা জানিতে পারিয়া ত্বরান্বিত হইয়া নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রদান করিল। বাসুকী তখন বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলে, এক আকাশবাণী হইল—"হে নাগগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত্ত দেবতাকে আহার প্রদান কর নাই, তাই তিনি অমৃতকুণ্ডস্থিত সকল অমৃত পান করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা যদি তোমাদের অমৃত পুনর্ব্বার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইতে মহাকালবনে যাইয়া শিপ্রানদীতে অবগাহনপূর্ব্বক মহেশ্বরের আরাধনা কর। তাহাহইলে দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের সুধাভাণ্ড সকল পূর্ণ করিয়া দিবেন।" তখন নাগগণ ঐ দৈববাণী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহাদের সুধাসমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল। স্কন্দ-আব-আব-৫১। (৬৩) সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত কালকূটের তেজে যখন দেবতা ও অসুরগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় মহাদেব ঐ সকল কালকূটকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবী শিবানী ভীত হইয়া শঙ্করের সন্নিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ভূতনাথ

তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি এই ভয়ঙ্কর বিষকে তরঙ্গ সঙ্গে সাগরে লইয়া যাও।" গঙ্গা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে শিব শিপ্রা-নদীকে অনুরোধ করিলেন। শিপ্রা শূলপাণির অনুরোধে ঐ বিষকে বহন করিয়া মহাকালবনে লইয়া গেলেন। স্কন্দ-আব-চতু-১৪। (৬৪) কোনও সময়ে শিব চরাচর জগতের কল্যাণ কামনায় ঋক্ষশৈলে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত সুদুশ্চর তপস্যা করেন। সেই তপস্যা-কালে রুদ্রের শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহাহইতে এক নদীর উৎপত্তি হয়। সেই নদীই নর্ম্মদা। সেই নর্ম্মদা নদী শিবের আত্মজা স্বরূপ এবং শিবের বরে তিনি গঙ্গার তুল্য পূজনীয়া। স্কন্দ-আব-চতু-৪। (৬৫) কল্পের অবসানে যখন সমুদয় জগৎ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভগবান্ হর নিখিল জগৎ উদরে ধারণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন। এই ভাবে তাহার সহস্রযুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে রুদ্র-কন্যা নর্ম্মদা শঙ্করের পাদমূলে অবস্থান করিয়া, তাঁহার পাদ সংবাহনে রতা ছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশকে ঐ ভাবে নিদ্রিত দেখিয়া বেদচতুষ্টয়ের দ্বারা পরম ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্তব করিতে করিতে হঠাৎ বেদচতুষ্টয় প্রলয়পয়োধি জলে বিলীন হইয়া গেল। বেদ জলধিজলে নিমগ্ন হইলে পিতামহও অজ্ঞানান্ধকারে বিলীন হই-লেন। তখন দেবদেবকে প্রবুদ্ধ করি-বার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়া শঙ্কর নিদ্রোত্থিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী নর্ম্মদাকে বেদ লুপ্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নর্ম্মদা শূলপাণির প্রশ্নের উত্তরে বলি-লেন যে, মহেশ যখন সুপ্ত ছিলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বেদ পাঠনিরত ব্রহ্মার নিকট হইতে, বেদ-অপহরণপূর্ব্বক সাগর সলিলে লুক্কায়িত হইয়াছে। নর্ম্মদার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতনাথ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে বিষ্ণু মীনরূপ ধারণপূর্ব্বক জলে নিমগ্ন হইয়া পাতাল হইতে বেদ আহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করি-লেন। দেবদেব মহেশের একমূর্ত্তিই প্রয়োজন ভেদে ত্রি-গুণান্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মাদির ন্যায় গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতীও সেই রুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা। গঙ্গা তাহার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি, নর্ম্মদা শৈবীমূর্ত্তি এবং সরস্বতী তাহার ব্রাহ্মী মূর্ত্তি। স্কন্দ-আব-রেবা-৯। (৬৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে পঞ্চানন ছিলেন। তিনি একবার মিথ্যা কথা বলাতে

মহাদেব কুপিত হইয়া চপেটাঘাতে তাঁহার একটি শির ছেদন করিয়া ফেলেন। কিন্তু ঐ শির তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া রহিল। ঐ ব্রহ্মশির হস্ত হইতে কিছুতেই স্খলিত হইতেছে না দেখিয়া, শিব পৃথিবীর সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল বটে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শিব উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর চতুষ্টয়ে এবং পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কোথাও ব্রহ্মহত্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি দক্ষিণতীরে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইলেন। স্কন্দ-আবরেবা-১৭৩। (৬৭) রাজা দিবোদাস যখন কাশীর অধীশ্বর হয়েন, তখন শিব মনঃক্ষুন্ন হইয়া মন্দর পর্ব্বতে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। অন্যান্য দেবগণও তাহার অনুগমন করেন। কিন্তু অন্যান্য দেবগণ পরিবৃত থাকিয়াও, শিব মন্দরাচলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, কাশীর বিরহ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। কোনওরূপে তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। শরীরের সন্তাপ দূর করিবার জন্য তিনি অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। কিন্তু শরীরদাহে তাহা মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে শুষ্ক হইয়া গেল। হস্তে তিনি অতি কোমল মৃণাল কঙ্কণের ন্যায় ধারণ করিলেন, তিনি তাহাতে তাঁহার খেদ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি দুঃখিত চিত্তে বলিলেন—"এই গুলি ত মৃণাল নহে, এইগুলি সর্প।" আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার এই উক্তিতেই মৃণালগুলি সর্পে পরিণত হইল। পার্ব্বতী শিবের এই কাশীবিরহ-সন্তাপ দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা দিবোদাস কাশীতে অতি ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কাশীর অধিকারচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিয়া, অনেক চিন্তার পর শিব যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাশীধামে গমন করিয়া, সেই রাজা দিবোদাস যাহাতে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কাশী হইতে দূরীভূত হয়, সেই ব্যবস্থা কর।" যোগিনীগণ শিববাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শিবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য আনন্দ-চিত্তে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ঐ যোগিনীগণের চেষ্টায় রাজা দিবোদাস কাশী হইতে বিদূরীত হইলে, শিব পুনরায় কাশীতে যাইয়া বাস করিতে

লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৪। (৬৮) কোনও সময়ে শিব কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। শিব তাঁহা-দিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিষ্ণুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য দেবগণকেও যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন। শিবসকাশে এই-রূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ দেবগণের মধ্যে দক্ষও ছিলেন। তিনি যেভাবে শিবকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন, তাহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "শিব সতীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছেন। ইনি কে, ইহার স্বজন কে, কোন্‌বংশে ইহার জন্ম হইয়াছে, ইঁহার গোত্র কি? ইহার প্রকৃতি ও আচরণও বা কি প্রকার, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিষ ইহার ভক্ষ্য এবং বাহন ত বৃষ। এব্যক্তি মহান অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে, অতএব তপস্বী হইতে পারে না; ইহার যখন শ্মশানেই বাস, তখন সে গৃহস্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীও নহে, কারণ বিবাহ করি-য়াছে। বাণপ্রস্থ-আশ্রমীও নহে, কারণ ইহাকে সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য মদে গর্ব্বিত দেখিতে পাই। এজন ব্রাহ্মণও হইতে পারে না, কারণ বেদজ্ঞ নহে। যদিও সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি ক্ষত্রিয় নহে, কারণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ক্ষত (বিপদ) হইতে ত্রাণ করা। এ ব্যক্তিত প্রলয় সৃষ্টি করে। ইহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে ইহাকে বৈশ্য বলিয়াও ত মনে হয় না। এ শূদ্র হইতে পারে না, কারণ ইহার গলে নাগ-যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। এই সকল লক্ষণ হইতে ইহাকে ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের অতীত বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি হইতে লোকের পরিচয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পক্ষে তাহাও সম্ভব নহে। ইহার অর্দ্ধনারী-মূর্ত্তি হইতে ইহাকে সর্ব্বতো ভাবে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। আবার ইহার শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া ইহাকে স্ত্রীলোক বলিয়াও মনে করা যায় না। ইনি ক্লীবও নহেন এবং বালক অথবা যুবাও নহেন, তাহা ইহার আকৃতিতেই পরিস্ফুট। ইহাকে বৃদ্ধও বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহার জরা বা মৃত্যু নাই। প্রলয়কালে এ ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাতেও ইহার পাপস্পর্শ হয় না। আবার এ যখন ক্রোধে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিল, তখন ইহাকে পুণ্যবান্ বলিয়াও ত মনে হয় না। এ যখন সর্ব্বাঙ্গে অস্থির অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে এবং বিবস্ত্র অবস্থান

করে, তখন ইহার শুচিতাই বা কোথায়? ইহার চরিত্র ও ত আমি কিছুই বুঝিলাম না। আমি তাহার শ্বশুর, অথচ আমাকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থানও করিল না।" শিব সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দক্ষ স্থির করিলেন যে শিব যেমন তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রতিফল দিবেন। এই মনোভাব হইতেই দক্ষ যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৭। (৬৯) কোনও সময়ে ব্যাস, কাশীতে ভিক্ষোপজীবি ও শিবারাধনা তৎপর হইয়া বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন মহাদেব ব্যাসকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—"আজ যাহাতে ব্যাস কাশীতে কোথাও ভিক্ষা না পান, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও। শিববাক্যে পার্ব্বতী কাশীর প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে যাইয়া ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার এ নিষেধের ফলে ব্যাস সশিষ্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলেন না। তৎপরদিবসও সেইরূপ ভিক্ষা না পাওয়াতে ব্যাসের সন্দেহ হইল যে কেহ হয়ত তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে গৃহস্থগণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ভিক্ষা না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ভিক্ষা না পাইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরন্তু পর্য্যটন করিয়া কাহারও গৃহে ধনধান্যের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য্য দেখিল না। ব্যাস তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে, "কাশীবাসীগণ যেহেতু ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে বিমুখ, সেই পাপে কাশীতে লব্ধবিদ্যা ধন ও মুক্তি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত গমন করিবে।" এইরূপে শাপ দিয়া ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত হইয়া, পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। এবারেও সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া কিছুই পাইলেন না। পরিশেষে সায়ংকালে ক্রোধে ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে স্ব-আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন পথিমধ্যে দেবী ভগবতী একজন সামান্য গৃহস্থ নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক এক ভবনের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ব্যাসকে তাঁহার গৃহে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন যে তাঁহার স্বামী প্রত্যহ অন্ততঃ একটি অতিথিকে ভোজন না করাইয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিন তাঁহাদের কোনও অতিথির সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। সে জন্য তাঁহার স্বামীরও সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তজ্জন্য দেবী ব্যাসকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, ব্যাস যদি তাঁহাদের গৃহে

অতিথি হন, তবে তাঁহার স্বামী ও তিনি অতিথি সৎকার করিয়া ধন্য হইবেন। ব্যাস দেবীর অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, দেবী যদি তাঁহার দশসহস্র শিষ্যেরও আহারের আয়োজন করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাদের গৃহে অন্নগ্রহণ করিবেন অন্যথা নহে। দেবী তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাসকে সমুদয় শিষ্যগণ সহ তাঁহাদের ভবনে অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্যাস ত্বরান্বিত হইয়া সমুদয় শিষ্যগণকে লইয়া আহারের জন্য সেই গৃহে সমবেত হইলেন। দেবীও তাঁহাদিগের সকলকে পরম পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। আহারান্তে সশিষ্য ব্যাস যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তীর্থবাসীদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া এইখানে অবস্থান করিব।" তখন ব্যাস তাঁহাকে প্রথমে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। তখন ব্যাস বলিলেন যে, কর্কশবাক্যে লোকের মনোকষ্ট উৎপাদন না করা, পরের উন্নতিতে অসূয়া প্রকাশ না করা, বিবেচনার সহিত কার্য্যকরা এবং নিজ ভবনের মঙ্গল চিন্তা করা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। তখন দেবী ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল ধর্ম্মের কোন্ কোন্‌টি আপনার মধ্যে আছে?" ব্যাস তাহার কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন শিব পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"আমার মনে হয় এই সকল গুণ তোমাতেই আছে এবং তুমিই পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাহারও মনোভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে, সে ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে অভিসম্পাত প্রদান করে, তবে তজ্জন্য কে পাপ ভাগী হয়?" ব্যাস "উত্তর দিলেন যে, সেই পাপ বিবেচনা-শূন্য শাপদাতারই হয়।" তখন শিব বলিলেন—"তুমি নিজেব দুরদৃষ্টবশতঃ ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া নিরপরাধ কাশীবাসাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছ। তজ্জন্য তুমি এস্থানে বাস করিবাক অনুপযুক্ত বলিয়া এক্ষণই এস্থান হইতে দূর হও।" শিব কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়', ব্যাস নিজমূর্খতা অনুভব করিয়া শিব ও পার্ব্বতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা বিধান দিলেন যে, প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মাত্র তিনি কাশীধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৬। (১০) পুরাকালে একবার ধর্ম্ম, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন যে, "তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে তিনি মহেশ্বরের বাহন হইয়া থাকিবেন। মহাদেব তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হওয়ায়, ধর্ম্ম বৃষরূপ ধারণ করিলেন। তদবধি শূলপানি সেই বৃষরূপ ধর্ম্মেই আরোহন করিয়া থাকেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩। (৭১) শিব একবার পার্ব্বতীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে মারণ, মোহন, বশীকরণ, আকর্ষণাদি কার্য্যক্ষম অথর্ব্ব বেদজ ও উপবেদজ মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দেন। দেবী ঐ সকল মন্ত্র লাভ করিয়া শঙ্করের উপরেই প্রথম মোহন মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ মন্ত্র প্রভাবে ভূতনাথ চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার জটা, শূল, কপাল প্রভৃতি ভূলুণ্ঠীত হইতে লাগিল। ভূত প্রেতাদি অনুচরগণ ভীত হইয়া যদৃচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ অচেতন অবস্থায় থাকিয়াই শঙ্কর নিজ অবস্থা অনুভব করিতে পারিলেন এবং নিজ শরীরজস্বেদ হইতে কতিপয় গণও পঞ্চকূট মন্ত্র-দেবতা উৎপাদন করিলেন। ঐ সকল গণ ও দেবতারা পার্ব্বতীর মন্ত্রের প্রতিষেধ স্বরূপ মন্ত্রাদি আবৃত্তি দ্বারা শঙ্করের চেতনা সম্পাদন করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৭২) ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত হইতে দেখিয়া শিব ক্রোধান্বিত হইয়া খড়্গাদ্বারা তাঁহার এক শির ছেদন করেন। ব্রহ্ম-শির ছিন্ন হওয়া মাত্র কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আশ্রয় করে। শঙ্কর তখন সেই ব্রহ্মকপাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া, পরিশেষে বিষ্ণুর পরামর্শে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেই স্থানে ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তখন শিব তথায় থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদ-২। (৭৩) কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে মহেশ্বর স্বয়ং দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া জগতে তাহা প্রচলন করেন। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ পরে দ্যূত ক্রীড়া নিষেধ করিলেও, কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। (৭৪) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বাদানুবাদ হয়। ব্রহ্মা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, কিন্তু বিষ্ণু বলেন যে, তাঁহাদের উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর এক জন আছেন. তিনি দেবদেব মহেশ্বর। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শিবের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তাঁহাদের যখন এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন হঠাৎ শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা তখন মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর ব্রহ্মার স্তবে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে পুত্ররূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। মহেশ্বর তাহাতেই সম্মত হইলে, মহেশ্বরের নীললোহিত রুদ্ররূপই পরে ব্রহ্মার পুত্রস্বরূপ উৎপন্ন হন। কূর্ম্ম-পূ-৯। ব্রহ্মা ও রুদ্র দেখ। (৭৫) একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করাতে মহাদেব তাঁহার একটি মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা মহাদেবকে আশ্রয় করে এবং ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়া থাকে। তখন মহাদেব সেই ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মকপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে বিষ্ণুর সকাশে উপস্থিত হন। বিষ্ণুর দ্বারপাল বিষ্বক্‌সেন, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় মহাদেবের অনুচব কালবেগ তাহাকে নিহত কবেন। পবে মহাদেব বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি শঙ্করের নিকট হইতে ঐ ব্রহ্মকপাল হস্তে লগ্ন হইবার কাবণ অবগত হন এবং ব্রহ্মহত্যাকে আহ্বান কবিযা শূলপাণিকে পরিত্যাগ কবিতে আদেশ দেন। ব্রহ্মহত্যা শঙ্করকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়াতে, মহাদেব বিষ্ণুর পরামর্শে বারাণসীতে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ কবে এব' ব্রহ্মকপালও তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। কূর্ম্ম-উত্ত-৩১। (৭৬) ভগবানাত্মক রূপধাত্রী, লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রকৃতিস্বরূপা। তাঁহাদের সম্মিলনে এক অর্দ্ধনারীনর উৎপন্ন হয়। ঐ অর্দ্ধনারীনর হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব স্বীয় বামাঙ্গ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করেন। এই শ্রদ্ধাই মহাদেবের পুরাতন পত্নী। তিনিই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষকন্যা সতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৯৯। (৭৭) জলন্ধর নামক এক দৈত্য বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে মহাদেবকে আক্রমণ করে। মহাদেব জলমধ্যে সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া জলন্ধরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলিলেন। জলন্ধর তাহা উত্তোলন করিয়া স্বায় স্কন্ধে স্থাপন করিবামাত্র তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। লি-পূ-৯৭। (৭৮) শিবের এক নাম শঙ্কর। স'সাব বিরাগীদিগের মুক্তি শ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বভূতের শং সম্পাদন করেন বলিয়া শঙ্কব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। লি-পূ-৬। (৭৯) সতীবিরহে কাতর হইয়া শিব উন্মত্তেব ন্যায় নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনঙ্গও সুযোগ বুঝিয়া পূর্ব্ব বৈরির প্রতিশোধ লইবার জন্য, তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। শিব কন্দর্পেশরে আহত হইয়া শান্তি লাভের আশায়

বহু স্থানেই ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। তিনি তাঁহার বিরহ-তপ্ত দেহ শীতল করিবার জন্য কালিন্দীর জলে অবতরণ করিলেন। তিনি জলমগ্ন হইবামাত্র কালিন্দীনদীর জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। এইভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শিব এক দেবদারু বনে (মতান্তরে দারুক বনে) প্রবেশ করিলেন। তথায় বহু মুনি ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। মদনও তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। দেব-দারু বনে অবস্থিত মুনিপত্নীগণের, মহাদেবকে ঐ ভাবে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। মুনিগণ তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে মহাদেবকে শাপ দিলেন। তাঁহাদের শাপে মহাদেব লিঙ্গহীন হন। বাম-৬। শিব-জ্ঞান-৪২; ধর্ম্ম-১০। স্কন্দ-নাগ-১। (৮০) মহাকাল বন, অবিমুক্তিকক্ষেত্র, একাম্রকানন, ভদ্রকালতীর্থ, করবীরবন, কোলাগিরি, কাশী, প্রয়াগ, অমরেশ্বর, ভবত, কেদার ও রুদ্রমহালয়, এই স্থানগুলি মহাদেবের অতি প্রিয়। স্কন্দ-আব-অব-১। (৮১) সতীর দেহ-ত্যাগের পর শিব হিমালয়ের শিখর-দেশে পরম দুষ্কর তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে তারকাসুরের নিধনের জন্য শিব-তেজে উৎপন্ন এক পুত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, দেবগণ মদনকে শিবের তপোভঙ্গের জন্য প্রেরণ করিলেন। হিমাচল-দুহিতা পার্ব্বতীও তখন শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য শিব-সকাশে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছিলেন। প্রথমে মদনের শরাঘাতে শিবের তপোভঙ্গ হইলে, শিব নেত্র উন্মীলন করিয়া প্রথমেই সম্মুখে পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং ঐরূপ প্রাকৃত জনের ন্যায় আচরণ করায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া পুনরায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া, তপস্যায় মনো-নিবেশ করিলেন। প্রথম চেষ্টা সম্যক সফল হইল না দেখিয়া, মদন পুনরায় তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। এবারে শঙ্করের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং কে তাঁহাকে বারংবার এইরূপে বিরক্ত করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য ক্রোধারক্ত-লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মদনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার ললাট-নেত্র হইতে জলন্ত অগ্নি নির্গত হইয়া, তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মী-ভূত করিয়া ফেলিল। শিব-জ্ঞান-১০, ১১। মদন ও রতি দেখ। (৮২)

শিবের ভজনা করিয়া লোক সমুদয় মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। তজ্জন্য দেবাদিদেবের এক নাম মৃত্যুঞ্জয়। শিব-জ্ঞান-১৪। (৮৩) পার্ব্বতী মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, নারদ-মুখে এই সংবাদ পাইয়া শিব এক জটিল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সমীপে গমন করিলেন। দেবী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া পার্ব্বতীকে, তিনি কেন তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—পার্ব্বতী যদি মনোমত পতি লাভের বাসনায় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার তপস্যা অনাবশ্যক, কারণ রত্ন কখন গ্রহিতার কামনা করে না। শিবের কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীব এক সখী বলিলেন যে, মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্যই দেবী এই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন যে, সখীর কথাই বাস্তবিক সত্য কি না তাহা তিনি সতীর মুখহইতে শ্রবণ করিতে চাহেন। পার্ব্বতী অগত্যা সখীর বাক্যই পুনরুক্তি করিলেন। তখন শিব কপট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, পার্ব্বতীর এই সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অকার্য্যকারী। পার্ব্বতীর রুচিরও তিনি প্রশংসা করিতে পারেন না। জটাজুটধারী শ্মশানবাসী শিব কখনই পার্ব্বতীর যোগ্য পতি হইতে পারেন না। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব নিজেই অশেষ রূপে শিবের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী শঙ্করের নিন্দা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধও হইলেন। অতঃপর তিনিও নানাভাবে শিবের গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তিনি অতিশয় বিরক্তিভরে যেমন সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য পাদোত্তোলন করিলেন, অমনই শিব স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবী স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত হইয়া অবনত বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শিব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, দেবী যখন তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবাব জন্য তপস্যা কবিতেছিলেন, তখন তাহাব সহিত কৈলাসে গমন করিতে তাঁহার আব কি আপত্তি থাকিতে পারে। তখন পার্ব্বতীর আদেশে তাঁহার সখী শিবকে বলিলেন যে, দেবী পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলে শিব যেন পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিতা

হিমবানের নিকট উপস্থিত হন। তাহা হইলেই নগরাজ আনন্দিতচিত্তে তাঁহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিবেন। এই কথা বলিয়া সখীগণ সহ দেবী পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। তখন মহাদেব কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগের দ্বারা হিমাচলের নিকট তাঁহার মনো-ভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিব-জ্ঞান-১৩-১৬। (৮৪) মহাদেব যখন তারকাসুরকে বধ করিতে গমন করেন তখন বিশ্বকর্ম্মা শূলপাণির ব্যবহারের জন্য এক অত্যদ্ভুত সুবর্ণময় রথ নিৰ্ম্মাণ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাক্রমে ঐ রথের দক্ষিণ ও বাম দিকের চক্র হইয়া ছিলেন। ঐ দক্ষিণ চক্র দ্বাদশ দল ও বাম চক্র ষোড়শ দল সমন্বিত এবং দ্বাদশ দল দ্বাদশ আদিত্যময় এবং ষোড়শ দল ষোড়শ কলাময় ছিল। বামচক্রে নক্ষত্র সকল তাহার ভূষণ স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন এবং বাম ও দক্ষিণ ভাগে নক্ষত্র সকল হইতে কল্পিত ছয় ঋতু অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্তরীক্ষ ঐ রথের রথাগ্র, মন্দর পর্ব্বত রথনীড়, উদয় ও অস্ত গিরি রথধারক কূবর, সংবৎসর-বেগ, অয়নদ্বয় দুই লৌহধারক এবং চারি সমুদ্র ঐ রথের পরিবেশরূপী হইয়া ঐ রথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঙ্গাদি নদীসকল সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা পরমা সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রথে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ব্রহ্মা সেই রথের সারথি হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মদৈবত প্রণব, প্রতোদ (চাবুক) হইয়া ব্রহ্মহস্তে বিরাজিত ছিলেন। নর্ম্মদা নদীর জনক মেকলাশৈল শস্ত্র-রূপে, মন্দর পার্শ্বদণ্ডরূপে, সুমেরু কার্ম্মুকরূপে, অনন্ত নাগ ঐ কার্ম্মুকের জ্যা-রূপে, শ্রুতিরূপিনী সরস্বতী চাপ-ঘণ্টিকা রূপে, মহাতেজা বিষ্ণু বাণ-রূপে, অগ্নি শল্যাস্ত্র রূপে, নিগম চতুষ্টয় অশ্বরূপে ও ধ্রুবাদি জ্যোতির্গণ সেই অশ্বগণের ভূষণরূপে বিরাজিত ছিলেন। শিব-জ্ঞান-২৪। (৮৫) বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় জল নিমগ্না ধরিত্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ঐ মূর্ত্তিতে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া স্বেচ্ছায় ঐ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অথচ এদিকে পৃথিবী ঐ যজ্ঞবরাহ দেবের পীড়নে অতিশয় ক্লিন্না হইতে লাগি-লেন। তখন দেবগণ সকলে সমবেত ভাবে, বরাহরূপধারী বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহাকে বরাহ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া, মহাদেবকে বলিলেন—"আপনি শরভরূপ ধারণ করিয়া আমাকে বিনাশ করুন।" তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ

নিজ নিজ তেজ শিবদেহে সংক্রামিত করিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে মহাদেব ভয়ানক মূর্ত্তি শরভদেহ ধারণ করিলেন। সেই মূর্ত্তির উর্দ্ধ ও অধোদেশে আটটি চরণ। তাহা দুই লক্ষ যোজন উন্নত, দেড় লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উর্দ্ধে এক লক্ষ যোজন এবং পার্শ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন। ঐ শরভ মূর্ত্তির মস্তক চন্দ্রস্পর্শী, নাসিকা অতি দীর্ঘ, নখর সমুদয় অতি তীক্ষ্ণ, পুচ্ছ সুদীর্ঘ, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় বিরাজমান ও অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃত বদনে আটটি দন্ত ছিল। ঐ মহাভয়ঙ্কর শরভ মূর্ত্তিধারী মহাদেব সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তুমুল সংগ্রামে বরাহদেবকে নিধন করেন। কালিকা-৩০। (৮৬) যে দিন সমুদ্র মন্থনকার্য্য আরম্ভ হয়, সে দিন একাদশী তিথি ছিল। মন্থন আরম্ভ হইলে প্রথমেই বিষ উত্থিত হইল। দেবগণ তাহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলে, শিব তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া, সেই বিষ গলাধঃকরণ করিলেন। নারায়ণ ধ্যান করিয়া বিষ পান করিয়াছিলেন বলিয়া, সমুদয় বিষই তাঁহার জীর্ণ হইয়া গেল। * পদ্ম-ব্রহ্ম-৯। (৮৭) কোনও সময়ে শিব অতি অপরূপ ভিক্ষুকবেশে দারুবনে ভিক্ষার্থ গমন করেন। তত্রস্থ ঋষিপত্নীগণ এই অদ্ভুত আকৃতি ভিক্ষুক দেখিয়া যথাসাধ্য উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা শিবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি একাকী ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন কেন? শিব তখন সতীর দেহত্যাগের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষিপত্নীগণ শিবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। পরে শিব যখন কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন ঋষিপত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ তাহা দেখিয়া শিবকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৬। (৮৮) কোনও সময়ে পার্ব্বতী স্নানার্থ গমন করিবার সময়ে, পঙ্কদ্বারা এক পরম সুন্দরাকৃতি বালক সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে দ্বার-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পার্ব্বতী তাহাকে বলিলেন যে, যে কেহ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, গণেশ যেন অবশ্যই তাহাকে নিবারণ করেন। পার্ব্বতী প্রস্থান করিবার কিয়ৎকাল পরে, শিব তথায় আগমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে গণেশ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। শিব গণেশকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেও, গণেশ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শিব অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রমথগণকে বলিলেন, "তোমরা এই উদ্ধত বালককে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর।" শিবের আদেশে প্রমথগণ একযোগে গণেশকে আক্রমণ করিলেন। তখন গণেশের সহিত শিবানুচরদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং প্রমথগণ সকলে গণেশ-হস্তে পরাজিত হইয়া শিবের নিকটে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি যেন যাইয়া গণেশকে সকল বিষয় বুঝাইয়া শান্ত করেন এবং শিবকে গৃহে প্রবেশ করিতে যেন আর বাধা না দেন। তাহা না হইলে গণেশের অশেষ বিপদ ঘটিবে। ব্রহ্মা শিবের আদেশে গণেশের নিকট উপস্থিত হইলে, গণেশ তাঁহাকে শিবানুচর বিবেচনায় তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটনপূর্ব্বক এক অর্গল লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া বিষ্ণু ও শিব অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর শিব গণেশের মস্তক দেহহইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নারদ প্রমুখাৎ এই সংবাদ দেবী পার্ব্বতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, সহস্র সহস্র শক্তিগণকে সৃজনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জগৎ সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সমূহ বিপদ দেখিয়া, দেবগণ বিশেষরূপে পার্ব্বতীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর শিবাদেশে প্রমথগণ উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক একটি একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীর মস্তক ছেদন করিয়া, আনয়ণপূর্ব্বক শিবতনয় গণেশের স্কন্দদেশে যোজিত করিয়া দিলে, গণেশ পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। শিব-জ্ঞান-৩২-৩৪। (৮৯) সৃষ্টির আদিতে এক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ তপস্যার উপযোগী স্থান অন্বেষণ করাতে নির্গুণ পরমাত্মা স্বীয় তেজোভূত পঞ্চক্রোশ ব্যাপী নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ তথায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সেই তপস্যাকালে তাঁহাদিগের গাত্র-নির্গত স্বেদ হইতে জল-ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নির্গুণ শিব সেই জলরাশি প্লাবিত পঞ্চক্রোশ-ব্যাপিনী কাশীকে নিজ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রামগ্ন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া, শিবের আজ্ঞা-

ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিতে আরম্ভ করিলেন। (৯০) একবার শিবপার্ব্বতী একত্রে অক্ষক্রীড়ায় রত হন। পার্ব্বতী সেই দ্যুতক্রীড়ায় শিবকে পরাজয় করেন এবং ক্রীড়ার সর্ত্ত স্বরূপ শিবের সমুদয় ভূষণ ও পরিধান হরণ করিলেন। শঙ্কর তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীকে বারংবার তাঁহার পরিধান বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু পার্ব্বতী পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি পণে ঐ সকল জয় করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন না। তখন মহেশ্বর ক্রোধে তাঁহার তৃতীয় নয়ন দ্বারা দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শিবানুচরগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর বোধ হয় মদনের ন্যায় দেবীকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু দেবী মহেশ্বরেব নেত্রপাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না, বরঞ্চ পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কাল, কামদেব, দক্ষের যজ্ঞ. অন্ধক কিংবা ত্রিপুরও নহি, যে আপনি নয়নাগ্নিদ্বারা আমাকে অতি সহজে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এ বিষয়ে আপনার বিরূপাক্ষ নাম নিরর্থক।" দেবীব বাক্যে শঙ্কর অতিশয় দুঃখিত এবং বীতরাগ হইয়া কৈলাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিদ্ধাটবী নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিনি পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ধ্যানাসক্ত হইলেন। এদিকে শঙ্কর প্রস্থান করাতে পার্ব্বতীর সখীগণ তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী মনস্থ করিলেন, যে, তিনি অবশ্য পুনরায় মহাদেবকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি এক শবরীরূপ ধারণপূর্ব্বক মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শূলপাণি ঐ মনোহর-বেশা শবরীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং গাত্রো-খান করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অমনই শবরী-রূপধারী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। মোহপ্রাপ্ত শঙ্কর তখন সেই শবরীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শবরীরূপী দেবী আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন শঙ্কর অতি কাতর-বচনে তাঁহাব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন যে, তিনি এক সর্ব্বজ্ঞ, সকলার্থ-প্রদ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকাব, জগদীশ ও বরেণ্য পতির অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন যে, তিনিই সেইরূপ যোগ্য পতি। দেবা যেন তাঁহাকেই বরণ করেন। প্রথমে দেবী নানারূপ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক শঙ্করের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মহাদেব কাতর হইয়া দেবীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অনুনয় করিতে লাগি-

লেন। তখন দেবী বলিলেন, "আপনি যদি নিতান্তই আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে আমার পিতার নিকট পাণি-প্রার্থনা করুন। শঙ্কর দেবীর পরামর্শ মত হিমাচলের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। হিমাচল তাঁহাকে স্বভবনে উপস্থিত দেখিয়া, পরম ভক্তিভরে অভ্যর্থনাদি করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমনপূর্ব্বক, স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে পুরুষের কিরূপ ভয়ানক বিপদের হেতু তদ্বিষয়ে নানারূপ উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর আবার নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সকলে নানারূপে শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৈলাসে ফিরাইয়া আনিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৪, ৩৫। (৯১) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথির সাত পুত্রের একজনের নাম ছিল শিব। মেধাতিথি দেখ। (৯২) মনু-বংশীয় উরুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১৩। মৎ-৪। কূর্ম্ম-পূ-২৭। উরু, আগ্নেয়ী, খ্যাতি ও স্বাতি দেখ। (৯৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা (স্বধামা—গরু), সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী এই পাঁচটী গণ ছিল। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। গরু-পূ-৮৭, ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম দেখ। (৯৪) প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বের এক পুত্রের নামও ছিল শিব। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ভাগ-৫স্ক-২০। অভয় ও ইধ্মজিহ্ব দেখ। (৯৫) আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎ জন সন্তানের অন্যতম শিব। দেবীপু-১২২। (৯৬) একবার পুরন্দর শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শিব ভবনের নিকটে এক অতি ভীষণ দর্শন পুরুষকে দেখিতে পান। ইন্দ্র সেই পুরুষকে শিবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সেই পুরুষ ইন্দ্রের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। তখন দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাকে কঠোরভাবে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তাঁহার কোনই অনিষ্ট হইল না, কেবল তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরন্তু পুরন্দরের বজ্রই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সত্বর ভূমিতে পতিত হইয়া সেই পুরুষের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন এবং নিজেও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ভীষণাকৃতি পুরুষ (শিব স্বয়ং) নয়নাগ্নি প্রশমিত করিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলি-

লেন। বৃহস্পতি অভয় পাইয়া শিবকে বলিলেন—"আপনার ললাট নেত্রজ অগ্নি প্রশমিত করুন।" শিব বলিলেন যে, একেবারে প্রশমিত করিলে সেই ভালনেত্রাগ্নি পুনরায় তাঁহার লোচনে উপস্থিত হইতে পারিবে না। তজ্জন্য তিনি তাহা একেবারে প্রশমিত না করিয়া. যাহাতে ইন্দ্রের সেই অগ্নি-দ্বারা কোনও অনিষ্ট না হয়. তজ্জন্য তাহা দূরে ত্যাগ করিবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব হস্তদ্বারা ললাটনেত্র-নির্গত অগ্নিকে ধারণ করিয়া দূরস্থিত লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমের সিন্ধুগঙ্গা নদীতে পতিত হইল এবং পতিত হইয়াই বালরূপ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সাগর জলজাত হরনেত্রাগ্নি সম্ভূত বালকই জালন্ধর নামক দৈত্যরাজ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪। (৯৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ-৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৯৮) একবার প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, শিবকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। শিব কিন্তু শ্বশুরকে দেখিয়াও নিজ আসন হইতে উত্থান করিলেন না। ভাবিলেন যে, দক্ষ সম্পর্কতঃ তাঁহার শ্বশুর হইলেও, তিনি দক্ষের গুরুস্থানীয় এবং শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে, গুরু শিষ্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিবে না। দক্ষ শিবের ঐ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৮। (৯৯) পুরাকালে অজাপাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অধিকারে কেহই পাপকার্য্য করিত না। তজ্জন্য নরক শূন্য হইবার উপক্রম হইলে, যম প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে মহেশ্বর শার্দ্দূল-রূপ ধারণ পূর্ব্বক অজাপালকে বধ করিতে গমন করেন। প্রথমে শঙ্কর নরপতি অজাপালের সমস্ত অজাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। পরে নৃপতি অজাপালের সহিত শার্দ্দূলরূপী মহেশ্বরের যুদ্ধ হয়। দ্বন্দ যুদ্ধকালে যেমনই মহাদেবের শরীর অজাপালের শরীরের সংস্পর্শে আসিল, অমনই শঙ্কর স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। তখন অজাপাল শিবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শিব তাঁহার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ-নাগ-৯৫। যম (৫১) দেখ। (১০০) দেব দেব মহেশ্বরই সমুদয় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১। (১০১) শিবনেত্রোৎপন্ন বহ্নির নাম কালাগ্নি। দেবীপু-১২২। (১০২) তন্ত্রোক্ত পঞ্চায়তনা দীক্ষায় পূজনীয় দেবতাদের অন্যতম

শিব। তন্ত্রঃ ১১৩ পৃঃ। শক্তি (৬) দেখ। (১০৩) তন্ত্রোক্ত ত্রিপুট যন্ত্রের ষট্ কোণে শিবাদি দেবগণের পূজা বিধেয়। তথায় শিব মৃগ-টঙ্ক-অভয়-বর-মুদ্রাধারী ও হেমবর্ণ বলিয়া কল্পিত হন। তন্ত্রঃ-১৭৭ পৃঃ। (১০৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্রের নাম শিব। তাঁহার নয়জন পীঠশক্তি উল্লিখিত আছে। ঐ পীঠ শক্তিদের নাম—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরণী, বলবিক-রিণী, বলপ্রমথনী, সর্ব্বভূতদমনী ও মনোন্মনী। তন্ত্রঃ ৩০৯ পৃঃ। (১০৫) তন্ত্রমতে সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি ও অনন্ত শক্তি এই ছয়টি মহেশ্বরের অঙ্গ। তাঁহার পাঁচটি বদন। তাহাদের মধ্যে কোনটি মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কোনটি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শুভ্রবর্ণ এবং অপরটি জবার ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাদের প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নেত্র। তাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, দেহকান্তি কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, হস্তে শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা। (অন্যত্র আছে) চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটি তাঁহার নেত্র। তিনি দুইটি পদ্মের মধ্যস্থলে সহাস্য বদনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি চারি হস্তে মুদ্রা, পাশ, মৃগ ও অক্ষমালা ধারণ করেন। তাঁহার মৌলিস্থিত চন্দ্র হইতে সুধা ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছে। তন্ত্র-৩১২, ৩১৬ পৃঃ। (১০৬) ব্রহ্মার যে মস্তক শিব ছেদন করেন, তাহা শিবের পৃষ্ঠে লগ্ন হয়। শিব নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলে, ঐ ব্রহ্মশির তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হয়। শিব-জ্ঞান-৪৯। (১০৭) শিব সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ নিম্নলিখিত নাম গুলির সংশ্রবে আছে—পর্ণাদ, ভূতগণ, ময়, ভদ্রকালী, বীরভদ্র, মৃত্যু, শঙ্খচূড়, বৃহৎশ্রবা, মোহিনীমায়া, মহা-ব্যাহৃতি, ইলা, সুদ্যুম্ন, ভৈরব ও রুদ্র। (১০৮) ব্রহ্মা শূলপাণি মহাদেবকে পিশাচ রাক্ষস, পশু, ভূত, যক্ষ ও বেতাল গণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। হবি-হরি-৪। মৎ-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১০৯) পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতি-বিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে দৈবাৎ কেহ কখনও কোন কুকর্ম্ম, করিলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করা হইত। অসুরগণ প্রজাসমূহকে এইরূপ ধর্ম্মে অনুরক্ত দেখিয়া, তাহাদের ও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কামক্রোধাদিরূপে প্রজাগণের শরীরে প্রবেশ করিল। তখন প্রজাগণের ধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া তাহাদের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের প্রাদুর্ভাব হইল। তখন তাহারা অতি-শয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইল এবং পূর্ব্ব-ভাব বিস্মৃত হইয়া, পরস্পরকে নিপীড়ন

করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাসমুদয়ের এই প্রকার স্বভাবের পরিবর্ত্তনে দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট হইতে সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ তেজপ্রভাবে মানবগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে বিনষ্ট করিয়া, পরিশেষে মহামোহকে নাশ করিলেন। মহামোহ নিপাতিত হইলে, প্রজাগণ পূর্ব্বের ন্যায় আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। মহাভা-শান্তি-২৯৫। (১১০) পুরাকালে শূলপাণি শম্ভু হইতেই সরস্বতী নদীর উদ্ভব হইয়াছিল। স্কন্দ-আব-রেবা-৪৪। (১১১) শিবের এক নাম মহাকাল। তিনি কল্পে কল্পে আপনার লীলায় চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের লয় করেন এবং তিনি সেই কালেরও লয়কারক বলিয়া মহাকাল বলিয়া কথিত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (১১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে শঙ্কর ও তাঁহার অনুচরদিগের দ্বারা যে সকল দানব নিহত হইতে লাগিলেন, দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে মন্ত্রবলে পুনরায় জীবন দান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহাদেব শুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য শূল উদ্যত করিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন ভীত হইয়া শিবকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিলে শিবের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে। তাহা শুনিয়া এবং পূর্ব্বে ব্রহ্ম-কপাল যে তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়াছিল, তাহা মনে হওয়াতে, শিব শুক্রাচার্য্যকে বধ করিবার বাসনা সংবরণ করিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্যকে কোনও প্রকারে দমন করিতে না পারিলে যে, জালন্ধর দৈত্যকে বধ করা সম্ভব হইবে না তাহা অনুভব করিয়া, তিনি নিজ তৃতীয় নয়ন হইতে এক কৃত্যাকে উৎপন্ন করিলেন। সেই ভীষণাকৃতি কৃত্যা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র শিব বলিলেন, "যাবৎ আমি জালন্ধর দৈত্যকে বিনাশ না করি, তাবৎ তুমি শুক্রাচার্য্যকে যোনিমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। পরে জালন্ধর নিহত হইলে, তুমি উহাকে মুক্ত করিয়া দিবে।" শঙ্করের আদেশে কৃত্যা বেগে ধাবন করিয়া, শুক্রাচার্য্যের কেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ভগ-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া দৈত্যগণ ভীতহইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন জালন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ তেজের সহিত শঙ্করের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু কিছুতেই শিবকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, মায়াবলে কৃত্রিম গৌরী ও জয়া সৃজন করিল। সেই মায়া-জয়া, জালন্ধরের আদেশে শিবসকাশে গমন-পূর্ব্বক কপট ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল যে, জালন্ধর দৈত্য কর্ত্তৃক গৌরী

অপহৃতা হইয়াছেন। শঙ্কর তৎশ্রবণে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক, জালন্ধরের নিকট গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। ইত্যবসরে জালন্ধর মায়া গৌরীকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন মায়া গৌরী শিবকে দেখিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিবও দৈত্য মায়ায় মোহিত হইয়া পার্ব্বতীর দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া জালন্ধর দৈত্য কপট সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক অম্বিকাকে, নিজ রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক বলিলেন—"হে রুদ্র, তুমি পার্ব্বতীকে গ্রহণ কর।" শিব তৎশ্রবণে যেমন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক উমাকে গ্রহণ করিতে যাইবেন, অমনি শুম্ভাসুর পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। শিব তাহা দেখিয়া শুম্ভাসুরের উদ্দেশ্যে শূল নিক্ষেপ করিলে, শুম্ভাসুর (মায়া) গৌরীকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনিও শিব-নিক্ষিপ্ত শূলবিদ্ধ হইয়া শিবের সম্মুখেই পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শিব তখন গৌরীর শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি দৈত্যদিগকে শাপ দিলেন যে জন্মান্তরে ঐ গৌরীর হস্তেই তাহারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর শিব পার্ব্বতীকে স্মরণ করিয়া নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা শিবকে মায়াগৌরীর শোকে ঐরূপ আকুল দেখিয়া, অদৃশ্যভাবে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, শিব এযাবৎ যাহা কিছু দেখিলেন, এ সমস্তই জালন্ধর রচিত মায়া মাত্র। প্রকৃত গৌরী নিরাপদে কৈলাসে রহিয়াছেন। শিব যেন নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া জালন্ধরকে বধ করেন। ব্রহ্মার বাক্যে শিবের জ্ঞানলাভ হইল এবং সমস্তই জালন্ধরের ছলনা বুঝিতে পারিয়া মহাক্রোধে বৃষারোহণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহেশ্বরের পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধকালে মায়াবী জালন্ধর পুনরায় শিব ও তাহার অনুচরদিগকে গীতবাদ্যরবে মোহিত করিয়া ফেলিল। দানবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শিবকে যুদ্ধ হইতে বিরত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। তাহাতে শিব পুনরায় নিজ প্রভাবে দানবী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়-কর ভীষণ রৌদ্রজ্বালাময় রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দানবগণ দিগ্বিদিগে পলায়ন করিতে লাগিল। জালন্ধর তাহা দেখিয়া শিবকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি যোগবল ত্যাগ

করিয়া শস্ত্রদ্বারা সংগ্রাম করুন।” শিব জালন্ধরকে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে দেখিয়া, পরম প্রীতিলাভপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। জালন্ধর উত্তম সাযুজ্য মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শিব বলিলেন “তুমি যদি উত্তম পরম পদ লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে আমাকে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া আমার ক্রোধ উৎপাদন কর।” জালন্ধর তাহাতে অসম্মত হওয়াতে শিব স্বয়ংই তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন হর ও সিন্ধুরাজ তনয়ের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই রণকুশল ও নানাবিধ মায়াসৃষ্টি কারী। দীর্ঘকাল কোনওরূপ জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। পরিশেষে শঙ্কর জালন্ধরের ভুজদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শঙ্কর দৈত্যপতিকে হস্তহীন দেখিয়া করুণা পরবশ হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দানববর উত্তর করিলেন যে, শঙ্কর তাঁহাকে আত্মপদ প্রদান না করিলে, তিনি তাঁহাকেই বধ করিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে অসুর পতির ভুজদ্বয় পুনরায় উৎপন্ন হইল। তখন শঙ্কর নিজ বদন হইতে সুদর্শনচক্র আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা জালন্ধরের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ দানব-শীর্ষ আকাশে উৎপতিত হইল এবং তাহা হইতে প্রবল বেগে রক্ত ক্ষরণ হইতে লাগিল। অতঃপর শিব তাহার সেই মস্তক আবার দুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেও জালন্ধর দৈত্যের মৃত্যু হইল না। তাহার দেহ-নিঃসৃত রক্তধারা হইতে অনেক দৈত্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগকে শঙ্কর পুনঃ পুনঃ শূলাঘাতে বধ করিলে সেই সমুদয় দৈত্যের এবং জালন্ধরের মেদে এই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গেল। পদ্ম-উত্ত-১৭—১৯।

শিবকর্ণী—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শিবকাম—শিবের একনাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯।

শিবগণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে (মতান্তরে উত্তম মন্বন্তরে) দেবতাদের অন্যতমগণ। শিব দেখ।

শিবঙ্কর—ভগবান মনুকর্ত্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। মহাভা-শান্তি-১২১। ব্রহ্ম-কন্যা, ব্রাহ্মণ ও লক্ষ্মী দেখ।

শিবজ্ঞান-স্বরূপিনী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবদা—ভক্তিদা দেখ।

শিবদূতী (১)—দানব-পতি শুম্ভের সহিত দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধকালে, দেবীর সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের শরীর হইতে নানা শক্তি প্রাদুর্ভূতা হন। তৎকালে দেবীর শরীর হইতেও শিবা-শত-নিনাদিনী চণ্ডিকাশক্তি নিষ্ক্রান্তা

হন। দেবী চণ্ডিকা তখন মহেশ্বরকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কারণে দেবী চণ্ডিকা শিবদূতী নামে অভিহিতা হন। মার্ক-৮৮। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) দানব-পতি রক্তবীজের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে দেবী শঙ্করকে রক্তবীজের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিবদূতী নামে খ্যাত হন। বাম-৫৬। দেবীভা-৫স্ক-২৮। (৫) কাশীধামে ক্রতু বরাহের নিকটে শিবদূতী দেবী ত্রিশূল হস্তে বিরাজিত থাকিয়া আনন্দ কানন রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৬) দেবী দুর্গার একনাম। তন্ত্র-৭৩৩ পৃঃ।

শিবমতি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বিষ্ণুসিদ্ধি দেখ।

শিবনাদ—সুন্দ নামক রাক্ষসের পুত্র ও মারীচের ভ্রাতা। সুন্দ দেখ। হরি-হরি-৩।

শিবশর্ম্মা—(১) মথুরাপুরী নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি বৃদ্ধকালে সংসারে বীতরাগ হইয়া নানাতীর্থে পর্য্যটন করিতে করিতে, পরিশেষে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন এবং নিজ পুণ্যফলে বিষ্ণুপ্রেরিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭—২৪। (২) অবন্তীক্ষেত্রস্থ এক ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্রের নাম জয়শর্ম্মা। পদ্ম-উত্ত-৬২। (৩) হাস্তিনপত্তনে শিবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র বিষ্ণুশর্ম্মা একত্র সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা তীর্থে পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২০০—২০৫। (৪) কৌশিক বংশীয় একজন বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ। তিনি বসুদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা সুদেবাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সুদেবা পাপমায়ার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা শিবশর্ম্মাকে অবহেলা করিতেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া শিবশর্ম্মা সুদেবাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে চলিয়া যান। পদ্ম-ভূমি-৪৭, ৪৮। সুদেবা দেখ।

শিবশ্রী—(১) পুলোমা নামক অন্ধ্র-বংশীয় নরপতি মগধে আটাশ বৎসর রাজত্ব করার পর রাজা শিবশ্রী সাত বৎসর মাত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শিবস্কন্ধ রাজা হন। মৎ-২৭৩। পুলোমা দেখ। (২) অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে পুলিমানের পর শাতকর্ণী-শিবশ্রী ও তৎপরে শিব-স্কন্ধ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শিবস্কন্দ—যজ্ঞশ্রী ও শিবশ্রী দেখ।

শিবস্বাতি—মগধের অন্ধ্র-বংশীয় স্বাতিকর্ণ চকোরের পর শিবস্বাতি আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজা গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৎ-২৭৩। চকোর, চকোরশাতকর্ণী, গৌতমীপুত্র ও বটক দেখ।

শিবস্বামী—অন্ধ্রবংশীয় শাতকর্ণীর পুত্র। তিনি আটাশ বৎসর রাজত্ব করার পর, গৌতমীপুত্র একুশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শাতকর্ণীবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী উনিশ বৎসর প্রজাপালন করেন। বায়ু-৯৯। শিবস্কন্ধ দেখ।

শিবা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনলের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অবিজ্ঞাতগতি ও মনোজব নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৫। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পত্নী শিবা। সৌর-২৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। হরি-হরি-৩। বিষ্ণু-১ম-১৫। গরু-পূ-৬। ব্রহ্মপু-৩। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) ঈশান নামক অন্যতম রুদ্রের পত্নীর নাম শিবা। কূর্ম্ম-পূ-১০। ব্রহ্মা-২৮। বায়ু-২৯। রুদ্র দেখ। (৪) খসার গর্ভজাত অন্যতমা রাক্ষসী। বায়ু-৬৯। আলম্বা দেখ। (৫) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৬) অঙ্গিরার পত্নীর নাম শিবা। স্বাহা দেখ। (৭) শিবপ্রিয়া পার্ব্বতীর বা সতীর এক নাম। বিভিন্ন পুরাণ। (৮) গঙ্গার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৯) শিব-প্রিয়া শিবা শিবের মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। দেবীপু-১৭। (১০) শিব শব্দের অর্থ মুক্তি। দেবী পরমেশ্বরীকে সকলে শিবফলের জন্য আরাধনা করিয়া থাকে। তাই তাঁহার নাম শিবা। দেবীপু-৩৭। (১১) দেবী আদ্যাশক্তি মর্ত্ত্যভূমিতে জলন্ধর তীর্থে মহাদেবপীঠ নামক স্থানে শিবা নামে পূজিতা হন। দেবীপু-৪২। যশা দেখ। (১২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা শক্তি। তন্ত্রসার-৫৯৪ পৃঃ। শক্তি দেখ। (১৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবাখ্য—মহাদেবের অন্যতম গণ। সৌর-৩৫।

শিবাখ্যা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবাত্মা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবানন্দা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী রাধিকাদেবী শিবকুণ্ড তীর্থে শিবানন্দা নামে পরিচিতা। পদ্ম-পাতা-৪৬। (২) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিবানী—দেবী আদ্যাশক্তি যখন কালিকারূপে শুম্ভ দানবকে বধ করিতে যান, তখন বিভিন্ন দেবগণের শক্তিগণও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া-

ছিলেন। শিব-শক্তি শিবানী ভুজযুগলে ভুজঙ্গ-বলয়, ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ও হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া বৃষভ-বাহনে দেবীর সাহায্যার্থ গমন করেন। দেবীভা-৫স্ক-২৮। ব্রহ্মাণী দেখ।

শিবারব—দানবরাজ দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

শিবারবা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (২) দেবী মাহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

শিবি—(১) দানবপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। প্রহ্লাদ দেখ। (২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। হরি-হরি-৩। অনুহ্লাদ দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্রাদ। হ্রাদের পুত্র শিবি। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) হিরন্যকশিপুর তনয় সংহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। গরু-পূ-৬। বিষ্ণু-১ম-২১। (৫) হ্রদের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৯। আয়ুষ্মান দেখ। (৬) পুরুবংশায় নরপতি উশীনরের অন্যতম পুত্র। শিবির মাতার নাম দৃষদ্বতা। শিবির চারি পুত্র ছিল। তাহাদের নাম বৃষদর্ভ, সুবীর, কেকয় (কৈকেয়) ও মদ্রপ (মদ্রক)। শিবির পুত্রেরা শিবিগণ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩১। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। ভাগ-৯স্ক-২৩। ব্রহ্মপু-১৩। (৭) উশীনর শিবি একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূপতিগণকে পরাজয় করেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নিজ সমুদয় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৮) পরশুরামের অত্যাচারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্যা হইলে, রাজর্ষি শিবির পুত্র অরণ্যে গো সমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার নাম হয় গোপতি। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৯) শিবিরাজের কন্যা শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। দেবীভা-৭স্ক-১৪। (১০) ব্রহ্ম-দত্ত অধর্ম্মনিবারক অসি পরম্পরায় যাদবগণের অধিকারে আইসে। যাদবগণ তাহা শিবিরাজাকে প্রদান করেন, এবং শিবিরাজার নিকট হইতে প্রতর্দ্দন তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। মনু ও যুধিষ্ঠির দেখ। (১১) রাজর্ষি শিবি একবার রাজ-সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন এক কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ঐ শ্যেনও কপোতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আহারের জন্য কপোতটিকে প্রার্থনা করে। শিবি রাজা শরণাগতকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। (এই উপলক্ষে যে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে তাহা মহাভারতের অপর একস্থলে শিবির পিতা উশী-

নর রাজার সম্বন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তজ্জন্য উশীনর নাম দ্রষ্টব্য)। মহাভা-অনুশা-৩২। (১২) শিবি নরপতি কার্ত্তিক মাসে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রন্তিদেব দেখ। (১৩) চাক্ষুর মনুর পত্নী নড্বলার গর্ভে শিবি প্রভৃতি দ্বাদশজন সন্তান জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩। নড্বলা ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (১৪) উশীনর-তনয় রাজর্ষি শিবির চারি পুত্রের নাম পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। মৎ-৪৮। (১৫) শিবির পুত্রদের নাম—পৃথুদর্ভ, বীরক কৈকেয় ও ভদ্রক। অগ্নি-২৭৭। (১৬) বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫। কৃতলক্ষণ, অনমিত্র ও বৃষ্ণি দেখ। (১৭) ভরন্ত-বংশীয় গর্গের পুত্র শিবি। শিবি-তনয়গণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহারা শৈব্য ও গার্গ্য এই দুই নামে পরিচিত। মৎ-৪৯। ভুবমন্যু দেখ। (১৮) তামস মনুর অধিকারকালে শিবি নরপতি একশত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। বিষ্ণু-৩য়-১। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বৃহন্না-৩৭। ভীমরথ দেখ। (১৯) উশীনর-তনয় শিবি এক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে তিনি অহর্নিশ কলসের মুখে সলিল-ধারা প্রদান পূর্ব্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন করেন। স্কন্দ-নাগ-৯০। (২০) উশীনর-তনয় শিবি রাজা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত নিজ ঔরসপুত্র এবং স্বীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত ছেদন পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২। (২১) হিরণ্যকশিপু দানবের অন্যতম পুত্র শিবি। মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। (২২) শিবি নামক দিতি-পুত্র দ্বাপরে দ্রুম নামক নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৩) উশীনর-পুত্র শিবি যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তৎসমুদয় দেবলোকে সমর্পণ করেন। তিনি সমুদয় রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা প্রভৃতি বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। মহাভা-আদি-৯১। (২৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র বৈবস্বত মনু দেখ। (২৫) তামস মন্বন্তরে শিবি নামে যে ইন্দ্র ছিলেন, তিনি সকল বস্তুই অনিত্য ইহা উপলব্ধি করিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে শিবের গাণপত্য লাভ করেন। সোর-২২। (২৬) মহর্ষি শিবি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৭৯।

শিবোত্তম—তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্র। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। রুদ্র দেখ।

শিবোদয়া—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শিরিম্বিঠ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অলক্ষ্মী সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্—১০-১৫৫।

শিবীষ—অত্রীবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বীজবাপি দেখ।

শিল—অন্যতম দানব। দনু দেখ।

শিলক—চিকিতায়ন দেখ।

শিলবৃত্তি—জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ। তিনি সিদ্ধ নামক মহর্ষিকে গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

শিলাদ—(১) একজন ধর্ম্মাত্মা ঋষি। একদিন তিনি শিবলোক হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে তাঁহার পিতৃগণকে নরকে লম্বমান অবস্থায় দেখিতে পান। তাঁহারা শিলাদকে বলিলেন যে, তিনি দার-পরিগ্রহ না করাতেই তাঁহাদের ঐরূপ দুর্গতি হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা শিলাদকে পুত্র লাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন। পিতৃগণের কথা শুনিয়া মহর্ষি শিলাদ শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি শিব-তুল্য অমর অযোনিজ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব শিলাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া চলিয়া গেলে, মহর্ষি শিলাদ এক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলমার্গে এক পরম তেজস্বী কুমারকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। প্রথমে শিলাদ সেই শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পরে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন। সেই কুমার তাঁহার আনন্দকর হওয়াতে তিনি তাহার নাম রাখিলেন নন্দী। সেই বালকের সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিত্রাবরুণ নামক তপস্বীদ্বয় শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা শিলাদের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শিলাদ-তনয় নন্দী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল ও ধর্ম্মাত্মা হইলেও অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মহর্ষি শিলাদ তৎশ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নন্দী নিজ পিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া মরণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার বাসনায়, মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া গেলেন এবং অতি উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে বর পাইয়া জরা ও মৃত্যু রহিত হইলেন। শিব-সনৎ-৪৫-৪৭। কূর্ম্ম-পূ-৪১। শিব-ধর্ম্ম-১০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। সৌর-৩৫। শৈলাদি দেখ।

শিলাদজ—(১) মহাদেবের জনৈক গণ। জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহা-দেবের যুদ্ধকালে, জালন্ধর অনুচর শুম্ভের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৭। (২) শিলাদ মুনির পুত্র বলিয়া শিবানুচর নন্দীর নামও শিলাদজ ছিল।

শিলাবাক্—জনৈক মহর্ষি। তিনি মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৩।

শিলাযূপ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

শিলার্দ্দণী—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বীজবাপী দেখ।

শিলাসংহনন—খসার গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

শিলাস্থলী—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

শিলী—(১) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

শিলীমুখ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ।

শিশকপ্রবারী—মগধের কৈলকিল যবন রাজগণের অন্যতম। ধর্ম্ম (২০) দেখ।

শিশি—যদুবংশীয় সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ।

শিশির—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পুত্র। ধর, প্রাণ, কল্যাণিনী ও মনোহরা দেখ। (২) প্রিয়ব্রতের তনয় মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মেধাতিথি দেখ। (৩) সংহিতাকার বেদমিত্রের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৪। শালীয় দেখ।

শিশিরায়ণ—ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত। হরি-হরি-৩৫। গার্গ্য দেখ।

শিশিরায়ণি—নরপতি বিশেষ। তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মপু-১৪।

শিশিবায়নী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবীর নামান্তর। বায়ু-৯৬।

শিশু—(১) বলবানের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় সারণের অন্যতম পুত্র। সারণ দেখ। (৩) কৌশিক নামক এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের শিষ্য। তিনি বিষ্ণুভক্তি ফলে মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। লিং-উত্ত-১। কৌশিক (১০) দেখ। (৪) মহর্ষি শিশু ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৯।১১২। (৫) যুবশ্রী দেখ।

শিশুক—(১) [illegible] প্রথম নরপতি। তিনি [illegible] বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে শ্রীমল্লকর্ণী রাজা হয়েন। [illegible] সিন্ধুক দেখ। (২) [illegible] শক্তির বংশে দৌহিত্র, শিশুক ও [illegible]

নামে তিনজন রাজা জন্মেন। তাঁহারা মহারাজ নন্দীযশার পরে রাজত্ব করেন। রাজা শিশুক পুরিকানগরীতে রাজত্ব করিতেন। বায়ু-৯৯। বিন্ধ্য-শক্তি, বরাঙ্গ ও নন্দীযশা দেখ।

শিশুঘ্নী—যোগিনীগণ দেখ।

শিশুনন্দী—একাদশজন মৌলরাজা তিনশত বৎসর রাজ্যভোগ করিবাব পর, মগধের কিলকিলা নগবীতে ভূত-নন্দ রাজা হন। তৎপবে বঙ্গিরি এবং বঙ্গিরির পবে তাঁহাব ভ্রাতা শিশুনন্দী রাজ্য ভোগ কবেন। শিশুনন্দীব পব তৎপুত্র প্রবীবক বাজা হন। ইঁহাবা সকলে সর্ব্বসমেত একশত বর্ষ বাজত্ব করেন। এই ভূতনন্দ প্রভৃতি বাজ-গণেব ত্রযোদশজন পুত্র জন্মে এই পুত্রগণ সকলে বাহ্লীক নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপবে পুষ্পমিত্র বাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

শিশুনাক, শিশুনাগ—(১) মগধের পাতিহোত্র বংশজ শিশুনাক চল্লিশ বৎসব বাজত্ব কবেন। তৎপরে তাঁহাব পুত্র কাকবর্ণ ছাব্বিশ বৎসব মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিশু-নাক হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত দ্বাদশজন রাজা সর্ব্বসমেত তিনশত পঁয়ষট্টি বৎসব মগধে বাজত্ব কবেন। তৎপবে কলি-[illegible] বাজ্যাধিকারী হন। মৎ-[illegible] (২) মগধের বীতিহোত্র-বংশীয় [illegible] নরপতি পন্দিবর্দ্ধন। তাহাব পর শিশুনাক নামক রাজা চল্লিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র শকবর্ণ ছাব্বিশ বৎসর বারাণসীতে রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। নন্দিবর্দ্ধন ক্ষেমবর্ম্মা ও ক্ষেমধর্ম্মা দেখ। (৩) প্রদ্যোৎ বংশীয় পাঁচজন নরপতি একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করি-বার পর নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ মগধের রাজা হন। তৎপরে তাঁহাব পুত্র কাকবর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ।

শিশুপায়ন—জনৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

শিশুপাল—(১) দিতি-পুত্র হিরণ্য-কশিপু দ্বাপরে চেদিরাজ শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) শিশুপালেব পিতাব নাম দমঘোষ ও মাতা যাদবী। জন্মকালে তিনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জন্ম-গ্রহণ কবিয়াই গর্দ্দভেব ন্যায় চীৎকাব করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহাব জনক, জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ কবিবাব সংকল্প করেন। তখন সহসা তাঁহাব নিম্ন লিখিতরূপ দৈববাণী শ্রবণ কবেন, "হে দমঘোষ, তোমার এই পুত্রকে পরিত্যাগ কবিও না। অস্ত্রা-ঘাত ভিন্ন অপব কোনও উপায়ে ইহার মৃত্যু হইবে না, এবং যিনি ইহাকে

বধ করিবেন তিনি অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শিশুপালের মাতা দৈববাণীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কে তাঁহার পুত্রের হন্তা হইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পুনবায় দৈববাণী হইল যে যাঁহার অঙ্কে স্থাপিত হইলে শিশুপালের পঞ্চশীর্ষ, ভুজঙ্গ প্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ভূমিতলে সঞ্চালিত হইবে এবং যাঁহাকে অবলোকন কবিয়া ঐ শিশুব ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র তিবোহিত হইবে, তিনিই তাঁহাব প্রাণঘাবক হইবেন। এদিকে দমঘোষেব ঐ অদ্ভুত সন্তানকে দর্শন কবিবাব জন্য নানা স্থান হইতে জন-গণ আগমন কবিতে লাগিলেন। দমঘোষ আগত প্রত্যেক ব্যক্তিব ক্রোড়েই শিশুকে স্থাপন কবিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈববাণী অনুযায়ী কোনও পবিবর্ত্তন ঘটিল না। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও পিতৃস্বসা-তনয় শিশুপালকে দর্শন কবিবাব জন্য দমঘোষেব আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যাদবী ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সন্তানকে প্রহৃষ্টমনে বাসুদেবেব ক্রোড়ে স্থাপন কবিলেন। শিশুপাল দামোদবেব অঙ্কে স্থাপিত হইবামাত্র দৈববাণী অনুযায়ী পবিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তদ্দর্শনে যাদবী, বাসুদেব হইতেই যে তাঁহাব পুত্রের জীবন নাশ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত ও কাতর হইলেন এবং পুত্রের প্রাণবধ না কবিবার জন্য বাবংবার শ্রীকৃষ্ণকে অনুবোধ করিতে লাগিলেন। পিতৃস্বসার কাতর অনুরোধে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার কবিলেন যে, তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মহাভা-সভা-৪২। (৩) শিশুপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাব প্রাণনাশ হইবে তাহা জানিয়া, তাঁহাব প্রতি অতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ কবিতেন। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগজ্যোতিষপুবে গমন কবিলে, শিশুপাল দ্বাবকাপুবী দগ্ধ কবেন। বসুদেব যখন অশ্বমেধ যজ্ঞেব আযোজন কবেন, তখন শিশুপাল যজ্ঞাশ্ব অপহবণ কবেন। তিনি সৌবিব দেশ-গামিনী বভ্রু-পত্নীকে এবং বিশাললাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে হবণ কবেন। তিনি ভীষ্মক-তনয়া রুক্মিণীব পাণিপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীব পাণিগ্রহণ কবাতে বাসুদেবেব উপব তাঁহাব ক্রোধ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠিরেব রাজসূয় যজ্ঞস্থলে ভীষ্মেব পবামর্শে যুধিষ্ঠিব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান কবেন। তাহা শিশুপালেব নিকট ইহা অতিশয় অসদাচাব বোধ হয়। তিনি ক্রোধে আত্মহাবা হইয়া যুধিষ্ঠিব, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তি কবেন তাঁহাব

অতিশয় অপমান জনক বাক্যে ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া, এবং তাঁহার ক্ষমনীয় অপ-রাধের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজসভামধ্যেই চক্রা-ঘাতে শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন। মহাভা-সভা-৩৫-৪৪। ভাগ-১০স্ক-৭৪। (৪) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতশ্রবা শিশুপালের জননী ছিলেন। হরি-হরি-৩৪, ১১৬। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। গরু-পূ-১৪৩। দমঘোষ, হিরণ্যকশিপু ও জয় দেখ। (৫) পৃথিবীর অধঃভাগের তৃতীয় তলে শিশু-পাল, অময়, তাবাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ বাস করিতেন। দেবীপু-৮২।

শিশুবক্ত্রা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনাগণ দেখ।

শিশুমাতা—আয়া ও স্কন্দ দেখ।

শিশুমার—(১) গ্রহ বিশেষ। আকাশে ঐ নামীয় জলজন্তু বিশেষের আকৃতির ন্যায় তারা পুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত। এই শিশুমারকে নিশাভাগে দর্শন করিলে দিবাকৃত সমু-দয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং দর্শকও, এই শিশুমার তারাপুঞ্জে যতগুলি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তৎসংখ্যক বর্ষকাল পুণ্যলোকে বাস করেন। উত্তানপাদ নরপতি এই শিশুমারের উত্তর হনুস্বরূপ এবং যজ্ঞ তাঁহার নিম্নহনু। ধর্ম্ম তাঁহার মস্তক স্বরূপ। নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পূর্ব্ব-পাদদ্বয়ে, এবং বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম পাদদ্বয়ে অবস্থান করেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন এবং মিত্র তাঁহার অপান-স্থান স্বরূপ। অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র ও ধ্রুব তাঁহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত আছেন। বিষ্ণু-২য়-৯, ১২। ব্রহ্মপু-২৪। (২) শিশুমারের কন্যা ভ্রমি ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১০। (৩) দোষ নামক বসুর পুত্র শিশুমার হরির অংশজাত ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। দোষ ও শর্ব্বরী দেখ।

শিশুমারমুখী—দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শিশুরোমা—নাগরাজ তক্ষকের বংশ-জাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

শিষ্ট—ধ্রুবের পুত্র। ধন্যা দেখ।

শিষ্টি—(১) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। ধ্রুব দেখ। (২) শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপুঞ্জয় রিপু, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৩) শিষ্টির পুত্র প্রাচানবহি। গরু-পূ-৬। ছায়া ও ধ্রুব দেখ

শীঘ্র, শীঘ্রগ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অগ্নিবর্ণের পুত্র। শীঘ্রের তনয় মরু। কল্কি-৩য়-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। হরি-হরি-

১৫। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) শীঘ্রের পুত্র মনু। বায়ু-৮৮। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (৩) অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ। তাঁহার পুত্র শীঘ্র। শীঘ্রের আত্মজ মরু। গরু-পূ-১৪২। (৪) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (৫) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

শীঘ্রগ—(১) পর্য্যুষিত দেখ। (২) শীঘ্র দেখ।

শীতগু—যদুবংশীয় উশনার পুত্র। তাঁহার তনয় রুক্মকবচ। গরু-পূ-১৪৩।

শীতবৃত্ত—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈরুব দেখ।

শীতলা—মর্কটেশ্বর তীর্থে শীতলাদেবী অবস্থান করেন। শিশুদিগের বিস্ফোট নিরাময়ের জন্য ঐ স্থানে মসুর কুট্টন করিতে হয়। স্কন্দ-আব-অব-১২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৫।

শীতা—স্কন্দ দেবসেনাপতির পদে বৃত হইলে, শীতা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ সহস্রবাহু নাম্নী অনুচরীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

শীরধ্বজ—সীরধ্বজ দেখ।

শীল—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

শীলমণ্ডনা, শীলমণ্ডলা—মদ্ররাজের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শীলমণ্ডিতা—বৈষ্ণবী দেখ।

শীলমতী—ঘোর নামক দৈত্যরাজের মহিষী। দেবীপু-১৩।

শীহোরী—ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের ভয় নিবারণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় কতিপয় মহাশক্তিকে স্থাপন করেন। শীহোরী তাঁহাদের অন্যতমা। এই সকল শক্তিগণ ব্রাহ্মণদিগের গোত্রদেবী স্বরূপা ছিলেন। শীহোরী ও যক্ষিণী দেবীদ্বয় বৎস ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৬, ৩৯। সিংহোরী, ভট্টারিকী ও শান্তা দেখ।

শুক—(১) অন্যতম গন্ধর্ব্বপতি। বভ্রু দেখ। (২) রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম অমাত্য। রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয়কে গোপনে রামের সেনাবাহিনীর সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে রামশিবিরে গমন করিলে, অঙ্গদকর্ত্তৃক ধৃত হন। পরে, দূত অবধ্য এই বিবেচনায়, রাম তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে আদেশ দেন। রামাদেশে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাবণ (১৪৯৫ পৃঃ) দেখ। (৩) শুক ও সারণ নামক মন্ত্রীদ্বয় রাবণের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১৪, ১৮, ১৯, ২৪, ৩২, ৩৬, ৩৭। (৪) "অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের ন্যায় পবিত্র ও বীর্য্যশালী এক পুত্র উৎপন্ন হউক"

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া ব্যাসদেব সুমেরু পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি তথায় অনাহারে থাকিয়া শতবর্ষকাল মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইলে মহেশ্বর ব্যাসদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন "আমার বরে তোমার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ন্যায় তেজোময় পরমজ্ঞানী, কীর্ত্তিমান, সত্যবিক্রমশালী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেব নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ক্লান্তদেহে অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য অরণী মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে অপ্সরা ঘৃতাচী আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হইল। তিনি নিজের চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য প্রবলবেগে অরণী ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই অরণীর উপরেই তাঁহার বীর্য্যস্খলন হইল। ব্যাসদেব তখন আরও প্রবলবেগে অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন সেই অরণী হইতেই দ্বিতীয় ব্যাসদেবের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি শুকদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব নবজাত শিশুকে দেখিয়া শঙ্করের বর প্রভাবেই যে ঐ অযোনিজ পুত্র জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গঙ্গাদেবী স্বয়ং হিমালয় হইতে আগমন পূর্ব্বক শিশুর অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব সেই শিশুর জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলে, শুকদেবের জন্য স্বর্গ হইতে দিব্য দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইল। যথাকালে ব্যাসদেব তাঁহার উপনয়ন সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর শুকদেব বৃহস্পতির নিকট হইতে সমুদয় বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব পুত্রকে দার পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। কিন্তু শুকদেব সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ অবধারণ করিয়া, তদ্বিষয়ে আদৌ সংকল্প করিলেন না। ব্যাসদেব তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও শুকদেব কিছুতেই স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। পরে তিনি পিতার অনুমতি লইয়া রাজর্ষি জনকের পুরে গমন করেন। তথায় জনকের সহিত নানা সদ্বিষয়ে বহু আলোচনা হয় এবং তথা হইতে পিতৃসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন এবং পীবরী নাম্নী এক মুনিকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। দেবীভা-১স্ক-১২, ১৪, ১৯। মহাভা-শান্তি-

৩২৫। (৫) পীবরীর গর্ভে শুকদেবের যে সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম—(ক) কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারি পুত্র এবং কীর্ত্তি নামে এক কন্যা। দেবীভা-১স্ক-১৯। (খ) ভূরিশ্রবা (ভূরিশ্রুত-বায়ু) প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে এক কন্যা। বায়ু-৭৩। সৌর-৩০। (গ) গৌরব, কৃষ্ণ, নীল ও কপিল নামে চারি পুত্র এবং ভামিনী নাম্নী কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১২। (ঘ) কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে তিন পুত্র এবং কৃত্তী নামে এক কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (ঙ) ভূরি, শ্রবা, প্রভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামে তিন কন্যা। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (চ) ভূরিশ্রবা, কৃষ্ণ, গৌর, শম্ভু ও প্রভু নামে পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নামে এক কন্যা। লি-পূ-৬৩। (ছ) কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নামে এক কন্যা। হরি-হরি-১৮। (৬) জাবালি নামক মুনির কন্যা বটিকা ব্যাসদেবের পত্নী ছিলেন। বটিকা কালক্রমে গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ কাল গর্ভ প্রসূত হইল না। গর্ভস্থ শিশু গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গবেদ, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। সে বালক গর্ভে থাকিয়াই স্বাধ্যায় পাঠ করিত। এদিকে বটিকাও গর্ভভারে ক্লিন্না হইয়া পড়িলেন। তখন একদিন ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কে আমার পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তুমি কেন নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না। তুমি কি আমার পত্নীকে বধ করিবে?" গর্ভস্থ শিশু উত্তর করিল—"আমি কে তাহা স্থির বলিতে পারি না। কারণ আমি রাক্ষস, পিশাচ, দেব, মনুষ্য, গজ, তুরগ, কুক্কুট, ছাগ প্রভৃতিরূপে চতুঃসহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমি মনুষ্য যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি কোনও ক্রমে এই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব না। আমি যোগাভ্যাসে রত হইয়া এই গর্ভে বাস করিতেছি, এই স্থান হইতেই আমি মোক্ষলাভ করিব।" ব্যাসদেব বারংবার বালককে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কাতর অনুরোধে শুকদেব মাতৃ গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। জন্মিয়াই তিনি দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তিনি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতে উদ্যত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে গৃহে অবস্থান করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও, তিনি সম্মত হইলেন না। ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার পুত্রের

গৃহস্থাশ্রম, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ব্যাসদেব কিছুতেই পুত্রকে সংসাশ্রমে বাস করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। স্কন্দ-নাগ-১৪৭, ১৪৮। (৭) দানব-পতি হ্লাদের অন্যতম পুত্র শুক। হরি-হরি-৩। (৮) পুরুবংশীয় হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৩। (৯) শুক নামে একজন মুনি ছিলেন। জৈমিনী নামক তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে গঙ্গার উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৭। (১০) বেদ-ব্যাসের সহিত তৎপুত্র শুকদেবের নানা গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সে সকল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে পাওয়া যায়। মহাভা-শান্তি-২৩৭, ২৫৫ ; ২৩১ ; ৩১৯-৩৩৪। অনু,৮১। (১১) শুকদেব নিবৃত্তিমার্গাভিলাষি হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, হিমাচল অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি যখন পর্ব্বত-শৃঙ্গাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে-ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। শুক-দেবও "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তদবধি গিরি গহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার প্রতিশব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। মহাভা-শান্তি-৩২৪। (১২) শুকদেব, পিতা বেদব্যাস হইতে মহা-ভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি অধ্যয়ন করেন। ব্যাসদেব দেখ। (১৩) শুক-দেব বেদব্যাসের অন্যতমা পত্নী অরুণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৩। (১৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরিষ্যন্তের অন্যতম পুত্র। নরিষ্যন্ত দেখ।

শুকনাভ—রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-সুন্দ-৬।

শুকসঙ্গিতী—জনৈক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার কন্যার নাম প্রমোহিনী। পদ্ম-স্বর্গ-১০।

শুকী—(১) দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। শুকী হইতে শুকগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। গরু-পূ-৬। মৎ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৮। লি-পূ ৬৩। তাম্রা দেখ। (২) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। (৩) দেবী মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ। (৪) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

শুকোদর—বামদেবের একজন শিষ্য। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিতার্কিক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই কূটপ্রশ্ন করিয়া গুরু ও গুরুস্থানীয়দিগকে বিরক্ত করি-তেন। তজ্জন্য একবার ক্রুদ্ধ শুক-দেবের অভিশাপে তিনি শুকপক্ষীরূপ লাভ করেন। বাম-১৭০।

শুক্ত—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। বশিষ্ঠ (৮৯৪ পৃঃ) দেখ।

শুক্তিমতী—নদী বিশেষ। তাহার

গর্ভেও কোলাহলের ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩।

শুক্র—(১) হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (২) উত্তম-মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-৯। ইষ দেখ। (৩) মরুদ্বতীর গর্ভজাত মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুদ্‌গণ দেখ। (৪) অষ্ট রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। অনঘ, অনয় ও বশিষ্ঠ দেখ। (৬) শুক্র নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা-৫৫। বায়ু-৫৯। বৃহস্পতি দেখ। (৭) রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইঁহারা তামস মন্বন্তরে দেবতা ছিলেন। সৌর-৩০। তামসমনু দেখ। (৮) ভবিষ্য মন্বন্তরে সুতপা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। ঋত দেখ (৯) অষ্টরুদ্রের অন্যতম সর্ব্বের পুত্র। রুদ্র ও সর্ব্ব দেখ। (১০) গ্রহ বিশেষ। চন্দ্র হইতে পূর্ণ এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে নক্ষত্র মণ্ডল। তাহার দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধ এবং বুধ হইতে দুই লক্ষ যোজন দূরে শুক্র গ্রহ অবস্থিত। বিষ্ণু-২য়-৭। (১১) ভৌত্য (চতুর্দ্দশ) মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। অজিত দেখ। (১২) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ভাগ-৬স্ক-৬। উরুক্রম, আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ। (১৩) সূর্য্যের মধ্যে শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে। ঐ রশ্মিই মেঘরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করে। মহাভা-শান্তি-৩৬৩। (১৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জয়, অমিত, শুক্র ও যম নামে চারিজন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। মন্বন্তরান্তরে তাঁহাদিগের সন্তান সকল দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৮৭। (১৬) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। উপরে (৭) তালিকা দেখ। (১৭) শুক্র নবগ্রহের অন্যতম। সূর্য্য দেখ। (১৮) ভবিষ্য অর্কসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য ও অবরীবান্ দেখ।

শুক্রবহ—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। এই পুত্রগণ উত্তমেয় নামে খ্যাত ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। উর্জ্জাত দেখ।

শুক্রাগ্নি—গার্হপত্য অগ্নির অন্যতম পুত্র শুক্রাগ্নি। বায়ু-২৯। অগ্নি দেখ।

শুক্রাচার্য্য—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা মুনির গর্ভে শুক্র নামে এক মহাকবি পুত্র জন্মে। কবিবর শুক্র নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরদিগের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হন। কবিবর শুক্রাচার্য্যের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি ও সৌকল নামে চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারাও দৈত্যদিগের

পুরোহিত হইয়াছিলেন। কালিকা-৩৪। (২) দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ভৃগু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবের আরাধনা করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হন এবং তৎফলে জরামরণ-রহিত বজ্রের ন্যায় দৃঢ় দেহ লাভ করেন। শিবের প্রসাদে তিনি যোগাচার্য্য নামেও খ্যাত হন। সৌর-৩০। (৩) মহর্ষি ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি, ইহারা যথাক্রমে মহেশ্বর অগ্নি ও ব্রহ্মার পুত্র। ভৃগুর শুক্র, চ্যবন প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি উৎপন্ন হন। মহাভা-অনুশা-৮৫। ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি দেখ। (৪) হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যা ভৃগুর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। দিব্যার গর্ভে ভৃগুর কাব্য নামে এক পুত্র জন্মে। সেই কাব্য নামক পুত্রেরই নামান্তর শুক্র ও উশনা। তিনি দেব ও অসুর গণের আচার্য্য ছিলেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা গো শুক্রাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার ষণ্ড, অমর্ক, নামে দুই পুত্র এবং ত্বষ্টা ও বরূত্রী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৫। (৫) ভৃগুপুত্র শুক্রের নামান্তর কবি। একবার মহর্ষি ভৃগু মহর্ষি অঙ্গিরার হস্তে নিজ পুত্রের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করেন। অঙ্গিরা তাঁহাকে সমদর্শিতার সহিত শিক্ষা দিতেছেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভৃগুপুত্র কবি (শুক্র) অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহর্ষি গৌতমের পরামর্শে শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্যাদ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করেন। ব্রহ্মপু-৯৫। মৎ-২৪৯। (৬) চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলে শুক্রাচার্য্য গুরু বৃহস্পতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবেন। ব্রহ্মপু-১৫০। (৭) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে ভগবান্ হরি শুক্রাচার্য্যের ঔরসে তদীয় পত্নী বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৮) দেবাসুর যুদ্ধে বৃহস্পতির সহিত শুক্রাচার্য্যের যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-৬। (৯) শুক্রাচার্য্যের বাহন গবয়। গর্গ-গোল-১২। (১০) হিরণ্যকশিপু প্রমুখ অসুর পতিগণ দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্য অধিকার করেন। তৎপরে হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ, বলী প্রভৃতি দানব গণ ক্রমান্বয়ে দশযুগকাল ত্রিলোকের অধিপতি হন। তৎপরে বিষ্ণু বলিকে ছলনাপূর্ব্বক স্বাধিকারচ্যুত করিয়া, ইন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। ইন্দ্র আধিপত্য লাভ করিয়া অসুরগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যের নিকট এতদ্বিষয়ে অনুযোগ করিলেন। দেব-

তারা সেই সংবাদ পাইয়া বৃহস্পতির পরামর্শে অসুরগণ কোনও প্রতীকারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে হতাহত করেন। শুক্রাচার্য্য তখন অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উপায় অবগত হইবেন। এই স্থির করিয়া তিনি অসুরগণকে বলিলেন যে, তিনি প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি যতদিন প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন অসুরগণ যেন হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন। অসুরগণ তাহাতেই সম্মত হইলে, শুক্রাচার্য্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত এমন এক মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন যদ্দ্বারা দেবগণের পরাজয় এবং অসুরদিগের জয় সাধন করিতে পারিবেন। মহাদেব বলিলেন যে, শুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার নির্দ্দেশমত ব্রহ্মচারী হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর যাবৎ অধোমুখে থাকিয়া কুণ্ড ধূম পানপূর্ব্বক তপস্যা করিতে পারেন, তবেই তিনি শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত মন্ত্র প্রদান করিবেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতেই সম্মত হইয়া মহাদেবের নির্দ্দেশমত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ শুক্রাচার্য্যের তপস্যার হেতু জানিতে পারিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। অসুরগণ তখন শুক্রাচার্য্যের উপদেশে অহিংস হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেবগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া, শুক্রাচার্য্যের মাতার শরণাপন্ন হইলেন। শুক্র-মাতা অসুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিলেও দেবগণ তথায় যাইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন শুক্র-মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া "আমি দেবগণকে ইন্দ্রবিহীন করিব", এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন। দেবগণ ইন্দ্রকে স্তম্ভিত দেখিয়া, ভীত হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শুক্র-জননীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্যের পিতা মহর্ষি ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, ঐ স্ত্রী-বধজনিত পাপে তাঁহাকে সাতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর ভৃগুমুনি মন্ত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক সত্য-বলে শুক্রজননীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্যের ভয়ে দিবারাত্র শঙ্কিত ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইন্দ্র স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে বলিলেন, "শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রপদ লোপ করিবার

জন্য ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। তুমি তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন কর।” ইন্দ্র-দুহিতা পিতার বাক্যে তপস্যারত শুক্রাচার্য্যের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে দীর্ঘ-কাল তপস্যা করিবার পর মহাদেব প্রীত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার প্রার্থনা মত বর প্রদান করিলেন। শুক্রাচার্য্য বরলাভ করিয়া হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি জয়ন্তাকে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিরতা দেখিয়া তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমুদয় অবগত হইয়া জয়ন্তীর ইচ্ছানুসারে, তাঁহাকে বর দিলেন যে, ইন্দ্র-তনয়া দশবৎসর কাল সকলের অদৃশ্য হইয়া তাঁহার পত্নী-রূপে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। অতঃপর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু জয়ন্তীর মায়ায় অসুর-গণও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এই সুযোগ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুর-দিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অসুরগণও তাঁহাকে প্রকৃত শুক্রাচার্য্য মনে করিয়া, তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এদিকে জয়ন্তীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্য দশ বৎসর তাহার সহিত বাস করিলেন। ঐ সময়েই জয়ন্তীর গর্ভে তাঁহার দেবযানী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে শুক্রাচার্য্যের মোহো-পশম হইল এবং তিনি অসুরদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অপর এক শুক্রাচার্য্যকে (ছদ্ম-বেশী বৃহস্পতি) দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। অসুরগণও তখন দুই শুক্রা-চার্য্যকে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কে প্রকৃত অথবা কে কপট শুক্রাচার্য্য তাহা অবগত হইতে না পারিয়া ছদ্মবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় প্রকৃত শুক্রাচার্য্যকেই দূরী-ভূত করিয়া দিল। প্রকৃত শুক্রাচার্য্য তখন অসুরদিগকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তাহারা ছদ্মবেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমান করিল, তজ্জন্য অচিরে তাহারা জ্ঞান ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইবে। বৃহস্পতি তখন অসুর-দিগকে এই ভাবে অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন অসুরগণ বৃহস্পতির মায়া বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং দলবদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কোপ শান্তি করিলেন। দেবীভা-৪স্ক-১০-১৪। বায়ু-৯৭, ৯৮। (১১) অন্ধক নামক অসুরের

সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে মহাদেব যখন দেখিলেন যে, অন্ধক শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে ও মন্ত্রবলে অতিশয় বলবান হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তখন তিনি নন্দী কর্ত্তৃক গৃহীত শুক্রকে ফলবৎ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের উদর হইতে বহির্গমনের কোনও পন্থা না পাইয়া, সুদীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিয়া শৈবযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক শুক্ররূপে শিব-দেহ হইতে স্খলিত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎপরে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্র বলে মৃত অসুরগণকে পুনর্জীবন লাভ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন। শিব তখন নিজের বদন হইতে এক ভীষণ আকৃতি কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই কৃত্যা সৃষ্ট হইয়াই শুক্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে প্রস্থান করিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৮। (১৩) ভৃগু-পুত্র শুক্র পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থ বর্ষাবর্ষ ও ভয়াভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। তিনি দৈত্যদিগের গুরু ছিলেন। তাঁহার ভুষ্টাবর, অত্রি এবং আরও দুই পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। (১৪) শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজা। অরজা দেখ। বামা-উত্ত-৯৩, ৯৪। বায়ু-৬২, ৬৫। (১৫) শুক্রাচার্য্য অন্যান্য ঋষিগণের সহিত শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (১৬) সৃষ্টির আদিতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রিবর্গস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত লক্ষ অধ্যায় যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাহা বিশালাক্ষ ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রদান করেন। ভূতনাথ প্রজাগণের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। তদবধি ঐ শাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপর পুরন্দর ঐ শাস্ত্রকে আরও সংক্ষেপ করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করেন। অতঃপর বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক শাস্ত্রকে আরও সংক্ষেপ করিয়া বার্হস্পত্য নাম প্রদান পূর্ব্বক মাত্র তিন সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য মনুষ্যগণের আয়ুর স্বল্পতা অবধারণ করিয়া তাহা একসহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৬) শুক্রাচার্য্য মহারাজ পৃথুর পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৭) বিষ্ণু শুক্রাচার্য্যের মাতাকে বধ করাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্রের সাহায্যে

জন্যই যে বিষ্ণু তাঁহার মাতাকে বধ করেন তাহা জানিয়া ইন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিতে মনস্থ করেন। কুবের ইন্দ্রের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন, তজ্জন্য শুক্রাচার্য্য যোগ বলে তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কুবেরকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেন। কুবের হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহেশ্বর কুবেরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আরক্ত-লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহা দেখিয়া অলক্ষিতে আসিয়া শঙ্করের শূলাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাহা জানিতে পারিয়া শূল নমিত করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভূতনাথ সলিল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তপস্যান্তে তিনি পুনরায় ধ্যানে নিযুক্ত হইলে তাহার উদর মধ্যস্থিত শুক্রাচার্য্য বহির্গমনের কোনও উপায় না দেখিয়া নানারূপে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর শুক্রাচার্য্যকে তাঁহার শিশ্নদ্বার দিয়া নির্গত হইতে বলিলেন। শুক্রাচার্য্য বাহিরে আসিলে শিব পুনরায় শূল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পার্ব্বতী শিবকে বলিলেন যে, শিবের দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া এবং অঙ্গবিশেষ দ্বারা নির্গত হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুত্র স্থানীয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে বধ করা শিবের অনুচিত হইবে। পার্ব্বতীর বাক্যে শিব শুক্রাচার্য্যকে বধ না করিয়া যথেচ্ছ গমন করিতে অনুমতি দিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯০। (১৮) শুক্রাচার্য্য শিবের আরাধনা করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ শুক্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৮; অর্ব্বু-১৫, স্কন্দ-আব-আব-২৫, স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬, ৩৩, উত্ত-৬১, ৭৩। সৌর-৬। (১৯) শুক্রাচার্য্যের অন্যনাম উশনা। ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র দান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১-১০; ১।১২১।১২। (২০) শুক্রাচার্য্যের নামান্তর কবি বা কাব্য। বিভিন্ন পুরাণ।

শুক্র—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মা-২৯; বায়ু-২৮। অধন, উজ্জা, উর্দ্ধবাহু ও বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (২) নরপতি হবির্দ্ধনের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (৩) ব্রজপুরের অন্যতম বৃষভানু। বীতিহোত্র ও মার্গদ দেখ।

শুক্রগুল্ম—বলরামের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ।

শুক্লা—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শুক্লাদেবী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা দিব্যগুরু

তন্ত্রঃ-৪৪৫ পৃঃ।

শুক্লায়ণ—বরাহকল্পের ষাবিংশদ্বাপরে শুক্লায়ন ঋষি ব্যাস হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লাঙ্গলী ও শিবাবতার দেখ।

শুচ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাবল নরিষ্যন্তের পুত্র। মৎ-১১।

শুচদ্রথ—উষাদেবী একবার শুচদ্রথের পুত্র সনথির অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য এই শুচদ্রথের কোন পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৫।৭৯।২।

শুচন্তি—একজন বৈদিক ঋষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে ধনবান্ ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।

শুচি—(১) উত্তম মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মপু-৫। মৎ-৯। উত্তম ও ইষ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক ব্রহ্মার মানস পুত্রের অন্যতম সন্তান। তিনি দেবগণ কর্তৃক স্থাবররূপে নিরূপিত। অভিমানী অগ্নির পুত্র-ত্রয়ই সুর, নর ও রাক্ষসগণের অগ্নিরূপে পরিগণিত হন। বায়ু-২৯। মৎ-৫১। (৩) ব্রহ্মার মানস পুত্র রুদ্র নামক বহ্নির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌর-২৬। অভিমানীও স্বাহা দেখ। (৪) কশ্যপপত্নী তাম্রার গর্ভজাত অন্যতম কন্যা। শুচির গর্ভে জলচর বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। অগ্নি-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। লি-পূ-৬৩। তাম্রা দেখ। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৬) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকারকালে ইন্দ্রের নাম ছিল শুচি। ঐ কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম শুচি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। বিষ্ণু-৩য়-২। বৃহন্না-৩৭। অজিত দেখ। (৭) জনক-বংশীয় শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি। তৎপুত্র সনদ্বাজ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পুরুবংশীয় শুদ্ধের পুত্র। শুচির তনয় চিত্রকু। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৯) অন্তর্দ্ধানের পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে তিন অগ্নি ছিলেন। বশিষ্ঠের শাপে মানব জন্ম লাভ করেন। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার অগ্নিত্ব লাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (১০) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। ব্রহ্মপু-৩১। (১১) সৈংহিকেয় নামে খ্যাত বিপ্রচিত্তির পুত্রগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বিপ্রচিত্তি দেখ। (১২) মগধের জরাসন্ধবংশীয় বিপ্রের পুত্র। শুচির তনয় ক্ষেম (ক্ষেম্য)। ভাগ-৯স্ক-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (১৩) যদুবংশীয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। অন্ধক দেখ। (১৪) ত্রয়োদশ শৈব নামক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (১৫) উত্তম মন্বন্তরে বিকুণ্ঠা

নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। বৃষ-ভেত্তা দেখ। (১৬) উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। উর্জ্জ দেখ। (১৭) জনকবংশীয় শুচির পুত্র উর্জ্জবহ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। মুনি দেখ। (১৮) রৈবত-মনুর অন্যতম পুত্র। রৈবতমনু (৮), (১১) ও (১২) দেখ। (১৯) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। মহোৎসাহ দেখ। (২০) জনকবংশীয় শতদ্যুম্ন-তনয় শুচির অপত্য উর্জ্জ। গরু-পূ-১৪২। (২১) জরাসন্ধবংশীয় ভূরির পুত্র শুচি। তৎসুত ক্ষেম্য। গরু-পূ-১৪৫। (২২) চাক্ষুষ-মুনির অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-১৪। রুরু, অগ্নিষ্টুৎ ও চাক্ষুষ-মনু দেখ। (২৩) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৮৫। ভৃগু দেখ। (২৪) জনৈক অপ্সরা। বেদশিরা দেখ। (২৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতরা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (২৬) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় মহাবাহুর পুত্র শুচি। তিনি আটান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেম। বায়ু-৯৯। (২৭) মগধরাজ বিভুর তনয় শুচি, চৌষট্টি বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুচির তনয় ক্ষেম। মৎ-২৭১। (২৮) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। (২৯) অন্যতম অগ্নি। দীর্ঘতমা ঋষি আপ্রী নামক দেবতার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত এবং যজ্ঞসম্পাদক নবাশংস নামক অগ্নি দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া, তিন বার আমাদের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন।" ঋক্-১।১৪২।৩। (৩০) শুচি নামক মুনির ঔরসে ত্রিবক্র নামক রাক্ষসের ভার্য্যা সুশীলার গর্ভে কাপালাভরণ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৯১।

শুচিকা—একজন অপ্সরা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে সে অন্যান্য অপ্সরাদের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

শুচিদ্রথ—(১) মগধের ভবিষ্যবংশীয় রাজগণের অন্তর্গত চিত্ররথের তনয়. তাঁহার পুত্র ধৃতিমান। বায়ু-৯৯। (২) মৎস্য পুরাণ মতে (৫০ অঃ) চিত্র-রথের পুত্র শুচীদ্রব। তাঁহার পুত্র বৃষ্ণিমান। (৩) চিত্ররথের পুত্র শুচি-দ্রথ। তাঁহারপুত্র বৃষ্ণিমান। গরু পূ-১৪৫। শুচিরথ দেখ।

শুচিব্রতা—দেবী দুর্গার এক নাম দেবীপু-১২৭।

শুচিরথ—(১) মগধের ভবিষ্যরাজ বংশীয় চিত্ররথের তনয় শুচিরথ। তাঁহার পুত্র বৃষ্ণিমান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (২) শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান। ভাগ-৯স্ক-২২। শুচিদ্রথ দেখ।

শুচিরোমা—মহাদেবের এক নাম।

শুচিশ্রবা—(১) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ ও মঙ্গল দেখ। (৩) অন্যতম প্রজাপতি। বায়ু-৬৫। (৪) কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষির অন্যতম বিষ্ণু-ভক্ত পুত্র। পদ্ম-পাতা-৪১।

শুচিস্মতী—বিশ্বানর নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। বিশ্বানর দেখ।

শুচিস্মান—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। তিনি শিবারাধনা করিয়া সমুদয় জল-জন্তুর উপর আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি তিনি বরুণ নামে পরিচিত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২। বরুণ দেখ।

শুচিস্মিতা—করুণ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী। করুণ একবার অপর এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দেবপূজার জন্য আনীত একটি ফল আঘ্রাণ করেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের অভিশাপে মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সম্পত্তি লোভে তাঁহাকে বধ করে। তাঁহার পত্নী শুচিস্মিতা পরে অরুন্ধতী ও দধীচি মুনির অনুগ্রহে পতিকে পুনর্জীবিত করেন। পদ্ম-পাতা ৬৪।

শুচী—তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। তাম্রা দেখ।

শুচীদ্রব—শুচিদ্রথ দেখ।

শুচীবক্ত্র—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ।

শুতর্ব্বা—ঋক্ষের পুত্র রাজা শুতর্ব্বা মহর্ষি গোপবনকে অশ্বদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য গোপবন তাঁহার স্তুতি করেন। ঋক্-৮।৭৪।১৩।

শুদ্ধ—(১) রাজর্ষি পুরূরবার বংশীয় অনেনার পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৭। অনেনা দেখ। (২) পিতৃগণের অন্যতম। গরু-পূ-৫।

শুদ্ধক—চমৎকারপুরবাসী একজন রজক। সে একবার ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণগণের বস্ত্রসমূহ নীলজল যুক্ত জলপাত্রে নিক্ষেপ করে। তাহাতে বস্ত্র সমুদয় নীলবর্ণ হইয়া যায়। তখন শুদ্ধক দণ্ড প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন করিতে উদ্যত হয়। পরে তাহার কন্যার এক সখীর পরামর্শে এক জলাশয়ে সেই নীলবর্ণ বস্ত্র সকল ধৌত করাতে সেইগুলি পুনরায় শুভ্রতা প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-নাগ-১২৩।

শুদ্ধি—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-২০৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (২) চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্যতমা। তন্ত্র-৯৫৮ পৃঃ। (৩) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৪) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুদ্ধিদ—আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎ জন সন্তানের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

শুদ্ধোদন, শুদ্ধৌদন—(১) মগধের সূর্য্য-বংশীয় শাক্যের আত্মজ। তাঁহার তনয় সিদ্ধার্থ। মৎ-২৭১। (২) শাক্য-তনয় শুদ্ধোদনের পুত্র রাহুল। বায়ু-৯৯। (৩) পুরাকালে দেবগণ অসুরদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু মায়ামোহ রূপ শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হন। অগ্নি-১৭। (৪) শাক্য-সুত শুদ্ধোদনের পুত্র বাহুল (রাহুল?) গরু-পূ-১৪৫। (৫) শুদ্ধোধনের পৌত্র চাণক্য। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫৫। (৬) কীকটপুরাধিপতি বৌদ্ধ নরপতি জিনের ভ্রাতা। জিন কল্কি হস্তে সমরে নিহত হইলে শুদ্ধোধনের সহিত কল্কির অতি ভীষণ সংগ্রাম হয়। শুদ্ধোদন কল্কির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, মায়াদেবীকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ সেনা-দলের পুরোভাগে স্থাপন করিলেন। কল্কি-ভার্য্যা মায়াদেবীকে দেখিয়া ত্রিলোকস্থ দেব অসুর মনুষ্য প্রভৃতি নিস্তেজ হইয়া গেল। তখন শুদ্ধোদন লক্ষ লক্ষ সেনাপরিবৃত হইয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কি তাহা দেখিয়া সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে গমনপূর্ব্বক মায়াদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই মায়াও তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া লীনা হইলেন। তখন বলহীন বৌদ্ধগণকে কল্কি বিনাশ করিলেন। কল্কি-২য়-৭। (৭) ভাগবতে (৯স্ক-১২) শুদ্ধোদ নাম পাওয়া যায়। তাঁহার তনয় লাঙ্গল।

শুনঃপুচ্ছ—(১) মহর্ষি ঋচীকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। বায়ু-৯১। ব্রহ্মপু-১০। (২) অজীগর্ত্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। দেবীভা-৭স্ক-১৬। ব্রহ্মপু-১০৪। অজীগর্ত্ত দেখ।

শুনঃমুখ—চমৎকারপুরবাসী এক পরিব্রাজক। তিনি বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহৃত হইলে তিনি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করেন, "যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যথাবিধি বেদ পাঠ করুক, অতিথিপ্রিয় গৃহস্থ হউক এবং অজস্র সত্যকথা বলুক।" তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে শপথচ্ছলে নিজ মঙ্গল কামনা করিতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, শুনঃমুখই মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন। তখন তিনি নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলেন যে, মহর্ষিগণের নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্যই তিনি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন। শুনঃমুখ ছদ্মবেশী দেবরাজ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৩২। শতক্রতু দেখ।

শুনঃশেফ—(১) মহর্ষি ঋচীকের

তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শুনঃশেফ মধ্যম। মহারাজ অম্বরীষ শুনঃশেফকে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য লইয়া যান। রামা-আদি-৬১, ৬২। অম্বরীষ দেখ। (২) মহর্ষি ঋচীকের পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি, শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩) আবার হরি-বংশেরই অন্যত্র আছে (৩২ অঃ) শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু ২৭শ অধ্যায় মতে ধরিলে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের মাতুল হন। (৪) শুনঃ-শেফ অজমীঢ়ের পুত্র। তাঁহার অপর সহোদর ভ্রাতার নাম অষ্টক। অগ্নি-২৭৮। (৫) অজীগর্ত্ত নামক ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভূত ধনের বিনিময়ে যজ্ঞে উৎসর্গ করিবার জন্য, আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র মুনিও সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ শুনঃ-শেফের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে শুনঃশেফকে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করাতে, বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে এক বরুণ-মন্ত্র প্রদান করিলেন। শুনঃশেফ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঐ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, বরুণ-দেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, শুনঃ-শেফকে মুক্তিদান করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভ হইলে বিশ্বামিত্র মুনি শুনঃশেফকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন। এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়া শুনঃশেফ তাঁহার পুত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। ব্রহ্মপু-১০৪। দেবীভা-৬স্ক-১৩; ৬স্ক-১৬, ১৭। (৬) ঋচীক-পুত্র শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ। বায়ু-৯১। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র বলা হইয়াছে, বিশ্বামিত্রের পুত্র শুনঃশেফ মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের (হরিদশ্বের—হরি-হরি-২৭) যজ্ঞে পশুত্বে কল্পিত হন। দেবগণের কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তজ্জন্য তিনি পরে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (৭) শুনঃশেফ মহারাজ অম্ব-রীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্র-গণ শুনঃশেফকে (দেবরাতকে) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে সম্মান প্রদর্শন না করাতে বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁহারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩। (৮) ভৃগু বংশীয় শুনঃশেফ (অজীগর্ত্তের আত্মজ) দেবযজনে রাত (প্রদত্ত) হওয়ায়, তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া, পরে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থান প্রদান করেন। মধুচ্ছন্দ নামক বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্রগণ, প্রথমে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তজ্জন্য বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" হও বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মান্য করিতে সম্মত হন। ভাগ-৯স্ক-১৬। ব্রহ্মপু-১০, ১০৪। (৯) ঋচীক-তনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের তনয়ত্ব লাভ করিয়া, ঋক্‌বেদ গানদ্বারা যজ্ঞভোজী দেবতাগণের স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (১০) দেবগণ অসুরগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মার পরামর্শে গন্ধমাদনপর্ব্বতে মহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে শুনঃশেফ হোতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩। (১১) শুনঃশেফের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্না কামধেনু উৎপন্না হয়। কালিকা-৯০। (১১) মহর্ষি অজীগর্ত্তের তনয় শুনঃশেফ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ধৃত হইয়াও ত্রিপাদকাষ্ঠে বদ্ধ অবস্থায় অদিতির তনয় বরুণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যেন বরুণদেব তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ঋক্-১।২৪, ২৫।

শুনঃসখ—শুনঃমুখেরই নামান্তর। মহাভা-অনুশা-৯৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। শুনঃমুখ দেখ।

শুন—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। শৌনকের মতে ইন্দ্রেরই নামান্তর। ঋক্-৪।৫৭।৫

শুনক—(১) মহর্ষি ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্র। শুনঃশেফ দেখ। (২) রুজি-বংশীয় গৃৎসমদের পুত্র। শুনকের তনয় শৌনক নামে খ্যাত ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। ব্রহ্মপু-১১। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) চন্দ্রহন্তা নামক অসুর দ্বাপরে রাজর্ষি শুনক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি ৬৭। (৪) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী অসি, পরম্পরায় শুনকের হস্তগত হয়। শুনক তাহা উশীনরকে প্রদান করেন। উশীনর হইতে ভোজক প্রভৃতি যাদবগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নরপতি শিবি তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। যুবনাশ্ব, হরিণাশ্ব ও ব্রহ্মা (১১২) দেখ। (৫) মহর্ষি শুনকের বংশে যে সকল ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, তপস্বী, যোগী, বেদবেদাঙ্গপারগ, সাধু সদাচারশালী, বিষ্ণু-ভক্তিরত, হ্রস্বকায়, ভিন্ন বর্ণ, বহুরোম-সম্পন্ন, দ্বিজোত্তম, দয়ালু, সরল-প্রকৃতি, শান্ত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনে তৎপর ছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—ভার্গব, শৌনহোত্র ও গার্ৎসমদ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (৬) জনক-বংশীয় ঋতের অপত্য শুনক। তাঁহার তনয় বীতহব্য।

ভাগ-৯স্ক-১৩। বীতহব্য দেখ। (৭) রুরুর ঔরসের প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক। ইঁহারা মহারাজ বীতহব্যের বংশীয়, এবং মহর্ষি ভৃগুর বরে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৮) মহর্ষি শুনকের তনয় অতিধন্বা। ছান্দো-১ম-অঃ-৯খঃ-৩। (৯) মগধের বৃহদ্রথ-বংশায় রাজা রিপুঞ্জয়ের (পুরঞ্জয়ের) মন্ত্রী। তিনি স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া স্বীয় তনয় প্রদ্যোতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ।

শুনহোত্র—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬।৩৩, ৩৪।

শুনলাঙ্গুল—অজীগর্ত্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। শুনঃশেফ দেখ।

শুন্ধ্যু—পুরুবংশীয় বীতময়ের পুত্র। অগ্নি-২৭৮। বহুবিধ দেখ।

শুন্ধ্যুব—রাজা পুরুমিত্রের কন্যা। অশ্বিদ্বয় স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া আনয়ণপূর্ব্বক বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৩৯।৭।

শুভ—(১) নরপতি হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র। হবির্দ্ধান দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সহস্রাশ্বের পুত্র। চন্দ্রাবলোক দেখ।

শুভকর্ম্মা—স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে বিধাতা তাঁহার সাহায্যার্থ সুব্রত ও শুভকর্ম্মা নামক গণেশ্বরদ্বয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬।

শুভকাক্ষ—দানবপতি রক্তাসুরের অন্যতম অনুজ। দেবী তাঁহাকে বধ করেন। সৌর-৪৯। কুষ্মাণ্ড দেখ।

শুভঙ্করী—ভদ্রকালী দেখ।

শুভদা—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভবক্ত্রা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শুভব্রত, শুভব্রতা—সুলক্ষণা দেখ।

শুভা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) যজ্ঞ হইতে উৎপন্না অপ্সরাগণ শুভা নামে খ্যাত হন। বায়ু-৬৯। (৩) রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা রৌদ্রাশ্ব দেখ। (৪) এক ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী। (৫) শিবের অনুচরী অন্যতমা ভূতনায়িকা। (৬) অন্যতমা অপ্সরা। বিভিন্ন পুরাণ। (৭) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শুভাঙ্গ—সূর্য্যবংশীয় নরপতি। নিষ্কৌশাম্বী-নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে নানাবিধ উপহারাদি প্রদান করেন।

গর্গ-বিশ্ব ২৭, ৪৭।

শুভাঙ্গদ—(১) দেবপুরাধিপতি বীরমণির কনিষ্ঠ পুত্র। বীরমণি ও রুক্মাঙ্গদ দেখ। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৭।

শুভাঙ্গা—যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। বিদুরথ দেখ।

শুভানন—কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভ-জাত অন্যতম নাগ। লি-পূ-৬৩। মৎ-৬। কদ্রু দেখ।

শুভাননা—(১) অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। লি-পূ-৫৫। ব্রহ্মপু-৬৩। (১) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

শুভালাপা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

শুভাশ্রোণী—অপ্সরা বিশেষ। লি-পূ-৫৫।

শুভাস্বন—ভূতি দেখ।

শুভ্র—বসুদেবের অন্যতম পুত্র ও বলরামের সহোদর। দুর্দ্দম, পিণ্ডারক ও বসুদেব দেখ।

শুভ্রবস্ত্রা—অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

শুভ্রা—(১) অগ্নির পত্নীর নাম শুভ্রা। তাঁহার গর্ভে পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮। পর্জ্জন্য (৭)দেখ।

শুম্ভ—(১) স্বনাম-খ্যাত দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। তাঁহারা পার্ব্বতীর অংশজাতা দেবী কৌশিকীর হস্তে নিহত হন। বাম-৫৫,৫৬। মার্ক-৮৫-৯০। দেবীভা-৫স্ক-২১-৩১। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৪। (২) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্বে পাতালে বাস করিতেন। যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পুষ্করক্ষেত্রে অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক একাসনে অযুত বর্ষকাল ঘোরতর তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহারা প্রথমে অমরত্ব প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সেই বর প্রদান করিতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে, দেবতা, অসুর, পশুপক্ষী প্রভৃতিদের মধ্যে পুরুষ জাতীয় কাহারও হস্তে যেন তাঁহাদের মৃত্যু না হয়। কারণ নারী-জাতি স্বভাবতই অবলা বলিয়া তাহা-দিগের নিকট হইতে ভ্রাতৃদ্বয় আশঙ্কার কারণ নাই বলিয়া মনে করিলেন। ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় ভৃগুমুনিকে তাঁহাদের পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। ভৃগু তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুম্ভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন প্রভৃতি রাক্ষস সেনানীগণ দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ঐ সকল

সেনানীর সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহারা দেবপুর অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করেন এবং যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের প্রভৃতি দেবগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। তাঁহারা ক্রমে ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি দানব ভ্রাতৃদ্বয়কে নিধন করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেবীভা-৫স্ক-২১-২৩। নিশুম্ভ ও সতী দেখ। (৩) শুম্ভদানব জালন্ধর নামক দৈত্যরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪, ৭, ১৭, ১৭, ১৭, ১০১, ১০২। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৯-২০। (৪) অসুরশ্রেষ্ঠ তারকেরও অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল শুম্ভ। তারকাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে তিনি বিষ্ণুহস্তে নিহত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬-২০। পদ্ম-সৃষ্টি-৫০। মৎ-১৪৮। (৫) দানবপতি বলির অনুগত একজন অসুর। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৬) প্রহ্লাদের পুত্র গবেষ্ঠি। তাঁহার দুই পুত্র শুম্ভ ও নিশুম্ভ। শুম্ভের ধনুক ও অসিলোমা নামে দুই পুত্র ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (৭) বায়ু পুরাণে (৬৭ অঃ) গবেষ্ঠি-তনয় শুম্ভের কোনও পুত্রের উল্লেখ নাই। (৮) দেবাসুর সংগ্রামে দেবী ভদ্রকালী দৈত্যরাজ বলির অনুচর শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৯) শুম্ভ দানব শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরে প্রদ্যুম্ন শুম্ভাসুরের কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৮। প্রদ্যুম্ন (৪) দেখ। (১০) শুম্ভ-নিশুম্ভের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (১১) অমর, তারাক্ষ ও শুম্ভ নামক অসুরগণ পৃথিবীর নিম্নভাগে পঞ্চম তলে বাস করিতেন। দেবীপু-৮২। (১২) শুম্ভ ও নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ত্রিলোকের অধিপতি হন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতেই সকল ইষ্টসিদ্ধি হইত। দেবগণ তখন দৈত্যদিগের ভয়ে সুমেরুপর্ব্বতে আশ্রয় লন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তথায় দেবগণের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দেবীপু-৭২। (১৩) শুম্ভ, কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষির কন্যা বেদবতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুশধ্বজ ঋষি তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, শুম্ভ তাঁহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-১৭।

শুশ্রুত—সুশ্রুত দেখ।

শুষ—জনৈক রাক্ষস-বীর। হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহারও গৃহ দগ্ধ হয়। রামা-সুন্দ-৫৪।

শুম্ভতুণ্ড—দুর্গ নামক অসুরের অন্যতম সেনাপতি স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

শুষ্কোদরী— যোগিনীগণ দেখ।

শুষ্ণ—ইন্দ্র মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়াদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। (কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন ইহা একটী উপমা। শুষ্ণকে বধ করিলেন অর্থ অনাবৃষ্টি বারণ করিয়া বৃষ্টি দান করিলেন)। একদা শুষ্ণ কুৎস ঋষিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র শুষ্ণকে সংহার করিয়া কুৎস ঋষিকে উদ্ধার করেন। ঋক্‌-১।১১।৭; ১।৬৩।৩; ১।১০৬।৬।

শুষ্মাদন—সোম শুষ্মাদনকে পদমালা বিদ্যাশিক্ষা দেন। দেবীপু-১১। শক্তি ও সোম দেখ।

শুষ্মায়নি—বরাহকল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে তিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে মহাদেব লাঙ্গলীনামে অবতীর্ণ হন। লি-পূ-২৪। শুক্লায়ন দেখ।

শুহ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

শুম্ভ—বলির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৩। বলি দেখ।

শূক—দক্ষিণার গর্ভে উৎপন্ন যজ্ঞের দ্বাদশ জন পুত্র অজিত ও শূক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বায়ু-১০। যজ্ঞ দেখ।

শূকর—একজন মহর্ষি। বৎস দেখ।

শূকরমুখ—দানবপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১।

শূকরাস্য—পাতাল নিবাসী অন্যতম অসুর। দেবীপু-৩।

শূদ্র—(১) কুরুবংশীয় ক্ষেমকের পুত্র। তিনি ঐ বংশীয় শেষ নরপতি। গরু-পূ-১৪৫। (২) কশ্যপ-বংশীয় রৈভ্যের পুত্রগণ শূদ্র নামে খ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯।

শূদ্রক—কলিযুগের তিন সহস্র দুই-শত বৎসর অতীত হইলে, শূদ্রক নামে একজন মহাবীর তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া, পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। তাহার তিনসহস্র তিনশত দশ বৎসর পরে নন্দবংশের উদ্ভব হয়। চাণক্য নামক ব্রাহ্মণ এই নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। কৌটিল্য দেখ।

শূদ্রা—(১) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ।

শূনামুখ—নামান্তর শুনোমুখ শুনোমুখ দেখ।

শূন্যপাল—জনৈক মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৩।

শূন্যবন্ধু—তৃণবিন্দু দেখ।

শূন্যা—সীতা দেখ।

শূন্যালয়া—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণ দেখ।

শূর—(১) নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র। কার্ত্তবীর্য্য

কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও শ্বফল্ক, দেখ। (২) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। শূরের দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বসুদেব। তৎপরে দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ জন্মে। এতদ্ভিন্ন শূরের পৃথুকীর্ত্তি পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যাও জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি, বসুদেব ও দমন দেখ। (৪) শূরের তিন পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অশ্মকীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষ, মাধীর গর্ভে দেবমানুষ এবং ভাসার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাদৃষ্টি (অনাবৃষ্টি), নন্দন, ভৃঞ্জিন, শ্যাম, শমীক, গণ্ডুষ প্রভৃতি পুত্রগণ এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে অনিন্দিতা পাঁচ কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের পুত্র শূর। তাঁহার পত্নার নাম মারিষা। এই মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বক নামে দশ পুত্র এবং পৃথু, শ্রুতদেবী, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) অসিক্লী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষের শূর নামে এক তনয় জন্মে। ভোজরাজ নন্দিনী শূরের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ তনয় এবং পৃথা, পৃথুকীর্ত্তি, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-১৪। (৭) দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। তাঁহার পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, করন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয় শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ এই দশ তনয় এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৮) পুরুবংশীয় ঈলিনের অন্যতম পুত্র শূর। মহাভা-আদি-৯৮। ঈলিন দেখ। (৯) যদুবংশীয় বিদূরথের পুত্র শূর। তাঁহার তনয় শমী। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (১০) বিদূরথাত্মজ শূরের কতিপয় তনয় ছিল। তাঁহাদের নাম—বাত, নিদাত, নিবাত, শোণিত, শ্বেতবাহন, শমী, গদবর্ম্মা, শক্র-শক্রজিৎ। বায়ু-৯৬। (১১) বিদূরথাত্মজ শূরের তনয় ভজমান। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শূর। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (১৩) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয় শূর। ব্রহ্মপু-১৫। হরি-হরি-৩৭। ভজমান দেখ। (১৪) যদুবংশীয় উষঙ্গুর দুই তনয়—চিত্ররথ ও শূর। শূরের অপত্য বসুদেব প্রভৃতি। ব্রহ্মপু-২২৬। (১৫) বৃষ্ণিবংশীয় বিদর্ভের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শূর। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।(১৬) ধর্ম্ম হইতে রাজাধিদেবীর

গর্ভে শূর নামে এক মহাবল তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৭) বিদূরথাত্মজ শূরের অপত্য সমি। আবার ঐ বংশীয় অধস্তন দেবলের তনয়ও শূর। তাঁহার তনয় বসুদেব প্রভৃতি কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৮) ভোজা নাম্নী (ভোজ বংশীয়া) পত্নীর গর্ভে শূরের বসুদেব, দেবমার্গ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, শিনি, নন্দ, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক, ও সংযুপ নামে দশপুত্র এবং শ্রুতকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতশ্রবাও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। মৎ-৪৬। (১৯) বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভে বল, শূর প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। মার্ক-১১৭। বল (১৩) দেখ। (২০) সুভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২১) চিত্ররথের অপত্য শূর, শূরের আত্মজ বসুদেব। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২২) তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শূরসেন—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম তনয়। কার্ত্তবীর্য্য, কৃষ্ণ, বৃষ্টাঙ্গ, বৃষণ, মধু (১৬) ও ধৃষ্ণ দেখ। (২) শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। সৌর-৩১। (৩) কার্ত্তবীর্য্য তনয় শূর, শূরসেন প্রভৃতি হৈহয় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও শূরসেন নামে খ্যাত হইত। হরি-হরি-৩৩। (৪) শূরসেনের কন্যা কুন্তি মহারাজ পাণ্ডুর অন্যতমা মহিষী ছিলেন। কুন্তি দেখ। (৫) প্রতিষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে একজন রাজা ছিলেন। মহাবল নামক এক নাগ শিবের অভিশাপে সর্পাকারে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজা শূরসেন সর্পরূপী পুত্রের প্রার্থনায় তাহার চূড়াকরণ, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন এমন কি এক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও দিলেন। সর্পরূপী শূরসেন-তনয়ের পত্নী ভোগবতী তাঁহার স্বামীকে অনাদর না করিয়া, যথোচিত সমাদর করিতেন। এবং তাঁহারই পরামর্শে সর্পরূপী স্বামীকে গৌতমীতীর্থে লইয়া যাইয়া তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহাতেই শাপমুক্ত হইয়া নাগ মহাবল স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। ব্রহ্মপু-১১১। (৬) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। শত্রুঘ্ন দেখ। (৭) অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণের তনয়। শূরসেনের তনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯। (৮) শূরসেন মথুরার অধিপতি ছিলেন। দেবীভা-৪স্ক-২০।

শূরসেনী—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেববান্ ও উপদেব নামে দুই তনয় জন্মে। অক্রূর দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) প্রবীরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। প্রবীর দেখ।

শূরী—দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম তনয়। নামান্তর শৌরী। মৎ-৪৬।

শূরভূ, শূরভূমি—উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও শূরের অন্যতম তনয় শ্যামকের পত্নী। তাঁহার গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই তনয় জন্মে ভাগ-৯স্ক-২৪।

শূর্পক—দানবপতি রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

শূর্পণখা, সূর্পণখা, শূর্পনখা। লঙ্কাপতি রাবণের কনিষ্ঠা সহোদরা। কৈকসীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ তাঁহার অগ্রজ এবং বিভীষণ তাঁহার অনুজ ছিলেন। কালকেয়বংশীয় দানবপতি বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কালকেয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সংশ্রবে তিনি নিজ ভগিনীপতি বিদ্যুজ্জিহ্বেরও প্রাণ বধ করেন। তদবধি শূর্পনখা খর ও দূষণ নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন। সেই অরণ্যে বাস কালেই লক্ষ্মণ তাঁহার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। রামা-উত্ত-৯-২৯। রাম (১৫০৭ পৃঃ) ও রাবণ (১৪৯৩ পৃঃ) দেখ।

শূর্পাক্ষী—নিশাচর ঘটোদরের স্ত্রী। কোশকার দেখ।

শূলটঙ্ক—(১) প্রয়াগধামস্থিত শূলটঙ্ক নামক শিবলিঙ্গ প্রয়াগ-স্নানার্থী ব্যক্তিদিগের মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭। (২) শূলটঙ্ক-লিঙ্গরূপী মহেশ্বর প্রয়াগ হইতে কাশীধামে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

শূলদন্ত—দানববিশেষ। সে অন্যান্য দানবদিগের সহিত পৃথিবীর নিম্নভাগে আভাস নামক তলে বাস করিত। বায়ু-৫০। দেবীপু-৮২।

শূলধরা—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জাত অর্দ্ধ-নারী-নর-রূপধারী মূর্ত্তির এক নাম। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা (৪) দেখ।

শূলধারিণী—দেবী দুর্গার এক নাম। তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ।

শূলপাণি—(১) জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার মত বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উশ-৯ম-খ-টী। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-বন-১২।

শূলহস্ত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহোদর (১৪ দেখ।

শূলিনী—দেবী দুর্গার রূপ বিশেষের নাম। তিনি সিংহাসীনা এবং সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা। তিনি হস্তে শূল, বাণ, খড়্গ, চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনু

ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং তিনি ত্রিনয়না। চারিটী কন্যাও খড়্গ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। তন্ত্র—১৯৪ পৃঃ।

শূলী—(১) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। বরাহ কল্পের চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলীনামে মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার শালিহোত্র, অগ্নিসেন, জাবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে চারিজন শিষ্য (পুত্র) ছিলেন। লিপূ-৭, ২৪। ঋক্ষ ও শালিহোত্র দেখ। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

শৃগাল—(১) করবীর-পুরের অধিপতি। শ্রীকৃষ্ণ সানুচর তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, শৃগালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় এবং নরপতি শৃগাল শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। স্বামী নিহত হইলে, শৃগাল-মহিষী পদ্মাবতী শিশু পুত্রকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে অন্যত্র গমন করেন। হরি-হরি-১০৪। (২) স্বারাজ্যাধিপতি শৃগাল কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪। (৩) শ্রীকৃষ্ণের এক উপাধি। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২১।

শৃগালবদন—দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

শৃঙ্খলিকা—মাতৃকা বিশেষ। সীতা দেখ।

শৃঙ্খলী—মহাদেবের একজন প্রমথ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

শৃঙ্গক—দানব বিশেষ। ব্রহ্মপু-৭০।

শৃঙ্গবৃষ্ণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঋক্-৮-১৭-১৩।

শৃঙ্গবের—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭।

শৃঙ্গার, শৃঙ্গারতিলক—চৈত্রদেশাধিপতি। গর্গ-বিশ্ব-৪৭।

শৃঙ্গিপুত্র—একজন ব্রতচারী সংহিতাকার। তিনি তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। শৃঙ্গি-তনয়ের নামান্তর শৃঙ্গিসুত।

শৃঙ্গী—(১) মহর্ষি শমীকের গো-গর্ভজাত তনয়। তিনিও তপস্বী ছিলেন। তাঁহারই শাপে কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা-আদি-৪০-৪২, ৫০। দেবীভা-২স্ক-৮। ভাগ-১স্ক-১৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১১। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১। (২) জমদগ্নির এক তনয়ের নাম ছিল শৃঙ্গী। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩৫। (৩) মনুবংশীয় জিতুণের তনয় শৃঙ্গী, তাঁহার তনয় ভীম। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

শেনী—অঙ্গিরাবংশীয় একজন মন্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬১।

অজমীঢ় দেখ।

শেফালিকা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

শেষ—(১) অন্যতম প্রজাপতি। তিনি ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তৃতীয় প্রজাপতি ছিলেন। রামা-আর-১৪। বায়ু-৬৫। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভজাত নাগ-গণের অন্যতম। তাঁহারই নামান্তর অনন্ত। বিনতাকে ছলনা করিবার জন্য, কদ্রু নিজ সন্তানগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু শেষ প্রমুখ কতিপয় নাগ মাতাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তাহাতে তাঁহারা মাতৃশাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত দংষ্ট্রিগণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। হরি-হরি-২১৯। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৯, ৭৯। (৩) বিষ্ণুর আদেশে শেষনাগ ভূমণ্ডলকে ধারণ করিয়া আছেন। শেষ নাগ পৃথিবী ধারণ করিতে সম্মত হইলে, বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া, শেষনাগের আধার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হন। অনন্তদেব পৃথিবীর অধোদেশে পাতাল নামক তলে, লক্ষযোজন দূরে অবস্থান করিয়া, একটি মাত্র ফণার উপর এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। গর্গ-বৃন্দা-১৩। (৪) নাগবর শেষের নয়নসমূহ রক্ত কমল সদৃশ, দেহদ্যুতি শঙ্খ-শুভ্র এবং তিনি নীল বসন পরিধান করিয়া আছেন। তিনি অজর ও অমর সহস্র-বদনবিশিষ্ট এবং বালারুণবর্ণ অক্ষমালাধারী। তিনি শ্বেতপর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার বৈষ্ণব সর্পশরীর দ্বারাই পৃথিবীর শেষসীমা নির্দ্দিষ্ট। বায়ু-৫০। (৫) পাতালের নিম্নভাগে শেষ নামক বিষ্ণুর তামসী মূর্ত্তি আছে। ব্রহ্মপু-২১। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৬) ভগবান্ শেষ (অনন্তদেবই) মহর্ষি বাৎস্যায়নের নিকট পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-পাতা-১। (৭) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম শেষ নাগের অংশাবতার ছিলেন। বলদেব দেখ। (৮) নাগ-নায়ক নামক নাগশ্রেণীর অন্যতম। স্কন্দ-নাগ-৩১। মণিকণ্ঠ দেখ।

শেষদেবী—দেবী শঙ্করীর শরীরজাতা অন্যতমা কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১১। ভট্টারিকা দেখ।

শেষলা—(১) ধর্ম্মারণ্যে অবস্থিত চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদশ গোত্রে বিভক্ত। ঐ সকল বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বিভিন্ন গোত্রদেবী আছে। ভরদ্বাজ ও কুৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের শেষলা ও বুধলা নামে দুই গোত্রদেবী আছেন। বনো-ডীয়া ব্রাহ্মণগণের কুশ, বৎস ও ভরদ্বাজ নামে তিন গোত্র এবং তাহাদের গোত্র দেবীর নাম শেষলা ও শান্তা। বাটক্র-স্থালে জাত ব্রাহ্মণগণেরও তিন গোত্র

যথা—ধারণ, বৎস ও কুৎস। তাঁহাদের গোত্রদেবীত্রয়ের নাম জ্ঞানজা ছত্রজা ও শেষলা। ভুধীয়া নামক স্থাননিবাসী আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর এবং তাঁহাদের গোত্রদেবীর নাম জ্ঞানজা ও শেষলা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

শৈবেয়—অন্যতম বিদ্যাধরগণ। বিদ্যাধর-রাজ বিক্রান্তের অন্যতম কন্যা শিবা হইতে এই শৈবেয় বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯।

শৈব্য—(১)শৌবির রাজ্যাধিপতি। তিনি জরাসন্ধের পরম বন্ধু ছিলেন। হরি-হরি-৯০। (২) শৈব্যরাজের কন্যা যশোমতী ও সত্যা, নরপতি বৃহন্মনার মহিষী ছিলেন। মৎ-৪৮। (২) একজন সূর্য্যোপাসক রাজা। মহাভা-শান্তি-২৯৩। (৪) মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মণ-গণ কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে পারেন এবং কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে শৈব্যরাজের উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। একবার কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী, ইঁহারা সমাধিদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির বাসনায়, ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। পশুসখ নামক একজন শূদ্রও তাঁহার ভার্য্যা গণ্ডা, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময়ে পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষিগণ দুর্ভিক্ষবশতঃ বহুদিন অনাহারে থাকিয়া, পরিশেষে একদিন এক মৃত রাজকুমারের দেহ প্রাপ্ত হন এবং ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই মৃত নরদেহটিই ভক্ষণ করিবার জন্য স্থালীতে রন্ধন করিতে লাগিলেন। ঐ মৃতদেহটি শৈব্যরাজের পুত্রের। শৈব্যরাজ এক যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে স্বীয় তনয়কে দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। সেই তনয় দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ঐ দুর্ভিক্ষকালে প্রাণত্যাগ করেন। মহর্ষিগণ যখন সেই রাজকুমারের দেহ রন্ধন করিতেছিলেন, তখন শৈব্যরাজ সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি মহর্ষিগণকে মৃতদেহ রন্ধন করিতে দেখিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন এবং মহর্ষিগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদি, গবাদি পশু প্রভৃতি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষিগণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না। কারণ যে দিন ব্রাহ্মণ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিনের তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ

রাজাকে "আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন," এই কথা বলিয়া সেই পচ্যমান নরমাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক আহার অন্বেষণে বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। তখন মহীপতি শৈব্য মন্ত্রী-দিগকে আহ্বান করিয়া, সেই মহর্ষি-দিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর ফল প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রীগণও প্রত্যহ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে বৃহদাকার উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়দ্দিন অতি-বাহিত হইলে, একদিন মহারাজ শৈব্য ভৃত্যদ্বারা মহর্ষিগণের নিকট সুবর্ণ পূরিত উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। সেই উড়ুম্বর প্রথমে মহর্ষি অত্রির হস্তগত হয়। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া, গুরু-ভার বোধ হওয়াতে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ উড়ুম্বরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রত্যর্পণ করি-লেন। অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহা জানিতে পারিয়া, সুবর্ণ গ্রহণের নিন্দা করিয়া ঐ উড়ুম্বর গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন "আমরা একটি নিষ্ক গ্রহণ করিলে শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব এই নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগের নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে।" কশ্যপ বলিলেন, "এই পৃথিবীতে যত ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য আছে, তৎসমুদয় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না। অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।" ভরদ্বাজ বলিলেন "মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে, সেই মৃগদেহের বৃদ্ধির সহিত শৃঙ্গও যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের আশাও তদ্রূপ ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।" গৌতম বলি-লেন "মনুষ্যের আশা সমুদ্র তুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ গ্রহণ করিলেও, তাহার আশা পূর্ণ হয় না।" বিশ্বামিত্র বলিলেন "মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।" জমদগ্নি কহিলেন "যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরে বিনষ্ট হয়।" অরুন্ধতী কহিলেন, "কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার মনে হয়, দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয় করা শ্রেয়স্কর।" পশুসখ বলিল, "ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই। লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না।" এইভাবে সকলের বক্তব্য সমাপন হইলে, মহর্ষিগণ এক বাক্যে বলিলেন, "যিনি গোপনে এই উড়ুম্বরের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া

আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে সুবর্ণপূরিত উড়ুম্বর ফলসকল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রীগণ-প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ শৈব্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিসে মহর্ষিগণের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সেই হুতাশন হইতে এক ভীষণা মূর্ত্তি রাক্ষসী উৎপন্না হইল। মহারাজ শৈব্য তাহাকে যাতুধানী এই নাম প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি অচিরে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তদনন্তর তুমি যথেচ্ছ গমন কর।" যাতুধানী তৎক্ষণাৎ মহর্ষিগণের অন্বেষণে গমন করিল। তৎকালে মহর্ষিগণ ফলমূল আহার করিয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহারা সকলে একজন স্থূলকায় সন্ন্যাসীকে তদনুরূপ স্থূলাঙ্গ এক সারমেয় সঙ্গ আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী যেরূপ স্থূলকায় আপনারা কখনই তদ্রূপ হইতে পারিবেন না।" তচ্ছ্রবণে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন যে, তিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, দুঃখিত আছেন। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর ঐরূপ কোনও দুঃখের কারণ নাই বলিয়া, তিনি স্থূলকায় হইয়াছেন। অতঃপর অন্যান্য মহর্ষিগণও কি কি কারণে তাঁহারা ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় স্থূলকায় হন নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অত্রি বলিলেন যে, ক্ষুধানুরূপ খাদ্য লাভ না করাতে তাঁহার বেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং সেজন্যই তিনি শীর্ণকায় হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং ক্ষুধায়ও অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহার দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। জমদগ্নি বলিলেন যে, তাঁহাকে বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠ সঞ্চয় করিবার জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, তাহাতেই চিন্তাজ্বরে তাঁহার তনু ক্ষীণ হইয়াছে। কশ্যপ বলিলেন যে, তাঁহার চারি সহোদর উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার দেহ ঐরূপ ক্ষীণ। ভরদ্বাজ বলিলেন যে, ভার্য্যাপবাদ-

নিবন্ধন তাঁহার যেমন শোক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ সন্ন্যাসীর তদ্রূপ হয় নাই, তজ্জন্য তিনি ক্ষীণকায় নহেন। গৌতম বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ঐ সন্ন্যাসীর বস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হয় নাই, তজ্জন্য তিনি পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এই-রূপে কথোপকথন করিতেছেন. এমন সময়ে সন্ন্যাসী তাঁহাদের সন্নিকটে উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "চলুন, আমরা বনে পর্য্যটণ করিয়া ফলমূল আদি অনুসন্ধান করি।" অতঃপর তাঁহারা সকলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সরো-বরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাতুধানী নাম্নী পূর্ব্বোল্লিখিতা রাক্ষসী সেই সরোবর রক্ষা করিতেছিল। রাক্ষসী মহর্ষিগণকে দেখিয়া বলিল যে, সে ঐ সরোবরের রক্ষক। মহর্ষিগণ যদি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সর-জাত মৃণাল উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে বাসনা করেন, তবে তাঁহা-দিগকে প্রথমে নিজ নিজ নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহর্ষিগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া নিজ নিজ নামের অর্থ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিলেন, "আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ন নিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অ-রাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই তাহা রাত্রিই নহে, এবং আমি লোক সমুদয়কে অৎ অর্থাৎ পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অত্রি হইয়াছে।" বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি বসু অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং বসী অর্থাৎ গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার নাম বশিষ্ঠ হই-য়াছে।" কশ্যপ বলিলেন, "আমি কশ্য অর্থাৎ শরীর রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য অর্থাৎ দীপ্তি-মান হইয়াছি, তাই আমার নাম কশ্যপ।" ভরদ্বাজ বলিলেন, "আমি দ্বাজগণের (অর্থাৎ দেবতা ব্রাহ্মণ, শিষ্য, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি, তাই আমার নাম ভরদ্বাজ।" গৌতম বলিলেন, "আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ দূরী-ভূত হইয়াছিল, আর আমি গো (ইন্দ্রিয়) সমুদয়ের দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র, তাই আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।" জমদগ্নি বলিলেন, "আমি জমৎ অর্থাৎ দেবতাদিগের যাগোপযোগী অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাই আমার নাম জমদগ্নি।" অরুন্ধতী বলিলেন, "আমি আমার ভর্ত্তার সহিত অরু অর্থাৎ এই পৃথিবী ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন

অনুরুদ্ধ-করিয়া থাকি, তাই আমার নাম অরুন্ধতী।" মহর্ষিগণের দাসী গণ্ডা বলিল যে, তাহার গণ্ডদেশ উন্নত বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে। পশু-সখ নামক মহর্ষিদিগের কিঙ্কর বলিল যে, সে পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে এবং সে পশুগণের প্রিয় সখা, তাই তাহার নাম পশুসখ হইয়াছে। এইরূপে সন্ন্যাসী ভিন্ন অপর সকলেই নিজ নিজ নাম ও তাহার অর্থ কীর্ত্তন করিলে যাতুধানা সন্ন্যাসীকেও তদ্রূপ করিতে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বলিলেন যে, তাঁহার নাম শুনসখা। যাতুধানা তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীকে পুনরায় নিজ নাম কীর্ত্তন করিতে বলিল। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন "আমি যখন একবার আমার নাম উল্লেখ করাতে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারিলে না, তখন আমি তোমাকে বধ করিব।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে ত্রিদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন। অতঃপর মহর্ষিগণ ও দেবী অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে বহু পরিশ্রমে মৃণালগুলি উৎপাটনপূর্ব্বক তীরে স্থাপন করিলেন এবং পুনরায় সরোবরে অবতরণ করিয়া, সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন। তর্পণান্তে তাঁহারা তীরে উত্থিত হইয়া মৃণালগুলি দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন সুতরাং মৃণালগুলি না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কে যে মৃণাল সমুদয় অপহরণ করিয়াছে তাহা না বুঝিতে পারিয়া প্রত্যেকেই ক্রমে ক্রমে শপথ করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। সকলের শপথ করা সমাপ্ত হইলে, সরতীর সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীও নিজ নির্দ্দোসিতা প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করিবার ছলে বলিলেন, "যে আপনাদের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ব্রহ্মচারী এবং যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করুক।" তাঁহার শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন, "ভদ্র, তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়, সুতরাং উহা-দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।" তখন সেই সন্ন্যাসী নিজ পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন যে, তিনি বস্তুতঃ দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি যদিও মৃণালগুলি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি আত্মসাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ঐ যাতুধানা রাক্ষসীর হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে

রক্ষা করিবার জন্য, তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ বস্তুতঃ লোভ-পরাঙ্মুখ হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া দেবরাজ দেবী অরুন্ধতী সহ মহর্ষিগণকে এবং তাঁহার দাস ও দাসী গণ্ডা ও পশুসখকে লইয়া দেবপুরে গমন করিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৩। (৫) মহর্ষি শিবির পুত্র সত্যকামের নামান্তর। প্রশ্ন-উপনিষৎ।

শৈব্যা—(১) যদুবংশীয় জ্যামঘের পত্নী। জ্যামঘ দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৩) প্রসিদ্ধনামা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর নৃপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে রাজা অসমঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১০। দেবীভা-৯স্ক-১১। (৫) শতধনু নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত রাজার পত্নী। শতধনু দেখ। (৬) জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ। তাঁহার পত্নী শৈব্যা। শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৩। (৭) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সহচারিণী গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৩৯। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১২। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শৈল—জনৈক অসুর। কংস তাহাকে বিনাশ করেন। গর্গ-গোল-৭।

শৈলকম্প—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

শৈলকম্পী—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ।

শৈলজা—হিমাচল-দুহিতা ও শঙ্কর-বনিতার এক নাম।

শৈলপুত্রী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শৈলমুখী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান-করিবার জন্য মহাদেবকর্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

শৈলরোমা—(১) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-৭। (২) ঐ নামীয় এক দানবকে শিবানুচর পুষ্পদন্ত বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

শৈলাদ—(১) মহাদেবের অন্যতমগণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। (২) শিলাদের পুত্র বলিয়া শিবানুচর নন্দীর একনাম শৈলাদ।

শৈলাদি—শিলাদ মুনির পুত্র। তিনি খুব শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া মহাদেব তাঁহাকে গণেশ্বর পদ প্রদান করেন। তিনি শিবপূজা বিধি প্রচার করেন। তিনি মরুতের তনয়া সুযশাকে বিবাহ করেন। লি-পূ-২৯, ৪০-৬৩। নন্দী ও শিলাদ দেখ।

শৈলাভ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

শৈলালেয়—বশিষ্ঠবংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদ-শেরক দেখ।

শৈলূষ—(১) বভ্রু দেখ। (২) জনৈক গন্ধর্ব্বরাজ। তাঁহার কন্যা সরমা বিভীষণের পত্নী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২। (৩) সিন্ধুনদের পার্শ্বে গন্ধর্ব্বদিগের এক দেশ ছিল। শৈলূষ গন্ধর্ব্বের পুত্রগণ সেই দেশ রক্ষা করিত। দাশরথি রাম সেই দেশ জয় করেন। রামা-উত্ত-১১৩। অগ্নি-১১।

শৈলেয়—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পিতামহ। তিনি তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করেন। মহাভা-আশ্র-২০।

শৈলেশ্বর—কাশীধামে নগরাজ হিমাচল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; উত্ত-৬৬, ৭৩, ৯৭।

শৈলোদর—দানবপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৭।

শৈশির—ভরদ্বাজ, হুত, শৌঙ্গ ও শৈশিরেয়, ইহারা সকলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ গোত্রজ। ইহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি—অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য ও শৈশির। মৎ-১৯৬। ভরদ্বাজ (৩৬) দেখ।

শৈশিরী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজি নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬২।

শৈশিরেয়—(১) শৈশির দেখ। মৎ-১৯৬। (২) সংহিতাকার শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০। ব্রহ্মা-৬৬। শাকল্য দেখ।

শৈশিরোদবহি—একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। যামুনি দেখ।

শৈশুপাল—পাতালবাসী জনৈক অসুর। বজ্রদণ্ড নামক দৈত্য পাতালে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। দেবীপু-৩।

শোক—(১) মৃত্যু হইতে শোক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মার্ক-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭। মৃত্যু দেখ।

শোকনাশিনী—সীতা দেখ।

শোণকর্ণি—একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

শোণাশ্ব—(১) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। তাঁহার পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহাদের নাম—শমী, দেবশর্ম্মা, নিকুম্ভ, শক্র ও শক্রজিৎ মৎ-৪৪। (২) শোণাশ্বের পাঁচ পুত্রের নাম—শমী, রাজশর্ম্মা, নিমূর্ত্ত, শক্রজিৎ ও শুচি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শোণিত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

শোণিতাক্ষ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধকালে তাঁহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। তিনি লঙ্কাসমরে বানর-দলপতি দ্বিবিদের

হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৬, ৫৪ ; লঙ্কা-৭৫, ৭৬, ১২৫।

শোণিতোদ—যক্ষ বিশেষ। তিনি যক্ষপতি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শোধনী—তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ।

শোভন—(১) ইন্দ্রসেন নামক রাজার পুত্র। তিনি কার্ত্তিক মাসের রমা নাম্নী একাদশীতে উপবাস করিয়া মরণান্তে মন্দারাচলের সানুদেশে দিব্য রম্য পুরীতে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম চন্দ্রভাগা। পদ্ম-উত্ত-৬০। গর্গ-বিশ্ব-৪৩। (২) যদু-বংশীয় তমের তনয় আনকদুন্দুভি। আনকদুন্দুভির পুত্র শোভন। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

শোভনা—(১) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ ও সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

শোভয়ন্ত—অপ্সরাদের অন্যতমগণ। এই শোভয়ন্তগণের অন্তর্গত অপ্সরাগণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা। বায়ু-৬৯।

শোভা—(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্যতমা গোপিকা। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চম্পক বনে শোভার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। শোভাও দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তৎপরে শোভার দেহ স্নিগ্ধ তেজরূপে পরিণত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দগ্ধহৃদয়ে সেই তেজ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন অংশগুলি রত্ন, স্বর্ণ, শ্রেষ্ঠমণি, স্ত্রীগণের মুখপদ্মে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দনপঙ্কে, জল সমূহে, পল্লবে, পুষ্পে, নবকিশলয় শোভিত তরুরাজিতে, দুগ্ধে, সুপক্ক ফলে, শস্যে, সংস্কৃত দেবগৃহে ও রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৩। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১১। (২) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। ভদ্রমতি দেখ। (৩) সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৪) চন্দ্র দেখ।

শোষণী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শোষণীদৃষ্টি—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শৌক্কায়নী—মহর্ষি বেদস্পর্শের অন্যতম বেদজ্ঞ শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৭। বেদস্পর্শ দেখ।

শৌক্রতর—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

শৌক্লায়নী—বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭। বেদদর্শ দেখ।

শৌক্তায়নি—দেবদর্শের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। দেবদর্শ ও বেদ-স্পর্শ দেখ।

শৌঙ্গ—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। শৈশির দেখ।

শৌণ্ড—লীলাবতী নামক এক বেশ্যার শূদ্রজাতীয় দাস। মৎ-৯২। লীলাবতী দেখ।

শৌণ্ডিকেয়—হৈহয়দিগের অন্যতম কুল। হৈহয় দেখ।

শৌন—ধনঞ্জয় নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাহার পত্নী কলাদেবীকে মারীচ নামক এক রাক্ষস শৌনের রূপ ধারণ করিয়া হরণ করে। পদ্ম-পাতা-৬৮।

শৌনক—(১) একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ। (২) সংহিতাকার পথ্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বীয় গুরু পথ্যের নিকট হইতে অথর্ব্ববেদের যে অংশ লাভ করেন, তাহা আবার দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বভ্রুকে ও আর একভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। পথ্য দেখ। (২) রাজর্ষি পুরূরবার বংশীয় শুনকের পুত্র। বায়ু-৯২। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) পুরূরবা বংশীয় গৃৎসমদের পুত্র। তিনি চাতু-বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। গরু-পু-১৪৩। (৪) কুলপতি শৌনক একবার নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ঋষিগণের প্রার্থনায় লোম-হর্ষণ-তনয় সূত পুরাণ ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন পুরাণ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৫) মহর্ষি গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের ঋষি। কথিত আছে যে তিনি অঙ্গিরা-বংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। পরে গৃৎসমদ নাম ধরিয়া ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভি-হিত হন। ঋক্-২।১। (৬) কপি-গোত্রে উৎপন্ন মহর্ষি শৌনক একজন ব্রহ্ম-বাদী ঋষি ছিলেন। ছান্দো-৪র্থ-অঃ-৩-খ, ৫। অথর্ব্বন্ দেখ। (৭) গয়া-সুরের দেহের উপর অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে পৌরহিত্য করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঋষিগণের অন্যতম। মৎ-১০৬। (৮) গৃৎসমদের পুত্র শুনক। তাঁহার তনয় শৌনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতীয় পুত্রই জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মপু-১১। বায়ু-৯২। হরি-হরি-২৯।

শৌনকায়ন—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

শৌবন—ভরত-বংশীয় মহান্তের পুত্র শৌবন। শৌবনের তনয় ত্বষ্টা। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। মহান্ত দেখ।

শৌরি—(১) দেবকীর গর্ভজাত

বসুদেবের অন্যতম পুত্র। শৌরির পত্নীর নাম শ্রদ্ধাদেবী। এক বৈশ্যার গর্ভে শৌরির কৌশিক নামে আর এক পুত্র জন্মে। সুতনু ও রথবাজী নামে শৌরির আরও দুই পত্নী ছিল। দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের সকল সন্তানকেই কংস বধ করেন। মৎ-৪৬। ব্রহ্মপু-১৪। বসুদেব দেখ। (২) সূর্য্যের একনাম। ব্রহ্মপু-৩৩। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ-মূর্ত্তি। শক্তি দেখ।

শৌরিদ্যু—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

শৌরী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বসুদেবের কুলোদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬।

শৌর্য্যবর্ম্মা—কাশ্মীর-দেশাধিপতি। তিনি সিংহল দেশাধিপতি বিক্রমবেতাল নামক রাজার পরম বন্ধু ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৮।

শ্ব-দংষ্ট্রা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শ্বনচিত্র—রন্তিদেব দেখ।

শ্বপতি—দানবপতি বিপ্রচিত্তির অনুচর অন্যতম দৈত্য। ব্রহ্মপু-২১৩।

শ্বফল্ক—(১) যদুবংশীয় বৃষ্ণির তনয়। শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর। ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানে ব্যাধি-ভয় বা অনাবৃষ্টির ভয় থাকিত না। কোন সময়ে কাশীরাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, কাশীরাজ শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে লইয়া যান। তৎফলে কাশীরাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কাশিরাজের কন্যা গান্দিনী শ্বফল্কের পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। গরু-পু-১৪৩। কূর্ম্ম-পু-২৪। (২) শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে সুতার নামে এক কন্যা ও কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রগণের নাম—অক্রূর, উপমদ্গু, মৃদর, বিশরি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্মা, বান্ধমোজা, অবাহ ও প্রতিবাহ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৩) ভাগবত মতে ঐ পুত্রদের নাম—(৯স্ক-২৪)—অক্রূর, অঙ্গদ, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুধর্ম্ম, সারমেয়, ক্ষত্রপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহু। এতদ্ভিন্ন সুচারা নাম্নী এক কন্যাও জন্মিয়া ছিল। (৪) ব্রহ্মপুরাণ মতে (১৪শ অঃ) ঐ পুত্র কন্যাদের নাম—উপমদ্গু, মদ্গু, মেদুর, অরিমেজয়, অরিক্ষিত, আক্ষেপ শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষা, অন্ধকরুক্, আবহ ও প্রতিবাহু এই চৌদ্দজন পুত্র এবং সুন্দরী নামে এক কন্যা। (৫) আবার ঐ ব্রহ্মপুরাণেই অন্যত্র আছে, শ্বফল্কের অক্রূর ভিন্ন উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দ্দন, অরিক্ষেপ, উপেক্ষ, শত্রুহা,

অরিমেজয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধর্ম্মা, গৃধ্র-ভোজান্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহু নামে কতিপয় পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মপু-১৬। (৬) শ্বফল্কের পুত্রদের নাম—উপমঙ্গু, মঙ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, সৃষ্টচয়, বর্গমোচ, আবহ ও প্রতিবাহু। বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

শ্বভ্র—পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৫। উশীনর ও বসুদেব দেখ।

শ্বসন—অষ্ট মারুতের অন্যতম। পদ্ম-উত্ত-৫। অপান দেখ।

শ্বাপদ—(১) পৃথিবীর নিম্নভাগে প্রথমতলনিবাসী অন্যতম দানব। বায়ু-৫০। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রধার গর্ভে শ্বাপদ-গণ জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

শ্বাবক—ইন্দ্র শ্বাবককে অনার্য্য দস্যুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৩।১২।

শ্বাবশ্ব—পরশ্রবা, ঋচীক ও শিখণ্ডী দেখ।

শ্বাসা—অষ্টবসুর অন্যতম অনিল শ্বাসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

শ্বিত্রা—শ্বৈত্রেয় দেখ।

শ্বেত—(১) জনৈক বানরদলপতি। তিনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০। (২) সুদেব নামক এক ত্রিভুবন বিখ্যাত নরপতির অন্যতম পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্বেত নরপতি নিজের আয়ুর পরিমাণ কাল জ্ঞাত ছিলেন। কালক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আয়ু বিগতপ্রায় হইয়াছে, তখন তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন এবং তথায় তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তিনি ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা পীড়িত হইতে লাগিলেন। তাহাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিলেন ও তাঁহার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে শ্বেতরাজ তপস্যা করিবার সময়ে কেবল নিজ শরীরেরই পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কিছু দান করেন নাই। বপন না করিলে কখনও ফল উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়াও তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইতেছেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা বিধান দিলেন যে, শ্বেত নরপতিকে নিজ শব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে। দীর্ঘকাল পরে

মহর্ষি অগস্ত্যের কৃপায় তাঁহার মুক্তি হইবে। তদবধি শ্বেত-নরপতি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যে গমন করিয়া নিজ শব-মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। ব্রহ্ম-বরে শবের ভক্ষিত অংশ পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করিত। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে শ্বেতনরপতিকে শবমাংস ভক্ষণ করিতে দর্শন করেন। তিনি উহার কারণ জানিতে চাহিলে শ্বেত-নরপতি নিজ বিবরণ কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য শ্বেত-নরপতির নিকট হইতে নানা মূল্যবান উপহারাদি গ্রহণ করিলে, শ্বেত-নরপতি মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ-নাগ-১০৩। রামা-উত্ত-৯০, ৯১। পদ্ম-সৃ-৩৬। (৩) শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৪) শাল্মলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানের অন্যতম পুত্র। বপুষ্মান জীমূত ও বৈদ্যুত দেখ। (৫) শ্বেতবরাহ কল্পে ব্রহ্মা হইতে শ্বেত নামক এক মহামুনি জন্মলাভ করেন। শ্বেত মুনি ও ব্রহ্ম-দেহজাত তাঁহার পূর্ব্বজ মুনিগণ সহস্র বৎসর পাশুপাত যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাময় দেহে ধর্ম্মোপদেশে ব্যপৃত থাকিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেহেই বিলীন হন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১), নন্দন ও বিশ্বনন্দ দেখ। (৬) শ্বেত নামক এক শিবভক্ত মুনি ছিলেন। যম তাঁহাকে স্বপুরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় শিব যমকে ভস্ম করেন এবং শ্বেত মুনিকে গাণপত্য পদ প্রদান করেন। সৌর-৬৯। লি-পূ-৩০। (৭) রাক্ষস বিশেষ। সে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করে। বিশ্বাবসু দেখ। (৮) দেবজনী দেখ। (৯) সুনয় দেখ। (১০) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কদ্রু দেখ। (১১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। চৈত্র, কাব্য ও তামস মনু দেখ। (১২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (১৩) রাজর্ষি শ্বেত বিশ্বজিৎ নামক এক যজ্ঞ করেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। রাজর্ষি ও রন্তিদেব দেখ। (১৪) যদুবংশীয় ধৃতির পুত্র। শ্বেতের তনয় বিশ্বসহ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৫) পরাশরের বংশে উৎপন্ন একজন ঋষি। লি-পূ-৬৩। (১৬) সত্যযুগে শ্বেত নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে অকালে কালগ্রাসে পতিত এক ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপু-৫৯। (১৭) ইলাবৃত বর্ষে শ্বেত নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে তাহা জ্ঞাপন করি-

লেন। বশিষ্ঠ মুনি অপরপক্ষে শ্বেত নরপতিকে অন্নদান করিতে পরামর্শ দিলেন। শ্বেতরাজ সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি পরে রাজ্য জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে বহু সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মহার্ঘ দ্রব্যসমূহ দান করেন। কালক্রমে শ্বেত নরপতি কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। তথায় এক দিবস তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্বেত নামক পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক নিজেরই ভস্মীভূত অস্থি লেহন করিতে লাগিলেন। একদিন বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিনীতাশ্ব নরপতির ন্যায় প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে আহার্য্য দান করিতে বলিলেন। শ্বেতরাজ বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে তদ্রূপ করিয়া মুক্তি লাভপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। বরা-৯৯-১০২। (১৮) বরাহ কল্পের প্রথম দ্বাপরে মহাদেব শ্বেত নামে শিখাযুক্ত মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিত নামে চারিজন শিবভক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য ছিল। অনত্র বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরেও মহাদেব শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। মহর্ষি তৃণবিন্দু তখন ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন শিবাবতার শ্বেতের উষিজ, বৃহদুক্থ, দেবল ও কবি নামে চারিটি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩। লিঙ্গপুরাণ মতে ঐ পুত্র চতুষ্টয়ের নাম উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি। শ্বেত হিমালয় পর্ব্বতে কালকে জরাগ্রস্ত করেন। সেইজন্য সেই পর্ব্বত কালঞ্জর নামে খ্যাত। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লিঙ্গ-পূ-২৪। শিব-বায়-উত্ত-১০। (১৯) শ্বেত নামে একজন দানব রসাতলে বাস করিত। দেবীপু-৮২। (২০) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (২১) তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

শ্বেতকর্ণ—পাণ্ডু-বংশীয় এক নরপতি। হরি-হরি-১৮৫। ব্রহ্মপু-১৩। অজপার্শ্ব দেখ।

শ্বেতকি—একজন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অতিশয় যজ্ঞ সম্পাদন প্রিয় ছিলেন। তিনি এত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন যে ঋত্বিকগণ ক্লান্ত হইয়া তাঁহার যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তখন মহারাজ শ্বেতকি ঐ ঋত্বিকগণের পরামর্শে মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্র সাধন সহ মহাদেবের আরাধনা করিলে, শঙ্কর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শ্বেতকি শিবকে ঋত্বিকরূপে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। শিব প্রথমে সম্মত হইলেন না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে শ্বেতকিকে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্ম-

চর্য্য পালন করিতে বলিলেন। শ্বেতকি তাহাতেই সম্মত হইয়া দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পুনরায় শিবকে তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে, যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করা ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য। তজ্জন্ত তিনি দুর্ব্বাসাকে শ্বেতকির যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে বলিলেন। মহাদেবের আদেশে দুর্ব্বাসা সেই মত করিলে শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই শ্বেতকি রাজার যজ্ঞেই ঘৃত আহার করিয়া হুতাশনের অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়। পরে তিনি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া রোগ মুক্ত হন। মহাভা-আদি-২২৩।

শ্বেতকেতু—(১) মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। তিনি তাঁহার মাতাকে পিতার সম্মতিতেই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, তদবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে, তাহারা উভয়েই ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে। মহাভা-আদি-১২২। (২) মহর্ষি অরুণের পুত্র আরুণ। এই আরুণের তনয় শ্বেতকেতু। তিনি আরুণেয় বলিয়াও খ্যাত। শ্বেতকেতু মহর্ষি প্রবাহণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লাভ করেন। ছান্দো-৫ম-অঃ, ৩য়-খ। (৩) পুরুবংশীয় সেনজিতের অন্যতম পুত্র। সেনজিৎ দেখ। (৪) উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু একবার ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। মহাভা-অনুশা-৫৭। (৫) মহর্ষি শ্বেতকেতু উত্তরদিকে বাস করিতেন। লোমহর্ষণ দেখ। (৬) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্বেতকেতু নামে একজন রাজর্ষি প্রভাসক্ষেত্রে শিবের আরাধনা করিয়া তথায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪০। (৭) শ্বেতকেতু রাজার যজ্ঞে ঘৃতপান করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। শ্বেতকি দেখ। (৮) শুক্লায়ন ও লাঙ্গলী দেখ।

শ্বেতদেব—শ্বেতবরাহকল্পে মহাদেব ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি শ্বেতদেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। ব্রহ্মা (৪১) দেখ।

শ্বেতবক্ত্র—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাপতি। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৯।

শ্বেতবাহন—(১) যদুবংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র। রাজাধিদেব দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ

শ্বেতভদ্র—(১) পাতাল নিবাসী অন্যতম রাক্ষস। দেবীপু-৩। (২) অন্যতম যক্ষ। তিনি কুবেরের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১০।

শ্বেতমাধব—শ্বেত নরপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। ব্রহ্মপু-৫৯। শ্বেত দেখ।

শ্বেতমালী—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক জয়ন্ত নায়কের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহাহনু দেখ।

শ্বেতমূর্দ্ধা—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক নায়ক জয়ন্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহাহনু দেখ।

শ্বেতলোহিত—শ্বেত নামক শিবাব-তারের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। শ্বেত দেখ।

শ্বেতশিখ—শ্বেত নাম শিবাব-তারের অন্যতম শিষ্য। শ্বেত দেখ।

শ্বেতশিখণ্ডি—শ্বেত নামক শিবাব-তারের অন্যতম শিষ্য। লি-পু-৭।

শ্বেতসম্প্লুত—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকা-পুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষক উন্মত্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মন্মত্তক দেখ।

শ্বেতসিদ্ধ—(১) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনা-তি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভুত-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

শ্বেতা—(১) কদ্রুর গর্ভজাত দশ কন্যার অন্যতমা। শ্বেতা হইতে কতি-পয় ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মে। বায়ু-৬৯। মহাভা-আদি-৬৬। কশ্যপ ও ক্রোধ দেখ। (২) যদুবংশীয় সুনয়ের কন্যা। সুনয় দেখ। (৩) শৈব্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৪) রজঃ-প্রকৃতি অপরা দেবীগণের অন্যতমা। দেবীপু-৫০। ব্রাহ্মী দেখ। (৫) দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-৯৮, ৯৯। (৬) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৭) দেব সেনাপতি স্কন্দের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

শ্বেতানন—স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে বেত্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শ্বেতাননকে প্রদান করে। বাম-৫৭।

শ্বেতাশ্ব—শিবাবতার শ্বেতের শিষ্য। বায়ু-২৩। শ্বেত দেখ।

শ্বেতাশ্বতর—এক জন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি। তিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ আশ্রমীদিগের নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্বেত-ভূমিকা।

শ্বেতাস্য—নামান্তর শ্বেতাশ্ব। শ্বেত দেখ।

শৈত্রেয়—শ্বিত্রা নাম্নী নারীর পুত্র মহর্ষি শৈত্রেয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৩৩।১৪।

শৈয়ূর—ঋগ্বেদোক্ত জনৈক মহর্ষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪০।৮

শ্মশ্রুল—একজন শিবানুচর। শিবজ্ঞান-৩৩।

শ্যাকার—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শ্যাব—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ছিলেন বলিয়া বিবাহ করিতে পারেন নাই। অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করেন। ঋক্-১।১১৭।৮

শ্যাবাশ্ব—(১) অত্রি-বংশীয় মহর্ষি শ্যাবাশ্ব ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মরুৎগণেরই স্তব করিয়া অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। তদ্ভিন্ন অগ্নি ও অন্যান্যদেবতাদির স্তব করিয়াও কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৫২ হইতে ৫।৬৯। (২) শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়নাচার্য্য একটি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্যাবাশ্বের পিতা অর্চনানা ঋষি একবার দর্ভ-তনয় রাজা রথবীতির যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত হন। শ্যাবাশ্বও ঐ যজ্ঞকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত ছিলেন। অর্চনানা রথবীতির কন্যাকে পুত্র শ্যাবাশ্বের পত্নীরূপে রাজসমীপে প্রার্থনা করেন। কিন্তু রথবীতির মহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সকল কন্যারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এস্থলে শ্যাবাশ্ব যখন ঋষি নহেন, তখন তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহ সম্ভব নহে। শ্যাবাশ্ব তাহা শুনিয়া রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তিনি একবার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা তরন্ত (তরণ্ড)ও তাঁহার মহিষী শশীয়সীর নিকট হইতে গোযূথ, আভরণ ও বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করেন। অনন্তর শ্যাবাশ্ব শশীয়সীর পরামর্শে তাঁহার অনুজ রাজা পুরুমীঢ়ের নিকট গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি মরুদ্‌গণের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাদের স্তব করেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করেন। তদবধি তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইলেন। অতঃপর ঋষি শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। ঋক্-৫।৬১ টীকা (২) অত্রি বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ। (৩) শিখণ্ডি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ ৫২। লিঃ পু-২৪। শিখণ্ডী দেখ।

শ্যাম—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ। (২) শূরের অন্যতম পুত্র শমীক। শমীকের চারি পুত্রের অন্যতম শ্যাম। তিনি অপুত্রক ছিলেন মৎ-৪৬। (৩) শূরের অন্যতম পুত্র শ্যামের সুমিত্র ও শমীক নামে দুই তনয় ছিল। তন্মধ্যে শমীক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৪ ব্রহ্মপু-১৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদুবংশে শ্যাম, বিরজা, সৃঞ্জিম প্রভৃতি কতিপয় রাজা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যাম অপুত্রক অবস্থায় বনগমন করিয়া, রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র শ্যাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৬) বভ্রু-তনয় ভোজের অন্যতম পুত্র শ্যাম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অমৃতকাঞ্চি ও ভোজ দেখ। (৭) পরাশর-গোত্রজাত অন্যতম ঋষি। লি-পু-৬৩। (৮) যমের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯। যম ও শবল দেখ। (৯) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দিক্‌রক্ষাকারী দেবতা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

শ্যামক—নামান্তর শ্যাম। শ্যাম দেখ।

শ্যামবান্—অত্রির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। অর্দ্ধিসন দেখ।

শ্যামবালা—ভদ্রশ্রবা নামক রাজার কন্যা। একবার তাঁহার মাতা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীদেবীকে অপমান করিয়া গৃহবহিস্কৃত করিয়া দেন। সেই পাপের ফলে রাজা ভদ্রশ্রবার সর্ব্বস্ব হৃত হয়। শ্যামবালা সেই ছদ্মবেশিনী কমলার নিকট এক ব্রতের বিবরণ শুনিয়া, তাহা সম্পাদন করেন। পরে কন্যা শ্যামবালার পুণ্যফলেই রাজা ভদ্রশ্রবা নিজ সম্পত্তি পুনরায় লাভ করেন। পদ্ম-ব্রহ্ম-১১। পদ্ম-স্বর্গ-৪২।

শ্যামবি—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

শ্যামল—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদিক রক্ষক দ্বারপাল উন্মত্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মন্বন্তক দেখ।

শ্যামলা—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্যতমা গোপী। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

শ্যামা—(১) সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলে, শিব তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাহাতে দেবীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তখন তিনি মনস্থ করিলেন যে, নিজ পিতা দক্ষ ও পতি শিব উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিজ লীলায় স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন এবং পরে পুনরায় শম্ভুর প্রার্থনায় হিমালয় সুতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহারই পত্নী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দেবী অতি

ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি লম্বকেশা, লোলজিহ্বা, দিগম্বরা, মুণ্ডমালা-

শোভিতা, চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা ও ঘোর-রাবা। দেবী ঐরূপ ভীষণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শম্ভু অতিমাত্রায় ভীত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে পলায়ন করিবার মানসে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে লাগিলেন। দেবী শম্ভুকে পলায়নপর দেখিয়া অট্ট-হাস্য পূর্ব্বক "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ" বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে নিঃশঙ্ক না হইয়া ধাবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবী শঙ্করের ভীতিবিহ্বল ভাব দেখিয়া কৃপাপরবশ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দশবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দশদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধাবনপর শঙ্কর যেদিকে গমন করেন, সেইদিকেই ভীমা দেবীকে দেখিতে পান। অবশেষে আর গমন করিবার কোনও পথ না পাইয়া, তিনি ভয়ে নয়ন নিমীলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই হাস্যমুখী, দিগম্বরা ভীমা বিশালনয়না শ্যামাকে দক্ষিণ মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তখন তিনি সশঙ্কচিত্তে তাঁহার পরিচয় ও সতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী তখন নিজ পরিচয় প্রদান করিলে, শিব তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তিনিই আদ্যা সূক্ষ্মা প্রকৃতি, ও সৃষ্টি-সংহারকারিণী। শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্যই তিনি গৌরাঙ্গী হইয়াছিলেন। আবার দক্ষ-যজ্ঞ নাশের জন্যই তিনি ভীষণরূপ-ধারিণী হইয়াছেন। দশদিকে যে দশটি ভীষণা মূর্ত্তি শিব দেখিতেছিলেন, সে সমুদয় তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। এই কথা বলিয়া দেবী শঙ্করের প্রার্থনায় দশ দিকে অবস্থিতা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য গমন করিলেন। শ্রীমহাভা-৮। সতী দেখ। (২) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) মেরুর অন্যতমা কন্যা। জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কুরু তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। রম্য ও আগ্নিধ্র দেখ।

শ্যামায়ন—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মরণ দেখ।

শ্যামায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬ মধুরাবহ দেখ।

শ্যামিকা—রাক্ষসরাজ মাল্যবানের

কন্যা রাকা, হইতে ত্রিশিরা, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ও শ্যামিকা নামে এক কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। রাকা দেখ।

শ্যামোদর—একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

শ্যায়ন—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ।

শ্যেন—(১) দক্ষের কন্যা তাম্রা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কন্যা শ্যেনীর গর্ভে শ্যেনগণ-জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। মহাভা-আদি-৬৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা ১৪। (২) যম-দুহিতা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে শকুনি প্রভৃতি আট তনয় জন্মে। শকুনির শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্র ও উলূক এই পাচ সন্তান জন্মে। মৃত্যু শ্যেনকে নিজ অনুচররূপে গ্রহণ করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ। (৩) ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের …বিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য বামদেব ঋষি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। [illegible]-৪।২৭।৪।

শ্যেনগামী—রাক্ষস-সেনাপতি খরের একজন অনুচর রাক্ষস বীর। দণ্ডকারণ্যে সে রাম-হস্তে নিহত হয়। রামা-[illegible]-২৩, ২৬।

শ্যেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কৃশাশ্বের তনয়। তাঁহার তনয় যুবনাশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (২) যুধিষ্ঠির আত্মীয় বন্ধুদিগের শোকে একান্ত অধীর হইয়া যখন ভীষ্মের সমীপে কাতরভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁহাকে শ্যেনজিৎ রাজার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, শোকাপনোদনে চেষ্টিত হন। মহাভা-শান্তি-২৫,১৭৪।

শ্যেনভদ্র—চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণের অন্যতম দেবতা শ্যেনভদ্র ছিলেন। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। মহাসত্ব দেখ।

শ্যেনী—(১) তাম্রার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। রামা-আরণ্য-১৪। ভাগ-৬ষ্ঠ-৬। তাম্রা ও কশ্যপ দেখ। (২) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

শ্রদ্ধা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা, ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। শ্রদ্ধার গর্ভে কাম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪র্থ-১। বিষ্ণু-১ম-৭। দক্ষ (৯) ও ধর্ম্ম (১৭) দেখ। (২) শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৪র্থ-১। (৩) শ্রদ্ধার গর্ভে সহিষ্ণু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইজন বৈরাগ্যের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৫) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যার নাম ছিল শ্রদ্ধা। ব্রহ্মপু-১০২। সাবিত্রী দেখ। (৬) দেবী সরস্বতীর অন্যতমা শক্তি। সরস্বতী দেখ। (৭) বিবস্বান-তনয় শ্রাদ্ধদেবমনুর পত্নী শ্রদ্ধা।

শ্রাদ্ধদেবমনু দেখ। (৮) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৫। (৯) ব্রহ্মার প্রার্থনায় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিধারী মহাদেব আপনার অনুরূপা পত্নীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই পরমাত্মার দেহাংশজাতা পত্নীই তাঁহার পুরাতন প্রণয়িনী। সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পু-৯৯। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বর-শক্তি। শক্তি দেখ। (১১) তন্ত্রোক্ত ষোড়শ কামকলার অন্যতমা। ভূতি দেখ। (১২) দেবী সাবিত্রী কপাল-মোচন তীর্থে শ্রদ্ধাদেবী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

শ্রব—বিশ্বদেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬, ৭৬। বিশ্বদেবগণ দেখ।

শ্রবণ—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। অক্রূর ও বর্জ্জভূমি দেখ। (২) গৌতম নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। গৌতম দেখ। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শ্রাবণ। লি-পু-২৪। কূর্ম্ম-পু-৫২। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৩) মুর নামক দৈত্যের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৫৯। তাম্র দেখ। (৪) কুরু-জাঙ্গল দেশনিবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কুরণ্ঠক একবার এক পথিকের কূপমগ্ন গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। তাঁহারা অতি অনাচারী গর্ব্বিত ছিলেন। সেই জন্য মরণান্তে যথাক্রমে গ্রাম্যবায়স ও কালসর্পরূপে জন্মলাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে গাভীর উদ্ধার-সাধন জনিত পুণ্যফলে কাশীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২। কুরণ্ঠক দেখ। (৫) জনৈক অন্ধমুনি। রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে যাইয়া, তাঁহার পুত্র শ্রবণকে মৃগবোধে বধ করেন। ব্রহ্মপু-১২৩।

শ্রবণা—(১) যদুবংশীয় বিখ্যাত অক্রূরের ভ্রাতা চিত্রক। তাঁহার অন্যতমা কন্যার নাম শ্রবণা। চিত্রক, অরিষ্টনেমী, অশ্ববাহু, অশ্বগ্রীব ও পৃথু (৮), (১৯) ও (২৭) দেখ। (২) চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীর অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) ভজমান-বংশীয় রাজাধিদেবের অন্যতমা কন্যা। ব্রহ্মপু-১৬। হরি-হরি-৩৮। রাজাধিদেব দেখ।

শ্রবস—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

শ্রবা—(১) প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হবি-হরি-৭। ঋচীক (৬) দেখ। (২) ভার্গব-বংশীয় দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৯, ৯২। অজ (২) দেখ। (৩) বীতহব্য বংশীয় সন্তের পুত্র। শ্রবার পুত্র তম। মহাভা-অনুশা-৩০।

শ্রবিষ্ঠ, শ্রবিষ্ঠক—(১) গৌতমের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। লি-২৪। গৌতম (২০) ও শ্রবণ (২) দেখ। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতমা কন্যা। শ্রবণা দেখ।

(৩) রাজাধিদেবের অন্যতমা কন্যা। রাজাধিদেব দেখ।

শ্রম—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপের এক পুত্র। হরি-হরি-৩। অগ্নি- ১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৬। সৌর-২৮। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। গরু-পূ-৬। আপ দেখ। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অয়ের চারি পুত্রের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অয় দেখ।

শ্রমদাগেপি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগ-বিত্তি দেখ।

শ্রমণী—পম্পানদীর তীরে মতঙ্গ মুনির শিষ্যদিগের এক আশ্রম ছিল। শ্রমণী নাম্নী এক শবরী তাঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন। তিনি শবরী নামেও বিখ্যাতা ছিলেন। রাম ও লক্ষ্ণণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে শবরীর আশ্রমে উপনীত হইলে, শবরী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় তিনি জীবনধারণ অনাবশ্যক বিবেচনায় অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। রামা-আরণ্য-৭৩, ৭৪।

শ্রমর—দানবপতি বলির অন্যতম অনুচর। ব্রহ্মপু-২১৩।

শ্রমিষ্ঠা—যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতমা কন্যা। মৎ-৩৫। বর্জ্জভূমী দেখ।

শ্রাদ্ধ—(১) সূর্য্য হইতে সংজ্ঞা-দেবীর গর্ভে শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈবস্বত মনুর অনুজ। শিব-ধর্ম্ম-৫৯। বায়ু-৮৪। ব্রহ্মপু-৬। (২) বিবস্বান-তনয় বৈবস্বত মনুই শ্রাদ্ধদেব মনু বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৪। অগ্নি-১৫০। কূর্ম্ম-পূ-৫০। দেবীভা-১০স্ক-১০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের প্রথমে এক তনয় জন্মে। তিনিই সপ্তম বৈবস্বত মনু। তাঁহার নামান্তর শ্রাদ্ধদেব। ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে পরে সূর্য্যের আর এক তনয় জন্মে। তিনি সাবর্ণি মনু নামে পরিচিত। বিষ্ণু-৩য়-১। বৈবস্বত মনু দেখ। (৪) সূর্য্য-তনয় শ্রাদ্ধদেব মনু। তাঁহার তনয় ইক্ষ্বাকু (নামান্তর পটু)। বৃহদ্ধ-মধ্য ১৮, ২৯। (৫) যদুবংশীয় নিবর্ত্তের অন্যতম তনয় শ্রাদ্ধ। বায়ু-৯৬। নিবর্ত্ত দেখ।

শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ—পিতামহ ব্রহ্মা, শ্রাদ্ধকালে কতিপয় পিতৃগণের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সকল শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব (পিতৃ) গণের নাম—বল, ধৃতি, বিপাপমা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পাষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান কৃত, জীতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা,

ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরস্কী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুৎবর্চ্চা, সমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণিনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর. মহাভা-অনুশা-৯১।

শ্রাদ্ধহা—কশ্যপ হইতে দনায়ুষার গর্ভে বিষ নামে এক তনয় জন্মে। বিষের ক্রূরকর্ম্মা চারিটি তনয় জন্মে। তাহাদের নাম শ্রাদ্ধহা, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা ও পশুহা। বায়ু-৬৮।

শ্রান্ত—শ্রম, আপ ও অয় দেখ।

শ্রাব—ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাশ্ব রাজার পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রাবস্ত। শিব-ধর্ম্ম-৬০। শ্রাবস্ত দেখ।

শ্রাবণ—শ্রবণ (২) দেখ।

শ্রাবস্ত—(১) ইক্ষাকু-বংশীয় যুবনাশ্ব রাজার পুত্র। তিনি গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র বৃহদশ্ব। মৎ-১২। হরি-হরি-১১। অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯স্ক-৬। ব্রহ্মপু-১৪২। গরু-পু-১৪২। যুবনাশ্ব, শ্রাব ও শ্রাবস্তি দেখ।

শ্রাবস্তি—(১) শ্রাবস্তী-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা যুবনাশ্ব-তনয়. শ্রাবস্ত কোনও কোনও পুরাণে শ্রাবস্তি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। কূর্ম্ম-পূ-২০। এই শ্রাবস্তির পুত্র কুবলয় (সোর-৩০); বংশক (লিঃ-পূ-৬৫)।

শ্রাবিষ্ঠায়ন—পরাশর (৭১২ পৃঃ) ও উপয় দেখ। মৎ-২০১।

শ্রাহুক—ভোজ-বংশীয় অভিজিতের পুত্র। ব্রহ্মপু-১৫। অভিজিৎ দেখ।

শ্রী—(১) দক্ষকন্যা লক্ষ্মীরই নামান্তর। মার্ক ৫০, ৫২। লক্ষ্মী দেখ। (২) ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-৯। খ্যাতি দেখ। (৩) সাতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজায় ভুবনেশ্বরী যন্ত্রের অগ্নিকোণে শ্রী দেবীর পূজা কর্ত্তব্য। তন্ত্রঃ-১৬৫ পৃঃ। (৫) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা শক্তি। দেবী মহা-লক্ষ্মীর পূজার সংশ্রবে তাঁহাদেরও পূজা বিধেয়। তন্ত্র-২২৪ পৃঃ। (৬) ভদ্রকালী দেখ। (৭) উত্তমাদেবীগণের অন্তর্গ- অন্যতমা দেবী। দেবাপু-৫০। [illegible] দেখ

শ্রীকণ্ঠ—(১) মহাদেবের এক নাম (২) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ। [illegible] একজন পাশুপত-ব্রতধারী তাপস স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪।

শ্রীধারী—সীতার অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। সীতা দেখ।

শ্রীকালী—সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ—(১) যদুবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি বসুদেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামেই অধিক পরিচিত। এই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলরাম উভয়ে একত্র নারায়ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন এবং উভয়ে একত্রে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন। এই রাম ও কৃষ্ণ একত্র ভগবানের (বিষ্ণুর) ঊনবিংশ অবতার (ভাগ-১স্ক-৩)। মতান্তরে রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণ যথাক্রমে ভগবানের ঊনবিংশ ও বিংশ অবতার। (গরু-পূ-১)। কল্কিপুরাণে (২য়-৩অঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যথাকালে বিষ্ণুর সপ্তম ও অষ্টম অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। গর্গ-সংহিতাতে (গোল-১) ভগবান বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পিত হইয়াছে। প্রথম মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভগবানের অংশাংশাবতার। ব্রহ্মাদি-দেবগণ অংশাবতার। কপিল, কূর্ম্ম প্রভৃতি কলাবতার। পরশুরাম আবেশাবতার। নৃসিংহ, দাশরথি রাম, নরনারায়ণ ইহাঁরা পূর্ণাবতার আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

(২) ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত ঝটিকাপূর্ণ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন দেবকীর খুল্লতাত পুত্র কংস তাঁহাদের রথের সারথি হইয়া রথ চালনা করিতেছিলেন। তখন এক আকাশবাণী হইল —"রে অবোধ কংস! তুমি যাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, তাঁহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বিনাশ করিবে।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। বসুদেব এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কংসকে বলিলেন, "এই দৈববাণী মতে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানই তোমার অনিষ্ট করিবে। সুতরাং দেবকী হইতে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি দেবকীর প্রাণসংহার করিও না। তৎপরিবর্ত্তে আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" তখন কংস তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে দেবকী কীর্ত্তিমান্ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে বসুদেব সেই পুত্রকে কংসের

হস্তে সমর্পণ করিলেন। কংস এই সন্তানের কোনও অনিষ্ট না করিয়া বসুদেবকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন "এই সন্তান হইতে আমার কোনও আশঙ্কা নাই। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই আমাকে বিনাশ করিবে।" ইতিমধ্যে নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস এক কথা শুনিয়া বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত সাতটি সন্তানকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাকেও কংস বধ করিতে দ্বিধা করিবেন না জানিয়া, বসুদেব সেই ঝটিকাপূর্ণ রাত্রে শিশুকে লইয়া যমুনার অপর পারে ব্রজপুরে গমন করেন। তথায় সেই রাত্রিতে নন্দগোপের পত্নী যশোদা এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব নিজ পুত্রকে যশোদার পার্শ্বে, সেই কন্যার স্থানে স্থাপন করিয়া, সেই কন্যাকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। যথাকালে কংস সংবাদ পাইয়া কারাগৃহে আগমনপূর্ব্বক, সেই কন্যাকে বধ করেন। দেবকী অতি কাতরভাবে ভ্রাতার নিকট কন্যার প্রাণভিক্ষা করেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কংস তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই শিশু কন্যাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিতে গেলেন। হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া, সেইকন্যা ভূতলে পতিত না হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং কংসকে বলিলেন যে, "তোমার বিনাশকারী অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নির্দ্দোষ শিশুদিগকে আর হত্যা করিও না"। এই কথা বলিয়া আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন। ভাগ-১০স্ক-৫, ৬। লি-পূ-১০৭। যোগমায়া ও কংস দেখ।

(৩) ভূভার হরণ করিবার জন্য বসুন্ধরার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসের ভগিনী (দেবকের কন্যা) দেবকীকে বিবাহ করিয়া, যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন কংসও তাঁহাদের সহিত আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক দৈববাণী হইল, "হে কংস, তুমি আনন্দিত হইতেছ কেন? ইহা সত্য জানিও যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব অনেক অনুরোধ করিয়া এবং পরিশেষে দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। যথাকালে সত্যরক্ষার্থ বসুদেব দেবকীর

গর্ভজাত ছয় সন্তানকেই কংসহস্তে সমর্পণ করেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করেন। সপ্তমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, প্রসবের পূর্ব্বে সেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলেন। বস্তুতঃ সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করিয়া মায়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন এবং রোহিণী যথাকালে সেই সন্তান প্রসব করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। ইহার পর অষ্টমবারে দেবকী গর্ভবতী হইলে, কংস বিশেষ ভাবে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। যথাকালে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই রাত্রিতে অতি দুর্য্যোগ হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব প্রহরীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া নন্দের আলয়ে গমনপূর্ব্বক নন্দপত্নী যশোদার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া যশোদার সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে আনয়ন করিয়া দেবকীর অঙ্কে স্থাপন কবিলেন। সেই কন্যার ক্রন্দনে জাগ্রত হইয়া প্রহরীগণ কংসকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ প্রদান করিল। কংস শ্রবণমাত্র আগমন করিয়া দেবকী ও বসুদেবের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পুনরায় এক দৈববাণী হইল, "রে মূঢ় কংস! বিধাতার লীলা বুঝিতে অক্ষম। তুমি কাহাকে বধ করিতেছ? তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি অন্য এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া কংস সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭। (৪) কংসাদি অসুর-গণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণের অংশ সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ মহীতলে আগমন করিয়া, কংসকে এই সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, বসু-দেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে বধ করিবে। কংস তদবধি দেবকী ও বসুদেবকে প্রহরীবেষ্টিত আলয়ে স্থাপন করিলেন। কালনেমীর পুত্র হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপু-মর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা এই ছয় জন ষড়-গর্ভ নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন। (হরি-হরি-৫৭)। দেবকী সপ্তমবার গর্ভ ধারণ করিলে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণী গর্ভে স্থাপন করিলেন। যথা-কালে রোহিণী বলরামকে প্রসব করি-লেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল। অবশেষে যথাকালে দেবকী অষ্টমবার গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই সময়েই নন্দঘোষের পত্নী যশোদাও গর্ভবতী হইলেন এবং ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিশীথরাত্রে উভয়েই সন্তান প্রসব করিলেন। দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু

কৃষ্ণরূপে এবং যশোদার গর্ভে যোগমায়া কন্যারূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই রাত্রিতে ঘোর শীলাবৃষ্টি হইতেছিল। সেই সময়েই কংসভয়ে ভীত বসুদেব নিজ সন্তানকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক নন্দ-ভবনে গমন করিয়া, যশোদার অজ্ঞাতে তাঁহার পার্শ্বে কৃষ্ণকে স্থাপন করিলেন, এবং নন্দের কন্যা যোগমায়াকে আনয়ন-পূর্ব্বক, তাঁহাকে দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। পরে বসুদেব কংসকে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কংস সত্বর তথায় আগমন করিয়া সেই যোগমায়াকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই কন্যা বিন্দুমাত্র আহত না হইয়া, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে আকাশপথে চলিয়া গেলেন এবং কংসকে বলিয়া গেলেন, "রে কংস! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমাকে উদ্ভ্রামিত ও শিলাতলে পাতিত করিয়াছ। অতএব তোমার অন্তকালে যখন তদীয় শত্রু তোমাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, আমি সেই সময়ে করদ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া, উষ্ণ শোণিত পান করিব।" কংস তখন দেবকীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তান বধজনিত দুষ্কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে, দেবকী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। হরি-হরি-৫৯। (৫) বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বপুরে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন এক দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনীকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। পরে বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হওয়াতে, কংস দেবকীকে হত্যা করিলেন না। এই সময়ে পৃথিবী দৈত্যদের অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহরির সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং দৈত্যভার নিপীড়িতা বসুন্ধরার দুঃখ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তৎন নিজ কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটনপূর্ব্বক দেবগণকে বলিলেন, তাঁহার ঐ কেশদ্বয়ই ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। তৎপরে তিনি দেবগণকে বলিলেন যে, তাঁহারাও যেন নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পূর্ব্বোৎপন্ন দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করেন। শ্রীহরি আরও বলিলেন যে, বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁহার ঐ কেশ জন্ম-গ্রহণ করিয়া, কংসরূপে জাত কালনেমী দানবকে বধ করিবে। এদিকে পরম্পরায় কংসও নারদের মুখে দেবকীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশভূত তাঁহার নিধনকারী জন্মগ্রহণ করিবেন, জানিতে পারিয়া

দেবকী ও বসুদেবকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বসুদেবও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত দেবকীর গর্ভজাত তাঁহার ছয়টি পুত্রকে একে একে কংসের হাতে সমর্পণ করিলেন এবং কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। অবিদ্যা-স্বরূপিণী বিষ্ণুর মহামায়া দেবী যোগনিদ্রা হরির নির্দ্দেশে দানবপতি হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্রকেই দেবকীর গর্ভে স্থাপন করেন। সেই গর্ভগুলি একে একে কংস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, শেষ নামক হরির অংশ অংশাংশরূপে দেবকীর উদরে সপ্তম গর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। যোগনিদ্রা বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর জঠরে তাঁহাকে সংক্রামিত করেন। তৎপরে শ্রীহরি স্বয়ং দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন। এদিকে দেবী যোগ-নিদ্রাও কালবিলম্ব না করিয়া, ব্রজপুরে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে প্রবেশ করি-লেন। যথাকালে শ্রাবন মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীহরি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আর নবমী তিথিতে নন্দগোপ গর্ভে যোগমায়া জন্ম লাভ করিলেন। বসুদেব সেই রাত্রিতেই যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়া, যশোদা-গর্ভজাত কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক, দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। ক্রমে কংস দেবকীর সন্তান প্রসব সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বসুদেব গৃহে আগমন করিলেন এবং সেই কন্যাকে উভয় হস্তে ধারণপূর্ব্বক বধ করিবার জন্য শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐরূপে নিক্ষিপ্তা কন্যা কংসহস্তচ্যুতা হইয়াই আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সায়ুধ অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎরূপ ধারণপূর্ব্বক সহাস্য বদনে কংসকে বলিলেন, "রে মূঢ়, আমাকে নিক্ষেপ করিলে কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, সেই পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নিজ হিত চিন্তা কর।" এই কথা বলিয়া দিব্য-মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী আকাশমার্গে অন্তর্হিতা হইলেন। বিষ্ণু-৫ম-১৩। (৬) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত বুধবারে, হর্ষণযোগে, অর্দ্ধরাত্রে, অপাপচন্দ্রে, বৃষলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার গলদেশে অক্ষমালা, এবং গাত্র কৌস্তুভ, মণিমালা, সূর্য্য-মণ্ডল সদৃশ নূপুর, অঙ্গদ, মুকুট ও কুণ্ডলে শোভিত। বসুদেব সেই পরম সুন্দর পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং নানারূপে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন দেব শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি পূর্ব্বজন্মে সুতপা ছিলেন, আর আপনার এই পতিব্রতা পত্নী পৃশ্নি ছিলেন। আপ-নারা পুত্রার্থী হইয়া ব্রহ্মাদেশে নির্জ্জলা উপবাসে আমার পরম দিব্য তপস্যা

করেন। এক মন্বন্তরকাল অতীত হইলে আমি প্রীত হইয়া আপনাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলাম। তখন আপনারা মৎ-সদৃশ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, আমি আপনাদের বাসনা পূরণ করিতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলাম। সেই আমি পরমেশ্বর হইয়াও আপনাদের প্রার্থনায় আপনাদিগেব পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। এক্ষণে ভূতলে আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে খ্যাত হইলাম। আমি পরাৎপর হইয়াও আপনার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আপনি এখনই আমাকে লইয়া গিয়া নন্দ-গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসুন। এইরূপ করিলে কংস হইতে আপনার আর ভয়ের কারণ থাকিবে না।" অনন্তর তাঁহারই বাক্যে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দ-গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সে সময়েই নন্দালয়ে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। তখন সমগ্র জগৎ যোগমায়া প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। বসুদেব যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার রক্ষীগণও নিদ্রামগ্ন হইল এবং দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। শৃঙ্খলাদি স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া হইল। তখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকে ধারণ করিয়া নির্গত হইলে, শিশু শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্যুতিতে সকল অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তখন মেঘবর্ষণ হইতেছিল। শেষনাগ ফণাবিস্তার করিয়া বসুদেবের মস্তকে ছত্রের ন্যায় অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা বারণ করিলেন। যমুনা তখন অতিশয় তরঙ্গ ও আবর্ত্তসঙ্কুলা ছিল। কিন্তু বসুদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। বসুদেব নন্দগৃহে গমনপূর্ব্বক যশোদার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, যশোদার পার্শ্বে শয়না যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় যমুনা পার হইয়া নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গর্গ-গোল-১১। (৭) প্রজানাথ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিহারার্থ এই মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের তপোবলেই তিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক, চতুর্ব্বাহু হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীবৎস চিহ্নিত দেব-লক্ষণ-শোভিত সেই দেবদেবকে দেখিয়া বসুদেব ভীত হইয়া তাঁহাকে সেই রূপ সংহরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় দেব শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ সংহার করিলেন। অতঃপর তাঁহারই সম্মতিক্রমে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি নন্দগোপ হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই পুত্রটিকে তুমি সযত্নে রক্ষা কর। ইহাঁ হইতেই দুরাত্মা কংস নিহত হইবে।" ব্রহ্মার অংশজাত মহাত্মা কশ্যপ এবং পৃথিবীর অংশভূতা দেবী অদিতিই ভূতলে

বসুদেব ও দেবকীরূপে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীতে ধর্ম্মবিনষ্টপ্রায় হইলে বিষ্ণু ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অসুরদিগের বিনাশ সাধনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মৎ-৪৬।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল।

(৮) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস যখন জানিতে পারিলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত যে সন্তান তাঁহার নিধনকর্ত্তা হইবে এবং সে অন্যত্র আছে, তখন সেই শিশুকে অনুসন্ধান ও বিনাশ করিবার জন্য, নানাবিধ আয়োজন করেন। তাঁহার আদেশে দূতগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া বহু নির্দ্দোষ শিশুকে বধ করে। (কংস দেখ) কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ দূর না হওয়াতে, কংস পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে এই দুষ্কার্য্যের জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু পূতনা নিজ অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময়ে শিশুকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। (পূতনা দেখ)। অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে নিজের বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে ছিলেন। একবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে চারিদিকে উৎসব আনন্দ হইতেছিল। তখন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানের পর নিদ্রাকাতর দেখিয়া ব্যস্ততাবশতঃ এক শকটের নীচেই শয়ন করাইয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া ক্রন্দন ও হস্তপদাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পদাঘাতে সেই শকট উলটাইয়া গেল এবং সেই শকটের আঘাতে দধি দুগ্ধাদিপূর্ণ বহু ঘট ভগ্নহইয়া বহু পরিমাণে দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেল। পাত্রাদি ভগ্নের শব্দে সকলে আসিলেন এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা অবলোকন করিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশ-পথে পলায়ন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার গলদেশে এরূপ সজোরে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃদেশে উপবেশন করিয়া রহিলেন। ব্রজের অন্যান্য নারীরা তাঁহা দেখিতে পাইয়া যশোদার নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সহিত বালকের দৌরাত্মও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ব্রজবাসী-দিগের গৃহ হইতে দধি, মাখম চুরি করিয়া খাওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। একদিন যশোদার দধির ভাণ্ড ভগ্ন করায় তিনি কুপিত হইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্টে এক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করেন এবং সেই রজ্জুর অপর একপ্রান্ত এক উদুখলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। এই অবস্থায় বালকের দৃষ্টি এক যমলার্জ্জুন বৃক্ষের দিকে পতিত হইল। কৃষ্ণ উদুখল সহ সেই

বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন রজ্জু-সংলগ্ন উদূখলের আঘাতে বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া লোকের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। এদিকে ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইলেন এবং উপনন্দ নামক বয়োবৃদ্ধ গোপের পরামর্শে তাঁহারা ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করিলেন তথায় শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি বক ও বৎস নামক দুই অসুরকে বধ করেন (বকাসুর ও বৎসাসুর ও অঘাসুর দেখ)। ভাগ-৮-১২। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০-১৫। (৯) যমুনার অদূরে একটি হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে কালীয় নামে এক নাগরাজ বাস করিত। সেই কালীয়নাগের ভয়ে কেহই সেই হ্রদের তীরে বাস করিতে পারিত না। কৃষ্ণ সেই হ্রদের তীরস্থিত এক কদম্ব বৃক্ষহইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পতিত হইলেন। প্রথমেই কালীয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ কৌশলে তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে নৃত্য করিতে থাকিলে কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদ প্রহারে রক্তবমন করিতে আরম্ভ করিল এবং বাসুদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। কালীয় সেই মত কার্য্য করিয়া, নিজের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা করে। হরি-হরি-৬৭,৬৮। বিষ্ণু-৫ম-৭। ভাগ-১০স্ক-১৬। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৯। কালীয় দেখ। (১০) একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ভাণ্ডীর বনে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে প্রলম্ব নামক দৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। বলরাম ঐ প্রলম্ব অসুরকে বধ করেন। কোনও সময়ে ব্রজবাসীগণ ইন্দ্র মহোৎসব করিতে প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগেক দ্বারা তৎপরিবর্ত্তে গিরিযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লইলেন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় কুপিত হইয়া সপ্তবাত্র বাবিবর্ষণদ্বারা ব্রজবাসীগণেব অশেষ কষ্ট উৎপাদন করিলেন। কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণেব উপ-কারের জন্য গোবর্দ্ধন নামক গিবিকে বামহস্তে ধারণ কবিয়া, তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণেব ক্ষমতা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাব স্তব কবিতে লাগিলেন। হবি-হরি ৭০-৭৫। বিষ্ণু-৫ম-৯, ১০। ভাগ-১০স্ক-২৪, ২৫। (১১) একদিন শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ সমভিব্যাহারে কোনও

সরোবরতীরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। গোবৎসগণও অদূরে ক্রীড়া করিতেছিল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া বৎসদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণের অন্বেষণে গমন করিলে ব্রহ্মা রাখালগণকেও লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। তখন কৃষ্ণ স্বয়ংই নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, সমুদয় বৎস ও রাখালদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভাগ-১০স্ক-১৩, ১৪। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০, ২০। (১২) ঐ বৃন্দাবনে গোচারণকালেই কৃষ্ণ ও বলরাম ধেনুক নামক এক দানবকে বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-১৫। বিষ্ণু-৫ম-৮। হরি-হরি-৬৯। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২। ধেনুক দেখ। (১৩) একবার হেমন্তকালের প্রথমভাগে গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্রত অনুষ্ঠান একমাস ব্যাপী হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে যমুনাতে স্নান সমাপন করিয়া, তাহারই তীরে শ্রীকৃষ্ণের বালুকাময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুগন্ধি মাল্য নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিতেন। একদিন সেই কুমারীগণ কালিন্দীরে আগমন করিয়া, অন্যান্য দিবসের ন্যায় কূলে বস্ত্র রাখিয়া নগ্ন অবস্থায় জলে অবতরণ করিলেন। ইত্যবসরে কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া তাঁহাদের সমুদয় বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিকটস্থ এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোপীগণ স্নানান্তে তীরে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদের বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কদম্ব বৃক্ষশাখে কৃষ্ণকে উপবিষ্ট ও তাঁহাদের বস্ত্রগুলি লম্বমান দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের বস্ত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন "তোমরা এই বৃক্ষমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর।" গোপকুমারীগণ অনেক অনুনয় করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন না। অগত্যা তদবস্থায়ই তাহারা নিকটে আগমন করিয়া, নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিল। ভাগ-১০স্ক-২২। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ২৭। (১৩) একদিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের (পালক) পিতা নন্দগোপ যমুনাতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় বরুণের এক অনুচর সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বরুণের নিকট লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে উদ্ধার করিবার জন্য বরুণালয়ে উপস্থিত হন। তখন বরুণ নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া নন্দকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নন্দ ব্রজপুরে আসিয়া এই বিবরণ প্রকাশ করিলে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া সকলেরই প্রত্যয় জন্মিল। ভাগ-১০স্ক-২৮।

কোনও সময়ে দেবযাত্রা উপস্থিত হইলে, গোপগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষভযুক্ত শকট আরোহণপূর্ব্বক উপবনে গমন করেন। একটি সর্প তথায় নন্দগোপকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ পাদ দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র সেই সর্প দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল। (ভাগ-১০স্ক-১৩। সুদর্শন দেখ)। অরিষ্ট নামে এক অসুর বৃষাকার ধারণ করিয়া গোপ গোপিনীগণকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য আগমন করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। অরিষ্ট দেখ। ভাগ-১০স্ক-২৮-৩৬। বিষ্ণু-৫ম-১৪। হরি-হরি-৭৭। (১৪) শ্রীকৃষ্ণের এই সকল অত্যদ্ভুত কার্য্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। পরম্পরায় এই সকল ঘটনার বিবরণ কংসেরও কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একদিন নারদ কংসালয়ে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের জন্মসংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা কীর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহার হস্তে কংসের মৃত্যু হইবে। এই সংবাদ পাইয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর কংসের আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া, যাদবগণকে কংসের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন এবং তৎসঙ্গে কংসের দুরভিসন্ধির কথাও প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কংস রাম-কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য, কেশী নামক এক দৈত্যকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কেশীদৈত্য কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। (কেশী দেখ)। যথাকালে রাম ও কৃষ্ণ, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ ও সখাগণের সহিত মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মথুরায় উপস্থিত হইয়া, নগর প্রবেশ করিবার কালে কৃষ্ণ প্রথমেই এক রজককে ধৌত বস্ত্রাদিসহ গমন করিতে দেখিয়া তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক বস্ত্রপ্রদানে অসম্মত হয় এবং কৃষ্ণ প্রভৃতিকে কটূক্তি করে। তাহার এই উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করেন। তৎপরে তিনি বলপূর্ব্বক এক তন্তুবায়ের নিকট হইতে বস্ত্র এবং অপর এক মালাকরের নিকট হইতে অনুলেপন গ্রহণ করিয়া, তাহা অঙ্গে লেপন করিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে ত্রিবক্রা নাম্নী কংসের এক কুব্জা দাসীর সহিত কৃষ্ণের দর্শন ঘটে। কৃষ্ণ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহার নিকট হইতে অনুলেপন গ্রহণ করিয়া তাহার দেহের কুব্জভাব আরোগ্য করেন। তদনন্তর ক্রমে তাঁহারা কংসের আয়ুধাগারে প্রবেশ

করেন এবং কৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রধনুতুল্য এক অতি বৃহদাকার ধনু ভঙ্গ করেন। সেই ধনুর্ভঙ্গের ভীষণ শব্দ কংসের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই কৃষ্ণহস্তে নিহত হইল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কংস এক মল্লক্রীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম সেই সংবাদ পাইয়া মল্লক্রীড়া দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভবনের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক হস্তী তাঁহাদের গতিরোধ করিল। বাসুদেব সেই হস্তীকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে পুচ্ছদেশে ধারণ করিয়া শূন্যে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাতে তাহাকে নিঃশেষ করিলেন। তৎপরে সেই হস্তীর দেহ হইতে তাহার দন্ত ভগ্ন করিয়া লইয়া সেই রক্তাক্ত হস্তিদন্ত হস্তে ধারণপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতা মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কংস কুবলয়াপীড়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কংসানুচর চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় যথাক্রমে বাসুদেব ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। তাঁহারাও নির্ভিকচিত্তে তাহাদের সহিত মল্ল ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মল্লদ্বয় ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে কূট নামক অপর এক দানব বলদেবের সহিত এবং শল ও তোশল নামক দানবদ্বয় কৃষ্ণের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই নিহত হইল। কংস তখন ক্রোধে দিশাহারা হইয়া সমুদয় বাদ্যবাদন নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সমীপবর্ত্তী অনুচরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এই বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। নন্দকে বন্ধন কর। গোপগণের ধন সম্পত্তি হরণ কর। বসুদেব ও অনুচর বর্গের সহিত আমার পিতা উগ্রসেনকে বধ কর।" কংসকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া বাসুদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মঞ্চে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি কংসের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে অদূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহার দেহের উপর স্বয়ং পতিত হইলেন। মধুসূদন কংসের দেহের উপর পতিত হইবামাত্র কংসের প্রাণ সংহার হইল। কংসের নিধন হইলে, কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসানুজগণ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহারাও কৃষ্ণহস্তে

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণ নিজ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন এবং নিজ খুল্লমাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে মথুরাপুরী সমুদয় উৎপাৎ শূন্য হইল। ভাগ-১০স্ক-৩৬-৪৪। বিষ্ণু-৫ম-১৫-২১। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭০-৭৩। হরি-হরি-৭৮-৮৮।

(গ) শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী জীবন।

(১৫) বাসুদেব ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গাচার্য্যের দ্বারা তাহাদের উভয় ভ্রাতার উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। এক্ষণে গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া উভয় ভ্রাতা অবন্তীপুর-নিবাসী কাশ্যপ গোত্রজ সান্দিপনী নামক মুনির নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা গুরুর নিকট বেদ, বেদাঙ্গ, ধনুর্ব্বেদ রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহারা গুরুদক্ষিণা প্রদানে ইচ্ছুক হইলে, সান্দিপনিমুনি বলিলেন, "প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে আমার পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে জীবিত করিয়া দাও।" তাঁহারা তখন তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে সান্দিপনি মুনির পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমুদ্র বলিলেন যে তিনি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ। সম্ভবতঃ সমুদ্রেরই তলদেশ নিবাসী পঞ্চজন নামক অসুরই তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। সমুদ্রের এই কথা শুনিয়া বাসুদেব সমুদ্রের তলে গমনপূর্ব্বক পঞ্চজনকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাহার উদরে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সেই পঞ্চজন অসুরের দেহ হইতে জাত পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে সংযমনী নামক যমপুরীতে গমন করিলেন এবং যমের নিকট গুরুপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় যম সান্দিপনির পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। বাসুদেব অতঃপর গুরুপুত্র-সহ প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গুরুকে তাঁহার পুত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন সান্দিপনি মুনি তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিবার আদেশ দিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতার বধের প্রতিশোধ লইবার জন্য মথুরা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যাদবগণের হস্তে পরাজিত হইলেন। তখন নারদের পরামর্শে কালযবন নামক অসুর মথুরা আক্রমণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে নিহত হয়। (কালযবন ও মুচুকুন্দ দেখ) অতঃপর কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ-দেশাধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। (রুক্মিণী দেখ)। সাত্বতবংশীয় নিম্নের সত্রাজিত ও প্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। সত্রাজিত স্যমন্তক নামে

উৎকৃষ্ট মণির অধিকারী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় খুল্লতাত মাতামহ রাজা উগ্রসেনের জন্য ঐ মণি গ্রহণ করিতে-ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গোত্রভেদ ভয়ে তাহা হরণ করেন-নাই। সত্রাজিৎ যখন জানিতে পারিলেন যে, স্যমন্তক মণি লাভ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছা আছে, তখন তিনি পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাহা তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করেন, এই আশঙ্কায় স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে উক্ত মণি প্রদান করেন। (এই মণি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রসেন, জাম্ববান, সত্রাজিৎ ও শতধন্বা দেখ। ভাগ-১০স্ক-৫৫-৫৮। বিষ্ণু-৫ম-২২-২৬। হরি-হরি-৩৮। ব্রহ্মপু-১৯৯। (১৬) শ্রীকৃষ্ণের অনেক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ অন্যান্য নামের সহিত গিয়াছে; তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত নামগুলি দ্রষ্টব্য—শৃগাল, বাণা-সুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল, ঊষা, শ্রীদাম, হংস, সুদাম, উদ্ধব, সাত্যকি, অনুরুদ্ধ, সত্যভামা, শতধন্বা, সত্রাজিৎ, অক্রূর, রুক্মিণী, জাম্ববান্, ধেনুক, কেশী, কালীয়, কালিন্দী, বক, অঘ, ষড়গর্ভ, প্রলম্ব, অরিষ্ট, কংস, কালযবন, মুর, নিসুন্দ, হয়গ্রীব, গণ্ডুষ ও সাবিত্রী। (১৭) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিবার পর বৃন্দাবন ও ব্রজের অধিবাসীরা তাঁহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি-লেন। তিনি সকল ব্রজবাসীরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশভূত বলিয়া পূজা করিতেন। মথুরায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের জন্য বেদনা অনুভব করিতেন। তাই তিনি তাঁহার প্রিয় সখা উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ দিবার জন্য ব্রজপুরে প্রেরণ করেন। উদ্ধব তথায় গমন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ প্রদান করেন। তাঁহারাও উদ্ধবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ পাইয়া পরম আনন্দিত হইবেন ভাগ-১০স্ক-৪৬, ৪৭। (১৮) শ্রীকৃষ্ণ একবার পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। কিয়ৎকাল পাণ্ডবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া তিনি নিজ বন্ধু অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যান। একদিন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বনের মধ্যে যমুনাতীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরমা সুন্দরী নারীকে যমুনা তীরে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে অর্জ্জুন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কামিনী বলিলেন যে, তিনি সূর্য্যের কন্যা। তাঁহার নাম কালিন্দী। তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার বাসের জন্য যমুনার মধ্যে এক নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যতদিন না তিনি তাঁহার মনোনীত পতিকে প্রাপ্ত হন, ততদিন তিনি সেই ভবনেই

অবস্থান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি সেই কন্যাকে লইয়া অর্জ্জুন-সহ প্রথমে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বর্ষা শেষ হইলে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সমীপে কালিন্দীকে যথারীতি বিবাহ করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক অবন্তী-রাজের মিত্রবিন্দা নাম্নী ভগিনীকে বিবাহ করেন। মিত্রবিন্দা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ভগিনীর বিবাহের বিরোধী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, স্বয়ংবর সভা হইতে মিত্রবিন্দাকে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মিত্রবিন্দার মাতা রাজাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন। সুতরাং সেই সম্পর্কে মিত্রবিন্দা তাঁহার পিসতাত ভগিনী হইতেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কোশলাধিপতি নগ্নজিতের কন্যা সত্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন। কোশলরাজ নগ্নজিতের অতি দুর্দ্দান্ত ও অন্যের অনায়ত্ত সপ্ত গো-বৃষ ছিল। রাজা নগ্নজিতের এই অঙ্গীকার ছিল যে, যিনি ঐ গো-বৃষ সপ্তকে আয়ত্ত করিয়া পরাজিত করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে নগ্নজিতের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু নগ্নজিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হওয়াতে, অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে নাগ্নজিতের অভিপ্রায় অনুযায়ী সপ্ত গো-বৃষকে পরাজিত করিয়া, নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহান্তে তিনি যখন নবপরিণীতা পত্নীসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন যে সকল রাজগণ পূর্ব্বে নগ্নজিতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া, দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎ-পরে তিনি তাঁহার অপর এক পিসতাত ভগিনী ভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর মদ্ররাজ-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি প্রাগজ্যোতিষ-পুরাধিপতি ভূমি নামক দৈত্যের পুত্র নরক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। (নরক দেখ)। নরক দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, বরুণের কাঞ্চনস্রাবী ছত্র এবং অদিতির অমৃতস্রাবী দিব্য কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ নরককে বধ করিয়া এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন, এবং সেইগুলির অধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ম সত্যভামাকে লইয়া গরুড়ারোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। নরকের অন্তঃপুরে যে সকল সুন্দরী কামিনী আবদ্ধ ছিল, তিনি তাঁহাদের সকলকেই নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। নরকের পুরী হইতে বাসুদেব চতুর্দ্দন্ত, উগ্রকায়, ছয়সহস্র হস্তী এবং একবিংশতি নিযুত কাম্বোজদেশীয় অশ্বও লাভ করেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাও শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়া, সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ করিলে, সত্রাজিত, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে সমর্পণ করেন। এবং যৌতুকস্বরূপ সেই মণিটিও তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই মণি গ্রহণ করেন নাই। পরে ঐ মণির সন্ধানেই অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে, ঋক্ষরাজ জাম্ববানের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ঐ মণি গ্রহণ করেন। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। (জাম্ববান্ দেখ)। ভাগ-১০স্কন্ধ-৫৭, ৫৮। বিষ্ণু-৫অ-২৯। হরিবংশ-৩৮, ১২০,। গর্গ-দ্বার-৮। ব্রহ্মপু-১৯, ২০১, ২০৪। (১৯) দেবমাতা অদিতিকে অমৃত-স্রাবী-কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন সত্যভামাকে লইয়া দেবপুরে গমন করেন, তখন সত্যভামা তত্রস্থ নন্দনবনজাত পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঐ বৃক্ষটিকে দ্বারকায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। বাসুদেব সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটন পূর্ব্বক দ্বারকায় লইয়া চলিলেন। বনরক্ষীগণের নিকট এই সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র মধুসূদনকে বাধা দিবার জন্য, উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে অন্যান্য সকল অস্ত্রই বিফল হইল দেখিয়া, দেবরাজ অবশেষে কেশবকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই বজ্রও বিফল হইল দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরন্দরকে পলায়নপর দেখিয়া জনার্দ্দন ও সত্যভামা উভয়েই দেবরাজকে আশ্বাস দিয়া পারিজাত লইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্বানে ভরসা পাইয়া ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট আসিলেন। তিনি কিন্তু পারিজাত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহারই অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষকে দ্বারকায় লইয়া যাইয়া তথায় স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু-৫অ-৩১। ব্রহ্মপু-২০৩, ২০৪। (১৯) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহের পর দেবী-

রুক্মিণী রৈবত পর্ব্বতে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রত সমাপন হইলে একদিন বাসুদেব রুক্মিণী সহ কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষির হস্তে একটি পারিজাত পুষ্প ছিল। দেবর্ষি ভক্তি বশতঃ পুষ্পটি হরিকে প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহা পার্শ্বোপবিষ্টা রুক্মিণীর হস্তে দিলেন। রুক্মিণী পরম আহ্লাদিতা হইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিলে, নারদ নানারূপে সেই পারিজাতের গুণ বর্ণনা করিয়া রুক্মিণীরও রূপগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সহচরীগণের নিকট হইতে সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন। কেশব সেই সংবাদ পাইয়া সত্যভামার কোপ-শান্তির জন্য তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। সত্যভামা, মাধবের নিকট নারদ কর্ত্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাত প্রদান সংক্রান্ত সমুদয় সংবাদ জানিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবপুর হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে নারদকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন তিনি যেন দেবপুরে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে তাহা প্রদান করেন। তৎসঙ্গে দামোদর ইহাও বলিলেন যে ইন্দ্র যদি স্বেচ্ছায় পারিজাত বৃক্ষ প্রদান না করেন, তাহাহইলে বাসুদেব বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য নারদ প্রমুখাৎ সমুদয় সংবাদ লাভ করিয়াও ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা জনার্দ্দনের সহিত পুরন্দরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং মধুসূদন দেবরাজকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই পারিজাত তিনি উপেন্দ্রের দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন এবং ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে দেবী সত্যভামা ঐ পারিজাত বৃক্ষের পুষ্পের দ্বারা পুণ্যক ব্রত সম্পন্ন করিলেই তাহা পুনরায় দেবপুরে প্রেরিত হইবে। হরি-হরি-১২২-১৩২। (২০) ত্রিপুরাসুর নিহত হইবার পর যে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বহু সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করে যে তাহারা সর্ব্বদেবের অবধ্য হইবে। এই বরদান প্রসঙ্গে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলেন যে তাহারা যদি মোহবশতঃ কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করে তাহা হইলে তাহারা ভগবান জনার্দ্দন কর্ত্তৃক নিহত হইবে। ঐ সকল দানব ব্রহ্মার নিকট হইতে এই

সর্ত্ত-মূলক বর পাইয়াও ব্রহ্মদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণের প্রার্থনায় মধুসূদন তখন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সেই যুদ্ধে নিকুম্ভ দানব মাধব হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-১৩৯-১৪২। (২১) দৈত্যপতি বাণকে নিধন করিয়া (উষা দেখ) মধুসূদন যখন পৌত্র পৌত্রবধূ-আদি সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি এক স্থানে কতকগুলি সুলক্ষণা গাভী দেখিতে পাইলেন। ঐ গাভীগুলি পূর্ব্বে বাণের ছিল। সরিৎ-পতি বরুণ বাণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ গুলি নিজের জন্য গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গাভীগুলি দেখিয়া ঐ গুলিকে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক হইলেন। তখন মধুসূদনের আদেশে গরুড় বরুণালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক, তাঁহাকে দেখিয়া পলায়নপর গাভীগুলি গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বরুণদেব সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অনুচরাদি সহ বাহিরে আসিলেন এবং তৎপরেই সানুচর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘোর-তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে কেহই কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে গাভীগুলি প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বরুণ বলিলেন যে তিনি বাণের নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জীবিত থাকিতে ঐ ধেনু সকল তিনি কাহাকেও প্রদান করিবেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ না করিয়া ঐ গাভীগুলি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বরুণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐরূপ অসীম সাহসিক প্রতিজ্ঞা করার জন্য বরুণকে বিশেষ সাধুবাদ দিয়া গাভীগ্রহণেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সানুচর দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরি-হরি-১৮৩। (২২) করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের খ্যাতি ও সম্মানের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হন এবং দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তদনন্তর বাসু-দেবের সহিত পৌণ্ড্রকের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৬৬। বিষ্ণু-৫ম-৩০। হরি-উদ্‌বৃত্ত-১৯-২৯। পৌণ্ড্রক, সুদক্ষিণ ও সাত্যকি দেখ। (২৩) শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের হংস ও ডিম্বক নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা শঙ্করের বরে বলীয়ান হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে দিকে দিকে অভিযান করিত। একদা মৃগয়া-ব্যপদেশে তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করে এবং সেই বনবাসী মুনি-দিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করে। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রতীকার-প্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বধ করেন।

হংস ও ডিম্বক দেখ। (২৪) কংসকে নিহত করিয়া কেশব উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে তিনি পবন দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করাইয়া ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক রাজসভা উগ্রসেনকে প্রদান করাইলেন। বিষ্ণু-৫ম-২১। (২৫) কংস হত হইলে কংসের শ্বশুর প্রতিশোধ লইবার জন্য মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যাদবগণের হস্তে পরাজিত হন। তাহাতে ভগ্নোগুম না হইয়া জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করেন। তিনি সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম ও অর্জ্জুনের সহায়তা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। জরাসন্ধ দেখ। (২৬) একবার এক ব্রাহ্মণের কতিপয় পুত্র একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রতিবারেই রাজ-দ্বারে আসিয়া পুত্র শোকে ক্রন্দন করিতেন এবং অধর্ম্মাচারী রাজার দোষেই যে তাঁহাকে বারংবার পুত্রশোক সহ্য করিতে হইতেছে তজ্জন্য বারংবার অনুযোগ করিতেন। পরিশেষে নবম পুত্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ যখন পূর্ব্বের ন্যায় রাজদ্বারে যাইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। অর্জ্জুনের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কালান্তরে তাঁহার আর এক পুত্রের জন্মগ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন সশস্ত্র অবস্থায় প্রসব-গৃহ দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিপ্র-পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ নবজাত শিশু প্রসূত হইয়া কতিপয় বার ক্রন্দন করিল এবং তৎপরে সশরীরে আকাশ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। অর্জ্জুন এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণও পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের অক্ষমতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-শিশুর সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে যমের সংযমনী পুরীতে গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণ-শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া তথা হইতে তিনি যথাক্রমে ইন্দ্রালয়, অগ্নির আবাস, নির্ঋতি, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণের পুরী, রসাতল ও স্বর্গে গমন করিয়া অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও ঐ শিশুকে প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবদেব পুরুষোত্তমের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট [illegible]

ঘটনা নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে প্রার্থনা করিলেন। দেবদেব পুরুষোত্তম অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারাও তথা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমুদয় পুত্র প্রদান করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮৯।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ।

(২৭) মহাভারতে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যবয়সের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু ও সহায় স্বরূপে তাঁহাদিগকে রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরামর্শাদি দান করিতেন। মহাভারতে বর্ণিত অনেক ঘটনা ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার এমন বিষয় আছে যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। (২৮) বসুদেব-তনয় বাসুদেব ও তাঁহার অগ্রজ বলরাম যথাক্রমে নারায়ণের ও শেষ নাগের অবতার ছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গের অপ্সরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। বাসুদেবের অন্যতমা মহিষী রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৯) পাণ্ডবগণ যখন ছদ্মবেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন, তখন বাসুদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন এবং ইঙ্গিতে বলরামকে তাহা জানাইলেন। পরে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ তাঁহাদের বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলে বাসুদেব যৌতুকস্বরূপ তাঁহাদিগকে বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘবসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটী কোটী রজত কাঞ্চন প্রেরণ করিলেন। মহাভা-আদি-১৯৯। (৩০) পাণ্ডবগণ যখন পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন, তখন বাসুদেব অর্জ্জুনের সখা স্বরূপে সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন। ঐ সময়েই অগ্নির প্রার্থনায় খাণ্ডবদহনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাহায্য করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে মনস্থ করেন, তখন কেশব সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন এবং পাছে যজ্ঞ সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন এই আশঙ্কায় ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া মগধে গমনপূর্ব্বক মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেন। (জরাসন্ধ দেখ)। তদ্ভিন্ন তিনি কৌশলে জরাসন্ধের পরম মিত্র হংস ও ডিম্বক নামক ভ্রাতৃদ্বয়কেও নিহত করেন (হংস দেখ)। যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের

আহ্বানে নানাদিগ্দেশ হইতে বহু রাজন্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই যজ্ঞসভায় কাঁহাকে প্রথমে অর্ঘ প্রদান করা হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভীষ্মের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করেন। ইহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহাদের মধ্যে চেদিরাজ শিশুপাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে বহু কটূক্তি করেন। শিশুপাল ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। বাসুদেব নিজে রাজা নহেন সুতরাং সমাগত মহীপালদিগের মধ্যে তিনি কি বলিয়া যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ করিলেন? কৃষ্ণ স্থবিরত্ব হেতু অর্ঘ দাবী করিতে পারেন না, কারণ, তাঁহার পিতা তখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বাসুদেব পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অনুব্রতকারী বলিয়া যদি অর্ঘ প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের তদপেক্ষা অধিক দাবী রহিয়াছে। আচার্য্য হিসাবে তিনি অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত নহেন কারণ যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রগুরু দ্রোণ তাঁহা অপেক্ষা অধিক মাননীয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে ঋত্বিক হিসাবেও কৃষ্ণ অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন না। এইরূপে আরও অনেকানেক রাজগণের নামোল্লেখ করিয়া শিশুপাল বলিতে লাগিলেন যে কোনও কারণেই বাসুদেব অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। তদ্ভিন্ন তিনি বাসুদেবকেও অতি নীচ ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ভীষ্ম, শিশুপালের মন্তব্য যে অযুক্ত এবং অন্যায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানা ভাবে কেশবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "যে ব্যক্তি মধুসূদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরক্ত হয়, আমি তাহার মস্তকে পদাঘাত করি।" এই কথা বলিয়া সহদেব কৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া সুনীথ নামক অপর এক ভূপতিও ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য শিশুপাল ও অন্যান্য কতিপয় নৃপতি গণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্মের নিকট ইহার প্রতিকারোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অভয় দিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে তাঁহার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অতঃপর শিশুপাল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় কার্য্যের অশেষরূপ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি বাসুদেবকে শ্রী-

হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ভুলিঙ্গ নামক এক শকুনির সহিত তুলনা করিলেন। এইরূপে বারংবার সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে অপমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধসঞ্চার হইল। তখন তিনি সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই শিশুপালকে বধ করিলেন। মহাভা-আদি-২২১-২৩৪; সভা-১৬, ২০, ২৩, ৩৫-৪৪। শিশুপাল দেখ। (৩০) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপন হইলে জনার্দ্দন পাণ্ডব-দিগকে যথাযোগ্য উপদেশাদি প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন তখন সৌভপতি শাল্ব শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে তাঁহার পরম মিত্র শিশুপালের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। তখন যাদবগণের সহিত তাঁহার অতি ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং পরিশেষে শাল্ব প্রদ্যুম্ন হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি শাল্বকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ করিয়া শাল্বকে বধ করিলেন। তিনি এইরূপে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়াই শকুনি যে কপট দ্যূত ক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন তৎসমুদয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরি-শেষে সমুদয় সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে অরণ্যে পাণ্ডব-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তখন তিনি পাণ্ডু-তনয়-দিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনা প্রদান করিলে, দ্রৌপদী তাঁহাকে ঐ বিপদের সময়ে তিনি পাণ্ডবদিগের কোনও সাহায্য করেন নাই বলিয়া বিশেষ অনুযোগ দিতে লাগিলেন। বাসুদেব তখন, কেন যে তিনি ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাহা বলিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। মহাভা-সভা-৪৪। মহাভা-বন-১২-২২। (৩১) পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন তখন আর এক এক-বার শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া তাঁহা-দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ঐ সময়েও তিনি পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় নানারূপে আশ্বাস উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মার্ক-ণ্ডেয়ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয় অবগত হইলেন। কিয়ৎকাল পাণ্ডবদিগের নিকট বাস

করিয়া বাসুদেব সত্যভামাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে যখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশসহস্র শিষ্যগণ সহ পাণ্ডবদিগের সকাশে গমন করেন, তখন দ্রৌপদী ঐ স-শিষ্য দুর্ব্বাসার আহারের কোনও আয়োজন করিতে না পারিয়া, ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বিপদের কথা অবগত হইয়া সত্বর তথায় গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনায় লজ্জিতা হইয়া দ্রৌপদী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও অন্নপাত্রে অতিসামান্য মাত্র শাকান্ন ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত করিলে বাসুদেব তাহা আহার করিয়া "ইহাতেই বিশ্বাত্মা পরিতুষ্ট ও প্রীত হউন" এই কথা বলিয়া ভীমকে বলিলেন "শিষ্যগণ সহ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহারের জন্য আহ্বান কর।" এদিকে স-শিষ্য দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিয়া স্নানার্থ গমন করেন। তাঁহারা স্নান সমাপন করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়া আর আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অভিশাপ ভয়ে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বনবাসান্তে যখন পাণ্ডবগণ স্বরাজ্য প্রার্থনা করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলেন না এবং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষ হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা হয়। এই উপলক্ষে একদিন দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন বাসুদেবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রথমে দুর্য্যোধন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বাসুদেবের শির-সমীপে এক আসনে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুন তৎপরে প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ভাবে মাধবের পদতল সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। মধুসূদন জাগরিত হইয়া নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক প্রথমে অর্জ্জুনকে তৎপরে দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে আগমনের হেতু জানিতে পারিয়া বলিলেন যে যেহেতু তাঁহারা উভয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি সেই নিমিত্ত উভয়কেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। বাসুদেব বলিলেন যে একপক্ষে নারায়নী ন'মে খ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপসেনা যুদ্ধ করিবে, অপর পক্ষে তিনি একাকী সমর পরাঙ্মুখ হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করিবেন। যেহেতু নেত্র-উন্মীলনপূর্ব্বক তিনি প্রথমেই ধনঞ্জয়কে দৃষ্টি-গোচর করেন, তজ্জন্য মাধবঃ প্রথমে তাঁহারই বাসনা জানিতে চাহিলেন।

অর্জ্জুন সমর-পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র বাসুদেবকেই স্বপক্ষে প্রার্থনা করিলেন। বাসুদেব তাহাতে সম্মত হইলে দুর্য্যোধন এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেও যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ঐরূপ জ্ঞাতি বধের কারণস্বরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ ও উদাহরণাদি প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি যুদ্ধোদ্যোগের প্রথমাবধি নানারূপ পরামর্শ, উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সাহায্য প্রদান ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পাণ্ডবদিগের নানাবিধ প্রশংসা করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন যাহারা পাণ্ডবদিগের দ্বেষ্টা তিনি তাহাদিগকেও শত্রু স্থানীয় বলিয়া মনে করেন। সে জন্য তিনি তথায় কিছু আহার করিবেন না। অতঃপর মাধব তথা হইতে বিদুরের গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় বিদুর প্রদত্ত আহার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাভা-বন-১৮২-২৩৪। ২৬১। উদ্যোগ-৬৮-৮২। ৯০-৯১। (৩২) দুর্য্যোধনের নিকট হইতে তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া দুর্য্যোধনের অবিমৃষ্যকারিতা ও তৎফলে তাঁহাদের আসন্ন বিপদের কথা কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তিনি, যাহাতে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে অন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন, তদ্বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিলেন। তৎপরেও তিনি বহুবার দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন, কিন্তু মদগর্ব্বিত দুর্য্যোধন তাঁহার কোনও হিতোপদেশেই কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কর্ণকেও নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের মতি পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে বলেন। তাহাতেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। মহাভা-উদ্যোগ-৯৩, ৯৪; ১২৯-১৫২। (৩৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে বাসুদেব স্বয়ং ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে অর্জ্জুন যুদ্ধের প্রারম্ভেই সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী দেবী দুর্গার স্তব করেন। তৎপরে যুদ্ধার্থে সমাগত ব্যূহবদ্ধ আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের যখন নির্বেদ উপস্থিত হইল এবং তৎফলে অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ

করিতে অসম্মত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণই নানা উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি ধনঞ্জয়কে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তাহাই ভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইয়াছে। মহাভা-ভীষ্ম-২৩, ২৪-৪২। (৩৪) যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। অর্জ্জুন তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজ সারথির কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংগ্রামকালে ভীষ্ম এক দিন এইরূপ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং যে তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পাণ্ডবসেনা ও সেনানীগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন হতবীর্য্য হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পাণ্ডবদিগের সমূহ বিপদ দেখিয়া সাত্যকিকে বলিলেন "সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা আছে তাহারাও পলায়ন করুক, আমি একাকীই ভীষ্ম, দ্রোণ ও তাঁহাদের অনুগামীদিগকে সংহার করিব।" এই বলিয়া তিনি সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্রবজ্রতুল্য ক্ষুরধার চক্র ভ্রামিত করিতে করিতে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং চক্রহস্তে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ভীষ্ম বাসুদেবকে ঐ ভাবে আসিতে দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ভীষ্মকে দুর্য্যোধনের বিনাশের কারণ বলিয়া অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অর্জ্জুন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মধুসূদন তাঁহাকে লইয়াই ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পাদধারণপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যাগমন করিতে বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ক্রোধ সংবরণ-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যুদ্ধ চলিবার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে ভীষ্ম নিহত না হইলে পাণ্ডবদিগের আর নিস্তার নাই তখন তিনি অর্জ্জুনকে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে বলেন। অর্জ্জুনও উপায়ন্তর না দেখিয়া সেই মতই কার্য্য করেন। মহাভা-ভীষ্ম-৫৯,৬০,১০৮,১০৯। ভীষ্ম দেখ। (৩৫) অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু সপ্তরথীবেষ্টিত হইয়া অন্যায় ভাবে নিহত হইলে, অর্জ্জুন শোকে মুহ্যমান হইয়া যখন বিলাপ করিতে লাগিলেন,

তখন শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অর্জ্জুন যখন অভিমন্যুর হত হইবার প্রধান কারণস্বরূপ জয়দ্রথকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন বাসুদেব, কি উপায়ে তিনি অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায় হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে তিনি পরবর্ত্তী দিবস সংগ্রাম সময়ে অসংখ্য নাগ ও অশ্ব সমেত দুর্য্যোধন ও কর্ণকে বধ করিবেন। তিনি যে অর্জ্জুনের কিরূপ সুহৃদ, তাহার সম্যক পরিচয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদান করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দারুককে তাঁহার জন্য চতুরশ্বযোজিত রথ ও তদানুষঙ্গিক অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিলেন। অপরদিকে ধনঞ্জয়ও কি উপায়ে তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলে বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া পরদিনের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদ্বিষয়ে সম্যক নিশ্চিন্ত হইবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে বলিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন (স্বপ্নেই) দেখিলেন তিনি যেন কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নভঃ পথে গমন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা যেখানে শূলপাণি শিব তপস্যা করিতে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর বাসুদেব যেন শির অবনত করিয়া সেই দেবদেবকে বাক্য, মনঃ বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা বন্দনা করিলেন। মহেশ্বরও তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহাদের তথায় উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অর্জ্জুন (স্বপ্নেই) মহাদেবের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া জয়দ্রথের বধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে বহুসংখ্যক ভীষণ অস্ত্র প্রদান করিলে অর্জ্জুন ও কেশব তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ভাবে

স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাকে পাশুপত নামক অস্ত্রাদি লাভ করিতে সাহায্য করেন। মহাভা-দ্রোণ-৭৫-৮৪।

(৩৬) কুরুক্ষেত্র সমরের মধ্য ভাগে একদিন মহাবীর কর্ণ অতুল বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বন্ধুপক্ষীয়দিগের ঐ বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীর গর্ভজাত ভীম-তনয় ঘটোৎকচকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর ঘটোৎকচের সহিত কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ সহজে ঘটোৎকচকে বধ করিতে না পারিয়া এবং তাহার দ্বারা কুরুকুলের

অসংখ্য সৈন্য নিহত হইতেছিল দেখিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে বধ করিলেন। ঐ শক্তি তিনি ধনঞ্জয়কে বধ করিবার জন্য সযত্নে রক্ষা করিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি কৌশলে কর্ণ ঐ শক্তি অপরের নিধনের জন্য ব্যবহার করাতে অর্জ্জুনের বিপদাশঙ্কা হ্রাস পাইল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে কর্ণ ইন্দ্র-দত্ত শক্তি প্রহার করিয়া ঘটোৎকচের প্রাণবধ করিয়াছেন, তখন তিনি আনন্দে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ফাল্গুনী সখার ঐরূপ আনন্দের আতিশয্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেব তখন তাঁহাকে সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি কি উপায়ে অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন তদ্বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শও দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে ও নানা কৌশলে তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে লাগিলেন। মহাভা-দ্রোণ-১৭৪-১৮২ (৩৭) একবার পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের নিকট রথ লইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু চতুর-চূড়ামণি কেশব তাহা না করিয়া ধনঞ্জয়কে বলিলেন "তোমার অগ্রজ যুধিষ্ঠির কর্ণের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অগ্রে তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে আক্রমণ কর।" এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভা-কর্ণ-৬৫। (৩৮) কর্ণের আক্রমণে পাণ্ডববাহিনী ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিতেছেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রভূত ভর্ৎসনা করেন। তাঁহার তিরস্কারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ কবিতে উদ্যত হন। তখন বাসুদেব নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়ের ক্রোধ শান্তি করেন। ঐ সংশ্রবে তিনি অর্জ্জুনকে বলেন "তুমি মোহবশতঃ ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ। এতদ্বারা নিশ্চিত বোধ হইতেছে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে তথাপি কখনও কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।" বাসুদেবের উপদেশে অর্জ্জুনের কোপ শান্তি হয়। অতঃপর বাসুদেব [illegible]

কেও, অর্জ্জুনকে বিনা কারণে তিরস্কার করার জন্য অনুযোগ দেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করেন। মহাভা-কর্ণ-৬৯-৭১। (৩৯) শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবদহন কার্য্যে অর্জ্জুনের সহায়তা করায় অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক চক্র প্রদান করেন। মহাভা-কর্ণ-৮০। (৪০) অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-সমরে কর্ণের রথচক্র যখন ভূতলে প্রথিত হইয়া যায় তখন কর্ণ কিয়ৎ-কালের জন্য আক্রমণে বিরত হইবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুরোধ করেন। তাহাতে বাসুদেব কর্ণকে অশেষ তিরস্কার করিয়া বলেন যে কর্ণ যখন পূর্ব্বে দুর্য্যোধনাদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অধর্ম্ম কার্য্য করিয়াছিলেন তখন এই অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিতে বলা (অর্থাৎ শরণাগত শত্রুকে আক্রমণ না করা) কর্ণের পক্ষে অতিশয় লজ্জা-হীনতার পরিচায়ক। মহাভা-কর্ণ-৯২। (৪১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপন হইলে হতাবশিষ্ট কুরুপাণ্ডবগন মিলিত হন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিয়া গান্ধারী তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন "আপনারই শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃতি কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ স্খলনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়াজননী এই আশা করিয়া থাকেন যে তাঁহার পুত্র সমর মৃত্যু লাভ করিবে। অতএব আপনার শোক পরিত্যাগ করাই উচিত।" গান্ধারী বাসুদেবের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তুষ্ণী-ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাভা-স্ত্রী-১৭-২৬। (৪২) যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বধ জনিত শোক ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যখন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অপারগ হইয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনের অনুরোধে বাসুদেব অনেক প্রাচীন রাজগণের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শোকাপনদন করিবার প্রয়াস পান। তৎপরে যুধিষ্ঠির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি পাঞ্চজন্য গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক করেন। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠিরাদির সহিত একত্রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। যাইবার সময়ে পথে তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে তাহার

আবার যে প্রকারে ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তদ্বিষয় বর্ণনা করেন। তথায় তিনি ভীষ্মকে, জ্ঞাতি-শোকে হতজ্ঞান যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের জন্য তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে বলিলেন এবং যাহাতে তিনি তাহা সম্যক্‌রূপে করিতে সমর্থ হন তজ্জন্য ভীষ্মের শরাঘাতজনিত গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯, ৩০, ৪০-৫৬। (৪৩) পাণ্ডবদিগের জয় লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পরম আনন্দে নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা রমণীয় দৃশ্যাদি অবলোকন করিয়া পরমানন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা সদ্বিষয়ে আলাপ হইত। ঐ সময়েই ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বলেন আপনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে আমাকে যে বিশ্বমূর্ত্তি প্রদর্শন এবং যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপট হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় আমার পুনরায় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎসমুদয় পুনরায় কীর্ত্তন করুন।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধাশূন্য ও নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করেন। বাসুদেব বলেন যে তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় আর কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই। তজ্জন্য সেই সকল বিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তৎ পরিবর্ত্তে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদক অপর এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন কেশব নিজ বন্ধুর প্রার্থনায় আরও নানা বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি নানা শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। পবন প্রবলবেগে তাঁহার রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদয় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্য কুসুম সমুদয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে গমন করিতে করিতে তিনি মরুধন্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেশব তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলে উতঙ্ক তাঁহাকে কুরুপাণ্ডবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বাসুদেব বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে সদ্ভাব [illegible] সমর্থ হন নাই। [illegible] পরস্পরকে হিংসা করিয়া [illegible]

হন এবং সেই যুদ্ধে সমুদয় কৌরবগণ এবং পাণ্ডবগণের পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন। কেবল পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন।" কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বলপূর্ব্বক কৌরবদিগকে নিবারণ ও তাঁহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং তাঁহারা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, তুমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতা প্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব।" মহর্ষি উতঙ্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাহইলে আপনার বহুদিনের অর্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। আমি বরঞ্চ আপনাকে বিস্তারিত ভাবে অধ্যাত্ম বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে, আপনার ক্রোধশান্তি হইবে।" এই কথা বলিয়া কেশব মহর্ষি উতঙ্ককে নিজ স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধের শান্তি হইল। তখন তাঁহার অনুরোধে বাসুদেব তাঁহাকে সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্জলিত পাবকের ন্যায়, তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর বাসুদেব প্রীত হইয়া উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন ইচ্ছা করিলেই, এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি। কেশব, "তাহাই হইবে", বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানকরিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় নিজ পিতা বসুদেবকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। মহাভা-আশ্ব-১৫-৬১। (৪৪) কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ইষিকাস্ত্রদ্বারা পাণ্ডব-কুলকামিনীদের সন্তানদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বাসুদেব তাঁহাকে বলেন যে, তিনি উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিয়ৎকাল পরে, অভিমন্যুর বিধবা-পত্নী উত্তরা এক মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। তখন সুভদ্রার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃতসন্তানকে জীবিত করিয়া দিলেন। মহাভা-আশ্ব-৬৭, ৬৯। পরীক্ষিৎ দেখ। (৪৫) রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছয়ত্রিশ বৎসর পরে, বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্নীতিনিবন্ধন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধন করেন। ঐ সময়ে দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সকল অশুভ চিহ্ন অবলোকন করিয়া বাসুদেব অতিশয়

[illegible] পড়িলেন এবং যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায়, তিনি সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন যাদবগণ, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেবের সম্মুখেই তাঁহারা পরস্পরের প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। স্বীয়পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে তাঁহার সম্মুখেই নিহত হইতে দেখিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন এবং সেই এরকা-মুষ্টি তৎক্ষণাৎ এক মুষলে পরিণত হইল (সাম্ব দেখ)। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে তৎকালে কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, একটী মাত্র এরকাগ্রহণ করিলেও তাহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল, এই সময় যদু-বীরগণ ঐ এরকা নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। মধুসূদন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া, সেই ঘোরতর হত্যা-কাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ, গদ প্রভৃতির প্রাণ-বিয়োগ হইল। তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শনকরিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে, তত্রত্য সমুদয় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ [illegible] বভ্রু ও দারুক তাঁহার নিকটে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা ঐ বীর সকলকে নিহত হইতে দেখিয়া, দুঃখিত চিত্তে বাসুদেবকে বলিলেন, "হে জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি বহুলোকের প্রাণ-সংহার করিলেন। অতঃপর আসুন আমরা তিনজনে বলভদ্রের নিকট গমন করি। মধুসূদন তাহাতে সম্মত হইলে তাঁহারা বলদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে এক বৃক্ষমূলে চিন্তিত অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিলেন। অতঃপর কেশব দারুককে হস্তিনাপুরে অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, এবং বভ্রুকে অন্তঃপুরে কামিনীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বভ্রু পথিমধ্যে মুষলাঘাতে নিহত হইলে, তিনি স্বীয় পিতা বসুদেবকে পুরনারীগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে বলিয়া, বলরামের নিকট গমন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সম্মুখেই বলরাম দেহত্যাগ করিলে, (বলদেব দেখ) তিনি চিন্তাকুলিত-চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন অনেক পুরাতন কাহিনী একে একে তাঁহার স্মৃতি-পটে উদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গ গমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন ও ত্রিলোক পালন করিবার নিমিত্ত

তাঁহাকে মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম ও মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময়ে জরা নামক ব্যাধ মৃগবধ করিবার জন্য সেই স্থানে পর্য্যটন করিতেছিলেন। সেই ব্যাধ দূর হইতে, যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন করিয়া, মৃগজ্ঞানপূর্ব্বক, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর তাঁহার পদতল বিদ্ধ করিলে, ব্যাধ মৃগ গ্রহণ বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনেকবাহুসম্পন্ন, পীতাম্বর-ধারী, যোগাসনে শয়ান, এক পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন। মহাভা-মৌষল-১-৪। (৪৬) মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধ শান্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেন "আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র স্বরূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেব-যোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্ব-যোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগ, যক্ষ অথবা রাক্ষস-যোনিতে অবস্থান করি, তখন যথাক্রমে নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায়, ব্যবহার করি। এক্ষণে আমি মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। মহাভা-আশ্ব-৫৪। (৪৭) ভগবান্ নারায়ণেরই আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, তাঁহা হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। পৃথিবীর কার্য্য সাধনের জন্যই ভগবান্ নর ও নারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন-রূপে (কুরুক্ষেত্র সমরে) ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪০। (৪৮) মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসরধরিয়া কেবল এক সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্বিখ্যাত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি-যুগেই অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই চরা-চরের গুরুস্বরূপ মহাদেবেরই আরাধনা-করিয়া থাকেন। তিনি দ্বাদশবর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক দেব পশুপতির আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে কতিপয় মহাবল পুত্র লাভ

করেন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন নিহত হইবার পর, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী জাম্ববতী তাঁহার নিকটে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তিনি মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিবার মানসে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া যান। তিনি গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক প্রথমে মহাত্মা উপমন্যুর আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকটে মহাদেবের অপার মহিমার কথা অবগত হইয়া, তাঁহারই উপদেশে তথায় মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহামতি উপমন্যু বাসুদেবের মস্তক-মুণ্ডন এবং তাঁহাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। তৎপরে কেশব একমাস ফলাহার ও চারিমাস জলপানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ষষ্ঠমাস উপস্থিত হইলে, দেবদেব মহেশ্বর পার্ব্বতীসহ এক মেঘমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আকাশমার্গে তাঁহাব সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ভক্তিব্যঞ্জক বাক্যে তাঁহাব স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাব স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে আটটী বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বাসুদেব কৃতাঞ্জলি পুটে, তাঁহার নিকট, ধর্ম্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া কেশবের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। অতঃপর দেবী পার্ব্বতীও প্রসন্না হইয়া মধুসূদনকে, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্ত ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আট বিষয়ে বর প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বতী ইহাও বলিলেন যে, বাসুদেব অমবগণ-তুল্য প্রভাব, সত্যানুবাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাঁহাদিগের অনুবাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহব শরীব লাভ কবিবেন। মহাভা-অনুশা-১৪, ১৫। লি-পূ-৬৯, ১০৭। শিব-বায়-পূ-১। শিব-ধর্ম্ম-২। দেবীভা-৪স্ক-২৫। কূর্ম্ম-পূ-২৫। (৫৯) বাধা বা বাধিকা নামে শ্রীকৃষ্ণেব একজন প্রণয়িনীব উল্লেখ কোনও কোনও পুবাণে পাওযা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণ, গর্গ-সংহিতা, পদ্ম-পুবাণ (পাতাল খণ্ড), এবং দেবী-ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাধিকাব প্রণয় ঘটিত বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। মহাভাবত শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যান্য পুরাণগুলিতে কখনও কখনও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকিলেও রাধিকার

সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। প্রথমে উল্লিখিত চারিটি পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। (৫০) সর্ব্বপ্রথমে প্রলয়-কালে কোটী সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, অসংখ্য বিশ্বের কারণ স্বরূপ অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বর্ত্তমান ছিল এবং সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে লোকত্রয় অবস্থিত ছিল। সেই লোকত্রয়ের উপরিভাগে ত্রিকোটী যোজন বিস্তৃত, মণ্ডলাকৃতি গোলকধাম ও তন্মধ্যে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত মন্দির সকল অবস্থিত। প্রলয় কালে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টিকালে গোপ গোপিকাগণ তথায় অবস্থান করেন। ঐ গোলকের অধোদেশে বৈকুণ্ঠ এবং বামভাগে শিবলোক বিরাজমান। প্রলয় কালে বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক উভয়ই শূন্য থাকে এবং সৃষ্টিকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও স-পার্ষদ শিব যথাক্রমে ঐ স্থানে বাস করেন। গোলকেব অভ্যন্তরে পরম-আনন্দজনক, দ্বিভুজ, মুরলীধারী, পীত-বসনধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২। (৫১) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হন। তাঁহার নাভিকমল হইতে কমণ্ডলু-হস্ত, শুক্লবসনধারী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, হইতে শুক্লবর্ণ, জটাধারী, হিংসা কোপশূন্য স্বয়ং ধর্ম্ম উৎপন্ন হন। তাঁহার বদন হইতে বীণা-পুস্তক-হস্তা শুক্লবর্ণা দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন। শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে রত্নালঙ্কার ভূষিতা গৌরবর্ণা লক্ষ্মীদেবী প্রাদুর্ভূতা হন। পরে তাঁহার বুদ্ধি হইতে পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হন। তাঁহারা সকলেই উৎপন্ন হইয়া পরম ভক্তি ভরে সুমধুর স্তোত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে থাকেন। অতঃপর আরও অনেক দেবদেবী তাঁহার অঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন হন। যথা—রসনা হইতে দেবী সাবিত্রী, মানস হইতে মন্মথ (কাম), উদ্গার নির্গত নিশ্বাস বায়ু হইতে প্রথমে জল এবং সেই জল হইতে বরুণদেব ও নিশ্বাস বায়ু হইতে পবনদেব। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৩, ৪। (৫২) প্রলয়ের অবসানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হন। সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবগণের সহিত গোলকে রাসমণ্ডলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূত হন। সেই কন্যা উৎপন্না হইয়াই, দ্রুত গমন করিয়া বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেহেতু সেই কন্যা রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধাবিত হইয়া-

ছিলেন, [illegible] তিনি [illegible]
হন। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের
প্রাণেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁহার
প্রাণ হইতে সমুৎপন্না হইয়া ছিলেন
বলিয়া, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণেব লোমকূপ হইতে তাঁহারই
সদৃশ রূপ ও বেশভূষাবিশিষ্ট গোপগণ
আবির্ভূত হন। তৎপরে পুনবায়
তাঁহার লোমকূপ হইতে নানা বর্ণ,
অসংখ্য বৃষ ও শুভলক্ষণা সুবভীসদৃশা
স-বৎসা গাভী সকল নির্গত হয়। ঐ
সকল মহাকায় বৃষসমূহ হইতে একটিকে
তিনি বাহন করিবাব জন্য শিবকে
প্রদান কবেন। তাঁহাব নখবন্ধ্র হইতে
সহসা হংসীগণের সহিত সুন্দবকায় হ স-
গণ উৎপন্ন হয়। ঐ হংস সমুদয়েব মধ্য
হইতে একটিকে তিনি বাহনস্বরূপ
ব্রহ্মাকে প্রদান কবেন। তাঁহাব বাম
কর্ণের ছিদ্র হইতে মনোহব তুবগ-গণ
উৎপন্ন হয়। তাহাদেব মধ্য হইতে
একটিকে তিনি বাহনেব নিমিত্ত ধর্ম্মকে
প্রদান কবেন। তাঁহাব দক্ষিণ কণ
হইতে যে সকল মহাবল সি হ প্রাদুর্ভূত
হয়, তাহাদিগেব মধ্যে একটিকে তিনি
ভগবতী দুর্গাব বাহন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট
করিয়া দিলেন। অতঃপব তিনি
যোগবলে বেগগামী মনোহব পাঁচটি
রথ সৃষ্টি করিয়া, একটি নারায়ণকে ও
একটি রাধিকাকে প্রদান করিলেন।
অপর তিনটি তিনি নিজ ব্যবহারেব
জন্য রাখিলেন। অতঃপর তাঁহার
গুহ্যদেশ হইতে প্রথমে পিঙ্গলবর্ণ
এক মহাপুরুষ, বহু পিঙ্গলবর্ণ সহচর
সহ উৎপন্ন হইলেন এবং তৎপরে
ভয়ঙ্কর ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড
ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল প্রভৃতির উদ্ভব
হইল। তদনন্তব তাঁহাব মুখ হইতে
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধাবী, বনমালাবিভূষিত,
পীতবস্ত্র পবিধান, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ,
কিবীটি-কুণ্ডলাদি বত্নভূষিত পার্ষদগণ
উৎপন্ন হইল। তৎপবে তাঁহাব পাদ-
দেশ হইতে দ্বিভুজ, শ্যামবর্ণ, করে
জপমালাধাবী বৈষ্ণবগণ, দক্ষিণনেত্র
হইতে ভযঙ্কব ভৈবব সকল, বাম নয়ন
হইতে মহাকাল ঈশান, নাসিকা ও
উদব হইতে ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্র-
পাল আদি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব্ব
প্রকাবে শ্রেষ্ঠ দিব্য মূর্ত্তিধাবী ত্রিকোটী
সংখ্যক দেবগণ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈ-
ব্রহ্ম-৫। (৫৩) সিসৃক্ষু কৃষ্ণ আদিতে
স্বেচ্ছায দ্বিধা বিভক্ত হন। তাঁহার
বামভাগ স্ত্রীরূপ ধাবণ কবিল এব
দক্ষিণ ভাগ পুরুষ হইল। এই উভয়েব
মিলন হইতে সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।
তাঁহার শরীরজ স্বেদহইতে গোলাকাব
বিশ্ব সকল সৃষ্ট হয়। তাঁহাদেব নিঃশ্বাস
বায়ুই আধাব স্বরূপ হইয়া জগতে সমুদয়
প্রাণিগণেব নিঃশ্বাস বায়ু স্বরূপ হইল।
শ্রীকৃষ্ণেব শরীরার্দ্ধজাতা শক্তি শ্রীকৃষ্ণের
পুরুষার্দ্ধ হইতে গর্ভধারণ করিয়া এক—

শত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ রক্ষা করেন। তৎপরে তিনি স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ-শক্তি সেই ডিম্ব দর্শনে ক্ষুণ্ণা হইয়া তাহা জলরাশী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে শাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি অপত্য-ত্যাগ করিলে, তজ্জন্য অদ্যাবধি তুমি অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবে এবং তোমার অংশ স্বরূপা স্ত্রীগণও অপত্য সুখে বঞ্চিত থাকিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী পীত-বস্ত্রা, বীণা-পুস্তক-হস্তা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ শক্তি পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার বাম অর্দ্ধাঙ্গ কমলা এবং দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ রাধিকা স্বরূপ হইল। অতঃপর কৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ ভাগ দ্বিভুজ এবং বামার্দ্ধ ভাগ চতুর্ভুজ হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কমলা ও সরস্বতীকে নারায়ণের পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর গোলক-নাথের রোমকূপ হইতে সমান-রূপ-বেশ-গুণ-বিক্রম অসংখ্য গোপগণ উদ্ভূত হইল এবং রাধিকার রোমকূপ হইতে রাধাতুল্য রূপ ও গুণ সম্পন্না অসংখ্য গোপ-কন্যা সম্ভূতা হইল। তৎপরে কৃষ্ণ-দেহ হইতে প্রথমে দুর্গা ও তৎপরে তাঁহার নাভিকমল [illegible] ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ ধারণ করিলেন। বামার্দ্ধ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ গোপিকাপতি-রূপ ধারণ করিল। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-২। (৫৪)

ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে আগমনপূর্ব্বক ভূভার অপহরণ করেন ও তৎপরে পুনরায় নিজস্থানে প্রস্থান করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২। (৫৫)

মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যখন গোলকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি একবার রাধিকাকে বঞ্চনা করিয়া বিরজা নাম্নী তাঁহার অপর এক প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হন। সখীগণ মুখে সেই সংবাদ পাইয়া ঈর্ষা-পীড়িতা, কুপিতা রাধিকা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার আগমন সংবাদ পাইয়াই তথা হইতে অন্তর্ধান করেন এবং বিরজাও রাধিকার ভয়ে নদীরূপ ধারণ করিলেন। রাধিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে নদীরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া বিরজাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন বিরজা পুনরায় মানুষী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত

মিলিতা হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি বহুবার গোপনে বিরজার সহিত মিলিত হইতেন। সখীমুখে এই সংবাদ পাইয়া রাধিকা অতিশয় কুপিতা হই-লেন। পরে একবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে সঙ্গে লইয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। রাধিকা তখন তাঁহাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট প্রত্যা-খ্যাত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। শ্রীদাম প্রভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করার জন্য, রাধিকাকে তিরস্কার করিলেন। রাধিকা তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীদামকে "অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া শাপ দিলেন। শ্রীদামও তদুত্তরে "যেহেতু তুমি সামান্যা মানবীর ন্যায় কুপিতা হইয়া, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলে, সে জন্য তুমিও মর্ত্ত্যে মানবী হইবে। বৃন্দাবনে তুমি শ্রীহরির অংশভূতা রায়াণ নামক বৈশ্যের ভার্য্যা হইবে। তৎসত্ত্বেও তুমি গোকুলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবে।" ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২, ৩। (৫৬) বসুন্ধরা দৈত্যগণের উৎপীড়নে ব্যথিতা হইয়া প্রতীকার প্রার্থনায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাকে লইয়া শিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে গোলকে শ্রীহরির সমীপে গমন করি-লেন। ভগবান্ শ্রীহরি দেবগণের নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দয়াপরবশ চিত্তে ভূভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবত হইতে সম্মত হইলেন। এবং তৎসঙ্গে রাধিকাকেও ব্রজে বৃষভানু নামক গোপের গৃহে তৎপত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য দেবদেবীগণকেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি পার্ব্বতীকে নন্দ-গৃহে যশোদার গর্ভে (যোগমায়া-রূপে), ষড়াননকে জাম্ববতীর গর্ভে, কামদেবকে রোহিণীর তনয় রূপে, রতিকে মায়াবতী নামে শম্বর-গৃহে ছায়া-মায়াবতী রূপে, ভারতীকে শোণিতপুরে বাণ-দুহিতা ঊষা রূপে, গঙ্গাকে সূর্য্যতনয়া কালিন্দী রূপে, তুলসীকে অর্দ্ধাংশে লক্ষ্মণা নাম্নী রাজ কন্যা রূপে, সাবিত্রীকে নাগ্নজিতী সত্যা রূপে, বসুন্ধরাকে সত্যভামা রূপে, সরস্বতীকে শৈব্যা রূপে, রোহিণীকে রাজকন্যা মিত্রবিন্দা রূপে, সূর্য্যপত্নীকে অংশে রত্নমালা রূপে, ও স্বাহাকে অংশতঃ সুশীলা রূপে, জন্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৬। গর্গ-গোল-৩। (৫৭) ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, ধর্ম্ম, কূর্ম্ম, নারা-য়ণ, নর ও কার্ত্তিকেয় এই নয়জন

দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশজাত। বরাহ বামন, কল্কী, বুদ্ধ, কপিল ও মীন এই ছয় অবতারও শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কলাসম্ভূত আরও অনেক অবতার আছেন। রাম ও নৃসিংহ ইহারা পূর্ণ অবতার। শ্বেত-দ্বীপে বিরাজ করেন। বৈকুণ্ঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম অবতার। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯। (৫৮) শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালে একদিন যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া যখন স্তন্য পান করাইতে-ছিলেন, তখন কতকগুলি বৃদ্ধা ও বালিকা গোপিকা নন্দগৃহে আগমন করিলেন। যশোদা তাঁহাদিগকে দেখি-য়াই পুত্রকে শয্যায় শয়ন করাইয়া গোপিকাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণের তখনও স্তন্যপানে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, পাদ তাড়ন করাতে নিকটস্থ একটা শকট ভূপতিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল এবং শকটোপরিস্থিত দধি, নবনীতাদির ভাণ্ডসমূহও ভূপতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সমাগত গোপিকাগণ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যশোদাকে শকট ভগ্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা যখন বলিলেন, তাঁহার পুত্রের পদাঘাতে শকট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা সম্যক বিশ্বাস না করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া শিশুর হস্তে এক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ কবচ বন্ধন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২। (৫৯) একদিন মাতা যশোদা বালক গৃহে রাখিয়া যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সুযোগে গৃহস্থিত সমুদয় দধি দুগ্ধাদি ভোজন করিয়া ফেলিলেন। যশোদা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যখন সকল বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি বেত্রহস্তে পুত্রকে শাসন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন এবং বহু কষ্টে তাঁহাকে ধারণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। মাতা স্থানান্তরে গমন করিলে বালক শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন, অমনই তাঁহার শরীর-স্পৃষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষ সশব্দে ভূপতিত হইল এবং সেই বৃক্ষ হইতে দিব্যরূপধারী, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ভূষিত গৌরকায় কিশোর বয়স্ক এক পুরুষমূর্ত্তি আবি-র্ভূত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যবিমান আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গপুরে গমন করিলেন। এদিকে বৃক্ষের পতন শব্দে ভীত হইয়া যশোদা সত্বর কৃষ্ণের সমীপে আগমন করিলেন এবং রোদন পরায়ণ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৪। (৬০) এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা

নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরে রাধিকার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্তব করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং অগ্নি সমীপে গমনপূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিয়া, হোম করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাপতি হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া সপ্তবার তাঁহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তৎপরে পুনরায় রাধিকাকে বহ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার হস্ত ধারণ করিতে বলিলেন। মাধব তাহাই করিলে পিতামহ তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি রাধিকার হস্ত মাধবের বক্ষঃস্থলে এবং হরির এক হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া, রাধিকাকে মন্ত্র পাঠ করাইলেন। তৎপর পিতামহের নির্দ্দেশে রাধিকা আজানুলম্বিত পারিজাত কুসুমের এক মালা শ্রীকৃষ্ণের গলে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর মাধবও এক মালা রাধা-কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। অনন্তর রাধিকা মাধবের বামপার্শ্বে উপবেশন করিলে, পিতামহের নির্দ্দেশে তাঁহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিলেন। এই ভাবে পিতা যেরূপে কন্যাকে সম্প্রদান করেন, পিতামহ ব্রহ্মাও তদ্রূপ রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৫। (৬১) একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকগণ সহ মধুবনে গোচারণ করিতেছিলেন। বালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, তিনি সহচরদিগকে নিকটবর্ত্তী শ্রীবনে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের সমীপে গমন করিতে বলিলেন। বালকদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ প্রচুর আহার্য্য সহ তথায় আগমন করিয়া, সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং সেই পুণ্যফলে তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। এই ব্রাহ্মণপত্নীগণ পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণের ভার্য্যা ছিলেন। এক সময়ে দেবহুতাশন ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করায় অঙ্গিরার শাপে তাঁহারা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পুনরায় শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৮। (৬২)

বৃন্দাবনস্থিত ভাণ্ডীর বনে বট বৃক্ষমূলে উপবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৯।

শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও পুত্রগণ

(৬৩) পত্নীগণের নাম—(ক) সত্যা (নাগ্নজিতা), সত্যভামা, জাম্ববতী, রোহিণী, শৈব্যা, সুদেবী, মাদ্রী, সুশীলা, কালিন্দী মিত্রবিন্দা ও লক্ষণা। বায়ু-৯৬। (খ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুভামা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া। মৎ-৪৭। (গ) রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটজনই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে বাসুদেবের আট অযুত, আট লক্ষ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (ঘ) রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুমিত্রা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষণা, সুভীমা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (ঙ) কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, সুশীলা, সত্যভামা, শীলমণ্ডলা ও লক্ষণা। ব্রহ্মপু-২০১। (চ) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে সত্যভামা, লক্ষণা, জাম্ববতী প্রভৃতি আটজন প্রধানা ছিলেন। গরুড়-পূ-১৪৩। (ছ) কালিন্দী, রুক্মিণী, নাগ্নজিতি, সত্যা, চারুহাসিনী, সুশীলা, লক্ষণা ও জাম্ববতী। কালিকা-৪০। (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম—(ক) রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্য রুক্মিণী দেখ। (খ) সত্যভামার গর্ভজাত সন্তানগণের তালিকার জন্য সত্যভামা দেখ। (গ) জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র কন্যাদের নামের জন্য জাম্ববতী ও ভদ্র (২) দেখ। (ঘ) সুদেবীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্য, সুদেবী দেখ। (ঙ) নাগ্নজিতীর গর্ভজাত সন্তানদের নামের জন্য, নাগ্নজিতী, ভদ্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও চিত্রগু দেখ। (চ) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্রগণের নাম—মিত্রবান্, চারুমিত্র ও অনিল (ভাগ-১০স্ক-৬১) দেখ। (ছ) কালিন্দীর গর্ভজাত তনয়গণের নামের জন্য কালিন্দী। (ভাগ-১০স্ক-৬১) ও অশ্রুত (হরি-হরি-১৬০) দেখ। (জ) মদ্ররাজ কন্যা মাদ্রী বা লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রদের নামের জন্য—উর্দ্ধগ (ভাগ-১০স্ক-৬১), ও লক্ষণা দেখ। (ঝ) বিষ্ণুপুরাণ মতে মাদ্রী ও লক্ষণা দুই জন পৃথক। মাদ্রীর বৃক আদি বহু পুত্র হয় এবং লক্ষণার গর্ভে পাত্রবৎ প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। মাদ্রী (৯) দেখ। (ঞ) ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রগণের নামের জন্য ভদ্রা (১২) ও অশ্বথু দেখ।

(৬৫) শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের অর্থ (ক) জগতের হর্ষবিধানকারী সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার কিরণ স্বরূপ এবং তাঁহাদের

কিরণ সমূহ তাঁহার কেশ স্বরূপ; এজন্য তাঁহার নাম হৃষীকেশ। মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি যজ্ঞভাগ হরণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ হরিৎ বর্ণ মণির ন্যায়, এই কারণে তাঁহার নাম হরি। তিনি সমুদয় লোকের ধাম স্বরূপ এবং তাঁহা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়, এই জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঋতধামা বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি রসাতল-গত গো-রূপধারিণী ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, এই জন্য দেবগণ তাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শিপিঃ অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব পদার্থে প্রবেশ করেন, তাই তাঁহার নাম শিপিবিষ্ট। তিনি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন এবং তিনি কোনও কালে জন্মগ্রহণ করেনও নাই অথবা করিবেনও না, এই কারণে তাঁহার নাম অজ। তিনি কখন ক্ষুদ্র অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং সৎ ও অসৎ তাঁহাতে নিবাস করে, তাই তাঁহার নাম সত্য। তিনি কখনও সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হন নাই এবং তাঁহা হইতেই সমুদয় সত্ত্ব গুণ সৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার নাম সাত্বত। লাঙ্গলফলক-রূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, এই জন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। তিনি কুণ্ঠিত না হইয়া [illegible] সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে এবং তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ। নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, তাই তাঁহার নাম অচ্যুত। অধঃ অর্থ পৃথিবী, অক্ষ অর্থ আকাশ এবং অজ অর্থ ধারণকর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ নিজতেজঃ প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম অধোক্ষজ। প্রাণিগণের হেতুভূত ঘৃত তাঁহার তেজঃ স্বরূপ। এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তিনি পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রাণিগণের দেহস্থ এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতুরূপে তাহাদের দেহে অবস্থান করেন, তাই আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম, জন সমাজে বৃষ নামে বিদিত হন। ঐ নিমিত্ত নৈঘণ্টক নামক বৈদিক কোষে তাঁহাকে বৃষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কপি শব্দের অর্থ বরাহ শ্রেষ্ঠ এবং বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এই কারণে ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি তাঁহাকে বৃষাকপি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাপ স্পর্শ না করিয়া নিরন্তর পবিত্র বাক্য সমূহ শ্রবণ করেন, তাই তাঁহার নাম শুচিশ্রবা।

তিনি পূর্ব্বে একদন্ত ও ত্রিককুদবিশিষ্ট বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (খ) কৃষ্ণঃ শব্দের ক'কার ব্রহ্মবাচক, ঋ'কার অনন্ত বাচক, ষ'কার শিববাচক, ণ'কার ধর্ম্ম বাচক, অ'কার শেতদ্বীপ নিবাসী বিষ্ণু বাচক এবং বিসর্গ নর নারায়ণ বাচক। তিনি সকল তেজের রাশি, সর্ব্ব মূর্ত্তি স্বরূপ সর্ব্বাধার ও সকল বীজ-স্বরূপ, এই জন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ ধাতুর অর্থ নির্ব্বাণ, ণ'কার মোক্ষবাচক এবং অ'কার দাতৃবাচক, তাঁহাতেই এই সকল গুণ আছে, তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ- ১৩। (গ) মুকুম্ এই শব্দটী ম'কারান্ত অব্যয়। ইহার অর্থ নির্ব্বাণ ও মোক্ষ। বাসুদেব প্রাণিগণকে উহা দান করেন বলিয়া মুকুন্দ নামে অভিহিত হন। বেদে মুকুম্ শব্দটি ভক্তি ও প্রেমরস-ব্যঞ্জক। তিনি ভক্তগণকে ভক্তি ও প্রেম দান করেন বলিয়াও, তাঁহার নাম মুকুন্দ। ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দ পুষ্পরস ও মানব-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের নাম। তিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্ম বিনাশ করেন, তাই তাঁহার নাম মধুসূদন। আপাত সুখকর অথচ পরিণামে দুঃখকর কর্ম্মের নামও মধু। যিনি এইরূপ কর্ম্মবিনাশ করেন তিনি মধুসূদন। কৃষি শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ণকারের অর্থ সদ্ভক্তি এবং অ'কার দাতৃবোধক। লোক-সমুদয়কে উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি প্রদান করেন-বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। অথবা কৃষি শব্দে পরমানন্দ, ণ' কারে তাঁহার দাস্য, অ'কারে দাতৃ বোধ হয়। তিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস দান করেন, তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ। যাঁহার প্রতি লোমকূপে বিশ্ব সকল বিরাজমান সেই বিশ্বাধারের নাম বাসু এবং পরম-ব্রহ্মের নাম দেব। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব। তিনি অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ পৃথিবী সকল ধারণ করিতেছেন এবং তিনিই অনন্তজ্ঞান সমুদ্র, তাই তাঁহার নাম গোবিন্দ। ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্ম ভোগ ও দৈত্য বিশেষের নাম মুর। তিনি এই সকলের অরি বলিয়া তাঁহার এক নাম মুরারী। মা' শব্দ নারায়ণী নামে খ্যাত। তিনি ব্রহ্ম স্বরূপা মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী, সনাতনী, বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী, বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা, এই সকলের স্বামী বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১১। (ঘ) নারায়ণের কৃষ্ণ ও শুভ্র দুইগাছি কেশ দেবকীতে ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে শুভ্র কেশ বলরাম রূপে এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ বাসুদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য বাসুদেবের একনাম কেশব।

(মহাভা-আদি-১৯৭।) কিন্তু অধি-কাংশ পুরাণ মতে কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেবের নাম হয় কেশব। ইন্দ্র (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়—

(৬৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। কংস বাসুদেব হস্তে নিহত হইলে, জরাসন্ধ প্রতিশোধ লইবার জন্ম মথুরা আক্রমণ করেন। প্রথমবারে তিনি বিশেষ কৃত-কার্য্য হন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম পুনরায় জরাসন্ধের আক্রমণের আশ-ঙ্কায় মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ-দেশে গমনকরেন। তথায় মহর্ষি পরশু-রামের সহিত তাঁহাদিগের দেখা হয়। পরশুরাম বাসুদেব ও বলরামকে অভয়-দিলে, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গোমন্তক পর্ব্বতে যাইয়া বাস করেন। জরাসন্ধ সেই সংবাদ পাইয়া গোমন্তক পর্ব্বতে যাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং ঐ শৈলে অগ্নি সংযোগ করেন। তখন রাম-কৃষ্ণ প্রাণভয়ে তথা হইতে করবীর-পুরে প্রস্থান করেন। করবীরপুরাধি-পতি শৃগাল, তাঁহাদিগকে পুর প্রবেশ করিতে বাধা প্রধান করাতে, ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে নিহত হন। তখন শৃগাল-মহিষী নিজ শিশু পুত্রের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের শরণাপন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত নরপতি শৃগালের শিশু পুত্রকে পিতৃ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, তথা হইতে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার কিছুকাল পরে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক স্বীয় কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিয়া রাজগণকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করেন। অন্যান্য রাজগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও সেই সংবাদ পাইয়া বিদর্ভ-রাজপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় সমাগত অন্যান্য রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য-হীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত সমান পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তখন বিবাদের আশঙ্কা করিয়া নরপতি ক্রথ তাঁহাকে নিজ রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক রাজপদমর্য্যাদা প্রদান করিলেন। অভিষেকান্তে বাসুদেব পুনঃ মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেইবারে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সংঘটন না হওয়াতে, রাজগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক এদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কাতর হইয়া, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাল-যবন দৈত্যের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বধ সাধনে পরামর্শ দিলেন। কালযবন তাঁহা-দের অনুরোধে মথুরা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে কালযবন নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। হরি-হরি-৯০-১১০। (৬৭) দেবী সর-

স্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে তাঁহারই অংশভূতা চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণই প্রথমতঃ দেবী সরস্বতীর পূজা স্থাপন করেন। দেবীভা ৯স্ক-৪। (৬৮) শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। (৬৯) শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীর অংশভূত, রাধা শিবের অংশজাতা ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯, ৫৩। রাধা দেখ। (৭০) দেবী পার্ব্বতীই ভূতলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা হইয়া লীলা করেন এবং লীলা সমাপনান্তে পুনরায় স্বপুরে কৈলাসধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সমুদয় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজ স্বর্গগমনের কথা জ্ঞাপন করেন। তিনি পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিপ্রবর্গকে ধনরাশি দান করিয়া, স্বীয় পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বলরামও বৃষ্ণিগণ সহ তাহার অনুগমন করেন। পাণ্ডবগণও ভৃত্য-অমাত্য-বনিতাদি সহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে নন্দা অন্তরীক্ষ হইতে সিংহবাহন রথ লইয়া আগমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, তথায় উপস্থিত হইলেন। [illegible] বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণ [illegible] ঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারিদিকে মহোৎসব আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণ সহসা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহবাহন মহারথে আরোহণপূর্ব্বক, ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষেই কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব বনিতা দ্রৌপদীও তখন সাগর সলিল স্পর্শপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার দেহেই বিলীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। বলরাম ও অর্জ্জুন তৎপরে সমুদ্র স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নবঘনপ্রভ, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর-দেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ভীমাদি পাণ্ডব ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণও দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পুরে প্রয়াণ করিলেন! তদনন্তর রুক্মিণী প্রভৃতি আটজন প্রধানা কৃষ্ণমহিষী তনুত্যাগ করিয়া শাম্ভবদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য যে সকল মহিষী ছিলেন, তাঁহারাও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভৈরবাকার প্রাপ্ত হইলেন। দেবদেব শম্ভুর ইচ্ছাবশতঃই দেবী পার্ব্বতী ভূভার হরণের জন্য এই রূপে শ্যামসুন্দররূপিণী হইয়াছিলেন।

তিনি পৃথ্বীতলে পুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পৃথ্বীভার অপনোদনপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কল্প-অবসানে পুনরায় বিষ্ণু শম্ভুর প্রসাদে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণাংশে অবতীর্ণ হন। শ্রীমহাভা-৫৮। (৭১) অষ্টাবিংশ যুগের কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবকী গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গন্ধমাল্য, বস্ত্র, গোধূম, যব, পিষ্টক, দুগ্ধ, ভোজ্য, পেয় ও নানাবিধ ফলদ্বারা যশোদা, দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা এবং নৃত্যগীত মহোৎসব সহ রাত্রি জাগরণ করিলে, মানবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। বৃহদ্ধ-পূ-১৬। (৭২) শাল-গ্রাম শিলার এক নাম শ্রীকৃষ্ণ। স্কন্দ-নাগ-২৪৪। (৭৩) কল্পান্তকালে লোক সমুদয় দগ্ধ হইয়া গেলে, পুরাণ সকলও বিলুপ্ত হয়। তখন অনন্তরূপী ভগবান্ (বিষ্ণু) মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া, ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল আত্মসাৎ করেন। অনন্তর পরকল্পের আদিকালে সেই একার্ণব মধ্যে, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রহ্মাকে তিনি সেই সকল উপদেশ প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২। (৭৪) একবার শ্রীকৃষ্ণ ছাপ্পান্ন কোটী যাদবগণ ও নিজ ষোড়শ সহস্র গোপিনী-গণ সহ প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্বাদশবর্ষকাল তথায় অবস্থান করেন। তাঁহারা সেই পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, তথায় নিজ নিজ নামাঙ্কিত শিব-লিঙ্গ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে ষোড়শজন প্রধানা গোপিনী তাঁহার সঙ্গে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহাদের নাম—লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদরা, ভীষণা, নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষয়া, শুভদা, শোভনা ও পুণ্যা। এই ষোড়শ (বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চদশটি নাম আছে) জন গোপিনী হংসের ষোড়শ কলার ন্যায় বোধ হইতেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হংস বলিয়া বিদিত এবং এই গোপিনীগণ তাঁহারই শক্তি। চন্দ্র-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণের এই ষোড়শ গোপিনী কলা স্বরূপিণী ছিলেন। ঐ সকল গোপিনীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনী ষোড়শীকলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। (৭৫) শ্রীকৃষ্ণের আরও কতিপয় প্রণয়িনী গোপিনীর নাম —(ক) ধন্যা, শ্যামলা, বিশাখা, শৈব্যা ও ভদ্রা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১২। (খ) ললিতা, শামলা, ধন্যা, শ্রীহরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া, শ্রীমধুমতী, চন্দ্ররেখা ও হরিপ্রিয়া এই ষোলটি গোপিনী আদ্যাপ্রকৃতি সদৃশী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া পদ্ম-পাতা-৩৯। (গ) শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা, নিত্যবিহার স্থলের সহচরী,

শক্তিরূপিণী গোপিকাগণের নাম—পূর্ণরসা, রসকল্লোলিনী, রসবাপিকা, অনঙ্গসেনা, অনঙ্গমালিনী, মদয়ন্তী, বিহ্বলা, ললিতা, ললিতযৌবনা, অনঙ্গকুসুমা, মদনমঞ্জরী, কলাবতী, কামকলা, কামদায়িনী, রতলোলা, রত্যোৎসুকা, রতিসর্ব্বস্বা, রতিচিন্তামণি, নিত্যানন্দা, উদ্গীতা, কলগীতা, কলস্বরা, কলকণ্ঠিকা, বিপঞ্চী, ক্রমপদা, বহুহুতা, বহুপ্রয়োগা, বহুকলা, কলাবতী, উগ্রতপা, বহুগুণা, প্রিয়ব্রতা, সুব্রতা, সুরেখা, সুপর্ব্বা, বহুপ্রদা, রত্নরেখা, মণিগ্রীবা, সুকল্পা, আকল্পা, সুপর্ণী, রত্নমালিকা, সৌদামিনী, কামদায়িনী, ভোগদা, বিশ্বমাতা, ধারিণী, ধাত্রী, সুমেধা. কান্তি, অপর্ণা, সুপর্ণা, সুদতী, গুণবতী, সৌকলিনী, সুলোচনা, সুমনা, অশ্রুতা, সুশীলা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রিকা, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রমালা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকলা, বর্ণাবলী বর্ণমালা, মণিমালিকা, মল্লী, নবমল্লী, শেফালিকা, বর্ণপ্রভা, সুপ্রভা, মণিপ্রভা, হারাবলী, তারামালিনী, মালতী, যূথী, বাসন্তী, নবমল্লিকা, সৌগন্ধিকা, কস্তুরী, পদ্মিনী, কুমুদ্বতী, রসোল্লাসা, চিত্রবৃন্দাবলী, উর্ব্বশী, সুরেখা, স্বর্ণরেখিকা, কাঞ্চনমালা, শতসন্তনিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

৭৬) শ্রীকৃষ্ণ মার্কেণ্ডেয় মুনির প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, কল্পান্তে চরাচর জগৎ একার্ণব হইলে, তিনি সেই সলিলরাশির উপরে শঙ্খ-চক্র-পদ্মধারী, সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সনাতন পুরুষ হইয়া, শয়ন করিয়াছিলেন। পরে চতুর্ব্বক্ত্র, কৃষ্ণাজিনধারী মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রথমে নিজ পরিচয় প্রদান করেন এবং পরে সেই সনাতন পুরুষ কৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনিই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃজন ও সংহার করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক শিবাত্মক লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ ঐ লিঙ্গের আদি ও অন্ত জানিবার জন্য যথাক্রমে উর্দ্ধদিকে ও নিম্নদিকে গমন করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার আদি বা অন্ত দেখিতে না পাইয়া, মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাদের নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়া, অভয় প্রদানপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ উভয়ে মহেশ্বরের নিকট অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সেইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অভয় ও সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। কূর্ম্ম-পু-২৭। (৭৭) শ্রীকৃষ্ণ

পূর্ব্ব জন্মে যত্রসায়ংগৃহ মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দশসহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পুষ্কর তীর্থে কেবল জল পান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক শত বর্ষকাল এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। তদনন্তর সরস্বতী তীরে উত্তরীয় ও বস্ত্রাদি বর্জ্জিত শীর্ণ শিরাব্যাপ্তদেহ হইয়া, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, দেব পরিমিত দশসহস্র বৎসর, একপদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভূমিতনয় নরককে নিধন করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট হইতে মণিময় কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি চৈত্ররথ কাননে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তিনি দেবমাতা অদিতির গর্ভে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মধু ও কৈটভ নামক দানবভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি শূলপাণি ত্রিলোচনকে নিজ ললাট-দেশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২।

(৭৮) কোনও সময়ে বাসুদেব এক পর্ব্বতের উপরে দ্বাদশবার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। বাসুদেব সমাগত মহর্ষিগণকে যথোচিত সৎকার করিলে, তাঁহারা নানাবর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। ঐ সময়ে সহসা মধুসূদনের বদন হইতে ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বহির্গত হইয়া, সমাগত মহর্ষিগণের সমক্ষেই শ্বাপদ-সংকুল, বৃক্ষলতাদি-সমাকীর্ণ শৈল সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই অগ্নি শিখা পর্ব্বতের শিখর সমুদয় ভস্মীভূত করিয়া, শিষ্যের ন্যায় বাসুদেবের নিকট সমাগত হইয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। তখন মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া, দয়ার্দ্র-চিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনই সেই পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ ও পশু-পক্ষী-শ্বাপদাদিসংকুল হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্মিত চিত্তে বাসুদেবকে ঐ সমুদয়ের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য, তখন বাসুদেব বলিলেন যে, মহর্ষিগণ প্রলয়াগ্নির ন্যায় যে তেজঃকে তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বৈষ্ণব তেজ। আত্মতুল্য পুত্র লাভের বাসনায় তিনি ঐ পর্ব্বতে

কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে নির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। পরে মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ তাঁহার পুত্ররূপে পরিণত হইবে, ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, সেই অগ্নিরূপ আত্মা পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাগত হইয়া, শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদ-বন্দনা-পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। মহাভা-অনু-১৩৯। (৭৯) শ্রীকৃষ্ণই স্বর্গ ও আকাশ সৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহ হইতেই পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে। তিনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ-করিয়া ভূমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত। বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা উদ্ভূত হন

সত্যযুগে ধর্ম্মরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে এবং কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। তিনি দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তিনিই বলি-রূপে দানবগণের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বাসুদেব হইতেই ভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। যখনই ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া, লোক সমুদয়কে রক্ষা করেন। তিনিই হুতাশন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থানপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ যে রথের চক্র; ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোপ্রদেশে যাহার গতি; কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব; শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত, এই তিনটি যাহার বর্ণ। সেই সংসার রথ তাঁহারই অধিকৃত। তিনি বায়ুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন, সলিল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদয় নিমগ্ন করেন, এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে তিনিই সমুদয় বিশ্বের আধার স্বরূপ। মহাভা-অনুশা-১৫৮। (৮০) সাত্বত বংশীয় সত্রাজিতের নিকট যে অত্যাশ্চর্য্য মণি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা পাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে, সকলেই মনে করিল যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। এই মিথ্যা জনাপবাদ স্খালনের জন্য ও প্রসেনের মৃত্যুর রহস্য জানিবার মানসে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনের অশ্বপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তিনি প্রসেনকে

মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। প্রসেনের অশ্বও তাঁহার পার্শ্বে মৃত পতিত ছিল। তখন সকলের প্রতীতি জন্মিল যে, শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক নির্দ্দোষ। বাসুদেব কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, বাস্তবিক মণি কাহার নিকট আছে, তাহা জানিবার জন্য, আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি এক সিংহকে মৃত অবস্থায় ভূপতিত এবং নিকটে ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, ক্রমে, ঋক্ষবিবরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি শুনিতে পাইলেন, একটি ধাত্রী কোনও এক শিশুকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিতেছে, "সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে এবং জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়াছেন। হে কুমার! তুমি রোদন করিও না। এই স্যমন্তক মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে।" কৃষ্ণ ভচ্ছ বণে সকল রহস্য অবগত হইয়া, ধাত্রীর নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই চীৎকার শুনিয়া জাম্ববান্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাসুদেব ও জাম্ববানের মধ্যে একবিংশতি দিবস ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে জাম্ববান পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক নিজ কন্যা জাম্ববতীর সহিত বাসুদেবের বিবাহ দিলেন এবং ঐ স্যমন্তক মণি তাঁহাদিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। হরি-হরি-৩৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। ব্রহ্মপু-১৬। ভাগ-১০স্ক-৫৬। বায়ু-৯৬। মৎ-৪৫। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২২। সত্রাজিৎ ও শতধন্বা দেখ। (৮১) বাসুদেব নারায়ণের অংশ-ভূত ছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গস্থ অপ্সরাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার পরিগ্রহ হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮২) কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতিথি বিষ্ণু পূজার পক্ষে অতি প্রশস্ত। ঐ বিষ্ণু পূজার সংশ্রবে অঙ্কিত অষ্টদল পদ্ম মধ্যে পূর্ব্ব পত্রে বলদেব, দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন এবং পশ্চিমে ও উত্তরে অনিরুদ্ধকে পূজা করিয়া, মধ্যস্থলে সর্ব্বপাপ বিমোচন বাসুদেবের পূজা কর্ত্তব্য। ববা-৯৯। (৮৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে যখন পাণ্ডবগণ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন বাসুদেবের পরামর্শেই ভীমকে আলিঙ্গন কবিতে ইচ্ছুক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট, লৌহ ভীম মূর্ত্তি প্রদান কবা হয়। মহাভা-স্ত্রী-১২। (৮৪) দেবর্ষি নারদ বাসুদেবের পরম মিত্র ছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির উপর বাসুদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কোনও সময়ে মধুসূদন জ্ঞাতিদিগের দুর্ব্যবহার, অনাদর ও উপেক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নারদের নিকট বিশেষ আক্ষেপ করেন। নারদ বাসুদেবের মনকষ্টের

কারণ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানা বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি কেশবকে জ্ঞাতিগণের দুর্ব্বাক্য, হঠ-কারিতা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকিতে এবং প্রশান্তচিত্তে অবস্থান করিয়া, শান্ত ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পরামর্শ প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৮১।

শ্রীগর্ভ—দণ্ডের এক নাম। ব্রহ্ম-কন্যা দেখ।

শ্রীদমাধব—বিষ্ণুর এক নাম। দেব নারায়ণ সত্যযুগে আদি মাধব, ত্রেতা-যুগে অনন্তমাধম, দ্বাপরে শ্রীদমাধব এবং কলিতে বিন্দুমাধব নামে পরিচিত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

শ্রীদাম—(১) শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু. সূর্য্যভানু, সুভানু, এই সাত জন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অনুচর ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। ভাগ-১০স্ক-১৫। (২) শ্রীদাম নামে একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া অতি দরিদ্রভাবে কালযাপন করিতেন। কোনও সময়ে তাঁহার পত্নী দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অনুযোগ দিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বন্ধু থাকিতে তিনি কেন এইরূপ দীনভাবে কাল যাপন করিতে-ছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহাকে দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীদাম পত্নীর বাক্যে বাসুদেবের নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আর কিছু লাভ হউক আর নাই হউক, অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মাধবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন সখাকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভুজদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লইয়া যাইয়া, পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। অতঃ-পর তিনি পূজোপকরণ আনয়ন করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীও সখীগণ সহ শ্রীদামের নানারূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা বাল্য-কালের মধুর স্মৃতিপূর্ণ ঘটনাবলীর আলাপে সময়ক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাকে বলিলেন, "তুমি কি আমার জন্য কিছুই উপহার আনয়ন কর নাই?" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে শ্রীদাম অতিশয় লজ্জিত হইয়া, অধোমুখে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ শ্রীদাম গৃহ হইতে আগমন করিবার সময়ে বন্ধুর জন্য কিঞ্চিৎ চিপিটক লইয়া আসিয়া-ছিলেন। কিন্তু ঐ সামান্য দ্রব্য চিড়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বাসুদেব

বন্ধুকে অধোমুখ ও নিরুত্তর দেখিয়া, স্বয়ংই তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে সেই চিড়া গুলি লইয়া, পরম প্রীতির সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর শ্রীদাম এক রাত্রি বন্ধুর গৃহে পরম সুখে অবস্থান করিয়া, পরদিন স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীদামও স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচবশতঃ বন্ধুর নিকট কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তিনি ক্রমে নিজগৃহ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পূর্ব্বে যেই স্থানে তাঁহার সামান্য কুটীর ছিল, সেই স্থানে পরম রমণীয় উদ্যান, সরোবরাদি সমন্বিত বৃহৎ অট্টালিকা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই ভবনে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষিত স্ত্রী-পুরুষ সকল ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নীও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিলেন। শ্রীদাম, এই সকল যে তাঁহার পরম সখা বাসুদেবের অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮০, ৮১।

শ্রীদেব—যদুবংশীয় বৃহন্মেধার পুত্র। শ্রীদেবের অপত্য মহাবল রুদ্রভক্ত বীতরথ। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

শ্রীদেবাংশা—দেবকের সপ্ত কন্যার অন্যতমা এবং বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। লি-পূ-৬৯। বসুদেব দেখ।

শ্রীদেবা—দেবকের অন্যতমা কন্যা বসুদেবের অন্যতরা পত্নী। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বসুদেব, দেবক ও যশোদা দেখ।

শ্রীদেবী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী শ্রীদেবা কোনও কোনও পুরাণে শ্রীদেবী নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন। মৎ-৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ব্রহ্মপূ-২৪। (২) মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে শ্রী-দেবী জন্মলাভ করেন। তিনি নারায়ণের মহিষী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২৯। (৩) নারায়ণ হইতে শ্রীদেবীর গর্ভে বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। যাঁহারা স্বর্গচারী ও যাঁহারা পুণ্য-কর্ম্মা এবং দেবগণের বিমান সমূহ বহন করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীদেবীর মানস পুত্র। বায়ু-২৮। (৪) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি, কালতীর্থ নামে অভিহিত হয়। ঐ দিনে দেবী ভগবতী শ্রীদেবী ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যে আগমন করেন। ঐ দিবস যে ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, দেবী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া অবস্থান করেন। বৃহদ্ধ-পূ-২৬। লক্ষ্মী দেখ।

শ্রীধর—(১) ত্রেতাযুগে শ্রীধর নামে এক অপুত্রক নরপতি ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তিনি চন্দ্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন এক ব্রাহ্মণকে জলে মজ্জমান দেখিয়াও তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। সেই পাপে পরজন্মে তিনি

পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য দান ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া, তিনি এক পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৩৮। পদ্ম-ব্রহ্ম-৫। (২) অষ্ট দিক্‌পালের অন্যতম। গরু-পূ-৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০। (৩) গোকুলের অন্যতম নবনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। (৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতম স্বরবর্ণ মূর্ত্তি। শক্তি দেখ।

শ্রীনিকেতু—ইন্দ্রসাবর্ণি ও পুরুষোত্তম দেখ।

শ্রীনিবাস—বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩, ২৩।

শ্রীপতি—(১) দেব নারায়ণের এক নাম। লক্ষ্মী (২৫) দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৩) তন্ত্রোক্ত ষড়ঙ্গদেবতাদের অন্যতম। রতি দেখ।

শ্রীবৎস—বিষ্ণু (অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

শ্রীবর্দ্ধন—সুপ্রভ নামক একজন তাপসের শিষ্য। সুপ্রভ দেখ।

শ্রীবহ—কদ্রুর গর্ভজাত ও নাগরাজ শেষের অনুজ অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

শ্রীভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দেখ।

শ্রীমতী—(১) প্রয়াগতীর্থ ও কমলাক্ষী দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা অম্বরীষের কন্যা। নারদ দেখ। (৪) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ।

শ্রীমন্ত—অসুর-নাশিনী দেবী কালী, হস্তী-ভক্ষণ ও উদ্গীরণ করিতেছেন, এই ভাবে শ্রীমন্ত সওদাগর ও তাঁহার পিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬।

শ্রীমল্লকর্ণি—(১) অন্ধ্রক-বংশীয় শিশুকের পর শ্রীমল্লকর্ণি রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র (নাম নাই) দশবৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর পূর্ণোৎসঙ্গ রাজা হন। মৎ-২৭৩।

শ্রীমহাকাল—মহেশ্বরের এক নাম।

শ্রীমাতা—অন্যতমা শক্তি। ভট্টারিকা দেখ।

শ্রীমান—(১) অন্যতম বসু আপের তনয়। মৎ-২০২। (২) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) নাগ্নজিতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও নাগ্নজিতি দেখ। (৪) চাক্ষুষমনুর অন্যতম পুত্র। মধুশ্রী দেখ। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। গরু-পূ-১৫। (৬) সূর্য্যের এক নাম। ব্রহ্মপু-৩১। সূর্য্য দেখ। (৭) মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৮) দাশরথি রামের অন্যতম নাম। তন্ত্রঃ-৭৫৯ পৃঃ।

শ্রীমুখী—যক্ষপতি কুবেরের ভার্য্যা। তাঁহার গর্ভে নলকূবর নামে এক পুত্র জন্মে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

শ্রীশ—ব্রজপুরের অন্যতম নবনন্দ। বীতিহোত্র দেখ।

শ্রীশাতকর্ণী—(১) অন্ধ্র-বংশীয় ভীত রাজার পুত্র। তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র আপাদ-বদ্ধা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করার পর নেমীকৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। পরবর্ত্তী নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীশান্তকর্ণ—(১) শুঙ্গ-বংশের পত-নের পর মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা কৃষ্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় পৌর্ণ-মাস। ভাগ-১২স্ক-১। বিষ্ণুপুরাণ মতে (৪র্থ-২৪) কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি। তাঁহার তনয় পূর্ণোৎসঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

শ্রীশালবাহন—শ্রীমন্ত দেখ।

শ্রীশৈল—(১) গোতম মুনির পুত্র মেধাবী অপান্তরতম মুনির পরামর্শে শ্রীশৈলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রৈবতক দেখ। (১) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

শ্রীশেষদুর্ব্বলা—ধর্ম্মারণ্য-নব স কুৎসবংশীয় ব্রাহ্মণগণের গোত্রদেবী। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, সদা-চারণ-শীল, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ, পর-ছিদ্রানুসন্ধি, বিদ্বেষী, হিংসধর্ম্মা, কুটিল ও ধনলোভী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

শ্রীহলাহলসুন্দক—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯।

শ্রুত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয় নাভাগ। ভগীরথ দেখ। (২) দক্ষের চতুর্ব্বিংশ কন্যার অন্যতমা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মেধার গর্ভে শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পূ-৫। (৩) জনকবংশীয় উপগুর তনয়। তাঁহার অপত্য শাশ্বত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫) ব্রজপুর-বাসী একজন উপনন্দ। বীতিহোত্র দেখ। (৫) তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকার কালে সত্য, বেদ, শ্রুত ও ভদ্র নামে দেবগণ ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৬) ঐক্ষ্বাকু ভগীরথের পুত্র। তাঁহার তনয় নাভ। ভাগ-৯স্ক-৯। (৭) জনকবংশীয় সুভাষণের পুত্র। তাঁহার তনয় জয়। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৫ম-৩২। ব্রহ্মপু-২০৫। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৯) ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ ও দ্রুহ্যুকে পূর্ব্বের ন্যায় জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।১৮।১২। কবষ দেখ।

শ্রুতকর্ম্মা—(১) সহদেব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। অগ্নি-২৭৮। মৎ-৫০। (২) অর্জ্জুন হইতে দ্রৌপদীর

গর্ভে শ্রুতকর্মা জন্ম লাভ করেন। মহাভা-আদি-২২১। শ্রুতকীর্ত্তি দেখ। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে জাত বিবস্বানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৪। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (৪) উদাপি ও সহদেব দেখ। অগ্নি-২৭৮।

শ্রুতকক্ষ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নামান্তর সুকক্ষ। ঋক্-৮-৯২।

শ্রুতকীর্ত্তি—(১) মিথিলাধিপতি জনক রাজের অনুজ কুশধ্বজের অন্যতমা কন্যা। তিনি দশরথের কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘ্নের সহিত পরিণীতা হন। রামা-আদি-৭৩। শত্রুঘ্ন দেখ। (২) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা। শূর দেখ। (৩) তৃতীয় পাণ্ডব অ দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকীর্ত্তি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১২। অগ্নি-২৭৮। ভাগ-৯স্ক-২২। মৎ-৫০। মহাভা-আদি-৬৭। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৪) যদুবংশীয় শূরের কন্যা (বসুদেবের ভগিনী) শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভজাত কন্যা ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (৬) কেকয়রাজ ধৃতকেতুর সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়। গর্গ-বিশ্ব-১৫। বায়ু-৯৬। গরু-পূ-১৪৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অনুবিন্দ দেখ। (৭) সুপ্রভ দেখ। (৮) শূর-তনয়া শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে অনুব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৬।

শ্রুতঞ্জয়—(১) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পর শ্রুতঞ্জয় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নরপতি বিভু আটাইশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৎ-২৭১। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সেনজিতের পুত্র। তিনি তেইশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাবাহু। বায়ু-৯৯। (৩) রাজা পুরূরবার অন্যতম পুত্র সত্যায়ু। তাঁহার তনয় শ্রুতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৪) জরাসন্ধ-বংশীয় মগধরাজ সেনজিতের তনয় শ্রুতঞ্জয়, তাঁহার তনয় বিপ্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। সুতঞ্জয়, বিপ্র ও শুচি দেখ। (৫) মগধের জরাসন্ধবংশীয় বহুকর্ম্মকের পুত্র। তাঁহার তনয় সেনজিৎ। গরু-পূ-১৪৬।

শ্রুতদেব—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪, ২০; অশ্ব-১৪, ১৬। (২) জনৈক তপঃসিদ্ধ মহর্ষি। যে সমুদয় মহর্ষি জ্ঞানদান করিবার জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭; ৩স্ক-১৫। (৩) জনৈক বিষ্ণু-

ভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি অনায়াস-লব্ধ সামান্য দ্রব্যেতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনপূর্ব্বক পরমানন্দে জীবন যাপন করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। একবার বাসুদেব তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব স-ভার্য্যা তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অর্চ্চনা করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার সকল দুঃখ দূর হয়। ভাগ-১০স্ক-৮৬। (৪) কল্কি অবতারের সহিত কলিযুগের শেষ হইলে, পুনরায় যখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তখন মহর্ষি শ্রুতদেব হইতে পুনরায় ব্রাহ্মণ-বংশ বিস্তৃত হইতে থাকিবে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

শ্রুতদেবা, শ্রুতদেবা—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা দুহিতা ও বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী। কারুষ বৃদ্ধশর্ম্মার সহিত শ্রুতদেবার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে দন্তবক্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-৯৬। গর্গ-বিশ্ব-১০। (২) শ্রুতদেবার গর্ভে অন্যের ঔরসে জগৃহু নামে পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (৩) দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। (৪) শূর-তনয়া শ্রুতদেবীর গর্ভে কৃত হইতে সুগ্রীব নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৬। (৫) বসুদেব-ভার্য্যা শ্রুতদেবীর গর্ভে গবেষণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শ্রুতধর—শাল্মলী-দ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর অধিকার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যথাক্রমে শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও ঋষন্ধর নামে খ্যাত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

শ্রুতন্ধরা—বসুদেবের অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে কপিল নামে একপুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

শ্রুতবতী—বীরমণি দেখ।

শ্রুতবন্ধু—গোপায়ন ও বিপ্রবন্ধু দেখ।

শ্রুতবিৎ—অত্রির অপত্য শ্রুতবিৎ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫।৬২।

শ্রুতবান্—(১) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সোমাপির তনয়। তাঁহার অপত্য অযুতায়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। গরু-পূ-১৪৪। সোমাপি দেখ।

শ্রুতবেদা—শূরদুহিতা শ্রুতদেবার নামান্তর। বায়ু-৯৬।

শ্রুতমুখ—সহদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪।

শ্রুতরথ—তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা মহর্ষি প্রভূবসুকে দুইটি লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিনশত ধেনু দান করেন। তজ্জন্য প্রভূবসু মরুৎগণের নিকট

তাঁহার তাবৎ লোকের উপর প্রভুত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৩৬।১।

শ্রুতর্ব্বা—(১) মহর্ষি শ্রুতর্ব্বা ইন্দ্রের স্তব করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ইন্দ্র মৃগয়কে তাঁহার বশীভূত করিয়া দেন। ঋক্-১০।৪৯।৫। (২) মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী একজন রাজা। জরাসন্ধ যখন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তিনি জরাসন্ধের অনুগমন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯০।

শ্রুতর্য্য—মহর্ষি শ্রুতর্য্যকে অশ্বিদ্বয় অসুরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।৯।

শ্রুতশ্রবা—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা। তিনি চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪, ৯৪, ১১৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বায়ু-৯৬। গরু-পু-১৪৩। ব্রহ্মপু-১৪। (২) চেদিরাজ হইতে শ্রুতশ্রবার গর্ভে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৩) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সোমাধির তনয়। তাঁহার পুত্র অপ্রতীপ। শ্রুতশ্রবা চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। বায়ু-৯৯। সোমাপি দেখ। (৪) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির তনয়। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) জরাসন্ধবংশীয় মার্জ্জারির পুত্র। তাঁহার পুত্র যুতয়ু। ভাগ-৯স্ক-২২। (৬) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমবিতের পুত্র। মৎ-৫০। (৭) বিবস্বানের ঔরসে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে শ্রুতশ্রবা নামে এক পুত্র জন্মে। সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ। (৮) এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্প সত্রে সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। সোমশ্রবা দেখ।

শ্রুতসেন—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীম হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। ভাগ-৯স্ক-২২ (২) কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২০, ২১। মহাভা-আদি-৩। হরি-হরি-৩২। ব্রহ্মপু-১৩। (৩) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সোমাপির অন্যতম পুত্র। গরু-পু-১৪৪। (৪) পঞ্চপাণ্ডবের কনিষ্ঠ সহদেবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭,২২১। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

শ্রুতসেনা—অশ্রুত দেখ। হরি-হরি-১৬০।

শ্রুতসোম—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতসোম জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। গরু-পু-১৪৪। ভীম দেখ।

শ্রুতা—(১) ভদ্রমতি নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতমা পত্নী। বৃহন্না-১১। ভদ্রমতি দেখ। (২) দেবী সতীর অন্যতমা সখী। সতী দেখ।

শ্রুতাম্বক—রাজা পুরূরবা হইতে

উর্ব্বশীর গর্ভে জাত পুত্রগণের অন্যতম। গরু-পূ-১৪৩।

শ্রুতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভানুচন্দ্রের পুত্র। তিনি ভারত-যুদ্ধে নিহত হন। মৎ-১২। লি-পূ-৬৬। (২) পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। হরি-হরি-২৭। সৌর-৩১। কূর্ম্ম-পূ-২২। ব্রহ্মপু-১০। লি-পূ-৬৬। পুরূরবা, অমায়ু, অমাবসু ও আয়ু দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভানুবিত্তের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) ঐ বংশীয় ভানুরথের তনয়। অগ্নি-২৭৩। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চন্দ্রের পুত্র শ্রুতায়ু। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৬) জনক বংশীয় অরিষ্টনেমীর তনয়। তাঁহার অপত্য সূর্য্যাশ্ব (বিষ্ণু-৪র্থ-৫)। শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৭) জনক-বংশীয় অধিনেমীর তনয়। তাঁহার অপত্য সুপার্শ্ব। গরু-পূ-১৪২। (৮) সত্যযুগের একজন দানব পতি। তিনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয় রাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৯) শ্রুতায়ু নামক একজন নরপতি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া, তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (১০) মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুগমন করিয়াছিলেন। বাম-৫৮।

শ্রুতাভিধান—হৈহয়বংশজ একজন নরপতি স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩। শঙ্খ দেখ।

শ্রুতায়ুধ—অন্যতম দানব। কালিকা-৪০।

শ্রুতি—(১) অনসূয়ার গর্ভজাত অত্রির কন্যা। শঙ্খপদ দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৩) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৪) লক্ষ্মীদেবীর এক সখী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (৫) সীতার এক নাম। সীতা দেখ। (৬) দেবী সরস্বতীর এক নাম। সরস্বতী দেখ। (৭) বেদ চতুষ্টয়ের এক নাম শ্রুতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১।

শ্রুতিশৃণ—অজিত, মঙ্গল ও ত্বিষিমন্তগণ দেখ। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২।

শ্রুতিশ্রবা—শিশুপালের জননী শ্রুতশ্রবার নামান্তর।

শ্রুবাবতী—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা। তিনি দেবরাজের পত্নী হইবার জন্য স্ত্রীলোকেরও দুষ্কর নানাবিধ ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। শতবর্ষ ব্যাপী ঐরূপ তপস্যা করিলে, দেবরাজ প্রীত হইয়া তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বশিষ্ঠের রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রুবাবতী তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি সাধ্য মত তাহা করিতে

চেষ্টা করিব, কেবল আপনার পত্নীত্ব স্বীকার করিতে পারিব না। আমি দেবরাজকে পতিরূপে পাইবার জন্ত তপস্তা করিতেছি।" ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আমি তোমার কঠোর তপস্তার বিষয় অবগত আছি। তোমার অভিপ্রায় শীঘ্রই সফল হইবে। যাহা হউক তুমি এক্ষণে পাঁচটি বদরী পাক কর।" এই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পাঁচটি বদরী প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত বদরীপাকের ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রতীর্থে গমনপূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রুবাবতীও পবিত্র চিত্ত হইয়া, সেই পাঁচটি বদরী পাক করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি বদরী সুপক্ক হইল না। ক্রমে বদরী পাক করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন গত হইয়া গেল। শ্রুবাবতীর সঞ্চিত সমস্ত কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি বদরী পক্ক হইল না। তখন শ্রুবাবতী অন্ত কোনও উপায় না দেখিয়া (ছদ্মবেশী) মহর্ষির প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিজ দেহই অগ্নিতে প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি নিজ পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া, অগ্নিতে প্রদানপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুষ্কর কার্য্য করাতে, তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। তখন দেবরাজ শ্রুবাবতীর এই অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্ব-রূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার ভক্তি ও তপোনুষ্ঠানে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত বাস করিতে সমর্থ হইবে।" এই কথা বলিয়া, দেবরাজ প্রস্থান করিলেন। মহাভা-শল্য-৪৯।

শ্রেণিমান্, শ্রেণীমান্—(১) সত্যযুগে কালেয় নামে খ্যাত আটজন ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী দানব ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দ্বাপরে ক্ষত্রিয় রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ দানব শ্রেণিমান্ নামে ভূপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) নরপতি শ্রেণিমান্ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৩) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুমার-রাজ্যাধিপতি শ্রেণিমানকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৯।

শ্রেণী—আপি ও চরণ্য দেখ।

শ্রোণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন মহর্ষি। তিনি দুর্ব্বলজানু ছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিয়া গমন-ক্ষমতা লাভ করেন। ঋক্-১।১১২।৮।

শ্রোতন—কশ্যপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২ ব্রহ্মা-৬৮। অন্তরীক্ষ ও চাক্ষুষ মনু দেখ।

শ্রোত্র—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিতাখ্য দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ।

শ্লিষ্টি—(১) ধ্রুবের পুত্র। তাঁহার পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, পুষ্প, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। বৃকতেজা দেখ। (২) শ্লিষ্টির পাঁচ পুত্রের নাম—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজা ব্রহ্মপু-২।

শ্লেষ্মাতক—বানর বিশেষ। সে মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়। বরা-২১৪।

ষ

ষট্‌কৃত্তিকা—(১) কৃত্তিকা-গণ (অতিরিক্ত ২৩) ও স্বাহা দেখ।

ষট্‌গৃভি—ইন্দ্র ষট্‌গৃভিকে সব্যের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪৯।৫।

ষড়্‌ঋতু—(১) সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা, "আমি সকলের পিতার ন্যায়" এইরূপ ভাবনা করেন। সেই ভাবনা হইতে ষড়্‌ঋতু উৎপন্ন হন। তাঁহারা পিতৃলোক বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৩০। (২) দেবতা অসুর মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মার পরম আনন্দ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহার বক্ষদেশ হইতে পিতৃলোক নামে খ্যাত ছয় ঋতুর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা-৩১।

ষড়্‌গর্ভ—মরীচি হইতে তাঁহার পত্নী ঊর্ণাদেবীর গর্ভে ছয়টি পুত্র জন্মে। তাঁহারা ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করিতে উদ্যত দেখিয়া, উপহাস করেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে "দৈত্য যোনিতে জন্মগ্রহণ কর", বলিয়া শাপ দেন। সেই শাপ প্রভাবে তাঁহারা প্রথমে দৈত্যপতি কালনেমীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তৎপরে পুনর্বার হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্ম লাভ করেন। কিন্তু কোনও বারেই তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্ব বিবরণ বিস্মৃত হন নাই। তজ্জন্য দ্বিতীয়বারে তাঁহারা শান্ত-সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করেন। তখন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহারা

বলেন, "আমরা যেন দেবতা, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ, মহোরগ ও নিখিল মানবগণের অবধ্য হই।" পিতামহ সেইরূপ বরই প্রদান করিয়া, প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাদের বর-লাভ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পুত্রগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া পিতামহের নিকট হইতে বর লাভ করাতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। অধিকন্তু তিনি তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন, "তোমরা পৃথিবীতে ষড়গর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া পাতালে গমন কর এবং তথায় নিদ্রামগ্ন হইয়া বহুবৎসর অবস্থান কর। পরে তোমরা একে একে দেবকীর উদরে জন্মলাভ করিয়া, কংস-রূপে জাত তোমাদের পিতামহ কালনেমীর হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিবে।" দেবীভা-৪স্ক-২২। হরি-হরি-৫৭। ব্রহ্মপু-১৮২।

ষড়ানন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

ষণ্ড—(১) পিতৃগণের মানসী কন্যা গো-নাম্নী পত্নীর গর্ভে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা দুই ভাই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিলেন। বারাহকল্পে দেবাসুরে যে দ্বাদশটি সংগ্রাম হয়, সেই সকল সংগ্রামে দেবপক্ষে থাকিয়া, তাঁহারা যুদ্ধ করেন। প্রথমে ষণ্ডামার্ক ভ্রাতৃদ্বয় অসুরদিগেরই সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। তখন দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ষণ্ডামার্ক সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তথায় দেবগণ অসুরগুরু ভ্রাতৃদ্বয়কে অমৃত পান করাইয়া অসুর-পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। অমৃত পানে মত্ত দানব-সেনাপতিদ্বয় দেবগণের বাক্যে অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিলে, দেবগণ অসুরদিগকে পরাজয় করেন। বায়ু-৬৫, ৯৭, ৯৮। মৎ-৪৭।

ষন্মাতুর, ষান্মাতুর—কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ।

ষণ্মুখ—(১) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। স্কন্দ দেখ। (২) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ষষ্টি, ষষ্ঠী—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের পত্নী দেবসেনা প্রকৃতি-দেবীর ষষ্ঠ অংশ-জাতা বলিয়া, ষষ্ঠী নামে অভিহিতা হন। তিনি মাতৃকাগণের মধ্যে পূজ্যতমা। তপস্বিনী, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ষষ্ঠী দেবী জগতের সমস্ত শিশুদিগকে পালন করিয়া থাকেন। তিনি লোকসকলের পুত্রপৌত্রাদিকেও পালন করিয়া থাকেন বলিয়া, ধাত্রী নামেও কীর্ত্তিতা হন। তিনি শিশুদিগের সমীপে বৃদ্ধা ও যোগিনী স্বরূপা। শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠ দিনে

সূতিকাগৃহে এবং একবিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। দেবীভা-৯স্ক-১, ৪৬। (২) দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬। (৩) ষষ্ঠী দেবী ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-১১। (৪) ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ।

ষোড়শ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিতণ্ডা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ষোড়শকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ষোড়শান্ত—মহাদেবের অন্তরমগণ। বাম-৫৮।

ষোড়শী—(১) দেবী শতাক্ষীর দেহ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মহাশক্তি। শতাক্ষী ও শক্তি দেখ। (২) দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। মহাবিদ্যা দেখ। (৩) মূল প্রকৃতিদেবী হইতেও শ্রেষ্ঠা সূক্ষ্মরূপা দশমূর্ত্তি সম্পন্না দেবীগণের অন্যতমা। বৃহদ্ধ-মধ্য-৬। সতী দেখ।

ষোসঙ্গ—বরাহকল্পের ষোড়শদ্বাপরে ষোসঙ্গ নামে ব্যাস ছিলেন। তখন মহাদেব গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। গোকর্ণ দেখ।

স

সংকুসুক—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা ও অগ্নিসংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৮।

সংক্রন্দন—(১) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র মার্ক-১০০। হরি-হরি-৭। ভৌত্যমনু দেখ। (২) দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর ও সেনাপতি। দেবীপু-১২৭।

সংক্রম—পরাক্রম ও বিক্রম দেখ।

সংক্রমক—বৈতালী দেখ।

সংক্রোধনী—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১২৭।

সংক্ষয়—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশ জন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২।

সংক্ষিপ্ত—যদুবংশীয় উপাসঙ্গের অন্য-তম পুত্র। মৎ-৪৭। উপসঙ্গ, উপা-সঙ্গ ও বজ্রাংশু দেখ।

সংক্ষেপ—ধর্ম্ম হইতে মরুত্বতীর গর্ভ-জাত মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ।

সংগ্রহ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সমুদ্র তাঁহার সাহায্যের জন্য সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামে দুই অনুচর

অনুচরকে প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। বৈতালী দেখ।

সংগ্রামজিৎ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম মহিষী শৈব্যা হইতে সংগ্রামজিৎ প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈব্যা দেখ (২) বাসুদেব হইতে সুদেবীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। সুদেবী দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণ হইতে সুভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি তনয়গণ জন্ম লাভ করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৪) সংগ্রাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৪, অশ্ব-১৪, ১৬। ভূতসন্তাপন ও ভদ্রা দেখ।

সংজাতি—সংযাতি দেখ।

সংজ্ঞা—(১) কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বানেষ অন্যতমা পত্নী সংজ্ঞা। তাঁহাব গর্ভে বৈবস্বতমনু জন্মগ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন যম ও যমুনা নামে দুইটি যমজ পুত্রকন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১১। (২) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মনু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না। তীব্ররশ্মি সূর্য্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই, তিনি নয়ন নিমীলিত করিতেন। সেইজন্য ভাস্কর একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন, "যেহেতু তুমি সর্ব্বদাই আমাকে দর্শন করিয়া নেত্র সংযম কর, সেই জন্য তুমি প্রজা-সংযমনপর যমকে প্রসব করিবে।" তাহাতে শঙ্কিতা হইয়া সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। সেইজন্য দিবাকর বলিলেন, "যেহেতু তুমি আমাকে দেখিয়া দৃষ্টি বিলোলিত করিতেছ, তজ্জন্য তুমি বিলোলা নদীরূপিনী এক তনয়া প্রসব করিবে।" সেই শাপ হেতু সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী এযাবৎকাল অনেক কষ্টে ভাস্করের তেজ সহ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা একান্ত অসহ্য হওয়াতে, শান্তি লাভের আশায় পিতৃগৃহে গমনকরাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অতঃপর তিনি নিজ দেহ হইতে নিজ ছায়াময় এক তনু নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে, ভানুর গৃহে তাঁহার ন্যায়ই অবস্থান করিয়া, স্বামী ও পুত্র কন্যার পরিচর্য্যা করিতে বলিয়া, পিতৃগৃহে গমন করিলেন। দীর্ঘকাল পিতার স্নেহাবরণে আনন্দে কাল যাপন করিবার পর, এক দিন ত্বষ্টা তাঁহাকে বলিলেন যে, স্বামীগৃহ ত্যাগপূর্ব্বক দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করা, কন্যার পক্ষে গৌরবহানীকর। অতএব সংজ্ঞার পুনরায় পতিগৃহে গমন করাই সমীচীন। সংজ্ঞা পিতৃবাক্যে সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক

উত্তর কুরুদেশে গমন করিলেন এবং বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই বড়বা-রূপধারিণী প্রকৃত সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপধারী বিবস্বান্ হইতে নাসত্য ও দস্র নামে দুই তনয় উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার গর্ভে ভাস্করের তেজে রেবন্ত নামে, আরও এক পুত্র জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-১৩। মার্ক-৭৭, ৭৮ ১০৬-১০৮। সূর্য্য, রেবন্ত, শনি, বিবস্বান্ ও সাবর্ণি মনু দেখ। (২) বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া ও বিবস্বান-ভার্য্যা সংজ্ঞার গর্ভে ক্রমে ক্রমে মনু, যম, যমুনা, শনি, তপতি, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৩। (৩) সংজ্ঞার গর্ভে দুই মনু, জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-৭০। (৪) দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সুরেণু ভাস্করের সহিত পরিণীতা হইয়া, সংজ্ঞা নামে খ্যাত হন। তাঁহার গর্ভে প্রথমে মনু ও শ্রাদ্ধদেব প্রজাপতি নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা যখন সূর্য্যের তেজ সহনে অসমর্থ হইয়া অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন বিবস্বানের তেজঃ হইতে নাসত্য ও দস্র নামে ভিষক্ শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন। বায়ু-৮৪। (৫) বিবস্বান-পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু, যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা বড়বা-রূপে পৃথিবীতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। (৬) দিবাকরের পত্নী সংজ্ঞা ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৫০।

সংজ্ঞান—সংবলন দেখ।

সংজ্ঞেয়—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

সংবৎসর—(১) সৃষ্টির আদিকালে সংবৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র সুপার্শ্ব। ববা-৯৫। (২) একজন দানব। গর্গ-বিশ্ব-৪৭। মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনু-১৬০।

সংবরণ—(১) পুরুবংশীয় ঋক্ষের তনয়। তিনি সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুরু। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। কল্কি-৩য়-৪। ভাগ-৬স্ক-৬, ৮স্ক-১৩। মার্ক-৮৮, ১০৬। (২) রাজা সংবরণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, প্রজাকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং জনপদসমূহও উৎসন্ন প্রায় হইল। অনাবৃষ্টিও ব্যাধিতে লোক সকল অকালে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ সংবরণের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সংবরণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুত্র-কলত্র-অমাত্য প্রভৃতির সহিত পলায়ন করিয়া, সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী এক কাননে বাস করিতে লাগিলেন। বহুকাল তথায় অবস্থান করিবার পর, একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন।

স-অমাত্য সংবরণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের পৌরহিত্যপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠের সহায়তায় রাজা সংবরণ পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করিলেন। সংবরণের পত্নী সূর্য্য-কন্যা তপতী এবং পুত্র কুরু। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) রাজা সংবরণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধূপ, অর্ঘ্য মাল্যাদিসহ ভাস্করের আরাধনা করিতেন। একদিন রাজা সংবরণ মৃগয়া করিতে যাইয়া সূর্য্যকন্যা তপতীকে অবলোকন করেন এবং তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। তপতী সংবরণকে নিজ পিতা ভাস্করের নিকট তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। তখন মহারাজ সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা সূর্য্যের নিকট নিজ মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতেই নিজ-ভক্ত সংবরণকে তপতীর যোগ্য পতি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, পরম আনন্দিত চিত্তে তপতীকে রাজা সংবরণের পত্নীত্বে বৃতা হইবার জন্য মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ সংবরণ তপতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া অমাত্যবর্গের হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক, তপতীসহ দ্বাদশবর্ষকাল কানন, গিরিকন্দর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিয়া ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। রাজা সংবরণকে ঐরূপ রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভোগসুখে মত্ত দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করিতে বিরত হইলেন। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ সংবরণকে পরামর্শ দিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন। রাজা সংবরণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ বারিবর্ষণ ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন মহারাজ সংবরণ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। মহাভা-আদি-১৭১-১৭৩। বাম-২১, ২২।

সংবর্ত্ত—(১) দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহর্ষি সংবর্ত্ত উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন। বৃহস্পতি নিজ সহোদর ভ্রাতা সংবর্ত্তের প্রতি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। পরিশেষে ভ্রাতার দুর্ব্ব্যবহার অসহ্য বোধ হওয়াতে, সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর অবস্থায় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বৃহস্পতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা

অবীক্ষিতের কুলপুরোহিত ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজা মরুত্ত একবার যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৃহস্পতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক দেবতাদিগের গুরুর পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি সেই কারণ প্রদর্শন করিয়া মরুত্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নারদ ঋষি মরুত্তকে, বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঋষির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পরামর্শ দিলেন। মরুত্ত যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় সংবর্ত্তের সাক্ষাৎ পাইবেন, তখন নারদ বলিলেন, "সংবর্ত্ত দিগম্বর অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপনপূর্ব্বক, নিকটে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতে থাকুন। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে আসিয়া, শব দর্শন করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত বলিয়া জানিবেন। আপনি তাঁহার অনুগমন করিবেন এবং কোনও নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন।" মরুত্ত রাজা নারদের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া সংবর্ত্তের সম্মুখিন হইলে, তিনি প্রথমে রাজার গাত্রে কর্দ্দম, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মরুত্ত নরপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সংবর্ত্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে, মরুত্ত যোড় হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সংবর্ত্ত মরুত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কাহার নিকট সংবর্ত্তের পরিচয় পাইয়াছেন। মরুত্ত যখন বলিলেন যে, তিনি নারদের নিকট তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন, তখন সংবর্ত্ত, নারদ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মরুত্ত নারদের শিক্ষা মত বলিলেন যে, নারদ তাঁহাকে সংবর্ত্তের সন্ধান প্রদান করিয়া, অগ্নি প্রবেশ কবিয়াছেন। তখন সংবর্ত্ত অতি কঠোব বাক্যে বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় বায়ুরোগগ্রস্ত, বিকৃতবেশ ও অস্থিরচিত্ত লোকের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করাইয়া, তাঁহার ভ্রাতা বৃহস্পতির দ্বারা সম্পন্ন করাইলেই মরুত্তের মঙ্গল হইবে। তদুত্তরে মরুত্ত বলিলেন যে, তিনি প্রথমে বৃহস্পতিরই শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি দেবগুরুর পদলাভ করিয়া, আর মর্ত্ত্যবাসীর যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ দেবরাজ তাঁহাকে মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তখন সংবর্ত্ত মরুত্তকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার

যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে আরম্ভ করি-
লেই, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি কুপিত হইয়া
তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। সুতরাং
সেই সময়ে সংবর্ত্তের প্রতি মরুত্ত রাজার
যদি ভক্তি অচলা না থাকে, তবে তিনি
সংবর্ত্তের শাপে স-পরিজন ভস্মসাৎ
হইবেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মরুত্ত
নরপতি, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সংবর্ত্তের
অনুরাগী থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার
করিলে, সংবর্ত্ত তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য
করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর
রাজা মরুত্ত সংবর্ত্তের নির্দ্দেশে মুঞ্জবান্
পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, ভবানীপতির
আরাধনান্তে বহু সুবর্ণলাভ করিলেন
এবং সেই সুবর্ণ রাশিদ্বারা যজ্ঞের
আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা
দেবগুরু বৃহস্পতির জ্ঞানগোচর হইলে,
তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।
তখন ইন্দ্র বৃহস্পতির উদ্বেগ দূর করি-
বার জন্য, অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া মরুত্ত
নরপতিকে সংবাদ দিলেন যে, বৃহস্পতি
তাঁহার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত
আছেন। মরুত্ত নরপতি বৃহস্পতির
পূর্ব্ব প্রত্যাখ্যান-জনিত অবমাননা স্মরণ
করিয়া, সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে
যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান
করিতে সম্মত হইলেন না। অগ্নি তখন-
বৃহস্পতিকে পৌরহিত্য পদে বরণ
করিলে, মরুত্ত রাজার যে যে বিষয়ে
পরমলাভ হইবে, সেই সব কথা বলিয়া
তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।
তখন সংবর্ত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিকে তিরস্-
কারপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে
বলিলেন। অগ্নি তখন বিফল মনোরথ
হইয়া, প্রত্যাগমন করিলে ইন্দ্র পুনরায়
গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সেই কার্য্যের
জন্য প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও
প্রথমে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্য-
সিদ্ধি করিতে অপারগ হইয়া, ভীতি
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু
সংবর্ত্ত অভয় প্রদান করাতে, মরুত্ত
তাঁহার কোনও বাক্যে কর্ণপাত করি-
লেন না। এই ভাবে ক্রমে মরুত্তের
যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল এবং
পরিশেষে সংবর্ত্তের মন্ত্রপূত আহ্বানে
অন্যান্য দেবগণ সহ ইন্দ্রও তথায় গমন
করিয়া যজ্ঞীয় সোমরস পান করিলেন।
মহাভা-আশ্ব-৫-১০। বায়ু-৮৬। ভাগ-
৯স্ক-২। রামা-উত্ত-১৮। গর্গ-বিশ্ব-
১। (২) অথর্ব্বান্ দেখ। বায়ু-৬৫।
(৩) সংবর্ত্ত নামক এক ঋষির পুত্রগণকে
রাজা বীরধন্বা মৃগভ্রমে বধ করিয়া-
ছিলেন। পরে মহর্ষি দেবরাতের
পরামর্শে বরাহ-চতুর্দ্দশী ব্রতের অনু-
ষ্ঠান করিয়া সেই ব্রহ্মহত্যা পাপ
হইতে তিনি মুক্ত হন। বরা-৪১।
(৪) একজন স্মৃতি শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি।
তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম সংবর্ত্ত-
সংহিতা। সংব।

সংবর্ত্তক—(১) অগ্নি —বিশেষ।

তিনি মন্যুমান নামক অগ্নির পুত্র। এই অতীব ভয়ঙ্কর অগ্নি সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া সতত জলপান করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র সহরক্ষ। মৎস্য-পু-উত্তর-৬। বায়ু-২৯। (২) অন্যতম দানব। ব্রহ্মা-২৪। (৩) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) সূর্য্যের এক নাম। মহাভা-বন-৩। (৫) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র দেখ।

সংবলন—ঋগ্বেদের একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমতকে দেবতা স্বরূপে কল্পনা করিয়া, তদ্বিষয়েও কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৯১।১-৪।

সংবহ—পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়ুস্কন্ধ বর্ত্তমান, তন্মধ্যে সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করেন। নক্ষত্রমণ্ডল তদ্দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া পরিভ্রমণ করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮। দেবীপু-৪৬। মরুত্ত (৬) এবং বায়ু (অতিরিক্ত খণ্ডে) দেখ।

সংবৃত্তি—দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

সংভৃত—সম্ভৃত দেখ।

সংবর্দ্ধন—সম্বর্দ্ধন দেখ।

সংযতি—রাজর্ষি নহুষের অন্যতম পুত্র। গরুড়-পু-১৪৩।

সংবৎসর—সূর্য্য দেখ।

সংযম—ধূম্রাক্ষের পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২।

সংযমন—একজন অত্রিবংশীয় ঋষি। ব্রহ্মা-৫। নিষ্ঠুরক দেখ।

সংযমী—শ্বেতকল্পীয় কলির আদিতে যে সমুদয় যোগেশ্বর ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়া শিবধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিব (১৪) দেখ।

সংযাতি—(১) রাজর্ষি নহুষের অন্যতম পুত্র। নহুষ, যযাতি, অশ্বক ও বিরজা দেখ। (২) যযাতিবংশীয় বহুগবের পুত্র। তাঁহার তনয় অহংযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি প্রাচিন্বানের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম অশ্মকী। সংযাতির পত্নী বরাঙ্গী ও পুত্র অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫। (৪) কশ্যপবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ভংস্ত দেখ।

সংযুগ—আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশ জন তনয়ের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সংযুপ—যদু-বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। শূর দেখ।

সংযোজন—জনৈক বানর দলপতি। তিনি রামের সহিত সদলবলে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৬।

সংযোধকণ্টক—কুবেরের অনুচর জনৈক যক্ষ। রাবণ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুবেরের পুরী আক্রমণ করেন, তখন রাবণানুচর মারীচের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রামা-উত্ত-১৪।

সংরম্ভ—অন্যতম মরুৎ। মরুৎ-গণ দেখ।

সংশুদ্ধি—দেবীদুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সংসপ্তকগণ—দুর্য্যোধনপক্ষীয় ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় দুইজন বীরের সাধারণ নাম। তাঁহারা অর্জ্জুনকে বধ করিতে বিশেষ প্রয়াস পান, কিন্তু পরিশেষে ধনঞ্জয়ের হস্তেই নিহত হন। মহাভা-উদ্যোগ-৫৪, ৫৬।

সংস্কৃত—(১) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈকৃতি-গালব দেখ। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সংশ্রয়—অন্যতম প্রজাপতি। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তিনি চতুর্থস্থান অধিকার করেন। রামা-আর-১৪। কর্দ্দম দেখ।

সংসর্পা—প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা। চম্পা দেখ।

সংহত—যদুবংশীয় কুন্তির পুত্র। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান। পদ্ম-সৃষ্টি-১২॥ হৈহয়, সংহন ও ধর্ম্মনেত্র দেখ।

সংহতাপন—নাগরাজ ঐরাবতের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

সংহতাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিকুম্ভের পুত্র। তাঁহার দুই অপত্য—অকৃতাশ্ব ও রণাশ্ব। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) সংহতাশ্বের পুত্র অকৃশাশ্ব (কৃশাশ্ব, লি-পু-৬৫) ও রণাশ্ব। অগ্নি-২৭৩। হরি-হরি-১২। (৩) সংহতাশ্বের এক পত্নীর নাম ছিল হৈমবতী। তাঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। সংহতাশ্বের অপর দুই পুত্রের নাম অক্ষয়াশ্ব (অক্ষাশ্ব; শিব-ধর্ম্ম-৬০) ও কৃশাশ্ব। বায়ু-৮৮। (৪) সংহতাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব ও অরুণাশ্ব। কূর্ম্ম-পু-২০।

নিকুম্ভ দেখ।

সংহন—যদুবংশীয় ধর্ম্মনেত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় মহিমা। অগ্নি-২৭৫। সংহত দেখ।

সংহারী—ভট্টারিকা ও ভয়ঙ্কর দেখ।

সংহৃতি—নরপতি রজির বংশীয় জয়সেনের পুত্র। তাঁহার তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-৯।

সংহূতি—অগ্নির পত্নী সংহূতির গর্ভে পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮। পর্জ্জন্য ও অগ্নি(অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

সংহৃতি—অঙ্গিরাবংশীয় অন্যতম মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

সংহ্রাদ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। তিনি রাবণের সহচররূপে দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কা সমরে বানর-সৈন্য হস্তে তিনি নিহত

হন। রামা-লঙ্কা-৯০; উত্তরা-৬, ২২, ৩২। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বংশীয় সংহ্রাদের পুত্রগণ নিবাতকবচ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মার বরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতির অবধ্য হইয়াও পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মৎ-৬। হরি-হরি-৩। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র ও প্রহ্লাদের ভ্রাতা। (কোনও কোনও পুরাণে সংহ্লাদ নাম দৃষ্ট হয়)। হিরণ্যকশিপু দেখ। (৪) সংহ্রাদ (অথবা সংহ্লাদের) পুত্র শিবি, আয়ুষ্মান্ ও বাস্কল। বিষ্ণু-১ম-২২। (৫) দানবপতি সংহ্রাদই দ্বাপরে শল্যরাজ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) সংহ্রাদের ভার্য্যার নাম মতি। তাঁহার গর্ভে পঞ্চজন নামে দানব উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-১৮।

সংহ্রাদক—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি ছয় কোটী অনুচর সহ মহাদেবের বিবাহে বরানুগমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সংহ্রাদি—রাক্ষসরাজ সুমালীর পুত্র। সুমালী দেখ।

সংহ্লাদি—দানব বিশেষ। সমুদ্র মন্থনের পর অন্যান্য দানবদিগের সহিত একত্রে অমৃত পানের জন্য সমবেত হইলে, বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া সকলকে ছলনা করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

সকল—দৈত্যপতি বাণের এক অনুচর। হরি-হরি-১৬১, ১৬২।

সকলপ্রিয়া—স্বর্গস্থিত একটি গাভী। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

সকলাক্ষ—একজন সংশিতব্রত মুনি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫।

সকান্তি—মহাদেবের একনাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯।

সকাশ্বাস—উক্‌থ নামক অগ্নির পুত্র মহাবাক্। তাঁহারই অপর নাম সকাশ্বাস। মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) ও উক্‌থ দেখ।

সকুসুমা—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সকৃদ্‌যশা—যদুবংশীয় মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। মীঢ়ুষ, বসুদেব ও শনীক দেখ।

সকেতু—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতম পুত্র। সগর দেখ।

সকোতিপুত্র—সংহিতাকার লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। লোকাক্ষী দেখ।

সগন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বজ্রনাভের তনয়। তাঁহার অপত্য বিধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১২।

সগর—(১) প্রাচীনকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক জন মহাবল ধর্ম্মমতি প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজ নন্দিনী কেশিনী এবং কনিষ্ঠা

রাজা অরিষ্টনেমীর কন্যা সুমতি। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে, নৃপতি সগর ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক পুত্র লাভের আশায় ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। একশত বর্ষকাল তপস্যায় অতিবাহিত হইবার পর, ভৃগুমুনি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন যে, তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। এক জনের গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে। অপরা ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করিবেন। তখন সগরের মহিষীদ্বয় মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কাহার গর্ভে কিরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। ভৃগু তাঁহাদিগকে নিজ নিজ মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিলে, কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও সুমতি ষষ্টি সহস্র সন্তান প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর নরপতি সগব, পত্নীদ্বয় সহ অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলেন। কালক্রমে কেশিনী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি পরে অসমঞ্জ নামে খ্যাত হন। সুমতির গর্ভ হইতে তুম্বীফলাকৃতি এক পিণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। পরে তাহাই ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজ-ধাত্রী সেই ষষ্টি সহস্র সন্তানকে ঘৃতকুম্ভ-মধ্যে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ অতিশয় পাপাচারী হওয়াতে, সগর তাঁহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে রাজর্ষি সগর এক যজ্ঞ করেন। তাঁহার আদেশে অসমঞ্জের তনয় অংশুমান্ যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করেন। সেই সময়ে দেবরাজ রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অশ্ব অপহরণ করেন। উপাধ্যায়গণ সেই সংবাদ রাজার গোচর করিলেন, তিনি তাঁহার ষষ্টিসহস্র সংখ্যক পুত্রকে সেই অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। সেই সকল পুত্রই অশ্ব অন্বেষণ করিতে যাইয়া, কপিল-শাপে ভস্মীভূত হন। পরে সগর রাজার বংশীয় দিলীপ-তনয় ভগীরথ, গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া, সেই সগর-সন্তানগণের উদ্ধার করেন। রামা-আদি-৩৮, ৩৯। কপিল ও ভগীরথ দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাহু নরপতির পুত্র সগর। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের নাম প্রভা ও ভানুমতী। এই সগর মহিষীদ্বয় পূর্ব্বে সন্তান কামনায়, ঔর্ব্ব অগ্নির আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ঔর্ব্ব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমাদের মধ্যে একজন একটী মাত্র বংশধর পুত্র এবং অপর একজন ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রার্থনা কর। তখন মহিষীদ্বয়ের মধ্যে প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং ভানুমতী একটী বংশধর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সগরের এই ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণে পৃথিবী

খনন করিয়া পাতালে গমন করিলে, বিষ্ণুর নয়নানলে ভস্মীভূত হন। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। বাহু দেখ। (৩) সগর নৃপতি ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং তথায়ই প্রতিপালিত হন। (যাদবী দেখ)। ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। মহামতি সগর অস্ত্র-বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী হইয়া পিতৃশত্রু হৈহয়-দিগকে বিনাশ করেন। পরে তিনি শক, যবন, কাম্বোজ ও পহ্লবগণকেও নিঃশেষ করিতে উদ্যত হন। তখন তাঁহারা ভীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। মহর্ষি তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায়, সগরকে নিবারণ করিলেন। নরপতি সগর গুরু-বাক্যে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহা-দিগের ধর্ম্মহানী ও বেশের অন্যথা করিয়া দিলেন। তিনি শকগণের মস্তকের অর্দ্ধ ভাগ এবং যবন ও কাম্বোজদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত পারদগণ মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রূধারী হইল। তিনি ঐ সকল জাতির মধ্যে বেদাধ্যয়ন নিষেধ করিয়া দিলেন। শক, যবন, পারদ, কোল, শপ্য, মহিষ, দার্ব্ব, কোরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সগরের আদেশে স্বধর্ম্ম পরিহার করিলেন। মহা-রাজ সগর খস, তুখার, চীন, মদ্র, নিক্কি-ন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, শাখ, কোঙ্কণক, প্রভৃতি জাতিদিগকে জয় করিয়া, এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অশ্ব পূর্ব্ব-দক্ষিণ সাগরকূলে বিচরণ করিতে করিতে সহসা অপহৃত হইয়া, ভূতলে নীত হইল। তখন নৃপতি সগর অশ্বের সন্ধানে পুত্রগণ দ্বারা সেই স্থান খনন করাইলেন। সগর সন্তানগণ ভূমি খনন করিতে করিতে পাতালে কপিলরূপী বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অশ্বান্বেষী সগর-সন্তানগণের কোলা-হলে কপিলের ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি ক্রুদ্ধনেত্রে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতেই চারিজন ব্যতিরেকে সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। ঐ চারিজনের নাম বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। পরে মহামতি সগর নারায়ণের নিকট হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশের অক্ষয়ত্ব, অবিনাশিনী কীর্ত্তি, তাঁহার পুত্রগণের জলধির আশ্রয়লাভ, তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস এবং কপিলের নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ তাঁহার পুত্রগণের অক্ষয় লোক লাভ, এই সকল বর লাভ করেন। তৎপরে জলপতি অর্ঘ্যদ্বারা সগরের বন্দনা করিলেন। সেই কারণে অর্ণবের এক নাম হইল সাগর। অতঃ-পর সগর নৃপতি সমুদ্র মধ্য হইতে যজ্ঞাশ্ব আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। হরি-হরি-১৪। শিবপুরাণ-

৬১। (৪) সগরের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনী; অপরা রাজা অরিষ্টনেমীর পুত্রী। তপস্যা দ্বারা তাঁহাদের পদ্মকল্প দগ্ধ হইয়াছিল। ঔর্ব্ব মুনির বরে কেশিনী অসমঞ্জা নামক এক পুত্র লাভ করেন এবং অপরার গর্ভে এক বীজপূর্ণ তুম্বী উৎপন্ন হয়। সেই তুম্বী হইতে পরে ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। এই পুত্রগণ কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। হরি-হরি-১৫। (৫) সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব পূর্ব্ব-দক্ষিণ সাগর কূলে বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পাতালে নীত হয়। কপিল-শাপে সগরের হর্ষকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চজন ভিন্ন আর সকল পুত্রই ভস্মীভূত হন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (৬) সগর রাজার শৈব্যা ও বৈদর্ভী নামে দুই পত্নী ছিল। শৈব্যার গর্ভে রাজার অসমঞ্জা নামে এক কুলবর্দ্ধন পুত্র জন্মে। তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অপরা পত্নী বৈদর্ভী পুত্র কামনায় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে তিনি গর্ভবতী হইয়া পূর্ণ শতবর্ষান্তে একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈদর্ভী অতিশয় দুঃখিতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শিব ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মাংসপিণ্ডকে ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই প্রত্যেক অংশ হইতে এক এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই সকল পুত্র কপিল-শাপে ভস্মীভূত হইলে, রাজা সগর মনোদুঃখে রোদন করিতে করিতে বনে গমন করেন। দেবীভা-৯স্ক-১১। (৭) সগর নৃপতির পিতা বাহু, শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। শত্রু পক্ষীয়গণ সেই গর্ভস্থ সন্তানকেও বধ করিবার বাসনায় তাঁহার ভার্য্যাকে বিষ (গর) প্রয়োগ করে। ঔর্ব্বমুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার সময়ে বাহু নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পত্নীও তখন পতির চিতায় আরোহণ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ঔর্ব্বমুনি ধ্যানবলে তাহা জানিতে পারিয়া, সত্বর তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে ঐরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিবার জন্য নিষেধ করিলেন এবং বাহুর বনিতাকে সাদরে নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তথায় ঔর্ব্বমুনির বরে বিষ-দোষ-শূন্য হইয়া বাহু-পত্নী যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভবাসকালে শত্রুগণ তাঁহার বিনাশের জন্য গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, ঔর্ব্বমুনি শিশুর নাম রাখিলেন সগর। বাহুতনয় ঔর্ব্বমুনির আশ্রমেই প্রতিপালিত

হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর মাতার নিকট হইতে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সগর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি কুলগুরু ঔর্ব্বের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া, পিতৃ-নির্য্যাতনকারীদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সগরের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার গুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। সগর তাঁহাদিগকে তাড়না করিবার জন্য গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠের অনুরোধে তিনি তাহাদিগকে বধ না করিয়া শিরোমুণ্ডণাদি শাস্তি বিধানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠ মুনি অন্যান্য মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সগর রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর, ঔর্ব্বমুনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করেন। তখন নৃপতি সগরের দুই মহিষী—কেশিনী ও সুমতি ঔর্ব্বের নিকট পুত্র-বর প্রার্থনা করিলেন। ঔর্ব্বের বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস নামে খ্যাত এক পুত্র ও সুমতির গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। এই একাধিক ষষ্টি সহস্র সগর-তনয়গণ অতি দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেবতারা প্রপীড়িত, ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পাতালে প্রচ্ছন্ন-বিষ্ণু-রূপী কপিল মুনির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক, প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। কপিল তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সগর সন্তানগণ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। কিয়ৎকাল পরে সগর নৃপতি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইন্দ্র ছদ্মবেশে সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া, পাতালে ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকটে রাখিয়া আসিলেন। সগর সন্তানগণ অশ্ব অন্বেষণে সপ্তলোক ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর তাঁহারা মহীতল খনন করিতে করিতে পাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে যজ্ঞাশ্ব বদ্ধ দেখিয়া মুনিবরকে প্রহারাদি করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে ক্রুদ্ধ কপিলের নেত্রাগ্নিতে সগর-তনয়গণ সকলে ভস্মসাৎ হইলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ সেই সংবাদ সগরের জ্ঞানগোচর করিলেন। সগর দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদিগের নিধন-সংবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু অপুত্রকদিগের যজ্ঞে অধিকার নাই বিবেচনা করিয়া, তিনি পৌত্র অংশুমানকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া, অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। অংশুমান পিতৃব্য-গণ কৃত রন্ধ্র-পথে পাতালে গমনপূর্ব্বক, সবিনয় স্তবাদি-যণদ্বারা কপিল মুনির সন্তোষ বিধান

করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে অশ্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সগব-সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অশ্ব প্রদান করিলেন। ভাগ-৯স্ক-৮। বৃহন্না-৭, ৮। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবাহুর গর নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র ছিল। কোনও সময়ে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শকগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্লবগণ ঐ সময়ে হৈহয় দিগকে সাহায্য কবিয়াছিলেন। বাজা গর হৃতবাজ্য হইয়া, দুঃখিত চিত্তে পত্নীসহ বনে গমন কবেন এবং সেই বনেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহাব পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি পতি-শোকে চিতাবোহণে প্রাণ ত্যাগ কবিতে মনস্থ কবিলেন। ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে নিষেধ কবিলেন এবং তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দান করিলেন। তথায় গব মহিষী এক পুত্র সন্তান প্রসব কবিলেন। সেই পুত্র সগর নামে প্রসিদ্ধ হন। সগব ঔর্ব্ব মুনিব আশ্রমেই বেদাভ্যাসাদি কবিয়া, পবে অস্ত্রাভ্যাস কবিলেন। পবে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতৃ-শত্রুদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য, যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত কবিয়া শিরোমুণ্ডাদি শাস্তি বিধান করিলেন। তিনি তৎপরে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব পূর্ব্বদক্ষিণ সমুদ্রতটে ভূমি-প্রবেশ করাতে, সগর পুত্রগণকে অশ্বান্বেষণে প্রেরণ করেন। সেই সগর সন্তানগণ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, চারিজন ব্যতিরেকে আর সকলেই কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হন। যে চারিজন রক্ষা পান তাঁহাদের নাম—বর্হীকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। রাজা সগর বিষ্ণুর নিকট হইতে সদ্বংশ, মোক্ষলাভ, সুকীর্ত্তি, সুসন্তান লাভ ও সমুদ্রকে পুত্র রূপে লাভ, এই কয় বিষয়ে বর প্রাপ্ত হন। তিনি সেই যজ্ঞাশ্ব সমুদ্রমধ্য হইতেই লাভ কবিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পদ্ম-উত্ত-২০। (৯) সগবেব পিতা বাহু শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতবাজ্য হইয়া বন গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী তাঁহাব অনুগমন করেন। সগর মহিষীব সপত্নীগণ তাঁহাব গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে গব অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। সেইজন্য ঔর্ব্বমুনির আশ্রম-জাত বাহু-তনয় সগর নামে খ্যাত হন। সগরের যে চারিজন পুত্র কপিলের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পান তাঁহাদের—নাম বর্হিকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চবন। বর্হিকেতুরই নামান্তর অসমঞ্জ। তিনি ঔর্ব্বমুনির বরে সগরের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। (অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণ গুলিরই অনুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি করা হইল না) বায়ু-৮৮। (১০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃকের তনয়। সগরের জনক।

অসমঞ্জা। বহ্নি-ভূ-৩। (১১) মহীপতি সগর একবার ঔর্ব্বমুনিকে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং ঔর্ব্বমুনিও তাঁহার নিকটে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৮। (১২) বিদর্ভ-রাজতনয়া কেশিনী ও [illegible]-তনয়া সুমতী, এই দুইজন সগরের মহিষী ছিলেন। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণে গমন করিয়া কপিলের রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সগব পৌত্র অংশুমানকে পুত্রত্বে কল্পিত করিয়া, তাঁহাকে অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। অংশুমান্ কপিলেব সন্তোষ সাধন করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে, সগর যজ্ঞ সমাপন কবেন। সগরের পুত্রত্বে কল্পিত হইয়া সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। (অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বোক্ত বিববণের অনুরূপ) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (১৩) মহারাজ সগর ক্রোধভরে মহীতল খনন-পূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করেন। তাঁহারই নামানুসারে সমুদ্র সাগর নামে খ্যাত হন। মহাভা-শান্তি-২৯। রামা-আদি-৫। (১৪) সগর রাজার দুই পত্নী ছিল। তাঁহাদের এক-জনের নাম প্রভা, অপরার নাম ভানু-মতী। তাঁহারা উভয়েই অগ্নির আরা-ধনা করেন। তাহাতে অগ্নির বরে ভানুমতী অসমঞ্জা নামে এক পুত্র এবং প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পু-২১। (১৫) সগর-রাজার বিবরণের আনুষঙ্গিক বিবরণের জন্য বাহু, বাহুক, অসমঞ্জা, অংশুমান ও রন্তিদের দেখ।

সঙ্কট—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা ককুদ্ হইতে সঙ্কট জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্কট হইতে ভূ-বিবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

সঙ্কর্ষণ—(১) পাতাল সকলের নিম্ন ভাগে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু আছেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। তিনি সহস্রশিরাঃ এবং মস্ত-কের চিহ্ন তাহার ভূষণ স্বরূপ। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা দ্বারা দশদিক আলোকিত কবিয়া, অসুর দিগেব বলহানী কবিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল এবং অপব হস্তে মুষল। লক্ষ্মী ও বারুণী দেবী, মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাব পরিচর্য্যা করেন। কল্পেব অন্তে তাঁহাব বদন হইতে সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ত্রিজগৎ নাশ করেন। বিষ্ণু-২য়-৫। ভাগ-৩স্ক-৮। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামেব এক নাম। বলদেব ও যোগমায়া দেখ। (৩) বসু-দেবের তনয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের একনাম বাসুদেব। কিন্তু দেব নারায়ণের এক নামও বাসুদেব বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতার বাসুদেব বলেন,

যিনিই বিষ্ণু বা নারায়ণ, তিনিই বাসুদেব। উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা কল্পিত হয় নাই। সেই বাসুদেবের সহিত প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এমন কি ব্রহ্মারও অভিন্নত্ব অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪০, ৩৪৯, ৩৫২, অনুশা--১৫৮। (৪) বিষ্ণুর সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তির আদি দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা বিরাজিত। অন্যান্য মূর্ত্তি এইরূপ—যে মূর্ত্তি প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার কৈশবী মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অনুক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করে, তাহা তাঁহার মধুসূদন মূর্ত্তি, এবং যে মূর্ত্তি ঐরূপ অনুক্রমে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম ধারণ করে, তাহা তাঁহার দামোদর মূর্ত্তি, আর যে মূর্ত্তি দক্ষিণ বাহু হইতে অনুক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন, তাহা তাঁহার বামন মূর্ত্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। (৫) নর্ম্মদার উত্তর কূলে যজ্ঞবাট নামক স্থানে সঙ্কর্ষণ তীর্থ অবস্থিত। বলরাম তথায় তপস্যা করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১০১। (৬) শালগ্রাম শিলার এক নাম সঙ্কর্ষণ। স্কন্দ-নাগ-২৪৪। (৭) গোলকে মহিষী ও সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ যথায় বিরাজ করেন, তাহার উত্তর দিকে হরিচন্দন বনে মণিমণ্ডপশোভিত স্বর্ণ পীঠোপরি সুবর্ণ-সিংহাসনে রেবতী সহ সঙ্কর্ষণ হলায়ুধ বিরাজ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তাঁহার গাত্র-বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়; নয়নযুগল রক্ত-পদ্ম-পলাশবৎ, পরিধানে নীলাম্বর এবং তিনি দিব্য ভূষণাদি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বদা মদ্যপানে আসক্ত এবং নিয়ত মদ্যপান জন্য তাঁহার নয়ন-দ্বয় অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে। পদ্ম-পাতা-৩৯। (৮) বিষ্ণু পূজায় অঙ্কিত মণ্ডলের পূর্ব্বধারে দেব সঙ্কর্ষণের স্থাপনা করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। গরুড়-পূ-৮। (৯) পাতালের যে স্থানে দেবী কপালীশা অবস্থান করেন, তথায় সঙ্কর্ষণ দেবও বিরাজ করেন। কল্পের অন্তে তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা পরিচালিত কালাগ্নি সংবর্দ্ধিত হন, তজ্জন্য সেই মহাহুতাশনে জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। যোগ-নন্দিনী ও কপালীশা দেখ। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্ত-তম স্বরবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রসার-২৩৮-পৃঃ। (১১) সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাম্ব এই পাঁচজন যদুবংশীয় বীর দেবগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বায়ু-৯৭। (১২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের সহচর অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য -১৫।

সঙ্কল্প—(১) দক্ষকন্যা সঙ্কল্পা ধর্ম্মের দশ পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সর্ব্বাত্মা সঙ্কল্প অর্থাৎ মানস-ক্রিয়া-ভিমানী দেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। (২) সঙ্কল্পার পুত্র,

সঙ্কল্প হইতে কাম জন্ম লাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৩) [illegible] পূর্ব্বে ব্রহ্মা ধর্ম্ম ও [illegible] নন। শিব-বায়ু-পূ-১০। লি-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-৭। (৪) বশিষ্ঠাদি নয়জন মানস পুত্রকে সৃজন করিবার পর, ব্রহ্মা রুদ্র, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্পকে উৎপাদন করেন। ব্রহ্মা-৯। সঙ্কল্পা দেখ।

সঙ্কল্পা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের দশপত্নীর অন্যতমা। সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্প (গণ) জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অগ্নি-১৮। মৎ-৫। সৌর-২৮। হরি-হরি-২১৮। গরু-পূ-৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। সঙ্কল্প দেখ। (২) বৈবস্বতমন্বন্তরে বিষ্ণু সঙ্কল্পার গর্ভে মানস দেবগণের সহিত মানস-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সঙ্কল্প দেখ।

সঙ্কীর্ণ—পুলহ-দুহিতা শ্বেতার গর্ভে চারিটি ক্ষিপ্রগামী হস্তী জন্মলাভ করে। সঙ্কীর্ণ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সঙ্কীর্ণ ও ঐরাবত তনয় অঞ্জন, ইহারা যমরাজের বাহন ছিল। বায়ু-৬৯।

সঙ্কীর্ণায়—নাগ বিশেষ। প্রহেতি দেখ

সঙ্কৃতি—(১) পুরূরবা বংশীয় জয়সেনের পুত্র। তাঁহার অপত্য জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) ভরদ্বাজ বংশীয় নরের তনয়। তাঁহার অপত্য গুরু। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) নর-তনয় সঙ্কৃতির পত্নীর নাম ছিল সংকৃতি। তাঁহার গর্ভে গুরুধী ও রন্তিদেব নামে দুই জন্মে। [illegible]-৪৯। (৬) [illegible] চন্দ্র-বংশীয় নরপতি। ক্ষত্রধর্ম্মা দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র। তাঁহার তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। গরু-পূ-১৪৩। (৫) ভরত-বংশীয় নরের পুত্র। তাঁহার তনয় গর্গ। গরু-পূ-১৩৪।

সঙ্কোচ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭।

সঙ্গত—(১) মৌর্য্য বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র। তাঁহার তনয় শালীশুক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) মৌর্য্যবংশীয় সুযশার তনয়। সঙ্গতের পুত্র শালীশুক। ভাগ-১২স্ক-১।

সঙ্গতা—গঙ্গাতীরে গজ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সঙ্গতা। গজ-রাজ ও তাঁহার মহিষী ভদ্র নামক এক ঋষির নিকট তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, কার্ত্তিকমাসে দামোদর-তীর্থে করণীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সশরীরে দেবপুরে গমন করেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্র-১।

সঙ্গমা—মাতৃকাগণ দেখ।

সঞ্জয়—মণিভদ্র নামক রাজার দুই পুত্র—বীরভদ্র ও যশোভদ্র পূর্ব্ব জন্মে যথাক্রমে গয় ও সঞ্জয় নামে

শূদ্র ছিল। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

সঙ্গীতজ্ঞা—জনৈক অপ্সরা। দেবীভা ৪র্থ-৬।

সচূড়—নাগবিশেষ। স্কন্দ-নাগ-১১৪

সজাতর্ষি—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। যামুনি দেখ।

সঞ্চাবব—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যকারী একজন সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সহস্রবদন রাবণেব অন্যতম পুত্র। বাবণ দেখ।

সঞ্জয়—(১) সূত গবল্গণ হইতে সঞ্জয় জন্মলাভ কবেন। যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয় যজ্ঞে তিনি রাজগণেব পবিচর্য্যায নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্ধবাজ ধৃতবাষ্টেব নিকটে সতত উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে সমুদয় সংবাদ কীর্ত্তন কবিতেন। কুরু-ক্ষেত্র সমবেব পব জ্ঞাতি বধজনিত শোকে মুহ্যমান হইয়া, যুধিষ্ঠিব যখন শান্তিলাভেব আশায় ভীষ্মসমীপে গমন কবেন, তখন তিনি সঞ্জয়কে আয়ব্যয় পবিদর্শনেব ভাব দিয়া যান। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন কবেন, তখন সঞ্জয়ও তাঁহাদেব সহিত গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতির দেহত্যাগের পর, তিনি হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করেন। মহাভা-আদি-১, ৬৩; সভা-৩৪; স্ত্রী-১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২৬; আশ্র-৩০; আশ্রম-২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩৭। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রণঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার অপত্য শাক্য। বায়ু-৯৯; মৎস্য-[illegible]। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) [illegible] তনয়। তাঁহার অপত্য জয়। [illegible]-১৭। (৪) অজমীঢ় বংশীয় হর্য্যশ্বের অন্যতম পুত্র। ভর্ম্যাশ্ব দেখ। (৫) যদু-বংশীয় কোলাহলের পুত্র। তাঁহার তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮। কোলাহল ও পুরঞ্জয় (৬) দেখ। (৬) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বণেঞ্জয়ের তনয় স্তম্ভ। তৎসুত সঞ্জয়। তাঁহার পুত্র শাক্য। মৎ-২৭১। (৭) ববাহকল্পেব ষোড়শদ্বাপরে সঞ্জয় নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ কবেন। তখন মহাদেব গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। ঘোষঞ্জ দেখ। (৮) রাজা মরুত্তের বংশীয় প্রতিপক্ষের তনয়। তাঁহার পুত্র জয়। বায়ু-৯৩। (৯) যযাতিবংশীয় প্রতি-ক্ষেত্রেব তনয়। তাঁহাব পুত্র বিজয়। গরু-পূ-১৪৩। (১০) মগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় শাক্য। গরু-পূ-১৪৪। (১১) জনক-বংশীয় সূর্য্যাশ্বেব তনয়। তাঁহার পুত্র ক্ষেমারি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১২) রজি নরপতির বংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (১৩) সঞ্জয় নৃপতির কন্যা দময়ন্তী নারদ-ঋষির বীণাবাদন পারদর্শীতায় তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। নারদ এই কথা তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বতের নিকট প্রথম

প্রোপ্তি করেন। পরে পর্বত তাহা জানিতে পারিয়া, মায়াদেব শাপ প্রদান করেন। এই শাপে নারদের মুখ বানরের ন্যায় হইল। তাহা সত্ত্বেও দময়ন্তী নারদকে বিবাহ করেন। বহুকাল পরে পর্বত মুনির বরেই নারদ আবার স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হন। দেবীভা-৬স্ক-২৬, ২৭। নারদ দেখ। (১৪) সিংহলরাজ পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজগণের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫। (১৫) বারাণসীরাজ বিজয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন রাজার হস্তে নিহত হন। কালিকা-৮৯ দেবসেন, সুমনা ও সুদর্শন দেখ। (১৬) যদুবংশীয় সাত্যকির পুত্র সঞ্জয়। তাঁহার তনয় কুলি। গরু-পূ-১৪৪। (১৭) সৌবীর দেশীয় নরপতি সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া কাপুরুষের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার এই ভীরুতার জন্য তাঁহার জননী বিদুলা তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন। পরে জননীর উপদেশ বাক্যেই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সফলকাম হন। মহাভারতের এই বিদুলা সঞ্জয় উপাখ্যান অতি মনোহর। মহাভা-উদ্-১৩০-১৩৪।

সঞ্জাতি—(১) পুরুবংশীয় বহুগতির পুত্র। তাঁহার পুত্র বংসজাতি। গরু-পূ-১৪৪। (২) পুরু-বংশীয় নহুলবীর তনয় সঞ্জাতি। তাঁহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। গরু-পূ-১৩৯।

সঞ্জিত—যযাতিবংশীয় কীর্ত্তির তনয়। তাঁহার পুত্র মহিম্মান। কূর্ম-পূ-২২। মহিম্মান দেখ।

সটামনা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সটীক—সুতার নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সুতার দেখ।

সতী—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা। তিনি মহেশ্বরের সহিত পরিনীতা হন। সতীর বিবাহের কিছুকাল পরে, পিতা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি শঙ্কর ভিন্ন, আর সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী তাহা জানিতে পারিয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মহেশ্বর ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই। তদুত্তরে দক্ষ বলেন যে, শিব সংহারকর্ত্তা সেজন্য তিনি অমঙ্গলভাগী। সেই জন্যই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। দক্ষের কথা শুনিয়া সতী অতিশয় কুপিতা হইলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, "আমার শাপে তুমি জন্মান্তরে দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। পরে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। সেই যজ্ঞে তুমি রুদ্র হস্তে নিহত হইবে।" এই কথা বলিয়া সতী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বকলেবর

-তেজ দ্বারাই আত্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেব, দানব, গন্ধর্ব প্রভৃতি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দক্ষ তখন বিনয় সহকারে সতীকে বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি তুমিই জগন্মাতা ও সমুদয় লোকের সৌভাগ্য দেবতা। তুমি কৃপা করিয়া আমার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" তখন সতী বলিলেন, "আমি একাজ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। মর্ত্যে তুমি জন্মলাভ করিয়া শূলপাণির হস্তে হতযজ্ঞ ও নিহত হইবে। পরে পুনরায় আমারই তপোনুষ্ঠান করিয়া, দশ পিতৃগণের পুত্র হইয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে। আমার বরে তুমি ষাটটি কন্যার জনক হইবে। ঐ কন্যাগণ সকলে আমারই অংশজাতা হইবেন। পরে তুমি আমার সমীপেই তপস্যা করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া দেবী অসুত্যাগ করিলেন। সময়ান্তরে স্বায়ম্ভুব দক্ষ প্রাচেতসদক্ষ রূপে জন্মলাভ করিলেন। দেবী সতী মেনার গর্ভে পার্ব্বতীরূপে দেহপরিগ্রহ করিলেন। মৎ-১৩। শিব-জ্ঞান-৭। (২) দক্ষ রুদ্রকে যে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাঁহার নাম সতী। তিনি ভবানী নামেও পরিচিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণের স্বরূপ। সেইরূপ ঐ ত্রয়ের দেবীত্রয়ও যথাক্রমে [illegible]। রুদ্রকে যে তমোগুণরূপা দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা। পরে তিনি পার্ব্বতীরূপে জন্মলাভ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন। ঐ দেবী পার্ব্বতী এতদ্ভিন্ন কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধা। শিব-জ্ঞান-৬। অগ্নি-২০। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির চতুর্বিংশটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মতে সতী নাম্নী কন্যা শূলপাণির ভার্য্যা হন। সৌর-২৮। (৪) দক্ষ প্রজাপতির অনেক কন্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সতী জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ সতীকে ভগবান্ শূলপাণির হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু শঙ্কর শ্বশুর দক্ষকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, বরঞ্চ তাঁহার সমক্ষেই তেজস্বিতা প্রদর্শন করিতেন। এই কারণে দক্ষ জামাতার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেই কারণে তিনি কন্যা সতীর প্রতিও যথোচিত স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন না। দক্ষ অন্যান্য কন্যাদিগকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্ব্বক পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু সতীকে কখনও আহ্বান করিতেন না। একদা সতী তাঁহার অন্যান্য ভগিনীগণ পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, অনাহূতভাবে দক্ষ ভবনে গমন করিলেন। দক্ষ রুদ্রের

[illegible] দিয়া [illegible] প্রদর্শন করি-লেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সতী দক্ষের নিকট এইরূপ বিষম ব্যবহার লাভ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দক্ষ তখন কুপিত হইয়া সতীর নিকটে তাঁহার অন্যান্য জামাতা দিগের নানারূপ প্রশংসা এবং শঙ্করের অশেষ নিন্দা করিলেন। এমন কি তিনি সতীকেও, শঙ্করের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা এবং পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য তিরস্কার করিলেন। তখন সতী বিনা দোষে তিরস্কৃতা হইয়া তনুত্যাগ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তিনি পুনরায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক শঙ্করেরই পত্নীত্ব লাভ করিবেন। এই রূপ সংকল্প করিয়া সতী যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক আগ্নেয়ী ধারণ করিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ বহ্নি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া, সকল দেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অতঃপর জন্মান্তরে দেবী শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া, পুনরায় ভবেরই ভার্য্যা হইলেন। ঐ জন্মে দক্ষও রুদ্রের অভিশাপে প্রাচীনবর্হির পৌত্র ও দশ প্রচেতার পুত্র রূপে মারিষার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন। এই জন্মে তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং রুদ্রের প্রতি পূর্ব্বের [illegible] যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন না। নারদ-প্রমুখাৎ সেই সংবাদ পাইয়া শিব, দেবীর সন্তোষ বিধানের জন্য, বীর ভদ্রকে যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে দেবীরও ক্রোধ-সম্ভূতা মহা-ভীমা ভদ্রকালী, বীরভদ্রের অনুগমন করেন। বায়ু-৩০। ব্রহ্মা-৩১। শিব-বায়-পূ-১৬-১৮। (৫) মণিদ্বীপ বাসিনী পরাৎপরা, ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরীই ব্রহ্মাকে সরস্বতী দেবী, বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মীদেবী ও মহেশ্বরকে গৌরীদেবী দান করেন। দেবী গৌরী প্রথমে দক্ষের পরে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবী জগদম্বা মহে-শ্বরাদি দেবত্রয়কে যখন তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি দান করেন, তখন হইতেই তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হলাহল নামক দানবগণের সহিত বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে দেবদ্বয় দানবদিগকে পরাভূত করিয়া, নিজ নিজ দেবীর নিকট আত্মশ্লাঘা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাহাতে গৌরী ও লক্ষ্মী দেবী, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর অহংকার হই-য়াছে বুঝিতে পারিয়া, ঈষৎ হাস্য করেন। দেবীদ্বয়কে অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে দেখিয়া, দেবদ্বয় অতিশয় কুপিত হইয়া দেবীদ্বয়কে দুর্ব্বাক্য বলেন। তখন দেবীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দেবদ্বয়কে পরিত্যাগ

চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। ব্রহ্মা ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন যে, জগদম্বার ক্রোধবশতঃই ঐরূপ অনর্থ ঘটিয়াছে। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বয়ং হরিহরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য-বশতঃ একেলা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া, মনু, সনকাদি মানসপুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক, যাহাতে হরি ও হর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি-লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তপস্যা করিতে বলিলেন। পিতামহের নির্দ্দেশে ব্রহ্ম-পুত্রগণ হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। লক্ষবর্ষ তপস্যায় অতীত হইবার পর, দেবী ভগবতী প্রসন্না হইয়া, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভীতিমুদ্রা ধারণ ও ত্রিলোচন-ভূষিতা দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ তখন দেবীকে প্রণিপাত করিয়া, হরি-হরের শক্তি-লাভ বিষয়ক বর প্রার্থনা করিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম ব্রহ্ম-সুত দক্ষ, বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেন তাঁহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অতঃপর দেবী তাঁহাকে জপ, ধ্যান, পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদানান্তর বলিলেন যে, তাঁহারই অংশভূতা শক্তিদ্বয়ের অবমাননা করায় জন্যই, সুতরাং তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, এইরূপ কার্য্য কেহ যেন আর না করেন। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে শিবানী দক্ষালয়ে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভক্তবৃন্দের জন্ম-মরণাদি নিবারণী দেবী আবির্ভূতা হইলে, চারিদিকেই মঙ্গল চিহ্ন সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। তিনি সত্যসনাতনী ও ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া, দক্ষ তাঁহার নাম রাখিলেন সতী। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দক্ষ প্রজাপতি শঙ্করের করে সতীকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পরে সতীর প্রতি দক্ষের অতিবিদ্বেষ জন্মে। একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা জগদম্বার আরাধনা করিয়া, এক দিব্যগন্ধ মাল্য লাভ করেন এবং দক্ষের প্রার্থনায় সেই মাল্য তাঁহাকে প্রদান করেন। দক্ষ সেই দিব্যগন্ধযুক্ত মাল্য নিজের শয়ন কক্ষে পালঙ্কের নিকট স্থাপন করেন এবং রাত্রিকালে পত্নীসহ সেই পালঙ্কেই শয়ন করিয়া থাকেন। সেই পাপে দেবীমহেশ্বরী সতীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে। দক্ষের সেই অপরাধেই সতী দেবী, সতীধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য, যোগাগ্নি দ্বারা দক্ষদেহসম্ভূত নিজ কলেবর দগ্ধ করেন এবং জন্মান্তরে পুনরায় হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভাগবত ৭।৩০,

৩০। (ঙ) আদ্যা প্রকৃতি সৃষ্টা সনাতনী জগদম্বিকা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপা। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডবাসী কোটী কোটী প্রাণি সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকারিণী। সেই দেবীর কোনও রূপ নাই। তিনি লীলাবশে দেহ ধারন করেন। ঐ লীলাবশেই পূর্ণাংশে দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং বারান্তরে হিমালয়গৃহে অবতীর্ণ হন। আবার তিনিই অংশে লক্ষ্মী সরস্বতী ও সাবিত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে সেই দেবী একেলাই কেবল বিরাজ করিতেন, আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই রূপ-বিহীনা আদ্যা প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে বাসনা হইলে, তিনি স্বেচ্ছায় এক পরম রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই পুরুষে শক্তি সহ সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্রামিত করিলেন। তখন সেই পুরুষ ত্রিগুণান্বিত হইয়া একাকীই ত্রিবিধরূপে পরিণত হইলেন। রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে মহেশ্বর, এই তিন রূপে বিখ্যাত হইলেন। সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সেই দেবী সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই পঞ্চরূপ ধারন করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকে যথাক্রমে সৃজন, পালন ও সংহার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। [ব্রহ্মা (৭৭) দেখ]। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্যতমা কন্যা প্রসূতিকে তিনি দক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবী পূর্ণা প্রকৃতি তখন অংশে আবির্ভূতা হইয়া সাবিত্রী-রূপে ব্রহ্মাকে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজ নিজ শক্তি লাভ করিয়া, বিষয়াশক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহেশ্বর দেবীকে পূর্ণাংশে পাইবার জন্য ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর দেবী প্রসন্না হইয়া পূর্ণাংশে মহেশ্বরকে পতীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। দেবী বলিলেন যে, তিনি দিব্যদেহে প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে আভির্ভূতা হইয়া, তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। পরে দক্ষ তাঁহাদের উভয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে থাকিলে, তিনি নিজস্থানে গমন করিবেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর দক্ষ, সংবাদ পাইলেন যে, দেবী পরমেশ্বরী শম্ভুর ভার্য্যাত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অবতীর্ণা হইবেন। তখন তিনি ব্রহ্মার পরামর্শে দেবীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহারই গৃহে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে প্রসূতি এক কন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, দক্ষ

সতীর স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিলেন। সেই স্বয়ম্বর সভায় চারিদিক হইতে দেব, দৈত্য, মুনি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ মহেশ্বরও তথায় আসিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে দক্ষ প্রজাপতি কন্যাকে নিজ পতি মনোনয়ন করিতে বলিলে, তিনি "নমঃ শিবায়," এই কথা বলিয়া বরমাল্য ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনই ভগবান্ হর, দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং সতী হস্তক্ষিপ্ত মাল্য সাদরে মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন না। তদবধি তিনি সতীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে ব্রহ্মার পরামর্শে এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া, শঙ্করের হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে শিব সতীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেব-গন্ধর্ব্ব সকলে উপস্থিত হইলে, শিব ও শিবানী তাঁহাদের সাহচর্য্যে পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়-বনিতা মেনকা প্রায় প্রতিদিনই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহাকে পুত্রীরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেন। দীর্ঘ একবৎসর-কাল এই ভাবে নিবেদন করাতে, হর-গৃহিণী তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এদিকে দক্ষও শিবের সহিত সতীর বিবাহে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, দিবারাত্র শিব-নিন্দা করিতেন। শম্ভুও অপর দিকে দক্ষকে শ্বশুরযোগ্য মনে না করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে সশ্রদ্ধবাক্য আলাপন করিতেন না। দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতে পারিয়া, কৈলাস ও দক্ষালয়ে গমনাগমন করিয়া, দক্ষ ও শিবের নিকট তাঁহাদের পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে দক্ষের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইত। অবশেষে তিনি শিবের অবমাননা করিবার জন্য, এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ভিন্ন অপর সমুদয় দেবগণ এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৈলাসে অবস্থান করিয়া, দেবী যোগবলে সমস্ত ঘটনাই অবগত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দক্ষ প্রজাপতি যখন পূর্ব্বে তাঁহাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি দক্ষকে বলিয়াছিলেন যে, যখন দক্ষ তাঁহাকে অনাদর বা অশ্রদ্ধা করিবেন, তখন তিনি [illegible] পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। এক্ষণে তাঁহাকে ও শম্ভুকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করাতে, তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ চিন্তা

করিয়া দেবী স্থির করিলেন যে, তিনি লীলাবশে স্ব-স্থানে গমন করিবেন এবং পুনর্বার হিমালয় গৃহে জন্মলাভ করিয়া [illegible] হইবেন। ইহা স্থির করিয়া দেবী কোনও সংবাদবাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতি-কাল মধ্যেই নারদ আসিয়া শিবসকাশে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন দেবী যজ্ঞে যাইবার জন্য, শিব-সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন। শিব তাহাতে আপত্তি জানাইলে, দেবী অতি ভীষণা শ্যামা মূর্ত্তি ধারণ করি-লেন। শিব তাঁহার সেই শ্যামামূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া, তাঁহাকে যজ্ঞে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। (শ্যামা দেখ)। তখন সতী ভীমা কালীরূপ ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে পিতৃভবনাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, জননী প্রসূতি কন্যার রূপবিপ-র্য্যয় দর্শন করিয়াও, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষ যে যজ্ঞে শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তজ্জন্য অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। অতঃপর সতী যজ্ঞশালায় পিতৃসমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে রূপান্তরিত কন্যাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অশেষরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষের মুখে শিব-নিন্দাকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণ-কাল মধ্যে যজ্ঞ ও দেবগণ[illegible]কে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ [illegible] হত্যাভয়ে তাহাকে বিরত করিয়া, আত্মতুল্য এক ছায়া সতী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে বলিয়া, স্বয়ং অন্তর্হিতা আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর দক্ষ ও ছায়া সতীর মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, ছায়া-সতী এক ভীষণামূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞে উপস্থিত সর্ব্বজনের সমক্ষেই, যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীমহাভা-৩, ৪, ৬, ৭, ৯। শিব-(৩১) (৩২) (৩৩) ও (৩৮) দেখ। বৃহদ্ধ-মধ্য-১-১০। (৭) প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার যজ্ঞে সতী ও শিবকে কেন নিমন্ত্রণ করেন নাই, সতী পিতাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, দক্ষ বলিলেন যে, শিবের বেশভূষা সুধীজনযোগ্য নহে। তিনি শ্মশানপ্রিয় এবং সর্ব্বদা ভূত, পিশাচ প্রভৃতিগণে পরিবৃত থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ সকলে নগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। তিনি স্বয়ং কুৎসিৎ ভাবসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে অন্যান্য দেবগণের সমক্ষে তাঁহাকে একান্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে বলিয়াই, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দেবী [illegible] [illegible]

মুখে এইরূপ পতিনিন্দা শুনিয়া কোপে ও দুঃখে যোগাসন অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহে যোগমায়া নিজ কলেবর দগ্ধ করেন। তিনি গঙ্গার পশ্চিম কূলে যে স্থানে দেহ ত্যাগ করেন, সেই স্থান সৌমক-তীর্থ নামে পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৮) মহাদেব দার পরিগ্রহ না করিলে, সৃষ্টি লোপ পাইবে বুঝিতে পারিয়া, ব্রহ্মা কোন নারীর দ্বারা তাঁহার মনো-হরণ করান যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, বিষ্ণুমায়া ব্যতীত আর কাহারও মহেশ্বরের মনোহরণ করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তিনি দক্ষকে বলিলেন, "মহামায়া যাহাতে তোমার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া, শিবের পত্নী হন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে।" দক্ষ ব্রহ্মার নির্দ্দেশে ভগবতীর স্তব করিতে লাগি-লেন। তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া দেবী বলিলেন যে, তিনি দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে দক্ষ বীরণ কন্যা বীরিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাতে দক্ষ প্রজাপতির প্রথম সঙ্কল্প হইল, অর্থাৎ ইঁহার গর্ভে সন্তান হউক এই প্রথম অভিসন্ধি হইলে, বীরিণীর গর্ভে সত্য মহামায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেবী মহেশ্বরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সখীগণ সহ ক্রীড়াকৌতু-হলের সময়ে তিনি মহাদেবেরই প্রতি-মূর্ত্তি অঙ্কন করিতেন। বাল্যোচিত সঙ্গীতালাপের সময়ে তিনি শঙ্করের নাম মালাই কীর্ত্তন করিতেন। দক্ষ নিজ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যার সত্যবাদিতা, সাধুতা ও নীতি পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার নাম রাখিলেন সতী। কাল-ক্রমে দেবী বয়োপ্রাপ্ত হইলেন। তখন পিতা দক্ষ, কিরূপে তাঁহাকে শিবের সহিত বিবাহ দিবেন, তদ্বিষয়েই চিন্তা করিতেন। সতীও পিতৃগৃহে মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি মহেশ্বরকে পতি-রূপে পাইবার জন্য, বিভিন্ন তিথিতে নানারূপ ব্রত করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ মহেশ্বরের নিকটে গমন করিয়া, সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য না করিলে, সৃষ্টিরক্ষা হইবেনা। শিব মূলতঃ সংহার কর্ত্তা হইলেও, জগৎ-ধ্বংসকারী অসুর-দিগের বিনাশের জন্য, তাঁহাকেও অসুর বিনাশক সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্য ব্রহ্মা বলিলেন যে, শিব যদি দার-পরি-গ্রহ করেন, তবে তাঁহার তেজোৎপন্ন পুত্র অসুর বিনাশ করিতে পারিবেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাদি দেবগণকে অনুরূপা নারীর সন্ধান করিতে বলিলে, ব্রহ্মা বলিলেন যে, দক্ষের সতী নাম্নী

কন্যাই তাঁহার উপযুক্ত পত্নী হইবেন। তিনিও শঙ্করকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। আপনি [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইবেন। [illegible] নিয়ম করে [illegible] করিতে লাগিলেন। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে তিনি উপবাসান্তে ভক্তিভাবে মহাদেবের পূজা করিলেন। পরদিন ব্রতপূর্ণ হইলে, মহাদেব স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সতী আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া, লজ্জায় ও আনন্দে ভক্তিভরে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহেশ্বর যদিও সতীর তপস্যার উদ্দেশ্য জানিতেন, তথাপি সতীর মুখ হইতে তাঁহার মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে মনোমত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালিকা-জনোচিত লজ্জায় প্রথমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহাদেবও বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সতী [illegible] বদনে বলিলেন "আমার অভিলষিত বরদান কর।" তখন মহাদেব দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনির [illegible] উঠিলেন, "তুমি আমার ভার্য্যা হও।" দেবীও অভীষ্ট ফল [illegible] এই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, [illegible] লজ্জায় মৌনী রহিলেন। পরে [illegible] করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে, আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর।" এই কথা বলিয়া দাক্ষায়ণী শিবকে আশ্বাস প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর কৈলাসে প্রত্যাগমন করিয়া, ব্রহ্মাদি-দেবগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে, দক্ষ যাহাতে সতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে দক্ষও সতীর নিকটে সমুদয় বিষয় জানিতে পারিয়া, কি উপায়ে তিনি মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ বলিলেন যে, তিনি নারদকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া শিবকে দক্ষভবনে আনয়ন করিলে, যেন শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। দক্ষ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন ব্রহ্মা স্বয়ংই কৈলাসে গমন করিয়া, শিবকে নিজ সঙ্গে দক্ষালয়ে আনয়ন করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে শিব সতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। কালিকা—৪, ৫, ৮—১১।

(৯) বিবাহান্তে শিব সতীকে লইয়া প্রথমে কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় বর্ষাগমে সতীর অতিশয় ক্লেশ হওয়ায়, শিব তাঁহাকে লইয়া হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। এই সময়ে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই

যজ্ঞে তিনি সমুদয় দেবতা, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কিন্নর, মুনি ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু মহাদেব কপালী, সুতরাং যজ্ঞার্হ নহেন; এই বিবেচনায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সতীও নিমন্ত্রিতা হন নাই। দাক্ষায়ণী এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে পিতাকে শাপ দিতে উদ্যত হন, পরে বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইলেন। দক্ষ যখন তাঁহাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, তখন দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, দক্ষ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিলেই, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। অথচ শঙ্কর যে দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য, ব্রহ্মাদেশে তাঁহার পাণিপীড়ন করেন, সেই দেবকার্য্যও সিদ্ধি হয় নাই—অর্থাৎ শিব সতী হইতে কোনও পুত্র লাভ করেন নাই। অথচ তিনি ভিন্ন আর কোনও নারীই শিবের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেবী মনস্থ করিলেন যে, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি দেহত্যাগ করিবেন পুনরায় হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় শিবেরই পত্নীত্ব লাভ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া, দেবী ক্রোধারক্ত নয়নে কুম্ভক যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। কালিকা-২৪-১৬। (১০) দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, কপালী বলিয়া শিবকে এবং শিবভার্য্যা সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। গোতম-নন্দিনী জয়া সেই সময়ে সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন। সতী সেই সময়ে তাঁহার অন্যান্য সখীগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে জয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সকলে মাতামহ ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া জয়া সতীকে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন কিনা, অথবা তাঁহারা যজ্ঞে গমন করিবেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়ার বাক্যে সতী বুঝিলেন যে, দক্ষ তাঁহাকে ও শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বাম-৪। (১১) বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে সতী দক্ষের অবজ্ঞায় দেহত্যাগ করিয়া, হিমালয় দুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে দ্বিতীয় দ্বাপরে হিমাচল তাঁহাকে শঙ্করের হস্তে অর্পণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। (১২) ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব নিজ বামাঙ্গ হইতে আপনার অনুরূপ পত্নীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরমাত্মার তিনি পুরাতন পত্নী শ্রদ্ধা। আবার সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষ তনয়া সতীরূপে

উৎপন্না হইয়া, মহাদেবের পত্নী হন। সতী দক্ষমুখে স্বীয় পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করেন এবং পুনরায় হিমাচল-ভবনে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভবেরই ভার্য্যা হন। লি-পূ-[illegible] (১৩) শিবের সহিত বিবাহান্তে [illegible] গন্ধমাদন পর্ব্বতের কোনও এক ধারাগৃহের সমীপে কন্দুক-ক্রীড়ায় ব্যাপৃতা ছিলেন। তিনি এক বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। তখন তিনি রোহিণীর সহিত সোমকে গমন করিতে দেখিলেন। তাহা দেখিয়া সখী বিজয়াকে বলিলেন "রোহিণী সহ চন্দ্র কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা কর।" বিজয়ার প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্র তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ লাভের কথা বলিলেন। তখন সতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেন দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি শঙ্করের নিকটে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিমন্ত্রিত না হইলেও তথায় গমন করিবার জন্য শিবকে অনুরোধ করিলেন। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সতী স্বয়ংই কারণ জানিবার জন্য পিতৃমন্দিরে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। দেবীর প্রস্তাব শিবের মনঃপূত না হইলেও, তিনি সতীর গমনে বাধা দিলেন না। সতী নন্দীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষভবনে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তিনি শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, শিব অমঙ্গল, অকুলীন, বেদবাহ্য এবং ভূত, প্রেত, পিশাচাদির অধিপতি বলিয়াই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি আর কিরূপে শিব সন্নিধানে গমন করিবেন। শিব যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ হইলে, নিমন্ত্রিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তিনি কি উত্তর দিবেন। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, দেবী হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন এবং মুখে শিব, রুদ্র প্রভৃতি নাম উচ্চারণ কবিতে করিতে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ কবিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (১৪) দক্ষ-যজ্ঞে শিবেব নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নারদ এই বিষয় শিবেব গোচর কবিবার জন্য কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। শিব ও সতী তখন অক্ষ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন [শিব (৭৩) দেখ] নারদ তাঁহাদের ক্রীড়া সমাপ্ত হইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্রীড়ার আর বিরতি না দেখিয়া, বক্তব্য নিবেদন করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে

নানারূপ সুমধুর বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিয়া, তাঁহাদিগকে দক্ষের যজ্ঞের কথা বলিলেন। সেই যজ্ঞে দক্ষ যে সতীর অন্যান্য ভগিনীদিগকে ও ভগিনী-পতি-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কেবল শিব ও সতীকেই আহ্বান করেন নাই, সে কথা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, নারদ সতীর প্রতি দক্ষের এই উপেক্ষার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন, পরে অতি বিনীত ভাবে শিবের নিকট পিত্রালয়ে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিব সতীর প্রার্থনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সতী-বিরহা-শঙ্কায় অভিভূত হইয়া, দেবীকে পিত্রা-লয় গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, দেবীর যদি যজ্ঞ দর্শন করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করিবেন। অথবা তৎ-পরিবর্ত্তে তিনি দেবীকেই স্বয়ং লোক-পালগণ ও ঋত্বিকসমূহের উৎপাদন করিয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ সেইদিন রবিবার, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র ও নবমী তিথি ছিল। সেইজন্যই নানা আশঙ্কায় মহেশ্বর যজ্ঞ দর্শনমানসে পিত্রালয় গমন উপলক্ষে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী নিজের মনোভিপ্রায় পরিত্যাগ না করিয়া বারংবার গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহেশ্বরও অনুমতি দিতে কুণ্ঠিত হইতে-ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ভাবিতে-ছিলেন যে, দেবীর সহিত হয়ত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবে না। কারণ দেবী, ধনিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই দিন তাঁহার পঞ্চমাতারা হইয়া-ছিল। তজ্জন্য শিবের আশঙ্কা হইতে-ছিল যে, সতী সে দিন গমন করিলে হয়ত আর কৈলাসে ফিরিয়া আসিবেন না। তজ্জন্য তিনি নানা উপায়ে প্রবোধদানপূর্ব্বক দেবীকে গমনেচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। শিব বারংবার ঐ রূপে নিষেধ করাতে দেবীর অতিশয় ক্রোধ হইল। তখন তিনি আর শিবের অনুমতির প্রতীক্ষায় না থাকিয়াই, যাত্রা করিলেন। তাঁহার বেশভূষা কিছুই হইল না। তিনি যাত্রা করিবার সময়ে মহাদেবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণাদি কিছুই করিলেন না। তিনি পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। তাহা দেখিয়া শঙ্কর প্রথমগণকে বলি-লেন, "তোমরা সত্বর এমন এক রথ আনয়ন কর, পবন ও মন যাহার দুই চক্রস্বরূপ, অযুত সংখ্যক সিংহ যে রথ বহন করিতেছে, রত্ন সমূহের কিরণ মালা যাহার পতাকা, অলকাগামিনী নর্ম্মদা যাহার দণ্ড স্বরূপ, সূর্য্য ও চন্দ্র

যে রথের ছত্র স্বরূপ, গায়ত্রী যে রথের ধুম্র স্বরূপ, মকর ও বারাহী শক্তিদ্বয় যে রথে অবস্থান করিতেছেন, প্রণব যে রথের সারথি হইয়াছেন, প্রণবধ্বনী যে রথের শব্দ, বেদাঙ্গ যাহার রক্ষক, এবং ছন্দোগণ যাহার স্বরূপ। প্রমথগণ শঙ্করের আদেশে দেবীকে সেইরূপ এক রথে আরোহণ করাইয়া, পিত্রালয়ে লইয়া গেলেন। সতী পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল বেশভূষা ধারিণী নিজ জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনাহূতা সতীকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, আনন্দিত ও ভীত হইলেও, তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কারও উদয় হইল। সতী তাঁহাদের সহিত কোনও আলাপ না করিয়া, প্রথমেই পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ ও তৎপত্নী সতীর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যদি বাস্তবিকই তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কেন তাঁহাকে, তাঁহাদের অন্যান্য কন্যাদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। তখন দক্ষ বলিলেন যে, সতীর কোনই দোষ নাই। দক্ষের নিজ বিবেচনার দোষেই শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি যখন শিবের হস্তে সতীকে সমর্পণ করেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে, শিব বাস্তবিক অশিবরূপী? তখন কি তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জামাতা বিরূপাক্ষ বৃষ-বাহন, বিষপায়ী, শ্মশান-চারী, শূলী, নর-কপালধারী, নাগ-সংসর্গী ও জটাধারী? তখন কি তিনি জানিতেন না যে, সতীপতি বাতুলের ন্যায় কখনও দিগম্বর, কখনও কৌপীন-ধারী এবং কখনও বা চর্ম্ম-পরিধান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান? শিবের অনুচরগণ ভূতরূপী, তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পরিবারগণ রুদ্ররূপী। তাঁহার জাতি বা গোত্র কিছুই নাই। কেহই তাঁহার সম্যক পরিচয় জ্ঞাত নহে, অথবা জানিলেও তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। এই মঙ্গল কার্য্যে সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গলের প্রতীক শিবকে সেই-জন্য তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষের কথা শুনিয়া সতীর অতিশয় দুঃখ হইল। তথাপি তিনি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনি শিবকে সম্যক জানিতেন না। অপরের বাক্যেই প্রতারিত হইয়াছেন, এইরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি যদি বাস্তবিকই শিবের সম্যক্ পরিচয় না জানিতেন, তবে কেন তাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলেন? বাস্তবিক পক্ষে আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলেই আমি তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আপনার মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, আমার যে পাপ হইয়াছে, আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এই কথা বলিয়া দেবী প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৮। (১৫) দক্ষগৃহে দেহ-ত্যাগ করিয়া দেবী মনোরথ গতিতে হিমালয় গৃহে মেনকা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শিব-সকাশে অবস্থানকালে মেনকা সতীর পরম হিতৈষিণী ছিলেন। তজ্জন্য দেবী মেনকার গর্ভেই জন্মলাভ করিবেন মনস্থ করিয়া, প্রাণত্যাগ করি-লেন। সেই সময়ে মেনকাও পুত্র কামনায় দেবীর আরাধনা করিতেন। সাতাইশ বৎসরকাল তিনি প্রত্যহ নানা উপাচার সহ দেবীর আরাধনা করার পর, দেবী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মেনকা প্রথমে বীর্যবান্ এক শত পুত্র এবং তৎপরে সুরূপা গুণবতী, কুলা-নন্দ-কারিণী ত্রিভুবন-দুর্লভা এক কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দেবী তাঁহার প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বয়ংই জগতের হিতের নিমিত্ত মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করি-বেন। যথাকালে বসন্ত ঋতুতে, মৃগ-শিরা নক্ষত্রে, নবমীতে অর্দ্ধরাত্রে, দেবী মেনকা হইতে পুনরায় জন্মলাভ করি-লেন। তাঁহার বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম ছিল। তাই তাঁহার পিতা হিমালয় তাঁহার নাম রাখিলেন কালী। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার নাম রাখিলেন পার্ব্বতী। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেবীর রূপ ও গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সকলের আনন্দদায়িনী হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন নারদ হিমা-লয়-ভবনে আগমন করেন এবং নগ-রাজকে বলেন যে, তাঁহার কন্যা শঙ্ক-রের প্রণয়িনী হইয়া জগতের মাতা হইবেন। তিনি তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া, গৌরবর্ণ লাভপূর্ব্বক গৌরী নামে খ্যাতা হইবেন। এই সকল কথা বলিয়া নারদ পর্ব্বত-রাজকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গেলেন যে, তিনি যেন শিব ভিন্ন অপর কাহা-রও সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ প্রদান না করেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে শম্ভু স্বয়ং তপস্যার জন্য, হিমা-লয় পর্ব্বতে—গঙ্গা যেখানে ব্রহ্মপুর হইতে নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। গিরিরাজ তাহা জানিতে পারিয়া, সত্বর তাঁহার পূজার জন্য গমন করিলেন। শম্ভু তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি এই স্থানে তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব। যাহাতে আমার তপস্যার বিঘ্ন না হয়, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা কর।" হিমালয়, শঙ্করের আগমনে কৃতার্থ হইয়া, নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরিজনবর্গকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহারা কেহই যেন তদবধি গঙ্গা সমীপে গমন না করেন।

অতঃপর নগরাজ-তনয়া সতীকে সঙ্গে লইয়া হর-সমীপে গমন করিলেন এবং [illegible] উভয়ের [illegible] করাইলেন। তৎপরে [illegible] সম্ভাষণ করিয়া হিমালয় বলিলেন, "আমার এই কন্যা সখীগণ সহ আপনার আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আগমন করিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আরাধনা করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" শঙ্কর, নবযৌবনশালিনী নগ-দুহিতাকে তপস্যার বিঘ্নজনক বলিয়া ধারণা করিলেও, হিমাচলের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তৎ-কন্যাকে সখীজনসহ তাঁহার আরাধনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দেবী মহাদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যহ সখীগণসহ মহেশ্বরের সমীপে গমন করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি কখন সখীগণ সহ শঙ্কর সমীপে পঞ্চম স্বরে সঙ্গীতালাপন করিতেন। কখনও বা সমিধ বারি পুষ্পাদি আহরণ করিয়া, স্নান সমাপনান্তে তাঁহারই সন্নিকটে অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে চন্দ্রশেখরের সম্মুখে অবস্থান করিয়া, তাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক তাঁহারই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। যে সময়ে তিনি কোনও কার্য্যে-নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন হরের কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। কোনও কার্য্য না থাকিলে তিনি মহেশ্বরের চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। কোন্ সময়ে তিনি শঙ্করের বনিতা হইয়া, তাঁহার [illegible] [illegible] গাহিতেন, [illegible] তাঁহার অহর্নিশ-চিন্তার কারণ ছিল। মহেশ্বর কিন্তু কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে কালী গর্ভগত বীর্য্যের দ্বারা দেহ ধারণ করিতেছেন। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভবীজজনিত দোষ দূরীভূত না হয়, ততদিন তিনি দেবীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণের উপযুক্ত নারীরূপে পরিগণিত করিতেন না। দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তিনি সম্যকরূপে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। এ দিকে দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, শিবতেজোৎপন্ন পুত্রই কেবল তারকাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, অপর কেহ নহে। সুতরাং শঙ্করের যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে বাসনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মদনকে শিবের বিঘ্ন জন্মাইতে এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মন, কালীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে প্রেরণ করিলেন। মদন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া হর-কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। মদনদাহের সময়ে এক

ভীষণ শব্দ হইয়াছিল। সেই শব্দে পার্ব্বতী অতিশয় ভীতা ও শোকাকুলা হইলেন। নগ-রাজ কন্যাকে সন্ত্রস্ত ও দুঃখিত দেখিয়া গৃহে, আনয়নপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। শিব মদনকে ভস্মীভূত করিয়া সেই তপস্যার স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাহাতে হৈমবতী শোকে ও মোহে একান্ত অভিভূতা হইয়া, নিরন্তর কেবল শঙ্করের ধ্যানেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন নারদ ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, হিমালয়-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং কালীকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, দেবী মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন, তজ্জন্যই মহেশ্বর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন না। শঙ্কর যখন অন্য কোনও নারীতে অনুরক্ত নহেন এবং দেবীও শিব ভিন্ন যখন আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না, তখন দেবী যদি তপস্যা দ্বারা শঙ্করের আরাধনা করেন, তবেই তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা হইতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া নারদ দেবীকে এক ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র জপ করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে বলিলেন। পার্ব্বতী নারদের বাক্য পরম হিতকর বোধ করিয়া, তপস্যা করিতেই মনস্থ করিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে নিজ জননীর নিকট সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মেনকা কন্যার ইচ্ছা অবগত হইয়া, অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং গিরিজাকে ঐরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতী কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। মেনকা কন্যাকে "উ-মা" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন, তজ্জন্য তদবধি দেবী উমা এই নামে প্রখ্যাতা হইলেন। অতঃপর পার্ব্বতী পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নগরাজ কন্যার আগ্রহ দর্শনে বিশেষ প্রীত না হইলেও, বিশেষ আপত্তিও করিলেন না। তখন দেবী তপস্যার জন্য শঙ্কর যে স্থলে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তিনি হর-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তপস্যার নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত, যথাবিধি দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত বিধানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন ফলাহারী হইলেন, তৎপরে কেবল জল পান করিতেন। তদনন্তর স্বয়ং পতিত বৃক্ষ পত্র ভোজন এবং পরিশেষে নিরাহারে তপস্যা করিতেন। নিজ আসন হইতে এক হস্ত মাত্র দূরে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্ব-

লিত করিয়া, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যস্থলে বহু বস্ত্র বেষ্টিত হইয়া, উর্দ্ধমুখে সূর্য্য কিরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অবস্থান করিতেন। হিম ঋতুতে তিনি জল মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকিতেন। কখনও একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপ করিতেন। এইভাবে শঙ্করের ধ্যানে বহু বৎসর অতীত হইয়া যাইবার পর, ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, দৈববিধি অনুসারে তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিলে, তিনি শঙ্করের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ইহা সত্ত্বেও শঙ্করের সাক্ষাৎ না পাইয়া, দেবী চিন্তিতা হইলেন এবং শঙ্করকে লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়া জটাবল্কলবদ্ধা হইয়া শঙ্করের পূর্ব্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, পার্ব্বতীর সমীপে আগমন করেন এবং তাঁহার পরিচয় ও কি কারণে তিনি ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবীর আদেশে তাঁহার সখী বিজয়া পরিচয়াদি প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ-বেশী শম্ভু নানাভাবে শিবের বেশভূষা, আচার-ব্যবহারাদির নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি পার্ব্বতীর বিবেচনা ও ইচ্ছার অশেষ দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে অন্য কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবী পার্ব্বতী ব্রাহ্মণের বাক্যে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া, শিবের গুণ বর্ণনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে প্রথমে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন এবং শম্ভুকে মনে মনে স্তব করিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে উদ্যত হইলেন। অমনই মহেশ্বর নিজ স্বাভাবিকরূপ ধারণপূর্ব্বক দেবীর প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবী আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তাঁহার বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মুগ্ধার ন্যায় নত মস্তকে কেবল দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর শঙ্কর তাঁহাকে প্রণয়গর্ভ বাক্যসমূহ বলিতে থাকিলে, তিনি নিজ সখী দ্বারা তাঁহাকে বলাইলেন, শিব যেন তাঁহার পিতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকেন, তপোদত্তা হয়েন না। শঙ্করও পার্ব্বতীর বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তখন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর সপ্তর্ষিদিগের দ্বারা হিমাচলের নিকট পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। গিরিরাজ মুনিগণের নিকট হইতে মহেশ্বরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং শিবের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর পরস্পর মন্ত্রণাদি করিয়া বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। শুভ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়

পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে ঐ শুভ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিবস চন্দ্র উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত এবং সূর্য্য ভরণী নক্ষত্রযুক্ত ছিলেন। গিরিনন্দিনীর সহিত বিবাহকালে, শিব-অঙ্গস্থিত উরগ-সমূহ তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কার স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল। মস্তকস্থিত জটাজাল সুচিক্কণ কেশের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর স্বয়ং দ্বিবাহু হইলেন ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র বহুমূল্য রত্নের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার পরিধান-ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরম মনোহর বস্ত্রের ন্যায় হইল। দেহ-সংশ্লিষ্ট বিভূতি মলয়-গন্ধ হইল। বিবাহ সভায় উপস্থিত দেবগণ, মহেশ্বরের এই পরম রূপ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর মহাসমারোহে শিব-পার্ব্বতীর পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে মহেশ্বর মহেশ্বরীকে লইয়া, কৈলাসে গমন করিলেন। কালিকা-৪১-৪৪। (১৬) হিমবান হইতে বৈরাজ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে একপর্ণা, এক-পাটলা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন এই তিন ভগিনীই দেব ও দানবের দুশ্চর্য্য তপস্যায় দীর্ঘ-কাল ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অপর্ণা যখন নিরাহারে তপস্যায় ব্রতী ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে "উ-মা" অর্থাৎ বৎস ঐরূপ তপস্যা আর করিও না" এই কথা বলিয়া নিবারণ করেন। তজ্জন্য সেই সময় হইতে অপর্ণা জগতে উমা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বরবর্ণিনী দেবী উমা মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করেন। বায়ু-৭২। (১৭) হিমালয় হইতে পিতৃ-গণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে রাগিণী, কুটিলা ও কালী নামে তিন কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কালী সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। ঐ কন্যাত্রয় ছয় বৎসর পূর্ণ হইবার পুর্ব্বেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। দেবগণ কন্যাত্রয়কে তপ-স্যায় নিরত দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাদের মধ্য হইতে কুটিলাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলি-লেন "এই তপস্বিনী শম্ভুতেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইবে।" কুটিলা তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তিনি জনা-র্দ্দনের আরাধনা করিয়া, শম্ভুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। তাঁহার ঐ প্রগল্‌ভ বাক্যে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া শাপ প্রদান করিলেন। সেই ব্রহ্মশাপে কুটিলা জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিলেন। তৎপরে রাগিণীও ব্রহ্মার সকাশে নীত হইলে পূর্ব্বোক্ত কারণেই সন্ধ্যারাগে পরিণত হইলেন দুইটী কন্যাই তপস্যা করিতে যাইয়া এই ভাবে অতিশপ্ত হওয়াতে, মেনা ভীত হইলেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা কালীকে "উ-মা" এই কথা বলিয়া তপস্যা হইতে

নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তদবধি সেই কন্যা উমা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। হিমাচলও কন্যাকে ঐ কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেবী কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি শূলপাণি বৃষধ্বজকে মনে মনে চিন্তা করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, "তোমরা হিমাচলের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা কালীকে আমার নিকট লইয়া আইস।" দেবগণ ব্রহ্মবাক্যে দেবীর নিকটে গমন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার তপস্যার তেজে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, হিমাচলের ঐ কনিষ্ঠা কন্যা কালীই শঙ্করের প্রণয়িনী হইতে পারিবেন। এদিকে হিমবান্ অনেক কষ্টে কালীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। অনন্তর এক দিন মহাদেব পর্য্যটন করিতে করিতে হিমাচলের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং নগরাজের অনুরোধে সেইস্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদিন কালী হর-সমীপে গমনপূর্ব্বক সখীগণ সহ তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাঁহাকে "তোমার এই কার্য্য সঙ্গত হয় নাই" এইকথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী হরের ঐরূপ কঠোর সম্ভাষণে অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। তিনি অতঃপর পিতৃসকাশে গমনপূর্ব্বক বলিলেন যে, অতঃপর তিনি মহাটবীতে গমন করিয়া, সেই দেবদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। হিমাচল তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলে, দেবী তপস্যার্থ পর্ব্বত-ময় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সখীগণও তাঁহার সহিত গমন করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইলেন। দেবী এক মৃণ্ময় শূলপাণি রুদ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলে শঙ্কর তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাম-৫১। [ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ কালিকাপুরাণের বিবরণের অনুরূপ বলিয়া, পুনরুক্তি করা হইল না। (১৫) অংশ দেখ]। (১৮) বিবাহান্তে মহেশ্বর দেবীকে লইয়া মন্দর পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় দেব-শিল্পি বিশ্বকর্ম্মা শঙ্করের আদেশে তাঁহার জন্য এক সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই ভবন চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত ও সুবর্ণ-মণ্ডিত ছিল। তাহার তোরণ নিচয় গজদন্ত নির্ম্মিত; মধ্যভাগ মুক্তজাল-খচিত; সোপানরাজি শুভ্র স্ফটিকে গঠিত-

এবং গৃহস্থিত চিত্রসমূহ বৈদূর্য্যমণিযুক্ত ছিল। এই মনোরম ভবন নির্ম্মিত হইবার পর, শঙ্কর তথায় এক গার্হস্থ্য লক্ষণ যজ্ঞ করিলেন। অতঃপর বহুকাল পার্ব্বতী সহ পরম সুখে অতিবাহিত হইবার পর, মহেশ্বর একদিন গিরিজাকে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী তাহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন এবং মহেশ্বরকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন যে, যাহাতে শঙ্কর আর ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঐরূপ কটুবাক্য বলিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া দেবী হিমাদ্রির এক শিখরে গমনপূর্ব্বক স্বীয় সখীগণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্র তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার দেহকান্তি যেন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। ব্রহ্মা সেইরূপ বরই প্রদান করিলে, দেবী তথনই কৃষ্ণবর্ণ দেহকোশ পরিত্যাগ করিয়া, কমল কিঞ্জল্ককান্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত পূর্ব্ব কোশ হইতে কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া যাইয়া বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করিলেন। অতঃপর গিরিজা ব্রহ্ম-প্রসাদে দিব্যকান্তি লাভ করিয়া, পুনরায় মহেশ্বর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। বাম-৫৪। (১৯) হিমাচল-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে দেবী যখন অষ্টমবর্ষ বয়স্কা হইলেন, তখন একদিন মহেশ্বর নিজ গণাধ্যক্ষ পরিবৃত হইয়া, হিমাচল-দ্রোণিতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। নগরাজ ইহা অতি উত্তম সুযোগ অনুধাবন করিয়া, একদিন কন্যা সহ শম্ভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন এবং যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁহার কন্যা পার্ব্বতী প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে বাসনা করেন। শঙ্কর তদুত্তরে হিমাচলকে বলিলেন যে, নগরাজ প্রত্যহ যদি গমন করেন, তাহাতে আপত্তির কারণ কিছুই নাই, তবে তিনি যেন নিজ দুহিতাকে সঙ্গে আনয়ন না করেন। গৌরী শিবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি যে তপঃ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি কি একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন আপনিই বা কে এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতিই বা কে?" শিব তদুত্তরে বলিলেন যে,

তিনি তপস্যাবলে প্রকৃতিকে নাশ করিয়া, প্রকৃতি-রহিত হইয়া অবস্থান করিবেন মনস্থ করিয়াই, তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শঙ্কর যে হিমাচল পর্ব্বতে তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাই কি প্রকৃতির সহিত মিলন নহে? অতঃপর দেবী বলিলেন যে, শঙ্কর যদি নিজেকে প্রকৃতির অধিকারের বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, তবে কেন তিনি ভীত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। গৌরীর বাক্যে শঙ্কর অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করিতে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর নগরাজার অনুমতি লইয়া মহেশ্বর তথায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীও প্রত্যহ সখীগণ সহ তথায় গমনপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করিতেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হইলেও পার্ব্বতীর প্রতি শঙ্করের কোনওরূপ অনুরাগের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তখন দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, মদনের সাহায্যে শঙ্করের তপস্যা ভঙ্গ ও পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহাকে অনুরাগী করিতে প্রয়াস পাইলেন। মদন দেবকার্য্যের জন্য গমন করিয়া মহেশ্বরের ভাল-নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। (মদন ও রতি দেখ)। অনন্তর শিব ক্রোধভরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী তখন অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া, প্রথমে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে "যে-ভাবেই হউক মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিব" এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আরও তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে অশেষ-রূপে নিবারণ করিলেও, তিনি সংকল্প-চ্যুত হইলেন না। শিব যেখানে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, পার্ব্বতী সেইস্থানে এক বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি জল পান পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল বৃক্ষপত্রই আহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আর্দ্রপত্রও পরি-ত্যাগ, করিয়া শুষ্কপত্র মাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আরও কিছুকাল পরে পত্রাহার একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। এই কারণে পার্ব্বতী অপর্ণা নাম লাভ করিলেন। অনন্তর গিরিজা কেবল বায়ু-ভক্ষা হইলেন। তিনি মহে-শ্বরের তুষ্টি সাধনের জন্য, কেবল পদা-ঙ্গুলির উপর অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে গত হইলে, তাঁহার জনকজননী পুনরায় তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে কোনই ফল লাভ হইল না। গিরিজা তাঁহার সংকল্পে অচলা থাকিয়া, তপস্যাই করিতে

লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ তীব্র তপঃস্যায় চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিলে, দেবগণ ভীত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু শিবের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিলম্বে তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবকার্য্যের সহায়তার জন্য, গিরি-নন্দিনীর পাণি-গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিব প্রথমে তাঁহাদের বাক্যে সম্মত না হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য, যে ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রভাবে শঙ্করের তপস্যার নানারূপ বিঘ্ন জন্মিতে লাগিল। ধ্যান-যোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক, দেবী যথায় তপস্যায় মগ্ন ছিলেন. তথায় তিনি গমন করিলেন। (ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ পূর্ব্বোল্লিখিত কতিপয় বিবরণেরই অনুরূপ বলিয়া পুনরুক্তি করা হইল না)। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০-২২। শিব (১৩) ও স্কন্দ (জন্মবিবরণ) দেখ। (২০) মহেশ্বর যখন হিমালয়প্রস্থে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তখন পার্ব্বতী প্রত্যহ তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য, তপস্যার স্থানে গমন করিতেন। কিন্তু শঙ্কর দেবীর মনোভিপ্রায় সম্যক অবগত হইলেও, দেবীর প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে, তপস্যা ব্যতিরেকে দেহের পরিশুদ্ধি হয় না। সুতরাং গিরিনন্দিনী যতদিন তপস্যা না করিতেছেন, ততদিন অশুদ্ধ দেহা দেবীর সহিত শুদ্ধদেহ ভব কখন মিলিত হইতে পারে না। এই কারণেই তিনি নেত্রাগ্নিদ্বারা মদনকে দগ্ধ করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। শঙ্কর অন্তর্হিত হইলে, দেবী মনস্থ করিলেন যে, হয় তিনি তপস্যাদ্বারা মনোমত পতি লাভ করিবেন, অন্যথা প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিমালয়পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক, বস্ত্রভূষণাদি পরিত্যাগান্তর বল্কল পরিধান করিয়া তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথমে তিনশত বৎসর পাটলা-পত্র ভক্ষণ, তৎপরে শত বৎসর স্বয়ং-পতিত বিল্বপত্র আহার, তদনন্তর শত বৎসর কেবল জল গ্রহণ ও তদনন্তর শতবৎসর বায়ু মাত্র সেবন করিয়া, অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠে দেহ রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিরাহারে, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, শঙ্কর ধ্যানযোগে সমুদয় অবগত হইলেন এবং ব্রহ্মচারী বেশ অবলম্বনপূর্ব্বক, পার্ব্বতীর সমীপে গমন করিয়া দেবীর সহিত আলাপ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পার্ব্বতীর সখীগণ

তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি প্রথমে তাঁহাদের সহিত নানারূপ আলোচনায় সময় ক্ষেপ করিলেন। পরে আশ্রমের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক জলাশয়ে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর সখীগণ তাঁহাকে জলে মগ্নপ্রায় দেখিয়া, সত্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা যতই তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, ততই (ছদ্মবেশী) শঙ্কর দূরে দূরে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি অসিদ্ধা নারীকে স্পর্শ করিব না, ইহাতে মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার।" ইতি মধ্যে দেবীর ধ্যান সমাপ্ত হইলে, তিনিও জলাশয় তীরে গমন করিয়া ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বীয় বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অবজ্ঞাসহকারে প্রসারিত অশুচী হস্ত ধারণ করিব না।" তখন দেবী বলিলেন যে, তিনি নিজ দক্ষিণ হস্ত দেবদেব মহেশ্বরকেই প্রদান করিয়াছেন। শঙ্করের জন্য কল্পিত সেই দক্ষিণ পাণি তিনি আর কাহাকেও প্রদান করিবেন না। দেবীর বাক্যে ছদ্মবেশী মহাদেব ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এতই অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে তুমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার ন্যায় গর্ব্বিতা নারীর সাহায্য লইয়া জীবন রক্ষা করিতে চাহি না"। তখন দেবী নিতান্তই ব্রাহ্মণের জীবন নাশ হয় দেখিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্তই প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সেই হস্ত ধারণপূর্ব্বক, জলাশয় হইতে উত্থিত হইলে, দেবী পুনঃ স্নান সমাপন করিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী (শঙ্কর) দেবীকে ঐরূপ তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কারণ নির্দ্দেশ করিলে (ছদ্মবেশী) শিব, নানারূপে নিজেরই নিন্দা করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেবী পার্ব্বতী যেমনই ক্রুদ্ধ চিত্তে স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করিলেন, অমনই শঙ্কর নিজরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৫। [শিবের সহিত বিবাহাদি বিষয় পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহারই অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন শিব (১৩), (৩৭), (৫৮) দেখ]। (২১) পার্ব্বতী তপস্যার দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করাতে, জননী মেনকা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু বিবাহ-সভায় তিনি যখন স-পারিষদ

শিবের রূপ, বেশভূষা প্রভৃতি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় আনন্দ তিরোহিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, প্রথমে যাঁহারা শিবের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার মনে সান্ত্বনা লাভ না হওয়াতে, তিনি নিজ কন্যাকেই সকল অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেও অশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী মাতার তিরস্কারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রথমে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, জননীকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইলেন। তাহাতে যখন কোনও ফল লাভ হইল না, তখন তিনি তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন যে, যদি শিব ভিন্ন অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করা হয়, তবে তিনি কখনই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কন্যার এই বাক্যে মেনকা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নারদ প্রমুখ ঋষিগণ এই ভীষণ অবস্থা অবলোকন করিয়া, অতি কষ্টে পার্ব্বতীকে মেনকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। শিব-জ্ঞান-১৭। শিব-(৮১), (৮২) ও (৮৩) দেখ। (২২) সতী প্রথমে দক্ষ-দুহিতা রূপে জন্মলাভ করিয়া, দেহত্যাগ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে হিমালয়দুহিতা রূপে জন্মলাভ করিলেন। ব্রহ্ম-তনয় দক্ষও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শঙ্করের অভিশাপে দেহত্যাগ করিয়া ঐ বৈবস্বত মন্বন্তরেই প্রচেতাদিগের পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিলেন। ঐ জন্মে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং শিবের সহিত পূর্ব্ববৈরি নিবন্ধন তাঁহাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন না। মহেশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া বীরভদ্রকে প্রেরণ করিয়া, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ঐ যজ্ঞ ধ্বংস কালে শিবানুচর বীরভদ্র দক্ষের মস্তক দেহচ্যুত করেন। পরে ব্রহ্মা, দক্ষের শিব-নিন্দার প্রতিফলস্বরূপ এক ছাগ-মুণ্ড দক্ষদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। তখন মহাদেব করুণাপরবশ হইয়া, দক্ষকে গাণপত্যপ্রদান করিলেন। অতঃপর মহেশ্বর পার্ব্বতী-সহ মন্দর-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর-লাভ করিয়াছিলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনও প্রাণী হইতে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে না। দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণের উপর অশেষরূপে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বরলাভ করেন যে,

জগদম্বার অংশভূতা, পুরুষ-সংসর্গ বর্জ্জিতা অযোনিজা কন্যা হইতে কেবল তাঁহাদের মৃত্যু হইবে। এক্ষণে দানব ভ্রাতৃযুগলের অত্যাচার হইতে সুরগণকে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া, শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন কোনও উপায়ে দেবীর ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, তাঁহারই বর্ণকোশ হইতে দানবদলনী এক শক্তির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর একদিন অম্বিকাকে নির্জ্জনে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দেবী নিজ বর্ণের নিন্দায় অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইয়া মহাদেবকে বলিলেন, "যেহেতু আপনি আমার দেহবর্ণে প্রীতিলাভ করিতে-ছেন না, তজ্জন্য আমি অঙ্গীকার করি-তেছি যে হয়, এই বর্ণ ত্যাগ করিয়া বর্ণান্তর লাভ করিব, অন্যথা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" ভূতপতি দেবীর এই বাক্যে অতিশয় ভীত হইলেন এবং নানাভাবে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কেবল পরি-হাসচ্ছলেই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কোনরূপ সান্ত্বনা বাক্যেই দেবীর ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি গৌরবর্ণ লাভ করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি শঙ্করকে প্রণাম ও প্রদ-ক্ষিণ করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। সুদীর্ঘকাল তাঁহার পূর্ব্ব তপস্যার স্থানে অবস্থান করিয়া, তিনি ব্রহ্মার তপস্যা করিলে, পিতামহ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবী তখন তাঁহার নিকট গৌরবর্ণত্ব প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারের কথা বলিয়া দেবীকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিহার করিয়া গৌরবর্ণ লাভ করিলে, তাঁহার সেই পরিত্যক্ত কোশ হইতে এক শক্তি আবির্ভূত হইয়া যেন, দানব-ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করে। দেবী তাহাতেই সম্মতা হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতন চর্ম্মকোশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, গৌরবর্ণ লাভ করিলেন এবং তাঁহার সেই পুরাতন চর্ম্মকোশ হইতে কৌশিকী নামে খ্যাত আর এক শক্তি আবির্ভূত হইলেন। শিব-বায়-পূ-১৭-২২। বীরভদ্র সোমনন্দী ও ভদ্র-কালী দেখ। (২৩) শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া যখন কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি কৌতুকচ্ছলে দেবীকে কালী বলিয়া সম্বোধন করেন। তাহাতে কুপিতা হইয়া শিবানী নিজ শিরে হস্ত প্রদান-পূর্ব্বক, শপথ করিলেন যে, যতদিন না তিনি গৌরবর্ণ লাভ করেন, ততদিন তিনি আর শিব-সন্নিধানে বাস করি-বেন না। এইরূপ মনস্থ করিয়া দেবী মহাকৌশিকী প্রপাত নামক হিমাচলের

সানুপ্রদেশে গমন করিলেন এবং তথায় ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বামপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। সুদীর্ঘকাল এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, শঙ্কর তাঁহার সমীপে গমন করিয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পার্ব্বতী সুবর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর তখন দেবীকে আকাশ-গঙ্গার সলিলে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে দেবী বিদ্যুতের ন্যায় গৌরকান্তি লাভ করিলেন। অতঃপর শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি শঙ্করী ভিন্ন আর কোন নারীকে চিন্তাও করিবেন না। ইহার পর শিব-শিবানী পুনরায় কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর একদিন যখন দেবী শিব সকাশে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে তিনি যেন দেখিলেন, তাঁহারই ন্যায় মনোহারিণী আর এক নারী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শম্ভুর দেহে দেবী নিজের প্রতিবিম্বই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ স্বীয় ছায়াকেই অন্যনারী জ্ঞানে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং শঙ্কর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপর এক নারীকে প্রণয়িনী করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার অতিশয় অভিমানও হইল। তিনি তখন কোপভরে শিব-সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ভবানীপতিও অর্দ্ধাঙ্গিনীকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে এক গিরিকুঞ্জে একান্তে অবস্থান করিতে দেখিলেন। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অনুভব করিয়া, শঙ্কর নানারূপ স্তোকবাক্যে তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিয়া, কেন তিনি সহসা কুপিত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবীও সকল বিবরণ কীর্ত্তন করিলে, মহেশ্বর হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং দেবীর যে প্রমাদ হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর পার্ব্বতী শিব-বাক্যের সত্যতা সম্যক্ অবধারণ করিবার জন্য, নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন এবং অবশেষে নিজেরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর শঙ্করী শঙ্করকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া সর্ব্বদা দেবদেবের সহচারিণী হইতে ইচ্ছা করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শঙ্করের শরীরসংস্পর্শ সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। দেবীর বাসনা অবগত হইয়া, শিব বলিলেন যে তিনি যদি মহেশ্বরের শরীরার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা পরস্পরের দেহার্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিয়া হর-গৌরী রূপে অবস্থান করিতে পারিবেন। দেবী তাহাতে সম্মত

হইয়া, শঙ্করের বামার্দ্ধভাগ নিজ দেহে গ্রহণ করিলেন। মহেশ্বরও নিজ দেহের অর্দ্ধাংশ গৌরী অঙ্গে নিবেশিত করিয়া হর-গৌরী রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। কালিকা-৪৫। (২৪) দাক্ষায়ণী সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করিয়া, প্রথমে হিমালয়-ভবনে মেনকার গর্ভে অংশে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা-গঙ্গাদেবী হিমাচল-গৃহে আবির্ভূতা হন। চতুর্থমাসে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইলে, নারদ দেবপুরে গমন করিয়া, মেনকা-গর্ভে গঙ্গার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ প্রদান করিলেন। দেবগণ সেই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে সতী-শোকে শঙ্কর যখন সতী-দেহ শিরে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু সেই সতী দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করাতে, শঙ্কর দেবগণের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। এক্ষণে গঙ্গারূপিণী সেই সতীকে তাঁহার স্বর্গে লইয়া যাইয়া শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলে, তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ হিমালয় ভবনে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবী গঙ্গাও একদিন স্বপ্ন যোগে হিমালয়কে নিজরূপ প্রদর্শন করাইলেন। হিমাচল স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার তনয়া গঙ্গা চারি হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, পদ্ম ও অমৃত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নানাভরণ ভূষিতা, ত্রিনয়না, মকরবাহিনী। দেবী পিতাকে এইরূপ প্রদর্শন করাইয়া প্রথমে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, পরে বলিলেন যে দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য সুরগণ যখন তাঁহার নিকটে গঙ্গাকে প্রার্থনা করিবেন, তখন যেন হিমালয় দেবতাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর যথা সময়ে দেবগণ গঙ্গাকে সুরপুরে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন। হিমালয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, দেবগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন না। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি নিজ মুখে কন্যাকে 'যাও' এই কথা বলিব না"। তখন দেবগণ গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবান্তে দেবী মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আকাশে অবস্থিত দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১২। গঙ্গা ও ভগীরথ দেখ। (২৫) শিব পার্ব্বতীকে কালী বলিয়া পরিহাস করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি এমন স্থানে যাইয়া তপস্যা করিব, যে স্থলে আমি গৌরবর্ণ লাভ করিয়া, গৌরী নামে অভিহিতা হইতে পারিব।" এই কথা বলিয়া, দেবী সখীগণ সহ প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া, তথায় গৌরীশ্বর

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক পদে দণ্ডায়-মান থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, প্রাবৃটে উন্মুক্ত আকাশতলে বর্ষার ধারার মধ্যে এবং হেমন্তে বারি-মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে যতই তাঁহার তপস্যার তেজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করিয়া, গৌর বর্ণ লাভ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল পরে পার্ব্বতীর দেহ সম্পূর্ণরূপে গৌর-বর্ণ ধারণ করিল। তখন মহেশ্বর দেবীর অসাধারণ তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৮। (২৬) দক্ষযজ্ঞে অনাহূতা সতী পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনিয়া, যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে একটি সর্ব্বলোক ভয়প্রদ জ্বালা উত্থিত হইয়াছিল। ঐ জ্বালা যথায় উত্থিত হয়, সেই স্থানে জ্বালামুখী নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়াছে। শিব-জ্ঞান-৭। (২৭) মৈথুনজ প্রজা-সিসৃক্ষু ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহেশ্বর নিজ দেহের অংশ হইতে একটি দেবীর সৃজন করিলেন। তিনি মহা-দেবের পরমা শক্তি। সেই দেবীকে ব্রহ্মা, চরাচর বৃদ্ধির জন্য দক্ষ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলে, তিনি নিজ ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাবশালিনী একটি শক্তির সৃজন করিলেন। সেই দেবী মহাদেবের আজ্ঞায় দক্ষের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৪। ব্রহ্মা (৩১) দেখ। (২৮) প্র-শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি সুতরাং 'প্রকৃতি' পদে সৃষ্টি কার্য্যে প্রকৃষ্টা দেবীকেই নির্দ্দেশ করে। এই প্রকৃতি-দেবীর অংশভূতা অন্যান্য দেবীগণই বিভিন্ন দেবগণের শক্তি স্বরূ-পিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী গণেশ-জননী, শিবানী দুর্গাই সকলের পূজনীয়া। এই প্রকৃতি দেবী হইতেই আবার পদ্ম-নেত্রা মহেশ্বরী কালী উৎপন্না হইয়া-ছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে তিনি দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্না হন। এই সনাতনী দেবী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনা করাতেই কৃষ্ণবর্ণ লাভ করেন। দুর্গার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা এই দেবী গুণে ও তেজে তাঁহারই সমান। দেবীভা-৯স্ক-১। (২৯) এক সময়ে শিব ও পার্ব্বতী যখন একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন পার্ব্বতী কৌতুকছলে পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়া হস্তদ্বারা শিবের চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন। দেবী কৌতুকচ্ছলে ইহা করিলেও, ত্রিপুরারির নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত হওয়া মাত্র, জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গেল। দেবগণ স্ফূর্ত্তিহীন হইলেন। বেদের প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেল। যাগযজ্ঞাদি বিনষ্ট হইয়া গেল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনী উত্থিত

হইল। তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া, সকল বিষয় অবগত হইয়া, সেই দেব-দেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া, শঙ্কর দেবীকে চক্ষুর আচ্ছাদন ত্যাগ করিতে বলিলেন। দেবী তখন মহেশ্বরের লোচন হইতে হস্তদ্বয় অপসারণ করিলে, আবার জগতের অন্ধকার অপসৃত হইয়া সমস্ত প্রকাশমান হইল। তখন শঙ্কর দেবীকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য দেবী তাঁহার চক্ষুরাচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই জগতের অশেষ ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দেবী অতিশয় দুঃখিতা ও অনুতপ্তা হইলেন। তিনি শঙ্করকে তখন বলিলেন, "আমি তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শাস্তির জন্য কি করিব ?" মহেশ্বর দেবীকে অনুতপ্তা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু জগতের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। তখন দেবী হর-বাক্যে কাশীপুরীর অন্তর্গত কম্পানামক নদীর তীরে গমন করিয়া, জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কম্পা-তীরে এক শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি শিবের উদ্দেশ্যে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। তখন গিরিজাকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে শিব কম্পা নদীর জল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সখীগণ নদী প্রবাহকে বর্দ্ধমান দেখিয়া দেবীকে স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সখীদের বাক্যে ধ্যান-নিমগ্না দেবী একবার মাত্র নেত্রোন্মীলন করিয়া নদীপ্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিয়া তাঁহার পূজা অসমাপ্ত রাখিয়া, প্রস্থান করিবেন। তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই ভাবিয়া দেবী সখীগণকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং সেই শিবলিঙ্গ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জল প্রবাহ বর্দ্ধিত হইতে হইতে তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। তখনও তিনি আলিঙ্গন শিথিল করিলেন না দেখিয়া, এক দৈববাণী হইল। তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সেই শিবলিঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈববাণীর অনুযায়ী গৌতমমুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সেই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আশ্রম সন্নিকটে পুনরায় সেই অরুণাচললিঙ্গ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে মহিষাসুরের অত্যাচারে ত হইয়া, দেবগণসহ দেবী বসুন্ধরা প্রতিকার প্রার্থনায়, তপস্যারত গৌরীর শরণাপন্ন হইলেন। দেবী

সুরগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যায়ই রত হইলেন। অনন্তর সেই মহিষ নামক অসুর ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেবীর তপস্যার স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার অনুচরগণ মৃগ হনন করিতে করিতে দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, দেবীর অনুচরগণ তাহাদিগকে গিরি-কুমারীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে নিষেধ করিল। তাহারা তখন মায়া বলে পক্ষি-রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তপস্যারত দেবীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাদের প্রভু মহিষাসুরকে সংবাদ প্রদান করিল। মহিষ-দানব তখন এক বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর আশ্রমে গমন করিল এবং পার্ব্বতীর পরিচারিকাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা, সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইল। অতঃপর মহিষাসুর নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক দেবীকে তাহার পত্নীত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। দেবী তখন তাহাকে বলিলেন যে, তিনি বলবানের ভার্য্যা হইবেন বলিয়া সুচারুকাল তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। মহিষাসুর যদি তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন নিজ বল প্রদর্শন করে। দেবীর বাক্যে মহিষাসুর পরম বিস্মিত হইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইল, অমনই দেবী অসুরদলনী দুর্গারূপ ধারণ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে নানা-রূপ অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। দেবী সেই সকল অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, মহিষাসুরকে আক্রমণ করিলে, সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু সে পরে আবার সৈন্যদল সহ আগমন করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। তখন দেবীও যোগ বলে দানব-সৈন্য দলন করিবার জন্য অনেক মাতৃকা ও যোগিনীগণকে উৎ-পাদন করিলেন। অতঃপর সানুচরা দেবীর সহিত সানুচর মহিষাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং সেই সংগ্রামে মহিষাসুর দেবীর শূলাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবী খড়্গ দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন করিয়া সেই রুধিরাপ্লুত মস্তকের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া দেবগণ নানারূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবী সুরগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বিমলরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর একদিন সখীগণ সহ কথোপকথন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহিষাসুরের গলদেশে এক শিবলিঙ্গ লগ্ন রহিয়াছে, তিনি ঐ শিবলিঙ্গকে পূজা করিবার জন্য গ্রহণ করিলে, তাহা দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া গেল।

তাহাতে দেবীর অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং শিব-ভক্তকে বধ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌতম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শাপগ্রস্ত মহিষাসুর তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, শাপমুক্ত হইয়াছে মাত্র। তজ্জন্য দেবী যেন অনুতাপ না করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৩-১২। (৩০) মহাদেব পত্নীর নিমিত্ত উগ্র তপস্যা করায়, লক্ষ্মীদেবী নিজ শরীর হইতে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী গৌরী দেবীকে সৃজন করেন। তৎপরে লক্ষ্মীদেবীর নির্দ্দেশে গৌরীদেবী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আটটি বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আট দিক রক্ষা করেন। অগ্নি-কোণে মঙ্গলা; পশ্চিমে বিমলা; বায়ু-কোণে সর্ব্বমঙ্গলা; উত্তরদিকে অর্দ্ধাশনী; ঈশান কোণে লম্বা; দক্ষিণে কালরাত্রি; পূর্ব্ব দিকে মরীচিকা; এবং নৈর্ঋতে চণ্ডরূপা। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৪। (৩১) সতীর সহিত শিবের বিবাহের পর দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য জামাতার ভবনে গমন করিলেন। শিব শ্বশুর দক্ষকে দেখিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষ শিবকে অশেষরূপে তিরস্কার করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যজ্ঞস্থলেও শিবের সেই ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া, সকলের নিকটে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এদিকে সতী পিতার যজ্ঞ দর্শনে উৎসুক হইয়া, শিবের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রস্থ অন্যান্য মুনিঋষিগণ উপহাস করিতে লাগিলেন। দেবী সেই সব পতি-নিন্দা-শ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য, যজ্ঞের হোমাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৮। শিব (৯৮) দেখ। (৩২) একবার স্নানার্থ গমন করিবার পূর্ব্বে পার্ব্বতী গাত্র-মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তখন গাত্রমার্জ্জন হইতে যে গাত্রমল তাঁহার হস্তে উত্থিত হয়, তিনি তদ্দ্বারা একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে অতিশয় সুন্দর হওয়াতে, তিনি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। তখন প্রাণবন্ত সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" দেবী বলিলেন, "যতক্ষণ না আমি স্নান সমাপন করি, ততক্ষণ তুমি অস্ত্রপাণি হইয়া, এই স্থানে অবস্থান কর, যাহাতে কেহ আমার স্নানের বিঘ্ন উৎপাদন না করে।" সেই প্রাণারাম মূর্ত্তি তাহাতেই সম্মত হইল। কিয়ৎকাল পরে শিব তথায় আগমন করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলে,

সেই মূর্ত্তি তাঁহাকে বাধাপ্রদান করিল। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং শিব শূলাঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্ব্বতী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শিব তখন প্রতিকারোপায়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, গজাসুরকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সত্বর সেই দৈত্যের মস্তক কর্ত্তন করিয়া আনিয়া, সেই প্রতিমার দেহে যোজনা করিয়া দিলেন। সেই পার্ব্বতী-তনয় তখন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন, এবং তদবধি তিনি গজানন নাম লাভ করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১২। শিব (৮৮), গণেশ ও শনি (১১) দেখ। (৩৩) যজ্ঞধ্বংসকালে বীরভদ্র প্রথমে দক্ষের মস্তক দেহচ্যুত করেন। পরে আবার শিবের আদেশে তিনি দক্ষের দেহে এক মেষ-বদন যোজিত করিয়া দিলেন। অতঃপর দক্ষ শিবের পরামর্শে বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সতী জন্মান্তরে হিমাচল-দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন শিবসহ বারাণসীতে গমন করেন, তখন দক্ষও তথায় তপস্যায় রত ছিলেন। দেবীর অনুরোধে শিব দক্ষকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি তাঁহাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। স্কন্দ-কাশীখণ্ড। (৩৪) শিব যখন পার্ব্বতীকে কালী বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন কুপিতা দেবীর সহিত শঙ্করের বিষম কলহ উপস্থিত হয়। সেই কলহকালে ভূতল ভেদ করিয়া এক মহাশিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। দেবগণ সেই শিবলিঙ্গকে কলকলেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। স্কন্দ-আব-চতু-১৮। (৩৫) প্রাচেতস দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহার একশত পাঁচ কন্যার মধ্যে সতী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। দেবর্ষি নারদের অনুরোধে দক্ষ সেই কন্যাকে মহেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। পুণ্যভূমি হাটকেশ্বরক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শিবদাক্ষায়ণি পরিণয় সম্পন্ন হয়। শিব (৫৯) দেখ। (৩৬) পূর্ব্বে ব্রহ্মা একবার সমস্ত দেবগণের মূর্ত্তি হইতে তিল তিল করিয়া রূপ সংগ্রহপূর্ব্বক এক অনিন্দ্য-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি সৃজন করেন। অতঃপর পিতামহ সেই সুন্দরীকে, কৈলাসে শঙ্কর ও শঙ্করীকে প্রণাম করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ নারী কৈলাসে গমন করিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। শঙ্কর পার্শ্বোপবিষ্টা পার্ব্বতীর ভয়ে তাঁহার দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। অতঃপর সেই নারী কৃতাঞ্জলিপুটে যখন শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন,

তখন [illegible] করিবার [illegible] শিবের [illegible] কিঞ্চিৎ দর্শন উৎপন্ন হইল। তখন তিনি চারিমুখে সেই সুন্দরীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহেশ্বরের চারিটি বদন দর্শন করিয়া এবং সেই সুন্দরীকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, পার্ব্বতীকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন পার্ব্বতী পতিকে চতুর্ম্মুখ দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর দেবী শঙ্করের নয়নসমূহ আচ্ছাদিত করিলেন। অমনি চারিদিকে প্রলয়-কালীন ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইল। দেবগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। তখন দেবী তাঁহাদের প্রার্থনায় মহেশ্বরের নেত্রাচ্ছাদন পরিহার করিয়া, সেই রূপবতীকে অভিশাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি আমার পতিকে বিকৃতা-কৃতি করিয়াছ, তজ্জন্য তুমিও বিকৃতা-রূপা হইবে।" এইরূপ বলিবা মাত্র সেই সুন্দরী নারী অতিশয় বিকৃত-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই নারী বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মার নির্দ্দেশেই তাঁহাকে ও শঙ্করকে প্রণাম করিবার জন্য আগমন করিয়া-ছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান করা তাঁহার উচিত হয় নাই। সেই নারীর বাক্যে দেবীর অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি তখন তাঁহাকে সঙ্গে [illegible] পূর্বক হাটকেশ্বরক্ষেত্রে [illegible] উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবী প্রথমে স্নান সমাপন করিলেন। তদনন্তর সেই নারীও তথায় স্নান করিয়া পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫৩। (৩৭) বিভিন্ন কল্পে দেবী জগদম্বা বিভিন্ন নামে পরিচিতা হইয়া থাকেন। আদি কল্পে তাঁহার নাম ছিল—জগন্মাতা, দ্বিতীয় কল্পে—জগদ্‌যোনী; তৃতীয়ে—শাম্ভবী, এইভাবে যথাক্রমে বিশ্বরূপিণী নন্দিনী, গণাম্বিকা, বিভূতি, সুভূতি, আনন্দা, বামলোচনা, বরারোহা, সুমঙ্গলা মহামায়া, অনন্তা, ভূতমাতা ও উত্তমা, এই ষোডশ নামে তিনি ষোড়শ কল্পে পরিচিতা ছিলেন। সপ্তদশকল্পে তিনি সতী নামে দক্ষগৃহে আবির্ভূতা হন। তৎপরে বরাহকল্পে তিনি হিমালয়-গৃহে উৎপন্না হইয়া পার্ব্বতী ও উমা নামে খ্যাতা হন। ঐ সময়ে কল্পান্ত-কাল পর্য্যন্ত তিনি শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপে বর্ত্তমানা ছিলেন। অনন্তর চতুর্গুণ চারিযুগ অতীত হইলে তিনি মহিষাসুরের বধসাধনার্থ পুনরায় বিষ্ণুর সহিত প্রাদুর্ভূতা হন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণপিঙ্গলা, কাত্যায়নী, দুর্গা প্রভৃতি নামে পরিচিতা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭), (১৯৪) এবং শিব (৫৪) দেখ। (৩৭) বল ও অতিবল নামক রক্তাক্ষ-তনয় দুই

অসুরকে দেবী [illegible], চতুঃষষ্টি যোগিনীগণ পরিবৃতা হইয়া, বধ করেন। সেই কারণে তিনি প্রভাস-ক্ষেত্রে বলাতিবলনাশিনী নামে প্রথিতা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯। (৩৮) চাক্ষুষ মনুর অধিকার শেষ হইলে, বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবী জগদম্বা দক্ষ-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ মন্বন্ত-রের দ্বিতীয় দ্বাপরে তিনি শঙ্করের ভার্য্যা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৭। (৩৯) দেবী শিবানীর প্রধানা সখীদের নাম—জয়া, বিজয়া, মাধবী, সুলোচনা, সুশ্রুতা, শ্রুতা, শুকী, প্রম্লোচা, সুভগা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গী, চারুণী ও স্বধা। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৪০) দাক্ষায়ণী সতী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। তিনি বারাণসীতে বিশালাক্ষী; নৈমিষক্ষেত্রে—লিঙ্গ-ধারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধ-মাদনে—কামাক্ষী; মানস (সরোবরে)-কুমুদা; অম্বরতীর্থে—বিশ্বকায়া; গোমন্তে—গোমতী; মন্দরাচলে—কামচারিণী, চৈত্ররথতীর্থে—মদোৎকটা; হস্তিনাপুরে—জয়ন্তী; কান্যকুব্জে—গৌরী; মলয়াচলে—রম্ভা; একাম্রকাননে—কীর্ত্তিমতী; বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে—বিশ্বা, পুষ্করতীর্থে—পুরুহূতা; কেদারে—মার্গদায়িনী; হিমালয়-পৃষ্ঠে—নন্দা; গোকর্ণতীর্থে—ভদ্রকর্ণিকা; স্থানেশ্বরে—ভবানী; বিল্বকে—বিল্বপত্রিকা; শ্রীশৈলে—মাধবী; ভদ্রেশ্বর তীর্থে—ভদ্রা; বরাহশৈলে—জয়া; কমলালয়ে—কমলা; রুদ্রকোটিতে—রুদ্রাণী; কালঞ্জর পর্ব্বতে—কালী; মহালিঙ্গে—কপিলা; মর্কটতীর্থে—মুকুটেশ্বরী; শালগ্রামে—মহাদেবী; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া; মায়াপুরীতে—কুমারী; সন্তানতীর্থে—ললিতা; সহস্রাক্ষতীর্থে—উৎপলাক্ষী; কমলাক্ষে—মহোৎপলা; গঙ্গাতীরে—মঙ্গলা; পুরুষোত্তমে—বিমলা; বিপাশায়—অমোঘাক্ষী; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা; সুপার্শ্ব তীর্থে—নারায়ণী; বিকুটতীর্থে—ভদ্র-সুন্দরী; বিপুলে—বিপুলা; মলয়া-চলে—কল্যাণী; কোটীতীর্থে—কোটবী; মাধববনে—সুগন্ধা; গোদাশ্রমে—ত্রিসন্ধ্যা; গঙ্গাদ্বারে—রতিপ্রিয়া; শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা; দেবীকাতটে—নন্দিনী; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী; বৃন্দাবনে—রাধা; মথুরায়—দেবকী; পাতালে—পরমেশ্বরী; চিত্রকূটে—সীতা; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যাধিবাসিনী; সহ্যাদ্রিতে—একবীরা; হরিশ্চন্দ্রতীর্থে—চন্দ্রিকা; বৈদ্যনাথে—অরোগা; মহাকালতীর্থে—মহেশ্বরী; উষ্ণতীর্থে অভয়া; বিন্ধ্যকন্দরে—অমৃতা; মাণ্ডব্য তীর্থে—মাণ্ডবী; মহেশ্বরপুরে—স্বাহা; ছাগলাণ্ডতীর্থে—প্রচণ্ডা; মকরন্দকে—চণ্ডিকা; সোমেশ্বরে—বরারোহা; প্রভাসে—পুষ্করাবতী; সরস্বতী তীরে—

দেবমাতা ; পারাবারতীরে—পারা ; মহা-লয়ে—মহাভাগা ; পয়োষ্ণীতীরে—পিঙ্গলেশ্বরী ; কৃতশৌচে—সিংহিকা ; কার্ত্তিকেয়তীর্থে—যশস্করী ; উৎপলা-বর্ত্তে—লোলা ; শোণসঙ্গমে—সুভদ্রা ; সিদ্ধপুরে—লক্ষ্মীমাতা ; ভরতাশ্রমে—অনঙ্গা ; জালন্ধরে—বিশ্বমুখী ; কিষ্কিন্ধ্যা শৈলে—তারা ; দেবদারু বনে—পুষ্টি ; কাশ্মীরমণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—ভীমাদেবী ; বিশ্বেশ্বর তীর্থে—পুষ্টি ; কপালমোচনে—শুদ্ধি ; কায়াবরোহণে—সীতা ; শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনী ; পিণ্ডা-রকে—ধৃতি ; চন্দ্রভাগাতীরে—কালা ; অচ্ছোদতীরে—শিবকারিণী ; বেণা-তীরে—অমৃতা ; বদরীবনে—উর্ব্বশী ; উত্তর কুরুদেশে—ঔষধী ; কুশদ্বীপে—কুশোদকা ; হেমকুটে—মন্মথা ; মুকুটে—সত্যবাদিনী ; অশ্বত্থে—বন্দনীয়া ; কুবেরালয়ে—নিধি ; বেদ-বদনে—গায়ত্রী ; শিবসমীপে—পার্ব্বতী ; দেব-লোকে—ইন্দ্রাণী ; ব্রহ্মমুখে—সরস্বতী ; সূর্য্যবিম্বে—প্রভা ; মাতৃগণ মধ্যে—বৈষ্ণবী ; সতী-নারী সকলের মধ্যে—অরুন্ধতী ; রমণী মধ্যে—তিলোত্তমা ; চিত্ত-মধ্যে—ব্রহ্মকলা এবং সকল প্রাণীর দেহে—শক্তি। মৎ-১৩। ভদ্রকর্ণিকা ও সাবিত্রী দেখ। (৪১) শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে ছিলেন, তখন দেবগণ কি উপায়ে সতী-দেহ শিবদেহ হইতে চ্যুত করা যায়, তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি যোগবলে সতীদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নানা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। যে যে স্থানে সেই সতীদেহের খণ্ডগুলি পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। প্রথমে দেবীকূট নামক স্থানে পদযুগল নিপতিত হইল। উড্ডিয়ান নামক স্থলে, তাঁহার উরু-দ্বয় পতিত হয়। কামপর্ব্বতের কামরূপে যোনিমণ্ডল পতিত হয়। জলন্ধার স্তনযুগল, পূর্ণ গিরিতে স্কন্ধ ও গ্রীবা এবং কামরূপের শেষভাগে মস্তক পতিত হইল। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক শঙ্কর যতদূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত ভূমি যাজ্ঞিক ভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সতীর পূর্ব্বোক্ত দেহাংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলি আকাশ গঙ্গাতে পতিত হইল। পূর্ব্বোক্ত যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থানে নিম্নলিখিত দেবীগণ অধিষ্ঠিতা আছেন। দেবীকূটে মহাভাগা, উড্ডিয়ানে কাত্যা-য়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণ-গিরিতে পূর্ণেশ্বরী, জালন্ধরে চণ্ডী, কামরূপের পূর্ব্বভাগে দিক্করবাসিনী এবং উত্তর ভাগে ললিতকান্তা। কালিকা-১৮।

(৪২) মহাদেব যখন সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ

করিয়া শর-দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করেন। যে যে স্থানে ঐ দেহাংশ সকল পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক এক পীঠ ক্ষেত্র হইয়াছে। বারাণসীতে দেবীর মুখ-মণ্ডল পতিত হয়, তজ্জন্য তথায় সতীর মুখপীঠ-নিবাসিনী বিশালাক্ষী দেবী অবস্থিতা আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে যে জায়গায় দেবী যে যে নামে পূজিতা হন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। (এই-রূপ একটি তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হই-য়াছে। এস্থলে কেবল বিভিন্নরূপ নাম দেওয়া হইল) গন্ধমাদনে—কামুকী; দক্ষিণমানসে—কুমুদা; উত্তরমানসে—বিশ্বকামা; কেদারপীঠে—সমার্গ-দায়িনী; হিমালয়ে—নন্দা; গয়াতে—মঙ্গলা; ত্রিকূটপর্ব্বতে—রুদ্রসুন্দরী; মাধববনে—সুগন্ধা; শিবকুণ্ডে—শুভা-নন্দা; বৈদ্যনাথে—আরোগ্যা; বিন্ধ্য-কন্দরে—অমৃতা; অমরকণ্টকে চণ্ডিকা; সমুদ্রতীরে— পারাবারা; কার্ত্তিক নামক স্থানে—অতিশাঙ্করী; ভরতাশ্রমে—অনঙ্গা; বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে—বিশ্বেশ্বরী; শঙ্খোদ্ধারে—ধরা; কুমুদে—সত্যবাদিনী; রামতীর্থে—রমণা; যমুনাতে—মৃগাবতী এবং বিনায়কপীঠে—উমাদেবী। দেবীভা-৭স্ক-৩০। (৪৩) উপরে যে সকল বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনাবশ্যক পুনঃ-রুক্তি মাত্র হইবে বলিয়া তাহা দেওয়া হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন। ভাগ-৪স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১১। গরু-পূ-৫। স্কন্দ-আব-অব-১২। শিব-জ্ঞান-৭। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৪। কালিকা-১১, ৪৩। সৌর-৫৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৮। এতদ্ভিন্ন শিব-নামের সহিত নিম্নলিখিত অংশগুলিও দ্রষ্টব্য—শিব (১১), (১৩), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (৩০), (৩১), (৩২), (৩৩), (৩৭), (৩৮), (৩৯), (৪১), (৪৫), (৫৮), (৬৯), (৭৬), (৮১), (৮৩), (৮৮), ও (৯০)। তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক বিবর-ণাদির জন্য নিম্নলিখিত নামগুলিও দেখা যাইতে পারে—দক্ষ, প্রচেতা, মারিষা, মেনকা, পার্ব্বতী, উমা, বীরভদ্র ও ভদ্রকালী, ব্রহ্মা (৩৯), জয়া, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, মহিষাসুর, রক্তা-সুর, হরসিদ্ধি, হংসাননা, যোগমায়া, গণেশ ও স্কন্দ। (৪৪) আদ্যাশক্তি দেবী পরমেশ্বরী বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন নামে পরিচিতা হন। সেই সব নাম ও তাঁহাদের কারণ এইরূপ—তিনি সকল প্রাণিকে তাহাদের বাঞ্ছিত [illegible] [illegible] ফল প্রদান করেন, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। তিনি নিজ ভক্তদিগকে [illegible] [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] দান করেন,

তাই তাঁহার নাম মঙ্গল্যা। শিব শব্দের অর্থ মুক্তি; দেবী যোগিগণকে মোক্ষ প্রদান করেন এবং সেই মোক্ষ ফল লাভের নিমিত্তই, লোকে তাঁহার আরাধনা করে, তাই তাঁহার নাম শিবা। তিনি জীব সকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বার্থ প্রদান করেন, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বকামার্থ-সাধিনী। তাঁহার শরণ লইলেই, তিনি প্রাণিগণকে বিষ, অগ্নি, ঘোরবিপদাদি হইতে উদ্ধার করেন, তাই তাঁহার এক এক নাম শরণ্যা। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ইঁহারা তাঁহার তিনটি নেত্রস্বরূপ, তাই তাঁহার এক নাম ত্র্যম্বকা। তিনি যোগাগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় হিমালয়ভবনে জন্মলাভ করিয়া, গৌর-বর্ণ দেহকান্তি লাভ করেন, তাই তিনি গৌরী নামে পরিচিতা। নার শব্দের অর্থ সলিল। দেবী সমুদ্রশায়িনী অথবা জলই তাঁহার আশ্রয়। এই জল তাঁহার আশ্রয়, তাই তাঁহার এক নাম নারায়ণী। দেবগণ তাঁহার স্মরণ লইলে, তিনি তাঁহা-দিগকে দুর্গম শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া দুর্গা নাম প্রাপ্ত হন। ঘোর রৌদ্রকর্ম্ম করেন বলিয়া, তিনি রৌদ্রী নামে পরিচিতা হন। দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্ত তিনি বিন্ধ্যাচলে অব-তীর্ণা হইয়া, দৈত্য বিনাশপূর্ব্বক বিন্ধ্য-পর্ব্বতেই অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহার এক নাম বিন্ধ্যবাসিনী। সকল স্থানেই তাঁহার জয় হয় বলিয়া, তিনি জয়ন্তী। তিনি কাহারও নিকটে পরাজিতা হন না বলিয়া, অজিতা ও অপরাজিতা নামে খ্যাতা হন। পদ্ম নামক এক দানবপতিকে তিনি পরাজয় করিয়া, তিনি বিজয়া নাম লাভ করেন। কল্পের অবসানে সিংহাসীনা হইয়া, তিনি মহিষাসুরকে নিধন করিয়া-ছিলেন, তাই তাঁহার নাম মহিষঘ্নী অথবা সিংহবাহিনী। তিনি সমস্ত পদার্থ কলন (সংহার) করেন বলিয়া, তাঁহার নাম কালী। অথবা দক্ষের নিকটে অপমানিতা হইয়া, তিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাই দেবগণ তাঁহাকে কালী নামে অভিহিতা করেন। হস্তে সর্ব্বদা ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন বলিয়া, অথবা সকলকে পালন করেন, তাই তিনি কপালী নামে পরি-চিতা। দেবগণের উপকারের জন্ম তিনি রুরু নামক মহাসুরকে বধ করিয়া, তাহার চর্ম্ম ও মুণ্ড বামহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম চামুণ্ডা। দেবলোকে নন্দন কাননে, সর্ব্বদা বাস করেন এবং পুণ্যস্থান হিমা-চলে বাস করিয়া আনন্দ লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম নন্দা। সামান্ত আরাধনাতেই সন্তুষ্টা হইয়া, সকলকে সুখ প্রদান করেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুপ্রসাদা। কোষের বস্ত্র পরিধান করেন, তাই তিনি কৌশিকী নামে

পরিচিতা। কৈটভ নামক অসুরকে বধ করিয়া তাহার পুরী অধিকার করিয়াছিলেন, তাই তিনি কৈটভেশ্বরী নামে পরিচিতা। মহাভাব আশ্রয় করিয়া শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বলরূপধর মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া, তিনি মহাশ্বেতা নামে পরিচিতা হন। তিনি একাধারে বাল্য, কৌমার ও যৌবনবতী, তাই তাঁহার নাম ত্রিদশা। তিনি দুন্দুভিধ্বনীর ন্যায় আনন্দদায়ক, তাই তাঁহার নাম নন্দিনী। দেবগণের ঈশ্বরী বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিদশেশ্বরী। ভব শব্দে রুদ্র, সংসার এবং কাম এই তিন নির্দ্দেশ করে। তিনি এই সমুদয় সৃজন করেন, তাই তিনি ভবানী। সর্ব্বকালেই বিরাজমানা এবং মাতারও অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, তাই তিনি জ্যেষ্ঠা। সকল প্রকার তমঃ বিনাশ করেন, তাই তিনি তমোনাশিনী। দেবগণের মাতৃ স্থানীয়া বলিয়া, তাঁহার নাম ব্রহ্মিষ্ঠা। (ছন্দের) চরণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। সর্ব্ববেদেই অধিষ্ঠান করেন, তাই তিনি ব্রহ্মচারিণী। তিনি নিরাহারা থাকিয়া, তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই তিনি অপর্ণা এবং ঐ তপস্যাকালে অনেককাল একটি মাত্র পত্র আহার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক নাম একপর্ণিকা। ঐ তপস্যাকালে তিনি পাটল-পত্র আহার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক নাম পাটলাহারা। এই চরাচর জগৎকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ধাত্রী। সেই ভগবতী ত্রিভুবনের মাতৃস্থানীয়া এবং তিনি চরাচর-লোক ধারণ করিয়া আছেন, তাই তিনি ত্রৈলোক্য-ধাত্রিকা। সুরগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারও তিনি লয়সাধন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী ও শঙ্করী। তাঁহার এক নাম ত্রিনয়না, কারণ ভক্তগণকে তিনি দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ মার্গ এবং অন্তিমে ব্রহ্মপদ, এই তিনটি নয়না অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেন। তিনিই ত্রিপাদ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অথবা ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ তাঁহার চরণ-স্বরূপ, অথবা তিনি সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণ এবং সংহার কার্য্যে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম ত্রিগুণা। সকল বিষয়ই তাঁহার বিদিত, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞা। শান্তি-স্বরূপা বলিয়া শান্তি। ব্রহ্ম স্বরূপা বলিয়া অরূপা। অতীব পতিব্রতা বলিয়া সাধ্বী। কার্ত্তিকেয়ের জননী, তাই মাতৃকা। সকলকে নিখিল ভয় হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তারিণী। বাম শব্দে বিরুদ্ধ ভাব বুঝায়; দেবী বিরুদ্ধ

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শব্দের অর্থ দেবী এবং [illegible] শব্দের অর্থ বিশ্বের বিনাশ ; তিনি সকল বিশ্ব দূর করেন, তাই তিনি রেবতী। তাঁহার দেহ সর্ব্বব্যাপী ও অপ্রমেয়, তাই তাহার নাম ব্রাহ্মী। সুরাসুর গণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন এবং তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, তাই তাঁহার নাম মহাদেবী। (মহ ধাতুর অর্থ পূজা করা)। দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা করেন, তাই তাঁহার নাম ভগবতী। সেই দেবী সন্তুষ্টচিত্তে প্রজা সমুদয়কে সৃজন করিয়াছেন, তাই তাঁহার এক নাম তুষ্টি বা স্রষ্ট্রী। এই বহুরূপ-সংকুল বিশ্বে দেবী বহুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তাই তাঁহার নাম বহুরূপা। তিনি একাকীই অংশে নহে অর্থাৎ পূর্ণরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, তাই তিনি একানংশা। সপ্ত-বিধ-স্বর যোগে তাঁহাকে স্মরণ করা যায় বলিয়া, তিনি সপ্তস্বরাত্মিকা এবং তিনি সেই সপ্তস্বর প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী। দেবগণের আরাধ্যা সেই দেবীকে সকলেই গান করে, অথবা তিনি সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম গায়ত্রী। এই জগতের সকল কার্য্য তিনিই সাধন

[illegible]

[illegible] [illegible]

তাঁহার [illegible] [illegible], তিনি [illegible] নাম ("কাণ্ড") নিবারণ করেন, তাই তাঁহার নাম কাণ্ডনিবারিণী। তিনি জগতে ইন্দ্রজালবৎ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই তিনি মায়া নামে অভিহিতা হন। তাঁহারই অনুগ্রহে মানব আত্মদর্শনে সমর্থ হয়, অথবা তিনি সকল পদার্থ যথাযথ ভাবে নিরী-ক্ষণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি সকল বিষয় সম্যক্ অবেক্ষণ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাই তাঁহার নাম অন্বীক্ষা। সেই দেবী সাঙ্গবেদত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাই তাঁহার নাম ত্রয়ী। তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থান করেন অথবা জীবগণকে বিপথ হইতে বারণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম বার্ত্তা। তিনিই জগতের সকল কার্য্যের কারণ এবং সর্ব্বত্রই সরণ অর্থাৎ গমন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার এক নাম সরিৎ। পৃথিবীর এক নাম গাং; দেবী পৃথিবীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন তাই তাঁহার নাম গঙ্গা। তিনি যমের ভগিনী বলিয়া, তাঁহার নাম যমুনা। তিনি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বলতা এবং প্রসন্নতার অধিকারিণী বলিয়া, তাঁহার নাম জ্যোৎস্না। [illegible] শব্দের এক অর্থ দেবী এবং [illegible] এক অর্থ [illegible]। [illegible] নিকট হইতে [illegible]

[illegible] [illegible] ভয় হইতে প[illegible], তাই তিনি [illegible] নামে অভিহিতা হন। ত্রি এই শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের এই তিনজন দেবতাকেই বুঝায়। সুশর্মা পদের অর্থ শান্তি এবং 'ল' এই ধাতুর অর্থ লোপ সাধন করা অথবা ভূষণ। দেবী উক্ত দেবত্রয়কে, শান্তি প্রদান করেন, তিনিই তাঁহাদের লোপ সাধন করেন এবং তাঁহাদের ভূষণস্বরূপা, তাই তাঁহার নাম ত্রিশূলী। সকলকেই সংহার করিতে সমর্থা, তাই তাঁহার নাম হিংসা। তিনি দিব্য ও পার্থিব সকল পদার্থেরই আদিতে অবস্থান করেন, তাই তাঁহার নাম অদিতি। দৈত্য সমুদয় তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাই তিনি দিতি নামে অভিহিতা হন। বর্ষার বারিধারা তিনি নিবারণ করেন, তাই তিনি শ্রবণা। শরীরের এক নাম হস্ত, আকাশেরও নামান্তর হস্ত এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির নামান্তর জ্যোতিঃ। তাঁহার হস্তে অর্থাৎ আকাশময় দেহে জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, তাই তিনি জ্যোতির্হস্তা। তিনি পরম ঐশ্বর্য্য (ইন্দ্)-ধারিণী বলিয়া, ইন্দ্রাণী নামে পরিচিতা। তিনি সকল কালেই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তাই তিনি ভদ্রকালী। জগতের সৃজন পালন ও সংহার করিতে

[illegible] [illegible] [illegible] তাই তিনি [illegible] নামে অভিহিতা [illegible] ব্রহ্মাও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তিনি ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপা, তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মাণী। রুদ্রের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম রুদ্রাণী। তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মহান্তে (মৃত্যুকালে) তিনি সকলেরই শরণীয়া, এবং তাঁহার শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, তাই জীবগণ তাঁহাকে মহেশী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জননী বলিয়া, তাঁহার নাম কৌমারী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী এবং বিষ্ণুর রিপু-বিনাশিনী, তাই তাঁহার নাম বৈষ্ণবী। বরাহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণুও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম বারাহী। তিনি ইন্দ্রের জননী বলিয়া, ইন্দ্রাণী। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী বলিয়া শাক্রী এবং হস্তে বজ্র ও অঙ্কুশ ধারণ করেন বলিয়া বজ্রী। চণ্ড শব্দের অর্থ ভীষণ এবং মুণ্ড শব্দে স্বামী, ব্রহ্ম ও মস্তক বুঝায়। সেই [illegible] ভয়ঙ্কর দৈত্যশির হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, অথবা তিনি [illegible] [illegible], অথবা তিনি [illegible]

উৎপাদিকা, এই সকল কারণে তিনি চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হন এবং তিনি একেলাই এই ত্রিলোক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাই তিনি 'একা' নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-৩৭।

সৎকর্মা—অঙ্গদেশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

সংকীর্ত্তি—অহিচ্ছত্র-নগরীর অধিপতি সুমুদের পত্নী। সুমুদ দেখ।

সত্তম—চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩২। উপরিচর বসু ও প্রত্যগ্রহ দেখ।

সত্ত্ব—(১) রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। অবশ ও রৈবত মনু দেখ। (২) জ্যামঘ বংশীয় পুরুদ্বয়ের পুত্র। তাঁহার তনয় সাত্বত। বায়ু-৯৫। সত্রান দেখ। (৩) ভবিষ্য মন্বন্তরে অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ। (৪) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭।

সত্ত্বদন্ত—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। বায়ু-৯৬। ভদ্রা ও বসুদেব দেখ।

সত্ত্বদশ—অজমীঢ়ের বংশজাত সমরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। সমর দেখ।

সত্ত্বধৃতি—বলরামের অন্যতম পুত্র। বলদেব দেখ।

সত্ত্বন—প্রবাহী নামক রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলে দেবগন্ধর্ব বলিয়া বিদিত ছিলেন। বায়ু-৬৮।

সত্ত্বাত্মক—প্রবাহী নামক রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। সত্ত্বন দেখ।

সত্ত্বান—জ্যামঘবংশীয় পুরুদ্বানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৬। সত্ত্ব-(২) দেখ।

সত্ব—চন্দ্রবংশীয় অংশু হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়া এক কন্যার গর্ভে সত্ব জন্মগ্রহণ করেন। সত্বের পুত্র সাত্বত। লি-পু-৬৮। সত্ব (২) দেখ।

সত্বত—জ্যামঘ-বংশীয় পুরুহোত্রের তনয় অংশ। অংশ হইতে সত্বত। এই সত্বত হইতে সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হয়। সত্বতের পুত্রগণের নাম—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২, ১৩। পুরুহোত্র ও সত্ব (২) দেখ। (২) জ্যামঘ-বংশীয় অংশুর পুত্র। তাঁহার তনয় সাত্বত। গরু-পু-১৪৩। সাত্বত দেখ। (৩) জ্যামঘ (অথবা যদু)-বংশীয় অংশুর তনয়। তিনি দানশীল, ধনুর্ব্বিদ্যাগ্রগণ্য ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। রাজর্ষি সত্বত, কুণ্ড ও গোলকদিগের জন্য এক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার তনয় সাত্বত। (ব্যাভিচার দুষ্ট সধবা নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে কুণ্ড বলে এবং ঐরূপ বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের নাম গোলক)। কূর্ম্ম-পু-২৪।

সত্ত্বধৃতি—সত্ত্বধৃতি দেখ।

সত্যাবুহতারক—গন্ধর্ব্ব বিশেষ।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আসিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

সত্য—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। রৈবত মনু (১৮) দেখ। (২) সংহিতাকার নৃপাত্মজের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬১। আজবস্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ। (৩) রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজঃ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২ রৈবতমনু (৮) ও (১২) দেখ। তামস মন্বন্তরের দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। তামসমনু দেখ। (৫) উত্তম-মনুর অধিকার কালে সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম মনু দেখ। (৬) উত্তম মন্বন্তরে অন্যতম দেবগণ। বিষ্ণু-৩য়-১। সৌর-৩২। বৃহন্না-৩৭। ভাগ-৮স্ক-১। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৪৫। (৭) বরাহ-কল্পে দ্বিতীয় দ্বাপরে সত্য নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন শিব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। বায়ু-২৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। ব্রহ্মা-২৩। লি-পূ-৭। (৮) অন্যতম অগ্নি। বায়ু-২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৯) অঙ্গিরা-বংশীয় অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬৫। অঙ্গিরা দেখ। (১০) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে জয় নামে যে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুই প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ হইতে আকূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই আবার উত্তম মন্বন্তরে সত্য দেবগণ সহ সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বায়ু-৬৬। (১১) সত্য, পুরুকুৎস, অনুহবান, সঙ্কৃতি প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতিগণ, তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৯১। (১২) দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণির অধিকার কালে, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অপামূর্ত্তি ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৩) দক্ষকন্যা শ্রদ্ধার গর্ভজাত পুত্র সত্য। ভাগ-৪স্ক-১। (১৪) নরপতি হবির্দ্ধানের অন্যতম পুত্র সত্য। হবির্দ্ধান দেখ। (১৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম সত্য। ভাগ-১০স্ক-৬১। ভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ (পুত্রগণের তালিকা) দেখ। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভীমের তনয় সত্য। তাঁহার পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র রঘু। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৭) কাশীর অধিপতি দেবসেনের অন্যতম পুত্র সুমনা। তাঁহার তিন পুত্রের অন্যতম সত্য। সুমনা দেখ। (১৮) সত্য নামক দেবের পত্নী সতী। দেবীভা-৯স্ক-১। (১৯) সত্য নামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দরিদ্রতা নিবন্ধন যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য পশু আহরণ করিতে না পারিয়া, ফল মূলকেই

পশ্চাদিক [illegible] করিয়া, [illegible] সম্পাদন করিতেছে। একদিন ধর্ম্ম মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের আয়োজন করিয়া কেন পাপ সঞ্চয় করিতেছ? তুমি অদ্য আমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন কর; তাহা হইলে তুমি স্বর্গে গমন করিতে পারিবে।" ব্রাহ্মণ স্বর্গ-গমনেচ্ছু হইয়া, সেই মৃগকেই হনন করিতে উদ্যত হইলে, দেবী সাবিত্রী তাঁহাকে মৃগ বধ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর বাক্যে মৃগ বধ করিলেন না। কিন্তু সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম বারংবার ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তিনি যেন যজ্ঞে তাঁহাকে বধ করেন। তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ মৃগ) ও ব্রাহ্মণের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। মৃগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং স্বর্গে গমন করিবার লোভে, আবার সেই ব্রাহ্মণ মৃগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধর্ম্ম ছদ্মরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাণি-হিংসা করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বাক্যে যজ্ঞে প্রাণিবধ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। মহাভা-শান্তি-২৭২। (২০) বীতহব্য রাজার বংশীয় বিতত্যের পুত্র সত্য। তাঁহার পুত্র সন্ত। মহাভা-অনু-৩০। [illegible] দেখ। (২১) [illegible] [illegible] [illegible] অন্যতম সত্য। [illegible] তৌষিত মন্বন্তরে (২২) [illegible] [illegible] চেদিরাজ উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র সত্য। পদ্ম-সৃ-১৪৪। সত্যর দেখ। (২৩) সত্য, সর্পমালী, সুমিত্র, জনক, শুক, স্থূলশিরা, সুমন্ত, সারিক, সিনীবাক্, সত্যপাল, শিখাবান্, সাবর্ণ, সনাতন, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মুনিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪। (২৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম সত্য। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দেখ। (২৫) দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম সত্য। মনুমান দেখ। (২৬) পরম বৈষ্ণব রাজা রত্নগ্রীবের মন্ত্রী সত্য ছিলেন। তিনিও রাজার সহিত স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-পাতা-১২। রত্নগ্রীব দেখ। (২৭) সত্য নামে একজন সার্ব্বভৌম নরপতি পাপানুষ্ঠান করিয়া কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এক ব্রাহ্মণের নিকট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-ক্রি-২১। (২৮) দশজন বিশ্বদেবের অন্যতম সত্য। মৎ-২০৩। করজ ও মনুমান দেখ। (২৯) দশজন সোমপায়ী আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম সত্য। মৎ-১৯৬। আত্মা দেখ। (৩০) ধর্ম্মসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র সত্য। ভাগ-৮-১৩। (৩১) অজিতার গর্ভজাত [illegible] অজিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এবং তাহার সত্য [illegible]। ইঁহারা তৃতীয় মন্বন্তরে [illegible] ছিলেন এবং তামস মনুর অধিকার কালে তামস-মনুর পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু-৬৭।

সত্যক—(১) সত্যকের পুত্র যুযুধান ও সাত্যকি। হরি-হরি-৩৪। (২) সুভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সত্যক। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (৩) তামস মন্বন্তরে দেবগণের অন্যতম সত্যক। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) বৃষ্ণি-বংশীয় শিনির তনয় সত্যক, তাঁহার পুত্র সাত্যকি। মৎ-৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অগ্নি-২৭৫। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। গরু-পূ-১৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) চন্দ্রবংশীয় যুত্রের পুত্র। তাঁহাব তনয় সাত্যকি। লি-পূ-৬৯।

সত্যকর্ণ—কুরুবংশীয় চন্দ্রাপীড়ের তনয়। তাঁহার পুত্র শ্বেতকর্ণ। হরি-হবি-.৮৫। শ্বেতকর্ণ দেখ।

সত্যকর্ম্মা—(১) যযাতি-বংশীয় বৃহদ্রথেব পুত্র। তাঁহার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই মহাবীর কর্ণের পালক পিতা। মৎ-৫৮। (২) যযাতি-বংশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। হরি-হরি-৩১। ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯।

সত্যকাম—তিনি সত্যকাম জাবালি নামেও পরিচিত। জবালা দেখ।

সত্যকেতু—(১) কাশীরাজ ধর্ম্মকেতুর পুত্র। ধর্ম্মকেতু দেখ। (২) কাশীরাজ প্রতর্দ্দনের-বংশীয় [illegible] [illegible] পুত্র। [illegible]-৯২। (৩) ঐ বংশীয় [illegible] পুত্র। তাঁহার পুত্র বিভু। বায়ু-৯২। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বিভু (৩), (১৪) ও (১৫) এবং সুনীত দেখ। (৪) উগ্রসেনের মহিষী পদ্মাবতী বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কন্যা ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৪৮,৫১। (৫) প্রতর্দ্দনবংশীয় সুনীতের পুত্র সত্যকেতু। তাঁহার পুত্র বিভু। গরুড়-পূ-১৪৩। (৬) সত্যকেতু নামক এক ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক মাসে কেবল স্নানদান করিয়াই মোক্ষ লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২। (৭) অক্রূর হইতে কাশিরাজ-নন্দিনীর গর্ভে সত্যকেতু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৮) অপাম্মূর্ত্তি দেখ।

সত্যগণ—বিভিন্ন মন্বন্তরে সত্য নামে দেবগণ ছিলেন। উত্তম, রৈবত ও চাক্ষুষ মনু এবং সত্য দেখ।

সত্যঘোষ—বীরভদ্র ও যশোভদ্র নামক রাজপুত্রদ্বয় পূর্ব্বজন্মে সত্যঘোষ নামক শূদ্রের পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহাদের নাম ছিল গর ও সঙ্গর। পদ্ম-ক্রি-৩। যশোভদ্র দেখ।

সত্যজিৎ—(১) অজমীঢ়-বংশীয় বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ। হরি-হরি-২০। বিশ্বজিৎ ও বৃহদ্বিষু (৩) দেখ। (২) জরাসন্ধ-বংশীয় সুনক্ষত্রের তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার পুত্র বিশ্বজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) বসুদেবের আত্মজ

কঙ্ক হইতে কঙ্কার গর্ভে সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। কঙ্ক দেখ। (৫) [illegible]-বংশীয় [illegible] সত্যজিৎ; তাঁহার পুত্র [illegible]-পু-১৪৫। সুবল দেখ। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। শৈব্যা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৭) ভরতবংশীয় রাজের তনয় সত্যজিৎ। তাঁহার শত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজ্যোতিই প্রধান ছিলেন। অগ্নি-১০৭। (৮) ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামক গ্রামণীদ্বয় মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ঋতুজিৎ ও সূর্য্য দেখ। (৯) সত্যজিৎ নামক যক্ষ ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। যজ্ঞোপেত দেখ। (১০) মগধের বৃহদ্রথ-বংশীয় সুনেত্রের পর সত্যজিৎ তিরাশী বৎসর রাজ্যপালন করেন। তৎপরে বীরজিৎ রাজা হন। বায়ু-৯৯। বীরজিৎ দেখ। (১১) তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকার কালে সত্যজিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। সত্যসেন ও উত্তম মনু দেখ। (১২) অজমীঢ়-বংশীয় ঋষভের পুত্র। তাঁহার তনয় পুষ্পবান। কল্কি-৩য়-৪। (১৩) পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের অন্যতম পুত্র। অর্জ্জুন যখন দ্রোণাচার্য্যকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। মহাভা-আদি-১৩৮; উদ্-৯৬। (১৩) মরুদ্গণের অন্যতম। মরুৎগণের তালিকা দেখ। (১৫) সত্যজিৎ প্রভৃতি গ্রামণীগণ পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যদেবের রশ্মি সংযত করেন। কূর্ম্ম-পু-৪১। ঋতজিৎ ও সূর্য্য দেখ।

সত্যজ্যোতি—উনপঞ্চাশজন মরুতের অন্যতম। মরুদ্-গণের তালিকা দেখ।

সত্য তপা—(১) মহর্ষি উতথ্যের এক নাম। (২) ভৃগুবংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে দস্যুসংস্রবে পড়িয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপদেশে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। বরা-৯১। (৩) সত্যতপা নামে এক মুনি পরম হরিভক্ত ছিলেন। তিনি নিয়ত হরির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি জন্মান্তরে বৃন্দাবনে সুভদ্র নামক গোপের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় ভদ্রা। পদ্ম-পাতা-৪১।

সত্যতর—সংহিতাকার মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রপ্রমতির নিকট যে সংহিতা লাভ করেন, তাহা তিনি নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে তাহা অধ্যয়ন করান। সত্যশ্রবার নিকট হইতে সত্যহিত তাহা লাভ করিয়া, নিজপুত্র সত্যতরকে উহা শিক্ষা দেন। মহাত্মা সত্যশ্রী সেই সংহিতা সত্যতরের নিকট হইতে প্রাপ্ত

হন। ব্রহ্মা-৬৬। বায়ু-৫৯।

সত্যদর্শী—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র শিব-ধর্ম-৫৮। রৈবতমনু ও [illegible] দেখ।

সত্যধৃতী—[illegible] শাখীর [illegible]। অগ্নি-২৭৫। বসুজের দেখ।

সত্যধনা—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সত্যব্রতের পত্নী এবং প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাতা। কূর্ম্ম-পূ-২১।

সত্যধর্ম্মা—(১) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে সত্যধর্ম্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বপ্রকারে পুণ্যশীল ছিলেন। কিন্তু রাজা সত্যধর্ম্মা একবার কৌতুকবশতঃ এক শরণাগত মৃগের প্রাণবধ করেন। সেই পাপে রাজদম্পতি বিভিন্ন ইতর জন্তু রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরিশেষে মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-৮। (২) অঙ্গবংশীয় ধৃতব্রতের তনয়। তাঁহার পুত্র অধিরথ। অধিরথের পুত্র কর্ণ। গরু-পূ-১৪৩।

সত্যধৃত—অজমীঢ়-বংশীয় পুষ্পবানের তনয়। তাঁহার মাতা সুধন্বা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

সত্যধৃতি—(১) অজমীঢ়-বংশীয় ধৃতিমানের পুত্র। তাঁহার তনয় দৃঢ়নেমী। মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) ঐ বংশীয় কৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি। তৎপুত্র দৃঢ়নেমী। ভাগ-৯ক-২১। (৩) শতানন্দ ঋষির পুত্র। তিনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই সন্তান কৃপ ও কৃপী নামক মিথুন। গরু-পূ-১৪৩। [illegible] হরি-হরি-৩২। ভাগ-৯ক-২১। [illegible] ২৭৮। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) জনক-বংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র। তাঁহার পুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫) সত্যধৃতি নামক একজন নরপতি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি ১৮৬। (৬) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি আদিত্যদেব সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৮৫।

সত্যধৃক্—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিত দেখ।

সত্যধ্বজ—(১) উজ্জয়িনীতে সত্যধ্বজ নামে একজন প্রজাপালক ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বসুশ্রুত। সৌর-৬৪। (২) জনক-বংশীয় ঊর্জ্জবহের পুত্র। তাঁহার তনয় কুণি। কুণির সুত অঞ্জন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

সত্যনিষ্ঠ—মহর্ষি দুর্ব্বাসার অন্যতম বিষ্ণুভক্ত শিষ্য। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৪।

সত্যনেত্র—(১) অত্রিবংশীয় সত্যনেত্র তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। হরি-হরি-৭। (২) অত্রির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে সত্যনেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-

পূ-১৫। অপ্সরা ও আপোমূর্ত্তি দেখ।

সত্যনারায়ণ—দেব বিশেষ। প্রদোষ কালেই তাঁহার পূজা বিধেয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩৩।

সত্যপাল—জনৈক বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

সত্যবতী—(১) অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী রূপে যমুনাতে বাস করিত। সেই মৎসীরূপিণী অপ্সরা রাজা উপরিচরবসুর বীর্য্য পান করিয়া গর্ভবতী হয়। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধীবরেরা সেই শাপগ্রস্ত অপ্সরাকে জালে আবদ্ধ করে। তাহারা তাহার উদরে মনুষ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপরিচরবসুকে সংবাদ প্রদান করে। নরপতি তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পালন করেন। ঐ মৎসী গর্ভজাত পুত্র পরম ধার্ম্মিক মৎস্যরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ মৎসীর গর্ভোৎপন্ন কন্যাকে রাজা মৎসরাজের কন্যারূপে প্রদান করেন। মৎসীর গর্ভে উৎপন্না বলিয়া, তাহার এক নাম হয় মৎস্যগন্ধা। তাঁহারই এক নাম ছিল সত্যবতী। সেই কন্যা পিতৃ-শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর মুনির বরে সত্যবতীর দেহ হইতে মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হয় এবং তিনি যোজন-বিস্তারি সুগন্ধ লাভ করেন। তজ্জন্য সত্যবতীর আরও দুইটী নাম হয়, গন্ধবতী ও যোজনগন্ধা। মহাভা-আদি-৬৩। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও অদ্রিকা দেখ। (২) অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা অচ্ছোদা পিতৃগণের শাপে পৃথিবীতে বসু নামক নৃপতির অদ্রিকা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে অষ্টবিংশ দ্বাপরে তিনি মৎস্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দাসবংশে সত্যবতী নামে কথিতা হন। হরি-হরি-২৮। দেবীভা-২স্ক-১২। বায়ু-৭৩। অচ্ছোদা ও পরাশর দেখ। (৩) ব্রহ্ম-শাপ গ্রস্তা মৎস্যরূপিনী গিরিকা জলে অবস্থান কালে রাজা উপরিচরবসুর বীর্য্যপান করিয়া গর্ভবতী হয়। ঐ মৎস জালে ধৃত হইলে, ধীবররাজ-মহিষী তাহাকে ছেদনপূর্ব্বক তাহার উদরে দুইটী মনুষ্য-সন্তান লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে একটী পুত্র অপরটি কন্যা। ধীবররাজ পুত্রটিকে রাজা উপরিচরবসুকে প্রদান করেন। কন্যাটি তাঁহার গৃহেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহার নাম হয় সত্যবতী। সূর্য্য-কন্যা কালিন্দীই, পরাশর মুনির মনো-ভিলাষ পূরণের জন্য, ইন্দ্রাদেশে মৎসী গর্ভে জন্মলাভ করেন। সত্যবতী পিত্রাদেশে যমুনাতে নৌকা বাহনের কার্য্য করিতেন। পরাশর মুনির ঔরসে

সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (৪) দাসরাজের দুহিতা সত্যবতী পরে শান্তনুরাজার মহিষী হইয়াছিলেন। শান্তনু ও ভীষ্ম (১২৪৯পৃঃ) দেখ। (৫) মহারাজ গাধির কন্যা। তিনি ভৃগুনন্দন ঋচীকের পত্নী হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৪; শান্তি-৪৯; অনুশা-৫। হরি-হরি-৩২। ভাগ-৯স্ক-১৫। শিব-ধর্ম্ম-৩০। বায়ু-৬৫, ৯১। গরুড়-পূ-১৪৩। (৬) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৯। (৭) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সত্যবসু—জনৈক বৈশ্য। তাঁহার পত্নীর নাম জাবন্তা।

সত্যবাক্—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অব্যয় ও রৈবত-মনু দেখ। (২) সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। মার্ক-৮০। সাবর্ণি মনু দেখ। (৩) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৪। ব্রহ্মা-৬৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ব্রহ্মপু-২। বায়ু-৬২। গরুড়-পূ-৮৭। চাক্ষুষমনু ও মধুশ্রী দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা মুনির গর্ভজাত কশ্যপের সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ ও মুনি দেখ। (৫) জনৈক মহর্ষি। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৭। (৬) দেবসেনাপতি স্কন্দের এক নাম। মহাভা-বন-২৩০। (৭) সাবর্ণি-মনুর অন্যতম পুত্র। সাবর্ণি মনু দেখ।

সত্যবাদিনী—দেবী সাবিত্রী কুমুদ তীর্থে সত্যবাদিনী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সত্যবান—(১) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। মৎ-৪। (কোনও কোনও পুরাণে সত্যবাক্ নাম পাওয়া যায়। সত্যবাক্ দেখ)। (২) রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। রৈবত মনু ও অব্যক্ত দেখ। (৩) শত্রুঘ্ন যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটনে গমন করেন তখন সত্যবান তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। সুখরাজের পুত্র সহদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম বীরভূষা। তিনি ও তাঁহার পত্নী যজ্ঞাশ্বের স্নানার্থ জল আনিবার জন্য সরযূতে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পাতা-২৯, ৩৬, ৩৭। (৪) দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেখ। (৮) সত্যবান নামে একজন রাজা ছিলেন। কতিপয় লোকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কোনও একব্যক্তি কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য শুল্ক প্রদান করিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ দেওয়া আদৌ দোষাবহ নহে। এমন কি শুল্ক-প্রদাতা জীবিত থাকিলেও

অপর সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত শুল্কপ্রদাতার পরিবর্ত্তে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। মহাভা-অনুশা-৪৪।

সত্যবাহ—বৈদিককালের একজন ঋষি। মুণ্ডক। অথর্ব্বা দেখ।

সত্যবিক্রম—আদ্যকল্পে সত্যবিক্রম নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। শত্রুগণ-কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া সত্য-বিক্রম নরপতি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহাকে যথোচিত বন্দনা করিয়া, কি উপায়ে তিনি পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে মহাকাল বনে যাইয়া তথায় অবস্থিত এক তাপসের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলি-লেন। সত্যবিক্রম বশিষ্ঠের পরামর্শ-মত মহাকালবনে যাইয়া সেই তাপসকে অবলোকন করিলেন। সেই তাপসও রাজাকে দেখিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিয়া সহসা ভীষণ হুঙ্কার করিলেন। অমনি ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচজন অতি পরমাসুন্দরী কন্যা উত্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে এক কনকনির্ম্মিত পীঠ; একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার; দুইজন বীজনহস্তা। তাহারা সসম্মান সত্যবিক্রম রাজার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল এবং পঞ্চমা কন্যা নৃপতির পদদ্বয় প্রক্ষালনের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীবা হইল। অতঃপর সেই তাপস পুনরায় হুঙ্কার করিলেন। অমনই দেবপুর হইতে অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তৎসঙ্গে এক পরম জ্যোতির্ম্ময় শিব-লিঙ্গও সেইস্থানে আবির্ভূত হইল। এইসকল পরমাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজা তাপসকে ঐ সকল রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস বলিলেন যে ঐ সকল তাঁহার তপস্যার প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আরাধনা করিয়া ঐরূপ অসামান্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। এইকথা বলিয়া সেই তাপস পুনরায় এক হুঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তখনই তাঁহার মুখ হইতে হুতাশন আবির্ভূত হইয়া চরা-চর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অতঃ-পর তাপস সেই অগ্নিজ্বালা প্রশমিত করিয়া হুঙ্কার দ্বারা বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন। তখন আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। সত্যবিক্রম হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক ভীষণ শব্দ হইল এবং প্রাকারাদি-পরিবৃত, সুবর্ণময় অট্টালিকাদি-সমন্বিত জন-সংকুল এক মহানগরী প্রাদুর্ভূত হইল। পুনরায় এক মহান্ শব্দ হইল এবং দুই জন নারী দৃষ্টি গোচর হইল। তাহাদের একজন শুভ্রবস্ত্র, অপর জন কৃষ্ণবস্ত্র

পরিহিতা ছিলেন। পুনরায় এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইলে, দ্বিমস্তক, ষড়ানন এবং দ্বাদশপদ বিশিষ্ট এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। পুনরায় শব্দ হইল এবং আর এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াই সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেন। এই রূপে সেই তাপস রাজাকে নিজ তপস্যার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া রাজার কৌতূহল উপশমার্থ নিম্নলিখিত ভাবে সমুদয় বিষয়ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ পরিহিতা নারীদ্বয় দিবা ও রাত্রি। সেই অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষের মুখদ্বয় দুই অয়ন। ছয়টি মুখ ছয় ঋতু; দ্বাদশটি পদ দ্বাদশ মাস। অপর যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্ত সমুদ্র। এই রূপে তাপস ব্রাহ্মণ রাজাকে সংবৎসর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে রাজা যদি সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আরাধনা করেন তাহা হইলেই তিনি নিজ রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা সত্যবিক্রম তখন তাপসের উপদেশ মত শিবলিঙ্গ আরাধনা করিয়া পুনরায় নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আবন্তু-৫৪।

সত্যব্রত—(১) প্রিয়ব্রত-তনয় কুশদ্বীপাধিপতি রাজা হিরণ্যরেতার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। হিরণ্যরেতা দেখ (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রয্যারুণের পুত্র। তাঁহারই অন্যনাম ত্রিশঙ্কু। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০, ৬১। বায়ু-৮৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ভাগ-৯স্ক-৭। লি-পূ-৬৬। (৩) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র হরিশ্চন্দ্র সত্যব্রতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৬। (৪) সত্যব্রতের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরি-হরি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। গরু-পূ-১৪২। (৫) সত্যব্রতের পত্নীর নাম সত্যরতা। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রিবন্ধনের তনয় সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু); তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-৯স্ক-৭। (৭) তরুণের পুত্র সত্যব্রত। তাঁহার তনয় সত্যরথ। সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (৮) সত্যব্রতের পত্নী সত্যধনার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৯) হয়গ্রীব কর্ত্তৃক বেদ অপহৃত হইলে, বিষ্ণু সেই বেদ উদ্ধার করিবার জন্য শফরী মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া কৃতমালা নদী-তীরে তর্পণপর সত্যব্রত মুনির নিকট গমন করেন। এই সত্যব্রতই পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন অথবা বৈবস্বত মনুরই নামান্তর সত্যব্রত। ভাগ-৮স্ক-২৪। মৎস্য-অবতার দেখ। (১০) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরোমার পুত্র সত্যব্রত। হিরণ্যরোমা দেখ। (১১) নন্দভদ্র নামক বণিকের প্রতিবেশী

অনৈক দুরাচার শূদ্র। সে নন্দভদ্রকে শিবপূজা পরিত্যাগ করিতে প্ররোচনা প্রদান করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। নন্দভদ্র দেখ। (১২) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৩।

সত্যব্রতা—সত্যব্রত (৩) দেখ।

সত্যভামা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। তিনি সত্রাজিতের (মতান্তরে) ভঙ্গকারের কন্যা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ (৬৩), সত্রাজিত ও ভঙ্গকার দেখ। (২) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাদের নাম—(ক) ভানু, ভ্রমরক্ষেণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্র, চক্র, ও জলন্ধম, এই কয় পুত্র ও চারি কন্যা। মৎ-৪৭। (খ) ভানু, ভীমরথ, ক্ষপ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রজাক্ষ ও জলান্তক, এই সাত পুত্র, এবং মানু, ভীমনীকা, তাম্রপর্ণী ও জলন্ধমা এই চারি কন্যা। হরি-হরি-১৬০। (গ) সানু, ভানু, অক্ষ, মন্ত্রয়, রোহিত, জরান্ধক, তাম্রবক্ষ, ভৌমরি ও জরন্ধম এই কয়টি পুত্র এবং ভানু, ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরন্ধমা এই কয় কন্যা। বায়ু-৯৬। (ঘ) ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু। এই দশ তনয়। তাহারা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করে। গর্গ-বিশ্ব-২৬। সুমতি দেখ। (ঙ) ভানু, ভীমরথ, ক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রবন্ধ ও জলন্ধম। এই কয়টি পুত্র এবং ইহাদের অনুজা চারিটি কন্যা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (চ) সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু ও ভৌমরীক নামে দুই পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-৩২। (ছ) ভাগবতের তালিকা (১০স্ক-৬১ অঃ) উপরের (ঘ) চিহ্নিত তালিকার ন্যায়। কেবল অতিভানু ও শ্রীভানু নামের পরিবর্তে অবিভানু ও বিভানু নাম পাওয়া যায়। (৩) একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন-কালে স্বর্গ হইতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি পুষ্প সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। তিনি ঐ পুষ্পগুলি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে, মাধব সেগুলি তাঁহার মহিষীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তিনি সত্যভামাকে কিছুই প্রদান করেন নাই। পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মধুসূদন সত্যভামার ক্রোধ-শান্তির জন্য গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক দেবপুরে গমন করেন এবং তথা হইতে বলপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে প্রদান করেন। সত্যভামা ঐ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে প্রতিজন্মেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পতি এবং কল্পবৃক্ষ লাভ করিতে পারা যায় নারদকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তদুত্তরে বলিলেন যে তুলাপুরুষ দান করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। সত্যভামা তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি কল্পবৃক্ষসহ তোলিত

করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন। নারদ তখন কল্পবৃক্ষ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর একদিন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে তিনি তাদৃশ সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের বিবরণ কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উত্ত-৮৮। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩। গুণবতী (২) দেখ। (৪) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে (উত্ত-১৮) সত্যভামা নামের পরিবর্ত্তে সত্যবতী নাম পাওয়া যায়। (৫) সত্যভামা রাধারূপে অবতীর্ণ শিবের অন্যতমা অংশ ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯। শিব (৪৫) দেখ। (৬) শ্রীকৃষ্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে, সত্যভামাও পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ নৃপতির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন। তখন তাঁহার নাম হইবে রমা। কল্কি-৩য়-১৩। (৭) কোনও কোনও পুরাণে সত্রাজিত-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীর নাম সত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কালি-৪০। পদ্ম-উত্ত-২৪৯। (৮) গোলকবিহারী হরি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবী বসুধা সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৩। (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বসুর পত্নীর নাম সত্যভামা। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭। (১০) চমৎকারপুরনিবাসী দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী। স্কন্দ-নাগ-১৮৮। উদুম্বরী দেখ। (১১) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামা সঙ্গীত শাস্ত্রনিপুণা ছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অদ্ভু-রামা-৭।

সত্যমতী—সুমতী নামক এক রাজার মহিষী। তিনি পূর্ব্বজন্মে দাম্ভিক নামে এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল কোকিলিনী। বৃহন্না-১৮। সুমতি ও কোকিলিনী দেখ।

সত্যমিত্র—উনপঞ্চাশ জন মরুৎগণের অন্যতম। মরুদ্গণ দেখ।

সত্যমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধ ও সুমেধা দেখ।

সত্যযজ্ঞ—অশ্বপতি দেখ। ছান্দো-৫ম অঃ ১১শ, খ-২৪ খ।

সত্যায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সত্যরতা—সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পত্নী ও হরিশ্চন্দ্রের মাতা। বায়ু-৮৮। সত্যব্রত দেখ।

সত্যরথ—(১) সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) রাজার পুত্র। তাঁহার তনয় হরিশ্চন্দ্র। মৎ-১২। অগ্নি-২৭৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) জনকবংশীয় রামরথের তনয়। তাঁহার পুত্র উপগুপ্ত। গরু-পূ-১৪২। (৩) জনকবংশীয় সমরথের পুত্র। তাঁহার পুত্র উপগুরু। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৪) জনকবংশীয় মীনরথের তনয়। তাঁহার পুত্র সাত্যরথী। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫)

বিদর্ভ নগরীর অধিপতি। শাল্ব-নর-পতিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ব করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৬।

সত্যরথা—ত্রিশঙ্কু (সত্যব্রত) রাজার মহিষী। তিনি কেকয়-রাজকন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহ করেন। হরি-হরি-১৩।

সত্যশীল—জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি কাশ্মীর দেশনিবাসী দেবব্রত নামক ব্রাহ্মণের কন্যা মালিনীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি মালিনীর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন। মালিনী স্বামীকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এক যোগিনীর নিকট হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়া সত্যশীলকে পান করাইলেন। তৎফলে সত্যশীল নানা-বিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পত্নীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, মালিনী পুনরায় সেই যোগিনীরই সাহায্যে তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২৪।

সত্যশ্রবা—(১) একজন সংহিতাকার ঋষি। সত্যতর দেখ। (২) অত্রি-বংশীয় ব্যয়ের পুত্র সত্যশ্রবা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি উষার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্‌-৫। ৭৯, ৮০। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় উরুক্রম। ভাগ-৯স্ক-২।

সত্যশ্রী—(১) একজন সংহিতাকার। তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম শাকল্য, রথন্তর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ। ব্রহ্মা-৬৬। (২) বায়ু-পুরাণ মতে (৬০ অঃ) সত্যশ্রীর তিন জন মাত্র শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম—শাকল্য, রথীতর ও বাস্কলি ভরদ্বাজ।

সত্যসন্ধ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৩) মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

সত্যসহা—দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অধিকার কালে হরি সত্যসহা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুনৃতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া স্বধামা নামে বিখ্যাত হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

সত্যসেন—(১) উত্তম মনুর অধিকার কালে ভগবান হরি ধর্ম্মের পত্নী সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন তাঁহার নাম হইবে সত্যসেন। তিনি ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্র সত্যজিতের সখা হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) আনর্ত্তাধিপতি বসুসেনের পুত্র। বসুসেন (২) দেখ।

সত্যহিত—(১) কুরুবংশীয় পুষ্প-বানের পুত্র। তাঁহার তনয় ঊর্জ্জ।

হরি-হরি-৩২। (২) ঐ বংশীয় বৃষভের তনয়। তাঁহার পুত্র সুধন্বা। অগ্নি-২৭৮। উর্জ্জ দেখ। (৩) একজন সংহিতাকার। সত্যতর দেখ। (৪) কুরু-বংশীয় পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত। তাঁহার পুত্র সুধন্বা। গরু-পূ-১৪৪। বায়ু-৯৯। (৫) কুরুবংশীয় ঋষভের তনয় সত্যহিত। তাঁহার পুত্র পুষ্পবান। ভাগ-৯স্ক-২২।

সত্যা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ (৬৩) দেখ। (২) চৈদ্যবংশীয় বৃহন্মনার অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯। (৩) অজিত নামে খ্যাত দ্বাদশজন দেবতা উত্তম মনুর অধিকার-কালে তাঁহার পুত্ররূপে সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বিষ্ণু-৩য়-১। বায়ু-৬৭। (৪) মন্থ নৃপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে ভৌবন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৫) যজ্ঞকালে হুতাশনে যে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয় তাহার নাম শংযু। ঐ শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা। তিনি ধর্ম্মের কন্যা। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ঐ পুত্রগণের মধ্যে প্রথম জনের নাম ভরদ্বাজ। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে প্রথমে ঘৃতদ্বারা ঐ ভর-দ্বাজ নামীয় অগ্নির পূজা করিতে হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম উর্জ্জভরত। তাঁহার অনুজা তিন ভগিনী ছিল। মহাভা-বন-২১৭। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যা তুলসীর অংশজাতা ছিলেন। গর্গ-গোল-৩। (৭) শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামের পত্নীর নাম সত্যা। গর্গ-দ্বার-২২। (৮) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (৯) বিষ্ণুর অন্যতম পীঠ-শক্তি। যোগা দেখ। (১০) দেবী দুর্গার একনাম। তন্ত্র-৭৩৩-পৃঃ। দেবীপু-১২৭।

সত্যাখ্য—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-৩।

সত্যাঙ্গ—প্রিয়ব্রতসুত ইধ্মজিহ্বের অধিকৃত গোমেধ দ্বীপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাঞ্চন ও সত্যাঙ্গ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। শ্রুতধর দেখ।

সত্যাধার—যদুর অন্যতম পুত্র। যদু দেখ।

সত্যায়ু—উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবা নৃপতির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৫। জয় ও পুরূরবা দেখ।

সত্যেয়ু—(১) অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত রৌদ্রাশ্ব নৃপতির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২০।

সত্রাজিৎ—(১) যদুবংশীয় নিম্নের অন্যতম পুত্র। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং বিবস্বানের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রীতি থাকাতে সূর্য্যদেব সখাকে প্রণয়-চিহ্ন স্বরূপ এক অত্যুৎ-

কৃষ্ট মণি প্রদান করেন। সেই মণি হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত এবং তাহার প্রভাবে অনাবৃষ্টি হইত না এবং দেশে ব্যাধিভয় ছিল না। সত্রাজিত সেই মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ব্রহ্মপু-১৬। লি-পু-৬৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯। ভাগ-১০স্ক-৫৬, ৫৭। প্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ (৮০) ও শতধন্বা দেখ। (২) রাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভঙ্গকার দেখ। (৩) কেকয় রাজের দশ কন্যা সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রা-জিতের একশত একটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ। মৎ-৪৫। (৪) সত্রাজিত পূর্ব্ব জন্মে অত্রি-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল দেবশর্ম্মা। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১০। গুণবতী দেখ।

সত্রায়ণ—চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকার কালে বিষ্ণু সত্রায়ণ হইতে বিনতার গর্ভে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বৃহদ্ভানু। ভাগ-৮স্ক-১৩।

সদ—(১) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপার গর্ভে সদ প্রভৃতি দশপুত্র জন্মে। মৎ-১৯৬। অঙ্গিরা ও আত্মা দেখ। (২) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭।

সদশ্ব—(১) পুরুবংশীয় সমরের অন্য-তম পুত্র। সমর দেখ।

সদসম্পতি—অন্যতম রুদ্র। বায়ু-৯৬। একাদশরুদ্র ও রুদ্র দেখ।

সদস্যমান—অঙ্গিরসের তেত্রিশজন মন্ত্র-প্রণেতা পুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

সদাগতি—সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া দেবী দুর্গা সদাগতি নামে কীর্ত্তিতা হন। তন্ত্র-১৩২ পৃঃ।

সদাচন্দ্র—মগধের ভবিষ্য বৈদেশিক বৃষরাজগণের অন্যতম। ভোগীরাজের পর তিনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্রাংশ, নখবান, ধনবর্ম্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ রাজ্য পালন করেন। অতঃপর অঙ্গ-বংশীয় নন্দন মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯।

সদাপক্ষ—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্য-তম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপ-লম্ভ দেখ।

সদাপূর্ণ—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। ঋক্-৫।৪৪।১২।

সদাযজ্ঞ—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-১৩। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সদালম্ব, সদালম্ভ—যদুবংশীয় অক্রূ-রের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সদাশিব—দেবদেব মহেশ্বরের এক

নাম।

সদাহাসা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সদৃক—মরুদগণের অন্যতম। মরুদ্-গণের তালিকা দেখ।

সদৃক্ষ—মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুদ্-গণের তালিকা দেখ।

সদ্ম—কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতির গর্ভে সদ্ম প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৪। নাক দেখ।

সদ্বতী—মহর্ষি পুলস্ত্যের কন্যা। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। পুলস্ত্য দেখ।

সদ্‌বৃত্ত—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

সদ্যোজাতা—তন্ত্রোক্ত স্বরবর্ণের অন্যতম মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

সধনু—কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের তনয়। তাঁহার পুত্র জহ্নু ও নিষধ। কল্কি-৩য়-৪। পরীক্ষিত দেখ।

সধৃতি—চন্দ্র-বংশীয় বভ্রুর পুত্র। তাঁহার তনয় কৌশিক। লি-পূ-৬৮।

সধ্বংসাখ্য—একজন কণ্ব-গোত্রিয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অশ্বি-দ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।৮।

সধ্র—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতি-পয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১১৪

সপ্রি—অত্রির অপত্য মহর্ষি সপ্রি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি কশ্যপ-বংশীয় অবৎসার, অবদ, যজত প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বদেবগণের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪৪।১০

সন—(১) ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র। সনৎকুমার দেখ। (২) কঙ্ক নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। ঋভু দেখ।

সনক—(১) সনকাদি ব্রহ্মার কতিপয় মানসপুত্রের নাম একাধিক পুরাণে পাওয়া যায়। তাহাদের বিভিন্ন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—(ক) ১ম-সনক; ২য়-সনৎকুমার; ৩য়-সনন্দন; ৪র্থ-সনাতন; ৫ম-সন; ৬ষ্ঠ-সনৎসুজাত; ৭ম-কপিল। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (খ) সনকাদি প্রথম ছয়জন ও বরদ। হরি-হরি-২১৮। (গ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ঋভু। শিব-বায়ু-পূ-১০। ব্রহ্মা-৬, ৯। বায়ু-৬, ৯। (ঘ) সনকাদি প্রথম চারিজন এবং শম্ভু। সৌর-২৩। (ঙ) সনকাদি প্রথম চারিজন। বৃহন্না-২। ভাগ-২স্ক-৭। বরা-২। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (চ) সনকাদি সাত-জন মানস পুত্র। (নাম নাই) স্কন্দ-আব-অব-২। (ছ) সনকাদি প্রথম চারিজন ও ক্রতু। কূর্ম্ম-পূ-৭। (জ) সনক, সনন্দ ও সনাতন—এই তিন

জন। লি-পূ-৫। (২) সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পূর্ব্বে দিগম্বর অবস্থায় বিচরণ করিতেন। ঐ ভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহারা একবার বিষ্ণুলোকে গমন করেন। জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুলোকের দ্বারপালদ্বয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতে বাধা প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিগণ তাঁহাদিগকে "অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ জয় ও বিজয়ই মর্ত্ত্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৩। (৩) সনকাদি মানস-পুত্রগণ প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে ব্রহ্মার অতিশয় ক্রোধের উদ্ভব হয়। সেই ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার সনকাদি পুত্রগণ আসক্তিহীন ও মাৎসর্য্য শূন্য ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) বিবিধ লোক সৃষ্টিকরিবার জন্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে 'সন' অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যা করেন। তাহা হইতেই সনকাদি পুত্রগণ উৎপন্ন হন। পূর্ব্ব-প্রলয়কালে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৫) ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্র প্রভৃতি তপোধনদিগকে সৃজন করেন তৎপরে সনকাদি পুত্রগণকে এবং সর্ব্বশেষে মরীচি আদি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে সনকাদি পুত্রগণকে ব্রহ্মা নিবৃত্তি ধর্ম্মে এবং মরীচি আদি পুত্রগণকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বরাহ-২। (৬) বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় বিষ্ণু-দর্শনাভিলাষী সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়দিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন। তজ্জন্য বিষ্ণুর অভিশাপে জয় ও বিজয় অসুরযোনি লাভ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫২। (৭) লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের বিবাহকালে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার সনকাদি তনয়গণ সদস্য হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৪। (৮) সনক, সনৎকুমার ও সনাতন ইহারা পিতৃগণের অন্যতম বলিয়া পরিচিত। গরু-পূ-৫। (৯) ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে আত্মতুল্য প্রভাবশালী চারিপুত্রকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরমযোগী ব্রহ্ম-পুত্রগণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করেন। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ উপেক্ষা দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া নারায়ণের পরামর্শে স্বয়ই তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন কূর্ম্ম-পূ-৭। শিব-বায়ু-পূ-১০। (১০) সনকাদি ব্রহ্ম-তনয়গণ কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। লি-পূ-৫। (১১) কঙ্ক নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামে চারিজন দৃঢ়ব্রত শুদ্ধযোগী তনয় ছিল। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-

১০। (১১) যজ্ঞ-বিরোধি সনক প্রভৃতি অনার্য্যেরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। ঋক্-১।৩৩।৪। (১৩) ধর্ম্মের ভার্য্যা অহিংসার গর্ভে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার ও কপিল নামে পাঁচপুত্র জন্মে। বাম-৬০। সনৎকুমার দেখ। (১৪) সনক প্রভৃতি ঋষিগণ সোমের যজ্ঞে ঋত্বিক হইয়াছিলেন। মৎ-২৩।

সনৎকুমার—(১) একজন ধ্যাননিষ্ঠ পরমযোগী মহর্ষি। তিনি প্রজাপতির পুত্র ছিলেন। রাবণ পৃথিবীজয়েচ্ছু হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার সহায়তা লইয়া দেবগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সনৎকুমার তদুত্তরে বলেন যে দেবগণের উপাস্য নারায়ণ হরিই দেবগণকে শত্রুজয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে হরির হস্তে যাঁহারা নিহত হন, তাঁহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়েন। তদুত্তরে সনৎকুমার বলেন যে তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই কথা বলিয়া সনৎকুমার রাবণের নিকট হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। রামা-উত্ত-৪৩, ৪৪। (২) ব্রহ্ম-তনয় সনৎকুমার ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে শিব মাহাত্ম্য ও তদানুষঙ্গিক বহু উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। শিব-সনৎ। (৩) ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার সুমেরুর দক্ষিণ শিখরে তপস্যা করিতেন। নিজেকে সকল যোগিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া একবার সনৎকুমার অহঙ্কারে শিবের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। সেই অপরাধে নন্দীর অভিশাপে সনৎকুমার উষ্ট্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং তিনি পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবার জন্য দীর্ঘকাল শিব ও পার্ব্বতীর আরাধনা করেন। অতঃপর সনৎকুমারের কাতর প্রার্থনায় নন্দী তাঁহার কোপ পরিহার করিলে, শিব-অনুগ্রহে সনৎকুমার পুনরায় স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সনৎকুমার যে নিজের মূঢ়তা বশতঃই শিবের অবমাননা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলে শিব নন্দীকে বলেন "তুমি সনৎকুমারকে শিষ্যরূপে গ্রহণকরিয়া তাঁহাকে আমার মাহাত্ম্য সম্যকৃরূপে বুঝাইয়া দিও।" তখন ব্রহ্মার আদেশে নন্দীর অনুগ্রহ লাভের জন্য সনৎকুমার সুমেরু শিখরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-৩০। (৪) সনৎকুমার নামক ঋষিকে ব্রহ্মা সকলের অগ্রে সৃজন করেন। তৎপরে মরীচি, প্রমুখ, সপ্তঋষি ও একাদশ রুদ্র সৃষ্ট হন। সনৎকুমার নিজ তেজ সংক্ষেপ করিয়া তপস্যায় ব্রতী হন। শিব-ধর্ম্ম-

৫১। (৫) মরীচি আদি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্ট হইবার পর ব্রহ্মা বামদেব (অথবা রুদ্র) ও সনৎকুমারকে সৃজন করেন। ব্রহ্ম-পুত্র সনৎকুমার পূর্ব্বজদিগেরও পূর্ব্বজ ছিলেন। মৎ-৪। ব্রহ্মপু-১। (৬) সনৎকুমারের প্রার্থনায় নারদ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ ও ভগবানের অর্থাৎ শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এতদ্ভিন্ন নারদ সনৎকুমারকে গঙ্গা মাহাত্ম্য এবং নারায়ণের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৃহন্না—৪, ৫, ৬, ১০, ১৩, ৩২। (৭) অতীত সপ্তমকল্পে ব্রহ্মা ঋভু, সনৎকুমার প্রভৃতি মানস-পুত্রকে সৃজন করেন। বায়ু-২৫। (৮) ধর্ম্ম-পুত্র সনৎকুমার [সনক (১১) দেখ] একবার ব্রহ্মার নিকটে যোগজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলেন "তুমি সাংখ্যযোগ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যদি পুত্ররূপে আমার নিকটে জ্ঞানতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে আমি তাহা কীর্ত্তন করিব।" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন যে তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট শিষ্যরূপে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছেন। কারণ পুত্র ও শিষ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ব্রহ্মা তখন বলিলেন যে অধ্যাপনা বিষয়ে পুত্র ও শিষ্য এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলেও ধর্ম্মকার্য্যে পুত্র ও শিষ্যের পার্থক্য বিচার করা হয়। পুন্নাম-নরক হইতে যে ত্রাণ করে সে পুত্র এবং শেষ অর্থাৎ পাপ হরণ যে করে সে শিষ্য। তখন সনৎকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র যাহা হইতে ত্রাণ করে সেই পুন্নাম নরক কাহাকে বলে, এবং শিষ্য যাহা হরণ করে সেই শেষ অথবা পাপই বা কি।" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন "পরদার গমন, পাপীসংসর্গ, এবং সকল ব্যক্তির প্রতি পরুষ ব্যবহার এই তিনটিকে প্রথম নরক (পাপ) বলিয়া ধরা হয়। বৃক্ষাদি হইতে ফল অপহরণ, বৃক্ষাদি ছেদন এবং নিষ্ফল পর্য্যটন, এই গুলি দ্বিতীয় নরক তুল্য। ঘৃণ্য দ্রব্য গ্রহণ, অবধ্যের বধ ও বন্ধন এবং সুহৃদদিগের সহিত বিবাদ এই গুলি তৃতীয় নরকের ন্যায়। স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া এবং সর্ব্বভূতের ভয়-সৃজন এই দুইটিকে চতুর্থ নরক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরের প্রতি হিংসা প্রদর্শন, বন্ধুর প্রতি কুটিল ব্যবহার এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং একাকী সুমিষ্ট দ্রব্য আহার এই সকল পঞ্চম নরক তুল্য। ফলাদি অপহরণ, পরের প্রতি নিগ্রহ, যোগে বিঘ্ন উৎপাদন এবং যুগ্ম যান অপহরণ, এই সকল ষষ্ঠ নরক। রাজভোগ অপহরণ, রাজপত্নী-গমন ও রাজার অহিতাচরণ এই সকল সপ্তম নরক। লুব্ধত্ব লোলুপতা এবং লব্ধ ধর্ম্মের নাশ এইগুলি

অষ্টম নরক। ব্রহ্মস্ব অপহরণ, ব্রাহ্মণের অপযশ কীর্ত্তন এবং বান্ধব-বিরোধ, এইগুলি নবম নরক। অশিষ্ট আচরণ, শিষ্টজনে বিদ্বেষ, শিশুর প্রাণবধ এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মচৌর্য্য, এইগুলি দশম নরক। ষড়ঙ্গ সংহার এবং ষাড়্গুণ্য প্রতিশেধ, এইগুলি একাদশ নরক। সাধু জনের নিন্দা, সর্ব্বদা চৌর্য্য এবং অসৎ ক্রিয়া এবং সংস্কার পরিবর্জ্জন, এইগুলি দ্বাদশ নরক। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অপচয়, এবং অপবর্গের অপক্ষয় এইগুলি ত্রয়োদশ নরক। অগ্নিপ্রদান, লজ্জাহীনতা এবং হীন-কার্য্য এই গুলি পঞ্চদশ নরক। মূর্খতা, ঈর্ষ্যা-প্রকাশ, অশুভ প্রচেষ্টা ও অশৌচ এইগুলি ষোড়শ নরক। এই সকল নরক বা পাপ হইতে পুত্রই কেবল নরকে ত্রাণ করিবেন, তাই তাঁহার এই নাম।" এই ভাবে পুৎ-নামক নরক কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মা অতঃপর 'শেষ' পাপের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। তাহা এইরূপ—দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিতৃগণ উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট দ্রব্যে লোভ, পরদ্রব্যের জন্য প্রলোভন, সকল বর্ণের প্রতি এক ভাব, ওঙ্কারে অনাসক্তি, পাপিদিগের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাঁহাদের নিন্দা, অগম্যাগমন, ঘৃত-বিক্রয়, চণ্ডালাদির নিকট হইতে দান গ্রহণ, স্বদোষ গোপন, পরছিদ্রান্বেষণ, মাৎসর্য্য, প্রগল্‌ভতা, নিষ্ঠুর আচরণ, অধর্ম্মাবহ নাম পরিগ্রহ, অধর্ম্মাচরণ, কর্কশ ব্যবহার এই সকল পাপ সাধারণতঃ "শেষ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই সকল পাপ হরণ করেন, তাই তিনি শিষ্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু পুত্র শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হন, কারণ শিষ্য 'শেষ' সমুদয়ের উদ্ধার করেন, আর পুত্র সকল প্রকার পাপেরই উদ্ধার-কর্ত্তা। এই ভাবে ব্রহ্মা পুত্র ও শিষ্যের পার্থক্য কীর্ত্তন করিলে সনৎকুমার বলিলেন "আমি তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি যে আমি আপনার পুত্র। আপনি আমাকে যোগবিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন"। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে সনৎকুমারের পিতামাতা যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন তবেই তিনি সনৎকুমারকে দায়াদরূপে গ্রহণ করিয়া যোগ শিক্ষা দিতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সনৎকুমারের প্রার্থনায় বিভিন্ন প্রকার পুত্রের নাম ও তাহাদের বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিয়া, বলিলেন যে পুত্র স্বয়ং আত্মদানে সমর্থ নহে। সুতরাং সনৎকুমারের মাতা-পিতা যদি তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলেই তিনি সনৎকুমারকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান

করিতে সম্মত আছেন। এই কথা শুনিয়া সনৎকুমার নিজ মাতা ও পিতাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহারা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সনৎকুমার তাঁহাদিগকে সকল বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন।" সনৎকুমারের মাতাপিতা তাহাতে সম্মত হইয়া সনৎকুমারকে পুত্ররূপে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পিতামহ সনৎকুমারকে যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। বাম-৬০, ৬১। (৯) তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমারের নিকট ভীষ্ম জ্ঞানোপদেশ লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭। (১০) মহাতপা সনৎকুমার অন্যান্য ঋষিগণের সহিত ভীষ্মের শরশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বৃত্রাসুরের নিকট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তিনি নারদের নিকট অনেক তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৪৭, ২৮০, ২৮১। (১১) ভগবান হৃষিকেশ (বাসুদেব) প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। মহাভা-অনু-১৪৭। (১২) শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭ (১৩) ব্রহ্মপুরাণের এক উপপুরাণ সৌর-পুরাণ; তাহার এক অংশ সনৎকুমার কর্ত্তৃক বিবৃত হওয়ায় সনৎকুমারের নামেই খ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-১। (১৪) মেনকা, সনৎকুমার প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মেনকা দেখ। (১৫) মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ছান্দো-৭ অঃ।

সনৎসুজাত—সনাতন কুমার সনৎসুজাত এক মহাযোগী তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রক্কালে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে মৃত্যুর লক্ষণ ও বিশেষত্ব, মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়, মৌন শব্দের অর্থ প্রভৃতি বহুবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ-৪০-৪৬।

সনতি—পুরু-বংশীয় একজন রাজা। সুপার্শ্ব দেখ।

সনন্দ, সনন্দন—(১) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। সনক, নন্দন, বিশ্বনন্দ ও ব্রহ্মা (৪১) দেখ

সনাতন—(১) ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অন্যতম। সনক দেখ। (২) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট দণ্ডের এক নাম। দণ্ড, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মকন্যা দেখ। (৩) ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে সনাতন ঋষি উদ্গাতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮০। (৪) ব্রহ্ম-তনয় সনাতনের

পুত্র এক ব্রাহ্মণ একবার এক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌতুকবশে তথায় এক সর্প নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ভৃগুপুত্র চ্যবনের শাপে ঐ ব্রাহ্মণ সর্প-রূপ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা চ্যবনমুনিকে তৎপ্রদত্ত অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা নিজ পৌত্র সর্পরূপী ব্রাহ্মণকে বলিলেন "তুমি মন্ত্রৌষধিযুক্ত মানবগণের কোনও অনিষ্ট করিও না। তাহাতে তুমি জগতে সকলের পূজা প্রাপ্ত হইবে। তুমি হাটকেশ্বর তীর্থে যাইয়া বাস কর। তথায় কর্কোটক নাগ তোমায় কন্যা দান করিবে। ঐ কন্যা হইতে সমর্য্যাদ নামক নাগকুলের উদ্ভব হইবে।" স্কন্দ-নাগ-১৮৩। (৫) বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

সনারু—একজন নিত্যব্রহ্মযজ্ঞরত, অতিথি পূজক, শিবপূজক গৃহস্থ মুনি। তাঁহার পুত্র উপজঙ্ঘনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সনারু পুত্রের মৃতদেহ স্বর্গদ্বারের সমীপে এক শ্মশানে লইয়া গেলেন। তথায় এক শ্রীফলাকৃতি শিবলিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল। উপজঙ্ঘনির মৃতদেহ তথায় নীত হইবামাত্র প্রাণলাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৪।

সনী—অঙ্গিরা প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অথর্ব্বাঙ্গিরস জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সনেয়ু—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভজাত ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু দেখ।

সন্ত—কাশীরাজ প্রতর্দ্দনের বংশীয় সত্যের পুত্র। তাঁহার তনয় শ্রবা। মহাভা-অনুশা-৩০। বিতত্য ও তম দেখ।

সন্ততি—(১) পুরুবংশীয় অলর্কের পুত্র সন্ততি। তাঁহার তনয় সুনীত। সুনীতের পুত্র নিকেতন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭। অলর্ক দেখ। (২) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬।

সন্তনেয়ু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। গরু-পু-১৪৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

সন্তনিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা দেখ।

সন্তর্জ্জন—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সন্তর্দ্দন—যদুবংশীয় শূরের কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪; ১০স্ক-৫৮। শ্রুতকীর্ত্তি দেখ।

সন্তান—(১) অষ্টরুদ্রের অন্যতম উগ্রের পুত্র। মার্ক-৫২। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। কূর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র দেখ।

সন্তানক—(১) শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি বহু কোটী অনুচরসহ শিব

ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) সন্তানক নামক তেজস্বী লোক-সমূহ দেবগণের পিতৃপুরুষ বলিয়া কথিত হন। বরা-১৩।

সন্তনিকা—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। কুঝটিকা দেখ।

সন্তোষ—(১) দক্ষকন্যা তুষ্টির গর্ভে সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। মার্ক-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। গরু-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-৮। লি-পূ-৫। (২) যজ্ঞ হইতে তৎপত্নী দক্ষিণার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। ভাগ-৪স্ক-১। যজ্ঞ দেখ।

সন্দারক—শিবের একজন অনুচর। তিনি ছয়কোটি অনুচর সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। লি-পূ-১০৩।

সন্ধান—ভরত-বংশীয় ডারের অন্য-তম পুত্র। মৎ-৪৮। ডার দেখ।

সন্ধি—ইক্ষাকু-বংশীয় প্রসুশ্রুতের পুত্র। তাঁহার তনয় অমর্ষণ। ভাগ-৯স্ক-২২।

সন্ধ্যা—(১) জনৈক দানব। তাঁহার কন্যা হেতি-তনয় বিদ্যুৎকেশের পত্নী ছিলেন। রামা-উত্ত-৪। (২) সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে সকল পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন, সন্ধ্যা তাঁহাদের অন্য-তমা। শ্রীমহাভা-৩। (৩) মানস-কন্যা সন্ধ্যাকে উৎপাদন করিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করিয়া দেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ভেদে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া নিজ কলে-বর ত্যাগ করেন। শ্রীমহাভা-২১,২২, ৪২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৪) ব্রহ্মার মানস কন্যা, ত্রিভুবন-সুন্দরী সন্ধ্যা পিতামহের ধ্যানস্থ থাকিবার সময়ে উৎপন্ন হন। তাই তাঁহার নাম হয় সন্ধ্যা। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, "এই কন্যা কি করিবেন এবং ইনি কাহারই বা হই-বেন।" এইভাবে চিন্তা করিবার সময়ে ব্রহ্মার মন হইতে এক পরম সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইল। তিনিই কামদেব নামে খ্যাত। ব্রহ্মা তখন সন্ধ্যাকে কামদেবের পত্নীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার হস্তে সন্ধ্যাকে প্রদান করিলেন। কালিকা-১, ২। (৫) দেবী আদ্যা প্রকৃতির অংশভূতা সন্ধ্যা দেবী ঘোর নামক অসুরকে বিনাশ করেন। দেবীপু-১৩। (৬) দেবী পার্ব্বতীর এক সখী। তিনি শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহের সময়ে পার্ব্বতীর মাথার উপরে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। লি-পূ-১০২। (৭) পুলস্ত্যের পত্নীর নাম ছিল সন্ধ্যা।

মহাভা-উদ্-১১৬। (৮) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ।

সন্নতি—(১) পুরুবংশীয় সুমতির তনয়। তাঁহার পুত্র কৃত। হরি-হরি-২০। সুমতি দেখ। (২) ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা ও দেবলের কন্যা সন্নতি যোগ-বলে অতুলনীয়া ছিলেন। হরি-হরি-২৩। মৎ-২০। ব্রহ্মদত্ত দেখ। (৩) কাশিরাজ অলর্কের তনয় সন্নতি। তাঁহার পুত্র সুনীথ। হরি-হরি-২৯। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। বায়ু-৯২। গরু-পূ-১৪৩। (৪) পুরু-বংশীয় সুপার্শ্বের তনয় সন্নতি। তাঁহার পুত্র কৃত। গরু-পূ-১৪৪। (৫) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা সন্নতি। তিনি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহাতপস্বী পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-১০,২৯। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১৩। অগ্নি-২০। মার্ক-৫০। লি-পূ-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বায়ু-১০। গরু-পূ-৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। শিব-বায়-পূ-১৫।

সন্নতিমান—(১) পুরু-বংশীয় সুমতির পুত্র। তাঁহার পুত্র কৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মৎ-৪৯। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) সন্নতিমানের তনয় সনতি। বায়ু-৯৯।

সন্নতেয়ু—(১) রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) ভদ্রাশ্বের দশপুত্রের অন্যতম। ভদ্রাশ্ব দেখ।

সন্নাদ—(১) শিবের একজন অনুচর। তিনি সহস্রকোটী অনুচরগণ সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) অগ্নির ঔরসে এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে সন্নাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বানরদিগের পিতামহ-স্বরূপ ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইত না। রামা-লঙ্কা-২৭।

সন্নাভ—তিনি সন্নাদের ন্যায় একজন শিবানুচর ছিলেন। সন্নাদ দেখ।

সন্নিভ—স্কন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সন্নিভকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

সন্নীতি—নামান্তর সন্নতি। দক্ষের কন্যা। সন্নতি (৫) দেখ।

সন্নিহিত—মন্যু নামক অগ্নির তৃতীয় পুত্র সন্নিহিত অগ্নি। এই অগ্নি শব্দরূপ গ্রহণের প্রবর্ত্তক। তিনি দেহীদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মহাভা-বন-২১৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড দেখ)।

সপত্নজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শৈব্যা দেখ।

সপরায়ণ—অশ্ব (বাজি) নামে খ্যাত যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশজন শিষ্যের অন্যতম। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য ও আটবী দেখ।

সপ্তকৃৎ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ। মহাভা-অনু-৯১।

সপ্তগু—অঙ্গিরা-বংশীয় মহর্ষি সপ্তগু ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌-মন্ত্র রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন বৃহস্পতিরই নামান্তর সপ্তগু। ঋক্‌-১০।. ৪৭।

সপ্তজনা—কিষ্কিন্ধ্যার সন্নিকটে এক পর্ব্বতে সপ্তজনা নামক ঋষিগণ বাস করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই অধঃশির হইয়া তীব্র তপস্যা করিতেন। তাঁহারা জলমাত্র পান করিয়া এবং বায়ু-ভক্ষ হইয়া সপ্তবর্ষকাল তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রামা-কিষ্কি-১৩।

সপ্তপিতৃগণ—(১) স্বর্গে যে সপ্তপিতৃ-গণ অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন-জন অমূর্ত্ত এবং চারিজন মূর্ত্তিবন্ত। মৎ-১৩। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) ঐ সপ্ত পিতৃগণের নাম—তুষ্টিদ, ধাতা, পুষ্টিত, বরদ, বিশ্বপাতা বরেণ্য ও বর। গরু-পূ-৮৯।

সপ্তবধ্রি—অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়না-চার্য্য বলেন যে সপ্তবধ্রির ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে প্রতিরাত্রে এক পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া দিতেন। এইভাবে আবদ্ধ থাকাতে সপ্তবধ্রি পত্নীর সহিত মিলিত হইতে পারিতেন না। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সপ্ত-বধ্রি দুঃখে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। তখন অশ্বিদ্বয় আসিয়া পেটিকা উন্মো-চন করিয়া দেন। ঋক্‌-৫।৭৮ টীকা।

সপ্তবার—বিনতার কুলজাত অন্য-তম নাগ। মহাভা-উদ্‌-১০০।

সপ্তবাহ—পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ দেখ।

সপ্তর্ষি—(১) বিভিন্ন মন্বন্তরে যে যে সাতজন ঋষি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও লোক রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সেই গুলি একত্র দেওয়া হইল। (২) হরি-বংশ মতে (৭ম অঃ) এইরূপ—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—ঔর্ব্ব, কাশ্যপ স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ-বংশজ উর্জ্জনামে খ্যাত হিরণ্যগর্ভের সাত পুত্রগণ। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপী-বান ও অকপীবান্‌। (ঙ) রৈবত মন্ব-ন্তরে—বেদবাহু, যদুধ্র, বেদশিরা, পর্জ্জন্য, উদ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা ও সত্য-নেত্র। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম

(সূর্য্য) সাবর্ণি মন্বন্তরে (অথবা অষ্টম মন্বন্তরে)—রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ, গালব ও রুরু। (ঝ) মেরুসাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গিরস দ্যুতিমান্, বাশিষ্ঠ সবন, আত্রেয় হব্যবাহন, পৌলহ সপ্ত। (ঞ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে পৌলহ হবিষ্মান, ভার্গব সুকৃতি, আত্রেয় আপোমূর্ত্তি, বাশিষ্ঠ অষ্টম, পৌলস্ত্য প্রমতি, কাশ্যপ নাভাগ, আঙ্গিরস নভস সত্য। (ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—কশ্যপ-তনয় হবিষ্মান ও ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, আঙ্গিরস উরুধিষ্ণু, পৌলস্ত্য নিশ্চর, পৌলহ অগ্নিতেজা। (ঠ) দ্বাদশ (অথবা চতুর্থ সাবর্ণি) মন্বন্তরে—বাশিষ্ঠ দ্যুতি, অত্রির তনয় সুতপা, অঙ্গিরা-নন্দন তপোমূর্ত্তি, কশ্যপসুত তপস্বী, পুলস্ত্য-নন্দন তপোষণ; পুলহ-পুত্র তপোরবি এবং ভার্গব তপোধৃতি। (ড) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে—আঙ্গিরস ধৃতিমান, পুলস্ত্য-তনয় হব্যপ, পুলহ-নন্দন তত্ত্বদর্শী, ভৃগুসুত নিরুৎসুক, অত্রি-তনয় নিস্প্রকম্প, কশ্যপ-তনয় নির্ম্মোহ এবং বাশিষ্ঠ সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ (ভৌত্য) মনুর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ্র, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভার্গব অতিবাহু, অঙ্গিরার তনয় শুচী, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ অশুক্র ও পৌলহ অজিত। (২) বিষ্ণুপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (বিষ্ণু-১ম-৭) (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্ব্বরীবান। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র যথা—রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গোতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ। (জ) সূর্য্য সাবর্ণি মন্বন্তরে—দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ। (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে—সবন, দ্যুতিমান, ভব্য, বসুমেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য। (ঞ) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবিষ্মান সুকৃতি, সত্য, অপাম্মূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, ও সত্যকেতু। (ট) একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ। (ঠ) দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। (ড) ত্রয়োদশ রৌচ্য মন্বন্তরে—নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী,

নিস্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান, অব্যয় ও সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ ভৌত্যমন্বন্তরে —অগ্নিবাহু, শুচী, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত। (৩) পদ্মপুরাণ(সৃষ্টি-৭) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারেচিষ মন্বন্তরে—দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, প্রাণ, কশ্যপ বৃহস্পতি ও স্তম্ব। (গ) তৃতীয় ঔত্তম মন্বন্তরে—উর্জ্জ প্রভৃতি বশিষ্ঠের পুত্রগণ সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং কোকভিণ্ডি, কুতুণ্ড, দাল্‌ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি, সম্মিতি এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। (ঘ) চতুর্থ তামস মন্বন্তরে—কোপি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কবি, জন্য ও ধামা। (ঙ) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে—দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সময়, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষমন্বন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজ, সহিষ্ণু নারদ, বিবস্বান ও কৃতি। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম (সূর্য্য) সাবর্ণি মনুর অধিকারকালে—অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কাশ্যপ এবং রাম। (৪) মৎস্যপুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি। (গ) উত্তম মন্বন্তরে—কৌকুরুণ্ডি, দাল্‌ভ্য শঙ্খ, প্রবহণ, শিব, শিত ও সম্মিত। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান। ইহারা সাধ্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান ও অতিনামা। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ) প্রথম সাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বত্থামা, শর-, দ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও রাম। (৫) শিব পুরাণ (ধর্ম্ম-৫৮ অঃ) মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি প্রভৃতি। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—আগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা' মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান ও দ্যুতিমান। (গ) উত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠ ঋষির উর্জ্জ নামে খ্যাত সাত তনয়। (ঘ) তামস মন্বন্তরে—গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জন্য, ধাতা, কপীনক ও কপীবান। (ঙ) রৈবত মন্বন্তরে—বেদবাহু, জয়, বেদশীরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, উর্দ্ধবাহু ও সত্যরূপ। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে —ভৃগু, নহ, বিবস্বান, সুধর্ম্মা, বিরজা অতিনামা ও সহিষ্ণু। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। (জ)

অষ্টম (সূর্য্যসাবর্ণি) মন্বন্তরে—পরশুরাম, ব্যাস, ভরদ্বাজ, অশ্বত্থামা, শরদ্বান, গালব ও রুরু। (ঝ) নবম (মেরু-সাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে অঙ্গিরা, মেধাতিথি, বসু, ভার্গব, সবন, হব্য, সপ্ত। (ঞ) দশম (দ্বিতীয় সাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে—হবিষ্মান, সুকৃতি, অয়োমুক্তি, অব্যয়, প্রয়তি, নাভাগ ও নভস। (ট) একাদশ মন্বন্তরে—হবিষ্মান, বপুস্মান, বশিষ্ঠ, অনঘ, চারুধৃষ্ণ্য, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা। (ঠ) দ্বাদশ মন্বন্তরে—বশিষ্ঠপুত্র দ্যুতি, আত্রেয়, সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোসন, পৌলহ তপোরতি ও ভার্গব তপোনিধি। (ড) ত্রয়োদশ (রৌচ্য) মন্বন্তরে—অঙ্গিরা-বংশীয় ধৃতিমান, পুলস্ত্য-বংশীয় হব্যবান্, পুলহ-বংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগু-বংশীয় নিরুৎসক, অত্রি-বংশীয় নিষ্প্রকম্প, কশ্যপ-বংশীয় নির্ম্মোহ এবং বশিষ্ঠ-বংশীয় সুতপা। (ঢ) চতুর্দ্দশ (ভৌত্য) মনুর অধিকার কালে—কাশ্যপ অগ্নিধ্র, পৌলস্ত্য মাধব, ভার্গব অতিবাহু, আঙ্গিরস শুচী, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ শুক্র, পৌলহ অজিত। (৬) বায়ু পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—ব্রহ্মার মরীচি আদি তনয়গণ। (খ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, শারদ্বত, অত্রি, বসুমান ও বৎসার। (গ) দক্ষপুত্র মেরু-সাবর্ণির অধিকারকালে—পুলস্ত্য-বংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপ-গোত্রীয় বসু; ভৃগু-বংশীয় জ্যোতিষ্মান, অঙ্গিরা-বংশীয় দ্যুতিমান, বশিষ্ঠ-গোত্রীয় বসিত, আত্রেয় হব্যবাহন ও পুলহ-বংশীয় সুতপা। (ঘ) ধর্ম্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—পৌলহ হবিষ্মান, ভার্গব সুকীর্ত্তি, আত্রেয় আপোমূর্ত্তি, বাশিষ্ঠ আপোমূর্ত্তি, পৌলস্ত প্রতীপ, কাশ্যপ নাভাগ এবং আঙ্গিরস অভিমন্যু। (ঙ) ব্রহ্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে—কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব বপুষ্মান, আত্রেয় বারুণি, বাশিষ্ঠ ভগ, আঙ্গিরস পুষ্টি, পৌলস্ত্য নিশ্চর এবং পৌলহ অগ্নিতেজা। (চ) রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরে—বাশিষ্ঠ কৃতি, আত্রেয় সুতপা, আঙ্গিরস তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপ তপস্বী, পৌলস্ত্য তপোশয়ান, পৌলহ তপোরতি এবং ভার্গব তপোমূর্ত্তি। (ছ) রৌচ্য মন্বন্তরে—আঙ্গিরস ধৃতিমান, পৌলস্ত্য পথ্যবান, পৌলহ তত্ত্বদর্শী, ভার্গব নিরুৎসক, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্ম্মোহ এবং বাশিষ্ঠ স্বরূপ। (৭) গরুড় পুরাণ মতে—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, পুল্যস্ত, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। (খ) স্বারোচিষ মন্বন্তরে—উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তোলি ও অর্ব্বরীবান্। (গ) ঔত্তম মন্বন্তরে—রথৌজা, উর্দ্ধবাহু, শরণ, অনঘ, মুনি, সুতপা ও শঙ্কু।

(ঘ) তামস মনুর অধিকার কালে—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, শ্বেত ও হেমক। (ঙ) রৈবত মনুর অধিকার কালে বেদশ্রী, বেদবাহু, সত্য, উর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য ও সুধামা। (চ) চাক্ষুষ মন্বন্তরে—উত্তম, হবিষ্মান, সুধামা, বিরজা, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুশ্রী। (ছ) বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র। (জ) সূর্য্যসাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বত্থামা, কৃপ, ব্যাস, গালব, ঋষ্যশৃঙ্গ, দীপ্তিমান্ ও রাম। (ঝ) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে—মেধাতিথি, দ্যুতি, সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান, হব্য ও কব্য। (ঞ) ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে—অয়োমূর্ত্তি, হবিষ্মান, সুকৃতি, অব্যয়, নাভাগ, অপ্রতিম ও সৌরভ। (ট) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে—হবিষ্মান, হবিষ্য, বপুষ্মান, বিষ্ণু, বারুণি, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা। (ঠ) দক্ষতনয় দ্বাদশমনুর অধিকার কালে—তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন। (ড) রৌচ্য মন্বন্তরে—ধর্ম্মপ, ধৃতিমান্, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও সুতপ। (ঢ) ভৌত্য মন্বন্তরে—অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, শুচী, অজিত, মুক্ত ও শুক্র। (৮) সপ্তর্ষিগণের বিবরণের জন্য "মনু" নামের প্রথমাংশ দেখ।

সপ্তসপ্তি—সূর্য্যের একনাম। মহাভা-বন-৩।

সপ্তহয়—সূর্য্যের একনাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

সপ্তাখ্য—ভোজার গর্ভজাত মীঢ়ুষের অন্যতম পুত্র। তিনি বসুদেবের অনুজ ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ।

সপ্তাশ্ব—পঞ্চম রৈবতমন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। সপ্তর্ষি দেখ।

সপ্তি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০। ৭৯।

সপ্রথ—মহর্ষি ভরদ্বাজের অন্যনাম। ঋক্। ১০।১৮১।

সবন—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মার্ক-৫৩। প্রিয়ব্রত দেখ। (৩) সবনের দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকি। তাঁহাদের নামে পুষ্করদ্বীপে দুইটি বর্ষ আছে। বায়ু-৩৩। অগ্নি-১১৯। ব্রহ্মা-৩৪। (৪) উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের সাত পুত্রের অন্যতম। এই সাত পুত্র উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৫। উর্জ্জা, সপ্তর্ষি, অধন, বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ), অনয় ও শুক্র দেখ। (৫) মহর্ষি ভৃগুর সাত পুত্রের অন্যতম। সবন ও ভৃগু দেখ।

সবয়া—মহর্ষি সবয়ার পুত্র সাবয়স একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন। শত-

১প্র-১অ-৮।

সবর্ণা—(১) প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী। তিনি সমুদ্রের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রচেতারা দশ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মা-৩১, ৬৯। বায়ু-৬৩। ব্রহ্মপু-২। বিষ্ণু-২য়-১৪। (২) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা ও সূর্য্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে শনৈশ্চর, যম ও কালিন্দী জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) বিবস্বানের স্ত্রী সবর্ণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩১।৪। (৪) ছায়া-সংজ্ঞার একনাম সবর্ণা। সংজ্ঞা দেখ।

সবল—(১) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র। ভৌত্যমনু দেখ। (২) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। উত্তম দেখ।

সবলাশ্ব—(১) প্রাচেতস দক্ষ হইতে বীরণীতে সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা হর্য্যশ্ব নামক পুত্রগণের অনুজ ছিলেন। তাঁহারা নারদের পরামর্শে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বজদিগের পথে প্রয়াণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। হরি-হরি-৩। শবলাশ্ব দেখ।

সবালেয়—অত্রিবংশীয় কালেয়, সবালেয়, বামরথ্য, ধাত্রেয়, ঔমেত্রেয় নামক ঋষিগণের অত্রি, বামরথ্য ও পৌত্রি, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

সবিতা—(১) সূর্য্যের একনাম। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও সূর্য্য দেখ। (২) বরাহ কল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব কঙ্কনামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। বিষ্ণু-৩য়-৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৩) দিব নামক দেবতার অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-১। (৪) ঘোটক রূপ-ধারিণী ত্বাষ্ট্রি সবিতার স্ত্রী। মহাভা-আদি-৬৬। (৫) সবিতা নিজকন্যা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-বন-১০৯। (৬) সূর্য্যের এক নাম। যাস্কের মতে আকাশ হইতে যখন অন্ধকার দূর হইয়া কিরণ বিস্তৃত হয় তখনই সবিতার কাল। সায়ণের মতে সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা। ঋক্-১।২২।৫। (৭) সবিতার পত্নী পৃশ্নি। পৃশ্নি দেখ। (৮) একজন যক্ষপতি। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর অন্যতম দ্বারপাল ছিলেন স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মূলস্থান দেখ।

সবীতর—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

সব্য—(১) শংস্য নামক অগ্নির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৩০। শংস্য দেখ। (২) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র এবং ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। অঙ্গিরা ইন্দ্র-সদৃশ পুত্র লাভ করিবার জন্য দেবতার আরাধনা

করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১। ৫১।

সব্যসাচী—(১) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একনাম। তিনি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হয় সব্যসাচী। মহাভা-বিরাট-৪৪।

সভাক্ষ—যদু-বংশীয় বিশ্বগর্ভের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪।

সভানর—(১) যযাতি বংশীয় অনুর অন্যতম পুত্র। সভানরের তনয় কোলাহল। মৎ-৪৮। (২) সভানরের পুত্র কালানর। ভাগ-৯স্ক-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৩) সভানরের পুত্র কালানল। অগ্নি-২৭৭। গরু-পূ-১৪৩। বায়ু-৯৯। (৪) যযাতি-বংশীয় কক্ষেয়ুর তনয়। তাঁহার তনয় কালানল। হরি-হরি-৩১।

সভ্য—(১) শংস্য নামক অগ্নির অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৯। ব্রহ্মপুরাণ (৩০ অঃ) মতে সব্য। শংস্য দেখ। (২) সংশতী অগ্নির পুত্র সভ্য। মৎ-৫১।

সম—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) ভবিষ্য মন্বন্তরীয় সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ। (৩) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় ধর্ম্মসূত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র দ্যুমৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) নন্দীবেগ-বংশীয় অন্যতম রাজা। তিনি ভূপতি বংশের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে সমুদয় ভূপতি ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভূপতি দিগের অন্যতম ছিলেন। ভীম একবার দুর্য্যোধনের নিন্দা করিবার সময়ে এইরূপ আঠার জন নৃপতির উল্লেখ করেন। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সমঙ্গ—(১) যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন প্রাণিগণ কি রূপে দুঃখ ও মৃত্যু ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। তদুত্তরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদ ও মহাত্মা সমঙ্গের উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৮৭। (২) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত একজন গোপ। মহাভা-বন-২৩৭।

সমঞ্জ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অজিহ্মান ও অজিহ্মা দেখ।

সমদ—(১) শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি সাতকোটী অনুচর সহ শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (২) সমদ নামক এক মহামীনের পুত্র মৎস্য বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আদিত্যগণের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৩৯।৮।

সমবুদ্ধি—(১) শততেজা নামক শিবাবতারের সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব্ব নামে চারিজন মহাযোগী পুত্র ছিল। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। ব্রহ্মা-২৩। (২) বরাহ কল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে অত্রি নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যবুদ্ধি ও সুধামা নামে চারিজন শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব-বায়-উত্ত-১০।

সময়—(১) দক্ষকন্যা ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড ও সময় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-১০। লি-পূ-৫। ধর্ম্ম ও ক্রিয়া দেখ। (২) অজিত নামে খ্যাত ত্রেত্রিশ জন বৈদিক দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। মঙ্গল ও অমৃতবান্ দেখ। (৩) রৈবত মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। সপ্তর্ষি ও রৈবত মনু দেখ।

সময়পুত্র—জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র, সময় পুত্র ও সিদ্ধপুত্র, ইহারা চারি বটুক নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরা-তন্ত্রে তাঁহাদের পূজা বিহিত আছে। কালিকা-৬৩।

সমর—(১) পুরু-বংশীয় কাব্যের পুত্র সমর। তাঁহার পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন তনয়। মৎ-৪৯। (২) পুরু-বংশীয় নীপের পুত্র সমর। তাঁহার পার প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৩) নীপ-তনয় সমরের পুত্র সময়। গরু-পূ-১৪৪। (৪) নীপ-তনয় সমরের তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম—পর, পার ও সদশ্ব। হরি-হরি-২০। (৫) নীপ-রাজার শত পুত্রের মধ্যে সমরই এক মাত্র বংশবর্দ্ধন কীর্ত্তিমান রাজা হইয়াছিলেন। তিনি কাম্পিল্য দেশে রাজত্ব করিতেন। সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯।

সমরঞ্জয়—কাশিরাজ দিবোদাসের পুত্র রিপুঞ্জয়েরই নামান্তর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

সমরথ—জনকবংশীয় ক্ষেমাধির পুত্র। তাঁহার তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

সমরপ্রিয়—অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সমর্ষণ—কৌশিক-গোত্রজ অন্যতম ঋষি। বায়ু-৯১। যমদূত দেখ।

সমসৌরভ—একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩।

সমা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

সমাখ্যাত—অমিতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

সমাধি—(১) কলিঙ্গদেশীয় বিরাধ নামক এক বৈশ্য নৃপতির পৌত্র ও ক্রমিলের পুত্র। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। পরে দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (২) সমাধি নামক এক বৈশ্য ধনলোভী স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হইয়া দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তিনি দেবীর আরাধনা করিয়া দেবীর বরে পরম জ্ঞান লাভ করেন। দেবীভা-৫স্ক-৩২, ৩৫।

সমান—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। অপান ও উদান দেখ।

সমাসবী—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সমি—যদুবংশীয় শূরের পুত্র। তাঁহার পুত্র প্রতিক্ষত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। শমী দেখ।

সমিত, সমিতি—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্‌গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমিতা—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমিতিঞ্জয়—একজন যদুবংশীয় বীর। মহাভা-সভা-১৩।

সমিদ্ধ—ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম সমিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঋক্-১।১৪২।১।

সমিদৃক্ষ—উনপঞ্চাশ জন মরুৎ-গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণের তালিকা দেখ।

সমীক—(১) যদুবংশীয় একজন বীর। মহাভা-সভা-১৩। (২) একজন নৃপতি। তিনি দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

সমীচী—(১) জনৈক অপ্সরা। মহাভা-আদি-২১৬। বর্গা ও সামেয়ী দেখ। (২) সমীচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ হিরণ্য-কশিপুর সভায় নৃত্যগীত করিত। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৪।

সমুজ্জ্বল—ওঙ্কার ক্ষেত্রে অবস্থিত এক বটবৃক্ষ নিবাসী কুঞ্জল নামক শুকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-৮৫।

সমুদ্ভব—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশ জন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সমুদ্র—(১) ব্রহ্মা সমুদ্রকে সরিৎ-সমূহের আধিপত্য প্রদান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (২) সমুদ্রের কন্যা সবর্ণা প্রাচীনবর্হির পত্নী ছিলেন। সবর্ণা দেখ। (৩) লঙ্কায় যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র অর্ণবের আরাধনা করিয়া সাগর তটে অনাহারে অবস্থান করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল এইভাবে অবস্থান করিবার পরও যখন সমুদ্র রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই-লেন না, তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জল শোষণ করিবার জন্য শর গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামা-লঙ্কা-২১, ২২।

সমুদ্রবেগ—(১) দেবগণের সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী ও স্কন্দ দেখ। (২) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮।

সমুদ্রসেন—(১) অশ্বমুখ কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। মহাঘোষ দেখ। (২) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রসেন নামক এক জন নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৯।

সমুদ্রাসন—সত্যযুগে কালের নামক দানবগণের যে আট পুত্র ছিল, তাহারা দ্বাপরে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে সপ্তম পুত্র সমুদ্রাসন নামে ভূপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

সমুদ্রোন্মাদন—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সমুন্নত—রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তের চারিজন মন্ত্রীর অন্যতম। তিনি লঙ্কা-সমরে অনেক বানরসৈন্য বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৫৭, ৫৮।

সমূহ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

সমৃদ্ধ—(১) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

সমৃদ্ধি—(১) দেবী দুর্গার এক নাম। দেবীপু-১৬, ১২৭। (২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জনশক্তি। তন্ত্রঃ ২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সমেড়ী—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সমৌজা—যদু-বংশীয় অসমৌজার পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—সুদংশ, সুবংশ ও কৃষ্ণ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অসমৌজা দেখ।

সম্পত্তি—ঈশানের পত্নী সম্পত্তি। দেবীভা-৯স্ক-১।

সম্পদ—লক্ষ্মীর এক নাম। তন্ত্রঃ ৭৪৩ পৃঃ।

সম্পার—পুরু-বংশীয় সমরের পুত্র। সমর দেখ।

সম্পাতি—(১) জনৈক বানর দল-পতি। লঙ্কা সমরে রাক্ষস সেনাপতি প্রজঙ্ঘের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রামা-কিষ্কি-৩৩; লঙ্কা-৪৩, ৪৯। (২) রাবণানুজ বিভীষণের একজন অমাত্য। তিনি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ

বিভীষণকে প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ মালীর ঔরসে তৎপত্নী বসুদার গর্ভের সম্পাতি ও আরও তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-৩৭; উত্ত-৫। (৩) পক্ষীরাজ গরুড়ের অনুজ অরুণের পত্নী শ্যেনীর গর্ভে জটায়ু ও সম্পাতি নামক বিহগ-ভ্রাতৃদ্বয় জন্মলাভ করেন। (মহাভা-আদি-৬৬) বৃত্রবধে ইন্দ্রের পরাক্রম দর্শন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ইন্দ্রজয়াভিলাষী হইয়া সূর্য্যের সন্নিধান দিয়া আকাশ মার্গে গমন করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে জটায়ু সূর্য্যকিরণে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন সম্পাতি সূর্য্যকিরণ-পীড়িত ভ্রাতাকে নিজ পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। তাহাতে রবিকর-তেজে সম্পাতির পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল। সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্যাচলে পতিত হন। (মহাভা-বন-২৮০)। সেই বিন্ধ্যাচলে নিশাকর নামক এক উগ্রতপা ঋষি বাস করিতেন। তিনি সম্পাতির ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন "ভবিষ্যতে দাশরথি রামের ভার্য্যা রাবণ-কর্তৃক হৃতা হইলে রাম বানরানুচরগণসহ ভার্য্যা সীতার অন্বেষণে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। তখন তুমি রামকে সীতার সন্ধান প্রদান করিলেই তোমার পুনরায় পক্ষোদ্গম হইবে।" যথাকালে রাম বানরসৈন্যসহ সম্পাতির সমীপে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তাঁহার পুনরায় পক্ষোদ্গম হয়। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব। রামা-কিষ্কি-৫৬-৫৮। (৪) পক্ষীরাজ সম্পাতির পুত্র বভ্রু। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৫) পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। মার্ক-২। (৬) বরুণের বাহন সুপ্রতীকের অন্যতম পুত্র সম্পাতি। বায়ু-৬৯। (৭) রাবণ-কর্তৃক সীতা হৃতা হইবার দশমাস পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে জটায়ুর অগ্রজ সম্পাতি, বানরগণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-২১। (৮) রূপক নামক এক রাক্ষসের পুত্র। সেও পিতার ন্যায় চৌর্য্যার্জ্জিত অর্থ দ্বারা শঙ্করের পূজা করিয়াছিল। একই দিনে তাহারা উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শিবলোকে গমন করে। পদ্ম-পাতা-৭২। রূপক দেখ।

সম্পূর্ণমণ্ডলা—চন্দ্রের ষোড়শ কলার অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৯৫৮ পৃঃ।

সম্বর—(১) দানব বিশেষ। শম্বর দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৬।

সম্বরণ—প্রজাপতির অপত্য মহর্ষি সম্বরণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ঋক্-৫।৩৩, ৩৪'।

সম্বর্ত্ত—(১) একজন মুনি। তিনি কাশীধামে উত্তম তপস্যা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করেন। লি-পূ-৯২। সংবর্ত্ত দেখ। (২) ইন্দ্র সম্বর্ত্ত ও কুশের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অনার্য্য দস্যু-দের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। ঋক্-৮।৫৪।২।

সম্বর্ত্তক—(১) শিবের অন্যতম অনু-চর। তিনি চৌষট্টিকোটিগণ সহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। লি-পূ-১০৩। (২) অগ্নি বিশেষ। তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া নিয়ত জলপান করিতেছেন। অদ্ভু-রামা-১৪। সংবর্ত্তক ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সম্বু—পুরুবংশীয় অভয়দের পুত্র। তাঁহার তনয় বহুগবী। গরু-পূ-১৪৪।

সম্ভব—(১) অজমীঢ়-বংশীয় উর্জ্জের তনয়। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। (২) ঐ বংশীয় সর্ব্বের পুত্র সম্ভব। তৎপুত্র বৃহদ্রথ। মৎ-৫০।

সম্ভূত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রস-দস্যু রাজার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম নর্ম্মদা। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের অন্যতম পুত্র। তাঁহার ভ্রাতার নাম ত্রসদস্যু। সম্ভুতের পুত্র সুধন্বা। অগ্নি-২৭৩। (৩) ত্রসদস্যুর তনয় শম্ভু। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

সম্ভূতি—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসু-দের পুত্র। তাঁহার তনয় ত্রিধন্বা। মৎ-১২। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি মরীচির পত্নী। তাঁহার গর্ভে পৌর্ণমাস নামে পুত্র জন্মে। সৌর-২৬। অগ্নি-২০। মার্ক-৫০, ৫২। বিষ্ণু-১ম-৭, ১০। (৩) সম্ভূতির গর্ভে পূর্ণমাস নামে পুত্র ও তুষ্টি (কৃষ্টি) পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-১০, ২৯। বায়ু-১০, ২৮। (৪) মরীচি হইতে সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্ম-গ্রহণ করে। ঐ সকল পুত্রকন্যার বংশ অতিশয় বিস্তার লাভ করে। তাঁহাদের বংশেই কশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হন। শিব-বায়ু-পূ-১৫। (৫) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা ও পূর্ণমাস নামে এক পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-৮, ১৩। (৬) সম্ভূতির গর্ভে তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা এবং পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই পুত্র জন্মে। লি-পূ-৫। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যুর পুত্র। তাঁহার তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। লি-পূ-৬৫। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দুঃসহের পুত্র সম্ভূতি। তাঁহার তনয় ত্রিধন্বা। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৯) ত্রসদস্যুর আত্মজ সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। কূর্ম্ম-পূ-২০। (১০) অগ্নি-পুত্র পর্জ্জন্য সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা-২৯।

সম্ভূতী—পুরুবংশীয় জয়দ্রথ-তনয় বিজয়ের পত্নী। ভাগ-৯স্ক-২৩।

সম্ভ্রম—(১) শিবের অন্যতমগণ। হরিকেশ দেখ। (২) সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক শিবের দুই গণ সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তত্রস্থ জনগণের মনে সম্ভ্রম ও বিভ্রম উৎপাদন করে। তাহারা দুষ্টচেতা পাপিগণের অত্যাচার হইতে সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রকে রক্ষা করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

সম্মত—সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু দেখ।

সম্মতা—মরুত্তরাজার কন্যা। মরুত্ত যজ্ঞদক্ষিণাসহ সেই কন্যাকে মহাত্মা সম্বর্ত্তের হস্তে সমর্পণ করেন। হরি-হরি-৩২। সংবর্ত্ত দেখ।

সম্মর্দ্দন—দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বসুদেব ও ঋজু দেখ। ভাগ-৯স্ক-২৪।

সম্মিত—ঔত্তমি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। সপ্তর্ষি দেখ।

সম্মেদ—দানব বিশেষ। সে দেবাসুর যুদ্ধে সূর্য্যরশ্মিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

সম্মোহা—রাধিকার এক নাম। রাধা দেখ।

সম্রাট—(১) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। (২) প্রজাবতী নাম্নী কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত হইতে সম্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা জন্মে। ব্রহ্মা-৩৪। মার্ক-৫৩। (৩) প্রিয়ব্রতের শত পুত্রের অন্যতম সম্রাট। বায়ু-৩৩। (৪) কাম্যার গর্ভজাত প্রিয়ব্রতের পুত্র-চতুষ্টয়ের অন্যতম। ব্রহ্মপু-২। (৫) ভরত-বংশীয় অবিরোধনের পুত্র সম্রাট। তাঁহার পত্নী উৎকলের গর্ভে মরীচি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৫স্ক-১৫।

সয়—ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি। লক্ষ্মী দেখ।

সরঘা—ভরতবংশীয় বিন্দুমানের পত্নী। ভাগ-৫স্ক-১৫।

সরণ্যু—বিবস্বান্ হইতে সরণ্যুর গর্ভে যম ও যমী জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্-১।৩৫।৬। বিবস্বান, যম ও সংজ্ঞা দেখ।

সরত—উনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ

সরভ—(১) জনৈক বানর দলপতি তিনি লঙ্কাসমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৮। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮

সরমা—(১) গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা ও রাবণানুজ বিভীষণের পত্নী মানস সরোবরের তীরে তাঁহার জন্ম হয়। এই সময়ে বর্ষাকালে বর্দ্ধমান মানস সরোবরের জল সদ্যোজাতা

কন্যার নিকট পর্য্যন্ত আগমন করিলে শৈলূষের পত্নী "সরো মা' বর্দ্ধত" অর্থাৎ সরোবর আর তুমি বর্দ্ধিত হইও না, এই বলিয়া নিষেধ করেন। সেই-জন্যই ঐ কন্যার নাম হয় সরমা। রাবণ যখন সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখেন, তখন সরমা নিয়ত সীতার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি সীতার পরমাহিতৈষিণী ছিলেন এবং সীতার দুঃখে সর্ব্বদা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যুজ্জিহ্ব কর্ত্তৃক রামের মায়াময় ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শিত হইলে, সরমাই সীতাকে ঐ বিষয় যে মিথ্যা-ছলনা মাত্র, তাহা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-৩৪ ; উত্ত-১২। (২) এক দেব-কুক্কুরী। পণিঃ দেখ। (৩) অন্যতমা দেবী। মহাভা-সভা-১১।

সরমান—সৈংহিকের নামে খ্যাত দানবগণের অন্যতম। মৎ-৬। ব্রহ্মপু-৩। সিংহিকা ও বিপ্রচিত্তি দেখ।

সরযূ—বেগারী দেখ।

সরস্বতী—(১) দেবী আদ্যা প্রকৃতির তৃতীয়া অংশজাতা দেবী সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বোধস্বরূ-পিণী, সকল সংশয়ছেদিনী ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। তিনি সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণ স্বরূপিণী, এবং নিখিল বিশ্বের উপজীবিকা স্বরূপা। জগতে ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভু-বনে তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে আবি-র্ভূতা হন। তিনি শুক্লবর্ণা, পীতবস্ত্র-ধারিণী, এবং বীণা ও পুস্তকহস্তা। কৃষ্ণাংশভূতা দেবী সরস্বতী নারায়ণের অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ জগতে সরস্বতীর পূজা সংস্থাপন করেন। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতিথিতে দেবীর পূজা বিহিত হয়। দেবীভা-৯স্ক-১,২,৪। (২) গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁরা তিনজন হরির ভার্য্যা ছিলেন। একদিন যখন তাঁহারা সকলে হরির সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গা হরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। হরিও গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অধিকতর ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও হরিকে কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন। হরি সরস্বতীর তিরস্কারে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে তুমুল কলহ উপ-স্থিত হইল এবং ঐ কলহ ব্যপদেশে সরস্বতী গঙ্গার কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী তাহা দেখিয়া নীরবে কেবল তাহাদের মধ্য-

স্থিতা হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইহাতে সরস্বতী কমলার উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি বৃক্ষরূপ ও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন। কমলাকে বিনাদোষে অভিশপ্তা হইতে দেখিয়া গঙ্গার ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন "তুমিও নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর অধোদেশে যে স্থানে পাপিগণ সর্ব্বদা বাস করে, তুমি সেইস্থানে গমন করিয়া তুমি পাপিদিগের পাপাংশ লাভ করিবে।" সরস্বতীও তখন গঙ্গাকে প্রতিশাপ দিলেন "তুমিও নদীরূপে পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক পাপিদিগের পাপ ভার লাভ করিবে।" তাঁহারা যখন এই ভাবে পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিতেছিলেন, তখন নারায়ণ তথায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অতঃপর হরি, দেবীত্রয়কে, তাঁহারা কি ভাবে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শাপ ভোগান্তে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। লক্ষ্মী পৃথিবীতে ধর্ম্মধ্বজের গৃহে অযোনিসম্ভবা হইয়া তাঁহার কন্যা রূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরে সেই ধর্ম্মধ্বজ-রাজের গৃহেই বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবেন। বৃক্ষরূপে তিনি তুলসী নামে খ্যাতা হইয়া শঙ্খচূড়ের পত্নী হইবেন। এতদ্ভিন্ন কমলা অপর অংশে ভারতভূমে পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হইবেন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক ভূতলে নীতা হইয়া ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং সরস্বতী ব্রহ্মার সহধর্ম্মিণী হইবেন। দেবীগণ তখন নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া অতিশয় শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ তাঁহাদের শোকাপদনের জন্য বলিলেন যে সরস্বতী অংশে নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন; অংশে ব্রহ্মা-ভার্য্যা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই সন্নিধানে অবস্থান করিবেন। গঙ্গা ভাগীরথী রূপে অংশে অবতীর্ণা হইবেন এবং অংশে তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিবেন। কমলা অংশে নদীরূপা ও অংশে তুলসী বৃক্ষরূপা হইবেন। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের সকলের শাপ মোচন হইবে। দেবীভা-৯স্ক-৭। (৩) সরস্বতী গঙ্গা-শাপে অংশে ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন। তিনি বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিতা হইলেন। দেবীভা-৯স্ক-৮। (৪) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিধনের জন্য দেবী ভগবতীর কোশ হইতে যে কৌশিকী নামে দেবীর উদ্ভব হয়, তাঁহারই নামান্তর সরস্বতী। দেবীভা-১০স্ক-১২। (৫) ব্রহ্মা নিজ কন্যা

সরস্বতীর প্রতি অশোভন ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলে শিব তাঁহাকে শর-বিদ্ধ করেন। [ব্রহ্মা-(২২৯) দেখ] ব্রহ্মা শিব-শর-বিদ্ধ হইয়া গতায়ু হইলে ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী শোকাকুলা হইয়া পতির প্রাণ-সিদ্ধির জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুদীর্ঘকাল তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া অতি তীব্র তপস্যা করিলে শিব তাঁহাদের প্রার্থনায় ব্রহ্মার প্রাণদান করিলেন। তদবধি শিবের নির্দ্দেশে গায়ত্রী ও সরস্বতীর তপস্যার স্থানে তাঁহাদের নামে দুইটী প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (৬) "ধরাতলে সকল দেবতারই তীর্থ আছে কেবল আমারই কোন তীর্থ নাই" এইকথা মনে করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা নিজ নামীয় এক তীর্থ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সর্ব্বরত্নময়ী শিলা ধরাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শিলা চমৎকারপুরে পতিত হইলে পিতামহ তথায় গমন করিয়া সেই চমৎকারপুর-ক্ষেত্রেই নিজ নামীয় তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিবার মনস্থ করিলেন। অতঃপর পিতামহ তথায় এক পবিত্র জলেরহ্রদ সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়া নিজ কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মরণমাত্র পাতালতল দিয়া বাহিত হইয়া চমৎকারপুরের ভূমিতল ভেদ করিয়া এবং সেই শিলাও ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ সরস্বতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে আমার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান কর। আমি ত্রিসন্ধ্যা তোমার জলে তর্পণ করিব।" সরস্বতী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন, "দেব, আমি জনসংস্পর্শ ভয়ে সর্ব্বদা পাতালে বাস করি। কোনও মতে ভূতলে আগমন করি না। অথচ আমি আপনার আদেশও লঙ্ঘন করিতে পারি না। সুতরাং আপনি সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।" তখন ব্রহ্মা সরস্বতীর অবস্থানের জন্য তথায় এক হ্রদ খনন করিলেন। তখন সরস্বতী সেই হ্রদে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর পিতামহ মহাভয়ঙ্কর সর্পগণকে সেই হ্রদে স্থাপন করিয়া বলিলেন "তোমরা অবহিত হইয়া হ্রদ রক্ষা কর। দেখিও কেহ যেন সরস্বতীর দেহ স্পর্শ না করে।" স্কন্দ-নাগ-৪০। (৭) বিষ্ণুর আদেশে সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগরাভিমুখে বহন করিয়া লইয়া যান। সরস্বতী প্রথমে বাড়বের বাহন হইতে সম্মত হন নাই। তিনি পিত্রাদেশ ব্যতিরেকে গমন করিতে অসম্মত হওয়াতে বিষ্ণু ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া সরস্বতীকে গমন করিতে দিতে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা দেবকার্য্যের জন্য

সরস্বতীকে বলিলেন "তুমি বাড়ব-অগ্নিকে লবণ সমুদ্রে লইয়া যাইয়া নিক্ষেপ কর।" তখন সরস্বতী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন যে বাড়ব-তাপে তাঁহার দেহ দগ্ধীভূতা হইয়া যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন ধরাতলে গমন করিলে কলিযুগোৎপন্ন পাপ সমুদয় তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিলেন যে সরস্বতী যদি পাপ সঙ্কুল ধরাতল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে তিনি পাতাল প্রদেশ দিয়া যেন সাগরে গমন করেন। তদ্ভিন্ন তিনি যখন অতিশয় পরিশ্রান্তা ও বাড়বাগ্নিতে দহ্যমানা হইবেন, তখন তিনি বসুধা-ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষীভূতা হইতে পারিবেন। অনন্তর সরস্বতী, সাবিত্রী যমুনা, গায়ত্রী প্রভৃতি সখিগণকে বিদায় প্রদান করিয়া নদীরূপ ধারণপূর্ব্বক হিমাচলে গমন করিলেন। তথা হইতে তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া মৎস্য-কচ্ছপ-সঙ্কুলা, তিমি-নক্রময়ী হইয়া বাড়বাগ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমন কালে তিনি ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া পাতাল প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কেবল যখন তপ্তা ও শ্রান্তা হইতেছিলেন তখন মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক স্থানে প্রভাসক্ষেত্র হইতে আগত চারিজন ঋষিকে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিলেন। ঋষিগণ সকলেই স্নানার্থ পৃথক পৃথক ভাবে সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। এদিকে সাগরও সহসা সরস্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সরস্বতী নিজমঙ্গল চিন্তা করিয়া এবং মুনিগণের অভিশাপ ভয়ে ভীতা হইয়া পঞ্চস্রোতা হইলেন। এইভাবেই পঞ্চস্রোতে বিভক্তা সরস্বতী নরগণের ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্যাপরাধ গুরু-পত্নী-গমন ও অন্যান্য পাপসকল বিনষ্ট করেন। অতঃপর অগ্রসর হইতে হইতে সরস্বতী সম্মুখে এক উত্তুঙ্গশৈল দেখিতে পাইলেন। দেবী তাহাকে দেখিয়া দেবকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল ভাবিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিনি শৈলশিখরে এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ সরস্বতীকে অপর পথ দিয়া গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য সেই পথেই গমন করিবার বাসনা জানাইলেন। তখন সেই পর্ব্বত বলিলেন "তুমি এখনও কুমারী। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" সরস্বতী বলিলেন "আমি এক্ষণে স্বয়ম্বরা হইতে পারিব না। তুমি আমার পিতার অনুমতি লইয়া পরে আমায় বিবাহ করিও। সম্প্রতি আমাকে গমন করিবার পথ প্রদান কর।" ঐ পর্ব্বত সরস্বতীর

বাক্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে সরস্বতী বলিলেন "তুমি যদি একান্তই আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে আমাকে স্নান সমাপন করিতে দাও। অস্নাত অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত।" পর্ব্বত তাহাতেই সম্মত হইলে সরস্বতী পুনরায় বলিলেন "তাহা হইলে তুমি এই বাড়বাগ্নি ধারণ করিয়া থাক, আমি স্নান সমাপন করিয়া আসি।" পর্ব্বত তখন হৃষ্ট হইয়া যেমন সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বাগ্নি গ্রহণ করিল, অমনই অগ্নিতেজে ভস্ম হইয়া গেল। তখন সরস্বতী পূর্ব্বের ন্যায় বাড়বাগ্নিকে লইয়া সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। বাড়ব দেখ। (৮) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাতা শতরূপারই নামান্তর সরস্বতী। মৎ-৩। (৯) ব্রহ্মা নিজ কন্যা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণয়-সূচকবাক্যে আহ্বান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চম মুখে অতি কঠোর দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শিব-জ্ঞান-৪৯। (১০) ব্রহ্মা-স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া প্রজাসমূহ সৃজন করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-১২। (১১) চাক্ষুষমনুর অধিকার কালে ব্রহ্মা সহ্যাদ্রি শিখরে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মদৈবত মুহূর্ত্তে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মার দীক্ষাবিধানার্থ সমাগত হইলে বিষ্ণু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী সরস্বতীকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সরস্বতীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া এবং দীক্ষার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় দেখিয়া মুনিগণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণ ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবা মাত্র সরস্বতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কনিষ্ঠা সপত্নী গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন "যেহেতু আপনারা সকলেই কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠার আসনে স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা সকলেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপ প্রাপ্ত হইবেন। আর গায়ত্রী লোকের অদৃশ্যা ও নিম্নগা হইবে।" গায়ত্রীও বিনাদোষে অভিশপ্তা হইয়া সরস্বতীকেও তদ্রূপ 'নিম্নগা হইবে' বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। সেই শাপে ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা, বিষ্ণু কৃষ্ণা, এবং মহেশ্বর বেণী নাম্নী নদী হইয়া সহ্যাদ্রির শিখর হইতে নির্গত হইয়া নানা দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। গায়ত্রী ও সরস্বতী নদীরূপ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। পদ্ম-উত্ত-১১১। (১২) কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রুদ্র

কর্তৃক সংস্তুত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা পুত্র কামনায় ধ্যানস্থ হইলেন। সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানাদ-শালিনী, বিশ্বধারিনী সরস্বতী প্রাদুর্ভূতা হন। বায়ু-২৩। (১৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে নীল-লোহিত রুদ্র ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মার সাহায্য করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণাজিন-ভূষিত ব্রহ্মা প্রথমে মনকে সৃজন করেন, তৎ-পরে ভূত সমূহের ধারণা ও বিশ্বরূপিণী রসনাসনা সরস্বতীকে উৎপাদন করেন। বায়ু-২৫। (১৪) ব্রহ্মা সরস্বতীকে সৃজন করিয়া কবিগণের বদনে বাস করিতে বলিলেন [ব্রহ্মা (৮৫) দেখ] সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে একাকিনী কবিগণের কবিত্ব শক্তিতে বাস করিব? ইহা ত সম্ভব নহে। আপনি ইহার সমুচিত ব্যবস্থা করুন।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন "তুমি সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান কর। উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলে তুমি তাহার মুখমণ্ডলে কবিত্ব শক্তিরূপে অবস্থান করিও। তুমি যাঁহাকে আশ্রয় করিবে তিনিই আদি কবি রূপে খ্যাতি লাভ করি-বেন এবং তাঁহার কৃপাবলে আরও অনেকে কবিরূপে খ্যাতি লাভ করিবে।" তখন সরস্বতী ব্রহ্ম-বাক্যে উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি সমুদয় সত্যযুগ সপ্ত সুরলোকে দেবগণের মধ্যে এবং সপ্ত পাতালপুরে সর্পগণ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও উপ-যুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর ত্রেতাযুগের আদিতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে তমসানদীর তীরে সশিষ্য মহাতপা বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলেন। বাল্মীকি তখন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে তিনি এক ব্যাধকে এক ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ করিতে দেখিলেন। ক্রৌঞ্চের শোকে বিলাপ-পরায়ণা ক্রৌঞ্চীর দুঃখে মহর্ষি এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে তখনই তাঁহার মুখ হইতে এক চারিপদ যুক্ত শ্লোক বাহির হইল। এই শ্লোক নির্গমন সরস্বতীর কৃপায়ই সম্ভব হইল। বাল্মীকিকে ক্রৌঞ্চীর শোকে মুহ্যমানা দেখিয়া সরস্বতী তাঁহার শোক শান্তির জন্য কবিত্ব শক্তিরূপে তাঁহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাতেই তাঁহার মুখ হইতে সেই শ্লোক নির্গত হয়। বৃহদ্ধ-পূর্ব্ব-২৫। (১৫) কোনও সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তপস্যার প্রভাব উপলক্ষ্যে পরম বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাদের আশ্রমদ্বয় পরস্পরের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। বশিষ্ঠের তপঃ প্রভাবে বিশ্বামিত্রের তপঃ প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে আদেশ দিলেন "তুমি নিজ বেগে বশিষ্ঠকে আকর্ষণ

করিয়া লইয়া আইস।" সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিশয় ভীতা হইলেন কিন্তু মুনির অভিশাপের ভয়ে কোনও আপত্তি না করিয়া বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া সরস্বতীকে বলিলেন "তুমি এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট লইয়া চল।" অতঃপর বশিষ্ঠ সরস্বতী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিজ আশ্রমে উপনীত দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে বশিষ্ঠকে লইয়া বিপরিত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ঐরূপ করায় বিশ্বামিত্র নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে না পারিয়া সরস্বতীকে শাপ দিলেন, "তুমি যেমন আমাকে বঞ্চনা করিলে, তজ্জন্য তোমার জল-শোণিত ময় হইবে।" দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সরস্বতীর ঐ দুরবস্থায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত প্রভৃতি সেই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত চিত্তে সরস্বতী-তীরে উপনীত হইয়া তাঁহার শোণিতময় জল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন কতিপয় ঋষি সরস্বতী সলিলে অবগাহন করিতে আসিলেন। তাঁহারা সরস্বতীর ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য অরুণা নদীকে আনিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তখন সরস্বতী পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল-জল-বাহিনী হইলেন। বাম-৪০। (১৬) সরস্বতী দেবীর আটটি শক্তি আছে, তাহাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। গরু-পূ-৭। (১৭) লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর বিবাহে সরস্বতী ও গৌরী চামর ধারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮। (১৮) আদ্যা প্রকৃতি ভুবনেশ্বরীর এক নাম সরস্বতী। তন্ত্রঃ ১৬০ পৃঃ। (১৯) তন্ত্রে সরস্বতী বাগ্-ঈশ্বরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজাকালে যন্ত্রস্থ পদ্মের অষ্টদলে যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা এই আট শক্তির পূজা বিহিত আছে। তন্ত্রঃ ২০০ পৃঃ। (২০) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের বায়ু কোণে সরস্বতীর পূজা বিহিত আছে। তন্ত্রঃ ১৬৫ পৃঃ। (২১) তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীদেবীরও অন্যতমা শক্তি সরস্বতী। তন্ত্রঃ ২২৪ পৃঃ। (২২) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ষড় শক্তির নাম সরস্বতী। শক্তি দেখ। (২৩) তন্ত্রে শ্রীবিদ্যাদেবীর পূজা-সংশ্রবে সরস্বতীর পূজাও বিহিত

আছে। তন্ত্র ১১৫.পৃঃ। (২৪) তন্ত্রোক্ত অন্যতমা তারা দেবীর নাম সরস্বতী। মহোগ্রা দেখ। (২৫) তন্ত্রোক্ত নীল-সরস্বতীর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি এই আটটী পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ-৫১৩ পৃঃ। (২৬) তারিণী দেবীর এক মূর্ত্তিরও এক নাম সরস্বতী। তন্ত্রঃ ৫৩৫ পৃঃ। (২৭) মহর্ষি তার্ক্ষের প্রার্থনায় সরস্বতী তাঁহাকে ইহলোকে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ আচার ব্যবহারে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না, কি উপায় ধর্ম্ম রক্ষা হয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-বন-১৮৫। (২৮) মনুর পত্নী সরস্বতী। মহাভা-উদ্-১১৬। (২৯) দেবী দুর্গার একনাম। দেবীপু-১৬। (৩০) দেবী ভগবতীর একনাম সরস্বতী। সপ্তবিধ স্বর দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা যায়, তাই তিনি স্বরাত্মিকা এবং অতি শব্দের অর্থ প্রদান করা। দেবী আদ্যাশক্তি সেই সপ্তবিধ স্বর দান করেন, তাই তাঁহার নাম সরস্বতী। দেবীপু-৩৭। (৩১) রুদ্রের দেহ সম্ভূতা অর্দ্ধনারী দেবী। ব্রহ্মা (৩৯) ও ভদ্রা দেখ। (৩২) মহর্ষি মরীচির অন্যতম পুত্র পূর্ণমাস। তাঁহার পত্নী সরস্বতী। বায়ু-২৮। পূর্ণমাস দেখ। (৩৩) ব্রহ্মার অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পঞ্চপত্নীর একতরা। মৎ-১৭১। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৩৪) মহর্ষি দধীচির পত্নী। তাঁহার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৩৫) পুরু-বংশীয় রন্তিনারের পত্নী। বায়ু-৯৯। রন্তিনার দেখ। (৩৬) পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্তের পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিষক্‌সেন নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩৭) পুরু-বংশীয় মতিনারের পত্নী। মহাভা-আদি-৯৫। মতিনার দেখ। (৩৮) বিশ্বরূপ কল্পে সরস্বতী ব্রহ্মার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূতা হন। লি-পু-১৬। (৪০) ঋগ্বেদে বাগ্দেবীর নাম সরস্বতী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গস্থ বাগ্দেবীর নাম ভারতী, পৃথিবীস্থ বাগ্দেবীর নাম ইলা, অন্তরীক্ষস্থ বাগ্দেবীর নাম সরস্বতী। আবার কখনও কখনও অগ্নিকেও সরস্বতী বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। ঋক্ ১।১৪২।৯। (৪১) আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী নামে একটি নদী আছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। সেই নদীর তীরে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। ঋক্ ১।৩।১০, ১১, ১২।

সরস্বান—ঋগ্বেদে অনেক স্থলে সরস্বতী দেবীকে পুংলিঙ্গে সরস্বান বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ঋক্-৭।৯৬।৫।

সরিদ্বরি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সরোগেয়—রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের শরাঘাতে ছিন্নশির হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। সেই মস্তকের তালু খণ্ডটি

একটি সরোবরাকার প্রাপ্ত হয়। সেই সরোবরে সরোগেয় নামক দেব বংশজ রাক্ষসগণ বাস করিত। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৬।

সরোজবদনা—এক ব্রাহ্মণের পত্নী। তিনি একদিন এক সারিকাকে পাঠ করাইতেছিলেন। তখন তাঁহার স্বামী কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে তিনি মরণান্তে সারিকারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গীতার দশম অধ্যায় পাঠ-শ্রবণ করিয়া সেই মাহাত্ম্যে স্বর্গের অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৪।

সর্প—(১) একাদশরুদ্রের অন্যতম। এই একাদশ জন রুদ্র মরীচির পুত্র ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬। হরি-হরি-১৯৬; ১২৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৭ রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ। (২) ভজমান-বংশীয় তৈত্তিরির পুত্র। সর্পের তনয় নল। মৎ-৪৪। (৩) নয়জন প্রত্যধি-দেবতার অন্যতম। মৎ-৯৩। (৪) যাতুধানাত্মজ রাক্ষসগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। আপ ও বধ দেখ। (৫) রাক্ষস বিশেষ। যে দ্বাদশজন রাক্ষস সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৪১। সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বতর দেখ।

সর্পকর্ণি—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সর্পপুঙ্গব—নাগ বিশেষ। যে দ্বাদশ জন নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অশ্বতর দেখ।

সর্পরোমা—শুম্ভ দৈত্যের অনুচর জনৈক দানব। দেবাসুর যুদ্ধে শিবা-নুচর কুষ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

সর্পান্ত—পন্নগভোজী গরুড়ের অন্যতম অপত্য। মহাভা-উদ্-১০০।

সর্পি—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম শিবের ভার্য্যা। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সর্ব্ব—(১) মহেশ্বরের একনাম। জগতের সকল বস্তু তিনিই প্রদান করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। (২) কুরু-বংশীয় ধনুষের পুত্র। তাঁহার তনয় সম্ভব। মৎ-৫০। (৩) অত্রিনামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। সমবুদ্ধি দেখ। (৪) সর্ব্ব (অথবা শর্ব্ব) একা-দশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র দেখ। (৫) প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৩৩। প্রিয়ব্রত দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত একজন স্বরশক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। শক্তি দেখ। (৭) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বক—সহিষ্ণু নামক একজন শিবা-বতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। সহিষ্ণু দেখ।

সর্ব্বকর্ম্মা—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কল্মাষপাদের পুত্র। তাঁহার পুত্র অনরণ্য। অগ্নি-২৭৩। মৎ-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬১। হরি-হরি-১৫। (২) পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলেও হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়-নারীদিগের গর্ভজাত কতিপয় ক্ষত্রিয় কুমার গোপনে রক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয় বালকদিগের মধ্যে সর্ব্বকর্ম্মা পরাশর কর্ত্তৃক গোপনে পালিত হন। মহাত্মা পরাশর স্বয়ং শূদ্রের ন্যায় তাহার সকলরূপ পরিচর্য্যা করিয়া গোপনে বালককে রক্ষা করিতেন। মহাভা-শান্তি-৪৯।

সর্ব্বকাম—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় সুদাস। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। গরু-পূ-১৪২। ভাগ-৯স্ক-৯।

সর্ব্বগ—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীমের বলন্ধরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৫০। মহাভা-আদি-৯৫। গরু-পূ-১৪৪। (২) মরীচির পুত্র পৌর্ণমাস। তাঁহার অন্যতম পুত্র সর্ব্বগ। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৫। (৩) দানব বিশেষ। দেবাসুর যুদ্ধে সে অসুরপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করে। দেবীপু-৪। (৪) ধর্ম্ম সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

সর্ব্বগণেশ্বর—লম্বোদর ভগবতী-সুত গণেশের এক নাম। শ্রীমহাভা-৩৫।

সর্ব্বগত—কালী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভীমের সর্ব্বগত নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২।

সর্ব্বজিৎ—(১) মহাদেবের একনাম। মহাভা-অনু-১৬০। (২) দানব-পতি বলির অনুচর জনৈক দানব। স্কন্দ-আব-অব-৬৩। (৩) দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। ব্রহ্মপু-৩।

সর্ব্বজ্ঞ—(১) অত্রি নামক জনৈক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। (২) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-২৭৫। দেবীপু-৮১। রুদ্র দেখ। মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৬০। সমবুদ্ধি দেখ।

সর্ব্বজ্ঞা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনী গণের তালিকা দেখ। (২) দেবী দুর্গার এক নাম। সকল বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় বলিয়া দেবী ঐ নামে অভিহিতা হন। দেবীপু-১৬,৩৭।

সর্ব্বতেজা—ধ্রুবের বংশীয় ব্যুষ্টের তনয়। তৎপুত্র চক্ষু। ভাগ-৪স্ক-১৩।

সর্ব্বত্রগ—(১) ধর্ম্ম সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। অগ্নি-১৫০। (২) ভীমের কাশী নাম্নী পত্নীর গর্ভে সর্ব্বত্রগ নামে তনয় জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) রুদ্র তনয় একাদশ (সাবর্ণি) মনুর অন্যতম তনয়। গরু-পূ-৮৭। সুশর্ম্মা দেখ।

সর্ব্বদমন—দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত তনয়। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাহার জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়ঃক্রম

কালে মহর্ষি কণ্ব বেদবিধানানুসারে তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করেন। ঐ বালক ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালেই সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণকে আশ্রমস্থ বৃক্ষ সমূহে বন্ধন করিয়া দমন করিত। তাই আশ্রমবাসী অন্যান্য মুনিগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সর্ব্বদমন। যখন শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া দুষ্মন্তের রাজসভায় গমন করেন, তখন দুষ্মন্ত প্রথমে শকুন্তলা অথবা তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাহার তনয়ের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়াতে তাঁহার অপর নাম হয় ভরত। মহাভা-আদি-৭৪। শকুন্তলা ও ভরত দেখ।

সর্ব্বধর্ম্মা—ধর্ম্ম-সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

সর্ব্ববিৎ—দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত তনয়গণের অন্যতম। কালিকা-৭৭। অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

সর্ব্ববৃক—কাশিরাজ-কন্যার গর্ভজাত মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৯। সর্ব্বগ ও ভীম দেখ।

সর্ব্ববেগ—একাদশ মন্বন্তরীয় সাবর্ণি মনুর অন্যতম, তনয়। বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু দেখ।

সর্ব্বভক্ষ—অগ্নির এক নাম। ভৃগুপত্নী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক জন রাক্ষস হরণ করিবার চেষ্টা করে। সেই সময়ে অগ্নিকে মধ্যস্থ রূপে গ্রহণ করিয়া ভৃগুপত্নী পুলোমা, রাক্ষস-হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন। অগ্নি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ভৃগু তাঁহাকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৫, ৬।

সর্ব্বভুজ—প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর বায়ুকোণ-রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

সর্ব্বভূত দমনী—শিবের অন্যতম পীঠ শক্তি। তন্ত্রঃ-৩০৯ পৃঃ।

সর্ব্বমঙ্গলা—(১) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণের তালিকা দেখ। (২) দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ। (৩) সকল লোককে তাহাদের অভিলষিত ফল প্রদান করেন বলিয়া দেবী দুর্গার এক নাম সর্ব্বমঙ্গলা। দেবীপু-৩৭। (৪) যোড়শ নিত্যান্যাসের অন্যতম দেবতা। তন্ত্রঃ-৪২৯ পৃঃ। ভগমালিনী দেখ। (৫) দেবী সতীর একমূর্ত্তির নাম সর্ব্বমঙ্গলা। সতী (৩০) দেখ।

সর্ব্বমর্দ্দক—দেবী দুর্গার হস্তে নিহত জনৈক দৈত্য পতি। দেবীপু-১৯।

সর্ব্বমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা ও সুমেধা দেখ।

সর্ব্বসত্ত্বশঙ্করী—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

সর্ব্বসহ—সৌরাষ্ট্র-দেশবাসী বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ একজন ব্রাহ্মণ। তিনি পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নরকে গমন করেন এবং নরক ভোগান্তে তিনি গৃধ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-ক্রি-৩।

সর্ব্বসারঙ্গ—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সর্ব্বসিদ্ধিদা—(১) তন্ত্রোক্ত অন্যতম পীঠশক্তি। তন্ত্রঃ-১৮৬ পৃঃ। (২) তন্ত্রোক্ত তারিণী-পূজার যন্ত্রে অঙ্কিত পদ্মের ষোড়শদলে পূজনীয় ষোড়শজন পরিচারিকার অন্যতমা। তন্ত্রঃ-৫৯৮ পৃঃ। ভক্তিদা দেখ।

সর্ব্বসুন্দরী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

সর্ব্বসেন—পুরু-বংশীয় ব্রহ্মদত্তের তনয়। সর্ব্বসেনের অনুজ বিষ্বকসেন। হরি-হরি-২০।

সর্ব্বাঙ্গকেশ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

সর্ব্বানুভূত—যক্ষরাজ মণিভদ্রের অন্যতম তনয়। পুণ্যজনী দেখ।

সর্ব্বাস্ত—(১) জনৈক ব্যাধ। সে চিত্রসেন নামক এক রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া রাজধানীতে নীত হইবার সময়ে রাজার সহিত নৌকারোহণে গঙ্গা পার হয়। সেই গঙ্গা-দর্শন জনিত পুণ্যে সকল-পাপ-মুক্ত হইয়া সে শিব-পুরে গমন করে। শ্রীমহাভা-৭২। (২) মহাদেবের একজন গণ। তিনি ছয়-কোটী অনুচরসহ শিব-সতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ—অযোধ্যা-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত এক ভিক্ষুক। সে এক দিন এক সারমেয়কে অকারণে প্রহার করে। সারমেয় প্রতীকার-প্রার্থী হইয়া রাজা রামচন্দ্রের শরণাগত হয়। রামচন্দ্র সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে সেই সারমেয়েরই অনুরোধে সর্ব্বার্থসিদ্ধকে কুলপতি পদ প্রদান করেন। প্রহার-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করাতে সকলেই কৌতূহলী হইয়া সারমেয়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সারমেয় বলে যে সে পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কালঞ্জরের অধিপতি ছিল। কিন্তু অতিশয় কোপন স্বভাব প্রযুক্ত অপরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া কুক্কুর যোনি লাভ করে। ঐ ব্রাহ্মণও অতিশয় কোপন স্বভাব। সুতরাং তাহাকে কুলপতি পদে নিযুক্ত করিলে সেও লোকের সহিত পরুষ ব্যবহার করিয়া তাহার ন্যায় জন্মান্তরে কুক্কুর যোনি লাভ করিবে। রামা-উত্ত-৭২।

সর্ব্বহারী—স্বয়ংহারী দেখ।

সর্ব্বেশ্বর—(১) চারিজন দিক্‌পালের অন্যতম। তিনি পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিকের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। তাঁহারই নামান্তর শঙ্খপদ। মৎস্য-৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। শঙ্খপদ দেখ।

সর্ব্বৌজস—মানসতীর্থ দেখ।

সর্য্যাতি—শর্য্যাতি দেখ।

সলিলা—মাতৃকাগণ দেখ।

সলৌগাক্ষি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

সস—অগ্নির অপত্য সস ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।২১।

সস্বরা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী দিতি হইতে অনবদ্যা সস্বরা প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪।

সহ—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭। (২) লোকে সর্ব্বজনের পূজনীয় অন্যতম অগ্নির নাম সহ। তাঁহার ভার্য্যার নাম মুদিতা। সহ অগ্নির তনয় অদ্ভুত নামক অগ্নি। মহাভা-বন-২০। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) উত্তম মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। ইষ ও উত্তম মনু দেখ। (৩) পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে ভূতরজঃ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। (৪) প্রাণ নামক অন্যতম বসুর তনয়। ভাগ-৬স্ক-৬। প্রাণ দেখ। (৫) মাদ্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। উর্দ্ধগ ও শ্রীকৃষ্ণের তনয় গণের তালিকা দেখ। (৬) উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (৭) গৃহপতি নামক ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পিতা। ঋক্-৮।১০২।

সহজ—চেদিমৎস্য বংশীয় একজন রাজা। যে অষ্টাদশজন ভূপতি রাজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন তিনি তাহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সহজন্যা—(১) অপ্সরা বিশেষ। তিনি দ্বাদশ জন বৈদিকী অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী ও মনোবতী দেখ। (২) সহজন্যা প্রভৃতি অপ্সরাগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য-গীত করিতেন। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৩। (৩) পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সহজন্যা প্রমুখ কতিপয় অপ্সরা রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শিবের মনোহরণ করিতে প্রয়াস পান। তন্মধ্যে সহজন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী জয়ার রূপ ধারণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৭। মেনকা দেখ। (৪) মেনকা ও সহজন্যা নাম্নী অপ্সরাদ্বয় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাস সূর্য্যরথে

বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (৫) রম্ভা ও সহজন্যা নাম্নী অপ্সরাদ্বয় আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। বরুণ দেখ। (৬) সহজন্যা প্রমুখা দ্বাদশ জন অপ্সরা ষড়ঋতুতে নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্য দেবকে পরিতুষ্ট করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (৭) স্বর্গের ছয়জন প্রধান অপ্সরাদের অন্যতমা সহজন্যা ছিলেন। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে ঐ সকল অপ্সরা আসিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া ছিলেন। মহাভা-আদি-৭৪, ১২৩। (৮) পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট দশজন স্বর্গীয় অপ্সরাদের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বর্গিনী দেখ।

সহজপুত্র—সময়পুত্র দেখ।

সহজা—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সহজিৎ—যে সমুদয় ন্যায়ানুবর্ত্তি রাজারা যমরাজের সভায় বসিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮। সুধন্বা দেখ।

সহদেব—(১) কুরুরাজ পাণ্ডুর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পাণ্ডুর মাদ্রী নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সহ-দেব ও তাঁহার অপর সহোদর নকুল অশ্বিনীকুমারদের অংশভূতা ছিলেন। (মাদ্রী দেখ) মাদ্রী পাণ্ডুর চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলে নকুল ও সহদেব পাণ্ডুর অপর তিন তনয়গণ সহ কুন্তী কর্তৃক লালিত পালিত হন। সহদেব উশনা প্রণীত নীতিশাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহা-রাজ যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন সহদেব তাঁহাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। সহ-দেবের ধর্ম্মানুশাসনে সকলেই প্রীত থাকিতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-সূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে যখন অপর চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন সহদেব দক্ষিণ দিকে অভিযান করেন। তিনি প্রথমে মথুরা নগরী অধিকার করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৎস্যরাজ মহারাজ দন্তবক্র, সুকুমার, সুমিত্র, পটচ্চর ও অপর এক মৎস্যরাজকে বশীভূত করেন। অনন্তর সহদেব নিষাদদিগের অধিকৃত ভূমি স্বাধিকারে আনয়নপূর্ব্বক নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে যাত্রা করেন। কুন্তিভোজ সহদেবের বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তথা হইতে গমনপূর্ব্বক চর্ম্মণ্বতী তীরে উপনীত হন। তথায় বাসুদেবের পূর্ব্ববৈরী জম্ভক রাজের পুত্রকে পরাজিত করেন। অনন্তর সেক নামক দুই পৃথক নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর সন্নিকটে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক রাজ ভ্রাতৃদ্বয়কে স্ববশে আনয়ন করেন। অতঃপর সহদেব ভোজকট নগরাধি-

পতি মহারাজ ভীষ্মক, কোশল রাজ্যাধিপতি, বেণ্বানদীর তীরস্থ মহারাজ আরণ্যক, ও অযোধ্যার পূর্ব্বভাগের অধীশ্বর প্রভৃতি রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করেন। এই ভাবে তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি নাটকেয় ও হেরম্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের পুরীদ্বয় অধিকার করেন। অনন্তর নাটবিক, অর্ব্বুক প্রভৃতি আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করেন। তদনন্তর বাতাধিপতি ও পুলিন্দদিগকে বশীভূত করিয়া তিনি পাণ্ড্যদেশে উপস্থিত হন। তথায় মৈন্দ দ্বিবিদ নামক বানররাজদ্বয়ের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বানর-রাজদ্বয় সহদেবের অসাধারণ বীরত্বে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ রত্নরাজী প্রদান ও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর সহদেব মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মাহিষ্মতী নগরাধিপতি নীলরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে দেব হুতাশন নীলরাজকে সহদেবের বিরুদ্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সহদেব তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নানারূপে অগ্নির স্তব ও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অগ্নি সহদেবকে বলিলেন যে, তিনি নীলরাজ ও তদীয় বংশধরদিগকে সর্ব্বদা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। অতএব সহদেব যেন নীলরাজকে পরাভূত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া অন্যত্র গমন করেন। অনন্তর হুতাশনেরই পরামর্শে নীলরাজ সহদেবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলে সহদেব তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। অতঃপর সহদেব আরও বহুস্থানে গমন করিয়া বহু রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন। অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং গমন না করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তত্তৎ স্থানের রাজগণ সহদেব-প্রেরিত দূতের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোপযোগী বহু ধনরত্ন আহরণপূর্ব্বক সহদেব পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। (মহাভা-আদি-৯৫। সভা-৩৯)। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মের নির্দ্দেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল যখন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কটূক্তি করেন তখন সহদেব বলেন "যাঁহারা কৃষ্ণের সমাদর সহ্য করিতে পারে না আমি তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করি। যদি তাহাদের

ক্ষমতা থাকে, তাহারা ইহার সমুচিত প্রতিফল দিউক", এই কথা বলিয়া সহদেব পাদোত্তলন করিলেও কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসভায় সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর ব্যজন করিতেন। যখন অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ বনগমনে উদ্যত হন, তখন সহদেব শকুনির কপটতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলেন যে তিনি যুদ্ধে শকুনিকে ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিবেন। (মহাভা-সভা-৩২, ৩৪, ৩৮, ৫২, ৬৩, ৬৬, ৭৫—৭৮)। দ্বাদশবর্ষ বনবাসান্তে যখন অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হয় তখন পাণ্ডু-তনয়গণ ছদ্মবেশে ও ছদ্মনাম গ্রহণপূর্ব্বক বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে মনস্থ করেন। সহদেব গো-লক্ষণ, গো-চরিত ও তাহাদের শুভ অশুভ সমুদয় বিষয়ই অবগত ছিলেন; তজ্জন্য তিনি তন্ত্রিপাল নামে নিজের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিরাট-রাজের গো-পরিচর্য্যার কাজ গ্রহণ করেন। (বিরাট-৩) বিরাট রাজ-সমীপে গমন করিয়া কার্য্যগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র এক শমীবৃক্ষে লুকাইত রাখেন। দক্ষিণাচার-পরায়ণ সহদেব যে ধনুঃ দ্বারা দক্ষিণদিক জয় করিয়াছিলেন, সেই ধনু তিনি জ্যা-বিয়োজিত করিয়া শমীবৃক্ষে স্থাপন করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ আরও পাঁচটী ছদ্ম নাম গ্রহণ করেন। সহদেবের নাম হয় জয়দ্বল। (বিরাট-৫)। অনন্তর সহদেব অনুত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া ও তাহাদিগের ভাষা আয়ত্ব করিয়া বিরাট রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বিরাট তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া রাজপুত্রজ্ঞানে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহদেব নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজ নাম বলিলেন অরিষ্টনেমী। তিনি আরও বলিলেন যে পূর্ব্বে তিনি কৌরবদিগের গো-সংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু পাণ্ডবগণ কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করায়, তিনি অন্যত্র কার্য্যান্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিরাটরাজ প্রথমে সহদেবের কথায় প্রত্যয় করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার আকৃতি দর্শনে তোমাকে বৈশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়। তুমি নিজের সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।" তখন সহদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন

যে গো-সংখ্যা কার্য্যই তাঁহার জীবিকা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র ধেনু এবং অন্যান্য লোকের ত্রিশ সহস্র ধেনুর সংখ্যা-গণনার কার্য্যে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে তন্ত্রীপাল বলিত। দশ যোজনের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় ধেনুর সংখ্যা তিনি নিরূপণ করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানও তিনি অবগত আছেন। যে-সকল উপায় দ্বারা গো-সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহা-দিগের কোন রোগ না জন্মে তাহা তিনি বিদিত আছেন। যে সকল ঋষভের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয় সেই সকল ঋষভের লক্ষণও তাঁহার জ্ঞাত আছে। সহদেব এই ভাবে নিজপরিচয় ও গুণের বিবরণ প্রদান করিলে বিরাট-রাজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সকল পশু ও পশুপাল দিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। (বিরাট-১০) কুরুক্ষেত্র সমর আরম্ভ হইলে সহদেব অন্যান্য চারি অগ্রজের ন্যায় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু অরাতি সৈন্য বধ করিয়া পরিশেষে কুরুসেনাপতি শকুনিকে বধ করেন (শকুনি দেখ) কুরুক্ষেত্র সমরান্তে বিজয়ী ভ্রাতাগণ মিলিত হইবার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মাতৃমুখে শ্রবণ করিলেন যে কর্ণ তাঁহাদেরই অন্যতম সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, তখন তিনি অতিশয় আকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। ভীমা-র্জুনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় তখন নানারূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। সহদেবও তখন নানারূপে অহঙ্কার ও আসক্তিহীনতার সুফল এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ না করার কুফল কীর্ত্তন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন। (শান্তি-১৩) যথাকালে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুধিষ্ঠির সহ-দেবকে শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠির সহদেবকে দুর্য্যোধনের অনুজ দুর্ম্মুখের কমল-লোচনা কামিনীগণ-পরিপূর্ণা কনক-ভূষিত ভবন প্রদান করিলেন। (শান্তি-১৩, ৪১, ৪৪) যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতৃগণ-সহ বানপ্রস্থাবলম্বী জ্যেষ্ঠতাত, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন সহদেব জননী কুন্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কাতর ভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অরণ্যে মাতৃসন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা ও তপোনুষ্ঠান করি-বার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জননী কুন্তি-দেবী ও অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের বিশেষ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া

সহস্রপাদ—একজন মুনি। খগম নামক একজন তপঃবীর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। একদিন খগম যখন অগ্নিহোত্র কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সহস্রপাদ কৌতুক বশতঃ তৃণ নির্ম্মিত সর্প দ্বারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খগম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, "তুমি যেরূপ নির্বীর্য্য সর্পের দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছ, তুমি স্বয়ং সেইরূপ নির্বীর্য্য সর্প হও।" সহস্রপাদ বন্ধুর অভিশাপে অতিশয় কাতর হইয়া কিরূপে তিনি শাপমুক্ত হইতে পারিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। খগম তখন বলে যে প্রমতির পুত্র রুরুকে দর্শন করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন। মহাভা-আদি-১১, ১২। রুরু দেখ। (২) সহস্রপাদ ঋষি দ্বৈতবনে বাস করিতেন। মহাভা-বন-২৬। (৩) শিবের একজন অনুচর। তিনি বহু কোটীগণসহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। লি-পূ-১০৩।

সহস্রবাক্—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

সহস্রবাহু—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) স্কন্দ দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে শীতা (নদী) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সহস্রবাহুকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভুরামা-১৮।

সহস্রাক্ষ—(১) মহাদেবের একজন গণ। শঙ্কর যখন ত্রিপুর বিনাশের জন্য গমন করেন, তখন তিনি শঙ্করের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) পাণ্ডুদেশে সহস্রাক্ষ নামে এক পরম বৈষ্ণব নরপতি ছিলেন। তিনি একবার দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া প্রণাম করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে "রাক্ষস হও", বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। নরপতি সহস্রাক্ষ তখন দুর্ব্বাসার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শাপমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন দুর্ব্বাসা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের স্পর্শ লাভকরিয়া সহস্রাক্ষ শাপমুক্ত হইবেন। ঐ সহস্রাক্ষ নৃপতিই দুর্ব্বাসার শাপে দ্বাপরে তৃণাবর্ত্ত নামক রাক্ষস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া তিনি শাপমুক্ত হন। গর্গ-গোল-১৪। (৩) মহাদেবের এক নাম। তিনি সুবর্ণাক্ষ তীর্থে ঐ নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩।

সহস্রানীক—(১) কুরুবংশীয় শতানীকের তনয়। তাঁহার পুত্র অশ্বমেধজ। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) কুরুরাজ সহস্রানীক পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরো-

হণ করেন। তাঁহার পিতা শতানীক ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। সহস্রানীক তদ্রূপ করিতেন না। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলে, সহস্রানীক বলিলেন, "ন্যায়-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয় তাহা সত্য। দান করিলে মানব স্বর্গ লাভ করে এবং এবং পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুখ ভোগ করে তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। কিন্তু আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পিতা এক্ষণে কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন?" নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। তদবধি তাঁহারা তাঁহাদের করণীয় হোমাদি সম্পন্ন করিতে অপারগ হইয়া দুঃখিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হোমাদি লুপ্ত হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। তখন ভাস্করদেব ঐ দ্বিজগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে সহস্রানীকের পিতা শতানীকের বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ এক ব্রাহ্মণ ঐ নগরেই অবস্থান করিতেছেন। দ্বিজগণ সেই সংবাদ পাইয়া সেইরূপ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে মহাতপা ভার্গবকে তপস্যারত দেখিলেন। ভার্গব দ্বিজগণের মনোকষ্টের কারণ অবগত হইয়া, পরলোকে অবস্থিত শতানীকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নরকে উপস্থিত হইয়া শতানীকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন ভার্গব শতানীককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ, ভূমি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কেন আপনি নিরয়ে যাতনা ভোগ করিতেছেন।" তখন শতানীক বলিলেন যে তিনি অন্যায়রূপে পর ধন গ্রহণ করিয়া সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহাকে নরক-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। কেবলমাত্র তাঁহার পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার কষ্টের পরিসমাপ্তি হইবে। অতএব ভার্গব যেন সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া সহস্রানীককে সাধুসঙ্গ করিতে বলেন। তখন ভার্গবের প্রশ্নের উত্তরে দিবাকর তাঁহাকে সাধুসঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। ভার্গবও তাহা সহস্রানীকের নিকট আসিয়া কীর্ত্তন করিলেন। ভার্গবের বাক্যে সহস্রানীক পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বিদেশে গমন করিলেন। তথায় তিনি বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক এক পুষ্করিণী খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং যথোপযুক্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যা-

বর্ত্তন পূর্ব্বক ভার্গবের উপদেশ অনুসারে যথাশাস্ত্র সেই ধন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তখন তাঁহার পিতা শতানীক নরকভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২৭। (৩) বিধূম নামক এক বসুকে ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বিধূম তখন বিবেচনা করিয়া শতানীকের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরাও ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যলোকে অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মার কন্যারূপে জন্মলাভ করে। শতানীকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সহস্রানীক (শাপভ্রষ্ট বিধূম) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র একবার তাঁহাকে অমর-লোকে নিমন্ত্রণ করেন। সহস্রানীক তথায় যাইয়া ইন্দ্রের নিকট তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁহার ভাবিনী ভার্য্যা কৃতবর্ম্মা-দুহিতা মৃগাবতীর বিষয় অবগত হইলেন। অতঃপর স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহস্রানীক অনুসন্ধান করিয়া মৃগবতীকে বিবাহ করিলেন। ঐ মৃগবতীর গর্ভে সহস্রানীকের উদয়ন নামে এক পুত্র জন্মে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহার হস্তে নিজ রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া মনুষ্য জন্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চক্রতীর্থে গমন করেন এবং তথায় স্নান করিয়া শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

সহস্রাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর তনয়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাবলোক। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। মৎ-১২। (২) ঐ বংশীয় অহীনাশ্বের তনয় সহস্রাশ্ব। তৎপুত্র চন্দ্রালোক। অগ্নি-২৭৩। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনরের তনয়। সহস্রাশ্বের পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক। লি-পূ-৬৬।

সহা—অন্যতমা অপ্সরা। মহাভা-বন-৪৩।

সহিত—দহন নামক অগ্নির পুত্র সহিত অগ্নি। তিনি অদ্ভুতাকার, যশস্বী ও প্রায়শ্চিত্তের হুতহব্য-ভোজনকারী বলিয়া বিদিত হন। মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সহিষ্ণু—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম মৎ-৯। হরি-হরি-৭। সৌর-৩৩। বিষ্ণু-৩য়-১। গরু-পূ-৮৭ কূর্ম্ম-পূ-৫০। চাক্ষুষ মনু, অতিনামা, মধুশ্রী ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) প্রজাপতি পুলহের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫২। লি-পূ-৫। অগ্নি-২০। শিব-বায়ু-পূ-১৫। ভাগ-৪স্ক-১। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। কূর্ম্ম-পূ-১৩। বিষ্ণু-১ম-১০। গরু-পূ-৫। (৩) রৈবত মনুর দশপুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৪) বরাহকল্পের ষড়বিংশ দ্বাপরে সহিষ্ণু নামে এক শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উলূক, সর্ব্বক বৈদ্যুত ও আশ্বলায়ন নামে চারিটি

পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৫) সহিষ্ণু নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের উলূক, বিদ্যুত, শম্বূক ও আশ্বলায়ন নামে চারি পুত্র ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পু-৫২। শিব (১৪) দেখ।

সাংকৃতি—(১) ভরত বংশীয় নরের পুত্র। তাঁহার তনয় গুরুবীর্য্য ও ত্রিদেব। বায়ু-৯৯। (২) বিশ্বমিত্র-বংশীয় একজন ঋষি। হরি-হরি-২৭।

সাংকৃত্য—(১) জনৈক ঋষি। তাঁহার বংশে নিমি নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

সাংখ্যায়ন—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ। (২) পরম বৈষ্ণব সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৃহস্পতিকে তাহা প্রদান করেন। বৃহস্পতির নিকট হইতে সংহিতাকার সূত তাহা লাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ-৩। ভাগ-৩স্ক-৮।

সাক্ষিপ—উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ।

সাগর—(১) মেরুর অন্যতমা কন্যা বেলা সাগরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৩০। (২) দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য সরস্বতী বাড়ব-অগ্নিকে সাগর হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাতে সাগরের সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। পরে সাগরের অনুরোধে বিষ্ণু জলকে অক্ষয় করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৪। বাড়ব ও সরস্বতী (৮) দেখ। (৩) সাগরের ভার্য্যা জাহ্নবী। মহাভা-উদ-১১৬।

সাগরবেগী—রেবা দেখ।

সাগ্নি—অন্যতম পিতৃগণ। মার্ক-৫২। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সাঙ্কৃতিক—মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম অপত্য। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ ও অঙ্গিরা দেখ।

সাত্ত্বগুহ—শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতীর স্বামী। বায়ু-৭০।

সাত্ত্বত, সাত্বত—(১) যদুবংশীয় জন্তুর পুত্র। তাঁহার তনয় ভজমান, বৃষ্ণি, অন্ধক ও দেবাবৃধ। অগ্নি-২৭৫। (২) পাঞ্চালাধিপতি সাত্ত্বত শুকদেবের কন্যা কুন্তীকে বিবাহ করেন। কুন্তীর গর্ভে সাত্ত্বতের ব্রহ্মদত্ত, কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে চারি পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৩) যদুবংশীয় অংশু হইতে বেত্রকীর গর্ভে সাত্ত্বত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। কৌশল্যার গর্ভজাত সন্তানগণ সাত্ত্বতগণ বলিয়া পরিচিত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) যদুবংশীয় পুরুদ্বহের পুত্র সত্ত্ব। তাঁহার তনয় সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাত্ত্বত। বায়ু-৯৫। (৫) যদুবংশীয় সত্ত্বতের পুত্র সাত্ত্বত। তাঁহার তনয় ভজিন, ভজমান, অন্ধক,

মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃধ। গরু-পূ-১৪২। (৬) অংশুর তনয় সাত্বত। তাঁহার পত্নী কৌশল্যা। সাত্বতের পুত্রদের নাম—ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। সত্বত দেখ। (৭) অংশুর তনয় সত্ব; তাঁহার তনয় সাত্বত। সাত্বতের পুত্রগণের নাম—ভজন, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি। লি-পূ-৬৮, ৬৯। (৮) যদুবংশীয় আয়ুর তনয় সাত্বত। তাঁহার তনয় ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৯) শ্রীকৃষ্ণের একনাম। তিনি কখনও সত্ত্ব হইতে চ্যুত হন না, তাই তাঁহার নাম সাত্বত। মহাভা-উদ্-৬৯। শান্তি-৩৪৩। শ্রীকৃষ্ণের নামের অর্থ দেখ। (১০) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-২৩৮পৃঃ।

সাত্বিক—গৌড়দেশে কাবেরী নদীর তীরে সাত্বিক নামে একজন কঠোর তপস্যা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দেহান্তে স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গে অবস্থান কালে তিনি অন্যান্য স্বর্গবাসী মুনিগণের সহিত অশোভন ব্যবহার করেন, তাহাতে সেই মুনিগণের শাপে তিনি এক দুর্ম্মুখ রাক্ষসরূপে জন্মলাভ করেন। শত্রুঘ্ন যখন রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লইয়া পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই অশ্বকে স্তম্ভিত করেন। পরে রামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। পদ্ম-পাতা২৮

সাত্যকি—(১) যদুবংশীয় সত্যকের তনয়। হরি-হরি-৩৪। সৌর-৩১। মহাভা-আদি-৬৩। (২) সাত্যকির তনয় সত্যবান ও যুযুধান। মৎ-৪৫। (৩) সাত্যকির নামান্তর যুযুধান। তাঁহার তনয় ভূতি। বায়ু-৯৬। (৪) সাত্যকির (যুযুধানের) তনয় অসঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) সাত্যকি-যুযুধানের তনয় ধুনি। অগ্নি-২৭৫। (৬) হিরণ্যকশিপু-তনয় প্রহ্লাদই দ্বাপরে সাত্যকিরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গোল-৫। (৭) সাত্যকি বায়ু-দেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) সত্যকের তনয় সাত্যকি ও যুযুধান। যুযুধানের তনয় অসঙ্গ। লি-পূ-৬৯। (৮) সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত সহচর ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগেরও পরম হিতাকাঙ্খী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সমরান্তে পাণ্ডবদিগের পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি মাত্র জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেকপরে প্রভাসতীর্থে অন্যান্য যাদবগণের সহিত মদ্যপান করিয়া তিনি কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করেন। বিশেষভাবে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত ও অসহায় অবস্থায় বধ করিবার জন্য সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে

অশেষরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সাত্যকি কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণ মিলিত হইয়া সাত্যকি ও তাঁহার সাহায্যার্থ আগত প্রদ্যুম্নকে নিহত করিলেন। মহাভা-মৌষল-৩। (৯) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সংগ্রাম করা উচিত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন তখন বলদেব পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি বলদেবকে অতিশয় তিরস্কার করেন। মহাভা-উদ্-২। (১০) শিনিরাজ সাত্যকি অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার ক্ষমতায় অতিশয় আস্থাবান্ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেন। মহাভা-উদ্-২১, ৪৭, ৫৬, ৮০।

সাত্যমুগ্রি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যদগ্ধ দেখ।

সাদ্য—বরাহকল্পের দ্বিতীয় দ্বাপরে সাদ্য নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। সুতার দেখ।

সাত্যরথী—জনক-বংশীয় সত্যরথের তনয়। তাহার পুত্র উপগু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

সাদ্যসুগ্রীবি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদা দেখ।

সাধক—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। রৈবত মনু দেখ।

সাধন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ ও মঙ্গল দেখ।

সাধিত—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈকৃতিগালব দেখ।

সাধু—সাধু নামক এক বণিক উল্কামুখ নামক এক রাজার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করেন। ঐ পূজার ফলে নিঃসন্তান সাধু এক কন্যা লাভ করেন। যথাকালে তিনি ঐ কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতা সহ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করেন। সাধু বণিক সত্য-নারায়ণ দেবের পূজা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু অপ্রমাদ বশতঃ পূজা না করায়, সত্যনারায়ণদেব তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তৎফলে সাধু ও তাহার জামাতা যখন অপর এক রাজার রাজ্যে বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তখন সত্যনারায়ণের চক্রান্তে তাঁহারা উভয়েই রাজকারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এদিকে গৃহে সাধুর পত্নী ও কন্যা বহুদিন তাঁহাদের সংবাদ না পাইয়া প্রতিবেশীদের পরামর্শে সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করেন।

তাহাতে তুষ্ট হইয়া দেব সত্যনারায়ণ সাধু ও তাহার জামাতার মুক্তিবিধান করেন। অতঃপর যখন সাধু ও তাহার জামাতা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন দেব সত্যনারায়ণ এক দণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া সাধুর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নৌকায় কি আছে?" সাধু তাঁহাকে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ভাবিয়া পরিহাসচ্ছলে বলেন, "আমার নৌকায় লতাপাতা আছে।" দেব-সত্যনারায়ণ সাধুর মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হউক।" অমনই সাধুর নৌকাস্থিত সমস্ত দ্রব্যই লতাপাতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বণিক হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার জামাতার পরামর্শে বণিক সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করিলে, তাঁহার কৃপায় বণিকের দ্রব্যাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩৫।

সাধ্বী—(১) নারায়ণ-মহিষী লক্ষ্মীর এক নাম। ব্রহ্মা-৩১। (২) দেবী-দুর্গার এক নাম। তন্ত্রঃ-৭৩২ পৃঃ। দেবীপু-৩৭।

সাধ্য—(১) অত্রি নামক শিবাবতারের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-২৪; ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। সমবুদ্ধি দেখ। (২) দক্ষের অনতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর একতরা সাধ্যার গর্ভে সাধ্য নামে দেবগণ উৎপন্ন হয়েন। তামস মন্বন্তরে সাধ্য নামে দেবগণ ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ৭। সাধ্যা দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁহারা অজিত নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে দেবগণ হয়েন। ঐ সাধ্যদেবগণ সংখ্যায় দ্বাদশজন ছিলেন ও তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। বায়ু-৬৭, ৬৬। অনুমন্তা দেখ। (৪) চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে সাধ্য নামে খ্যাত যে দ্বাদশজন ধর্ম্মের তনয় সাধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই আবার বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে দ্বাদশ আদিত্যরূপে উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৭। জয়দেবগণ দেখ। (৫) একবার মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজকরূপে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন সাধ্যগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন। মহর্ষি আত্রেয়ও সাধ্যগণের প্রার্থনায় নানা সদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-উদ্-৩৫। (৬) সাধ্যগণ মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৭) ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন-ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও সাধ্যগণ প্রভৃতি সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে থাকেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। (৮) কোনও সময়ে

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) হেমময় হংস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে উপস্থিত হন। সাধ্যগণ তাঁহাকে মোক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সাধ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি মোক্ষধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক আরও অন্যান্য বিষয় কীর্ত্তন করেন। প্রজাপতি যে সমুদয়বিষয় কীর্ত্তন করেন তাহাদের সারাংশ এই—দেহই কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এবং জীবই সত্য। মহাভা-শান্তি-৩০০। (৯) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ সাধ্য (দেব) গণের নাম—ভানু, মনু, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীর্য্যবান্, চিত্তহার্য্য অয়ন, হংস, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু। মৎ-২০৩। (১০) দেবতাদের যে আটটি গণ আছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে সাধ্য-গণ। ব্রহ্মা-৭১। ভৃগুগণ দেখ। (১১) প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারায়ণ সাধ্যদেব-গণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বায়ু-৭০। (১২) বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষমনুর উদ্ভব হয়। বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ তাঁহারই সন্তান ভাগ-৬স্ক-৬। (১৩) মহাদেবের সহিত যখন অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হয় তখন সাধ্যগণ অন্ধকাসুরের অনুচর নিবাতকবচের সহিত যুদ্ধ করেন। বাম-৬৯। (১৪) সাধ্যগণের পুত্র অর্থসিদ্ধি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (১৫) কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ভক্ত শিষ্যগণই সাধ্যদেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অভু-রামা-৫। (১৬) দ্বাদশজন সাধ্যদেবগণের নাম—মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (১৭) সুমনা নগরে সাধ্য নামে একজন রাজা ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সাধ্য-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পরে রাজা দশরথ সাধ্যরাজের পুত্র ভূষণের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া সাধ্যরাজকে মুক্তি প্রদান করেন। পদ্ম-পাতা-৭১।

সাধ্যবুদ্ধি—সমবুদ্ধি দেখ।

সাধ্যা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতরা। তাঁহার গর্ভে সাধ্য-দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫, ১৭১, ২০৩। হরি-হরি-৩, ২১৮। অগ্নি-১৮। সৌর-২৮। বায়ু-৬৬, ৬৭। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক-৬। গরু-পূ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। লি-পূ-৬৩। ব্রহ্মপু-৩। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১।

সাধ্যাসাধ্য—অত্রি নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২। সমবুদ্ধি দেখ।

সানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। (২) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। সত্যভামা দেখ।

সানুগ্রাহ—একজন বানর-সেনাপতি। তিনি রামের সহিত লঙ্কায়

গিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৫।

সানুপ্রস্থ—একজন বানর সেনাপতি তিনি রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন রামা-লঙ্কা-৪১।

সানুরাগা—দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কালিকা-৩৪। অনবস্থা দেখ।

সান্দিপনী—(১) কাশী দেশোৎপন্ন অবন্তীপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু ছিলেন। বাসুদেব ও বলদেব তাঁহার নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া পরে অস্ত্র-শস্ত্রাদি শিক্ষা লাভ করেন। সান্দি-পনী মুনির পুত্র প্রভাসক্ষেত্রে সাগর জলে নিরুদ্দিষ্ট হয়। সান্দিপনী গুরু দক্ষিণার জন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে বলেন "তোমরা আমার মৃত পুত্রকে আনয়ন করিয়া দেও। ভ্রাতৃদ্বয় তাহাই করেন। "শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল" দেখ।

সাবয়স—সবয়া দেখ।

সাবর্ণ, সাবর্ণি (মনু)—(১) ভবিষ্য মনুদিগের মধ্যে সাবর্ণি নামে অনেক গুলি মনু ছিলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা "মনু" নামের সহিত দেওয়া হই-য়াছে। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য (বিবস্বান) হইতে দুইজন মনু উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বৈবস্বত মনু আখ্যা প্রাপ্ত হন। অপর জন সাবর্ণি মনু নামে পরিচিত হন। সাবর্ণি মনু সূর্য্য হইতে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এত-দ্ভিন্ন মহর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন আরও চারিজন সাবর্ণি মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু-১০০। মনু (১২৯৯ পৃঃ) দেখ। (৩) বিবস্বান হইতে ছায়া-সংজ্ঞার গর্ভে যে সাবর্ণ মনু উৎপন্ন হন, তিনি অষ্টম মনু। তাঁহার অধিকার কালে সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য নামে তিনটি দেবগণ ছিলেন। বিরোচন-পুত্র বলি ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। তাঁহার বিরজা, অর্ব্ববীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু নামক পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। মার্ক-৮০। (৪) চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজাই দেবী ভগবতীর বরে মরণান্তে সূর্য্য হইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণি নামে মনু হয়েন। মার্ক-৮১, ৯৩। দেবীভা-১০স্ক ১২। সংজ্ঞা দেখ। (৫) সংজ্ঞা-গর্ভজাত বিবস্বানের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার অগ্রজের সবর্ণ লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম হয় সাবর্ণি। মৎ-১১। (৬) অনাগত মন্বন্তরে সাবর্ণি নামে কয়েকজন মনুর উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মধ্যে এক জন সূর্য্যের তনয়। অপর চারিজন প্রজা-পতি পরমেষ্ঠির অপত্য। তাঁহারা দক্ষের দৌহিত্র। এই মহাতেজস্বী মনু-গণ সুমেরু শৈলোপরি মহা তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁহারা মেরু-সাবর্ণি নাম লাভ করেন। হরি-হরি-৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। মনু (১২৯৮ পৃঃ)

দেখ। (৭) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পর পাঁচজন সাবর্ণি মনুর উদ্ভব হয়। তাঁহা-দের মধ্যে প্রথম জন (অর্থাৎ অষ্টম মনু) সংজ্ঞার গর্ভজাত সূর্য্যের পুত্র ছিলেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর সময়ে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর সময়ে দ্বিষিমন্ত নামক দেব গণ স্বর্গে অবস্থান করিতেন, তৃতীয় সাবর্ণি মনুর সময়ে তিনটি দেবগণ স্বর্গে বিরাজ করিতেন। চতুর্থ সাবর্ণি মনুর সময়ে ব্রহ্মার মানস পুত্র পাঁচটি দেবগণ ছিলেন। ঐ সাবর্ণি মনুদিগের পুত্রদের নাম এইরূপঃ—(ক) প্রথম সাবর্ণি মনুর পুত্রগণ—অবনীবান, সুমন্ত্র, ধৃতিমান, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, রাজা এবং সুমতি (খ) দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর পুত্রগণ অক্ষ, উত্তমৌজা, ভূরিষেণ, বীর্য্যবান, শতা-নীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা। (গ) তৃতীয় সাবর্ণি মনুর সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক ক্ষেমক দৃঢ়েয়, পণ্ডক, দর্শ, উরু ও বাহু। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৮) অষ্টম মনু সাবর্ণি নামে খ্যাত। তিনি প্রথম সাবর্ণি মনু। তাঁহার পর আরও ছয়জন সাবর্ণি মনু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুতপা বিরজা ও অমৃতপ্রভা নামে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। বিরোচন-সুত বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই প্রথম সাবর্ণি মনুর নির্ম্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম দক্ষ সাবর্ণি। তিনি নবম মনু। তাঁহার দীপ্তিকেতু, ভূতকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের পার ও মরীচি গর্ভ নামে দুইটি গণ ছিল। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল অদ্ভুত। তৃতীয় (ব্রহ্ম) সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে দেবতাগণ সুবাসন ও অবিরুদ্ধ নামে পরিচিত ছিলেন। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিল (বিষ্বক্‌সেন দেখ)। চতুর্থ সাবর্ণির পুত্রগণের নাম সত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি। ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বৈধৃত। বিহঙ্গম, কামগম ও নির্ব্বাণ-রুচী প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। (বৈধৃতা দেখ)। পঞ্চম (রুদ্রা) সাবর্ণি মনুর দেববান্, দেবশ্রেষ্ঠ, উপদেব প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ মন্বন্তরে ঋত-ধামা নামে ইন্দ্র ছিলেন এবং দেবতা-দের হরিত প্রভৃতি গণ ছিল। (সত্য-সহা দেখ)। ষষ্ঠ (দেব) সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা নামে দেবতাদের দুইটি গণ ছিল। তখন দিবস্পতি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং চিত্র-সেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিলেন। সপ্তম (ইন্দ্র) সাবর্ণি মন্বন্তরে শুচি ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। পবিত্র ও সংজ্ঞক নামে দেবতাদের গণ ছিল। ইন্দ্র সাবর্ণির উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি কতিপর পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। অগ্নি-১৫০। (৯) প্রথম সাবর্ণি মনুর

পুত্রগণ—বিরজ, অর্ব্বরীবান, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি। ঐ মন্বন্তরে সুতপা, অমৃতাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ ছিলেন। এই সময়ে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাবর্ণি (দক্ষ-সাবর্ণি) মনুর ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যুম্ন, ঋচীক, বৃহদ্‌গুণ নামে কতিপয় পুত্র ছিল। এই সময়ে দেবতারা পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা এই তিনটি গণে বিভক্ত ছিলেন এবং অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তৃতীয় (ধর্ম্মসাবর্ণি) মনুর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুরিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি, ও ইন্দ্র এই কয় পুত্র ছিল। এই সময়ে প্রাণ নামে পরিচিত একশত দেবতা ছিলেন, এবং ইন্দ্রের নাম ছিল শান্তি। রুদ্র-সাবর্ণি (একাদশ) মনুর সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরু, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়েষু ও আর্দ্রক নামে কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ সময়ে মনোহর দেহ বিশিষ্ট কামগামী বিহঙ্গগণ উৎপন্ন হন। ঐ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বৃষ। দ্বাদশ (দক্ষ) সাবর্ণি মনুর, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা, এই কয় পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং সুধর্ম্মা, সুতপা, হরিত, রোহিত ও তারা নামে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। গরু-পু-৮৭।

সাবর্ণি—(১) নৈমিষারণ্য নিবাসী একজন মহাতপা ঋষি। তাঁহারই প্রার্থনায় বায়ু দেব তাঁহার নিকটে বেদসম্মত পুরাণকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা-২০। বায়ু-২১। (২) সত্যযুগে সাবর্ণি নামে একজন মনু ছিলেন। তিনি মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমে ছয় হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া রুদ্রের বরে জরা-মরণ-শূন্য হন। শিব-ধর্ম্ম-২। কূর্ম্ম-পু-২৫। (৩) সংহিতাকার রোমহর্ষণের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বয়ংও একখানি চতুষ্পাদ পুরাণ প্রণয়ন করেন। সোমদত্ত বংশোদ্ভব সাবর্ণি একখানি সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি আবার তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। বেদ সমূহের শাখার মধ্যে সাবর্ণিক শাখা তৃতীয়। ব্রহ্মা-৬১। বায়ু-৬১। বিষ্ণু-৩য়-৬। ভাগ-১-স্ক-৭। (৪) কপিল সাবর্ণি প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ওঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রে এক পার্থিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া "ভং ভু" ধ্বনা করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই শিবলিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া যান। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪।

সাবর্ণিক—(১) বারাহকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তিনি তাহাদের অন্যতম। লি-পু-৭। (২) ভৃগুবংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

সাবর্ণ্য—সংহিতাকার সৈন্ধবায়নের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭।

সাবিত্র—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মৎ-৫। রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ। (২) মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১৯৬। মরুত্বতী ও মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (৩) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম সাবিত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম সাবিত্র। মহাভা-অনু-১৫০। রামা-উত্ত-৩২।

সাবিত্রী—(১) মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ধরিয়া এক কন্যা লাভ করেন এবং দেবীর নামানুসারে কন্যারও নাম রাখেন সাবিত্রী। কালক্রমে সাবিত্রী বিবাহ-যোগ্যা হইলে অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন এবং নানারূপ বিবেচনার পর কন্যাকেই নিজ মনোমত পতি অন্বেষণে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। সাবিত্রী পিতার উপদেশে রথারোহণে দেশ পর্য্যটন করিতে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল নানাদেশে, তীর্থস্থানে এবং মুনিদিগের আশ্রমে বিচরণ করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নিজ পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, তিনি শালদেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। সাবিত্রী যখন তাঁহার পিতাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। নারদ সাবিত্রীর কথা শুনিয়া অশ্বপতিকে বলিলেন, "সত্যবান্ নানা সদ্‌গুণের অধীশ্বর হইলেও এক দোষের জন্য কাহারও তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না। সত্যবানের আয়ু অতি অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাহার পরমায়ু শেষ হইবে। সুতরাং সাবিত্রী যদি তাহাকে বিবাহ করে, তবে তাহাকে অকালে বৈধব্যাবস্থায় পতিত হইতে হইবে।" অশ্বপতি রাজা দেবর্ষির কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কন্যাকে বলিলেন, "কন্যে, তুমি অগত্যা সত্যবানের পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও পতিরূপে নির্ব্বাচন কর।" সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে বলিলেন, "আমি একবার যাঁহাকে মনে মনেও পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আর কাহাকেও নির্ব্বাচন করিতে পারিব না। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন।" সাবিত্রীর এই রূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং অশ্বপতিকে বলিলেন যে সাবিত্রী যখন সত্যবানকে বিবাহ করিতে এতদূর দৃঢ়সঙ্কল্পা, তখন সত্যবানের

হস্তেই তাহাকে সমর্পণ করা হউক। তখন নরপতি অশ্বপতি দ্যুমৎসেনের সমীপে গমন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সমুদয় বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং দ্যুমৎসেন রাজার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে সাবিত্রী পতিসহ অরণ্যে শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিত বাসকরিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদের বাক্য কিন্তু তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে লুপ্ত হয় নাই। তিনি বিবাহের পর হইতে দিন গণনা করিতেন। পরিশেষে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে সত্যবানের জীবনের আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বন করিলেন। চতুর্থ দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং সত্যবানের শেষ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া অনাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা বর্দ্ধিত হইলে সত্যবান এক পরশু স্কন্ধে লইয়া কাষ্ঠ ছেদনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রীও তাঁহার সহিত গমন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। সত্যবান প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু সাবিত্রী পরে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের সহিত গমন করিলেন। অরণ্যে সত্যবান প্রথমে নানাবিধ ফল-মূলাদি আহরণ করিয়া পরিশেষে কাষ্ঠ ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে সহসা তিনি অতিশয় শিরঃপীড়া অনুভব করিলেন এবং সাবিত্রীর সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। কিয়ৎকালে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র পরিহিত, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, পাশহস্ত এক ভয়ানক পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতি সতর্কতার সহিত স্বামীর মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ (যম) নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে সত্যবানের আয়ু শেষ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সাবিত্রী পুনরায় বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাধারণতঃ কৃতান্তের অনুচরগণই হতায়ু জীবগণকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যম স্বয়ং কেন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যম উত্তর করিলেন যে সত্যবান পরম ধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণবান ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কৃতান্ত সত্যবানের দেহ মধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ

সমুদ্ভূত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয় দর্শন হইল। অতঃপর অন্তক সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে প্রয়াণ করিলেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রীও দুঃখার্ত্তাচিত্তে যমের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যম সাবিত্রীকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি এক্ষণে বাস-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সত্যবানের ঊর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর।" সাবিত্রী বলিলেন যে তাঁহার পতি যথায় নীত হন বা স্বয়ং যথায় গমন করেন তাঁহারও তথায় গতি। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী গার্হস্থ্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া যমকে নিবেদন করিলেন। যম তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর। সত্যবানের জীবন ভিন্ন অপর যে বরই প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব।" তখন সাবিত্রী প্রথমে যম রাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার অন্ধ শ্বশুর যেন পুনরায় দৃষ্টি-শক্তি লাভ করেন। যমরাজ সেই বরই প্রদান করিয়া সাবিত্রীকে প্রত্যা-গমন করিতে বলিলে, সাবিত্রী বলি-লেন যে, তাঁহার স্বামী যেখানে থাকেন সেই স্থানই তাঁহার পরম তীর্থ স্বরূপ। তদ্ভিন্ন তিনি সাধু সংসর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহেন না। তখন যমরাজ তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর আর যে কোনও বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন সাবিত্রী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাব শ্বশুর যেন পূর্ব্বা-পহৃত রাজ্য লাভ করেন এবং তিনি যেন স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হন। যমরাজ সেই বরও প্রদান করিলেন। এই রূপে যমরাজের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সাবিত্রী ক্রমে আরও অনেক বর লাভ করিলেন। যমের নিকটে তাঁহার পিতা অশ্বপতির বংশ-ধর শত ঔরসজাত পুত্র লাভ এবং সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত পুত্রের জন্মলাভ এই দুই বর লাভ করিবার পর যমরাজ কর্ত্তৃক প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া সাবিত্রী বলিলেন যে পতি ব্যতীত তিনি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না, সত্যবান ব্যতিরেকে স্বর্গ সুখও তিনি কামনা করেন না। তদ্ভিন্ন যমরাজ যখন তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, সত্যবান হইতে তাঁহার গর্ভে শত পুত্র জন্মলাভ করিবে, তখন সত্যবান জীবিত না হইলে কি করিয়া যমরাজের বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়। যমরাজ তখন সাবিত্রীর বাক্চাতুর্য্যে পরা-ভূত হইয়া আনন্দিত চিত্তে সত্যবানের

জীবন দান করিলেন। সত্যবান তখন পুনর্জীবিত হইলে সাবিত্রী পতি সহ শ্বশ্রূ-শ্বশুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই যমরাজের বর-প্রভাবে নৃপতি দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি লাভ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সত্যবান ও সাবিত্রীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কিত ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্যুমৎসেনের আশ্রমের সন্নিকটস্থ অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাদিগকে তখন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সাবিত্রী ও সত্যবান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রী তাঁহাদিগের নিকট সমুদয় ঘটনা কীর্ত্তন করিলে সকলেই তাঁহার অশেষরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে শালদেশ হইতে প্রজাবর্গ আগমন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন যে অন্ধরাজ দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী শত্রুগণকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা দ্যুমৎসেনকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তখন রাজা দ্যুমৎসেন আশ্রম বাসীদের নিকট বিদায় লইয়া পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বরাজ্যে গমন করিয়া পুনরায় প্রজা পালনে নিযুক্ত হইলেন। মহাভা-বন-২৯১-২৯৭। (২) সূর্য্যদেবের এক কন্যার নাম সাবিত্রী। তাঁহারই অনুজা তপতী সংবরণ রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২৭১, ২৭২। (৩) সূর্য্য দেব তাঁহার কন্যা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-বন-১০৯। (৪) সাবিত্রী দেবী সবিতার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদীদিগকে আশ্রয় করেন। মহাভা-উদ্-১০৭। (৫) দেবী শতরূপার একনাম সাবিত্রী। মৎ-৩। শতরূপা দেখ। (৬) সাবিত্রী দেবী ভগবতী আদ্যাশক্তির চতুর্থ অংশভূতা। তিনি বেদ চতুষ্টয়, বেদাঙ্গসকল, ছন্দ সমূহ, সন্ধ্যাবন্ধনাদি, ক্রিয়ামন্ত্র এবং তন্ত্রাদির মাতৃস্বরূপিণী। এই দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মতেজোময়ী এবং সর্ব্বসংস্কাররূপিণী। তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। তিনি পরমব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীভা-৯স্ক-১। (৭) পূর্ব্বে গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণ দেবী সাবিত্রীকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু সাবিত্রী দেবী তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই। তখন পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে দেবী সাবিত্রীর আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-২৬। (৮) দেবীভাগবতের ৯ম স্কন্ধে যম-সাবিত্রী সংবাদ নামক

অধ্যায়গুলিতে (২৮ অঃ হইতে ৩৯অঃ) দান, ধর্ম্ম, কর্ম্মফল, নরকভয়, পাপফল প্রভৃতি বহু বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৯) মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলে, দেব নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া মধু-কৈটভও তাহাদের রূপ ধারণ করে। অতঃপর দানব ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ মনোনীত করিয়া দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাদের আকৃতির বৈলক্ষণ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া জপে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার মস্তক হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি ব্রহ্মার শিরোভেদ করিয়া উৎপন্না হন বলিয়া পিতামহ তাঁহার নাম রাখিলেন সাবিত্রী। এতদ্‌ভিন্ন সেই কন্যা মহাব্যহৃতি, একানংশা প্রভৃতি নামেও পরিচিতা হন। বায়ু-২৫। (১০) ভজমান বংশীয় রাজা দেবাবৃধ একটী সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র কামনায় তপস্যা করেন এবং তপস্যাকালে যোগবলে পর্ণাশা নদীর জল লইয়া আচমন করেন। ঐ নদী দেবাবৃধের মনোভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সাবিত্রী নাম্নী এক সুন্দরীর রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবাবৃধ রাজার পত্নীত্ব গ্রহণ করেন। ঐ মনুষ্যরূপধারিণী সাবিত্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবাবৃধ রাজার বভ্রু নামে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। (১১) আদ্যাশক্তি সনাতনী জগদম্বাই লীলাবশে দক্ষ-কন্যা সতী, হিমালয়-দুহিতা উমা, বিষ্ণু-জায়া লক্ষ্মী, এবং ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-৩য়-১৫। বৃহদ্ধ-মধ্য-১-৩। শ্রীমহাভা-৩। সতী (৬) এবং ব্রহ্মা (৭৭) দেখ। (১২) সৃষ্টির প্রারম্ভে শতরূপা নামে যে নারী বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারই নামান্তর সাবিত্রী। তিনি ব্রহ্মার ভার্য্যা ছিলেন। তিনি পুলস্ত্যাদি ঋষিগণকে, দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে ও স্বায়ম্ভুব-আদি মনুগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাকালে পুষ্কর-কল্পে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সলিল-নিমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। তখন আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, দেবতা, রুদ্র, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ কোকামুখ ক্ষেত্রে সেই বরাহদেবের পূজা করেন। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দ্দেশে ব্রহ্মা তথায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আহুতি প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে ঋত্বিকগণ সাবিত্রীদেবী সহ ব্রহ্মাকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সাবিত্রীদেবী তখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবীগণ, তখনও উপস্থিত হন নাই; এই সব কারণে তিনি যজ্ঞস্থলে গমন করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট সময়ও অতিক্রান্ত প্রায়

হইল। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন "তুমি সত্বর অপর যে কোনও নারীকে যজ্ঞস্থলে লইয়া আইস। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বিচারে প্রয়োজন নাই। কেবল যজ্ঞস্থলে আমার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, এইরূপ কোনও নারীকে তুমি সত্বর লইয়া আইস।" ব্রহ্মার বাক্যে ইন্দ্র ধরাতলে গমন করিয়া ঐরূপ একটী কুমারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও অপরিগৃহীতা নারীর দর্শন পাইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর এক পরমা সুন্দরী আভীর-কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাকেই ব্রহ্মার যজ্ঞকার্য্যে সাহায্য করিবার উপযুক্তা কন্যা বিবেচনা করিয়া শক্র প্রথমে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে কুমারী বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিলেন। অতঃপর বলপূর্ব্বক আহরিতা সেই আভীর-কন্যাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক ব্রহ্মা গন্ধর্ব্ব-মতে তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহাকে নিজ বাম পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কিয়ৎকাল মধ্যে অন্যান্য দেবপত্নীগণ সমাগত হইলে, সাবিত্রীদেবী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে অশেষরূপে তিরস্কার করিলেন। ব্রহ্মা তখন কেন যে তিনি ঐ আভীর-কন্যাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ-সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা সম্যক রূপে বুঝাইয়া দিয়া কাতর-বাক্যে সাবিত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাবিত্রীর ক্রোধোপশম হইল না। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে মর্ত্ত্যে কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসে একবার তাঁহার পূজা হইবে। ইহা ভিন্ন তিনি আর কখনও পূজা প্রাপ্ত হইবেন না। অতঃপর সাবিত্রী একে একে অন্যান্য দেব ও ঋষিগণকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রকে বলিলেন যে তিনি সংগ্রামে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া পরম দুর্দ্দশা ভোগ করিবেন। বিষ্ণুকে বলিলেন যে তিনি মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্য্যাবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবেন। শিবকে অভিশাপ দিলেন যে দারুক-বনস্থিত ঋষিদিগের শাপে তিনি লিঙ্গহীন হইবেন। অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি সর্ব্বপ্রকার অমেধ্য-ভোজী হইবেন এবং ব্রাহ্মণ-গণকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁহারা বৃথা-প্রতিগ্রহ, বৃথা-অগ্নিহোত্র ও বৃথা বনাশ্রয়ী হইবেন। এইভাবে তিনি

ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণদিগকে অভিশাপ প্রদানান্তর সভা হইতে নির্গতা হইয়া তাঁহার সহাগতা অন্যান্য দেবীগণকে বলিলেন, "আমি আর এস্থলে থাকিব না। আমি এরূপ এক স্থলে যাইতে চাই, যে স্থলে যজ্ঞের ধ্বনি শ্রবণগোচর না হয়।" সাবিত্রী এইরূপ বলিলেও, অন্যান্য দেবীরা কেহই তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সাবিত্রীর রোষাগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মীকে বলিলেন যে, তাঁহার কদাচ একস্থানে বাস ঘটিয়া উঠিবে না এবং তিনি ক্ষুদ্রাশয়া ও চঞ্চলা হইবেন। ইন্দ্রাণীকে বলিলেন যে দেবরাজ্য নহুষকর্ত্তৃক গৃহিত হইলে, তিনি নহুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বৃহস্পতি-ভবনে লুক্কায়িত থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন দেবী সাবিত্রী অন্যান্য দেবীগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সন্তান-মুখ দর্শনে বঞ্চিতা হইবেন। এইভাবে দেবপত্নীগণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া সাবিত্রী ক্ষোভে ও অভিমানে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু বিনয় সহকারে তাঁহাকে যজ্ঞশালায় গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ না করিয়া এক উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন বিষ্ণু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অশেষরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সাবিত্রীর কোপ কিয়ৎপরিমাণে উপশান্ত হইলে, তিনি বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলেন যে বিষ্ণু যখন যুদ্ধে পত্নীর সহিত অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি অজেয় হইবেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। স্কন্দ-নাগ-১৮১, ১৯২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৫। (১৩) এক সময়ে সাবিত্রী হিমালয়-শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন শিব তাঁহাকে পার্ব্বতী ভ্রমে আহ্বান করেন এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করেন। তাহাতে সাবিত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপে শিব মনুষ্য রূপে জন্মলাভ করেন। কালিকা-৫০। ভৃঙ্গী ও মহাকাল দেখ। (১৪) সবিতা দেবের (সূর্য্যের) পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সাবিত্রী আদি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (১৫) ব্রহ্মা নিজ কন্যা সাবিত্রীকে সূর্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সূর্য্য হইতে সাবিত্রীর গর্ভে যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৬। সংজ্ঞা দেখ। (১৬) গায়ত্রী দেবীরই নামান্তর সাবিত্রী। লি-পূ-৬৩। স্কন্দ-আব-চতু-৫২। (১৭) সাবিত্রী দেবী অনুত্তম সাবিত্রী তীর্থে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সর্ব্বদা যোগ-নিরতা

থাকেন। তাঁহার তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। সেই দেবী কমল-বদনা, কমল-বর্ণা এবং তাঁহার নেত্রদ্যুতি কমলপর্ণের তুল্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার যথাবিধি ধ্যান করিবে। শূদ্র কদাপি সাবিত্রী উচ্চারণ বা ধারণ করিবেনা। 'বালা বালেন্দুসদৃশী, রক্তবস্ত্রানুলেপনা' এই বলিয়া উষাকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার ধ্যান এইরূপ "উত্তুঙ্গ-পীবরকুচা সুমুখী শুভদর্শনা; সর্ব্বাভরণ-সম্পন্না শ্বেত-মাল্যানুলেপনা। শ্বেতবস্ত্র-পরিচ্ছন্না শ্বেত-যজ্ঞোপবীতিনা।' স্কন্দ-আব-রেবা-২০০। (১৮) দেবী ভগবতীর এক নাম। সমুদয় দেবগণ সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধস্বভাবা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার নাম সাবিত্রী। দেবীপু-১৬, ৩৭। (১৯) দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজায় অঙ্কিত যন্ত্রের মধ্যস্থিত ষট্‌কোণের নৈঋ‍ত কোণে সাবিত্রী দেবীর পূজা বিহিত। তন্ত্রসার-১৬৫ পৃঃ। (২০) তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-দেবতাদের অন্যতমা। তন্ত্রঃ ৯৮১ পৃঃ। (২১) শ্বেতদ্বীপে প্রফুল্ল কমল-দল-মণ্ডিত এক সরোবর তীরে সাবিত্রী দেবী অবস্থান করেন। নারায়ণ-মূর্ত্তি ঋগ্বেদ, ব্রহ্ম-স্বরূপ যজুর্ব্বেদ, এবং রুদ্ররূপী সামবেদ তাঁহার দেহে বাস করেন। বরা-২। (২২) প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে সাবিত্রী দেবী গর্ভবতী হইয়া দিব্য শত বর্ষকাল গর্ভভার বহন করেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বেদ চতুষ্টয়কে প্রসব করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাকরণাদি দিব্য শাস্ত্র সমূহ, দিব্য মূর্ত্তি ছত্রিশ রাগিণী, নানা প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলহপ্রিয় কলিযুগ, বর্ষ, মাস, ঋতু, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিবা, রজনী, বার, সন্ধ্যা, উষাকাল, প্রভৃতি এবং পুষ্টি দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ছয় কৃত্তিকা ও যোগকরণ প্রভৃতিকে প্রসব করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্ম, পাদ্ম ও বারাহ নামক তিনকল্প, নিত্য, নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্দ্ধ, ও প্রাকৃত নামক চারি প্রকার প্রলয়, মৃত্যু নামক কন্যা এবং নানা প্রকার ব্যাধিকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২৩) শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল-কান্তি, নানাবিধ অলঙ্কারভূষিতা সাবিত্রী দেবী উৎপন্না হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৬। (২৪) দেবী সাবিত্রী বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। তিনি বারাণসীতে বিশালাক্ষী পুষ্করে—সাবিত্রী; নৈমিষারণ্যে—লিঙ্গধারিণী; প্রয়াগে—ললিতা দেবী; গন্ধমাদনে—কামুকা; মানসতীর্থে—

কুমুদা ; অম্বরতীর্থে—বিশ্বকায়া ; গোমন্ত তীর্থে— গোমতী ; মন্দরপর্ব্বতে—কামচারিণী ; চৈত্ররথ বনে—মদোৎকটা ; হস্তিনাপুরে—জয়ন্তী ; কান্যকুব্জে—গৌরী ; মলয়াচলে—রম্ভা ; একাম্রকাননে—কীর্ত্তিমতী ; বিশ্বেশ্বরে (বিশ্বেশ্বরে)—বিশ্বা। কর্ণিকপুরে—পুরুহুতা ; কেদারে—মার্গদায়িকা ; হিমাচলে—নন্দা ; গোকর্ণ তীর্থে—ভদ্রকালিকা, স্থাণ্বীশ্বরে—ভবানী। বিল্বকতীর্থে—বিল্বপত্রিকা ; শ্রীশৈলে—মাধবী ; ভদ্রেশ্বর তীর্থে—ভদ্রা ; বরাহ গিরিতে—জয়া ; কমলালয়ে—কমলা ; রুদ্রকোটী তীর্থে—রুদ্রাণী ; কালঞ্জর তীর্থে—কালী ; মহালিঙ্গ ক্ষেত্রে—কপিলা ; কর্কোট ক্ষেত্রে—মঙ্গলেশ্বরী ; শালগ্রাম ক্ষেত্রে—মহাদেবী ; শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া ; মায়াপুরীতে—কুমারী ; সন্তান নামক তীর্থে—ললিতা ; সহস্রাক্ষ তীর্থে—উৎপলাক্ষী ; হিরণ্যাক্ষ তীর্থে—মহোৎপলা ; গঙ্গায়—মঙ্গলা ; পুরুষোত্তম তীর্থে—বিমলা ; বিপাশায়—অমোঘাক্ষী ; পুণ্ড্রবর্দ্ধনে—পাটলা ; সুপার্শ্বগিরিতে—নারায়ণী ; ত্রিকূট পর্ব্বতে— ভদ্র-সুন্দরী ; বিপুলাচলে—বিপুলা ; মানস নামক তীর্থে—কল্যাণী ; কোটী-তীর্থে কোটবী ; মাধবীবনে—সুগন্ধা ; কুব্জাম্রকাননে—ত্রিসন্ধ্যা ; গঙ্গা দ্বারে—হরিপ্রিয়া ; শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা ; দেবীকাতটে—নন্দিনী ; দ্বারবতীতে—রুক্মিণী ; বৃন্দাবনে—রাধা ; মথুরায়—দেবকী ; পাতালে—পরমেশ্বরী ; চিত্রকূটে—সীতা ; বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যনিবাসিনী ; সহ্যপর্ব্বতে—একবীরা ; হরিশ্চন্দ্র তীর্থে—চন্দ্রিকা ; রামতীর্থে—রমণা ; যমুনায়—মৃগাবতী ; করবীর তীর্থে—মহালক্ষ্মী ; বিনায়ক তীর্থে—উমা ; বৈদ্যনাথে—অরোগা ; মহাকালে—মহেশ্বরী ; পুষ্পতীর্থে—অভয়া ; বিন্ধ্যকন্দরে—অমৃতা ; মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী ; মাহেশ্বর পুরে—স্বাহা দেবী ; বেগল তীর্থে—প্রচণ্ডা ; অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা ; সোমেশ্বরে—বরারোহা ; প্রভাসে—পুষ্করাবতী ; সরস্বতীর উভয়তটে—দেবমাতা ; মহালয়ে—মহাপদ্মা ; পয়োষ্ণীতীর্থে—পিঙ্গলেশ্বরী ; কৃতশৌচে—সিংহিকা ; কার্ত্তিকেয় ক্ষেত্রে—শঙ্করী ; উৎপলাবর্ত্তকে—লোলা ; সিন্ধুসঙ্গমে সুভদ্রা ; সিদ্ধবনে—উমা ; ভরতাশ্রমে—অনঙ্গালক্ষ্মী ; জালন্ধর ক্ষেত্রে—বিশ্বমুখী ; কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে—তারা ; দেবদারুবনে—পুষ্টি ; কাশ্মীর মণ্ডলে—মেধা ; হিমাচলে—ভীমাদেবী, বস্ত্রেশ্বর তীর্থে—তুষ্টি ; কপালমোচনে—শ্রদ্ধা ; কায়াবরোহণে—মাতা ; শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনি ; পিণ্ডারক ক্ষেত্রে—ধৃতি ; অচ্ছোদ তীর্থে—সিদ্ধিদায়িনী ; বেণা তীর্থে—অমৃতা ; বদরিকাশ্রম তীর্থে—উর্ব্বশী ; উত্তর কুরু প্রদেশে—ঔষধি ; কুশদ্বীপে—কুশোদিকা ; হেমকূটে—

সন্ধ্যা ; কুমুদ-তীর্থে—সত্যবাদিনী ; অশ্বত্থে—বন্দনীয়া ; বৈশ্রবণালয়ে—নিধি ; বেদ-বদনে—গায়ত্রী ; শিব-সন্নিধানে—পার্ব্বতী ; দেবলোকে—ইন্দ্রাণী ; ব্রহ্মবদনে—সরস্বতী ; সূর্য্যবিম্বে—প্রভা ; মাতৃকাগণ মধ্যে—বৈষ্ণবী ; সতীগণ মধ্যে—অরুন্ধতী ; এবং নারীগণ মধ্যে—তিলোত্তমা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

সাম—(১) উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (২) পর্জ্জ দেখ।

সামক—প্রভাকপি, মহিমা, সামক, পিঙ্গ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, অত্রি এই সকল বেদবিদ্ মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়াছেন। দেবীপু-১০০। যজন ও সুষেণ দেখ।

সামগ—একজন তপঃপরায়ণ দ্বিজ। পুষ্প নামক নরপতি তাঁহাকে বধ করিয়া সামগের পুত্রের শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্থ হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১।

সামবতী—সোমবান ও সুমেধা নামক দুই ব্রাহ্মণ-তনয় বিবাহ যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের পিতৃদ্বয় তাঁহাদিগকে ধনলাভার্থ রাজ-সমীপে প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজের পরামর্শে সোমবান নারীবেশ ধারণকরিয়া সুমেধা সহ দ্বিজ দম্পতিরূপে নিবধরাজ-মহিষী সীমন্তিনীর পূজা গৃহে গমন করেন। তথায় যথাযোগ্য পূজা সংকল্পাদি লাভ করিয়া প্রত্যাগমন কালে সীমন্তিনীর পুণ্য প্রভাবে সোমবান্ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এই সকল বিষয় পরে প্রকাশ পাইলে সুমেধার সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত সোমবানের বিবাহ হয়। ঐরূপ স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত সোমবানের নাম হয় সামবতী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৯।

সামলোমকি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সামশ্রবা—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবা প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞ-সং ১ম-অ

সামান্যা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

সামুদ্রি—সমুদ্রের কন্যা প্রাচীন বর্হিষের পত্নী সাবর্ণির নামান্তর। সাবর্ণি দেখ। (২) বরুণের পত্নী। তাহার নামান্তর সুনাদেবী। বায়ু-৮৪।

সামেয়ী—বর্চ্চা নাম্নী অপ্সরার অন্যতমা সখী। বর্চ্চা ও বর্গা দেখ।

সাম্ব—(১) পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত বাসুদেবের অন্যতম পুত্র। কোন কোন পুরাণে শাম্ব নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পুত্র কামনায় উপমন্যুর আশ্রমে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া

শঙ্কর শঙ্করীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রলাভ বর প্রদান করেন। যেহেতু শিব অম্বিকার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রবর প্রদান করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ ঐ শিবদত্ত তনয়ের নাম রাখেন সাম্ব। শিব-বায়ু-পূ-১। (২) সাম্ব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪। শাম্ব দেখ। (৩) ব্রজে সাম্ব নামে একজন উপনন্দ ছিলেন। মার্গদ ও বীতিহোত্র দেখ। (৪) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সাম্বা—জনৈক যাদব। তাঁহার পুত্র তপস্বী। বায়ু-৯৬।

সাম্রাক্ষ—কাম্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভ-জাত কর্দ্দমপ্রজাপতির অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫২। কর্দ্দম ও কাম্যা দেখ।

সায়কায়নি—অঙ্গিরা-বংশীয় এক জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৬। মধুরাবহ দেখ।

সারঙ্গ—হরিধামা দেখ।

সারণ—(১) রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রাম বানর-সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইল, রাবণ শুক ও সারণ নামক মন্ত্রী-দ্বয়কে গোপনে বানর-সৈন্যের সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-২৫-৪৪। শুক দেখ। (২) রোহি-ণীর গর্ভজাত বসুদেবের অন্যতম পুত্র। শারণ, বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ।

সারমেয়—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্বফল্ক দেখ।

সারস—(১) নাগ কন্যার গর্ভজাত যদুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৯৪। যদু দেখ। (২) পন্নগভোজী গরুড়ের বংশধরদিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

সারস্বত—(১) জৈগিষব্য নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। লি-পূ-৭, ২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। জৈগিষব্য, শতক্রতু ও ঋষভ দেখ। (২) জনৈক সংশিত-ব্রত ঋষি। হরি-হরি-১৬৬। (৩) জনৈক মন্ত্রবাদী ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। বীতহব্য ও বৈণ্য দেখ। (৪) দধীচি হইতে সরস্বতীর গর্ভে সার-স্বত নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৫। (৫) সারস্বত মুনি বশিষ্ঠের নিকট হইতে বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হন। তিনি উহা ত্রিধামাকে প্রদান করেন। ত্রিধামার নিকট হইতে শরদ্বান উহা প্রাপ্ত হন। বায়ু-১০৩। শরদ্বান দেখ। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে নবম দ্বাপরে সারস্বত নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ। (৭) সারস্বত মুনি দধীচির নিকটে বিষ্ণু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুকে উহা শিক্ষা দেন। ভৃগু উহা পুরুকুৎসকে; পুরু-কুৎস নর্ম্মদাকে; নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র নাগ ও পূরণকে; তাঁহারা দুইজনে নাগরাজ

বাসুকীকে ; বাসুকী বৎসকে ; বৎস অশ্বতরকে ; অশ্বতর কম্বলকে ; কম্বল এলাপত্রকে উহা শিক্ষা দেন। তৎপরে বেদশিরা মুনি উহা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। বেদশিরা ও স্তবমিত্র দেখ। (৮) সত্যযুগে দেবর্ষি নারদ অবন্তীপুরে সারস্বত নামে একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃহৎ পরিবার, বহু ভৃত্য ও বিপুল ধনধান্য ছিল। কিন্তু তিনি বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হইয়া সারস্বত সরোবরে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। বরা-৩। (৯) অত্রি-তনয় সারস্বত পশ্চিম দিগ্‌বাসী মহর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনু-১৫০, ১৬৫। শান্তি-২০৮। (১০) বিদর্ভ জনপদ বাসী একজন ব্রাহ্মণ। সামবতী দেখ। (১১) কুরুক্ষেত্রে সারস্বত নামে একজন উর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই আদেশে মৃগীরূপধারিণী এক ব্রাহ্মণতনয়া ভোজরাজকে নিজ পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করে। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-৬, ১১। ভোজ দেখ। (১২) পূর্ব্বকালে মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রস্থ ঋষিগণকে বেদাধ্যপন করান। কালক্রমে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য ঋষিগণ মিলিত হইয়া ওঁকার উচ্চারণ করিলে, তৎ সমুদয় পুনরায় তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মহাভা-বন-৮৫। (১৩) পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট হইতে শিব-ভাষিত পদমালা-বিদ্যা লাভকরিয়া বশিষ্ঠ সারস্বত মুনিকে তাহা শিক্ষা দেন। সারস্বত তাহা ত্রিধামা ঋষিকে এবং তৎপরে যথাক্রমে, ত্রিবৃষ, ভরদ্বাজ ও অন্তরীক্ষ মুনি তাহা প্রাপ্ত হন। অতঃপর অন্তরীক্ষ হইতে বহ্বৃচ এবং তৎপরে যথাক্রমে আরুণি, বলজ, কৃতঞ্জয়, ভারদ্বাজ, গৌতম, উত্তমি ও বাজশ্রবা ঋষি এই বিদ্যার অধিকারী হন। দেবীপু-১১। সোম দেখ। (১৪) কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য। কৌশিক শিষ্যগণ জন্মান্তরে সাধ্যদেবগণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভু-রামা-৫।

সারস্বতগণ—কোনও সম্প্রদায় অথবা জাতি বিশেষের নাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নকুলের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ করেন। মহাভা-উদ্-৫৬।

সারা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ।

সারিক—একজন বেদদেবাঙ্গ পারগ মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

সারিসৃক্ক—মন্দপাল নামক মহর্ষি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া জরিতা নাম্নী পক্ষিনীতে চারিটি অপত্য উৎপাদন করেন। সারিসৃক্ক তাহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-২৩০। মন্দপাল, শার্ঙ্গক ও জরিতা দেখ।

সারিমেজয়—জনৈক ভূপতি। তিনি

দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

সার্পরাজ্ঞী—কদ্রুর নামান্তর। তিনি সূর্য্যের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-১০।১৮৯।

সার্ব্বভৌম—(১) কুরুবংশীয় বিদূরথের তনয়। সার্ব্বভৌমের অপত্য জয়ৎসেন। মৎ-৫০। বায়ু-৯৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (২) অজমীঢ় বংশীয় সুধর্ম্মা নৃপতির পুত্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বংশে মহৎ নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২০। (৩) ঐ বংশীয় সুবর্ম্মার পুত্র সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র মহৎ পৌর। বায়ু-৯৯। (৪) কুরুবংশীয় রাজা সার্ব্বভৌমের তনয় জয়সেন। কল্কি-তৃ-৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) কুরুবংশীয় অহংযাতির তনয় সার্ব্বভৌম। তাঁহার মাতার নাম ভানুমতী। সার্ব্বভৌম কেকয়রাজ-দুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করেন। সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেন জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ঋতুপর্ণের তনয় সার্ব্বভৌম। তাঁহার তনয় সুদাস। লিঙ্গ-পূ-৬৬। (৭) প্রথম (সূর্য্য) সাবর্ণি মন্বন্তরে নারায়ণ দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম নামে অবতীর্ণ হইবেন এবং পুরন্দর হইতে বলপূর্ব্বক স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ করিয়া বলিকে প্রদান করিবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৮) অন্যতম দিগ্‌গজ। তন্ত্রঃ ২৯৪ পৃঃ।

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা নামক দানবের কন্যা। বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষস তাহাকে বিবাহ করে। বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া সালকটঙ্কটা মন্দর পর্ব্বতে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করে। মাতৃ-পরিত্যক্ত সেই রাক্ষস-শিশু শিব-পার্ব্বতীর বরে আকাশগামী পুর ও যশ লাভ করে। রামা-উত্ত-৪। সুকেশ দেখ।

সালকি—একজন সংহিতাকার। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭।

সালঙ্কায়ন—(১) বিশ্বামিত্র-বংশীয় একজন ঋষি। বায়ু-৯১। মহাভা-অনু-৪। (২) একজন মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি। তিনি প্রথমে পুত্রার্থী হইয়া বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন। তিনি যথায় তপস্যা করেন, শঙ্কর সেই স্থানে শালগ্রাম শিলারূপে অবস্থান করেন। বরা-১৪৪।

সালড়ি—অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

সালিমঞ্জরী—সংহিতাকার হিরণ্যনাভের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। আজবস্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ।

সাসিসাহ—কশ্যপ-বংশীয় এক জন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

সাহঞ্জ, সাহঞ্জি—(১) যদুবংশীয় কার্ত্তের তনয়। তিনি সাহঞ্জনী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার তনয় মহিম্মান। হরি-হরি-৩৩। (২) যদুবংশীয় কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, তাঁহার তনয় মহিম্মান। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। গরু-পূ-১৪৩।

সাহদেবি—রাজা বিশেষ। তিনি যমুনাতীরে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২৪।

সাহরি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মধুরাবহ দেখ।

সিংহ—(১) মাদ্রীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। মাদ্রীরই অপর নাম লক্ষ্মণা। ভাগ-১০স্ক-৬১। অপরাজিত ও উর্দ্ধগ দেখ। (২) অসুর বিশেষ। সে পঞ্চজন নামক দানবের অনুচর ছিল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত অনিরুদ্ধের সহচর শ্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃকের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-অশ্ব-৩১।

সিংহকেতু—পাঞ্চাল-রাজের তনয়। তিনি একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া এক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন এবং ঐ শিব লিঙ্গটি তাঁহার অনুচর চণ্ডককে প্রদান করিয়া তাহাকে শিব পূজার বিধি কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৭।

সিংহতুণ্ড—গজাননের একনাম। কাশীতে সিংহতুণ্ড গণেশ অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিংহনাথ—সিংহলে সিংহনাথ নামক এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

সিংহনাদ—দানব বিশেষ। দেবী মহিষমর্দ্দিনী তাহাকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

সিংহবক্ত্র—দানব বিশেষ। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

সিংহবাহিনী—(১) দেবী ভগবতীর এক নাম। তিনি কল্পের অবসানে সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ঐ নাম। দেবীপু-১৬, ৩৭। (২) দেবী ভদ্রকালীর এক নাম। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ।

সিংহমুখী—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

সিংহাস্য—দৈত্যরাজ দুর্গের অনুচর, অন্যতম দানব। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

সিংহিকা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা। মৎ-১৭১। হরি-হরি-১৯৬। মহাভা-আদি-৬৫। গরু-পূ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮। (২) কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানবগণ জন্মগ্রহণ করে।

হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৭। ভাগ-৬স্ক-১৮। ব্রহ্মপু-৩। (৩) বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামে খ্যাত দানব গণের নাম (ক) বংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইম্বল, খস্থম, অঞ্জক, কালনাভ, নিবাতকবচ। গরু-পূ-৬। (খ) কংশ, শঙ্খ, নল, অঞ্জন, নরক, পরমাত্মু, কল্প, বীর্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত তালিকাভুক্ত কয়েকজন। বিপ্রচিত্তি দেখ। (৪) সিংহিকার গর্ভে রাহু এবং আরও একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা সকলেই গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়। ভাগ-৬স্ক-৭। (৫) সিংহিকার গর্ভে পূর্ব্বোক্ত প্রথম তালিকার অন্তর্গত কতিপয় দানব ভিন্ন নরক, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী নামক দানবও জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-১ম-২১। (৬) দেবী সাবিত্রী কৃতশৌচ তীর্থে সিংহিকা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৭) একজন রাক্ষসী। সে সমুদ্র জলে বাস করিয়া সমুদয় প্রাণীর ছায়া দ্বারা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে সাগরের উপর দিয়া লঙ্কায় যাইতেছিলেন, তখন সিংহিকা হনুমানকেও আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। হনুমান তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নিজের দেহ ক্রমেই বৃহত্তর করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীও তাহার মুখব্যাদান তদ্রূপ বৃহত্তর করিতে লাগিল। তখন হনুমান সহসা নিজ দেহ অতি ক্ষুদ্রাকার করিয়া রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক নখর প্রহার দ্বারা তাহার মর্ম্ম সকল ক্ষত বিক্ষত করিয়া পুনরায় সত্বর বহির্গত হইয়া বেগে প্রস্থানকরিলেন। সিংহিকা এই ভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। রামা-সুন্দ-১।

সিংহী—দক্ষকন্যা সিংহিকার নামান্তর। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সিংহোরী—দেবী শঙ্করীর গাত্রোৎপন্না কতিপয় কুলদেবতার অন্যতমা। তিনি বাৎস্য ও শ্যামায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকী দেখ।

সিকত—অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ সাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

সিকতা—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রবাদী মহর্ষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৯।৮৬।

সিত—(১) ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। সপ্তর্ষি দেখ। (২) পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে একপর্ণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হিমবান একপর্ণাকে মহর্ষি সিতের হস্তে সম্প্রদান করেন। মৎ-১৩। (৩) লোকহিতকর সাধক গ্রহগণের অন্যতম। মৎ-৯৩।

তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭, ৪৬।

সিদ্ধার্থ—(১) অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অন্যতম অমাত্য। রামা-লঙ্কা-১২৯, ১৩০ ; উত্ত-৭২। (২) সূর্য্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার তনয় প্রসেনজিৎ। মৎ-২৭১। (৩) যক্ষরাজ-মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (৪) দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৫) জনৈকক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি পূর্ব্বজন্মে একজন দানব ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮।

সিদ্ধি—(১) পাণ্ডুর অন্যতমা মহিষী কুন্তীদেবী সিদ্ধিদেবীর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) গণেশের অন্যতমা পত্নী সিদ্ধি। তাঁহার গর্ভে লক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিব-জ্ঞান-৩৬। বুদ্ধি দেখ। (৫) দক্ষের এক কন্যা এবং ধর্ম্মের ত্রয়োদশজন পত্নীর অন্যতমা। শিব-বায়-পূ-১৫। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। বিষ্ণু-১ম-৭। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৬) দেবী ভগবতীর একনাম। দেবীপু-৩৭। (৩৭) বিংশতি উত্তমা দেবতার অন্যতমা। দেবীপু-৫০। যশা দেখ।

(৮) মাহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিকরী—দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। শক্তি দেখ।

সিদ্ধিদায়িনী—দেবী সাবিত্রী অচ্ছোদাতীর্থে সিদ্ধিদায়িনী নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ।

সিদ্ধিবিনায়ক—কাশীধামের পূর্ব্বভাগে যমতীর্থের পশ্চিমদেশে সিদ্ধিবিনায়ক গণেশ অবস্থিত। তিনি ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূরণ করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

সিদ্ধিলক্ষ্মী—কাশীধামে সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবী অবস্থিতা আছেন। ঐ দেবীর লক্ষ্মীনিবাস নামক প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

সিদ্ধেশ্বর—(১) কাশীধামে সিদ্ধেশ্বর দেবের কাঞ্চনরত্নময় এবং ধ্বজপতাকা শোভিত স্বর্ণ-প্রাসাদ অবলোকন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭। (২) কাশীধামে সিদ্ধগণ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭। (৩) কোনও সময়ে ব্রাহ্মণগণ দেবদারুবনে মহা তপস্যায় রত হন। শত বর্ষকাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াও তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা তপস্যায় বিরক্ত হইয়া নাস্তিক্য অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু

এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সেই বাণীর নির্দ্দেশ মত মহাকাল বনে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এবং সেই স্থানস্থ অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-১১। (৪) কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য একবার নর্ম্মদা তীরে দেব ভাস্করের প্রসন্নতা লাভের জন্য তীব্র তপস্যায় ব্রতী হন। তাঁহারা তথায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্থানস্থ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯১। (৫) কোনও সময়ে অষ্টাদশ সহস্র ঊর্দ্ধ-রেতা মুনি প্রভাসক্ষেত্রে এক শিব-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি ঐ শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৬। (৬) সৌরাষ্ট্র দেশে ভদ্র-শ্রবা নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা শ্যামবালাকে, সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাকর বিবাহ করেন। শ্যামবালা দেখ। (৭) দেবদেব শঙ্কর আকাশে (স্বর্গে?) সিদ্ধেশ্বর নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৪। (৮) মহী-সাগরসঙ্গমে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ বলিয়া কথিত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৬।

সিনী, সিনীবালী—(১) কর্দ্দমের পত্নী সিনীবালী সোমের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে তিনি এবং আরও অনেক দেবীগণ সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সোমকেই ভজনা করিতে লাগি-লেন। মৎ-২৩। হরি-হরি-২৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৪। স্কন্দ-আব-অব-২৮। অগ্নি-২৭৪। (২) শুভানাম্নী পত্নীর গর্ভে অঙ্গিরার সিনীবালী নাম্নী কন্যা ও আরও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা দেখ। (৩) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে সিনীবালী প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১০। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। অগ্নি-২০। মার্ক-৫২। সৌর-২৬। গরু-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-১৩। অঙ্গিরা ও স্মৃতি দেখ। (৩) অনুহ্লাদ দানবের অন্যতম পুত্র সিনীবালী। বায়ু-৬৭। (৪) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনী-বালী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১২। অঙ্গিরা দেখ। (৫) সিনীবালী ধাতার অন্যতম পত্নী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। ধাতা দেখ। (৬) দেবসেনা-পতি স্কন্দের পত্নী দেবসেনার নামান্তর সিনীবালী। মহাভা-বন-২২৭। (৭) সায়নাচার্য্যের মতে সিনীবালী অমা-বস্যা রাত্রির নাম। গৃৎসমদ ঋষি অপত্য লাভার্থ সিনীবালী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ঋক্-২।৩২।৬। (৮) পুরাণেও সিনীবালী অমাবস্যার এক নাম। বিষ্ণু-২য়-৮। বায়ু-৫০। (৯) ধাতা-বনিতা সিনীবালীর গর্ভে দর্শ-

জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-২৮।

সিন্ধু—(১) ভদ্রমতি নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। ভদ্রমতি দেখ।

সিন্ধুক—মগধের অন্ধ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। তিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর ভীত নামক নরপতি মগধের অধীশ্বর হন। বায়ু-৯৯।

সিন্ধুক্ষিৎ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি নদীর স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০ ৭৫;

সিন্ধুদ্বীপ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক জন নরপতি। (২) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার পুত্র অযুতাজিৎ শিব-ধর্ম্ম-৬১। হরি-হরি-২৫। (৩) অম্বরীষ-তনয় সিন্ধুদ্বীপের তনয় শ্রুতায়ু। অগ্নি-২৭৩। (৪) নাভাগের তনয় সিন্ধু-দ্বীপ। তৎপুত্র অযুতায়ু। সৌর-৩০। (৫) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাহার তনয় আয়ু। বায়ু-৮৮। (৬) ভগীরথের তনয় নাভ। নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তৎসুত অযুতায়ু। কল্কি-৩য়-৩। (৭) অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৮) শ্রুতের তনয় নাভ। নাভের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তৎপুত্র অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-৯। (৯) অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় অযুতায়ু। মৎ-১২। গরু-পূ-১৪২ লি-পূ-৬৬। (১০) নাভাগের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় অযুতায়ু। কূর্ম্ম-পূ-২১। (১১) অজমীঢ়-বংশীয় জহ্নুর তনয় সিন্ধুদ্বীপ। তাঁহার তনয় বলাকাশ্ব। মহাভা-অনুশা-৪। (১২) সিন্ধুদ্বীপ, আর্ষ্টিসেন প্রভৃতি নরপতি-গণ ন্যায়লব্ধ বস্তু সমুদয় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্ব-৯১। (১৩) বেদশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ অপর এক ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য না দিয়া এবং বেদনাথ নামক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের খাদ্য অপহরণ করিয়া, যথাক্রমে শৃগাল ও বানর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সিন্ধুদ্বীপ নামক একজন মহাতেজা মুনির উপদেশে রামধনুষ্কোটীতে স্নান করিয়া তাঁহারা পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। (১৪) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি জলের স্তব করিয়া কতি-পয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৯। (১৫) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার এক তনয় ছিল। কোনও অস্ত্রই তাঁহার শরীর ভেদ করিতে পারিত না। দেবরাজ অবশেষে সমুদ্রের ফেণ দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মবংশে সিন্ধুদ্বীপ নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রের পূর্ব্ব বৈরি স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে সিন্ধুদ্বীপ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হই-লেন। সেই সময়ে বরুণের পত্নী বেত্র-বতী নদী সিন্ধুদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। সিন্ধুদ্বীপও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সিন্ধুদ্বীপ হইতে বেত্রবতীর গর্ভে বেত্রাসুর নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী হইয়াছিল। বরা-২৮। (১৬) আদি সৃষ্টি সময়ে সম্বৎসর নামে এক ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের তনয় সিন্ধুদ্বীপ মাহিষ্মতীপুরীতে অনাহারে তপশ্চরণ করিয়া মাহিষ্মতী নাম্নী কন্যা ও বিপ্রচিত্তি নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই মাহিষ্মতী মহিষাসুরের জননী ছিলেন। বরা-৯৫।

সিলীবাক্—একজন বেদ-বেদাঙ্গ-পরায়ণ মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

সীতা—(১) মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের অযোনিসম্ভবা কন্যা। কোনও সময়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হলাগ্রে এক কন্যারত্ন সমুত্থিত হয়। ভূমি শোধনকালে লাঙ্গলাগ্র মুখে উদ্ভব হয় বলিয়া জনকরাজ সেই কন্যার নাম রাখেন সীতা। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শঙ্কর এক মহাধনু গ্রহণ করিয়া দেবগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবগণ তখন বিপদ দেখিয়া স্তোকবাক্যে মহাদেবের প্রসন্নতা বিধান করিলে তিনি ঐ ধনু তাঁহাদিগকেই প্রদান করেন। দেবগণ তাহা জনকের পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট গচ্ছিত রাখেন। বংশ পরম্পরায় ঐ ধনু রাজর্ষি জনকের হস্তগত হয়। সীতাকে লাভ করিবার পর জনক প্রতিজ্ঞা করেন যে যিনি ঐ হরধনুতে জ্যা রোপন করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত তিনি সীতার বিবাহ দিবেন। দাশরথি রাম বিশ্বামিত্র-সহ মিথিলায় গমনপূর্ব্বক সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করেন। (রামা-আদি-৬৬, ৬৭) বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম যখন অভিষেক দিবসেই বনে গমন করিতে উদ্যত হন তখন তিনি সীতাকে অযোধ্যায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয় গুরুজনদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সীতা তাহাতে আদৌ সম্মত হইলেন না। বরঞ্চ ঐ রূপ পরামর্শ প্রদান করার জন্য তিনি রামকে অতিশয় অনুযোগ প্রদান করিলেন। তিনি রামের সহিত বনগমন করিতেই একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে বনবাসের ক্লেশ ও তথাকার বিপদাদির কথা বর্ণনা করিয়া, ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা কিছুতেই রামের অনুগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মতা হইলেন না। তিনি সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বনে গমনের কথা উল্লেখ করিয়া রামের সহিত গমন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। অগত্যা রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ বন-গমনোপযোগী জটা ও বল্কলাদি পরিধান করিলে সীতাও পরিধান করিবার জন্য এক খণ্ড চীবর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এতৎবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায় তিনি চীরখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাম তাহা দেখিয়া সীতার পরিহিত কৌশেয় বসনের উপরিভাগেই চীরখণ্ড বন্ধন করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া পুর-বাসীগণ হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশরথও বিলাপ করিতে করিতে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর পতি-প্রাণা সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনযাত্রা করিলেন। (রামা-অযোধ্যা-২৬-৩০ ; ৩৭-৪০)। চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষির পরা-মর্শে রাম সীতাকে সাধ্বী অনসূয়ার সকাশে প্রেরণ করেন। সেই দেবী অনসূয়া সীতাকে নানাবিষয়ে এবং পতিব্রত্য সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি সীতার মধুর বাক্যে এবং ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ দিব্যমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণাদি ও অনুলেপন সকল প্রদান করেন। অনসূয়ার অনুরোধে সীতা তাঁহাকে নিজ জন্ম বিবরণ এবং বিবাহের বিবরণ কীর্ত্তন করেন। সীতা বলেন যে রাজর্ষি জনক যখন যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূলায় আচ্ছন্ন ছিল। জনক সহসা ধূলিরাশির মধ্যে পদ্ম-কোরক তুল্য এক শিশুকে অবলোকন করিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অতিশয় স্নেহভরে শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। জনকের আর কোনও সন্তান ছিলনা। সেই জন্য সেই ক্ষেত্রোৎপন্না কন্যার জন্য তাঁহার মনে অতিশয় স্নেহের সঞ্চার হইল। ঐ সময়ে সহসা এই দৈববাণী হইল—হে জনক, এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎ-পন্না হইয়াছেন। অতএব তিনি তোমার কন্যা হইলেন। ঐ দৈববাণী শুনিয়া রাজা জনক আরও হৃষ্ট হইলেন এবং সেই শিশুকে গৃহে লইয়া যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। (হর-ধনু-ভঙ্গ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যাহা বলেন তাহা পূর্ব্বেরই অনুরূপ বলিয়া আর পুনরুক্তি করা হইল না)। (রামা-অযো-১০৭, ১০৮)। বনবাসী ঋষিগণের প্রার্থনায় রাম ও লক্ষ্মণ যখন রাক্ষস-বধ করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন

সীতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। তিনি রামকে নিরপরাধ রাক্ষসগণকে বধ না করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। তিনি রামের নিকট মিথ্যা বাক্য, পরস্ত্রী-গমন এবং শত্রুতা ব্যতিত প্রাণি-বধ এই তিন প্রকার ব্যসনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বারংবার অনুরোধ করেন। রাম তখন সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন যে ফলমূলাহারী তপোব্রত মুনিদিগের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণকে বধ করিয়া মুনিদিগকে নিঃশঙ্ক করা ক্ষত্রিয়ের অন্যতম কর্ত্তব্য। (রামা-আর-৯, ১০)। সীতার প্রার্থনায় এবং নিজেরও আগ্রহে রাম মায়াবী মৃগরূপ-ধারী মারীচের পশ্চাদ্ধাবন করিলে, লক্ষ্মণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে সীতা ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামের কাতর স্বরের অনুরূপ চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন সীতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া লক্ষ্মণকে সত্বর রামের সাহায্যের জন্য গমন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু প্রথমে গমন করিতে সম্মত হইলেম না। রাম মৃগের অনুসরণ করিতে যাইবার সময়ে লক্ষ্মণকে বিশেষ ভাবে বলিয়া যান যে তিনি যেন অবহিত হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তদ্ভিন্ন দণ্ডকারণ্যে নানারূপ রাক্ষসাদির বাসস্থান ছিল। সে স্থলে সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া লক্ষ্মণ খুব যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সীতা লক্ষ্মণকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা এইরূপ ইঙ্গিতও করিলেন যে লক্ষ্মণ সীতার প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতেন বলিয়াই রামের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে আপত্তি করিতেছেন। এইরূপ অবমানকর তিরস্কার লাভ করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং প্রথমে নানারূপ অভয়প্রদ বাক্যে সীতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে খর-দূষণ নিধনকারী রামচন্দ্রের অপর কোনও রাক্ষস হইতে আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সীতা কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি বরঞ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কঠোর বাক্যে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে তিনি যেন কল্পনায়ও না করেন যে রামপ্রণয়িনী সীতা রামের অবর্ত্তমানে লক্ষ্মণের প্রণয়িনী হইতে সম্মতা হইবেন। লক্ষ্মণ যদি রামের সাহায্যের জন্য গমন না করেন, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। পদ্ম-পলাশ-লোচন নীলোৎপল-শ্যাম রামচন্দ্রের আশ্রিতা গৃহিণী হইয়া তিনি কখনই ইতরজনে অভিলাষিণী হইবেম না। সীতার এই-

রূপ রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য লক্ষ্মণের অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। অগত্যা সীতাকে ঐরূপ অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার করার জন্য অনুযোগ প্রদানান্তর লক্ষ্মণ দেবগণের নিকট সীতার মঙ্গল কামনা করিয়া রামের সাহায্যের জন্য গমন করিলেন। লক্ষ্মণ প্রস্থান করিবার অনতিকাল পরেই রাবণ সুযোগ পাইয়া পরিব্রাজকের রূপ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া শোকাকুলা সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বেদোচ্চারণপূর্ব্বক সীতার রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা ব্রাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি জ্ঞানে পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর নানারূপ চিন্তার পর, অতিথির অবমাননা করিলে রামের অমঙ্গল হইতে পারে বিবেচনায় ধীরে ধীরে নম্রবচনে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। (এই স্থলে সীতা রামের ও নিজের বয়সের যে বর্ণনা প্রদান করেন তাহা এইরূপ—ত্রয়োদশ বর্ষকালে দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করেন। বনে গমন কালে রাম পঞ্চবিংশ বর্ষ ছিলেন এবং সীতা অষ্টাদশ-বর্ষিয়া ছিলেন। বন গমনের পূর্ব্বে তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া ছিলেন। তাহা হইলে বিবাহ কালে সীতার বয়স ছয় বৎসর ছিল ধরিতে হয়)। রাবণ ক্রমে ক্রমে সীতার নিকট হইতে তাঁহার জন্ম, বিবাহ, রামের বনাগমনের হেতু প্রভৃতি সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, নিজের পাপাশয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সীতাকে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও তিনি রাজ্য শাসনে উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই দশরথ তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন, এই প্রকারে রামেরও নানারূপ নিন্দা করিয়া রাবণ সীতাকে তাঁহার সহিত লঙ্কায় যাইবার জন্য বারংবার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণের বাক্যে সীতার ক্রোধ সঞ্চার হইল এবং তিনি ঐরূপ অবমানকর ও প্রগল্‌ভ বাক্য উচ্চারণ করার জন্য রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সীতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাবণের ক্রোধ সঞ্চার হইল। তখন তিনি স্ব-রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় সীতাকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার সম্মতি না পাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতা রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া আকুলস্বরে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা অতিশয় দূরে ছিলেন বলিয়া সীতার রোদন তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে সীতা এক স্থানে পক্ষীরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সীতা নিজ বিপদের কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলেন। সীতার কাতর ক্রন্দনে প্রবুদ্ধ হইয়া জটায়ু রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাবণের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হয়। অতঃপর রাবণ পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে আর একস্থানে সীতা গিরিশৃঙ্গোপরি পাঁচটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া সীতা, তাহারা রামকে হয়ত সংবাদ দিতে পারিবে এই আশায় নিজ কৌষেয় উত্তরীয় ও সুবর্ণালঙ্কারাদি তাহাদের নিকটে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ কিন্তু সম্ভ্রম প্রযুক্ত তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণ সীতা-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাবণ সীতাকে নিজ অন্তঃপুরে স্থাপন-পূর্ব্বক ভীষণাকৃতি পিশাচীগণকে আদেশ করিলেন যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ যেন তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে সীতাকে দেখিতে না পায়। সীতা মণিমুক্তা অলঙ্কারাদি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহা সকলই যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন তিনি সকল দাস-দাসীদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যে কেহ সীতার প্রতি কোনও রূপ দুর্ব্যবহার করিবে, সেই দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইবার পর রাবণ পুনরায় সীতার প্রণয় লাভের জন্য তাঁহাকে প্রথমে বিনয়গর্ভ বাক্যে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোনও ফল না হওয়াতে পরিশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সীতার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে ক্রুদ্ধ রাবণ বলিলেন যে তিনি সীতার মত পরিবর্ত্তনের আশায় দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বৎসরান্তে সীতা সম্মতা না হইলে তিনি সীতার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাবণ রাক্ষসীগণকে আজ্ঞা দিলেন "তোমরা ইহাঁকে অশোকবনে লইয়া যাও এবং যাহাতে তাঁহার দর্প চূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা কর।" রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। তথায় তাহারা সীতাকে বেষ্টন করিয়া অব-স্থানপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সীতাকে রাবণা-নুরাগিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। (রামা-আর-৯, ১০, ৪২, ৫৬)। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে

লঙ্কায় উপস্থিত হয়েন, তখন প্রথমে তিনি সীতাকে রাবণের অন্তঃপুরেই অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে রাবণ হয়ত সীতার প্রাণবধ করিয়াছে। তথাপি বিশেষ উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি অশোকবনে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বর্ত্তুলাকার কৈলাস-ধবল, সহস্র-স্তম্ভ প্রাসাদের সন্নিকটে অনশন-কৃশা, দীনভাবাপন্না, একখানি মাত্র জীর্ণ-পীতবস্ত্র পরিহিতা ক্ষীণা জানকীকে রাক্ষসীগণে পরিবৃতা উপবিষ্টা দেখিতে পাইলেন। তিনি সীতার অন্বেষণে আগমন করিবার সময়ে রাম হনুমানকে, সীতার অঙ্গে যে সমুদয় অলঙ্কার তখনও বর্ত্তমান ছিল, সেই গুলির বিবরণ দিয়াছিলেন। হনুমান সেই সকল অলঙ্কার ও সীতার পরিহিত বস্ত্র হইতে তাঁহাকে সম্যক চিনিতে পারিলেন। তখন সীতার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং নিজমনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাবণ অন্যান্য পুরাঙ্গনাসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় সীতাকে নানারূপ প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বৃথা রামের আশায় কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেই যে সীতার সকল প্রকার শুভ হইবে, এই কথা বলিয়া সীতাকে নানারূপে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা তাঁহার কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বরঞ্চ রাবণকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়া পাপবাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। এই ভাবে রাবণ ও সীতার মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে রাক্ষসীগণ সীতাকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে রাবণানুরাগিনী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল; কিন্তু কোনও রূপে সীতার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে পরিশেষে পরুষবাক্যে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে সীতা শোকাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী তথায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য রাক্ষসীদিগকে বলিল "তোমরা সীতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিও না। আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে আমার শঙ্কা হইতেছে যে লঙ্কাপুরী শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং রাবণও পরিজন সহ বিনষ্ট হইবে।" সীতা ত্রিজটার বাক্যে কিঞ্চিত আশ্বস্তা হইয়া ত্রিজটাকে বলিলেন "বাস্তবিক তোমার স্বপ্ন যদি সফল হয় তবে আমি তোমাদিগকে

রক্ষা করিব।" অতঃপর সীতা পুনরায় রাম-বিরহে আকুলা হইয়া গলদেশে বেণী-বন্ধনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার দেহে নানারূপ শুভ-লক্ষণ সূচক অনুভূতি উপস্থিত হইল। তখন সীতা আরও আশ্বস্তা হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে হনুমান বৃক্ষশাখোপরি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল ঘটনাই অবলোকন করিলেন। তখন তিনি সীতাকে আশ্বাস ও নিজ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সীতার আরও সমীপবর্ত্তী হইয়া এক শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক, যাহাতে সীতা তাঁহার বাক্যে প্রতীতি লাভ করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে রামচরিত কীর্ত্তন করিলেন। সীতা সহসা অদৃশ্য স্থান হইতে অদৃশ্য ব্যক্তির দ্বারা রামচরিত কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ভয়ার্ত্তচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অদূরে বৃক্ষশাখে এক ক্ষুদ্রকায় বানরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া সীতার অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি উহা মায়াবী রাক্ষসদিগের ছলনা মনে করিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। তখন হনুমান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা হনুমানের বাক্যালাপে কিয়ৎ পরিমাণে ভয়শূন্যা হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন হনুমান সীতাকে নিজ পরিচয় এবং তথায় আগমন করিবার কারণও ব্যক্ত করিলেন এবং সীতার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য রাম-প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। অতঃপর সীতা বিশেষ রূপে আশ্বাস লাভ করিলে হনুমান তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং বিশেষ ভাবে আশা প্রদান করিলেন যে তিনি সীতার সংবাদ লইয়া প্রত্যাগমন করিলেই রাম সৈন্যসহ লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবেন। তখন সীতাও রামের প্রত্যয়ের জন্য অভিজ্ঞান-স্বরূপ নিজ শিরোমণি হনুমান হস্তে সমর্পণ করিলেন। (রামা-সুন্দরা-১০-৪০)। সীতা যখন অশোক বনে একাকিনী অবস্থান করিতেন, তখন বিভীষণের ভার্য্যা সরমা সর্ব্বদা তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। রাম সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, রাবণ সীতাকে ছলনা করিবার জন্য বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক রাক্ষসের দ্বারা রামের এক মায়া মুণ্ড ও তদ্রূপ ধনুঃশরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া সীতার নিকটে গমন করেন এবং বানর সৈন্যের পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সীতাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণ

প্রত্যাবৃত্ত হইলে সরমাই সীতাকে সমুদয় ছলনার কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (রামা-লঙ্কা-৩১-৩৩)। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইলে সীতা যখন সেই সংবাদ পাইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন ত্রিজটা রাক্ষসী সীতাকে নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করেন (রামা-লঙ্কা-৪৭-৪৮)। রাবণ-বধান্তে হনুমান রামের আদেশে সীতাকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্য গমন করেন। পূর্ব্বে অশোক-কাননবাসিনী রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিত হনুমান সেই-সকল বিষয় অবগত ছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে তাঁহার বাসনা হইল যে তিনি সেই রাক্ষসীগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সীতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে ঐ সকল পরিচারিকা কেবল তাহাদের প্রভু রাবণের আদেশেই তাঁহার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিত। রাবণ হত হওয়ায় আর তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিবে না। অতঃপর রাম সীতাকে স্নান ও দিব্য অঙ্গরাগ ও ভূষণে ভূষিতা করাইয়া তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সীতা রামকে দর্শন করিবার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে সাধারণ ভাবেই অস্নাত অবস্থায়ই রাম সমীপে গমন করিতে উদ্যত হন। পরে রামের আদেশ অমান্য করা অনুচিত হইবে বিবেচনায় যথাযোগ্য বেশভূষাদি করিয়া পতিসকাশে উপস্থিত হইলেন। সীতা সমীপস্থা হইলে রাম নিজের মনোগত ব্যাকুলতা দমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে যে কলঙ্কলেপন করিয়াছিলেন, তিনি রাবণকে বধ করিয়া সেই কলঙ্কেরই স্খালন করিয়াছেন মাত্র। রক্ষোগৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া লোকাপবাদের সম্মুখীন হইতে সম্মত নহেন। রাবণকে বধ করিয়া তিনি পত্নীহারককে সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিবার তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। সীতা ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। রামের ঐ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতার যে দারুণ মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রামকে বলিলেন "আপনি আমাকে সাধারণ প্রাকৃত নারীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রাকৃত-জনের ন্যায় কর্কশ বাক্য বলিতেছেন কেন? দৈববশে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাষণ্ডের গাত্র সংস্পর্শ লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার চিত্ত এযাবৎ কাল আপনাতেই অনুরক্ত

রহিয়াছে। আমরা বহুকাল একত্র বাস করা সত্ত্বেও আপনি আমাকে সম্যক্‌ রূপে চিনিতে পারিলেন না, ইহাই আমার অতিশয় মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছে। আমার প্রতি যদি আপনার এইরূপ মনোভাবই হইয়া থাকে, তবে আপনি হনুমানের দ্বারা আমাকে তাহা জানান নাই কেন? তাহা হইলে আমি তখনই প্রাণত্যাগ করিতাম, এবং আপনাকেও জীবন সংশয় করিয়া এইরূপ সমরোদ্যোগ করিতে হইত না।" এইভাবে রামের নিকট নিজের মনো-বেদনা ব্যক্ত করিয়া জানকী লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমার স্বামী আমার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং আমি আর এ প্রাণ রাখিব না। তুমি চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, আমি সেই চিতানলে জীবন আহুতি প্রদান করিব।" জানকীকে ঐরূপ কর্কশ বাক্য বলার জন্য লক্ষ্মণও রামের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সীতার কাতর প্রার্থনায় তিনি অবিলম্বে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন বৈদেহী অধোমুখে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগি-লেন "যেহেতু আমার হৃদয়ে রাঘব ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা স্থান পায় নাই, এবং আমি বিশুদ্ধা চরিত্রা হই-লেও যেহেতু আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব হে দেব অগ্নি, আপনি আমায় সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে মৈথিলী সকল দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণের চক্ষুর সমক্ষেই হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। অমনই চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রামও তখন অতি-শয় ব্যাকুল চিত্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে দেবগণ সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহা-দের মধ্যে ব্রহ্মা রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে সীতাকে ঐ ভাবে পরি-ত্যাগ করা রামের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। অনন্তর সকলে সবিস্ময়ে দেখি-লেন যে স্বয়ং দেব হুতাশন চিতার মধ্য হইতে জানকীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইতেছেন। চিতামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নি রামকে বলিলেন "এই জনক দুহিতা একান্ত নিষ্পাপা। তিনি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারা কখনই তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। ইনি রাক্ষসান্তঃপুরে রুদ্ধা ও স্বজন-সম্পর্করহিতা থাকিলেও ইহার অন্তরাত্মা তোমাতেই একান্ত আসক্ত ছিল। অতএব আমার আজ্ঞায় তুমি ইহাকে প্রতিগ্রহণ কর।" হুতা-শনের বাক্য সমাপ্ত হইলে রাম বলি-লেন যে, সীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধচরিত্রা এবং নিষ্পাপা জানিয়াও, তিনি কেবল

লোকের সমক্ষে ইহাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। সর্ব্বজনের সমীপে সীতার পবিত্রতার সাক্ষ্য লাভ ব্যতিরেকে তিনি যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন, তবে লোক-সমাজে তাঁহাকে নিন্দিত হইতে হইত। এক্ষণে যখন সীতার পবিত্রতায় আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, তখন তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।” (রামা-লঙ্কা-১১৫-১২০) রাম বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধানে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন যে একাকিনী রাক্ষ-সান্তঃপুর-নিবাসিনী জানকীকে পুন-র্গ্রহণ করায় জনপদ-বাসীরা তাঁহার অশেষ নিন্দা করিতেছে। তখন রাম কর্ত্তব্যানুরোধে একান্ত অপ্রিয় হইলেও প্রজানুরঞ্জন করিবার জন্য নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করি-লেন। (রাম-১৫১৪ পৃঃ দেখ)। তাঁহার আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে গঙ্গার অপর পারে মুনিগণের আশ্রমে রাখিয়া আসিবার জন্য গমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে সীতা গঙ্গাতীরে মুনি-গণের আশ্রম সমূহ দর্শন করিতে যাই-বার জন্য রামের নিকট বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেইরূপ আশ্রম প্রদর্শন করাইবার ছলনায় রাম সীতাকে লক্ষ্মণের সহিত প্রেরণ করিলেন। সীতাকে লইয়া নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইবার পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে রামের নিদারুণ আদেশের কথা বলি-লেন। সীতা রামের আদেশের কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। তিনি লক্ষ্মণের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে লক্ষ্মণ সত্য কথাই বলি-য়াছেন, তখন নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামের এই নিদারুণ ব্যবস্থায় তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে তিনি সেই সময়ে গর্ভবতী না থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইতেন। লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া যথাযোগ্য সান্ত্বনাদি প্রদানান্তর প্রত্যা-গমন করিলে সীতা দুঃখভারে অবনতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-লেন। ক্রমে সেই সংবাদ শিষ্যগণ প্রমুখাৎ মহর্ষি বাল্মীকির গোচর হইলে তিনি ত্বরিৎপদে সীতার সমীপে উপ-স্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। তথায় জানকী বাল্মী-কির আশ্রয়ে অন্যান্য ঋষিপত্নীগণের সাহচর্য্যে ও স্নেহাবরণে বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-উত্তরা-৫৩-৫৯)।

রাম যখন সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন, তখন তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। মহাতপা বাল্মিকীর আশ্রমে অবস্থান কালে যথা সময়ে জানকী যমজপুত্র প্রসব করিলেন। বাল্মীকি সেই সংবাদে পরম আনন্দিত হইয়া ভূত প্রেতাদির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন। (লব দেখ)। কিয়ৎকাল পরে রাম এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। মহাতপা বাল্মীকি সশিষ্য সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন। তিনি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। তথায় মহর্ষির আদেশে বালকদ্বয় মহর্ষিরই নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রামায়ণ গান করেন। রাম তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সীতাকে লইয়া আসিবার জন্য বাল্মীকির নিকটে দূত প্রেরণ করেন। বাল্মীকি সীতাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সীতা যে পরম শুদ্ধাচারিণী সেই কথা বারংবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে সীতা যদি পূর্ব্বের ন্যায় জনগণের সমক্ষে নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তিনি আদৌ দ্বিধা করিবেন না।" বাল্মীকি তখন উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আমি যদ্যপি স্থির নিশ্চিত যে দেবী জানকী সর্ব্বপ্রকারে পাপলেশ শূন্যা, তথাপি, জনগণের সংশয় দূরীকরণার্থ তিনি এস্থলে নিজ শুদ্ধাচারিতার প্রত্যয় প্রদান করিবেন।" বাল্মীকির বাক্য সমাপ্ত হইলে কাষায়বসনা জনকদুহিতা অধোদৃষ্টি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "আমি রামভিন্ন অপর কোন পুরুষকে কোনও দিন চিন্তা করিনাই এবং আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি। এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা [illegible] আমাকে গর্ভ মধ্যে স্থান দান করে[illegible]" সীতা এই রূপ শপথ করিতে থা[illegible]ল সহসা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত [illegible]ল। ভূ-বিবর হইতে এক অত্যুত্তম [illegible]হাসন সমুত্থিত হইল। দিব্য রত্নাদি-[illegible]ত নাগগণ ঐ সিংহাসন মস্তকে ধার[illegible] করিয়াছিলেন এবং ভগবতী বসুন্ধরা সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। সেই দেবী অতঃপর বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জানকীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলে সেই, সিংহাসন পুনরায় ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইল। রামা-উত্তরা-৭৯, ১০৬-১১০। (২) অদ্ভুত রামায়ণে সীতার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ উল্লিখিত আছে—দণ্ডকারণ্যে গৃৎসমদ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র ছিল। একটিও কন্যা ছিলনা। তাঁহার পত্নী তজ্জন্য দুঃখিতা হইয়া পতির নিকট একটি কন্যা

লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন গৃৎসমদ লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে পাইবার আশায় প্রত্যহ অল্প পরিমাণে মন্ত্রপূত দুগ্ধ এক কলস মধ্যে রক্ষা করিতেন। সেই সময়ে রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন এবং মুনিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে রক্ত নিষ্কাষণপূর্ব্বক সেই শোণিত গৃৎসমদের দুগ্ধ-কলসমধ্যে রক্ষা করিয়া সেই কলস সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় তিনি সেই শোণিত পূর্ণ কলস ভার্য্যা মন্দোদরীকে প্রদান করিয়া বলিলেন "এই কলসে উগ্রবিষ তুল্য তেজস্কর মুনিদিগের শোণিত রহিয়াছে। তুমি ইহা সাবধানে রক্ষা করিও।" অতঃপর কিয়ৎকাল পরে রাবণ পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, মন্দোদরী পতিবিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবার আশায় সেই মুনি-শোণিত বিষবোধে পান করেন। সেই শোণিত পান করার ফলে মন্দোদরীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তখন তিনি শঙ্কিতা ও লজ্জিতা হইয়া তীর্থ-দর্শন-ছলে কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সেই গর্ভ নিষ্কাষিত করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি জনক এক যজ্ঞ সম্পাদন করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সহসা লাঙ্গলের সীতা হইতে এক কন্যা লাভ করিলেন। তখনই এক দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক সেই কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া মহিষীগণের হস্তে তাহার লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন। অদ্ভু-রামা-৮। (৩) বনবাসান্তে সীতারনিকটে সহস্র-বদন রাবণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন এবং সৈন্য, সেনাপতি প্রভৃতি সহ গমন করিয়া সহস্র-বদন রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি রাবণের শরাঘাতে আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইলে সীতা সকলকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং সমরে অবতীর্ণা হইলেন এবং রাবণকে বধ করিবার জন্য ভয়ঙ্করী ভীমামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার উদর ক্ষীণ, চক্ষু কোটর-গত ও চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমান, জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ হইল। মুণ্ডমালা তাঁহার বিভূষণ হইল। সীতা চতুর্ভুজা, দীর্ঘতুণ্ডা, বিলোল-জিহ্বা জটাজুট-মণ্ডিত-শিরা, এবং ঘণ্টা ও পাশ-হস্তা হইলেন। তিনি হস্তে খড়্গ ও খর্পর ধারণপূর্ব্বক সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রথমেই রাবণের সহস্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি রাবণের

অনুচর রাক্ষসদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কেহ তাঁহার নখর-প্রহারে, কেহ তাহার পাদ-তাড়নে কেহ বা তাঁহার অস্ত্রাঘাতে শমনভবনে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণ-কাল মধ্যে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া তাহাদের শিরোমালায় ভূষিতা সীতা রাবণের সহস্র ছিন্ন-মস্তক লইয়া কন্দুক ক্রীড়ায় রতা হইলেন। এই সময়ে জানকীর লোমকূপসমূহ হইতে সহস্র সহস্র বিকৃতাকার মাতৃকাগণ আবির্ভূতা হইয়া সীতার সহিত কন্দুক ক্রীড়ায় ব্যপৃতা হইলেন। এই সকল মাতৃকা-গণের মধ্যে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম—প্রভা-বতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমী, চটোত্তমা, উত্তেজিনী, জয়া, সেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রু-ঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভ্রবস্ত্রা, তীর্থসেনী, জটোজ্জ্বলা, গীত-প্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, সিতাননা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রু, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বেগবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, ভারতী, পদ্মাবতী, সুনেত্রা, গন্ধরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাকালী, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, পরানন্দা শতমেখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, তারিণী, বপুষ্মতী, চন্দ্রসীতা, ভদ্রকালী, সটামলা, ঝঙ্কারিকা, রামা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বর্ণবতী, বুদ্ধিকামা, জনপ্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জনেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডুতি, কালকা, দেবমিত্রা, কেতকী, লোহি-তাক্ষী, মহামায়া, হরিপিণ্ডী, পিণ্ডিকা, সুদেবকা, লম্বাস্যা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শৃঙ্খলিকা, শঙ্কুলিকা, হরা, কান্দালিকা, কাকলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জবেলা, মহা-বেগা, কিঙ্কিণী, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, খেসয়ন্তী, কুটীরাভা, ক্রোশগা, ত্বরিৎপ্রভা, মন্দোদরী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বহুচূড়া, বিকস্থিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিহা, মধুকুম্ভা, যক্ষানিকা, মৎস-রিকা, জরায়ু, জর্জ্জরানলা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পৃথুশ্রোণী, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অম্লোচা, নিম্লোচা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা লম্বাক্ষী, লম্বমেখলা, শশোলূকমুখী, খরজঙ্ঘা, হৃষ্টা, মহাজরা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচারী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা,

কালাহিকা, কামনিকা, মুকুটা, মুকুটেশ্বরী, একবক্তা, সকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, কর্ণিকা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, কামদা, কণ্টকা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, চতুর্ভুজা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বিসিরা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘবরা, মেষরোমা ও বিরোচনা। এই সকল এবং আরও অন্যান্য মহাভয়ঙ্করী মাতৃকাগণের আবির্ভাবে সেই রণস্থল মহাভয়ঙ্কর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মাংসাশী জন্তুগণ তাহার চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। নিহত রাক্ষসগণের দেহাবশিষ্ট মাংস ও রক্তে রণস্থলের ভূমি পঙ্কিল হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেত পুরীতুল্য ক্ষেত্রে জনকনন্দিনী ভয়ঙ্করী ভীমা রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জনকাত্মজার সেই নৃত্যে পৃথিবী, ভূধর ও সাগর সকল কম্পিত হইতে লাগিল। সকলেই মনে করিলেন বোধ হয় প্রলয় উপস্থিত হইল। তাঁহার পাদ-প্রহারে পীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা পাতালে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, দেবগণের প্রার্থনায় শঙ্কর শবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। তখন পৃথিবী স্থিরা হইলেও সীতার পাদশব্দে, তাঁহার দেহসঞ্চালনে, তাঁহার হুঙ্কার-ধ্বনিতে লোক সমুদয় অস্থির হইয়া উঠিল। তখন শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মা, লোকপালগণ-সহ দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তবে প্রীতি লাভপূর্ব্বক বৈদেহী শান্তভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে রামচন্দ্র রাবণ-অস্ত্রে আহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। রাম সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রসন্ন হইবেন না। অতএব দেবগণ যদি তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করেন তবে, রামচন্দ্র যাহাতে জ্ঞানলাভ করেন, সেই ব্যবস্থা করুন। ব্রহ্মা তখন হস্তস্পর্শ দ্বারা রামচন্দ্রের চৈতন্য বিধান করিলেন। রাম জ্ঞান লাভ করিয়াই রাবণকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি রাবণকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে এক চতুর্ভুজা, লোলরসনা, খড়্গ-খর্পরহস্তা, দিগম্বরী, কালীমূর্ত্তিকে শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিতা দেখিলেন। সেই ভীমাদেবী রুধির পানে নিয়তা এবং তিনি অন্যান্য ভীষণাকৃতি মাতৃকাগণের সহিত রাবণের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া কন্দুকক্রীড়ায় নিযুক্তা। এই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র ভীত হইয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন। তখন

ব্রহ্মা রামকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, সীতার ঐরূপ ভীষণাকৃতি ধারণ করিবার কারণ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে রামচন্দ্রের ভীতির অপনোদন হইলে, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভীম রূপা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী উত্তর দিলেন যে তিনিই মহেশ্বরাশ্রয়িনী সনাতনী পরমা শক্তি। এই কথা বলিয়া দেবী রামচন্দ্রকে তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই রূপ অবলোকন করিয়া রাঘব মুগ্ধচিত্তে সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়া সীতার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তব সমাপন হইলে সীতা প্রীতা হইয়া ভীমারূপ সংহরণপূর্ব্বক পরমারূপ ধারণ করিলেন। তখন রামচন্দ্র পুনরায় সীতার ঐ পরমারূপের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তব সমাপন হইলে, সীতা রামকে বলিলেন যে রাবণ-বধের নিমিত্ত তিনি যে রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, সেইরূপে তিনি সাধারণতঃ মানসোত্তর শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃই নীলরূপধারী রামচন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক অদ্দিত হইয়া লোহিত রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্য নীললোহিত ধারী রামের নিকটেই তিনি বাস করিবেন। এইকথা বলিয়া সীতা রামকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাম তখন প্রার্থনা করিলেন যে সীতা তাঁহাকে যে ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই রূপ যেন তাঁহার হৃদয় হইতে অপগত না হয় এবং রাবণের সহিত যুদ্ধে যাঁহারা হতাহত হইয়াছেন তাঁহারা পুনর্জীবন লাভ করুন ও সুস্থ হউন। সীতা হৃষ্ট চিত্তে সেই বরই প্রদান করিলেন। অতঃপর পুষ্পকারোহণ করিয়া রাম ও সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। অদ্ভু-রামা-২৩-২৬। (৩) বনবাসকালে কোনও সময়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ফল্গু নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হওয়াতে রাম লক্ষ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সংগ্রহার্থ নিকটস্থ এক গ্রামে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণের প্রত্যাগমনে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া শেষে রাম স্বয়ং তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করেন। তাঁহাদের উভয়েরই আগমনে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে দেখিয়া ও শ্রাদ্ধের নির্দ্ধারিত কালও অতিক্রান্ত-প্রায় দেখিয়া সীতা ফল্গু নদীতে স্নান সমাপনপূর্ব্বক কুটীরে যাহা কিছু আহৃত ছিল, তাহাদ্বারাই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। পিণ্ডদান সমাপ্ত হইবা মাত্র "অয়ি সীতে, তোমা-প্রদত্ত পিণ্ড লাভে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, তুমিও পিণ্ডদান করিয়া ধন্য হইলে, এইরূপ বাক্য সীতার কর্ণগোচর হইলে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-

লেন না, কেবল পিণ্ড গ্রহণার্থ অলঙ্কারাদি-শোভিত হস্ত তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। তখন জানকী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কাহারা এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন বলুন।" জানকীর বাক্যে তথায় উপস্থিত অশরীরি দশরথ উত্তর দিলেন, "আমি তোমার শ্বশুর দশরথ। এস্থলে উপস্থিত আমরা সকলেই তোমার কৃত শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়াছি। তোমার শ্রাদ্ধ সফল হইয়াছে।" তখন সীতা বলিলেন "আমার পতি এবিষয়ে যদি সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি কি করিব।" তখন অকাশবাণী হইল "তুমি কতকগুলি সাক্ষী রাখ।" এই দৈববাণী শুনিয়া সীতা ফল্গুনদী, গাভী, অগ্নি ও কেতকীপুষ্পকে সাক্ষী রাখিলেন। অতঃপর পিতৃপুরুষগণ সকলে অন্তর্হিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন সীতা তাঁহাদিগকে সকল ঘটনা নিবেদন করিল। কিন্তু রাম সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন সীতা বলিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহাব চাবিটি সাক্ষী আছে। অতঃপর রামেব নির্দ্দেশে সীতা সাক্ষী চতুষ্টয়কে সকল ঘটনা ব্যক্ত করিতে বলিলেও তাহাদের মধ্যে কেহই সীতার কথা অনুমোদন করিল না। তখন রাম ও লক্ষ্মণ হাস্য করিতে লাগিলে, সীতা লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ পুনরায় শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পিতৃগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন যে জানকী পূর্ব্বেই শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া তাঁহাদিগকে পিণ্ড দান করিয়াছেন ও তাঁহারা সেই পিণ্ড দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াও, রাম তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন পুনরায় এক দৈববাণী রামকে শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। রাম তাহাও গ্রাহ্য না করিলে সূর্য্য-দেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীর বাক্য অনুমোদন পূর্ব্বক পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন রাম সীতার বাক্যে প্রতীতি লাভ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিলেন। অতঃপর জানকী যাহা-দিগকে সাক্ষী রাখিয়াছিলেন, তাহারা বিপদকালে সাক্ষ্য না দেওয়াতে সীতা কুপিতা হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান কবিলেন। ফল্গু-নদীকে বলিলেন, "তুমি পাতালে প্রবাহিতা হও।" কেতকীকে পরে বলিলেন "তুমি শিবপূজাব অযোগ্য হইবে।" ধেনুকে বলিলেন "তুমি পুচ্ছদেশে পবিত্র এবং মুখে অপবিত্র হইবে।" তৎপরে অগ্নিকে বলিলেন "তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে।" শিব-জ্ঞান ৩০। (৪) বনে বাসকালে কোনও

সময়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গয়াশির নামক এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে উপস্থিত হন। তথায় বাসকালে রামচন্দ্র স্বপ্নে পিতৃপুরুষগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন। শ্রাদ্ধকালে অনেকানেক ব্রাহ্মণ-গণ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সীতা লজ্জিতা হইয়া অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাম অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সীতার সাক্ষাৎ না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে ব্রাহ্মণগণ করিলে, তখন সীতা পুনরায় রামের সকাশে আগমন করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ রাম সীতাকে শ্রাদ্ধকালে অনুপস্থিত থাকার জন্য অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা উত্তর করিলেন যে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের শরীরে রামের পূর্ব্বপুরুষগণকে অবলোকন করিয়াই লজ্জায় তিনি অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২০। (৫) বাল্যকালে সীতাদেবী একবার পিতৃ-ভবনের সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অতি মনোহর শুকযুগলকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা এক পর্ব্বতের সানুদেশে উপবিষ্ট হইয়া রাম ও সীতার কাহিনী আলাপ করি-তেছিল। তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সীতা কৌতূহলী হইয়া সখিগণকে ঐ শুক-মিথুনকে আনয়ন করিতে বলিলেন। সীতার বাক্যে সখিগণ পক্ষিদ্বয়কে ধারণ করিয়া সীতাকে প্রদান করিল। তখন সীতা তাহা-দিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহা-দিগের নিকট রামের বিষয় বিস্তারিত শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহারা সীতার বাক্যে রামের চরিত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলে, সীতা তাহাদিগকে নিজ পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, "যখন তোমাদের বিবরণানুযায়ী রামচন্দ্র আসিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন, তখন আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব।" সীতার বাক্যে শুকযুগল অতিশয় ভীত হইয়া মুক্তি পাইবার জন্য বারংবার সীতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে শুকী তখন অন্তঃ-স্বত্ত্বা ছিল। সে বারংবার বলিতে লাগিল যে তাহাকে মুক্তি দিলে, সে সন্তান প্রসব করিয়া পুনরায় সীতার নিকট আগমন করিবে। কিন্তু সীতা কোনও মতে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে সম্মতা হইলেন না। তিনি তৎ-পরিবর্ত্তে শুককে মুক্তি প্রদান করি-লেন। শুকী মুক্তিলাভে হতাশ হইয়া সীতাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিল, "যেহেতু তুমি অন্তঃস্বত্ত্বা অব-স্থায় পতির সহিত আমাকে বিযুক্ত করিলে, তদ্রূপ তুমিও গর্ভিণী অবস্থায় পতিবিরহ-দুঃখ ভোগ করিবে।" পদ্ম-

পাতা-৩১। (৬) পুরাকল্পীয় রামায়ণ মতে বিদর্ভদেশে রাজা বিদেহ যজ্ঞ করিয়া এক কন্যা লাভ করেন ও তাঁহার নাম রাখেন সীতা। সেই সীতাকে রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া বিবাহ করেন। পদ্ম-পাতা-৭১। (৭) মিথিলাধিপতির কন্যা সীতা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ছিলেন। দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্য তিনি অবতীর্ণা হন। তিনি আন্বীক্ষিকী বিদ্যারূপে মিথিলায় উৎপন্না হন। তজ্জন্য তাঁহার একনাম হয় মৈথিলী। মিথিলার অধিপতি জনক লাঙ্গলাগ্রভাগে প্রাপ্ত সেই ব্রহ্মবিদ্যা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (৮) ভগবান বিষ্ণু নারদ ও পর্ব্বত নামক মুনিদ্বয়কে বঞ্চনা করিয়া অম্বরীষ রাজার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে রামচন্দ্রাবতারে সীতাবিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬। (৯) সীতা পূর্ব্বজন্মে বেদবতী নামে এক মুনি-কন্যা ছিলেন। সেই বেদবতী লক্ষ্মীর অংশভূতা ছিলেন। তিনিই ভূমিতল হইতে উত্থিতা হইয়া জনকের কন্যাত্ব গ্রহণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৫। (১০) লাঙ্গলদ্বারা চিহ্নিত রেখার নাম সীতা। বেদে তাঁহাকেই দেবতা রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ সীতা-দেবতার স্তুতি করিয়া বামদেব নামক ঋষি কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদেও ঐ সীতার উপাসনা করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক্-৪।৫৭।৬-৮। যজুঃ ১৭।১২। (১১) গঙ্গার এক প্রবাহের নাম সীতা। সুচক্ষু দেখ।

সীমন্তিনী—চিত্রবর্ম্মা নামক রাজার কন্যা। নিষধরাজ তনয় চন্দ্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তিনি বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পত্নী মৈত্রেয়ীর উপদেশে পরমভক্তি-সহকারে যথোচিত উপায়ে ভবানীর পূজায় প্রবৃত্তা হন এবং সেই পূজার ফলে পুনরায় স্বামীকে প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৮।

সীমাগণেশ—কাশীধামে মণি-কর্ণিকা নামক হ্রদের উত্তর ভাগে সীমাগণেশ অবস্থান করেন। মোদকাদি বিবিধ উপচার সহ সেই সীমাগণেশের পূজা করিলে মণি-কর্ণিকা লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

সীর—ঋগ্বেদে বামদেব ঋষি সীর নামক দেবতার স্তব করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যাস্কের মতে সীর আদিত্যেরই নামান্তর। মহীধর বলেন সীর অর্থ লাঙ্গল। শুক্ল যজুর্ব্বেদে এই উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক্-৪।৫৭।৫; যজু-১২।৬৮।

সীরধ্বজ—(১) মিথিলাতে জনক নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মিথিলানগরীর প্রতিষ্ঠাতা মিথির পুত্র। এই জনকের নামেই তাঁহার বংশীয়

সকল পরবর্ত্তী রাজাই জনক নামে উক্ত হইতেন। এই বংশে হ্রস্বরোমন নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সীরধ্বজ ও কনিষ্ঠ কুশধ্বজ। এই সীরধ্বজ নৃপতি সাধারণতঃ জনকরাজ বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারই কন্যা সীতা রামচন্দ্রের ভার্য্যা ছিলেন। সীরধ্বজের অপরা কন্যা উর্ম্মিলা লক্ষ্মণের পত্নী ছিলেন। রামা-আদি-৭১। (২) হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ, তাঁহার তনয় ভানুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। বায়ু-৮৯। গরু-পূ-১৪২। (৩) সীরধ্বজের পুত্র কুশ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

সীরপাণি—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

সুকক্ষ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার নামান্তর শ্রুতকক্ষ। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮। ৯২, ৯৩।

সুকন্যা—(১) মনুবংশীয় রাজা শর্য্যাতির কন্যা। ভৃগু-নন্দন চ্যবনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহান্তে সুকন্যা চ্যবনমুনির আশ্রমেই অবস্থানপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করেন। সুকন্যা স্বামী চ্যবনমুনির অনুমতি লইয়া অশ্বিনীকুমারদের অঙ্কশায়িনী হইতে সম্মতা হন। তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনিকে নব যৌবন ও মনোহর রূপ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে সন্নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে অবগাহন করিতে বলিলেন। চ্যবনমুনি জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা যখন সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের সকলের আকৃতিই একরূপ হইল। অনন্তর তাঁহারা মিলিত হইয়া সুকন্যাকে বলিলেন "তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয়, তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। তখন সুকন্যা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া চ্যবনকেই মনোনয়ন করিলেন। মহাভা-বন-১২০-১২২। দেবীভাগ-৭স্ক-২-৬। ভাগ-৯স্ক-৩। পদ্ম-পাতা-৭, ৮। স্কন্দ-আব-চতু-৩০। (২) সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের প্রমতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবীভা-২স্ক-৮। মহাভা-আদি-৫। (৩) সুকন্যার গর্ভজাত চ্যবনের পুত্রদ্বয়ের নাম আত্মবান ও দধীচি। বায়ু-৬৫। (৪) সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের সুমেধা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৭০। শর্য্যাতি ও চ্যবন দেখ।

সুকর—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

সুকর্ণ—সুকণ্ঠ নামক বিদ্যাধরের পুত্র সুকর্ণ গালব নামক এক ব্রহ্মর্ষির কন্যা

কান্তিমতীর প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করেন। তাহাতে গালবমুনির অভিশাপে সুকর্ণকে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেই মনুষ্য-জন্মে তাঁহার নাম হয় অশোকদত্ত। পরে বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক নামক বিদ্যাধর-পতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

সুকর্ণিকা—অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

সুকর্ণী—বিদ্যাধরী বিশেষ। সে শাপগ্রস্তা হইয়া নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। তখন তাহার নাম হয় ললিতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। ললিতা ও মৃগাবতী দেখ।

সুকর্ম্ম—দেবযোনি বিশেষ। তাঁহার পত্নী কীর্ত্তি দেবী আদ্যাশক্তির অন্যতমা অংশভূতা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। দেবীভা-৯স্ক-১।

সুকর্ম্মা—(১) সংহিতাকার সুত্বার তনয়। তিনি পিতার নিকট হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত সহস্র শিষ্যকে তাহা অধ্যয়ন করান। সুকর্ম্মা যেদিন শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করেন, সেই দিন অনধ্যায় ছিল। তজ্জন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুকর্ম্মার শিষ্যগণকে বিনাশ করেন। সুকর্ম্মা শিষ্যগণের শোকে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে এই বর দিলেন যে তাঁহার দুইটি মহাবীর্য্য মহাপণ্ডিত শিষ্য হইবে এবং ঐ শিষ্যদ্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন। ইন্দ্র-সমীপে ঐ বরদ্বয় লাভ করিয়া সুকর্ম্মার ক্রোধ ও শোক শান্তি হয়। ইন্দ্র-বর-লব্ধ ঐ শিষ্যদ্বয়ের নাম পৌষ্যঞ্জি ও হিরণ্যনাভ-কৌশিল্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। ভাগ-১২স্ক-৬। হিরণ্যনাভ দেখ। (২) সংহিতাকার জৈমিনীর পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুকর্ম্মা। তাঁহারা উভয়ে জৈমিনীর সমীপে এক এক সামবেদ শাখা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁহারা সেই অধীত শাখাদ্বয়কে এক সহস্র-সংহিতায় বিভক্ত করেন। সুকর্ম্মার কৌশল্য-হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি নামক শিষ্যদ্বয় ঐ সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। (৩) যদু-বংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র সুকর্ম্মা। শ্বফল্ক দেখ। (৪) কুণ্ডলের পুত্র সুকর্ম্মা জগতে অর্ব্বাচীন ও পরাচীন অবগত ছিলেন। জগতে তাঁহার ন্যায় মহাজ্ঞানী আর কেহই ছিলনা। তিনি কখনও কাহাকেও কিছু দান করেন নাই, অথবা কখনও হোমযজ্ঞাদি সম্পাদন করেন নাই। তিনি কোন তীর্থপর্য্যটন করেন নাই এবং অগ্নিহোত্রও ছিলেন না। তিনি কেবল পিতৃমাতৃ-পরায়ণ, সত্য-ধর্ম্মান্বিত এবং জ্ঞানানুশীলনে নিরত ছিলেন। এই সমুদয় পুণ্য কার্য্যের প্রভাবেই তিনি স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। পদ্ম-ভূমি-৬১-৬৩; ৭৪-

৮৪। (৫) রৌচ্য মনুর অধিকারকালে সুকর্ম্মা, সুধর্ম্মা ও সুরোমা এই তিন দেব-গণ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণে ত্রিংশৎ জন করিয়া দেবতা ছিলেন। গরু-পূ-৮৭। বায়ু-১০০। বিষ্ণু-৩য়-২। (৬) ত্রয়োদশ দেব-সাবর্ণি মন্বন্তরে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা নামে দেব-গণ ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৭) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

সুকর্ষ—ধর্ম্ম-পত্নী মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুদ্গণের অন্যতম। মৎ-১৭১। মরুত্বতী ও মরুদ্গণের তালিকা দেখ।

সুকলা—বারাণসী-বাসী এক বৈশ্যের পতিব্রতা পত্নী। সুকলার স্বামী কৃকল পত্নীকে গৃহে রাখিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। তখন সুকলাকে একাকিনী বাস করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ করিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সুকলার সতী ধর্ম্মের তেজে তাহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। পদ্ম-ভূমি-৪১-৫৮।

সুকল্পা—রাধিকার সহচরী শক্তি-রূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

সুকান্তি—রাজা বিশেষ। ত্রেতাযুগে উৎপন্ন মহাপরাক্রমশালী রাজগণের অন্যতম। বরা-৩৬।

সুকালা—(১) প্রজাপতি বশিষ্ঠের পিতৃগণ সুকালা নামে বিদিত হইতেন। তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের পুত্র ছিলেন। স্বর্গস্থ মানস নামক লোকে তাঁহাদের বাস ছিল। নর্ম্মদা নদী তাঁহাদের মানস কন্যা। বায়ু-৭৩। (২) বশিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালা নামক পিতৃগণ সর্ব্ব-কাম-সিদ্ধি জ্যোতিঃর দ্বারা জ্যোতি-ষ্মান হইয়া স্বর্গে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে তর্পণ করেন। তাঁহাদের মানসী কন্যার নাম গো। হরি-হরি-১৮। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সুকালিন—(১) হিরণ্যগর্ভমনুর যে পুত্রগণ "পিতৃগণ" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সুকালিন নামে খ্যাত বশিষ্ঠ-সন্তানেরা শূদ্রদিগের "পিতৃগণ"। মনু-৩।১৯৪-২০১। কালি-২। পিতৃগণ (৭৩৫ পৃঃ) ও (অতি-রিক্ত খণ্ড) দেখ।

সুকীর্ত্তি—দ্বাদশ (দক্ষসাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে সুকীর্ত্তি নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবীপু-৪৬।

সুকট্ট—একটী রাজবংশের নাম। জরাসন্ধ-ভয়ে ভীত হইয়া এই বংশীয় রাজগণ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৩।

সুকুণ্ডল—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১৮৬।

সুকুমার—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের

বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) সুকুমার নামক একজন রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৩) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পুলিন্দ-নগরে উপস্থিত হন এবং তত্রস্থ সুকুমার ও সুমিত্র নামক রাজদ্বয়কে পরাভূত করিয়া কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৮। (৪) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুকুমার ও সুমিত্র নরপতিদ্বয়কে বশীভূত করেন। মহাভা-সভা-৩০। (৫) কাশিরাজ অলর্কের বংশীয় আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। তাঁহার তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-২৯। (৬) ঐ বংশীয় সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু। হরি-হরি-৩২। (৭) প্রিয়ব্রতাত্মজ ভব্যের সাতপুত্রের অন্যতম সুকুমার। মার্ক-৫৩। ভব্য দেখ। (৮) প্রিয়ব্রত-পুত্র হব্যের অন্যতম তনয়। তিনি নিজ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। হব্য দেখ। (৯) প্রিয়ব্রতাত্মজ শাকদ্বীপাধিপতি ভব্যের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-২য়-৪। ভব্য, কুশোত্তর, কুমার ও মণীচক দেখ। (১০) কাশিরাজ অলর্কের বংশীয় সুবিভুর পুত্র সুকুমার। তাঁহার তনয় ধৃষ্টকেতু। গরু-পূ-১৪৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (১১) ঐ বংশীয় ধৃষ্টকেতুর পুত্র সুকুমার। তাহার তনয় বীতিহোত্র। ভাগ-৯স্ক-১৭। (১২) অলর্কবংশীয় বিভুর তনয় আনর্ত্ত ও সুকুমার। সুকুমারের তনয় সত্যকেতু। অগ্নি-২৭৮। (১৩) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সুকুসুমা—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

সুকৃত—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ঠের যে সাত পুত্র সপ্ত প্রজাপতি রূপে বিখ্যাত ছিলেন, সুকৃত তাঁহাদের অন্যতম। মৎ-৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। অয় দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় পৃথুর তনয় সুকৃত। তাঁহার সন্তান বিভ্রাজ। মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। সুকৃতি দেখ। (৩) ভদ্রাবতীপুর-নিবাসী ধনপাল নামক বৈশ্যের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-উত্ত-৪৯।

সুকৃতি—(১) স্বরোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। স্বারোচিষ মনু দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় পৃথুর তনয়। সুকৃতির পুত্র বিভ্রাজ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৩) ধর্ম্মপুত্র (দশম) সাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (৪) অজমীঢ়-বংশীয় পারের পুত্র সুকৃতি। গরু-পূ-১৪৪। (৫) ঐ বংশীয় বৃষুর তনয় সুকৃতি। তৎসুত বিভ্রাজ। বায়ু-৯৯। (৬) হিমালয়ের সানুদেশে লীলাবতী নাম্নী পুরীতে সুকৃতি নামে এক বিদ্যাধর-রাজ রাজ্য

করিতেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৮। সুন্দরী দেখ। (৭) একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭। (৮) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋকৃমন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-১০।১৩১।

সুকৃত্ত—অরদ্ব দেখ। ঋক্‌-৮।৪৬।২৭।

সুকৃত্য—মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় নিরামিত্রের তনয়। তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুকৃতের তনয় বৃহৎকর্ম্মা। বায়ু-৯৯।

সুকৃষ—বিপুলস্বান নামক এক মুনির তুম্বুরু ও সুকৃষ নামে দুই পুত্র ছিল। একবার ইন্দ্র এক জরাজীর্ণ মহাকায় পক্ষীর রূপ ধারণপূর্ব্বক বিপুলস্বানের নিকট উপস্থিত হইয়া নরমাংস ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। বিপুলস্বান তাঁহার পুত্রগণকে পক্ষীর আহারের জন্য তাহাদের দেহ উৎসর্গ করিতে বলিলেন। পুত্রেরা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, বিপুলস্বান তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে তাহারা পক্ষিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৩।

সুকেতু—(১) ঔত্তমি মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। মহোৎসাহ ও উত্তম দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সগর-রাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-উত্ত-২০। হরি-হরি-১৪। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সগর দেখ। (৩) জনক-বংশীয় নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু। তাঁহার পুত্র দেবরাত। রামা-আদি-৭১। ভাগ-৯স্ক-১৩। বায়ু-৮৯। গরু-পূ-১৪২। (৪) অজমীঢ়-বংশীয় সুনীতের তনয় সুকেতু। তাঁহার অপত্য ধর্ম্মকেতু। বায়ু-৯২। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৫) ঐ বংশীয় কেতুমানের তনয় সুকেতু। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মকেতু। হরি-হরি-২৯। (৬) ভরতবংশীয় বিতথের (ভরদ্বাজের) অন্যতম পুত্র সুকেতু। অগ্নি-২৭৮। (৭) দানবপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম অনুচর। বায়ু-৬৮। (৮) সুবাহু নামক রাজার ভ্রাতা সুকেতু যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন কালে শত্রুঘ্নের অনুচর লক্ষ্মী-নিধির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-১৪-১৭। সুবাহু দেখ।

সুকেতুমান্—ভদ্রাবতী নাম্নী পুরীতে সুকেতুমান্ নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণের পরা-মর্শে পৌষের শুক্লা একাদশীতে করণীয় ব্রত সম্পাদন করিয়া পুত্র-মুখ দর্শন করেন। পদ্ম-উত্ত-৪১।

সুকেশ—(১) বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষসের পুত্র। সে গ্রামণী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করে। দেববতীর গর্ভে তাহার মালী, মাল্যবান্ ও সুমালী নামে তিন পুত্র জন্মে। রামা-উত্ত-৪,৫। সুকেশী (৫) দেখ। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম অনুচর। বায়ু-৬৮। (৩) মহা-

দেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (৪) সত্যযুগে সুকেশ নামে এক-জন বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র সোম-শর্ম্মা। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৯। (৫) শিখণ্ডি নামক শিবাবতারের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২। সাবাস ও শিখণ্ডি দেখ। (৬) শিবানুচর সুকেশ চতুঃ-ষষ্টিকোটী গণে পরিবৃত হইয়া শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। লি-পূ-১০৩।

সুকেশা—(১) তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা ও অন্যতমা প্রসিদ্ধা অপ্সরা। বায়ু-৬৯। পদ্ম-উত্ত-৮। (২) ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। প্রশ্ন।

সুকেশী—(১) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৩। দনু দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি মরুত্তের অন্যতমা মহিষী। মরুত্ত দেখ। (৩) অষ্ট রুদ্রের অন্যতম সর্ব্বের ভার্য্যা। বিষ্ণু-১ম-৮। (৪) হেতি (হেতা) নামক দানবের কন্যা। সুপ্রতীক নৃপতির পুত্র দুর্জ্জয় তাহাকে বিবাহ করেন। সুকেশীর গর্ভে প্রভব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বরা-১০। দুর্জ্জয় ও প্রভব দেখ। (৫) বিদ্যুৎকেশ নামক রাক্ষসের পুত্র। তাহার বিবিধ গুণে প্রীত হইয়া মহেশ্বর তাহাকে এক নভচারী পুরী প্রদান করেন। সুকেশী একবার মগধদেশে এক অরণ্যের মধ্যে ঋষিগণের আশ্রমে উপস্থিত হয়। তাহার প্রার্থনায় ঋষি-গণ তাহাকে ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের উপদেশে প্রীত হইয়া সুকেশী তদবধি মহর্ষিগণ প্রদর্শিত ধর্ম্মই পালন করিতে লাগিল। বাম-১১-১৫। (৬) অপ্সরা বিশেষ। মহাভা-অনু-১৯। দেবীভা-৪স্ক-৬। শিব-ধর্ম্ম-৪৩। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩।

সুকোশ—(১) পাটলিপুত্র নগরী-নিবাসী পশুমান নামক বৈশ্যের অন্য-তম পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ সুকোশ চতুঃষষ্টি-কোটী গণসহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সুক্রতু—মহর্ষি জনকের পৌত্র। তাঁহার মতে কন্যাকে স্বয়ং পতি নির্ব্বা-চন করিতে দেওয়া অতিশয় গর্হিত কাজ। মহাভা-অনু-৪৫।

সুক্ষত্র—(১) মগধ-রাজ জরাসন্ধের বংশীয় নিরমিত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (২) জরাসন্ধ-বংশীয় সুক্ষত্রের তনয় বহু-কর্ম্মক। গরু-পূ-১৪৫।

সুক্ষেত্র—(১) ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা ও শতানীক দেখ। (২) ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনুর অন্যতম

পুত্র। অগ্নি-১৫০। বিষ্ণু-৩য়-২। অপাম্মূর্ত্তি দেখ। (৩) জরাসন্ধ-বংশীয় নিরমিত্রের তনয়। গরু-পূ-১৪৫।

সুখ—(১) দক্ষকন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ঋদ্ধির গর্ভে সুখ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। কূর্ম্ম-পূ-৮। লি-পূ-৫। (২) দক্ষকন্যা ঋদ্ধির গর্ভে সুখ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পূ-৫। (৩) শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। বরা-৭৪। মেধাতিথি ও ধ্রুব দেখ। (৪) প্রথম সাবর্ণ মন্বন্তরে সুখ (শুক) নামক দেবগণ ছিলেন। ঐ দেব-গণের অন্তর্ভূ্ত দেবতাদের নাম —দম, দাতা, বিদ, সোম, বিত্ত, বৈশ্য, যম, নিধি, হোম, হব্য, হুত, দান, দেয়, দাতা (২য়), তপ, শম, ধ্রুব, স্থান, বিধান ও নিয়ম। বায়ু-১০০। (৫) কল্কি যখন দিগ্বিজয়ে গমন করেন, তখন কল্কি-অনুচর সুখের সহিত এক কলি-অনুচরের যুদ্ধ হয়। কল্কি-৩য়-৬, ৭।

সুখদ—প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-২য়-৪। মেধাতিথি ও ধ্রুব (১১) দেখ। (২) গৌরমুখ নামক মুনির মণি-সম্ভূত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বরা-১১। গৌরমুখ ও প্রফুল্ল দেখ। (৩) ধনদ, ধর্ম্মদ, ভূতিদ ও সুখদ ইঁহারা চারিজন পিতৃগণ মধ্যে পরিগণিত হন। গরু-পূ-৮৯। মহাত্মা, সপ্ত পিতৃগণ, ভূতি এবং পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। গরু-পূ-৮৯।

সুখদা—(১) অপ্সরা বিশেষ। পদ্ম-উত্ত-৮। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ। (৩) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্য-কারিণী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সুখ-দেবগণ—সুখ (৪) দেখ।

সুখসঙ্গীতি—চন্দ্রকান্ত, সুখসঙ্গীতি, সুশীল, স্বরবেদী ও সুপ্রভ এই পাঁচ গন্ধর্ব্বের যথাক্রমে সুতারা, প্রমোদিনী, সুশীলা, সুন্দরী ও সুপ্রভা নামে পাঁচ কন্যা ছিল। এই কন্যাগণ অগ্নিপ মুনির শাপে পিশাচরূপ প্রাপ্ত হয়। পরে লোমশ মুনির অনুগ্রহে তাহারা শাপমুক্ত হয়। পদ্ম-উত্ত-১২৮। অগ্নিপ ও লোমশ (২) দেখ।

সুখানন্দ—তন্ত্রোক্ত অন্যতম মানবৌঘ গুরু। তন্ত্রঃ-৫২৯ পৃঃ। ভানুমতী দেখ।

সুখাবল—মগধের ভবিষ্য রাজ-বংশীয় নৃচক্ষুর পুত্র। তাঁহার তনয় পরিপ্লব। বিষ্ণু-২য়-২১। গরু-পূ-১৪৫। সুখীবল দেখ।

সুখীবল—(১) মগধের ভবিষ্য রাজ-বংশীয় নৃচক্ষুর পুত্র সুখীবল তৎপুত্র বিষ্ণব। মৎ-৫০। (২)ভবিষ্য রাজগণের অন্তর্গত ত্রিচক্ষুর তনয়। সুখীবলের

পুত্র পরিপ্লুত। বায়ু-৯৯। সুখাবল ও সুখীনল দেখ।

সুখীনল—মগধের ভবিষ্যরাজবংশীয় নৃচক্ষুর তনয়। তাঁহার পুত্র পরিপ্লব। ভাগ-৯স্ক-২২। সুখীবল দেখ।

সুখোদয়—প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। ব্রহ্মা-৩৪। মেধাতিথি দেখ।

সুগণা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভুতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা (১৯৮১ পৃঃ) দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সুগতি—ভরত-বংশীয় গয় নৃপতির অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-১৫। গয় (৯) দেখ।

সুগন্ধ—দেবাসুর রণে অগ্নি-কর্তৃক নিহত অসুর সেনানীদিগের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫। গন্ধ দেখ।

সুগন্ধা—(১) মৌনেয় অপ্সরাগণের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। বায়ু-৬৯। (২) অর্জ্জুনের জন্ম হইলে সুগন্ধা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন মহাভা-আদি-১২৩। মিশ্রকেশী দেখ। (৩) দেবী সাবিত্রী মাধবী-বনে সুগন্ধা নামে পরিচিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী দেখ। (৪) বসুদেবের মহিষীদের অন্যতমা পরিচারিকা। বায়ু-৯৬। বসুদেব ও বনরাজী দেখ। (বায়ু-পুরাণের ৯৬অঃ সুগন্ধি)।

সুগন্ধি—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসুশ্রুতের তনয়। তাঁহার পুত্র অমর্ষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২) সুগন্ধা (৪) দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মনুর তনয় সুগন্ধি। তাঁহার পুত্র মর্ষ। বায়ু-৮৮।

সুগাত্রী—যদুবংশীয় অক্রূরের পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪।

সুগোপ্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ-বিশ্বদেবগণ দেখ।

সুগৃধ্রী—দক্ষ-কন্যা ও কশ্যপ-ভার্য্যা তাম্রার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানগণের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

সুগ্রীব—(১) রামায়ণোক্ত প্রসিদ্ধ বানর-দলপতি। স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত ঋক্ষরাজের গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে সুগ্রীব জন্ম গ্রহণ করেন। (বালি দেখ)। রাম সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, কবন্ধ রাক্ষসের পরামর্শে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সমীপে উপস্থিত হন। ঐ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব, হনুমান ও আরও কয়েকটি বানর-অনুচরদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রথমে ভীত ও সংশয়-চিত্ত হয়েন এবং তাঁহাদের পরিচয় লইবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করেন। হনুমান রাম-লক্ষ্মণ সকাশে

উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় লাভপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া সুগ্রীবের নিকট আগমন করেন। অতঃপর তাঁহারা পরস্পরের পরিচয় লাভপূর্ব্বক সুদৃঢ় মিত্রতায় বদ্ধ হইলে সুগ্রীব রামকে সীতার উদ্ধার সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। (রাম ১৫১০ পৃঃ দেখ)। কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুগ্রীব বালির বিধবা পত্নী তারাকে বিবাহ করিলেন এবং রামের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের বিষয়ে অনবহিত হইয়া বিলাস-ব্যসনেই দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে গত হইলে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অবহেলায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অশেষরূপে তিরস্কার করেন। তখন সুগ্রীব নিজ কর্ত্তব্য ত্রুটীতে লজ্জিত হইয়া সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া বহু সহস্র বানরকে কিষ্কিন্ধ্যায় আনয়ন করাইলেন। তৎপরে তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় ভালরূপ বুঝাইয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দিকে দিকে সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণদিকে যে দল প্রেরিত হইল, তাহাদের মধ্যে অঙ্গদ ও হনুমান ছিলেন। (কিষ্কি-২৬, ২৯, ৩১-৪৬।) সুগ্রীবের অগ্রজ বালি একবার মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক দানবকে বধ করিবার জন্য মলয়াচলের এক গুহায় প্রবেশ করেন। সুগ্রীব বালির প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় সেই গুহার দ্বারে বৎসর কাল অপেক্ষা করেন। বৎসরান্তে বালি প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া এবং সেই গুহা মুখে রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া সুগ্রীব বিবেচনা করিলেন যে বালি দানব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন তিনি দুঃখিত চিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বালির পরিবর্ত্তে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং বালির বিধবা পত্নী তারাকেও বিবাহ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে বালি দানববধান্তে নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীবের কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সুগ্রীবও তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, বালি তাহাকে বধ করিবার জন্য অমাত্যগণ সহ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। বালি কর্ত্তৃক এই ভাবে অনুসৃত হইয়া সুগ্রীব সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, কিন্তু কোথাও নিরাপদজনক স্থান না পাইয়া পরিশেষে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। মতঙ্গ মুনির আশ্রমে বালি গমন করিতে পারিতেন না। তদবধি সুগ্রীব

মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। (রামা-কিষ্কি-৪৬)। রাম বানর চমূসহ সাগর-তটে উপস্থিত হইয়া, যখন কি উপায়ে সাগর উত্তীর্ণ হইবেন তাহা চিন্তা করিতে-ছিলেন, তখন সুগ্রীব তাঁহাকে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করি-বার পরামর্শ প্রদান করেন। (রামা-লঙ্কা-২)। বানর সৈন্য সহ রামচন্দ্র যখন লঙ্কাতে উপস্থিত হইলেন, তখন রাবণও বানর-বাহিনী দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হন। তখন সুগ্রীব রাবণকে দর্শন করিয়াই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার উপরে পতিত হইলেন এবং মল্লযুদ্ধে তাঁহাকে কাতর করিয়া রাম সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (রামা-লঙ্কা-৪০)। লঙ্কা সমরে সুগ্রীব বিশেষ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া অনেক রাক্ষস সৈন্য ও সেনানী বধ করেন। কুম্ভকর্ণ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন সুগ্রীব প্রথমে তাহাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে অস্ত্রা-ঘাতে আহত করিয়া লঙ্কাপুরীর ভিতরে লইয়া যান। সুগ্রীব জ্ঞানলাভ করিয়া দন্ত ও নখাঘাতে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া রাম সমীপে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে বিরূপাক্ষ নামক প্রসিদ্ধ রাক্ষস সেনাপতিও সুগ্রীবের হস্তে নিহত হন। লঙ্কা সমরান্তে রাম যখন পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যা-গমন করেন, তখন সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর দলপতিগণ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র রাজ-পদে যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর দলপতিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন। রামা-লঙ্কা-৬৭, ৯৭, উত্তরা-৫০। ঋক্ষ দেখ। (২) রামের রাজ্যাভিষেক সময়ে সুগ্রীব পূর্ণ কলস ধারণ করিয়া সভাগৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (৩) শত্রুঘ্ন যখন রামের যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হয়েন, অন্যান্যের ন্যায় সুগ্রীবও তাঁহার অনুগমন করেন। বাল্মীকির আশ্রমে তিনি রাম-তনয় কুশের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া সীতা-সকাশে নীত হন। সীতার আদেশে কুশ সুগ্রীবকে মুক্তি দান করেন। পদ্ম-পাতা-৩৫। (৪) সুগ্রীবের স্ত্রীর নাম মোহনা। পদ্ম-পাতা-৩৭। (৫) সুগ্রী-বের পত্নীর নাম রুমা। অদ্ভু-রামা-১৬। (৬) বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতদেবীর গর্ভে কৃত হইতে সুগ্রীব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৭) অন্যতম কিন্নরাধিপতি। বায়ু-৪১। (৮) বিক্রান্ত হইতে উৎ-পন্ন অশ্বমুখ কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। মহাঘোষ দেখ। (৯) শুম্ভ নামক অসুরের অন্যতম দূত। দানব-পতি শুম্ভ তাহাকে ভগবতীর নিকট দৌত্য কার্য্যে প্রেরণ করে। দেবীভা-

৫স্ক-২৩। ১০স্ক-১২। গুপ্ত দেখ। (১০) সুবাহু নামক এক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

সুগ্রীবা, সুগ্রীবী—দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতমা। অগ্নি-১৯। হরি-হরি-৩। বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পূ-৬। তাম্রা দেখ।

সুঘোষ—কৌশাম্বী-নগরবাসী এক বৈশ্য। তিনি ভদ্রমতি নামক এক ব্রাহ্মণকে ভুমিদান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৃহন্না-১১। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০।

সুচক্র—(১) বৎসপ্রী নামক নৃপতির অন্যতম পুত্র। মার্ক-১১৭। বল ও বৎসপ্রী দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সুচক্রাস্য—চক্রতীর্থ ও স্কন্দ দেখ।

সুচক্ষু—(১) ভগীরথের প্রার্থনায় গঙ্গা যখন ভূতলে অবতীর্ণা হন, তখন তিনি প্রথমে শিব-শিরে পতিত হন। সেই শিব-শির নির্গতা গঙ্গা সাতটি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হন। তাহাদের মধ্যে সীতা, সিন্ধু ও সুচক্ষু নাম্নী ধারাত্রয় পূর্ব্বদিকে গমন করে। রামা-আদি-৪৩। (২) মহিষাসুরের অন্যতম অমাত্য। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) অন্যতম শিবাবতার ব্যাস। তিনি বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে অবতীর্ণ হন। কূর্ম্ম-পূ-৫১। (কোন কোন পুরাণে সুচক্ষু নামের পরিবর্ত্তে সুরক্ষ নাম দৃষ্ট হয়। বেদব্যাস দেখ)।

সুচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় হেমচন্দ্রের তনয়। তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। রামা-আদি-৪৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৬। (২) দেবগন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত প্রবাহীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী ও সত্ত্বন দেখ। (৩) গোলোক-নিবাসী সুচন্দ্র দ্বাপরে ব্রজধামে বৃষভানু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৩৮। (৪) ব্রজপুরে সুচন্দ্র নামে এক জন গোপ ছিলেন। তিনি অর্দ্ধকোটী গো-র অধিপতি ছিলেন। গর্গ-গোল-৪। (৫) সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৩৪। সিংহিকা দেখ। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সহ আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৭) ধর্ম্মসখ নামক এক নৃপতির পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৫। (৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বন্ধু অপুত্রক করূষ নৃপতিকে ঐ পুত্র প্রদান করেন। মৎ-৪৬।

সুচরিত—একজন জন্মান্ধ মুনি। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় শঙ্করের আরাধনা করিয়া নবযৌবন ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৯।

সুচারু—(১) রুক্মিণীর গর্ভজাত

শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণের অন্যতম। চারু, রুক্মিণী, "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" ও কৃতক্ষণ দেখ। (২) যদু-বংশীয় প্রতিরথের তনয় সুচারু। হরি-হরি-১৬০।

সুচিত্ত—উত্তম মন্বন্তরে শিব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

সুচিত্র—(১) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুলজাত যে সমস্ত নাগ, রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৫৭। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (৩) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

সুচিরা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকা-গণের তালিকা দেখ।

সুচেতা—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন প্রসূত নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। মহাসত্ত্ব ও অর্থপতি দেখ। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। (২) যদুবংশীয় প্রচেতার পুত্র সুচেতা। হরি-হরি-৩২। (৩) মহারাজ বীতহব্যের বংশীয় গৃৎসমদ নৃপতির পুত্র সুচেতা। তাঁহার তনয় বর্চ্চা। মহাভা-অনু-৩০।

সুচ্ছায়া—(১) অগ্নির কন্যা সুচ্ছায়া ধ্রুবের অন্যতম পুত্র শিষ্টের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কৃপ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪। কৃপ দেখ। (২) ধ্রুবের পুত্র শ্লিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া। তাঁহার গর্ভে পুষ্প প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। পুষ্প দেখ। (৩) ধ্রুব-তনয় শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া। অগ্নি-১৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। কূর্ম্ম-পূ-১৪। শিষ্টি দেখ। (৪) শ্লিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ব্রহ্মপু-২।

সুজঙ্ঘ—পুলস্ত্যের-তনয় দম্ভোলির সুজঙ্ঘ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮।

সুজন—পুলোমা-দুহিতার গর্ভজাত মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

সুজনি—একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম-বিপাক বশতঃ পক্ষি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ জন্মে এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আহৃত বিষ্ণু-পূজার নৈবেদ্য আহার করিয়া তিনি সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-ক্রি-১৯।

সুজন্য—পুলোমা-কন্যার গর্ভজাত মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

সুজন্তা—ভাবিনী দেখ।

সুজয়—চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন ভাব্য নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অর্থ-পতি দেখ।

সুজয়ন্ত—দক্ষ-কন্যা মরুত্বতীর গর্ভে সুজয়ন্ত ও মরুত্বান নামক পুত্রদ্বয় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহারা নর-নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

সুজন্যু—ভরত-বংশীয় রাজা ভূমন্যুর পুত্রগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৯৪। দিবিরথ দেখ।

সুজহ্নু—রাজা পুরূরবার বংশীয় জহ্নুর তনয় সুজহ্নু। তাঁহার পুত্র অজক। বিষ্ণু-৪র্থ-৭।

সুজাত—যদুবংশীয় ভরতের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ভরত দেখ।

সুজাতা—(১) মহর্ষি উদ্দালকের কন্যা। উদ্দালক নিজ শিষ্য কহোড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন। সুজাতা যখন পরিপূর্ণ-গর্ভা ছিলেন তখন কহোড় সুজাতার পরামর্শে প্রসব-কালীন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ধনার্থী হইয়া জনকরাজের সভায় গমন করেন। তথায় জনক-রাজের সভায় উপস্থিত অপর এক বাদবেত্তার নিকট তর্কে পরাজিত হইলে, সেই ব্যক্তি কহোড়কে জলে মগ্ন করাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করে। উদ্দালকের পরামর্শে সুজাতা এই বিষয় নিজ পুত্রের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। এই সুজাতার গর্ভেই মহর্ষি অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১৩১। (২) অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

সুজাতেয়—অত্রি-বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈদেহরাত দেখ।

সুজিহ্ব—অগ্নির এক নাম। ঋক্-১।১৩।৮

সুজূনী—অপ্সরা উর্ব্বশীর অন্যতম সহচরী। ঋক্-১০।৯৫।৬। আপি দেখ।

সুজ্যেষ্ঠ—(১) মগধের শুঙ্গ-বংশীয় অগ্নিমিত্রের পুত্র। তাঁহার তনয় বসু-মিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অগ্নিমিত্র দেখ। (২) সুজ্যেষ্ঠের তিন পুত্র—বসুমিত্র, ভদ্রক ও পুলিন্দ। ভাগ-১২স্ক-১।

সুতঞ্জয়—মগধের জরাসন্ধ বংশীয় কর্ম্মজিতের তনয়। তাঁহার পুত্র বিপ্র। ভাগ-৯স্ক-২২।

সুতদ্বাজ—জনক-বংশীয় উর্জ্জবহের তনয়। তৎপুত্র শকুনি। বায়ু-৮৯।

সুতনু—(১) দেবকীর গর্ভজাত বসু-দেবের অন্যতম পুত্র শৌরীর অন্যতমা পত্নী। মৎ-৪৬। (২) বসুদেবের চতু-র্দ্দশ জন পত্নীর অন্যতমা। হরি-হরি-৩৫। (৩) উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও কংসের সহোদরা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। হরি-হরি-৩৭। (৪) বসুদেবের পত্নী সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্র নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হরি-হরি-১৬০। (৫) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫। যুদ্ধমুষ্টি ও ভূময় দেখ।

সুতন্ত্র—(১) উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও কংসের সহোদরা। মৎ-৪৪।

উগ্রসেন ও অজভূ দেখ। (২) অন্যতম মহর্ষি। বরা-১৭০।

সুতপা—(১) উত্তম মন্বন্তরে উৎপন্ন সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (২) তামস মনুর পুত্রগণের অন্যতম। হরি-হরি-৭। তামস-মনু ও অকল্মাষ দেখ। (৩) যদু-বংশীয় সেনের পুত্র সুতপা। তাঁহার তনয় বিখ্যাত নৃপতি বলি। মৎ-৪৮। (৪) ঐ বংশীয় ফেন নৃপতির পুত্র সুতপা। তৎপুত্র বলি। হরি-হরি-৩১। (৫) অষ্টম (প্রথম সাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে উৎপন্ন দেব-গণের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৬) যদু-বংশীয় হেমের পুত্র সুতপা। তৎপুত্র বলি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরু-পূ-১৪৩। (৭) ঐ বংশীয় পৈলের তনয় সুতপা। তাঁহার আত্মজ বলি। অগ্নি-২৭৭। (৮) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অম্বরীষের পুত্র সুতপা। তাঁহার পুত্র অমিত্রজিৎ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৯) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) ও অনয় দেখ। (১০) মুনি বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (১১) নিবৃতচক্ষু নামক এক মুনির পুত্র। তিনি একদিন মৃগরূপ ধারণ করিয়া এক মৃগীর সহিত আসক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দৃঢ়ধন্বা নৃপতির কন্যা উৎপলাবতী তাঁহাকে তাড়না করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সুতপা তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই মৃগরূপ-ধারিণী রাজকন্যার গর্ভে তামস মনু জন্ম-গ্রহণ করেন। মার্ক-৭৪। লোল দেখ। (১২) ভরদ্বাজ বংশীয় সুতপা নামক মুনির পত্নীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদের ঔরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১১। (১৩) কশ্যপ-বংশীয় বিরূপের তনয় সুতপা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। সুযজ্ঞ দেখ।

সুতপ্রসৃতি—যদুবংশীয় কম্বলবর্হিষের পুত্র। তাঁহার তনয় কৃষ্ণকবচ। হরি-হরি-৩৬।

সুতবৃষ—অঙ্গবংশীয় বৃষসেনের পুত্র। তিনি দুর্য্যোধনের পরমবন্ধু কর্ণের পৌত্র। হরি-হরি-৩১।

সুতম্ভর—অগ্নির অপত্য সুতম্ভর ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।১১।

সুতসোম—(১) মধ্যম পাণ্ডব ভীম হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে সুতসোম জন্ম-গ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। মহাভা-আদি ৬৩, ৯৫, ১২১; বন-১২, ২৩৩। ভীম দেখ।

সুতহোত্র—নহুষ-বংশীয় ধর্ম্মবৃদ্ধের তনয়। তাঁহার কাশ, শল্য ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯২।

সুতার—(১) বরাহকল্পের দ্বিতীয় দ্বাপরে যখন সত্য নামে ব্যাস আবির্ভূত হন, তখন শিবাবতার সুতারের

দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতু (বায়ু-২৩) নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা-২৩। (২) সুতার নামক শিবাবতারের দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও কেতুমান নামে চারিজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন: বায়ু-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (৩) সুতারের পুত্রগণের নাম দুন্দুভি, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান। তখন সাদ্য নামে ব্যাস হইয়াছিলেন। লি-পূ-৭, ২৪। বেদ-ব্যাস ও শিব (১৪) দেখ।

সুত—ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনি ধর্ম্মবক্তা ও সুত নামে খ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

সুতারকা—দেবী অম্বিকার এক নাম। শ্রাবণাদি দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে নন্দা, সুনন্দা, কনকা, উমা, দুর্গা, ক্ষমাবতী, গৌরী, যোগেশ্বরী, শ্বেতা, নারায়ণী, সুতারকা এবং অম্বিকা, এই দ্বাদশ-নামে দেবীর পূজা বিহিত। দেবীপু-৯৯।

সুতারা—(১) যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতমা কন্যা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) চন্দ্রকান্ত নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা সুতারা। পদ্ম-স্বর্গ-১০। পদ্ম-উত্ত-১২৮। সুখ-সঙ্গীতি দেখ।

সুতার্ক্ষ্যা—সুবাহু নামক নৃপতির মহিষী। সুবাহু দেখ। পদ্ম-ভূমি-৯৮।

সুতাপী—বসুদেবের অন্যতমা মহিষী মৎ-৪৪। বসুদেব দেখ।

সুতীক্ষ্ণ—(১) দণ্ডকারণ্য নিবাসী একজন মহর্ষি। রাম বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত একাধিকবার তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামা-আর-৫-১১। (২) কর্কট নামক রাক্ষস ও তাঁহার পত্নী পুষ্কসী একবার সুতীক্ষ্ণ মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া মুনির শাপে ভস্ম হইয়া যায়। শিব-জ্ঞান-৪৮। (৩) মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি অতিশয় রাম-ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৮। (৪) দুষ্পণ্য নামক এক বৈশ্য উগ্রশ্রবা নামক মুনির শাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই পিশাচত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলে, অগস্ত্য নিজ শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে সঙ্কল্প করিয়া পিশাচের নিমিত্ত অগ্নি-তীর্থে স্নান করিতে বলেন। সুতীক্ষ্ণ গুরুর আদেশে অগ্নিতীর্থে গমনপূর্ব্বক যথাসাধ্য তীর্থসেবা করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিশাচকে প্রোক্ষণ করিবামাত্র সে পিশাচত্ব হইতে মুক্তি-লাভ করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

সুতীর্থ—মগধের আদি এবং ভবিষ্য রাজ-বংশীয় সুষেণ নরপতির তনয় সুতীর্থ। তাঁহার পুত্র রুচ। বায়ু-৯৯।

সুতেজা—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ-দ্বাপরে সুতেজা নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ

হইতে সুদর্শন নামে এক পুত্র লাভ করেন। বরা-১০। (১১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনাকে অগ্নিদেব বিবাহ করেন। সুদর্শনার গর্ভে সুদর্শন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি বাল্যকালেই বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুদর্শন অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নীকেও কায়মনোবাক্যে অতিথি সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে সুদর্শনের অনুপস্থিতিকালে ধর্ম্ম স্বয়ং সুদর্শন ও তাঁহার পত্নীর অতিথি-বাৎসল্যের পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং ওঘবতী কর্ত্তৃক যথোচিত সমাদর লাভ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকেই প্রার্থনা করিলেন। পতি-প্রাণা ওঘবতী অতিথির ঐরূপ প্রস্তাবে অতিশয় বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেও পতির উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সুদর্শন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরঞ্চ সুদর্শনা যে তাঁহার উপদেশ মত কায়মনোবাক্যে অতিথির প্রসন্নতা সাধন করিয়াছিলেন তজ্জন্য পত্নীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন অতিথি-রূপী ধর্ম্ম নিজ পরিচয় জানাতে সুদর্শনকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন সুদর্শন নিজ সত্যনিষ্ঠা ও অতিথিবাৎসল্যের প্রভাবে মৃত্যুকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন। অতঃপর সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা দেবরাজ প্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া দেবপুরে গমন করিলেন। মহাভা-অনু-২। লি-পু-২৯। (১২) সুকণ্ঠ নামক এক গন্ধর্ব্বের পুত্র সুদর্শন মহর্ষি গালবের কন্যা কান্তিমতীর প্রতি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হওয়ায় গালবের শাপে প্রথমে মনুষ্য যোনিতে জন্মলাভ করিয়া মরণান্তে বেতালত্ব প্রাপ্ত হন। মনুষ্য জন্মে তাঁহার নাম ছিল বিজয় দত্ত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮। (১৩) সুদর্শন নামে একজন পরম ঔদরিক ব্রাহ্মণ হরিবাসরেও ভোজন করিত। সেই পাপে সে মরণান্তে নরক ভোগ করিয়া পরে গ্রাম্য শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে পুনরায় কাক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া একদিন এক গৃহের দ্বারদেশে পতিত শ্রীহরির পাদোদক পান করে। তৎফলে তাহার মুক্তি লাভ হয়। পদ্ম-স্বর্গ-৪৫। পদ্ম-ব্রহ্ম-১৭। (১৪) সুদর্শন, শ্রীহরি, অচ্যুত, ত্রিবিক্রম, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, পুরুষ ও অনিরুদ্ধ এই দশ দেবতা নবব্যূহ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। চক্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলে রাক্ষস ও দানব ভয় নিবারিত হয়। গরুড়-পু-

১২। (১৫) গন্ধবাহ নামক এক তপস্বীর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬। গন্ধবাহ দেখ। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। তাঁহার তনয় অগ্নিবর্ণ। রামা-আদি-৭০। অযো-১৯০।

সুদর্শনা—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি দুর্য্যোধনের কন্যা। দেব হুতাশনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। মহাভা-অনু-২। সুদর্শন দেখ। (২) মহর্ষি ভার্গবের কন্যা। মণ্টক নামক এক বিপ্র সেই কন্যাকে অপহরণ করিয়া গালবের শাপে উলূকযোনি প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-নাগ-২৭১। (৩) সুদ্যুম্ন নামক এক রাজার মহিষী। তাঁহার প্রার্থনায় মহর্ষি দাল্‌ভ্য তাঁহাকে কি কি বিধি অবলম্বন করিলে সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্র লাভ করা যায় তাহা কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-অব-১৪। (৪) ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণের পত্নী। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৮।

সুদর্শী—স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগ্‌দুষ্ট ও পিতৃবর্ত্তী, এই কয়জন কৌষিক তনয় পিতৃশাপে নানা জন্ম লাভ করিয়া পরিশেষে যথাক্রমে সুমনা, কুসুম, বসু, চিত্তদর্শী, সুদর্শী, জ্ঞাতা ও জ্ঞানপারগ নামে সাত চক্রবাকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২০। কবি ও ক্রোধন দেখ।

সুদান—ঔত্তমি মন্বন্তরে শিব-গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অহিংহা ও উত্তম দেখ।

সুদানক—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শতানীকের তনয়। তাঁহার পুত্র উদান। গরু-পূ-১৪৫।

সুদান্ত—(১) মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সেনাপতিদের অন্যতম। বরা-১১, ৩৬। গৌরমুখ ও প্রফুল্ল দেখ। (২) যদুবংশীয় শতধন্বার অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৮।

সুদান্তি—উত্তম মনুর অধিকারকালে সুদান্তি (সুশান্তি) নামে ইন্দ্র ছিলেন। সৌর-৩২।

সুদাম—(১) বাসুদেবের একজন অনুগত সখা। শ্রীদাম দেখ। (২) সুদাম ব্রজধামে অন্যতম বৃষভানু ছিলেন। বীতিহোত্র দেখ। (৩) যখন শিব রাধিকা ও পার্ব্বতী শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হন, তখন পার্ব্বতীর জয়া ও বিজয়া নাম্নী সখীদ্বয় যথাক্রমে শ্রীদাম ও সুদামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৫৮। রাধা দেখ। (৪) রাজা পিজবণের পুত্র। সুদাস ও বশিষ্ঠ (২) দেখ। (৫) নরপতি বিশেষ। তাঁহার কন্যা সৌদামী সম্বরণ-তনয় কুরুর মহিষী ছিলেন। বাম-২২।

সুদামন—(১) মিথিলাপতি জনক-রাজের মন্ত্রী। রামা-আদি-৭০। (২) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুদামন নামক রাজার নিকট হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৬।

সুদামনী—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র শমীকের ভার্য্যা। তাঁহার গর্ভে সুমিত্র প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৯স্ক-২৪। শমীক দেখ।

সুদামা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ অন্যতম গোপ। তিনি রাধিকার শাপে রসাতলে শঙ্খচূড় নামক দানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৭। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১২। (২) মথুরা-নিবাসী একজন মালাকর। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন কালে তাহার নিকট হইতে পুষ্প, মাল্য ও সুগন্ধাদি লাভ করেন। গর্গ-মথু-৫। ভাগ-১০স্ক-৪১। (৩) কুবেরের চৈত্ররথ বনের অন্যতম উদ্যান রক্ষক মহেশ্বরের বরে দ্বাপরে মথুরায় সুদামারূপে জন্মগ্রহণ করে। গর্গ-মথু-১০। হেমমালী দেখ। (৪) সুদামা নামে শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রাহ্মণ সহপাঠী ছিলেন। তিনি দরিদ্রতা প্রযুক্ত অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তিনি একবার তাঁহার পত্নীর পরামর্শে কিছু সাহায্য লাভের আশায় বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মাধব সখাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া অতিশয় প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সুদামার দারিদ্র্য দূর হয়। গর্গ-দ্বার-২২। শ্রীদাম দেখ। (৫) দেবাসুর-যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। বাম-৫৭। উল্মুকাক্ষী দেখ। (৬) শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখা। তিনি গোলোকে পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেন। পদ্ম-পাতা-৩৯। (৭) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ। (৮) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৯) দশার্ণ-দেশাধিপতি সুদামা বিদর্ভ-দেশাধিপতি ভীমের শ্বশুর ছিলেন। এই ভীম নৃপতির কন্যা দময়ন্তী। মহাভা-বন-৬৯।

সুদাম্ন—নামান্তর সুদামা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১৩। সুদামা (৪) দেখ।

সুদারু—ভজমান-বংশীয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র। অন্ধক তাঁহার সুদংষ্ট্র, সুদারু ও কৃষ্ণ নামক তিন পুত্র অপুত্রক অসমৌজাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮। অন্ধক ও অসমৌজা দেখ।

সুদাস—(১) অজমীঢ়-বংশীয় চৈদ্যবরের পুত্র সুদাস। তাঁহার তনয় সোমক। এই বংশের আদি পুরুষ অজমীঢ়ই বংশক্ষয়ের উপক্রম হইলে সোমকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র। তাঁহারই তনয় বিখ্যাত নৃপতি সৌদাস অথবা কল্মাষপাদ। বায়ু-৮৮। বৃহন্না-৮। পদ্ম-উত্ত-১৩৬। কল্কি-তৃ-৩। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সার্ব্বভৌমের তনয় সুদাস। তাঁহার আত্মজ সৌদাস। লি-পূ-৬৬। (৪) ঐ বংশীয় সর্ব্বকামের পুত্র সুদাস। গরু-পূ-১৪২।

ভাগ-৯স্ক-৯। (৫) দিবোদাস-বংশীয় চ্যবনের তনয় সুদাস। তাঁহার পুত্র সহদেব। ভাগ-৯স্ক-২২। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ঐ বংশীয় চ্যবনের পুত্র সুদাস। তাঁহার আত্মজ সৌদাস। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পূ-১৪৪। (৭) সুদাস-নৃপতি রাজর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনু-১৬৫। রাজর্ষি দেখ। (৮) রাজা পিজবনের পুত্র সুদাস একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। ইন্দ্র একবার এই পিজবন রাজার জন্য অংহা নামক শত্রুর ধন যজ্ঞকুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সেই ধন সুদাসকে দিয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সুদাসের পুরোহিত ছিলেন এবং বিশ্বামিত্র সুদাসের শত্রু ভারতদের পুরোহিত ছিলেন। ভরত প্রভৃতি দশটি জাতি মিলিত হইয়া সুদাসকে আক্রমণ করিয়াছিল। সুদাসের রাজ্য প্লাবিত করিবার জন্য আদিনা নামক নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সুদাস একাকীই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঋক্-১৷৪৭৷৬; ১৷৬৩৷৭; ৭৷৮৩৷৭ পিজবন ও বশিষ্ঠ (২) দেখ।

সুদিতি—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮৷৭১।

সুদীর্ঘতমা—একজন তপস্বী। তাঁহার নামান্তর দীর্ঘতমা। সুদীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬।

সুদীর্ঘমুখী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বর-শক্তি। তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সুদুর্জ্জয়—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুবীরের পুত্র। তাঁহার আত্মজ দুর্য্যোধন। মহাভা-অনু-২। সুদর্শন দেখ।

সুদুর্ম্মুখ—সোমশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের দুশ্চরিত্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দুঃসহ একবার চৌর্য্যকার্য্যের জন্য এক শিবালয়ে প্রবেশ করে এবং দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ প্রজ্জ্বলন করে। ইহাতেই তাহার শিবালয়ে দীপ দানের ফল লাভ হয় এবং সে জন্মান্তরে সুদুর্ম্মুখ নামক রাজারূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মেও সে শিবমন্দিরে দীপদান করিয়া প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করে এবং তৎফলে পরজন্মে কুবেররূপে জন্মলাভ করে। সৌর-৪৭।

সুদুর্ম্মুখা—মৃত্যুর কন্যা সুদুর্ম্মুখা বেণ নৃপতির জননী ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৯। সুনীথা দেখ।

সুদুশ্চর—দেব-সেনাপতি স্কন্দের এক নাম। মহাভা-বন-২৩০।

সুদেব—(১) বিদর্ভ দেশে সুদেব নামে একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার শ্বেত ও সুরথ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রামা-উত্ত-৯১। শ্বেত (২) দেখ। (২) যদুবংশীয় দেবকের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৪। হরি-হরি-৩৭। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ভাগ-৯স্ক-৮। কূর্ম্ম-পূ-২৪। লিং-পূ-৬৯ ৷

(৩) সুদেব নামক এক রাজার সখা নল মহর্ষি প্রমতির ভার্য্যাকে আক্রমণ করেন। তখন মহর্ষি প্রমতি সুদেব রাজের শরণাপন্ন হইলে রাজা সখার গৌরব রক্ষার জন্য বলিলেন "আমি বৈশ্য। আপনি সাহায্যের জন্য কোনও ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হউন।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমতি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন "যেহেতু তুমি নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি পরজন্মে বৈশ্য-কুলেই জন্মগ্রহণ করিবে।" প্রমতির অভিশাপে ভীত হইয়া সুদেব তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে প্রমতি বলিলেন "যখন কোনও ক্ষত্রিয় কুমার বলপূর্ব্বক তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, তখন তুমি পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে।" বৈশ্যরূপে জাত এই সুদেব নরপতির কন্যাকেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি নাভাগ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া নিজ পিতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। নাভাগের পুত্র ভনন্দন। মার্ক-১১৩-১১৪। ভনন্দন দেখ। (৪) সুদেব নামক এক নরপতির কন্যা অবীক্ষিতের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। মার্ক-১২২। মাল্যবতী দেখ। (৫) সৌবীরাধিপতি সুদেবকে দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্ন যুদ্ধে পরাজিত করিয়া করগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-২২। (৬) পুরাবসু নামক এক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। তিনি ব্রহ্মার শাপে দ্বাপরে কালনাভ দানব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪২। পুরাবসু ও হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৭) অম্বরীষ নৃপতি স্বর্গে গমন করিয়া দেখিতে পান তাঁহার সেনাপতি সুদেব দেবরাজের সহিত তেজোময় বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি ইন্দ্রকে সুদেবের এইরূপ সমৃদ্ধিলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরন্দর বলিলেন, যে সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করণীয় আর কিছুই নাই। যোধগণ কবচধারণ পূর্ব্বক সৈন্য-সাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধি-কারী হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (৮) বারাণসী অধিপতি হর্য্যশ্বের পুত্র সুদেব। মনুবংশীয় বীতহব্যের পুত্রগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরজিত করিয়া নিহত করেন। সুদেবের পুত্র দিবো-দাস। মহাভা-অনু-৩০। (৯) জনৈক ব্রাহ্মণ। বিদর্ভরাজ ভীম কর্ত্তৃক দময়ন্তী অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়া তিনি চেদি-রাজভবনে দময়ন্তীর সাক্ষাৎ পান। মহাভা-বন-৬৮। (১০) মস্ত হইতে দক্ষিণার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্য-তম। ভাগ-৪স্ক-১। ইড়স্পতি দেখ। (১১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় চম্প-নৃপতির পুত্র সুদেব। তাঁহার আত্মজ বিজয়। ভাগ-৯স্ক-৮। (১২) ঐ বংশীয় চঞ্চুর অন্ত-

তম পুত্র সুদেব। হরি-হরি-১৩। (১৩) পুণ্ড্র কাধিপতি সুদেবের পুত্র সুদেব। তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। হরি-হরি-১১৬। (১৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধুন্দুর অন্যতম পুত্র। সৌর-৩০। উগ্রসেনীর গর্ভজাত অক্রূরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৮। অক্রূর দেখ।

সুদেবা—(১) কুরু-বংশীয় বিকুণ্ঠনের ভার্য্যা সুদেব। তাঁহারা গর্ভে অজ-মীঢ় নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৯৫। (২) কাশিরাজ-তনয়া সুদেবা মনুবংশীয় নৃপতি ইক্ষ্বা-কুর মহিষী ছিলেন। তিনি অতিশয় পবিত্র-চরিত্রা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামী ইক্ষ্বাকুর আদেশে একবার তিনি শূকর-যোনি প্রাপ্ত এক ব্রাহ্মণ-পত্নীকে নিজ এক বৎসরের পুণ্যফল প্রদান করেন। তৎফলে সেই শূকরী পশুজন্ম হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। পদ্ম-ভূমি-৪২, ৫২। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। নামান্তর সুদেবী। সুদেবী দেখ।

সুদেবিকা—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা (২) দেখ।

সুদেবী—(১) নববর্ম্মা নামক এক নরপতির প্রধানা মহিষী। তিনি পূর্ব্ব-জন্মে এক পক্ষী ছিলেন। এক সময়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনি এক শিবমন্দিরে গমন করিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পক্ষ সঞ্চালনে মন্দির-তলস্থ ধূলিরাশি বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহাতেই তাঁহার মন্দির সম্মার্জ্জনা করার ফল লাভ হয় এবং তিনি মর-ণান্তে এক রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেও তিনি জাতি-স্মরতা বশতঃ শিবপূজা-পরায়ণ হইয়া-ছিলেন। সৌর-৪৮। (২) ধর্ম্ম হইতে সুদেবীর গর্ভে অষ্টবসু জন্মলাভ করেন। মৎ-১৭১। যম দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। তাঁহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, শতজিৎ ও সহস্রজিৎ নামে তিন তনয় জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৬। "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবীর গর্ভে অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ ও চিত্রসেন নামে কতিপয় পুত্র এবং চিত্রবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হরি-হরি-১৬০। (৫) অগ্নীধ্রের তনয় নাভির পত্নী। সুদেবী দেবনারায়ণ তাঁহার গর্ভে ঋষভ রূপে উৎপন্ন হন। ভাগ-২স্ক-৭। (৬) কুরুবংশীয় অবিহের পত্নী। তাঁহার গর্ভে ঋত জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

সুদেষ্ণ—(১) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃ-ষ্ণের অন্যতম পুত্র। "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (২) এই সকল শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

সুদেষ্ণা—(১) বিরোচন-পুত্র বলির

ভার্য্যা। তাঁহার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি পাঁচপুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। মহাভা-আদি-১০৪। দীর্ঘতমা ও বলি দেখ। (২) বিরাটরাজের মহিষী। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রির বেশে তাঁহারই সমীপে অবস্থান করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা কীচক দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিবার চেষ্টা করাতে ছদ্মবেশী ভীম-কর্ত্তৃক নিহত হন। মহাভা-বিরাট-৩, ৯, ১৪-১৬, ১৯-২১, ২৪।

সুদেহা—ভরদ্বাজ-বংশীয় সুধর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী। তাঁহার গর্ভে কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় সুদেহা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত স্বামীর পুনরায় বিবাহ প্রদান করেন। কিন্তু পরে সপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি যখন সকলের প্রিয়-পাত্রী হইলেন, তখন সুদেহা ঈর্ষা পর-বশ হইয়া সপত্নী-পুত্রের প্রাণবধ করেন। শিব-জ্ঞান-৫৮।

সুদ্যু—(১) চন্দ্র-বংশীয় চারুপদের তনয় সুদ্যু। তাঁহার আত্মজ বহুগব। বৃহন্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২০।

সুদ্যুম্ন—(১) চাক্ষুষমনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৪। উরু, আগ্নেয়ী. অগ্নিষ্টুৎ মধুশ্রী ও চাক্ষুষমনু দেখ। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ইলই সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মৎ-১১, ১২। ইল ও ইলা দেখ। (৩) বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল গয় ও বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। বায়ু-৮৫। অগ্নি-২৭৩। (৪) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতা মহর্ষি-দিগের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। মৈত্রাবরুণ দেখ। (৫) সুদ্যুম্ন নামে এক নরপতি একবার মৃগয়ায় যাইয়া এক বন মধ্যে প্রবেশ করিবা-মাত্র স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। শঙ্করীর প্রীতির জন্য শঙ্কর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন যে, যে কেহ ঐ বনে প্রবেশ করিবে সেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুদ্যু-ম্নের পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার ঐ রূপ দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শঙ্করকে আরা-ধনায় সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করি-লেন যে সুদ্যুম্ন একমাস স্ত্রীরূপে এবং একমাস পুরুষ রূপে অবস্থান করিবেন। ঐ স্ত্রীরূপ-ধারী সুদ্যুম্নের গর্ভে বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-১স্ক-১২। (৭) সত্যযুগে ইন্দ্র-দ্যুম্ন নামক এক রাজার সুদ্যুম্ন নামে এক তনয় ছিল। সেই রাজ তনয় পূর্ব্বজন্মে পরম নিষ্ঠুর ও অতিশয় পাপাচার পরায়ণ এক ব্যাধ ছিলেন। মরণান্তে যমদূতগণ তাঁহাকে চিত্রগুপ্ত সন্নিধানে উপস্থিত করিলে তিনি বলি-লেন যে যদিও ঐ ব্যক্তি জীবিত কালে অনেক পাপকর্ম্ম করিয়াছিল, তথাপি সর্ব্বদা 'আহর', 'প্রহর' ইত্যাদি বাক্যে শিব-নাম কীর্ত্তন করার ফলে সে সর্ব্ব-

পাপমুক্ত হইয়াছে। সৌর-৩। (৮) মনু-তনয় ইল অথবা সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব নামে তিন তনয় ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৯) বারাণসীর অধিপতি সুপ্রতীকের অন্যতম তনয়। বরা-১০। (১০) শঙ্খ ও লিখিত নামক দুই ভ্রাতা বাহুদা নদীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতেন। একদা লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করেন। শঙ্খ প্রত্যাগমন করিয়া, ঐরূপ তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং বিনানুমতিতে ফল গ্রহণ করার জন্য কনিষ্ঠের উপর অতিশয় কুপিত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজসকাশে গমন করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে বলিলেন। তখন লিখিত সুদ্যুম্ন নরপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দণ্ড লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। লিখিতের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সুদ্যুম্ন নরপতি দণ্ড প্রদানার্থ তাঁহার করদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন। সুদ্যুম্ন নরপতি এইরূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ডবিধান করিয়া প্রজাপতির ন্যায় খ্যাতিলাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৩। (১০) সুদ্যুম্ন নামক এক নরপতি ও তাঁহার মহিষী দাল্‌ভ্য মুনির উপদেশে শঙ্করের আরাধনা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-আব-অব-১৪। (১১) মনু-তনয় ইল অথবা সুদ্যুম্ন নৃপতির বিবরণ নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়—মৎ-১১, ১২। রামা-উত্ত-১০১, ১০২। মহাভা-আদি-৭৫। গরু-পূ-১৪২। হরি-হরি। ২। মার্ক-১১১। শিব-ধর্ম্ম-৬০। অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ভাগ-৯স্ক-১। কূর্ম্ম-পূ-২০। লি-পূ-৬৫।

সুধন—(১) শঙ্খচূড় নামক দানবের জনক। শঙ্খচূড় গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল শ্রীদাম (মতান্তরে সুদাম অথবা সুদামা)। গর্গ-বৃন্দা-২৬। সুদামা দেখ। (২) পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম তনয়। গর্গ-বিশ্ব-৪২। পুরাবসু দেখ। (৩) সুধন নামক এক বণিক্ অক্রূর-তীর্থে বিষ্ণু-সমীপে নৃত্য করিয়া এবং রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত এক ব্রাহ্মণ তনয়কে নিজ পুণ্যের এক অংশ প্রদান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিল। বরা-১৫৫।

সুধনু—(১) কুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কুরুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। কুরু দেখ। (২) উগ্রসেনের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩৭। (৩) কুরু-বংশীয় সুধনুর আত্মজ সুহোত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। সুধন্বা (৮) দেখ।

সুধন্বা—(১) মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ (জনক) নৃপতির যে হ্রস্বধনু ছিল

তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সাঙ্কাশ্যাধিপতি সুধন্বা মিথিলা আক্রমণ করেন। সীরধ্বজ রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামা-আদি-৭১। (২) বৈরাজ-প্রজাপতির তনয় সুধন্বাকে পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বদিকের দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করেন। হরি-হরি-৪। বিষ্ণু-১ম-২২। (৩) কর্দ্দম-প্রজাপতির তনয় সুধন্বা দক্ষিণ দিকের অধিপতি ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৪) সুধন্বা নৃপতির পঞ্চাশটি কন্যাকে বিনতা-নন্দন গরুড় বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৫। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সম্ভূতের তনয়। তাঁহার আত্মজ ত্রিধন্বা। হরি-হরি-১২। (৬) অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের বংশীয় অহীনগুর তনয় সুধন্বা। তাঁহার তনয় অনল। হরি-হরি-১৫। (৭) পুরুবংশীয় অভয়দের তনয়। তাঁহার আত্মজ সুবাহু। হরি-হরি-৩১। (৮) কুরু-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহীপতি কুরুর অন্যতম তনয়। সুধন্বার তনয় সুহোত্র। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৯) রামচন্দ্রের বংশীয় পুণ্ডরীকের তনয় সুধন্বা। তাঁহার সুত দেবানীক। অগ্নি-২৭৩। (১০) যদুবংশীয় অক্রূরের তনয় সুধন্বা। অগ্নি-২৭৫। (১১) মদ্র-দেশের অধিপতি। তাঁহার তনয় কম্বু-গ্রীব। সিংহলরাজ চন্দ্রসেনের দুহিতা মন্দোদরীর সহিত কম্বুগ্রীবের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু মন্দোদরীর সম্মতি না থাকাতে বিবাহ হইতে পারে নাই। দেবীভা-৫স্ক-১৭। মন্দোদরী দেখ। (১২) তালধ্বজ নামক নৃপতির কনিষ্ঠ তনয়। দেবীভা-৬স্ক-২৯। সৌভাগ-লক্ষ্মী দেখ। (১৩) মনু-তনয়া পথ্যার গর্ভজাত তনয় বিষ্ণুর অপত্য সুধন্বা। তাঁহার তনয় ঋষভ। বায়ু-৬৫। (১৪) জনক-বংশীয় শাশ্বতের তনয় সুধন্বা। তাঁহার তনয় সুভাষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১৫) কুরু-বংশীয় সত্যধৃতের আত্মজ সুধন্বা। তাঁহার তনয় জন্তু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১৬) অঙ্গিরার অন্যতম তনয় সুধন্বা। একবার প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা একটি কন্যা লাভের জন্য পরস্পর কলহ করিয়া মীমাংসার জন্য প্রহ্লাদের শরণাপন্ন হন। প্রহ্লাদ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া সুধন্বাকেই কন্যার উপযুক্ত ভর্ত্তা নির্দ্দেশ করেন। মহাভা-সভা-৬৬। অনু-৮৫। ঘোর ও অঙ্গিরা দেখ। (১৬) উশীনর, বৃষপর্ব্বা, জয়দ্রথ, রজি, সতজিৎ, কুক্ষি, দৃঢ়ধন্বা, রিপুঞ্জয়, যুবনাশ্ব, দন্তবক্র, মিত্রমঙ্গলকর, নাভাগ, করন্ধম, ধর্ম্মসেন, পরমর্দ্দ, পরান্তক, সুধন্বা প্রভৃতি নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-কোবিদ নরপতিরা যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিচার-কার্য্যে সাহায্য করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

(১৭) কুরু-বংশীয় সত্যহিতের তনয় সুধন্বা। তাঁহার পুত্র জহ্নু। গরু-পু-১৪৪। (১৮) অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা। তাঁহার পুত্র ঋভু, বিভু ও বাজ। ঋক্-১।২০।১। ঋভু (১০) দেখ। (১৯) একবার প্রহ্লাদের তনয় বিরোচন এবং অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও দৈত্যগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কলহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা উভয়ে প্রাণ পণ রাখিয়া প্রহ্লাদের নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়েন। প্রহ্লাদ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে অঙ্গিরা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তৎপুত্র বিরোচন অপেক্ষা সুধন্বা শ্রেষ্ঠ। এই রূপ মীমাংসার ফলে বিরোচনকে সুধন্বার অধীন হইতে হইল। কিন্তু সুধন্বা প্রহ্লাদের সত্যভাষণে প্রীত হইয়া বিরোচনের উপর তাঁহার সমুদয় অধিকার পরিত্যাগ করেন। মহাভা-উদ্-৩৪।

সুধর্ম্মা—(১) যদু-বংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪,৩৮। চিত্রক দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় দৃঢ়নেমীর পুত্র। তাঁহার তনয় সার্ব্বভৌম। হরি-হরি-২০। (৩) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৬। অশ্ববাহু ও বর্জ্জভূমি দেখ। (৪) ঔত্তমি মন্বন্তরে প্রতর্দ্দন নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮; উত্তম দেখ। (৫) ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। আদর্শ ও ব্রহ্মসাবর্ণি ও সাবর্ণি (মনু) দেখ। (৬) ভরদ্বাজ-বংশীয় এক ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নীর নাম সুদেহা। সুদেহা দেখ। (৭) পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক সুধর্ম্মা পূর্ব্বদিকের অধিপত্যে নিযুক্ত হন। মৎ-৮। অগ্নি-১৯। (৮) রাজা বিশেষ। রূপসুন্দরী দেখ। (৯) যদুবংশের প্রতিষ্ঠাতা যদুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ। (১০) ভীম, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মাকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সেনাপতি-গণের মধ্যে প্রধান স্থান প্রদান করেন। মহাভা-সভা-২৮। (১১) দেবরাজের সারথি মাতলির পত্নীর নাম সুধর্ম্মা। মহাভা-উদ্-৯৬। (১২) ভদ্রসেন নামক নৃপতির পরম শিবভক্ত পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২০। (১৩) নবম মনু দক্ষ-সাবর্ণির অধিকারকালে আবির্ভূত দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বিষ্ণু-৩য়-১। গরু-পূ-৮৭। (১৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতের তনয়। লি-পূ-৬৬।

সুধাজ্যোতি—শতধামা নামক অগ্নির নামান্তর। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সুধামা—(১) ঔত্তমি মন্বন্তরে আবির্ভূত দেব-গণের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১। গরু-পূ-৮৭। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (২) দশম-মনু ব্রহ্ম-সাবর্ণির অধিকার কালে সুধামা নামে দেব-গণ ছিলেন।

বিষ্ণু-৩য়-২। (৪) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। চাক্ষুষ মনু, অতিনামা ও মধুশ্রী দেখ। (৫) চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। মৎ-৯। সপ্তর্ষি দেখ। (৬) মহর্ষি মরীচির-বংশীয় বিরজের পুত্র সুধামা। তাঁহার পত্নীর নাম গৌরী। সুধামার পুত্র মহাপ্রতাপশালী ও ধার্ম্মিক ছিলেন তিনি পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৭) বরাহ-কল্পের ষষ্ঠ-দ্বাপরে মহাদেব লোকাক্ষী নামে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার সুধামা নামে অন্যতম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। লোকাক্ষী দেখ। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র। তাঁহার পুত্র কল্মাষপাদ। সুধামা মহাদেবের গাণপত্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। সৌর-৩০। (৯) উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামে দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সৌর-৩২। বৃহন্না-৩৭। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। উত্তম, উর্জ্জ ও মনস্বী দেখ। (১০) অজিত নামে খ্যাত দ্বাদশ জন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিত দেখ। (১১) রৈবত মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১২) দিক্‌পাল গণের অন্যতম সুধামা অন্যান্য দিক্‌পালগণ সহ লোকালোক পর্ব্বতে বাস করিতেন। বিষ্ণু-২য়-৮। (১৩) প্রিয়ব্রত-তনয় ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সাত তনয়ের অন্যতম সুধাম। ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ ও আত্মা দেখ। (১৪) লোকাক্ষী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম তনয়। লি-পূ-২৪।

সুধামুখী—রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

সুধারা—উগ্রসেনের এক কন্যা সুধারা অক্রূরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৯।

সুধাস্থক—যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম তনয়। লি-পূ-৬৯। অরিষ্টনেমী, অশ্বগ্রীব ও চিত্রক দেখ।

সুধী—(১) তামস-মন্বন্তরে আবির্ভূত দেবগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বিষ্ণু-৩য়-১। বৃহন্না-৩৭। বায়ু-৬২। তামস মনু দেখ।

সুধীমান—রাজা প্রিয়ব্রতের বংশীয় বিকটের তনয় সুধীমান। তাঁহার শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সকল তনয় হইতে পৃথিবীতে প্রজাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহারাই এই পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরা-৭৪।

সুধীর—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। (২) বারাণসী নগরীবাসী এক বৈশ্য। তাঁহার পত্নী চিত্রা অতিশয়

পাপাচারিণী হইয়াও কেবল মাত্র কৃষ্ণ-পূজার ফলে জন্মান্তরে রাজমহিষী হইয়াছিল। পদ্ম-ভূমি-৮৬। (৩) কুশ-ধ্বজ নামক এক ব্রহ্মর্ষির শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ নামক দুই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত তনয়, বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি বশতঃ জন্মান্তরে ব্রজধামে সুধীর নামক গোপের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪১। (৪) অজ-মীঢ় বংশীয় ক্ষেম্যের তনয় সুধীর। তাঁহার তনয় পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের আত্মজ বিদূরথ। গরু-পূ-৮৭।

সুধৃতি—(১) মনুবংশীয় রাষ্ট্রবর্দ্ধনের তনয়। তাঁহার তনয় নর। বায়ু-৮৬। (২) জনক-বংশীয় ধৃতিমানের তনয় সুধৃতি। তাঁহার তনয় ধৃষ্টকেতু। বায়ু-৮৯। (৩) মনুবংশীয় রাজ্যবর্দ্ধনের তনয় সুধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১। ভাগ-৯স্ক-২। (৪) জনক-বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় সুধৃতি। তাঁহার তনয় ধৃষ্টকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৩। গরু-পূ-১৪২। রামা-আদি-৭১।

সুনক্ষত্র—(১) মগধের ইক্ষ্বাকুবংশীয় সহদেবের তনয় সুনক্ষত্র। তাঁহার তনয় কিন্নর। কিন্নরের তনয় সুপর্ণ। বায়ু-৯৯। সুপ্রতীক ও সুপর্ণ দেখ। (২) মগধের ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্য রাজ-গণের অন্তর্গত মরুদেবের তনয় সুন-ক্ষত্র। তাঁহার তনয় কিন্নর (কিন্নরাশ্ব; মৎ-২৩) বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) ঐ বংশীয় সুনক্ষত্রের তনয় পুষ্কর। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্রের তনয় সুনক্ষত্র। তাঁহার তনয় বৃহৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। বাম-৫৭। কলুলা দেখ। (৬) মগধের ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু বংশীয় মনুদেব হইতে সুনক্ষত্র জন্মগ্রহণ করেন। সুনক্ষত্রের তনয় কিন্নর। গরু-পূ-১৪৫।

সুনক্ষত্রা—দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকা গণের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৭।

সুনখি—অত্রির অপত্য সত্যশ্রবা ঋষি ঊষাদেবীর স্তব করিতে যাইতে বলিতেছেন যে ঊষাদেবী শুচদ্রথের তনয় সুনখির অন্ধকার দূর করিয়া-ছিলেন। সায়নাচার্য্য এই সুনখির কোনও পরিচয় দেন নাই। ঋক্-৫। ৭৯।২।

সুনন্দা—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন-শক্তি তন্ত্র-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সুনন্দ—(১) একবার শঙ্কর ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করেন। তখন তাঁহার সেই হাস্য হইতে কতিপয় তনয় উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা-২১। বায়ু-২২। লি-পূ-১১। নন্দন, বিশ্বনন্দ ও ব্রহ্মা (৪১) দেখ। (২) বিষ্ণুর অন্যতম পারি-ষদ। দেবীভা-৫স্ক-৮। বৃহদ্ধ-উত্ত-১২।

ভাগ-১স্ক-১৪। (৩) মেঘঙ্কর নগরী নিবাসী এক বিষ্ণু-ভক্ত ব্যক্তি। তিনি গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ শ্রবণ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৫। (৪) উগ্রতপা নামে এক মুনি শ্যামবর্ণ রাসোন্মত্ত পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সুনন্দ নামে এক গোপের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪০।

সুনন্দনা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ। (২) কেকয়-রাজদুহিতা সুনন্দা পুরু-বংশীয় সার্ব্বভৌমের মহিষী ছিলেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) রিপুঞ্জয় নামক নরপতির মহিষী সুনন্দা পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখিতা থাকিতেন। পরে লিঙ্গরূপী মহাদেবের বরে তিনি পুত্রবতী হন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৭। (৪) সূর্য্যক্ষেত্রে অবস্থিতা সর্ব্বজন পূজিতা মাতৃকা গণের অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬। (৫) সুদর্শন নামক একজন পরম শৈব রাজার মহিষী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৪৮। (৬) ইন্দ্রসেন নামক এক রাজার মহিষী। একবার রাজা ইন্দ্রসেন পরিহাসছলে লোক প্রমুখাৎ মহিষীকে নিজ মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করেন। সুনন্দা সেই সংবাদ শুনিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩১। (৭) সুনন্দা নামক এক ব্রাহ্মণী মহীসাগর সঙ্গমে উপবাসাদি করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাতে মহাদেবের বরে অংশতঃ তিনি উমালোক প্রাপ্ত হন এবং অংশতঃ সেই মহীসাগর তীর্থে বটযক্ষিণী রূপে অবস্থান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬২। (৮) চেদিরাজ সুবাহুর কন্যা। নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তী চেদিরাজ ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুনন্দা দময়ন্তীর প্রতি ভগিনীবৎ ব্যবহার করিতেন। মহাভা-বন-৬৫, ৬৮ ৬৯। (৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। পদ্ম-পাতা-৩৯। (১০) সুনন্দ নামক এক গোপের কন্যা। সুনন্দ (৪) দেখ। (১১) দেবী বিশেষ। দেবীপু-৯৯। সুতারকা দেখ। (১২) সুনন্দা দেবী বিবিধ রত্ন সমুজ্জ্বল নানা অলঙ্কার-বিভূষিত পুরীতে বাস করিয়া থাকেন। দেবীপু-৯৪।

সুনয়—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রজাতির পাঁচপুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে সুনয় পশ্চিমদিকে রাজত্ব করিতেন। কাশ্যপ গোত্রজ প্রমতি সুনয়ের মন্ত্রী ছিলেন। মার্ক-১১৭। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পরিপ্লবের তনয় সুনয়। গরু-পু-১৪৫। তাঁহার তনয় মেধাবী। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) জনক-বংশীয় ঋতের তনয় সুনয়। তাঁহার আত্মজ বীতহব্য। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। বায়ু-৮৯। গরু-পু-১৪২। (৪) যদুবংশীয় বৃহদ্রথের জামাতা। সুনয়ের অজয়, কুমুদ ও

শ্বেত নামে তিন তনয় এবং শ্বেতা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৬। (৫) ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পরিপ্লুতের তনয় সুনয়। তৎপুত্র মেধাবী। বায়ু-৯৯। (৬) রৌচ্যমনুর অন্যতম তনয়। গরু-পূ-৮৭। রৌচ্যমনু দেখ।

সুনহ—মহর্ষি জহ্নু হইতে কাবেরীর গর্ভে সুনহ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুনহের পুত্র অজক। হরি-হরি-২৭।

সুনহোত্র—রজিবংশীয় পরম ধার্ম্মিক নৃপতি। তাঁহার কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হরি-হরি-২৯। ক্ষত্রবৃদ্ধ দেখ।

সুনাভ—(১) যদুবংশীয় তমোজার অন্যতম তনয়। তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। মৎস্য-৪৪। (২) সুনাভ নামক নৃপতির কন্যা সুবেদা প্রিয়ব্রত-সুত সবনের পত্নী ছিলেন। বাম-৭২। সুবেদা দেখ। (৩) প্রভাস-ক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বারের রক্ষক জয়ন্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। মহাহনু দেখ। (৪) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত তনয়ের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭। (৫) সলিল-পতি বরুণের অন্যতম মন্ত্রী। মহাভা-সভা-৯।

সুনাম—(১) উগ্রসেনের নয় তনয়ের অন্যতম ও কংসের সহোদর। গর্গ-মথু-৮। ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (পুরাণান্তর মতে সুনামা)।

সুনামা—(১) যদুবংশীয় উগ্রসেনের অন্যতম তনয় ও কংসের সহোদর। মৎ-৪৪। হরি-হরি-৩৭। অগ্নি-২৭৫। বায়ু ৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। গরু-পূ-১৪৩। (২) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম সুনামাকে মল্লক্ষেত্রে বধ করেন। হরি-হরি ৮৬। মহাভা-সভা-১৩। পদ্ম-উত্ত-২৪৫। (৩) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৪) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (৫) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮। (৬) কুশ নামক এক দানবের মন্ত্রী। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০। (৭) বিনতার গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০। (৮) বসুদেবের চতুর্দ্দশ জন পত্নীর অন্যতমা। সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হরি-হরি-৩৫, ৩৭। (৯) ক্রোধবশার সন্তানগণ সুনামা নামে খ্যাত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। ক্রোধবশা দেখ।

সুনিক—মগধের বার্হদ্রথ-বংশীয় রিপুঞ্জয় নৃপতির অমাত্য। তিনি নিজ প্রভু রিপুঞ্জয়কে বধ করিয়া প্রদ্যোত নামক স্বীয়-পুত্রকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। শুনক, পালক ও মুনিক দেখ।

সুনিধি—অবন্তীপুর নিবাসী জনৈক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ। শিব-জ্ঞান-৭৫।

সুনীত—(১) পুরু বংশীয় অলর্কের তনয়। তাঁহার তনয় সুকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (২) সুনীতের আত্মজ সত্যকেতু। গরু-পূ-১৪৩। (৩) পুরুবংশীয় সন্নতির আত্মজ সুনীত। তাঁহার পুত্র নিকেতন। ভাগ-৯স্ক-১৭।

সুনীতি—(১) বিদূরথ নামক এক রাজার অন্যতমা মহিষী। মার্ক-১১৭। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। (২) উত্তানপাদ নরপতির অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২। অগ্নি-১৮। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৩। বিষ্ণু ১ম-১১, ১২। ভাগ-৪স্ক-৮। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৪। লি-পূ-৬২। গরু-পূ-৬। (৩) মগধের বার্হদ্রথবংশীয় সুবলের তনয় সুনীতি। তাঁহার তনয় সত্যজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩।

সুনীথ—(১) বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে চৈদ্যরাজ হইতে সুনীথ নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৬। (২) কুরুবংশীয় মহীপতির তনয় সুনীথ। তাঁহার তনয় নৃচক্ষু। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) নাগ্নজিতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। মৎ ৪৭। "শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণ" দেখ। (৪) অজমীঢ়-বংশীয় ক্ষেমের তনয় সুনীথ। তাঁহার অপত্য নৃপঞ্জয়। মৎ ৪৭। (৫) মগধের ভবিষ্যরাজবংশীয় সুষেণ নরপতির তনয় সুনীথ। তাঁহার তনয় নৃচক্ষু। মৎ-৫০। (৬) কুরুবংশীয় সন্নতির তনয় সুনীথ। তাঁহার অপত্য ক্ষেম্য। হরি-হরি-২৯। (৭) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৬০। জাম্ববতী ও "শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণ" দেখ। (৮) কুরু-বংশীয় সন্নতির তনয় সুনীথ। তাঁহার তনয় সুকেতু। বায়ু-৯২। (৯) সুনীথ নামক একজন নৃপতি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৭। (১০) সুনীথ নামে একজন রাজা জরাসন্ধের পরম বন্ধু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে তিনি অন্যান্য রাজগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উৎসাহিত করেন। মহাভা-সভা ৩৭, ৩৮। (১১) কুরু-বংশীয় সুষেণের তনয় সুনীথ। তাঁহার তনয় ঋচ। গরু-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (১২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সুবলের পুত্র সুনীথ। তাঁহার তনয় সত্যজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২২। (১৩) অলর্কের পুত্র সুনীথ। তাঁহার অপত্য ক্ষেম্য। হরি-হরি-৩২।

সুনীথা—(১) প্রসিদ্ধ অঙ্গ নৃপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে বেণ-রাজার জন্ম হয়। সুনীথা পিতৃগণের কন্যা ছিলেন। মৎ-৪। হরি-হরি-২। (২) মৃত্যুকন্যা সুনীথা বেণরাজের মাতা ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২, ৫৬। মৎ-১০। অগ্নি-

১৮। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ভাগ-৪স্ক-১৩। ব্রহ্মপু-২। (৩) মৃত্যুকন্যা সুনীথা একবার সুশঙ্খ নামক এক তপস্যারত গন্ধর্ব্বের তপস্যার ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সুশঙ্খ সুনীথাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে সুনীথার গর্ভে এক দেবদ্বিজ নিন্দক পাপনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। এই বিষয় প্রচারিত হইলে কেহই আর সুনীথাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সুনীথাকে অতিশয় দুঃখিতা দেখিয়া তাঁহার সখিগণ তাঁহাকে এক পুরুষ-প্রমোহিনী বিদ্যা প্রদান করেন। ঐ বিদ্যা লাভ করার পর সুনীথা একদিন এক ব্রাহ্মণকে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হয়েন। ঐ ব্রাহ্মণই অঙ্গরাজ। সুনীথার সখিগণ সুনীথার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ অঙ্গের নিকটে গমন করিয়া বাক্যবিন্যাস দ্বারা তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সুনীথার বিবাহ সংঘটন করেন। পদ্ম-ভূমি-২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬।

সুনৃতা—(১) উত্তানপাদ রাজার পত্নী সুনৃতা ধ্রুবের জননী ছিলেন। মৎ-৪। (২) ধ্রুব জননী সুনৃতা ধর্ম্মের কন্যা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে উৎপন্না হন। হরি-হরি-২। ব্রহ্মপু-২। (৩) ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে উত্তানপাদ মহিষী ও ধ্রুব-জননী সুনৃতা উৎপন্না হন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (৪) উত্তম মন্বন্তরে বিষ্ণু ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। সত্যসেন দেখ। (৫) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে বিষ্ণু সুনৃতার গর্ভে অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। সত্যসেন দেখ। (৬) বৈদিক কালে বাগ্‌দেবীকে ঋষিগণ সুনৃতা দেবীরূপে অভিহিত করিতেন। ঋক্‌-১।৪০।৩।

সুনেত্র—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীবের অনুচর জনৈক বানরদলপতি। রামা-কিষ্কি-৩৩। (২) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় অনুব্রতের তনয় সুনেত্র ষষ্টিবৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার তনয় নিবৃতি পঁচিশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৎ-২৭১। (৩) রৌচ্যমনুর তনয়গণের অন্যতম। হরি-হরি-৭। ক্ষত্রবৃদ্ধি ও রৌচ্যমনু দেখ। (৪) মণিবর নামক যক্ষরাজের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (৫) কুরুপতি জনমেজয়ের জ্যেষ্ঠ তনয় ধৃতরাষ্ট্র। তাঁহার দ্বাদশজন তনয়ের অন্যতম সুনেত্র। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত দেখ। (৬) জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁহার তনয় বিশ্বাবসু। স্কন্দ-আব-অব-৩১। বিশ্বাবসু দেখ। (৭) কশ্যপ হইতে বিনতার গর্ভজাত তনয়গণের অন্যতম। মহাভা-উদ্‌-১০০। বিনতা ও কশ্যপ দেখ। (৮) মগধের বৃহদ্রথ-

বংশীয় সুবলের পুত্র। তিনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ তিরাশী বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

সুনেত্রা—(১) সুনেত্রা প্রভৃতি ত্রয়োদশজন দক্ষকন্যা মহাত্মা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতম। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

সুন্দ—(১) প্রসিদ্ধনামা দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম। উপসুন্দ দেখ। মহাভা-আদি-২০৮-২১২। (২) শুম্ভ নামক এক অসুরের তনয়। অগস্ত্য মুনি এই সুন্দ দৈত্যকে বধ করেন। সুন্দের পত্নী তাড়কাকে রাম নিধন করেন। রামা-আদি-২৪, ২৫। (৩) অনেক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরক্ষেত্রে সতত রামচন্দ্রের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। রামা-লঙ্কা-৪৭। (৪) হিরণ্যকশিপুর বংশীয় সংহ্লাদের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩। (৫) শুম্ভ নামক দানবের তনয় সুন্দ। এবং নিশুম্ভ নামক দানবের পুত্র উপসুন্দ। এই দানব ভ্রাতৃদ্বয় তিলোত্তমা লাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। শিব-ধর্ম্ম-১৩। (৬) গৌরমুখ নামক মুনির মণিসম্ভূত সেনাপতিদিগের অন্যতম। এই সেনানী সুন্দ জন্মান্তরে মুচুকুন্দ নামক নরপতি হয়েন। প্রফুল্ল ও গৌরমুখ দেখ। বরা-১১,৩৬। (৭) অন্ধক নামক দানবের অনুচর। অন্ধক অসুর যখন মহাদেবের বেশ ধারণ করিয়া পার্ব্বতীকে ছলনা করিতে গমন করেন, তখন সুন্দ নন্দীর রূপ ধারণ করিয়া অন্ধকের অনুগমন করে। বাম-৬৯। (৮) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও হ্রদের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা উপসুন্দ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (৯) সমুদ্র-মন্থনে কালকূট উৎপন্ন হইলে, সুন্দ ও উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় অন্যান্য অসুরদিগের সহিত অমৃত পানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২। (১০) সুন্দ দানবের পত্নী তাড়কা। তাহার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মপু-৩। (১১) হিরণ্যকশিপুর বংশীয় নিসুন্দের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। বায়ু-৬৭।

সুন্দর—(১) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সেনাপতিদিগের অন্যতম। সুন্দর জন্মান্তরে অঙ্গদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। বরা-১১, ৩৬। প্রফুল্ল ও গৌরমুখ দেখ। (২) বীরবাহু নামক এক গন্ধর্ব্বের পুত্র। তিনি একবার কাবেরী তীর্থে বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন। তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ কতিপয় মহর্ষি তথায় উপস্থিত হন। সুন্দর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াও বস্ত্র পরিধান করেন নাই। তজ্জন্য বশিষ্ঠ ঋষির শাপে তিনি রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত

হন। পরে পদ্মনাভ নামক এক বিষ্ণু-ভক্ত মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু-প্রেরিত সুদর্শন-চক্র দ্বারা ছিন্নশির হইয়া মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৪। (৩) কামদেব পূর্ব্ব-জন্মে সুন্দর নামে একজন রাজা ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৯। (৪) সুন্দর বংশীয় নৃপতি বাহু অতিশয় পাপাচারী ছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সুন্দর শাতকর্ণী—মগধের অন্ধ্র-বংশীয় প্রবিল্লসেনের পুত্র। তাঁহার পুত্র চকোর শাতকর্ণী। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

সুন্দর শান্তিকর্ণ—মগধের অন্ধ্র-বংশীয় সৌম্য নৃপতির পুত্র। তিনি এক বৎসর মাত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বাতিকর্ণ চকোর ছয় মাস রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩। শিবস্বাতি দেখ।

সুন্দরী—(১) রাক্ষস-রাজ মাল্য-বানের পত্নী। নর্ম্মদা নাম্নী এক স্বয়ং-জাতা গন্ধর্ব্বীর অন্যতমা কন্যা। রামা-উত্ত-৫। মাল্যবান্ দেখ। (২) দানব-পতি বৃষপর্ব্বার কন্যা। মৎ-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৩) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ। (৪) গান্দিনীর গর্ভ-জাত শ্বফল্কের অন্যতমা কন্যা ও অক্রূ-রের সহোদরা। হরি-হরি-৩৪, ৩৮। অক্রূর দেখ। (৫) দশমহাবিদ্যার অন্য-তমা। মহাবিদ্যা ও শ্যামা দেখ। (৬) সুকৃতি নামক এক বিদ্যাধরপতির কন্যা। তাঁহার স্বয়ম্বর-সভায় অনেক দিগ্ দেশ হইতে রাজন্যবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুন্দরী বলেন যে স্বয়ম্বর সভায় বর-মাল্য হস্তে গমন করিতে করিতে যাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা হইবে, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। অতঃ-পর তিনি সেই ভাবে বরমাল্য হস্তে পতি নির্ব্বাচনে ব্রতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নের সকাশে উপস্থিত হইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অতঃপর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। গর্গ-বিশ্ব-৪৮। (৭) এক রাজপুত্রের পত্নী। রাজপুত্র এক-বার বিদেশে গমন করিবার সময়ে পত্নীকে অদ্রোহকের ভবনে রাখিয়া যান। তাহাতে লোকে রাজপুত্রের এবং সুন্দরীর নিন্দা করাতে অদ্রোহক অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা নিজ সচ্চরিত্রতা প্রমাণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫০। (৮) পৈজবন নামক একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্রের পত্নী। স্কন্দ-নাগ-২৪৩। (৯) কাশিরাজ দুহিতা সুন্দরী পূর্ব্বজন্মে এক পতঙ্গী ছিলেন। সেই পতঙ্গী যখন এক শিব-মন্দিরে নৈবেদ্য ভক্ষণার্থ আগমন করে, তখন তাহার পক্ষ-চালনা হইতে উৎপন্ন বাতাসে শিব-সমীপস্থ ধূলিরাশি অপ-নীত হয়। এই কার্য্যের ফলেই সেই পতঙ্গী জন্মান্তরে রাজকন্যা রূপে জন্ম-

গ্রহণ করে। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (১০) অন্যতমা মাতৃকা। পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছায় যখন তপস্যা করিবার জন্য গমন করেন, তখন সুন্দরী প্রভৃতি সখিগণ তাঁহার সেবা করিবার জন্য পরিচারিকা রূপে তাঁহার সহিত গমন করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-১০। সতী (২৮) দেখ।

সুপক্ষ—শুক্র নামে খ্যাত দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

সুপণ্য—পশুমান নামক এক বৈশ্যের পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

সুপতি—রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত অমৃতাভ নামক দেবগণের অন্তর্ভূ্ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

সুপত্র—নাগ বিশেষ। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

সুপথ—(১) দানবপতি বিপ্রচিত্তির অনুচর অন্যতম অসুর। বায়ু-৬৮। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত দানবগণের অন্যতম। হরি-হরি-৩। দনু ও কশ্যপ দেখ।

সুপরি—চাক্ষুষ-মন্বন্তরে আবির্ভূত ভাব্য নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৮। অর্থপতি দেখ।

সুপর্জ্জণ্য (সপর্জ্জন্য)—রৈবত মনুর অধিকারকালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (বায়ু পুরাণ ও হরিবংশ মতে পর্জ্জন্য)। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

সুপর্ণ—(১) পক্ষিরাজ গরুড়ের নামান্তর! তিনি যখন অমৃত আহরণ করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র প্রহার করেন। গরুড় দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তোমার বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র বেদনা অনুভব হয় নাই। তৎসত্ত্বেও তোমার এবং যে মুনির অস্থিতে তোমার বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য আমি আমার একটি পত্র পরিত্যাগ করিব।" এই কথা বলিয়া পক্ষিরাজ তাঁহার একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ পক্ষটি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন "এই পর্ণটি অতিশয় সুন্দর। অদ্যাবধি গরুড়ের নাম হইল সুপর্ণ।" ইন্দ্রও এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে গরুড়ের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মহাভা-আদি-৩৩। (২) বিনতা-নন্দন সুপর্ণ দেবকূট নামক পর্ব্বতের শিখরে জন্মলাভ করেন। বায়ু-৪০। (৩) কশ্যপের পত্নী কদ্রূ ও বিনতা কশ্যপ হইতে এই বর লাভ করেন যে, কদ্রূর সহস্র নাগ সন্তান হইবে এবং বিনতার দুইটি মাত্র সন্তান হইবে। যথাকালে কদ্রূ সহস্র অণ্ড প্রসব করিলেন এবং সেই অণ্ড সহস্র হইতে সহস্র নাগ জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় হইতে কোন সন্তান প্রসূত হইল না দেখিয়া, বিনতা লজ্জিতা হইয়া একটি অণ্ড ভগ্ন করিলেন। তখন সেই অণ্ডমধ্যস্থিত অপরিপুষ্ট শাবক, অকালে অণ্ড ভঙ্গ করিবার জন্য মাতাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং অণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিনতা যখন পণে পরাজিত হইয়া সপত্নী কদ্রুর দাসীত্ব করিতেছিলেন, তখন মাতৃ-দুঃখ মোচন করিবার জন্য অপর অণ্ড ভেদ করিয়া এক সন্তান বহির্গত হইলেন। তিনিই পক্ষিরাজ গরুড় অথবা সুপর্ণ। গরুড় অণ্ড মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া মহারবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। দেবগণ তাঁহার সেই অতি ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিজ্ঞানে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেব হুতাশন তাঁহাদের গরুড়ের পরিচয় প্রদান করিলে, তাঁহারই পরামর্শে সকলে সুপর্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নানারূপে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া বৈনতেয় নিজ দেহ সঙ্কুচিত করিলেন। অতঃপর কশ্যপ-নন্দন, যেখানে তাঁহার মাতা সপত্নীর দাস্যবৃত্তি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মাতাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনতা সকল বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়া (কদ্রু দেখ) বলিলেন যে গরুড় যদি নিজ সামর্থ্যে অমৃত আহরণ করিতে পারেন, তবেই তিনি সপত্নী-দাস্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। বৈনতেয় তাহাতেই সম্মত হইলে, বিনতা বলিলেন যে, অমৃতাহরণে গমন করিবার সময়ে ক্ষুধার্ত্ত হইলে গরুড় নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। মাতৃ-আদেশে গরুড় অমৃতের সন্ধানে প্রয়াণ করিলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধাবোধ হওয়াতে তিনি নিষাদগণকে ভক্ষণ করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্ষুধার শান্তি না হওয়াতে তিনি স্বীয় পিতা কশ্যপের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আরও আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, কশ্যপ পুত্রকে গজ-কচ্ছপরূপী সুপ্রতীক ও বিভাবসু নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে ভক্ষণ করিতে বলিলেন। (সুপ্রতীক দেখ)। বৈনতেয় পিতৃনির্দ্দেশে এক সরোবরে গমনপূর্ব্বক গজ ও কচ্ছপকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে নখদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিবার মানসে এক বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিলেন। অমনই তাঁহার দেহভারে শাখা ভগ্ন হইল। ঐ বৃক্ষশাখে বালখিল্য মুনিগণ লম্বমান ছিলেন। ভগ্ন-শাখা ভূতলে পতিত হইলে তাঁহাদের প্রাণহানি হইবে এই আশঙ্কায় বৈনতেয় সত্বর সেই ভগ্নশাখা চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আকাশে উত্থিত

হইলেন। মহর্ষিগণ কশ্যপাত্মজের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "যেহেতু এই খগরাজ অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল, তজ্জন্য অদ্যাবধি তাঁহার নাম হইল গরুড়।" অনন্তর বৈনতেয় পিত্রাদেশে সেই বৃক্ষ-শাখা, জনমানবশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন তুষার-রাশি সমাকীর্ণ এক পর্ব্বতের উপরে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন এবং সেইরূপ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষশাখা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর সেই পর্ব্বতোপরি গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ পুনরায় অমৃতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া মহাভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক অমৃতরক্ষার জন্য সমবেত হইলেন। গরুড় তাঁহাদের সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেবদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বৈনতয়ের অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কশ্যপ-নন্দন বলিলেন "আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে বাসনা করি এবং অমৃত পান না করিয়াও আমি অজর ও অমর হইতে ইচ্ছা করি।" নারায়ণ গরুড়কে সেই বরই প্রদান করিলেন। অনন্তর খগরাজ নারায়ণকেও বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, দেবনারায়ণ কশ্যপ-নন্দনকে তাঁহার বাহন হইয়া রথের ধ্বজে অব-স্থান করিতে বলিলেন। গরুড়ও তাহাতে সম্মত হইলেন। মহাভা-আদি-১৬, ২৩-৩৩। (৩) অমৃত-হারী গরুড়কে বজ্রপ্রহারে কাতর করিতে না পারিয়া ইন্দ্র যখন তাঁহার সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখন গরুড় পুরন্দরকে বলিলেন যে, তিনি জননীর আদেশে অমৃত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সুতরাং প্রার্থনা করি-লেও তিনি ইহার বিন্দুমাত্র প্রদান করিবেন না। তবে ঐ অমৃত যখন বিনতার নিকটে রক্ষা করিবেন, তখন ইন্দ্র ইচ্ছা করিলে পুনরায় তাহা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। তখন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়কে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, বিনতানন্দন, মহাভয় সর্প সকল যেন তাঁহার ভক্ষ্য হয়, এই প্রার্থনা জানাইলেন। পুরন্দর সেই বরই প্রদান করিলেন। অনন্তর কশ্যপাত্মজ অমৃত সহ মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সর্পগণকে বলিলেন, "আমি এই কুশের উপর অমৃত স্থাপন করিলাম, তোমরা স্নান, পূজা সমাপন করিয়া ইহা গ্রহণ কর।" নাগগণ গরুড়-বাক্যে হৃষ্ট হইয়া যখন স্নানার্থ-

গমন করিল, তখন ইন্দ্র সেই অমৃত হরণ করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। গরুড় এইরূপে অমৃত আহরণ করিয়া মাতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করেন। মহাভা-আদি-৩৪। গরুড় দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণ যখন পুত্র কামনা করিয়া মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন সুপর্ণ বাসুদেবের সন্ধানে প্রেরিত হন। বৈনতেয় হিমাচল প্রদেশে মাধবের সাক্ষাৎকার লাভ না করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে কৈলাসে গমন করিয়া বাসুদেবকে দেখিতে পান। অনন্তর হৃষিকেশ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) গরুড়াদি পক্ষীগণ পৃথিবীর অধঃদেশে সুতল নামক প্রদেশে বাস করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৬) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় সুপর্ণ। তাঁহার তনয় অমিত্রজিৎ। বায়ু-৯৯। (৭) প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রধার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। ভানু ও অনূপা দেখ। (৮) মগধের ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু বংশীয় অন্তরীক্ষকের তনয় সুপর্ণ। তাঁহার পুত্র কৃতজিৎ। গরু-পূ-১৪৫। (৯) সূর্য্যের একনাম সুপর্ণ। মহাভা-বন-৩। (১০) অন্যতম নাগ। কুলিক, ধনঞ্জয় ও সুপর্ণ এই তিনজন নাগ পৃথিবীর নিম্নভাগে সুতল নামক প্রদেশে বাস করেন। দেবীপু-৮২। (১১) শ্যেনের তনয় সুপর্ণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। তিনি বহু দূরদেশ হইতে সোমরস আহরণ করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করেন। ঋক-১০। ১৪৪।৪। (১২) দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। মুনি দেখ। (১৩) সুপর্ণ নামক মহাসুর দ্বাপরে কালকীর্ত্তি নামে মহীপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। ময়ূর দেখ।

সুপর্ণা—(১) ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার জন্য স্থাপিত কুলদেবতাদিগের অন্যতম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ। (২) রাধিকার সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাদের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা গোপিকার অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (৪) দক্ষিণ দিকের অধিপতি শঙ্খপালের শক্তি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। কপালীশা ও যোগনন্দিনী দেখ।

সুপর্ণী—দক্ষ-তনয়া স্বাহাদেবীরই নামান্তর। স্বাহা ও স্কন্দ দেখ।

সুপর্ব্বা—(১) সাধ্যাদেবীর গর্ভজাত

সাধ্যদেবগণের অন্যতম। সাধ্যা দেখ। (২) চাক্ষুষমনুর পুত্রগণের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। চাক্ষুষমনু দেখ। (৩) পৃথিবীর অধঃদেশে শিলাময় ষষ্ঠ-তলে দৈত্যরাজ কেশরী, সুপর্ব্বা, পুলোমা, মহিষ ও উৎক্রোশের পুরী বিদ্যমান। তথায় শতশীর্ষা নাম্নী নাগিনী বাস করেন। বায়ু-৫০। (৪) ত্রেতার অন্তে ও দ্বাপরের আদিতে সুপর্ব্বা নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তনয় শতবাহু। স্কন্দ-আব-রেবা ৮৩। শতবাহু দেখ। (৫) রাধিকার সহচরী শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী গোপিকাদিগের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ।

সুপাটল—জনৈক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরান্তে সুগ্রীবাদি-সহ অযোধ্যায় গমন করেন। রামা-কিষ্কি-৩৩; উত্তরা-৫০।

সুপাণ্ডু—প্রবাহী নামক দানবের, দেবগন্ধর্ব্বরূপে খ্যাত তনয়গণের অন্যতম। বায়ু-৬৮। সত্বন ও সুচন্দ্র দেখ।

সুপার—রুদ্রতনয় ঋতসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-১০০। মনু ও রুদ্র-সাবর্ণি দেখ।

সুপার্শ্ব—(১) লঙ্কা সমরে নিহত রাক্ষস-সেনানীদিগের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৯০। (২) রাবণের অন্যতম অমাত্য। ইন্দ্রজিৎ-বধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ যখন সীতাকে বধ করিতে উদ্যত হন, তখন সুপার্শ্বই রাবণকে নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়া ঐ কার্য্য হইতে বিরত রাখেন। রামা-লঙ্কা-৯৩। (৩) সুমালী রাক্ষসের অন্যতম তনয় সুপার্শ্ব। রামা-উত্ত-৫। (৪) যদু-বংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৫। বর্জ্জভূমি ও অক্রূর দেখ। (৫) সুপার্শ্বের দুহিতা কাশ্যা সাম্বের কন্যা ছিলেন। মৎ-৪৭। (৬) অজমীঢ়-বংশীয় কৃষ্ণরথের তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় সুমতি। মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। (৭) পক্ষিরাজ সম্পাতির তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় কুন্তি। মার্ক-২। (৮) কাশ্যার (?) গর্ভে সুপার্শ্ব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৬। (৯) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। চিত্রক, অশ্বগ্রীব, পৃথু ও অশ্ববাহু দেখ। (১০) অশ্বিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত অক্রূরের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্ব-বাহু দেখ। (১১) পুরুবংশীয় দৃঢ়-নেমীর তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় সুমতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২১। (১২) কুপথ নামক মহাবল দানব দ্বাপরে সুপার্শ্ব নামক নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (১৩) জনক-বংশীয় শ্রুতায়ুর তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় চিত্ররথ। ভাগ-৯স্ক-১৩। (১৪) সম্বৎসর মুনির তনয় সুপার্শ্ব।

তাঁহার তনয় সিন্ধুদ্বীপ। বরা-৯৫। সম্বৎসর ও সিন্ধুদ্বীপ দেখ। (১৫) জনক-বংশীয় শ্রুতায়ুর তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় সৃঞ্জয়। ঐ বংশীয় সুবর্চ্চার পুত্র সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় সুশ্রুত। গরু-পূ-১৪২। (১৬) অজমীঢ়-বংশীয় দৃঢ়নেমীর তনয় সুপার্শ্ব। তাঁহার তনয় সন্নতি। গরু-পূ-১৪৪। (১৭) একজন মুনি। দক্ষ, কন্যা দিতি পুত্র কামনায় তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইলে, তিনি দিতিকে তপস্যা হইতে বিরত হইতে বলেন। তদ্ভিন্ন তিনি দিতিকে এই বর প্রদান করেন যে তাঁহার গর্ভে নর-দেহ অথচ মহিষ-মুণ্ড বিশিষ্ট এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (১৮) প্রভাস-ক্ষেত্রের দ্বারকাপুরীর বায়ুকোণ-রক্ষক দ্বারপালদিগের অধিনেতা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। ভৈরব দেখ। (১৯) রাধিকার অন্যতম দ্বারপাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫। (২০) গন্ধবাহ নামক এক হরি-ভক্তিপরায়ণ তপস্বীর অন্যতম তনয়। তিনি একবার অপর দুই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণপূজার জন্য এক সরোবর হইতে পদ্ম উত্তোলন করেন। তৎফলে শিবানুচরগণ তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া পার্ব্বতীর সমীপে লইয়া যান। ঐ সরোবরের পদ্ম সকল পার্ব্বতীর পূজার জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। সেই পুষ্প হরণ করার ফলে ভ্রাতৃত্রয় পার্ব্বতীর শাপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬। গন্ধবাহ দেখ। (২১) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম যে সকল নৃপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-২৯।

সুপার্শ্বক—বৃষ্ণি (যদু) বংশীয় চিত্রকের অন্যতম তনয় সুপার্শ্বের নামান্তর। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

সুপালক—গয়াসুরের দেহের উপর ব্রহ্মা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে সুপালক অন্যতম ঋত্বিক হইয়াছিলেন। বায়ু-১০৬।

সুপুষ্টিমান—উগ্রসেনের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। ভূময়, উগ্রসেন, যুদ্ধমুষ্টি ও সুনামা দেখ।

সুপ্ত—তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত দেব-গণের অন্যতম। বৃহন্না-৩৭। তামস মনু ও সুধী দেখ।

সুপ্তঘ্ন—(১) লঙ্কা-নিবাসী একজন রাক্ষস সেনানী। তিনি লঙ্কাসমরে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০। (২) সুপ্তঘ্ন রাক্ষস-রাজ মাল্যবানের অন্যতম তনয় ছিলেন। রামা-উত্তরা-৫।

সুপ্রচেতস্—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত ভাব্য নামক দেব-গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। মহাসত্ত্ব দেখ।

সুপ্রজা—(১) প্রজাপতি দক্ষের

সুপ্রজা ও জয়া নাম্নী কন্যাদ্বয় মহর্ষি কৃশাশ্বের ভার্য্যা ছিলেন। গরু-পূ-৬। (২) অন্যতম অগ্নি ভানুর সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা নামে দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-বন-২১৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সুপ্রজ্ঞা—কোটীরথ নামক রাজার বিষ্ণুভক্ত মহিষী। পদ্ম-ক্রি-২৩।

সুপ্রতিষ্ঠা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা দেখ। (২) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিতা কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সুপ্রতিষ্ঠিতা—লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

সুপ্রতীক—(১) বিভাবসু নামক মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের প্রতি বৈরিবশতঃ যথাক্রমে কচ্ছপ ও গজরূপ ধারণ করেন এবং এক সরোবরে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকেন। বিনতা-নন্দন সুপর্ণ অমৃতাহরণে গমন করিবার সময়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পিতা কশ্যপের নিকটে আহার্য্য প্রর্থনা করেন। তখন কশ্যপ গরুড়কে ঐ গজ-কচ্ছপরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে আহার করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। গরুড় সেই মত কার্য্য করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। মহাভা-আদি-২৯। বিভাবসু (২) দেখ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৮। (২) বারাণসীতে সুপ্রতীক নামে একজন মহাবল নৃপতি ছিলেন। মহর্ষি অত্রির বরে তিনি বিদ্যুৎপ্রভা ও কান্তিমতী নাম্নী মহিষীদ্বয় হইতে যথাক্রমে দুর্জ্জয় ও সুদ্যুম্ন নামে দুই পুত্র লাভ করেন। বরা-১০। (৩) রামচন্দ্রের বংশীয় প্রতীকাশ্ব হইতে সুপ্রতীক জন্মগ্রহণ করেন। তাহার আত্মজ মরুদেব। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) যদু-বংশীয় অনন্তের তনয় দুর্জ্জয়। অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভে দুর্জ্জয়ের সুপ্রতীক নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। কূর্ম্ম-পূ-২৩। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্য রাজগণের অন্ত-র্গত ভানুরথের তনয় সুপ্রতীক। তাঁহার আত্মজ মরুদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

সুপ্রতীত—(১) মগধের ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রতীতাশ্বের তনয় সুপ্রতীত। তাঁহার তনয় সহদেব। বায়ু-৯৯।

সুপ্রতীপ—কলিযুগে উৎপন্ন সূর্য্যবংশীয় প্রতীপার্শ্ব নৃপতির তনয় সুপ্রতীপ। তাঁহার তনয় মরুদেব। মৎ-২৭১।

সুপ্রধর্ষণ—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

সুপ্রবৃদ্ধ—একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। মহাভা-বন-২৬৩।

সুপ্রভ—(১) শাল্মলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানের অন্যতম তনয়। অগ্নি-১১৯।

ব্রহ্মা-৩৪। গরু-পূ-৫৬। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। লি-পূ-৪৬। বপুষ্মান ও বৈদ্যুত দেখ। (২) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। তাঁহার কন্যা চন্দ্রিকা অন্যতমা অপ্সরা ছিল। পদ্ম-উত্ত-১২৮। অগ্নিপ, লোমশ ও সুখসঙ্গীতি দেখ। (৩) দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৪) মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সেনাপতিদিগের অন্যতম। তিনি পূর্ব্বজন্মে শ্রুতকীর্ত্তি নামক এক নরপতির তনয় ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল প্রজাপাল। বরা-১১, ১৭, ৩৬। শ্রুতকীর্ত্তি ও গৌরমুখ দেখ। (৫) সুপ্রভ নামে একজন মহাতপস্বী মুনি ছিলেন। তিনি একদিন যখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি পরিহাসছলে তাঁহার সন্নিকটে মহোৎ-সবে মত্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে এক জল-সর্প নিক্ষেপ করে। সর্প দর্শনে সকলেই পলায়ন করিলে, সেই সর্প মুনির গাত্র পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। শ্রীবর্দ্ধন নামে সুপ্রভের এক শিষ্য, গুরু-দেহ সর্প কর্ত্তৃক বেষ্টিত দেখিয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাঁহার গুরুর দেহে সর্প নিক্ষেপকারী ব্যক্তি যেন সর্পরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই সর্প-নিক্ষেপকারী ব্যক্তি শ্রীবর্দ্ধনের অভিশাপে উরগ দেহ লাভ করে। পরে বৎস নামক এক ব্রাহ্মণের লগুড়-প্রহারে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-২৯। (৬) সুপ্রভ নামক একজন রাজা, শাবককে স্তন্যদাত্রী এক মৃগীকে শরা-ঘাতে বধ করেন। মৃগী মৃত্যুর পূর্ব্ব-ক্ষণে রাজাকে অভিশাপ প্রদান করে এবং তৎফলে রাজা ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হন। পরে কপিলা ধেনুর সাক্ষাৎ পাইয়া রাজা মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৯। (৭) দেবী কালিকার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া যে সকল রুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া থাকেন, সুপ্রভ তাঁহাদের অন্যতম। দেবীপু-৮১। রুদ্র (১৭) দেখ।

সুপ্রভা—(১) দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভা অনেকগুলি অস্ত্র প্রসব করেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঐ অস্ত্রগুলি লাভ করেন এবং রাক্ষস বধকালে রাম সেই গুলি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামা-আদি-২১। জয়া (১) দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দিষ্ট নর-পতির পুত্র নাভাগের পত্নী। তিনি সুদেব নামক বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত এক রাজার কন্যা ছিলেন। মার্ক-১১৪। সুদেব দেখ। (৩) স্বর্ভানু নামক দানবের কন্যা সুপ্রভা। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৪) বায়ু দেবের পত্নীর নাম সুপ্রভা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬। (৫) সুপ্রভা নাম্নী দানব-কন্যাকে নমুচী বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা মহর্ষি অষ্টাবক্রের পত্নী ছিলেন। মহাভা-অনু-১৯। (৭) দক্ষের ষষ্টি কন্যার এবং

কশ্যপের ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৮) সুপ্রভা নাম্নী দক্ষের অপরা কন্যা বরুণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৯৯। (৯) তন্ত্রোক্তা অন্যতমা শক্তি। তন্ত্রঃ—১৮৬ পৃঃ। মায়া দেখ। (১০) দেবী মহিষমর্দ্দিনীর একনাম। তন্ত্রঃ—৭৪০ পৃঃ। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা লীলা সহচরী। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ। (১২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ। (১৩) সুপ্রভা ও ভামিনী নাম্নী দক্ষের দুই কন্যা বহুপুত্রের ভার্য্যা ছিলেন। গরু-পূ-৬। (১৪) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

সুপ্রভাত—চিত্রসেনা ও স্কন্দ দেখ।

সুপ্রসাদ—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম তনয়। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ। (৩) ওঘবতী (২) দেখ। বাম-৫৭।

সুপ্রসাদা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে আবির্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। রামা-২৩। সীতা (২) দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৩) দেবী ভগবতীর এক নাম। অল্প আরাধনা করিলেই তিনি লোকসমুদয়ের সুখ সম্পাদন করিয়া থাকেন বলিয়া ঐ নামে কীর্ত্তিতা হন। দেবীপু-১৬, ৩৭।

সুপ্রিয়—একজন শিবভক্ত বৈশ্য। তিনি শিবের আরাধনা করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৫৬। দারুক (৫) দেখ।

সুপ্রিয়া—(১) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী দেখ। (২) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভজাতা অন্যতমা অপ্সরা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (৪) প্রজাপতি দক্ষের চতুঃষষ্টি কন্যার এবং রুদ্রের দশ পত্নীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৫) কপিলার গর্ভজাতা অপ্সরাদের অন্যতমা। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। (৬) কুরুবংশীয় বিদূরথের পত্নী। তাঁহার গর্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৫। (৭) অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, সুপ্রিয়া প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য গীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

সুবংশ—(১) যদুবংশীয় সমোজার অন্যতম তনয়। সমোজা দেখ। (২) শ্রীদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের সুবংশ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ

করে। ভাগ-৯স্ক-২৪। "শ্রীকৃষ্ণের পুত্র গণ" দেখ।

সুবক্ত্র—(১) পৌণ্ড্র বাসুদেবের অন্যতম তনয়। তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। হরি-হরি-১১৬। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৩) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রাবণের অন্যতম তনয়ের নামও সুবক্ত্র। অদ্ভু-রামা-১৮, ১৯।

সুবচা—বাসুদেবাগ্রজ বলদেবের অন্যতম কন্যা। বায়ু-৯৬।

সুবন্ধু—(১) অট্টহাস নাম শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম তনয়। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। অট্টহাস ও কুশিকন্দর দেখ। (২) মৌজায়ন ও বিপ্রবন্ধু দেখ।

সুবরা—লৌকীকি অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

সুবর্চ্চ—(১) অম্বরীষ নামক এক রাজার তনয়। তিনি পূর্ব্বজন্মে মেঘবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তখন তিনি ভ্রমক্রমে এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। সেই পাপে পরজন্মে অম্বরীষের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়েন। পরে হাটকেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৯৩। (২) অন্ধরাজ দ্যুমৎসেনের সহিত যে সকল মুনি একত্র বাস করিতেন. তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-বন-২৯৫। (৩) দক্ষ-তনয় দ্বাদশ দক্ষ সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পু-৮৭। মিত্রবান্ দেখ। (৪) জনক-বংশীয় খনরের পুত্র সুবর্চ্চা। তাঁহার পুত্র সুপার্শ্ব। গরু-পু-১৪২।

সুবর্চ্চলা—(১) অষ্টরুদ্রের প্রথম রুদ্রের ভার্য্যা সুবর্চ্চলা। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫২। কূর্ম্ম-পু-১০। ব্রহ্মা-২৮। শনৈশ্চর ও রুদ্র দেখ। (৩) সূর্য্যের পত্নীর নাম সুবর্চ্চলা। মহাভা-অনুশা-১৪৬। রামা-অযো-৩০।

সুবর্চ্চা—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭, ১৮৬। (২) বিনতার গর্ভজাত পন্নগভোজী সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০। (৩) কপোত নামক এক মুনির অন্যতম পুত্র। কালি-৫১। কপোত ও তুম্বুরু দেখ। (৪) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। অতি-বর্চ্চস ও স্কন্দ দেখ। (৫) সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চা হিমবানের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহারা মাতামহ কর্ত্তৃক স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। (৭) দক্ষ সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। দক্ষ সাবর্ণি দেখ। (৮) ধর্ম্ম-পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর (নামান্তর ভাব্য) দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (৯) অঙ্গিরা মুনির

অন্যতম পুত্র। মার্ক-৯৯। (৫) ধ্রুবের বংশীয় প্রাচীনগর্ভের পত্নী সুবর্চ্চা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (৬) জনক-বংশীয় ভাগতের পুত্র সুবর্চ্চা। তাঁহার পুত্র সুশ্রুত। বায়ু-৮৯। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সোম-তনয় সুবর্চ্চা এবং পুরু-রবা বংশীয় দেবাপি এই দুইজন হইতে চতুর্ব্বিংশ যুগে পুনরায় ক্ষত্রিয় বংশের প্রবর্ত্তন হইবে। বায়ু-৯৯। (৮) যদু-বংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্ববাহু দেখ। (৯) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত সেনাধ্যক্ষদিগের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (১০) মহর্ষি দধীচির পত্নী। দেবগণের প্রার্থনায় মহর্ষি দধীচি প্রাণ উৎসর্গ করিলে, সুবর্চ্চা পতিহীনা হইয়া দেব-গণকে অভিসম্পাত করেন। তৎফলে সুরগণ সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। দধীচির আত্মত্যাগের সময়ে সুবর্চ্চা গর্ভবতী ছিলেন। অতঃপর মুনিপত্নী নিজ কুক্ষিবিদারণ করিয়া সেই গর্ভ নিষ্কাষণ করিয়া যোগবলে তনুত্যাগ করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৬, ১৭। মনু পুত্র সুবর্চ্চা ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কৃতযুগে ক্ষত্রিয় বংশের আদি পুরুষ হইবেন। মৎ-২৭৩।

সুবর্ণ—(১) অষ্টম (প্রথম সাবর্ণি) মনুর দশপুত্রের অন্যতম। মৎ-৯। ইড্য দেখ। (২) ভবিষ্য (অর্ক সাবর্ণি) মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য ও মনু দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্য নৃপতিগণের অন্তর্গত অন্তরীক্ষের তনয় সুবর্ণ। তাঁহার পুত্র অমিত্রজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৪) অন্য-তম গন্ধর্ব্ব। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৫) কুশধ্বজনামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। সুধীর দেখ। (৬) বিনতার গর্ভজাত পন্নগভোজী সন্তানদিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০। (৭) সুবর্ণ নামক এক অতি দুরাচার নৃপতি ছিলেন। তিনি এক-বার এক বেশ্যালয়ে গমন করিলে, সেই গণিকা তাঁহাকে পুষ্পঅর্ঘ্য প্রদান করে। সেই সময়ে একটী পুষ্প গণিকার হস্ত-চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। রাজা সেই পুষ্পের সুগন্ধে মোহিত হইয়া সসম্ভ্রমে "নমঃ নারায়ণায়" এই বাক্য উচ্চারণ করেন। তৎফলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-ক্রিয়া-৯। (৮) রসাতল নিবাসী নাগ বিশেষ। লি-পূ-৪৫।

সুবর্ণঘোষ—অশ্বমুখ কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। মহাঘোষ দেখ।

সুবর্ণচূড়—পন্নগভোজি গরুড়াত্মজ-দিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

সুবর্ণবর্ম্মা—কাশিরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমা কুরু-বংশীয় জনমেজয়ের

পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-৪৪ দেবীভা-১১।

সুবর্ণরোমা—জনক-বংশীয় মহারোমার তনয়। তাঁহার আত্মজ হ্রস্বরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

সুবর্ণশিরা—পশ্চিমদিকবাসী একজন বেদপরায়ণ মুনি। মহাভা-উদ্-১০৯।

সুবর্ণশোভা—বৃন্দাবনের অধিশ্বরী রাধিকার এক নাম। পদ্ম-পাতা-৪৬। রাধা দেখ।

সুবর্ণষ্ঠীবি—সৃঞ্জয় নৃপতির পুত্র। মহর্ষি পর্ব্বতের বরে সৃঞ্জয় ঐ পুত্র লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-৩১। সৃঞ্জয় দেখ।

সুবর্ণা—(১) ভরতবংশীয় সুহোত্রের পত্নী। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হস্তী, হস্তিনাপুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। মহাভা-আদি-৯৫। (২) দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপু-১৬।

সুবর্ণাক্ষী—দেবী দুর্গার এক নাম। তিনি বহূদক তীর্থে এই নামে পরিচিতা হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪।

সুবর্ম্মা—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-১১৭।

সুবল (১)—গান্ধার-রাজ্যাধিপতি। তিনি দুর্য্যোধনের মাতামহ ছিলেন। সুবলের পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারী। সুবলের ঔরসে মতি নামে আরও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৩, ৬৭। (২) গোলোকে রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫। (৩) সুবল নামক গোপের কন্যা কলাবতী রাধিকার জননী ছিলেন। সুবল ব্রজধামে অন্যতম নন্দ ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৬। গর্গ-গো-৪। বীতিহোত্র দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বয়স্যের নামও ছিল সুবল। গর্গ-গো-৪। (৫) ধর্ম্ম হইতে সুরভীর গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন দেখ। (৬) ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-১০০। ভৌত্য মনু দেখ। (৭) উত্তম মনুর ত্রয়োদশ জন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮। কিন্তু বায়ুপুরাণের ৬২ অধ্যায়ে সুবলের স্থানে সবল আছে। আপ্রতিম ও উত্তম দেখ। (৮) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সুমতির পুত্র সুবল। তাঁহার তনয় সুনীতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৯) সুবলের আত্মজ সুনীথ। ভাগ-৯স্ক-২২। (১০) সুবলের অপত্য নীত। গরু-পূ-১৪৫। (১১) মহাদেবের অন্যতম গণ। পদ্ম-ভূমি-১০২। (১২) সুবল নামে একজন দৈত্যপতি ছিলেন। ভৌত্য মন্বন্তরে তিনি দেবগণকে রণে পরাজয় করাতে, দেবগণ বাসবকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তখন তাঁহাদিগকে দানবভয় নাশক এক কেতু প্রদান করেন। দেবীপু-১১। (১৩) সুবল নামক এক অসুরকে দেবগণের প্রার্থনায় দেবী আদ্যাশক্তি বধ করেন।

দেবীপু-৩৯।

সুবলা—কালীয় নাগের ভার্য্যা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৯।

সুবহ—ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মী সাধ্য দেবগণ ও তৎপত্নীগণকে সৃজন করেন। সুবহ ঐ সকল সাধ্য দেবগণের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। সাধ্য ও হবিষ্মান দেখ।

সুবাক্—(১) অন্যতম ঋষিক। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৬। বৃহদুক্থ দেখ। (২) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১১৭।

সুবাক্য—কৃতান্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-নাগ-২২৬। বক্রনাশ দেখ।

সুবাগ্বেষপরায়ণ—অন্যতম ঋষিক। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্থ দেখ।

সুবালক—(১) কৌষিক নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তিনি জন্মান্তরে অনুহ নরপতির পুত্র ব্রহ্মদত্তের অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১০। (২) একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য। লি-পূ-৭। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। শিব (১৪) দেখ॥

সুবাস—যদু বংশীয় অসমৌজার অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৩। অসমৌজা দেখ।

সুবাস্তক—একজন রাজা। মহাভা-উদ্-৩।

সুবাহ—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত সেনাধ্যক্ষদিগের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সুবাহক—জৈগীষব্য নামক শিবাতার যোগাচার্য্যের অন্যতম পুত্র। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। সুবাহন দেখ।

সুবাহন—জৈগীষব্য নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। বেদব্যাস, জৈগীষব্য ও শিব (১৪) দেখ।

সুবাহু—(১) মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। রামচন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন। রামা-আদি-১৯, ২৯। (২) একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-কিষ্কি-৩৩, লঙ্কা-৪২। (৩) যদুবংশীয় সুধন্বার পুত্র সুবাহু। তাঁহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। হরি-হরি-৩১। (৪) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। চিত্রক দেখ। (৫) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী ও কশ্যপ দেখ। (৬) মদালসার গর্ভজাত ঋতধ্বজ-নৃপতির অন্যতম পুত্র। তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলর্ক পিতাকর্ত্তৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অত্যধিক বিষয় সুখ ভোগে মত্ত হওয়ায়, সুবাহু তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারের জন্য, অলর্কের শত্রু কাশীরাজের শরণাপন্ন হন। কাশিরাজ

সুবাহুর পক্ষাবলম্বন করিয়া, অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমে অলর্ক যুদ্ধোদ্যম করেন। কিন্তু পরে দত্তাত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে, তিনি রাজ্যভোগ স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্য সুবাহুকে প্রদানপূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করেন। মার্ক-২৬, ৩৭, ৪৩, ৪৪। (৭) একজন রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৮) কোশলাধিপতি ধ্রুবসন্ধির অন্যতম পুত্র সুদর্শনের মাতুল। সুদর্শন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শত্রুজিৎ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে, সুবাহু ভাগিনেয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন। দেবীভা-৩স্ক-১৫। সুদর্শন দেখ। (৯) রৈবত মন্বন্তরে উৎপন্ন সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। সৌর-৩৩। ইন্দ্রবাহু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১০) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশীয় বৃকের তনয় সুবাহু। তাঁহার পুত্র গর। গরের পুত্র সগর। পদ্ম-উত্ত-২০। (১১) খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ। বায়ু-৬৮ ৬৯। (১২) রঙ্গবল্লাপুরাধিপতি সুবাহু দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে কর প্রদানপূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৬। (১৩) কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। এই কালিন্দী তনয়গণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ ও শাম্ব দেখ। (১৪) রৈবত মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৫) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভজাত অপ্সরাদের অন্যতমা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (১৬) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বায়ু-৮৮ গরু-পূ-১৪৩। শত্রুঘ্ন দেখ। (১৭) দক্ষকন্যা কপিলা হইতে সুবাহু প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। (১৮) দিগ্বিজয়ে বহির্গত ভীম কর্ত্তৃক বশীভূত জনৈক নরপতি। মহাভা-সভা-২৯। ভীম দেখ। (১৯) দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২০) রুদ্রের গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (২১) একজন রাজা। মহাভা-আদি-৬৭। (২২) অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, সুবাহু প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য-গীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (২৩) যদুবংশীয় প্রতিবাহুর তনয় সুবাহু। তাঁহার পুত্র উপসেন। ভাগ-১০স্ক-৯০। (২৪) সুবাহু প্রভৃতি নরপতিগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-১১৫। রন্তিদেব দেখ। (২৫) পাতালবাসী জনৈক দানব। সে বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা রত্নাবলীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে রত্নচূড় নামক নাগরাজ-

কুমার, সুবাহুকে বধ করিয়া রত্নাবলীর উদ্ধারসাধন পূর্ব্বক, তাঁহাকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (২৬) জল্প নামক এক নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পূর্ব্বদিকে রাজত্ব করিতেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬। (২৭) কলিঙ্গদেশে সুবাহু নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী বিশালাক্ষী পূর্ব্বজন্মে যথাক্রমে মৎস্য ও শ্যেনী ছিলেন। ঐ শ্যেনীরূপী বিশালাক্ষী একবার মৎস্যরূপী সুবাহুকে গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে, কৈবর্ত্ত-গণ কর্ত্তৃক নিহত হন। মৎস্যরূপী সুবাহুও মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরজন্মে তাঁহারা রাজকুলে জন্মলাভ করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৯। (২৮) দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম মন্ত্রী। স্কন্দ-নাগ-১২২। (২৯) চৌলদেশে সুবাহু নামে একজন নরপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম তার্ক্ষা। তিনি তাঁহার পুরোহিত জৈমিনীর উপদেশে বিষ্ণুপূজা পরায়ণ হন এবং মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। কিন্তু তথায় গমন করিয়াও তিনি মধুসূদনের সাক্ষাৎ পাইলেন না; পরন্তু সস্ত্রীক ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া, মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগি-লেন। অবশেষে এই সকল কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আশায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজ-দম্পতি বামদেব নামক এক ঋষির সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহাকে ঐরূপ কষ্ট ভোগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বামদেব বলিলেন যে, সুবাহু রাজা পৃথি-বীতে বাস করিবার সময়ে যথাযথভাবে বাসুদেবের পূজা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও কোন ব্রাহ্মণকে কিছু ভোজ্য দেন নাই। সেই জন্যই বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হইয়াও, তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত হইতে নিস্তার পান নাই। অতঃপর বামদেব ঋষি সুবাহুকে পৃথিবীতে যে স্থলে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর শব পতিত আছে, সেই স্থলে গমন করিয়া, সেই শবমাংস ভক্ষণ করিতে বলেন। সুবাহু বামদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যই করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল গত হইলে এক পক্ষীর মুখে বাসুদেব-স্তোত্র শ্রবণ করিয়া অবশেষে রাজদম্পতি মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-ভূমি-৯০, ৯৪। (২৯) চক্রাঙ্কাপুরীর অধিপতি। রাম-চন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সুবাহুর, পুত্র দমন তাহা বন্ধন করেন। তৎফলে যজ্ঞাশ্বের সহগামী শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সহিত সুবাহুর যুদ্ধ হয় এবং তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাম-চন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করেন। পদ্ম-পাতা-১৩-১৭, ২০, ২১, ২৯, ৩৬, ৩৭। (৩০) চেদিদেশের অধিপতি। দময়ন্তী নল-পরিত্যক্তা হইয়া তাঁহার রাজ্যে গমনপূর্ব্বক রাজমাতার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-৬৪, ৬৫।

(৩১) বনবাসকালে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে পাণ্ডবগণ হিমালয়-পরিসরস্থ পুলিন্দ-রাজ্যাধিপতি সুবাহুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, এক রাত্রি তথায় বাস করেন। মহাভা-বন-১৩৯। (৩২) সুবাহু নামে একজন কিরাত-রাজও ছিলেন। বনবাসকালে তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে পাণ্ডবগণ তাঁহার রাজ্যে এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১৭৬। (৩৩) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (৩৪) সুবাহু নামে রাবণের এক পুত্রও ছিলেন। অদ্ভু-রামা-১৯। (৩৫) একজন গন্ধর্ব্ব তিনি যদুবংশীয় আনকদুন্দুভির কন্যা হ্রীমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। হ্রীমতীর গর্ভে সুবাহুর সুষেণ, বেণ, সুগ্রীব, সুভোজ ও নরবাহন নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৩৬) অন্যতম গ্রামণী। কৃতজিৎ দেখ। (৩৭) রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। উর্দ্ধবাহু, রৈবতমনু, বেদশিরা ও সপ্তর্ষি দেখ। (৩৮) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৬৯। চিত্রক ও অরিষ্টনেমী দেখ। (৩৯) দিব্যপুরুষ বিশেষ। লি-পূ-৫৫। (৪০) দেবী ভগবতীর এক নাম। দেবীপূ-৩৭।

সুবিক্রম—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৎসপ্রী নরপতির অন্যতম তনয়। মার্ক-১১৭। বল ও বৎসপ্রী দেখ। (২) ধনপতি কুবেরের অন্যতম অনুচর। বায়ু-৪৭

সুবিক্রাথ—ষড়গর্ভ নামে খ্যাত হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের অন্যতম। হরি-হরি-৫৭। ষড়গর্ভ দেখ।

সুবিত্ত—(১) অঙ্গিরা-বংশীয় মন্ত্র প্রণেতা ঋষিদিগের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। (সুবিত্তি—বায়ু-৫৯)। অজমীঢ় দেখ। (২) ঔত্তমি মন্বন্তরে উৎপন্ন শিব-গণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অহিহা দেখ। (৩) অন্যতম ঋষিক। বায়ু-৫৯। বৃহদুক্থ দেখ।

সুবিত্তি—ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময়-শরীর দেবগণের অন্যতম। তাঁহারা ব্রহ্মার প্রথম সন্তান। সুবিত্তি ঐ সকল দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। জয়দেবগণ সুবিত্ত ও আকূত দেখ.

সুবিদ্যুৎ—জনৈক যোগবেশধারী দৈত্য। বিদ্যুৎ (৬) দেখ।

সুবিভু—(১) বারাণসী-রাজ বিভুর পুত্র। তাঁহার তনয় সুকুমার। বায়ু-৯২। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। গরু-পূ-১৪৩।

সুবিশালা—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারিণী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

সুবীথী—ধ্রুব-তনয় বৎসরের পত্নী

ভাগ-৪স্ক-১৩। তিগ্মকেতু দেখ।

সুবীর—(১) যদুবংশীয় শিবির অন্যতম পুত্র। তাঁহার নামে সৌবির জনপদ প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। শিবি দেখ। (২) অজমীঢ়-বংশীয় ক্ষেম্যের তনয় সুবীর। তাঁহার পুত্র নৃপঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হরি-হরি-২০। বায়ু-৯৯। (৩) শিখণ্ডী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। শিখণ্ডী ও শিব (১৪) দেখ। (৪) একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) অজমীঢ়-বংশীয় ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর। তাঁহার তনয় রিপুঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) যদু-বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র দেবশ্রবার পত্নী কংসবতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবশ্রবা দেখ। (৭) মণিবর নামক যক্ষের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ।

সুবীর্য্য—দানব বিশেষ। বায়ু-৬৮।

সুবৃত—বেদপ্রিয় নামক এক শিব-ভক্ত ব্রাহ্মণের অন্যতম তনয়। শিব-জ্ঞান-৪৬।

সুবৃত্তা—(১) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। (২) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী দেখ।

সুবেণু—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার কন্যা কামলী রেণুকা মহাতপা জমদগ্নির ভার্য্যা ছিলেন। বায়ু-৯১। (২) ওঘবতী নদী কর্ত্তৃক দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। ওঘবতী দেখ।

সুবেদা—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়-ব্রত। তাঁহার পুত্র সবন অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, সবন-ভার্য্যা সুনাভ দুহিতা স্বামীর চিতায় আরোহণপূর্ব্বক অগ্নির স্তব করিতে থাকেন। তৎফলে ক্ষণকাল মধ্যেই সবন পুনর্জীবন লাভ করেন। বাম-৭২।

সুবেশ—(১) অন্যতম ঋষিক। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্‌থ দেখ। (২) দেবতা বিশেষ। মহাভা-বন-২১৮। পাঞ্চজন্য দেখ।

সুবেশা—(১) সুবেশা ও ভূষণা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে প্রজাপতি দক্ষ অশ্বিনী-কুমারদের হস্তে সমর্পণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (২) পুরাকল্পীয় রামায়ণ মতে অযোধ্যাপতি দশরথের কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা ও সুবেশা নামে চারি মহিষী ছিল। তাঁহাদের গর্ভে যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৭১।

সুব্যাড়ি—সুদ্যুম্ন নামক রাজা পূর্ব্ব-জন্মে সুব্যাড়ি নামক ব্যাধ ছিলেন। ঐ ব্যাধরূপে তিনি অশেষ নিষ্ঠুর কার্য্য

করিলেও মরণান্তে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কারণ ব্যাধরূপে মৃগয়াদি করিবার সময়ে তিনি সর্ব্বদা 'আহর', 'প্রহর' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ দ্বারা শিব নাম কীর্ত্তন করেন। তৎফলে তাঁহার মুক্তি হয়। সৌর-৩।

সুব্রত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নাভাগের তনয় অজ ও সুব্রত। রামা-অযো-১১০। (২) যদু-বংশীয় উশীনরের পত্নী নবার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। মৎ-৪৮। (৩) উশীনরের পত্নী দর্ব্বী (দর্ব্বা) হইতে সুব্রত প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। বায়ু-৯৯। (৪) উশীনর-বংশীয় রুমির পুত্র সুব্রত। অগ্নি-২৭৭। (৫) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় ক্ষেম্যের পুত্র সুব্রত। তাঁহার তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। গরু-পূ-১৪৫। (৬) ঐ বংশীয় ক্ষেম-তনয় সুব্রত। তৎপুত্র ধর্ম্মপুত্র। ভাগ-৯স্ক-২২। (৭) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬ স্কন্দ, বৈতালী ও ধাতা দেখ। (৮) মুনি বিশেষ। মার্ক-১১৬। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। মহাভা-বন-৯০। (৯) কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে সুব্রত উৎপন্ন হন। তিনি অন্যতম ইন্দ্র হইয়া ছিলেন। তেজস্বী সুব্রত পূর্ব্বে বিষ্ণু লোকে বাস করিতেন। কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মবিপাকবশতঃ বিষ্ণুলোক হইতে তাঁহার পতন হয় এবং তিনি ইন্দ্রত্বভোগ বাসনায় অদিতির গর্ভে প্রবেশ করেন। পদ্ম-ভূমি-৫। (১০) সোমশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পরম বৈষ্ণব পুত্র। বিদিশা-নগরীর অধিপতি ঋতধ্বজ রাজার পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ জন্মান্তরে সুব্রত রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-ভূমি-১৮, ২০, ২১, ২২। (১১) সুব্রত নামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সুরগণের অধিপতি হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৩১। (১১) প্রিয়-ব্রত রাজার পুত্র। তিনি মৃত ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার মাতা, দেবসেনা নাম্নী এক মাতৃকার আরাধনা করিয়া তাঁহার জীবন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩।

সুব্রতা—(১) সুব্রতা নাম্নী এক তাপসী দেবীতীর্থে তপস্যা করিতেন। একদা কতিপয় মহর্ষি তথায় গমন করিলে, সুব্রতা দেবী শাকদ্বারা তাঁহাদের আতিথ্য করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ তীর্থ শাকম্ভরী নামে খ্যাত হয়। মহাভা-বন-৮৪। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সুব্রতা। তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, দক্ষ ও ভব হইতে চারিজন মনু জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০০। মনু (১৯৯ পৃঃ) দেখ। (৩) মরুতের কন্যা সুব্রতা দুর্গার অন্যতমা পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহার কন্যা সুযশাকে গণেশ্বর নন্দী বিবাহ করেন। লি-পূ-

২৭, ৪৪। (৪) শ্রীকৃষ্ণের সহচরী শক্তি-রূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৬৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ।

সুভগা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। অদ্ভু-রামা-২৩। মাতৃকাগণের তালিকা ও সীতা (২) দেখ। (২) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতমা অপ্সরা মহাভা-আদি-৬৫। হরি-হরি-২১৮। (৩) পঞ্চচূড়া অপ্সরাদের অন্যতমা। তিনি বাসিরুচী নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী ছিলেন বায়ু-৬৯। অনবদ্যা দেখ। (৪) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণদায়িণী মাতৃকাদের অন্য-তমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (৫) দক্ষপ্রজাপতি দিতির গর্ভজাত আট কন্যার অন্যতমা। কালিকা-৩৪। অনবদ্যা দেখ। (৬) দাক্ষায়নী সতীর অন্যতমা পরিচারিকা। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। সতী (৩৯) দেখ। (৭) ভগমালিনী দেখ।

সুভদ্র—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি সুভদ্রার গর্ভজাত ছিলেন। সুভদ্রানন্দনেরা সকলে প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (২) পৌরবী নাম্নী মহিষীর গর্ভে বসু-দেবের সুভদ্র প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) মণিভদ্র নামক যক্ষের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ। (৪) প্লক্ষদ্বীপাধি-পতি ইধ্মজিহ্বের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ইধ্ম-জিহ্ব ও অভয় দেখ। (৫) বৈকুণ্ঠের একজন দ্বারপাল। তিনি লক্ষ্মীর শাপে মর্ত্ত্যে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শৃগাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২১। (৬) কুষ্মাণ্ডদানবের ভ্রাতা। তিনি রুদ্র হস্তে নিহত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১৬। (৮) ছান্দোগ্য গোত্রজাত বেদবেদাঙ্গপারগ সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ সুভদ্রের এক অতি দুর্লক্ষণা কন্যা জন্ম-গ্রহণ করে। এক ব্রাহ্মণ বেশী অন্ত্যজ তাহাকে বিবাহ করে। স্কন্দ-নাগ-১৯৯। (৮) মহীসাগর তীর্থ নিবাসী একজন তপঃ পরায়ণ মুনি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩। (৯) ভদ্রা নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভদ্রা ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (১০) সত্য-তপা দেখ।

সুভদ্রা—(১) বসুদেবের অন্যতমা কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬১, ৬৫, ২১৯। মৎ-৪৬, ৫০। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অগ্নি-১৩, ২৭৫, ২৭৮। দেবীভা-২স্ক-৭। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (২) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পত্নীর নাম সুভদ্রা। তাঁহার গর্ভে বজ্রনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। গরু-পূ-১৪৩। (৩)

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার নামান্তর চিত্রা। হরি-হরি-৩৫। (৪) দেবী সাবিত্রী সিন্ধু-সঙ্গম তীর্থে সুভদ্রা নামে পূজিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৫) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতমের পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। "দ্বাদশ দক্ষকন্যা" দেখ। (৬) মহর্ষি দধীচির অন্যতমা পরিচারিকা। তাঁহার গর্ভে পিপ্পলাদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২। (সুভদ্রার গর্ভে পিপ্পলাদের জন্মবিবরণ কংসারির গর্ভে পিপ্পলাদ জন্ম-গ্রহণ করার অনুরূপ।)

সুভানু—(১) যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মার অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কৃতবর্ম্মা ও অজাত দেখ। (২) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। এই পুত্রগণ সকলে প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬। ভাগ-১০স্ক-৬১। সত্যভামা-দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বয়স্য। ব্রহ্মবৈ-গণে-৩২।

সুভামা—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। মৎ-৪৭।

সুভাষ—জনক-বংশীয় সুধন্বার পুত্র সুভাষ। তাঁহার তনয় সুশ্রুত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

সুভাষণ—জনক-বংশীয় যজুর্ব্বাণের পুত্র সুভাষণ। তাঁহার পুত্র শ্রুত। ভাগ-৯স্ক-১৩।

সুভীম—(১) মহিষাসুরের সেনাপতি অন্যতম দানব। বরা-৯৪। (২) অন্যতম দেবতা। পাঞ্চজন্য দেখ। মহাভা-বন-২১৮।

সুভীমা—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ জন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

সুভূ—উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। উগ্রসেন ও যুদ্ধমুষ্টি দেখ।

সুভুজ—চক্রাঙ্কপুরাধিপতি সুবাহুর ভ্রাতা। শত্রুঘ্নানুচর লক্ষ্মীনিধির হস্তে তিনি নিহত হন। পদ্ম-পাতা-১৫। সুবাহু দেখ।

সুভুজা—লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

সুভূতি—দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। সতী (৩৪) দেখ।

সুভূমি—(১) উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। উগ্রসেন, যুদ্ধমুষ্টি ও শঙ্কু দেখ। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৬৯। চিত্রক ও বিপৃথু দেখ।

সুভোজ—সুবাহু নামক এক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। সুবাহু দেখ।

সুভ্রাজ—সূর্য্যদেবের অন্যতম অনুচর। তিনি ভাস্করকর্ত্তৃক দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন।

স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সুক্রু—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। বসুদেব ও পিণ্ডারক দেখ।

সুভ্রূ—(১) দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

সুমঙ্গল—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। চিত্রসেনা দেখ।

সুমঙ্গলা—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ। (৩) ধর্ম্মারণ্যে রামচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীতাপুর নামক নগরের অন্যতমা অধিদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫। (৪) অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। (৫) দ্বাদশকল্পে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি সুমঙ্গলা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। সতী (৩৬) দেখ।

সুমঞ্জস—ঔত্তমি মন্বন্তরে আবির্ভূত শিব নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

সুমণি—মণি ও সুমণি নামক নিজ অনুচরদ্বয়কে চন্দ্রদেব স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ।

সুমণ্ডল—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধনঞ্জয় আনর্ত্তদেশাধিপতি সুমণ্ডলকে বশীভূত করেন। তৎপরে সুমণ্ডলের সাহায্য লইয়া শাকলদ্বীপ ও বিন্ধ্যাচলের নিকটস্থ পার্থিবদিগকে জয় করেন। মহাভা-সভা-২৫।

সুমতি—(১) অরিষ্টনেমীর কন্যা ও সুপর্ণের ভগিনী সুমতি অযোধ্যাপতি সগরের কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে সগর-রাজের ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি-৩৮। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ভাগ-৯স্ক-৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বৃহন্না-৮। বায়ু-৮৮। (২) প্রথম সাবর্ণি (৮ম) মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। ইড্য দেখ। হরি-হরি-৭। আর্য্য দেখ। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অবনীবান দেখ। বায়ু-১০০। (৩) পুরুবংশীয় সুপার্শ্বের তনয় সুমতি। তাঁহার তনয় সন্নতিমান। মৎ-৫০। হরি-হরি-২০। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভরতের পুত্র সুমতি। তাঁহার পুত্র তেজস। গরু-পূ-৮৭। (৫) ভরত-তনয় সুমতির পত্নী বৃদ্ধসেনা ও পুত্র দেবতাজিৎ। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৬) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

বরিষ্ণুবীর্য্য ও অর্কসাবর্ণি দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভরতের পুত্র সুমতি। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন। বিষ্ণু-২য়-১। অগ্নি-১০৭। ভরতের তনয় তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। বায়ু-৩৩। (৯) সুমতির তনয় তৈজস। ব্রহ্মা-৩৪। রৈবত (৫ম) মন্বন্তরে ভূতরজ নামক দেবগণের অন্তর্ভূ্ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। রৈবতমনু (৮) ও (১২) দেখ। (১১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত ভাব্য নামক দেবগণের অন্তর্ভূ্ত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। অর্থপতি দেখ। (১৩) (১২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিদূরথ রাজের অন্যতম পুত্র। মার্ক-১১৬। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। (১৩) পুরুবংশীয় রন্তিনারের পুত্র সুমতি। তাঁহার তনয় মেধাতিথি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় জনমেজয়ের পুত্র সুমতি। গরু-পূ-১৪২। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১৫) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় দৃঢ়সেনকের পুত্র সুমতি। তাঁহার তনয় সুবল। গরু-পূ-১৪৫। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩ অধ্যায়ে দৃঢ়সেন নাম দৃষ্ট হয়। (১৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সোমদত্তের তনয় সুমতি। তাঁহার তনয় জনমেজয়। ভাগ-৯স্ক-২। পুরুবংশীয় রন্তিনারের পুত্র সুমতি। তাঁহার পুত্র রেভি। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৮) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় দ্যুমৎসেনের পুত্র সুমতি। তাঁহার পুত্র সুবল। ভাগ-৯স্ক-২২। (১৯) সুমতি নামে একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব-জন্মে ব্যাধবৃত্তিধারী শূদ্র ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি আশ্রয় স্থানের অভাবে এক জীর্ণ বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক। সুন্দররূপে সেই মন্দিরের সংস্কার-সাধন করেন। সেই পুণ্যফলে তিনি জন্মান্তরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্না-১৮। (২০) বিষ্ণুর সারথির নাম সুমতি। গর্গ-বল-২। (২১) বারাণসীর অধিপতি দেবসেনের পত্নী সুমনা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতি। সুমতির তনয় কল্প। কালিকা-৮৯। (২১) শম্ভল-গ্রাম নিবাসী বিষ্ণুযশার পত্নী। তাঁহারই গর্ভে বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুযশার মৃত্যু হইলে তিনি সহমৃতা হন। কল্কি-১ম-২; ২য়-৬; ৩য়-১৬। (২২) সংহিতাকার লোমহর্ষণের অন্যতম শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। অকৃতব্রণ দেখ। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। (২৩) ভরতাত্মজ সুমতির তনয় তেজ। বরা-৭৪। (২৪) দানব বিশেষ। মৎ-১৬৯। মহাভা-সভা-৯। (২৫) ঋষি বিশেষ। মহাভা-অনু-২৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫। (২৬) সুমতি নামে গর্গ-বংশীয় এক জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একবার এক শূদ্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই পাপে তিনি মরণান্তে নরক ভোগ ও বিবিধ ইতরযোনিতে জন্মলাভান্তর পরিশেষে

পুনরায় এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মলাভ করেন। সেই সময়ে এক ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, তাঁহার পিতা মহর্ষি অগস্ত্যের পরামর্শে তাঁহাকে পাপনাশন তীর্থে লইয়া যান। তথায় স্নান করিয়া সুমতি পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১০। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। (২৭) যজ্ঞদেব নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র সুমতি। তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া, মহর্ষি দুর্ব্বাসার পরামর্শে, ধনুষ্কোটী নামক তীর্থে গমনপূর্ব্বক তীর্থস্নানান্তে পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪। (২৮) দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পত্নী। তিনি গর্ভবতী থাকিবার কালে তাঁহার সপত্নীগণ গর্ভনষ্ট করিবার ছলে তাঁহাকে বিষ প্রদান করে। তৎফলে সুমতির গর্ভজাত পুত্রও অকালে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে ঋষভ নামক একজন মহাযোগী তাহার প্রাণ দান করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৯। (২৯) ভৃগুবংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র অগ্নিশর্ম্মা। স্কন্দ-আব-অব-২৪। (৩০) একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র মতঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৬০। মতঙ্গ দেখ। (৩১) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম অমাত্য। তিনি যজ্ঞাশ্ব লইয়া শত্রুঘ্নের অনুগমন করেন পদ্ম-পাতা-৫-৩৭। (৩২) দক্ষকন্যা সুমতি ক্রতুর ভার্য্যা ছিলেন। সুমতির গর্ভে ষষ্টি সহস্র বালখিল্য মুনিগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। গরু-পূ-৫। (৩৩) মহর্ষি অগস্ত্যের কন্যা ও গজাননের পত্নী। অময় নামক অসুর তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া, দেবী ভগবতী কর্ত্তৃক নিহত হয়। দেবীপু-৪৩। (৩৪) বিদেহরাজ জনকের পত্নী। কালিকা-৩৮। (৩৫) মহর্ষি ক্রতুর অন্যতমা কন্যা। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। সন্নতি দেখ। (৩৬) সুমতি নামে একজন রাজা সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার জন্য সুবর্ণ লইয়া কনখল তীর্থে গমন করেন। দৈবাৎ সেই সুবর্ণপিণ্ড তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া জলে পতিত হয়। পরবর্ত্তী সূর্য্যগ্রহণকালে তিনি পুনরায় স্নানার্থ সেই কনখল তীর্থে গমন করেন এবং পূর্ব্ব নষ্ট সুবর্ণের বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে থাকেন। তখন এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নৃপতি সেই স্থানে অনুসন্ধান পূর্ব্বক পূর্ব্বনষ্ট সুবর্ণের বহুগুণ পরিমিত সুবর্ণ লাভ করেন। অতঃপর সেই সকল সুবর্ণ তিনি ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করেন এবং তৎফলে মরণান্তে ধনপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২৬।

সুমদ—অহিচ্ছত্র নামক নগরীর অধিপতি। তিনি সুতীব্র তপস্যাদ্বারা দেবী ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার প্রসাদে শত্রুগণকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দেবী ভগবতী সুমদের প্রার্থনায়, তাঁহারই রাজ্যে অবস্থান

করিতে থাকেন। রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব-সহ সানুচর শত্রুঘ্ন তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, তিনি রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক কর প্রদান করেন। সুমদের পত্নীর নাম সৎকীর্ত্তি। পদ্ম-পাতা-৫, ২০, ২৯, ৩৬, ৩৭। যশোধারী দেখ।

সুমধ্যম—কর্দ্দম-দুহিতা কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত হইতে উৎপন্ন সন্তানগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-২৯।

সুমধ্যা—ভদ্রতনু নামক এক ব্রাহ্মণের রক্ষিতা বেশ্যা। ভদ্রতনু নিজ পিতার শ্রাদ্ধ দিনেও সুমধ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে সুমধ্যা তাঁহাকে তিরস্কার করে। তৎফলে অনুতপ্ত হইয়া ভদ্রতনু বিষ্ণু-পূজা পরায়ণ হন। পদ্ম-ক্রি-১৬।

সুমনস, সুমনা—চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র উরুর আগ্নেয়ী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম সুমনস্। হরি-হরি-২। বিষ্ণু-১ম-১৩। আগ্নেয়ী ও উরু দেখ। মৎ-৪। বায়ু-৬২। অগ্নি-১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৪। ব্রহ্মপু-২। ব্রহ্মা-৬৮। ভাগ-৪স্ক-১৩। উরু, আগ্নেয়ী, অঙ্গ, আঙ্গিরস, অঙ্গিরা, রুরু, এবং ক্রতু (৩), (৮) ও (১২) দেখ।

সুমনা—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ। (২) দশার্ণাধিপতি চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনা, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দম নামক নৃপতিকে স্বয়ংবর সভায় বরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য কতিপয় নরপতি বলপূর্ব্বক সুমনাকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। মার্ক-১৩৩, ১৩৪। (৩) ভদ্রাবতীপুর নিবাসী ধনপাল নামক বৈশ্যের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-উত্ত-৪৯। (৪) বিক্রান্ত নামক যক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা। তাঁহার গর্ভে সৌমনস নামক বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। (৫) সুমনা নামক পিতৃগণের লোক ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে অবস্থিত। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৬) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। কালিকা-৩৪। দেবসেন নামক বিদ্যাধর রাজের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৮৯। দেবসেন দেখ। (৮) ভরত-বংশীয় মধু নৃপতির পত্নী। তাঁহার গর্ভে বীরব্রত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৯) কাশ্মীরাধিপতি সুমনা পূর্ব্বজন্মে বসু নামক নৃপতি ছিলেন। বরা-৫, ৬। (১০) ভার্গব চ্যবনের কন্যা সুমনা সোমশর্ম্মা নামক এক ঋষির পত্নী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-১১, ১২, ১৪। (১১) মহর্ষি জৈগিষব্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৪৭। (১২) শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচরী শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপী। পদ্ম-পাতা-৪৩। (১৩) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে উৎপন্ন দেবগণের অন্যতম। বায়ু-১০০। রুদ্রসাবর্ণি (মনু) দেখ। (১৪) তন্ত্রোক্ত ষোড়শজন চন্দ্রকলার অন্যতমা। তন্ত্রঃ ৯৫৮ পৃঃ।

সুমনি—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

সুমনোমুখ—পাতালস্থ ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-উদ্-১০২।

সুমন্তবর্চ্চস—অট্টহাস নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। কূর্ম্ম-পূ-৫২। অট্টহাস ও সুমন্ত দেখ।

সুমন্ত—পুণ্যজনীর গর্ভজাত যক্ষ মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

সুমন্তা—চাক্ষুষমন্বন্তরে আবির্ভূত আদ্য নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। চাক্ষুষমনু ও অন্তরীক্ষ দেখ

সুমন্তু—(১) অট্টহাস নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের সুমন্তু, কবন্ধ (ককন্ধ), জৈমিনী, ও কুশকন্ধর নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। অট্টহাস ও শিব (১৪) দেখ। (২) ব্যাসদেবের অন্যতম শিষ্য। তিনি অথর্ব্ববেদ-পারগ ছিলেন এবং ঐ বেদের শাখা কল্পনা করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬০। (৩) সংহিতাকার জৈমিনির পুত্র। সুমন্তু নিজ পিতার নিকট হইতে যজুর্ব্বেদের একশত একটি বিশেষ শাখা অধ্যয়ন করেন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র সুত্বা এবং তৎপরে সুত্বার তনয় সুকর্ম্মা তাহা লাভ করেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। সুকর্ম্মা দেখ। (৪) জৈমিনির পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুকর্ম্মা জৈমিনীর নিকটে সামবেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করেন। তৎপরে সুমন্তু ও তৎপুত্র সুকর্ম্মা, সেই শাখাদ্বয়কে সহস্র সংহিতায় বিভক্ত করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। (৫) সামগ জৈমিনিমুনির পুত্রের নাম সুমন্তু। তাঁহার তনয় সুত্বান। জৈমিনির অপর এক শিষ্যের নাম সুকর্ম্মা। ভাগ-১২স্ক-৬। (৬) ব্যাসদেবের এক শিষ্যের নাম ছিল সুমন্তু। তিনি ব্যাসদেবের নিকট হইতে আঙ্গিরসী অথর্ব্ব সংহিতা অধ্যয়ন করেন। অথর্ব্ব বিদ্ সুমন্তু নিজ শিষ্য কবন্ধকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাগ-১স্ক-৬,১২স্ক-৬, ৭। বায়ু-৬১। (৭) পুরু-বংশীয় তংসুরোধের অন্যতম পুত্র। তিনি দুষ্মন্ত নৃপতির কনিষ্ঠ। অগ্নি-২৭৮। (৮) তীর্থবাসী একজন সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ। বরা-১৭৬। (৯) শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত মহর্ষিগণের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪৭। (১০) পুরু-বংশীয় জহ্নুর তনয় সুমন্তু। তাঁহার পুত্র উপরাজক। গরু-পূ-১৪৩। (১১) কাশীধামে সুমন্তু-মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে কুষ্ঠব্যাধি দূর হয়। স্কন্দ-

কাশী-উত্ত-৬৫।

সুমন্ত্র—(১) অর্থবিৎ সুমন্ত্র মহারাজ দশরথের আটজন অমাত্যের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে দশরথ যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করেন। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কার্য্যে তিনিই প্রধান ছিলেন। রামচন্দ্র যখন বনগমন করেন, তখন সুমন্ত্র রথের সারথি হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। (রামা-আদি-৭, ৯—১৩। অযো-১৪-১৬, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫৭)। লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশে সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য লইয়া যান, তখন সুমন্ত্র রথের সারথি হইয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৫৬, ৫৭। সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার পর লক্ষ্মণ যখন সীতার অভাবে রামচন্দ্রের অসহনীয় ক্লেশের কথা চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, তখন সুমন্ত্র তাঁহাকে বলেন যে, ভৃগুমুনির শাপেই বিষ্ণুকে মনুষ্যাবতারে এই প্রিয়া-বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে। রামা-উত্ত-৬০, ৬১। (২) প্রথম সাবর্ণি (সূর্য্য সাবর্ণি) মনুর অন্যতম পুত্র সুমন্ত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৩) বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির অন্যতম অগ্রজ ভ্রাতা। তিনি কল্কির সহিত ম্লেচ্ছনিধনে গমন করিয়াছিলেন। সুমন্ত্রের পত্নীর নাম মালিনী। তাঁহার গর্ভে শাসন ও বেগ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-১ম-২, ৩; ২য়-৬, ৭, ৩য়-১। (৪) অট্টহাস নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মা-২৩। সুমন্তু শিব (১৪) দেখ। (৫) সহস্র বদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮।

সুমন্ত্রক—শিবের অন্যতম গণাধ্যক্ষ। তিনি বহুকোটী গণসহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

সুমন্দ—একজন গন্ধর্ব্ব। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্ব অপ্সরাদিগের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

সুমহান্—কৌবেরক, যজ্ঞোপেত, সুমহান্ ও সুবিক্রম, এই চারিজন কুবেরানুচর অগস্ত্যবংশীয় ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই কুবেরের সমতুল্য ছিলেন। বায়ু-৪৭।

সুমাগধ—রামচন্দ্রের অন্যতম বয়স্য রামা-উত্ত-৫৩।

সুমায়—অন্যতম অসুর। সে সুবল নামক অপর এক অসুরের পাদরক্ষক ছিল। দেবীপু-৩৯।

সুমালিকা—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা। তিনি বরুণের পঞ্চপত্নীর একতমা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

সুমালিনী—(১) দেবী পার্ব্বতীর

অন্যতমা সখী। শিব-কৈলাস-২। শিব-বায়-পূ-১৩।

সুমালী—(১) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। সুমালী সুকেশ রাক্ষসের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কেতুমতী তাঁহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্লাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই কয় পুত্র, কুম্ভনসী কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা এই কয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সুমালী ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু তাঁহার অপর ভ্রাতা মালীকে বধ করেন। সেই সময় সুমালী ও তাহার অপর ভ্রাতা মাল্যবান্ রসাতলে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া তাঁহার ন্যায় রূপ ও সম্পত্তি লাভ করিতে বাসনা করেন। তদভিপ্রায়ে তিনি নিজ কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা মুনির হস্তে সমর্পণ করে। এই কৈকসীর গর্ভেই দশাননাদি জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫-৯। মালী ও মাল্যবান্ দেখ। (২) বিশ্বম্ভর নামক এক বৈশ্য অতি-পাপাচার পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তিনি এক দিন কর্দ্দমাক্ত পদে এক বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাদ প্রোঞ্ছন করেন। তৎফলে তাঁহার বিষ্ণু মন্দির প্রলেপনের ফললাভ হয় এবং তিনি জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মলাভ করেন। ঐ জন্মে তিনি তাঁহার পাপাচার-পরায়ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমালীকে গোচর্ম্ম মাত্র পরিমিত ভূমি উপলেপনের পুণ্যফল প্রদান করিয়া ভ্রাতাকে পাপমুক্ত করেন। বৃহন্না-৩৩, ৩৪। (৩) পাতালের চতুর্থ তলে সুমালী প্রভৃতি দানবগণের আবাসস্থান ছিল। বায়ু-৫০। বৃকবক্ত্র দেখ। (৪) লম্বনামক দানবের পুত্র মাল্যবান্ ও সুমালী। বায়ু-৬৯। (৫) প্রেত ও রক্ষোগণ যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, তখন রৌপ্যনাভ দোগ্ধা ও সুমালী বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (৬) নরক নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। কালিকা-৪০। (৭) সুমালী প্রসিদ্ধনামা কংসের ভ্রাতা। বলরাম তাঁহাকে বধ করেন। বিষ্ণু-৫ম-২০। (৮) দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। (৯) সুমালী একজন বেদবিদ্ মহাত্মা। দেবীপু-১১০। যজন দেখ। (১০) সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ পরম শিব-ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। মালী দেখ।

সুমাল্য—মগধের নন্দ-বংশীয় মহাপদ্মনন্দের পুত্রগণের অন্যতম। ভাগ-১২স্ক-১।

সুমিত্র—(১) যদু-বংশীয় বৃষ্ণির, গান্ধারী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম সুমিত্র। মৎ-৪৫। বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) বসুদেবের অনুজ শ্যামের অন্যতম পুত্র সুমিত্র। হরি-হরি-৩৪। (৩) সুদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সুত সুমিত্র। হরি-হরি-১৬০। সুদেবা ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (৪) যদু বংশীয় ধৃষ্টের পত্নী গান্ধারীর গর্ভে সুমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৫। ধৃষ্ট দেখ। (৫) মগধের ভবিষ্য সূর্য্যবংশীয় নৃপতি অন্তরীক্ষের পুত্র সুমিত্র, তাঁহার আত্মজ বৃহদ্রাজ। মৎ-২৭১। সুষেণ ও অন্তরীক্ষ দেখ। (৬) ঔত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম ও আপ্রতিম দেখ। (৭) সূর্য্য-বংশীয় শীঘ্র-তনয় মরুর নামান্তর সুমিত্র। মরু (৪) দেখ। (৮) বৃষ্ণি (যদু) বংশীয় ভোজের আত্মজ সুমিত্র। তৎসুত শিনি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৯) পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। এই সকল সন্তানগণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬। ভাগ-১০স্ক-৬১। জাম্ববতী দেখ। (১০) যদুবংশীয় ক্রোষ্টুর পত্নী গান্ধারীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র সুমিত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১১) মিত্রবিন্দা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (১২) বৃষ্ণির আত্মজ সুমিত্র। তাঁহার সুত অনমিত্র ও শিনি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (১৩) মগধের ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুরথ নৃপতির তনয় সুমিত্র। তিনি বৃহদ্বলবংশীয় শেষ নরপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। বায়ু-৯৯। (১৪) একজন যবনরাজ। দত্তামিত্র দেখ। (১৫) জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাভা-আদি-৬৭। (১৬) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পুলিন্দ নগরে সুমিত্র নামক নরপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৮। সুকুমার ও সহদেব দেখ। (১৭) মগধের বৃহদ্বল-বংশীয় ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র। তিনিই ঐ বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার রাজ্যাবসানের সহিতই কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ভাগ-৯স্ক-১২। (১৮) অন্যতম দেবতা সুমিত্র। মহাভা-বন-১২৫। পাঞ্চজন্য দেখ। (১৯) হৈহয়-বংশীয় মিত্র নামক রাজার পুত্র সুমিত্র মৃগয়া করিতে যাইয়া এক মৃগকে শরবিদ্ধ করেন। তৎসত্ত্বেও সেই মৃগ পলায়ন করে। নরপতি সুমিত্র তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মৃগান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি ঋষভের আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় মহর্ষি ঋষভ তাঁহাকে নানা সদ্বিষয়ে উপদেশ

প্রদান করিলে, সুমিত্র নরপতি আশা-ভঙ্গজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হন। মহাভা-শান্তি-১২৫-১২৮। (২০) ঔত্তমি মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। মহোৎসাহ দেখ। (২১) রৌচ্যমনুর অন্যতম তনয় সুমিত্র। গরু-পূ-৮৭। রৌচ্য মনু দেখ। (২২) যদু-বংশীয় বৃষির তনয় সুমিত্র, তাঁহার পুত্র যুধাজিৎ। গরু-পূ-১৪৩। (২৩) মগধের ভবিষ্য সূর্য্যবংশীয় কৃতবের আত্মজ সুমিত্র, তিনিই ঐ বংশের শেষ নরপতি। গরু-পূ-১৪৫। (২৪) যদুবংশীয় বৃষ্ণির তিন পুত্রের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অনমিত্র (২) দেখ। (২৫) যাদব সুমিত্রের আত্মজ চিত্রক। লি-পূ-৬৯। (২৬) সুমিত্র ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বধ্রি-অশ্ব দেখ।

সুমিত্রা—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। তাঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে যমজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের একান্ত অনুগত ছিলেন। রামা-আদি-১৬, ১৮। (১৮) মগধ-রাজকন্যা সুমিত্রা দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৪২। (৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শজন প্রধানা মহিষীর অন্যতমা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৪) চন্দ্রবংশীয় মনোজব নামক নরপতির মহিষী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২। (৫) সুমিত্রা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যা অকালে পতিহীনা হইয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং মরণান্তে চণ্ডাল-যোনিতে জন্মলাভ করে। পূর্ব্বজন্মে সে একবার মেষবোধে এক গোবৎসকে হনন করে এবং নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া "শিব শিব" এই বাক্য উচ্চারণ করে। তৎফলে নানারূপ দুঃখ ভোগান্তে পাপমুক্ত হইয়া, শিবলোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৩। (৬) সুমিত্রা অযোধ্যাপতি দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী ছিলেন। সুমিত্রার গর্ভে কেবল লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৭১। রাম ও সুবেশা দেখ।

সুমীঢ়—পুরুবংশীয় সুহোত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪।

সুমুখ—(১) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। বায়ু-৬৯। হরি-হরি-৩। ব্রহ্মপু-৩। কদ্রু দেখ। (২) সুমুখ জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৫। (৩) নাগরাজ ঐরাবতের কুলজাত অন্যতম নাগ। তিনি চিকুরের তনয়, আর্য্যকের পৌত্র এবং বামনের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার রূপ ও গুণে প্রীত হইয়া ইন্দ্র-সারথি মাতলি তাঁহার সহিত নিজ দুহিতা গুণকেশীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু খগরাজ গরুড় পাছে অন্যান্য নাগগণের ন্যায় সুমুখকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলেন, সেই আশঙ্কায় মাতলি তাঁহাকে লইয়া দেবরাজের সমীপে গমন করেন। দেবরাজ বিষ্ণুর

-পরামর্শে সুমুখকে গরুড়ের অবধ্য করেন। মহাভা-উদ্-১০২-১০৪। (৪) বিনতার গর্ভজাত পন্নগভোজী বিহগগণের ও অন্যতম সুমুখ ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০। (৫) স্বয়ম্ভুর অংশজাত অন্যতম বানর দলপতি। রামা-লঙ্কা-৩০। বেগদর্শী দেখ। (৬) দক্ষিণ-দিগ্‌বাসী মহর্ষিদিগের অন্যতম সুমুখ। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্যান্য মুনিদিগের সহিত রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করেন। রামা-উত্ত-১। নমুচী, প্রমুচু ও স্বস্ত্যাত্রেয় দেখ। (৭) সুহোত্র নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য সুমুখ। শিব-বায়-উত্ত-১০। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। সুহোত্র দেখ। (৮) মহাদেবের অন্যতম গণ সুমুখ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (৯) রামানুজ ভরতের অন্যতম মন্ত্রী সুমুখ। পদ্ম-পাতা-২, ৩। (১০) নহুষ, বেণ, যবন তনয় সুদাস, সুমুখ, নিমি প্রভৃতি নরপতিগণ বিনয় ধর্ম্মের অভাবে বিনষ্ট হন। মনু-৭, ৪০-৪২। (১১) শুকীর গর্ভজাত গরুড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

সুমুখী—(১) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা সুমুখী, হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী দেখ। (২) তুর্ব্বসু নামক ব্রাহ্মণের কন্যা ও নৈধ্রুবের পত্নী সুমুখী। পরজন্মে সুমুখী পাণ্ড্য নামক নরপতির কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-২৪।

সুমুখেশ্বরী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা ব্যঞ্জন শক্তি। তন্ত্র-৩০৯পৃঃ। শক্তি দেখ।

সুমুচু—দক্ষিণদিগ্‌বাসী একজন মহর্ষি। মহাভা-অনু-১৬৫।

সুমুষ্টি, সুমুষ্টিদ—উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫। যুদ্ধমুষ্টি, উগ্রসেন ও অজভূ দেখ।

সুমেধ—অগস্ত্য বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০২। ময়োভূ দেখ।

সুমেধা—(১) জৈগীষব্য নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য সুমেধা। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। (২) অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রবাদী ঋষিগণেরঅন্যতম সুমেধা। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বীতহব্য দেখ। (৩) সুমেধা রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত অন্যতম দেবগণ ছিলেন। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা দেখ। (৪) বসু, সুমেধা, বিরজা, প্রাচীনবর্হি প্রভৃতি তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহাত্মাগণ তপস্যা প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। বায়ু-৫৮। মেধাতিথি ও রজ দেখ। (৫) মহর্ষি চ্যবনের তনয় সুমেধা। বায়ু-৭০। (৬) সুমেধা একজন তাপস। সুরথ নৃপতি তাঁহারই নিকটে দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। দেবীভা-৫স্ক-৩২, ৩৪। সুরথ দেখ। (৭) কশ্যপবংশীয় নৈধ্রু-

বের পত্নী চ্যবন কন্যা সুমেধা। তাহার গর্ভে "কুণ্ডপায়ী" নামে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৩। কর্ম্ম-পূ-১৯। সৌর-৩০। (৮) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সৌর-৩০। সপ্তর্ষি ও চাক্ষুষমনু দেখ। (৯) কাঞ্চন মালিনী নাম্নী এক বেশ্যা প্রয়াগে স্নান করিয়া, সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় এবং জন্মান্তরে সুমেধা নামক এক গন্ধর্ব্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-১২৭। (১০) বিদর্ভ জনপদবাসী সারস্বত নামক ব্রাহ্মণের তনয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৯। সামবতী দেখ। (১১) শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাদের অন্যতমা সুমেধা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ। (১২) সুমেধা কাশ্মীর দেশনিবাসী একজন বৈষ্ণব। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৮। (১৩) ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি সুমেধা পুষ্কর নামক এক ঋষির কন্যা ভদ্ররামার প্রতি অত্যাচার করাতে ঋষির শাপে নরকে পতিত হন। দেবীপু-৯।

সুমেরু—(১) সুমেরুর কন্যা মেনা হিমাচলের পত্নী ছিলেন। শ্রীমহাভা-১৩। রামা-আদি-৩৫। (২) সোমপায়ী বর্হিষদ পিতৃগণের কন্যা ধারিণী সুমেরুর পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মা-৩১। শিব-বায়-পূ-১৫। সৌর-২৬। (৩) হিমবানকে বৎস কল্পনা করিয়া শৈলগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন সুমেরু দোগ্ধা হইয়া ছিলেন। বায়ু-৬২। মৎ-১০। পদ্ম-ভূমি-২৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ব্রহ্মপু-৪। বসুধা দেখ। (৪) সুমেরুর কন্যা মেনকা। তাঁহার গর্ভে গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১২। (৫) সুমেরুর দৌহিত্রী গঙ্গা। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৯। (৬) জাঙ্গল দেশের রাজা সুমেরু। তিনি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বশীভূত ছিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে বশীভূত করেন। (৭) ধাতা ও বিধাতা সুমেরুর জামাতা ছিলেন। লি-পূ-৬। ধারিণী, ভৃগু, মেরু ও স্বধা দেখ।

সুমোদক—শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের অন্যতম পুত্র সুমোদক। বায়ু-৩৩। হব্য দেখ।

সুম্ন—উর্ব্বশীর সহচরী অন্যতমা অপ্সরা সুম্ন। ঋক্-১০।৯৫।৬। আপি দেখ।

সুম্ভ—একটী জাতির নাম। মধ্যম পাণ্ডব ভীম দ্বিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুম্ভদিগের অধীশ্বরকে বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে করগ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৯।

সুম্লোচা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

সুযজ্ঞ—(১) মহারাজ দশরথের অন্যতম পুরোহিত ও অমাত্য। রামা-আদি-৭, ৮, ১২। (২) যদুবংশীয় অনন্তরের তনয় সুযজ্ঞ, তাঁহার আত্মজ উশত। হরি-হরি-৩৬। অনন্তর ও

উশত দেখ। (৩) যদুবংশীয় পৃথুশ্রবার তনয় সুযজ্ঞ, তৎসুত উশনা। অগ্নি-২৭৫। (৪) ঐ বংশীয় অন্তরের তনয় সুযজ্ঞ। তৎসুত উশনা। মৎ-৪৪। (৫) শঙ্করের উপদেশে সুযজ্ঞ, প্রথমে ভারতবর্ষে রাধার পূজা করেন। তৎপরে ত্রিভুবনে তাঁহার পূজা প্রচলিত হয়। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। দেবীভা-৯স্ক-১। (৬) প্রজাপতি রুচি হইতে আকূতির গর্ভে বিষ্ণু সুযজ্ঞ নামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পত্নীর নাম দক্ষিণা। ভাগ-২স্ক-৭। যজ্ঞ ও দক্ষিণা দেখ। (৭) উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে একজন নরপতি ছিলেন। ভাগ-৭স্ক-২। (৮) সুযজ্ঞ রাজার কন্যা রত্নমালাবতী দেবল ঋষির পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। (৯) মনুবংশীয় নৃপতি সুযজ্ঞ প্রতিদিন সুপক্ক মাংস দ্বারা ছয়-কোটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। তথাপি ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের প্রশংসা করিতেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫০-৫৩।

সুযজ্ঞা—কুরুবংশীয় মহাভৌমের পত্নী, সুযজ্ঞার গর্ভে অযুতনায়ী নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। অরিহ ও অযুতনায়ী দেখ।

সুযশা—(১) কাশীরাজ দিবোদাসের মহিষী সুযশা। হরি-হরি-২৯। বায়ু-৯২। নিকুম্ভ দেখ। (২) চাক্ষুষ-মনুর অন্যতম পুত্র সুযশা। শিব-ধর্ম্ম-৫২। কুরু ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) সুযশা অন্যতমা অপ্সরা। বায়ু-৬৯। প্রচেতা দেখ। (৪) কুরু বংশীয় মহারাজ পরীক্ষিতের মহিষী সুযশার গর্ভে ভীমসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। পরীক্ষিৎ (৪) দেখ। (৫) মৌর্য্য-বংশীয় মগধরাজ অশোক বর্দ্ধনের তনয় সুযশা। তাঁহার পুত্র সঙ্গত। ভাগ-১২ স্ক-১। (৬) মরুদ্‌গণের কন্যা সুযশা মহাদেবের অনুচর নন্দীশ্বরের পত্নী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

সুযষ্টব্য—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৭৫।

সুযাতি—বিরজা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত নহুষের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩০। নহুষ ও বিরজা দেখ।

সুযোধন—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাভারতে অনেক স্থলে সুযোধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ। তাঁহার তনয় সুযোধন। তৎসুত পৃথু। মৎ-১২। অগ্নি-২৭৩। সৌর-৩০। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পূ-৬৫।

সুর—দশজন বিশ্বদেবের অন্যতম। দেবীপু-৪৬। মন্যুমান দেখ।

সুরকল্প—দানব বিশেষ। ব্রহ্মপু-৩।

সুরকৃৎ—মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র সুরকৃৎ। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

সুরক্ষ—মগধের জরাসন্ধ বংশীয়

নিরমিত্রের তনয় সুরক্ষ আটান্ন বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বৃহৎকর্ম্মা ২৩ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। মৎ-২৭১। সুরক্ষণ দেখ।

সুরক্ষণ—বরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে সুরক্ষণ নামে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহাদেব গৌতম নামে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা-২৩। [বায়ু-পুরাণ মতে (২৩ অঃ) সুরক্ষ]। শিব (১৪) ও ব্যাসদেব দেখ।

সুরগ—(১) তামস-মন্বন্তরে উৎপন্ন দেবগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। তামস মনু ও হরি দেখ।

সুরগুরু—একজন মুনি। তাঁহার মুখ বানরের মুখের ন্যায় ছিল। মহিষাসুরের সহিত যখন দেবী ভগবতীর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দেবী তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে মহিষাসুরের নিকট প্রেরণ করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-১০। (২) বৃহস্পতির অন্য নাম।

সুরজা—দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভোৎপন্না অন্যতমা অপ্সরা সুরজা। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মার একনাম। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ।

সুরতরঙ্গিনী—গঙ্গার এক নাম। মহাভা-বন-১০৮।

সুরতা—(১) দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভজাত অন্যতমা অপ্সরা। মহাভা-আদি-৬৫। মনোরমা দেখ। (২) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে সুরতা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ।

সুরতিচন্দ্রিকা—ভদ্রশ্রবা নামক রাজার মহিষী। শ্যামবালা দেখ।

সুরথ—(১) একজন রাজা। লঙ্কাপতি রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। রামা-উত্ত-১৯। (২) বিদর্ভদেশাধিপতি সুদেবের কনিষ্ঠ তনয়। তাঁহার অগ্রজ শ্বেত তাঁহাকেই রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থে বনে গমন করেন। রামা-উত্ত-৯১। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৬। শ্বেত দেখ। (৩) মগধরাজ জরাসন্ধের বংশীয় জহ্নুর তনয় সুরথ। তাঁহার তনয় বিদূরথ। মৎ-৫০। (৪) কুশদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। প্রভাকর, জ্যোতিষ্মান, কপিল ও লবণ দেখ। (৫) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অন্যতমা পত্নী মণিমতীর গর্ভে সুরথ ও মতিমান নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সুরথের তনয় বিদূরথ। হরি-হরি-৩২। জনমেজয় দেখ। (৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশে সুরথ নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি ছিলেন। কালক্রমে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সুরথ নৃপতি রাজ্যহীন হইয়া মনোদুঃখে বন-

গমন করেন। সেই অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক বৈশ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঐ বৈশ্যের অসাধু পুত্রপরিজন ধনলোভে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, তাঁহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেন। সুরথ নৃপতি এবং ঐ বৈশ্য সমাধি একই অবস্থায় পতিত হইয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেন এবং উভয়ে মেধা (মেধস) নামক এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, কিরূপে মনে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি মেধা তাঁহাদিগকে জগতের সমুদয় বিষয়ের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্ত্তন করেন। এই সংশ্রবে মেধা মুনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উদ্ভব, মহিষাসুর প্রমুখ দানবগণের উৎপত্তি, ঐ সকল দানবগণের বধার্থ দেবীর চণ্ডিকারূপ ধারণ এবং দানবগণের নিধন প্রভৃতি সকল বিষয় কীর্ত্তণ করিয়া সুরথ নৃপতি ও সমাধি বৈশ্যকে দেবীর আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। মহর্ষি মেধার উপদেশে সুরথ নৃপতি ও সমাধি বৈশ্য দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবী সূক্ত জপ দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেবীর আরাধনা করেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সুরথ নৃপতি প্রার্থনা করিলেন যে, সেই জন্মে তিনি শত্রু বধ করিয়া যেন নিজ রাজ্য লাভ করিতে পারেন এবং পরজন্মে তাঁহার যেন অস্খলিত রাজ্য লাভ হয়। সেই বৈশ্য সমাধি দেবীর নিকটে সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার শূন্যতা এবং অভিমানমূলক সঙ্গবিচ্যুতকারী জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। দেবী উভয়কেই নিজ নিজ প্রার্থনানুযায়ী বর প্রদান করিয়া সুরথ নৃপতিকে বলিলেন যে, পরজন্মে তিনি সূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণি নামে খ্যাত মনু হইবেন। মার্ক-৮১-৯৩। (এই মেধাঋষি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত দেবী মাহাত্ম্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)। (৭) সুরথনৃপতি কোলাপুর নগরীর অধিপতি ছিলেন। রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিবার সময়ে তিনি সুমেধা (মেধস) নামক মুনির নিকটে দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দেবীর পূজা করেন। স্কন্দ-নাগ-১৫১। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১-৬৮। দেবীপু-৫স্ক-৩২, ৩৪; ১০স্ক-১০, ১১, ১২। (৮) সুরথ নৃপতিই প্রথমে পৃথিবীতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র দেবীর পূজা করেন। দেবীভা-৯স্ক-১। (৯) রক্তবীজ, মহিষাসুর, চণ্ডিকা, কৌশিকী, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ভগবতী, চামুণ্ডা ও শক্তি এই সকল

নামের সহিত দেবীকর্ত্তৃক দানবাদি নিধন বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। (১০) কুরু-বংশীয় জনমেজয়ের পুত্র সুরথ তাঁহার পুত্র ভীমসেন। বায়ু-৯৯। (১১) জহ্নুর তনয় সুরথ। তাঁহার আত্মজ বিদূরথ। বায়ু-৯৯। (১২) মগধের ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ক্ষুলিক নৃপতির আত্মজ সুরথ। তাঁহার তনয় সুমিত্র। বায়ু-৯৯। (১৩) সুরথ নামে একজন রাজর্ষি গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। কোনও সময়ে শ্যেনমুখ-ভ্রষ্ট একটী শারিকাকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা হয়। সেই মূর্চ্ছার উপশম হইলে তাঁহার কলেবর হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হন। সুরথ সেই কন্যার নাম রাখেন কৃপাবতী। মার্ক-১১৫। কৃপাবতী ও সুদেব দেখ। (১৪) জহ্নু নামক এক নৃপতির পুত্র সুরথ, ভীমসেন, শ্রুতসেন ও উগ্রসেন। অগ্নি-২৭৮। (১৫) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র সুরথ, তাঁহার তনয় বিদূরথ। অগ্নি-২৭৮। (১৬) জরাসন্ধ-বংশীয় শ্রুতশ্রবার তনয় সুরথ; তাঁহার আত্মজ বিদূরথ। কল্কি-৩য়-৪। (১৭) কুরু-বংশীয় জহ্নুর অপত্য সুরথ। তাঁহার আত্মজ বিদূরথ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। ভাগ-৯স্ক-২৪। গরু-পূ-১৪৪। (১৮) মগধের ভবিষ্য ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কুণ্ডকের আত্মজ সুরথ। তৎপুত্র সুমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (১৯) ঐ বংশীয় কুনকের আত্মজ সুরথ। তাঁহার পুত্র সুমিত্র। মৎ-২৭১। (২০) একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাভা-আদি-৬৭; সভা-৮। (২১) শিবিবংশীয় রাজা সুরথের পুত্র কোটিকাস্য। মহাভা-বন-২৬৩, ২৬৪। (২২) ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ জয়দ্রথের পরম বন্ধু ছিলেন। দ্রৌপদী-হরণ চেষ্টা উপলক্ষে পাণ্ডব দিগের সহিত জয়দ্রথাদির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সুরথ নকুলের সহিত সংগ্রাম করেন। মহাভা-বন-২৬৮। (২৩) জয়দ্রথের পুত্রের নামও ছিল সুরথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র সমরান্তে অর্জ্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ক্রমে জয়দ্রথের রাজ্যে উপস্থিত হন। তখন জয়দ্রথের বিধবা পত্নী ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সুরথের বালক পুত্র সহ অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হন। মহাভা-আশ্ব-৭৮। (২৪) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা সুদেব-রাজ তনয় সুরথকে গান্ধর্ব্ব-মতে বিবাহ করেন। বাম-৬২। চিত্রাঙ্গদা (২) দেখ। (২৫) কুণ্ডিল-নগরাধিপতি সুরথ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের আরাধনা করিতেন। রামানুজ শত্রুঘ্ন যজ্ঞাশ্ব সহ তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, সুরথরাজের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ অশ্ব বন্ধন করে।

শত্রুঘ্ন যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে, সুরথ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্র যদি স্বয়ং আসিয়া যজ্ঞাশ্ব মোচন করিতে বলেন, তবেই তিনি অশ্বের মুক্তি প্রদান করিবেন। অগত্যা সুরথ রাজের সহিত সানুচর শত্রুঘ্নের মহা সমর উপস্থিত হইল। ঐ সমরে সুরথরাজ হনুমানকে বন্ধন করিয়া নিজ পুরীতে লইয়া যাইয়া বলিলেন—"তুমি যদি মুক্তি বাসনা কর, তবে তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ কর, তিনি যেন এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার মুক্তি সাধন করেন।" হনুমান তাহাই করিলে, রাম নিজ ভক্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সুরথরাজ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার যথোচিত বন্দনা করিলেন এবং হনুমানকে মুক্তিদান ও যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি সুরথরাজ, নিজ পুত্র চম্পককে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। সুরথের পত্নীর নাম সুমনোহরা। পদ্ম-পাতা-২৮-৩০ ; ৩৪-৩৭।

সুরধুনী—গঙ্গার এক নাম।

সুরপ্রবীর—অন্যতম দেবতা। মহাভা-বন-২১৮। পাঞ্চজন্য দেখ।

সুরবর্চ্চা—অন্যতম দেবতা। মহাভা-বন-২১৮। পাঞ্চজন্য দেখ।

সুরবিন্দা—লোহেয়ী নামক যক্ষের কন্যা সুরবিন্দা সিদ্ধসম্মতা ছিলেন। বায়ু-৬৯

সুরবিমর্দ্দন—অসুর বিশেষ। বায়ু-৬৮।

সুরভানু—গোকুলের অন্যতম গোপ। তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে বৃষভানু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই বৃষভানুর কন্যা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন। গর্গ-গোলো-৮। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭।

সুরভি—(১) দক্ষকন্যা ক্রোধবশার গর্ভজাত কন্যাগণের অন্যতমা। ক্রোধবশা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। রামা-আর-১৪। (২) ক্রোধবশা, সুরভি প্রভৃতি দক্ষকন্যাগণ কশ্যপের পত্নী ছিলেন। মৎ-৬ ; ১৪৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। সৌর-২৮। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ ৬স্ক-৬। গরু-পূ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬। লি-পূ-৬৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। ব্রহ্মপু-৩। (৩) কশ্যপ হইতে সুরভির গর্ভে রুদ্রগণ উৎপন্ন হন। অগ্নি-১৮। (৪) সুরভির গর্ভে গো-মহিষাদি জন্মগ্রহণ করে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৬ বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পূ-৬। অগ্নি-১৯। (৫) কশ্যপ হইতে সুরভি অঙ্গারক প্রভৃতি রুদ্রগণকে প্রসব করেন। (একাদশরুদ্র দেখ)। এতদ্ভিন্ন সুরভির গর্ভে রোহিণী ও গান্ধারী নামে দুই কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন।

বায়ু-৬৬। রুদ্র ও কশ্যপ দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৬) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ভরদ্বাজ (১১) দেখ। (৭) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধ হইতে যে কামরূপিণী পত্নী উৎপন্না হন, তিনি গো-রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা গো-সকলের উদ্ভবের জন্য তাঁহার সহিত মিলিত হন। তৎফলে প্রথমে সুরভির গর্ভে একাদশরুদ্র উৎপন্ন হন। তৎপরে সুরভিতে গো-বৃষ, মেষ প্রভৃতি পশু, এবং ওষধি, অমৃত প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন সুরভিতে চ্যবন প্রভৃতি সন্তানগণও জন্মলাভ করেন। হরি-হরি-১৯৬। চ্যবন দেখ। (৮) সমুদ্র-মন্থনে প্রথমেই সুর পূজিতা, হবির্দ্ধানী সুরভি উৎপন্না হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪। ভাগ-৮স্ক-৮। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১। (৯) ইন্দ্র মহর্ষি জমদগ্নির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বকামদুঘা সুরভিকে তাঁহাকে দান করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪১। (১০) গো-সমূহের জননী সুরভি দক্ষের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রোহিণী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৯০। (১১) দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভে সুরভি প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৬। ক্রোধা দেখ। (১২) দক্ষের অপরা কন্যা অদিতিকে পুত্রার্থিনী হইয়া অতি তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইতে দেখিয়া সুরভিও সেইরূপ তপস্যায় ব্রতী হইলেন। কৈলাস শিখরে গমন করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর কাল তিনি তপস্যা করেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। সুরভি বলেন যে, ব্রহ্মার দর্শন লাভ করিয়া, তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। অন্য কোনও বর তিনি প্রার্থনা করেন না। পিতামহ তাঁহার নিস্পৃহতা দর্শনে আরও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তুমি সমুদয় লোকের উপরে অবস্থান করিবে। তোমার লোক গো-লোক নামে অভিহিত হইবে।" মহাভা-অনুশা-৮৩। (১৩) গোপগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সুরভি গোলকে উৎপন্না হন। গোপাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিবার সময়ে একবার শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধপানের ইচ্ছা জন্মে। তখন তিনি লীলাবশে নিজ বামপার্শ্ব হইতে সুরভিকে উৎপাদন করেন। সুদামা সেই সুরভির দুগ্ধ দোহন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন এবং বাসুদেব তাহা পান করেন। সুরভির লোমকূপ সমূহ হইতে লক্ষ লক্ষ কামধেনু উৎপন্ন হয়। বাসুদেব স্বয়ং প্রথমে সুরভির পূজা করিয়া, বিধান করেন যে, দীপান্বিতার পরদিন সকলে সুরভির পূজা করিবে। দেবীভা ৯স্ক-৪৯। (১৪) শকুনি-গ্রহ, গোমাতা সুরভির উপর আরোহণ করিয়া বালকগণকে ভোজন করে। মহাভা-বন-

২২৮। (১৫) গো-মাতা সুরভি রসাতল নামক পাতালের সপ্ততলে বাস করেন। একবার পিতামহ ব্রহ্মা অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, যখন তাহার সার উদ্‌গীরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সুরভি উৎপন্ন হন। সুরভির ক্ষীরধারা মহীতলে পতিত হইয়া, পরম পবিত্র ক্ষীরনিধি সমুৎপন্ন করে। মহাভা-উদ্-১০১। (১৬) ব্রহ্মার প্রার্থনায় সুরভি ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের জন্য অনুচর সৃজন করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ সুরভির দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদে সুরভি ব্রহ্মার পক্ষে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুর শাপে সুরভির মুখ অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৬। (১৭) দেবকার্য্যের জন্য দধীচি প্রাণত্যাগ করিলে, সুরভি ইন্দ্রের আদেশে দধীচির মৃতদেহ লেহন করিয়া মাংসশূন্য করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭। (১৮) একবার সুরলোকে গো-মাতা সুরভিকে অতিশয় রোদন করিতে দেখিয়া, দেবগণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে সুরভি বলেন যে. পৃথিবীতে নির্দ্দয় লোকেরা তাঁহার পুত্রগণকে লাঙ্গলে যোজিত করিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দেয়। সেই জন্য সন্তান দুঃখেই তিনি রোদন করিতেছেন। ইন্দ্র সুরভির এইরূপ সন্তান বাৎসল্য দেখিয়া অতিশয় প্রীত হন। তদবধি কৃষীবলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য মূষলধারে বারি বর্ষণ করিতে থাকেন। মহাভা-বন-৯। (১৯) অর্ক নামক অগ্নির পুত্রগণের অন্যতম সুরভি। তিনি ধনরত্নাদিতে জ্যোতিরূপে প্রবিষ্ট আছেন। বায়ু-২৯। মৎ-৫১। অর্ক ও অনীকবান্ দেখ। (২০) উগ্রসেনের অন্যতম কন্যা ও কংসের সহোদরা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অজভূ ও উগ্রসেন দেখ। (২১) অন্যতমা মাতৃকা সুরভি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

সুরমা—(১) বাসুদেবাগ্রজ বলরামের অন্যতমা কন্যা। বলদেব দেখ। (২) দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভজাত নয় কন্যার অন্যতমা। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, অন্যান্য অপ্সরা-গন্ধর্ব্বাদির সহিত সুরমাও আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

সুরমান—অগ্নি বিশেষ। মৃতজীব বা পশুরা অগ্নি স্পর্শ করিলে, সুরমান নামক অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টকপাল নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। মহাভা-বন-২১৯।

সুরম্য—গোমেদ দ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের অন্যতম তনয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। ইধ্মজিহ্ব দেখ।

সুরশ্মি—মহর্ষি গৌরমুখের মণি

সম্ভূত সেনাপতিগণের অন্যতম। তিনি জন্মান্তরে শশকর্ণ নামক রাজা ছিলেন। বরা-১১, ৩৬। প্রফুল্ল ও গৌরমুখ দেখ

সুরস—(১) রৌচ্যমনুর অন্যতম তনয়। বায়ু-১০০। রৌচ্যমনু দেখ। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-উদ্-১০২। (৩) পক্ষিরাজ গরুড়ের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯।

সুরসা—(১) হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কায় যাইতে ছিলেন, তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য নাগগণের মাতা সুরসাকে প্রেরণ করেন। হনুমান প্রথমে, লঙ্কায় যাইবার উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া সুরসাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলেন। হনুমান অঙ্গীকার করেন যে, লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে, তিনি সুরসার বদন মধ্যে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু সুরসা কোনও মতে তাঁহাকে গমন করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। তখন হনুমান নিজ দেহায়তন বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সুরসাও নিজ মুখের ব্যাদান তদনুরূপ বিস্তার করিতে লাগিলেন। এইরূপে হনুমান নিজ দেহ যখন নবতিযোজন বিস্তার করিলেন, সুরসাও মুখ-ব্যাদান শত যোজন করিলেন। অনন্তর হনুমান সহসা নিজ দেহ অতি সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত সুরসার বদনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার তখনই বহির্গত হইলেন। সুরসা হনুমানের এই কৌশলে প্রীত হইয়া, তাঁহার গমনে আর বাধা দিলেন না। রামা-সুন্দ-১। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য পাতালস্থ ভোগবতী নগরীতে সুরসা নাম্নী ভুজঙ্গীর সহস্র সহস্র সন্তান বাস করেন। এই সকল নাগগণের শরীর মণি. স্বস্তিক, চক্র ও কমণ্ডলু চিহ্নে চিহ্নিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সহস্র শিরাঃ, কেহ পঞ্চশত শিরাঃ, কেহ শতশিরাঃ, কেহ দশশীর্ষা, কেহ বা ত্রিশীর্ষা। নাগরাজ বাসুকী তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন ঐরাবত, তক্ষক, ধৃতরাষ্ট্র, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাগগণও সুরসার সন্তান। মহাভা-উদ্-১০২। রামা-আর-১৪। (৩) দক্ষকন্যা সুরসা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অমিত তেজা নাগগণ এবং বহুশীর্ষ খেচর সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ৩১, ১৯৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। সৌর-২৮, ৩১। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। বিষ্ণু-১ম-১৫। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। গরুড়-পূ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৬, ১৮। লি-পূ-৬৩। ব্রহ্মপু-৩। কশ্যপ দেখ। (৪) কশ্যপ পত্নী সুরসার গর্ভে রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ। (৬) পুলহ-পত্নী ক্রোধার

গর্ভজাত অন্যতমা সন্তান সুরমা। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ। (৭) রামচন্দ্র সুরসা রাক্ষসীকে আনয়নপূর্ব্বক অযোধ্যাতে স্থাপন করেন। সিদ্ধিদায়িকা বিষ্ণুভক্তা সুরসীর পূজা করিলে, মানব সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-১০। (৮) দক্ষকন্যা সুরমার গর্ভে কঙ্ক পক্ষীর উদ্ভব হয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৯) শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরামের এক কন্যার নাম সুরসা ছিল। বায়ু-৯৬। বলদেব দেখ।

সুরসুন্দরী—তন্ত্রোক্তা অন্যতমা যোগিনী। এই দেবীকে মাতৃভাবে ভজনা করিলে, দেবী সাধককে ধনরত্ন, বিবিধ মনোহর দ্রব্য, এমন কি রাজ্যও প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক যদি তাঁহাকে ভগিনী ভাবে আরাধনা করেন, তবে তিনি তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রাদি এবং দিব্য কন্যা প্রদান করেন। ভার্য্যা ভাবে ভজনা করিলে, সাধক সর্ব্বরাজ প্রধান হইয়া থাকেন এবং দেবীর প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সকল কালেরই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। তন্ত্র-৬১২ পৃঃ।

সুরসেন—(১) রামানুজ শত্রুঘ্নের অন্যতম তনয়। বায়ু-৮৮। শত্রুঘ্ন দেখ। (২) যদুবংশীয় একজন যোদ্ধা। মহাভা-বন-১১৯।

সুরা (দেবী)—(১) বরুণের পত্নী শুক্রাদেবীর গর্ভে সুরা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) সুরা দেবী সমুদ্র মন্থনে উৎপন্না হন। মহাভা-আদি-১৮।

সুরাজী—রামচন্দ্রের একজন বয়স্য। রামা-উত্ত-৫৩।

সুরাত্মিকা—দেবী মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

সুরাধা—মহর্ষি বৃষাগীর অন্যতম পুত্র। ঋজ্রাশ্ব দেখ। ঋক্-১।১০০।১-১৯

সুরান্তক—রাক্ষস-রাজ রাবণের অন্যতম অনুচর। ভাগ-৯স্ক-১০।

সুরাপ—বিধৃত নামক একজন অতি পাপাচার পরায়ণ নরপতির ততোধিক পাপাচারী মন্ত্রী। সে জীবিত কালে অনুচর দিগকে "আহর প্রহর" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পাপ কার্য্যে উৎসাহিত করিত। ঐ সকল বাক্য রণ করার ফলে শিব (হর) নাম উক্ত হওয়াতে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া সে শিবলোকে গমন করে। পদ্ম-পাতা-৩৭।

সুরাপী—বসুদেবের অন্যতমা মহিষী অগ্নি-২৭৫। বসুদেব দেখ।

সুরাপ্রিয়—অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। যোগিনীগণ দেখ।

সুরাব—তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত অন্যতম দেবগণ। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

সুরামুখ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

সুরায়ণ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বেদশেরক দেখ।

সুরারি—একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে দুর্য্যোধন তাঁহার সহায়তা লাভের আশায়, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। মহাভা-উদ্-৩।

সুরাল—অন্যতম সংহিতাকার। তিনি অপর সংহিতাকার কুথুমির শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১।

সুরাষ্ট্র—(১) মহারাজ দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-আদি-৭। (২) জাতি বিশেষ। ঐ জাতীয় নৃপতি রুষার্দ্ধক অতিশয় পাপাচারী ছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

সুরুক—বিনতার গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। মহাভা-উদ্-১০০।

সুরুচি—(১) একজন শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব। লি-পূ-৫৫। (২) পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুসেন ও ঘৃতাচী, ইহারা আশ্বিন মাসে সূর্য্য-রথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। সূর্য্য, রথকৃৎ, মিত্র, বরুণ, ব্যাঘ্র ও যজ্ঞপেত দেখ। (৩) বিরোচন দানবের মহিষী ও বৃষপর্ব্বা নামক দানবের কন্যা। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮। (৪) গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন সুরুচি নামক গন্ধর্ব্ব দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভূমি-২৯।

সুরুচী—(১) উত্তানপাদ রাজার অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে উত্তম নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৭৬। ভাগ-৪স্ক-৭। অগ্নি-১৮। বিষ্ণু-১ম-১১। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৯। গরু-পূ-৬। লি-পূ-৬২।

সুরূপ—(১) তামস মন্বন্তরে উৎপন্ন দেবতাদিগের অন্যতম গণ। বৃহন্না-৩৭। (২) দেবজনীর গর্ভজাত মনিবর যক্ষের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (৩) শুকী নাম্নী পত্নীর গর্ভ-জাত গরুড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি সুসমৌজাকে এই পুত্র অর্পণ করেন। বায়ু-৯৬। সুসমৌজা দেখ।

সুরূপা—(১) মৌনেয় অপ্সরাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী দেখ। (২) মরীচি-নন্দিনী সুরূপা আঙ্গিরস অথর্ব্বার পত্নী ছিলেন। সুরূপার গর্ভে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬। আত্মা ও অজস্য দেখ। বায়ু-৬৫। (৩) কশ্যপ হইতে সুরভির গর্ভে রোহিণী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণীর অন্যতমা কন্যা সুরূপা। বায়ু-৬৬। (৪) পুরা-কল্পীয় রামায়ণ মতে রাজা দশরথের অন্যতমা মহিষীর নাম ছিল সুরূপা। তাঁহার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৭১। সুবেশা ও রাম দেখ। (৫) দেবী ভগবতীর অন্যতমা মূর্ত্তি। তিনি দণ্ডাসনা এবং হারকেয়ূরাদি ভূষিতা। তাঁহার হস্তে পদ্ম ও স্বস্তিক,

গাত্রে সর্ববিধ সুগন্ধ বিলেপন এবং মস্তকে মধুকমালা। গন্ধ, মাল্য, বলিদান, প্রভৃতি উপাচারে তাঁহার পূজা বিধেয়। দেবীপু-৫০, ১১৭। (৬) দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। যশোদা, দেবক ও বসুদেব দেখ। (৭) ব্রহ্মমুখোৎপন্ন সুরভির অন্যতম সন্তান। মহাভা-উদ্-১০১। সুরভি দেখ।

সুরেখা—শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ।

সুরেণু—ত্বষ্টার দুহিতা, ও ময়দানবের ভগিনী সুরেণু সবিতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নাম হয় সংজ্ঞা। বায়ু-৮৪।

সুরেন্দ্রদমন—দানব বিশেষ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

সুরেশ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনু-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

সুরেশ্বর—অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা-শান্তি-২০৮। অপরাজিত, বসুগণ, অষ্টবসু দেখ।

সুরেশ্বরী—মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

সুরৈশী—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈশালী দেখ।

সুরোচন—শাল্মলী দ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর অন্যতম পুত্র। তিনি ঐ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ-মাহেকু মা-৩৮। যজ্ঞবাহু দেখ।

সুরোচনা—(১) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ। (২) সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা (২) দেখ।

সুরোচি—বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জার গর্ভজাত, সপ্তর্ষিরূপে পরিচিত পুত্রগণের অন্যতম। ভাগ-৪স্ক-১। বশিষ্ঠ ৮৯৫ পৃঃ ও ৯০১ পৃঃ, উর্জ্জা ও সপ্তর্ষি দেখ।

সুরোত্তমা—অন্যতমা অপ্সরা। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

সুরোধ—ভরত-বংশীয় তংসু নৃপতির পুত্র। তাঁহার পত্নী উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত, সুবন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২

সুরোমা—(১) নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রৌচ্যমন্বন্তরে উৎপন্ন দেব-গণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। রৌচ্য মনু দেখ। (৩) সহস্র-বদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

সুলক্ষণা—মদ্ররাজের নাগ্নজিতী, সুশীলা ও সুলক্ষণা নাম্নী তিন কন্যা

স্বয়ংবরাবস্থা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪৯। (২) এক ব্রাহ্মণ কন্যা। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শিব-পার্ব্বতীর আরাধনা করেন এবং দেবীর বরে মরণান্তে তাঁহার সখীগণ মধ্যে পরিগণিত হয়েন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

সুলক্ষ্মী—সমুদ্র মন্থনে উৎপন্না অন্যতমা দেবী। পদ্ম-ভূমি-১১৯।

সুলভা—রাজর্ষি প্রধানের বংশে সুলভা নামে এককন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুজনগণ তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সুলভা তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে মুনিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক একাকিনী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন। জনক বংশীয় রাজা ধর্ম্মধ্বজ বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি বিষয়ে অতিশয় সুনিপুণ ছিলেন। সুলভা সেই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর সুলভা ও ধর্ম্মধ্বজের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু বিস্তৃত আলোচনা হয়। মহাভা-শান্তি-৩২১।

সুললিতা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা লীলা সহচরী। পদ্ম-পাতা-৪৪।

সুলোচন—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭। (২) প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দ্বাররক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

সুলোচনা—(১) চিত্রগ্রীব নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা সুলোচনা যক্ষ নামক মুনিকে, তাঁহার বিকৃতরূপের জন্য উপহাস করেন। তাহাতে মুনির শাপে সেই কন্যা বিষদৃষ্টি হয়েন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে ক্ষরিত বিষে সমুদয় জগৎ নষ্টপ্রাপ্ত হয়। সেই বিষকন্যা পরে কল্কির সাক্ষাৎ পাইয়া শাপমুক্ত হন। কল্কি-৩য়-১৪। (২) শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহচরী শক্তিরূপিণী গোপিকাদের অন্যতমা। পদ্ম-পাতা-৪৩। (৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি গুণাকর নামক নৃপতির কন্যা। তালধ্বজাধিপতি বিক্রমের পুত্র মাধব তাঁহাকে বিবাহ করেন। পদ্ম-ক্রি-৫। (৪) দাক্ষায়ণী সতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। সতী (৩৯) দেখ

সুলোদা—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৪৭।

সুলোভ—একজন ব্যাধ। সে একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া এক মৃগীকে শরবিদ্ধ করে। এক ধীবরও সেই মৃগীকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রাঘাত করে। তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া রেবানদীর জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সেইদিন এক মহা পর্ব্ব

ছিল। তজ্জন্য মরণান্তে, তাহারা সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া, পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। পদ্ম-ভূমি-৩০।

সুলোমা—(১) অন্যতম গন্ধর্ব্ব। বায়ু-৬৯। অশেষ দেখ। (২) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সুশঙ্খ—একজন গন্ধর্ব্ব তনয়। তিনি কোনও সময়ে গীতবিদ্যায় সিদ্ধি-লাভ করিবার বাসনায়, সরস্বতীর ধ্যান করিতে ছিলেন। তখন মৃত্যু-কন্যা সুনীথা তাঁহাকে বারংবার বিরক্ত করায়, সুশঙ্খ সুনীথাকে অভিশাপ দেন যে, তাঁহার গর্ভে এক পাপাচার, দেবদ্বিজ-নিন্দক পাপনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই সুনীথার গর্ভে বেণরাজা জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-ভূমি-৩০-৩৭।

সুশর্ম্মা—(১) রুদ্রসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ (১০৫ পৃঃ) ও রুদ্রসাবর্ণি দেখ। (২) বিশাল নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। মার্ক-৭০। (৩) শাংশপায়ন বংশীয় সুশর্ম্মা সংহিতাকার রোমহর্ষণের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। (৪) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র উল্লিখিত বিবরণ হইতে শাংশ-পায়ন ও সুশর্ম্মা পৃথক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। (৫) শুঙ্গবংশীয় নর-পতি দেবভূতির মন্ত্রী কণ্ব স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া, নিজে সিংহাসনে আরো-হণ করেন। ঐ কণ্ববংশীয় নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। বলি নামক সুশর্ম্মার এক ভৃত্য তাঁহার প্রাণবধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। তখন হইতে মগধে শূদ্রবংশীয়দিগের অধিকার আরম্ভ হইল। ভাগ-১২স্ক-১। (৬) মগধের কাণ্বায়নদিগের শেষ নরপতি সুশর্ম্মা, অন্ধ্রবংশীয় (শিপ্রক—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪) সিন্ধুক কর্ত্তৃক নিহত হন। তদবধি মগধে অন্ধ্রবংশীয় দিগের রাজত্ব আরম্ভ হইল। বায়ু-৯৯। (৭) সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরু, গুরু, ক্ষেত্র-বর্ণ, দৃঢ়েষু, আর্দ্রক, ইহারা একাদশ রুদ্রসাবর্ণি মনুর পুত্র। গরু-পূ-৮৭। (৮) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (৯) ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের পরম মিত্র ছিলেন। বিরাটরাজের সেনাপতি কীচক একা-ধিক বার সুশর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহার গোধন হরণ করেন। পাণ্ডবেরা যখন ছদ্মবেশে বিরাট রাজ ভবনে বাস করিতেছিলেন, তখন বিরাট সেনাপতি কীচকের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনা-দির সাহায্যে গো-ধন উদ্ধার করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি ভীম হস্তে পরাজিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের সকাশে নীত হইলে, যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। মহাভা-বিরাট-৩০-৩৩। (১০) মহারাজ যুধি-

ষ্ঠিরের একজন ভৃত্য। মহাভা-স্ত্রী-২৬। (১১) সুশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক মাসে গো-দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২। (১২) মেরুসাবর্ণি মনুর পুত্রগণ সুশর্ম্মা প্রভৃতি গণে বিভক্ত ছিলেন। বায়ু-১০০। মেরুসাবর্ণি দেখ।

সুশান্তা—ভল্লাট-নগরীর অধিপতি শশিধ্বজ নৃপতির পত্নী। কল্কি-৩য়-৭-১১। শশিধ্বজ (১৬৩০ পৃঃ) দেখ।

সুশান্তি—(১) অজমীঢ় নৃপতির নীলিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে সুশান্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মজ পুরুজাতি। হরি-হরি-৩২। (২) অজমীঢ়বংশীয় শান্তির তনয় সুশান্তি। তৎসুত পুরুজ। বৃহন্না-৩৭। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) ঐ বংশীয় শান্তির তনয় সুশান্তি। তৎপুত্র পুরুজানু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) সুশান্তির তনয় পুরু। গরু-পূ-১৪৪। (৫) তৃতীয় ঔত্তমি মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল সুশান্তি। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বিষ্ণু-৩য়-১। বৃহন্না-৩৭। (৬) একাদশ ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত ইন্দ্রের নাম ছিল সুশান্তি। দেবীপু-৪৬। (৭) অজমীঢ়-বংশীয় নীলের পুত্র সুশান্তি। তাঁহার আত্মজ পুরুজানু। বায়ু-৯৯।

সুশীল—(১) পৃথুনরপতির অন্যতম পুত্র শিখণ্ডী। তাঁহার আত্মজ সুশীল। তিনি শ্বেতাশ্বতর নামক এক মুনির কৃপায় শিবযোগ লাভ করেন। সৌর-৩৭। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (২) বিষ্ণুর অন্যতম পার্ষদ। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭, ৮, ১১। (৩) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সেনাপতি-দিগের অন্যতম। তিনি জন্মান্তরে বসুদান নামক নৃপতি হয়েন। বরা-১১, ৩৬। গৌরমুখ ও প্রফুল্ল দেখ। (৪) প্রতিষ্ঠান নগরে সুশীল নামে এক বণিক ছিলেন। প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি কাহাকেও কিছু দান করি-তেন না। কিন্তু একবার নিতান্ত অনিচ্ছায় এক ব্রাহ্মণকে কিছু সুবর্ণদান করিয়া, তিনি মুক্তি লাভ করেন। বরা-১৬৫। (৫) একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ। তিনি একবার দুর্ব্বাসা মুনিকে শিবায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি দান করেন। স্কন্দ-নাগ-৩৭। (৬) একজন গন্ধর্ব্ব। তাঁহার কন্যা সুশীলা। পদ্ম-স্বর্গ-১০। পদ্ম-উত্ত-১২৮। অগ্নিপ, লোমশ ও সুখসঙ্গীতি দেখ। (৭) সুশীলের স্ত্রী শান্তি ও লজ্জা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ম।

সুশীলা—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। অগ্নি-২৭৬। বায়ু-৯৬। বিষ্ণু-৫ম-২৮। পদ্ম-উত্ত-২৪৯। কালিকা-৪০। (২) সুশীলা নামে গোলোক-ধামে এক গোপী ছিলেন। তিনি একবার রাধিকার সাক্ষাতেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে উপবেশন করেন। তাহাতে

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার শাপ ভয়ে পলায়ন করিলে, রাধিকা সুশীলাকে শাপ দিলেন যে, তিনি পুনরায় গোলোকে আগমন করিলেই ভস্মসাৎ হইবেন। সুশীলা তখন গোলোক হইতে পতিত হইয়া, তপস্যাদ্বারা লক্ষ্মীর দেহে প্রবেশ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবগণ বহু আয়াস-সাধ্য যজ্ঞ করিয়াও ফল লাভ করিতে না পারিয়া দুঃখিত চিত্তে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি-দেবগণের প্রার্থনায় নারায়ণ সুশীলাকে লক্ষ্মীর দেহ হইতে লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণারূপে নিষ্ক্রমণ করাইয়া ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিলেন। দেবীভা-৯স্ক-৪৫। (৩) রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। গর্গ-অশ্ব-৪২। (৪) বসুকর্ণ নামক এক বৈশ্যের পত্নী। এই বৈশ্যদম্পতি গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন এবং সেই পুত্রের নাম রাখেন গোকর্ণ। বরা-১৭০। (৫) ত্রিবক্র নামক এক রাক্ষসের ভার্য্যা। শুচি নামক এক মুনির ঔরসে তাহার গর্ভে কপালভরণ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১। শুচি দেখ। (৬) হরি-স্বামী নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা। তিনি জন্মান্তরে কর্ণাটরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় কলাবতী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪। মলয়কেতু দেখ। (৭) সুশীল নামক এক গন্ধর্ব্বের কন্যা। সুশীল (৬) দেখ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্যতমা গোপী। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ। (৯) প্লক্ষদ্বীপাধি-পতি গুণাকরের মহিষী। পদ্ম-ক্রিয়া-৫। (১০) অন্যতম গো-গণ। দধীচি মুনি দেহত্যাগ করিলে, এই সকল গো-গণ দেবগণের প্রার্থনায় দধীচির মৃত দেহ লেহন করিয়া মাংসশূন্য করিয়া দেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২। সুরভি দেখ।

সুশোভনা—(১) আকথ নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী। পদ্ম-পাতা-৭২। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পরীক্ষিতের পত্নী। মহাভা-বন-১৯১। পরীক্ষিৎ দেখ।

সুশ্রবা—(১) অন্যতম প্রজাপতি। বায়ু-৬৫। প্রজাপতি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) কুরুবংশীয় জয়ৎসেনের মহিষী। তাঁহার গর্ভে অবা-চীনের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) ব্রহ্মা যে সমুদয় বার্ত্তাহরদিগকে প্রতিদিন জগৎ পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২। (৪) জনৈক নরপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ঋক্-১।৫৩।১০।

সুশ্রম—মগধের বার্হদ্রথ বংশীয় ধর্ম্ম নৃপতির পুত্র সুশ্রম। তাঁহার তনয় দৃঢ়সেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। গরু-

পূ-১৪৫।

সুশ্রী—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

সুশ্রীমুখী—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা স্বরশক্তি তন্ত্রঃ ৩০৮ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সুশ্রুত—(১) জনকবংশীয় সুবর্চ্চার তনয়। তাঁহার আত্মজ জয়। বায়ু-৮৯। (২) ঐ বংশীয় সুভাসের তনয় সুশ্রুত। তৎসুত জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) ঐ বংশীয় সুপার্শ্বের তনয় সুশ্রুত। তাঁহার আত্মজ জয়। গরু-পূ-১৪২। (৪) দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত সন্তান-গণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। অর্কপৃষ্ঠ দেখ। (৫) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ। (৬) একজন মহর্ষি। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩। (৭) ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বিবিধ রোগের চিকিৎসার কথা বলিয়াছিলেন। অগ্নি-২৭৯-২৮১।

সুশ্রুতা—দক্ষ-কন্যা সতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। সতী (৩৯) দেখ।

সুশ্রোণী—বপুষ্মান নৃপতির মহিষী। তাঁহার গর্ভজাত সাতপুত্রই ঔত্তমি মন্বন্তরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। বাম-৭২। মরুৎগণ দেখ।

সুষম—(১) যজ্ঞরূপধারী বিষ্ণু হইতে দক্ষিণার গর্ভে সুষম নামক দেবগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-১স্ক-৭।

সুষমা—(১) অপ্সরা বিশেষ। পদ্ম-উত্ত-৮। (২) স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। স্কন্দ ও কুক্কুটিকা দেখ।

সুষাম—একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র বরু গোমতী নদীর তীরে বাস করিতেন। ঋক্-৮।২৪।২৮। বরু দেখ।

সুষিনন্দী—মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ ২৪। ধর্ম্ম (২০) দেখ।

সুষুম্ন—অর্ব্বাবসু ও সূর্য্য দেখ।

সুষুম্না—সূর্য্যের অন্যতমা কলা। তন্ত্রঃ-১০১ পৃঃ। বোধিনী ও সূর্য্য দেখ।

সুষেণ—(১) কিষ্কিন্ধ্যা নিবাসী একজন বানর দলপতি। তিনি বরুণের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র শতবলি, সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র কোটী বানর সৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হন। সুগ্রীব সুষেণকে হনুমান প্রভৃতির সহিত দক্ষিণ দিকে সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন। সুষেণ লঙ্কা সমরেও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুন্মালী নামক প্রসিদ্ধ রাক্ষস সেনাপতি সুষেণ কর্ত্তৃক হত হন। সুষেণ চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। লঙ্কা সমরে লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানর-সৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত দেহ হইলে, তিনি ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদিগকে সুস্থ করিতেন। শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের জন্য সুষেণ হনুমানকে ঔষধ আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন এবং

সেই ঔষধ আনীত হইলে সুষেণ সেই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে সুস্থ করেন। লঙ্কা সমরান্তে তিনি রামচন্দ্রের সহিত অযোধ্যায় গমন করেন। রামা-আদি-১৭; কিষ্কি-৩৩, ৩৯, ৪১; লঙ্কা-২৪, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৫-৫৭, ৫০, ৫৯, ৬৬, ৭৩, ৭৬, ৯২, ১০০, ১০২, ১২৫, ১২৯; উত্ত-৫০। (২) যদু-বংশীয় বিশ্বগর্ভের অন্যতম পুত্র হরি-হরি-৯৪। (৩) শম্বর নামক অসু-রের অন্যতম পুত্র। হরি-১৬৯। (৪) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। বিষ্ণু-৫ম-২৮। চারুগর্ভ, চারু ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ দেখ। (৫) দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের প্রথম ছয় পুত্রের অন্যতম। এই ছয় সন্তানকে কংস বধ করেন। বায়ু-৯৬। অগ্নি-২৭৫। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। গরু-পূ-১৪৩। ভাগ-৯স্ক-২৪। বসুদেব ও দেবকী দেখ। (৬) অন্যতম গ্রামণী। তিনি আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ভরদ্বাজ (১১), সূর্য্য ও সুরুচি দেখ। (৭) অন্যতম মরুৎ। বায়ু-৬৭। মরুৎগণের তালিকা দেখ। (৮) বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন নরমুখ কিন্নর-গণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত ও ইন্দ্রদত্ত দেখ। (৯) মগধের ভবিষ্য রাজবংশীয় বৃষ্ণিমানের তনয় সুষেণ। তাঁহার তনয় সুনীথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। গরু-পূ-১৪৫। (১০) অন্যতম দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১১) ভবিষ্য রাজ-বংশীয় ধৃতিমানের পুত্র সুষেণ। তাঁহার আত্মজ সুতীর্থ। বায়ু-৯৯। (১২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত অন্যতম নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (১৩) কুরু-বংশীয় পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (১৪) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অন্যতম নৃপতি। মহাভা-আদি-১৮৬। (১৫) উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। মরুৎগণ দেখ। (১৬) সপ্তবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। (১৭) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। (১৮) কুরুবংশীয় বৃষ্টি-মানের তনয় সুষেণ। তাঁহার আত্মজ মহীপতি। ভাগ-৯স্ক-২২। (১৯) সুবাহু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২০) অন্যতম গ্রামণী। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (২১) ঘোর নামক দানবের অন্যতম অমাত্য। দেবীপু-২-১৩। (২২) হেমকুক্ষি, সুষেণ হরি, হেম প্রভৃতি বেদবিদ্ মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া অমর হইয়াছিলেন। দেবীপু-১২৭। যজন, রুদ্র ও সামক দেখ। (২৩) মহর্ষি জমদগ্নির অন্যতম পুত্র। সুষেণ প্রভৃতি পুত্রগণ জমদগ্নির আজ্ঞায় তাঁহাদের মাতাকে বধ করিতে অসম্মত হওয়াতে পিতাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। মহাভা-

বন-১১৫

সুমন্তু—কুরু-বংশীয় সুরোধ নৃপতির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩২। (২) ঐ বংশীয় ইলিনের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯।

সুসঙ্কুল—অন্যতম নৃপতি। অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৬।

সুসমিদ্ধ—অগ্নির এক নাম। ঋক্-১।১৩। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সুসন্ধি—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মান্ধাতার তনয়। তাঁহার পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। রামা-আদি-৭০, ১১০।

সুসম্ভারু—রৈবতমনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-১। রৈবতমনু দেখ।

সুসামা—ধনঞ্জয় গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সাম গান করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩২।

সুসেন—(১) মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭। (২) ঘোর নামক দৈত্যের অনুতম অনুচর। দেবীপু-১৮।

সুস্থল—রাজা বিশেষ। মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। মহাভা-সভা-১৩।

সুস্থির—বেধা দেখ।

সুস্বর—পন্নগভোজি গরুড়াত্মজ দিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

সুস্বরা—স্বরবেদী নামক এক গন্ধর্ব্বের কন্যা। পদ্ম-স্বর্গ-১০। পদ্ম-উত্ত-১২৮। অগ্নিপ, লোমশ ও সুখসঙ্গীতি দেখ

সুহনু—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯।

সুহরি—ভরত-বংশীয় ভূমন্যুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। ভূমন্যু ও দিবিরথ দেখ।

সুহয়—আনর্ত্তাধিপতি সুহয়, সত্যসন্ধের পুত্র ছিলেন। তিনি শক্রহস্তে পরাজিত ও হৃতরাজ্য হন। স্কন্দ-নাগ-৬৫, ১২৫।

সুহর—সুহর নামক দানব দ্বাপরে বাহ্লীক নামে নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

সুহস্ত—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১০। (২) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৪১।১।

সুহস্তি—কক্ষীবানের কন্যা ঘোষার গর্ভে সুহস্তির জন্ম হয়। ঋক্-১।১২০।৫

সুহু—উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪।

সুহৃদ—অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮।

সুহৃদয়—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের রাক্ষসী গর্ভজাত তনয় ঘটোৎকচ। তৎপুত্র সুহৃদয় অথবা বর্ব্বরীক। স্কন্দ-মাহে-

কুমা-৬১। বর্ব্বরীক দেখ।

সুহোতা—(১) ভরতাত্মজ বিতথের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। (২) ভরত-বংশীয় ভূমন্যুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। ভূমন্যু ও দিবিরথ দেখ।

সুহোত্র—(১) অত্রি-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রজাপতির তনয় শৌরির পুরোহিত ছিলেন। মার্ক-১১৭। (২) ভরতবংশীয় ভূমন্যুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৯৪। ভূমন্যু ও দিবিরথ দেখ। (৩) ভরতাত্মজ বিতথের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। অগ্নি-২৭৮। সুহোত্রের কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি-৩২। (৪) আবার ঐ অধ্যায়েরই অন্যত্র আছে সুহোত্রের তনয় বৃহৎ। (৫) কুরু-বংশীয় সুধন্বার তনয় সুহোত্র। তাঁহার আত্মজ চ্যবন। অগ্নি-২৭৮। বায়ু-৯৯। (৬) কুরু-বংশীয় বৃহৎক্ষত্রের তনয় সুহোত্র। তাঁহার পুত্র হস্তী। বায়ু-৯৯। হরি-হরি-২০। গরু-পূ-১৪৪। (৭) পুরুবংশীয় কাঞ্চনপ্রভার পুত্র সুহোত্র। তাঁহার পত্নী কেশিনী (কৌশিকী—বায়ু-৯৯) ও পুত্র জহ্নু। হরি-হরি-২৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। গরু-পূ-১৪৩। (৮) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হইতে মদ্ররাজ কন্যা বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৪। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। মহাভা-আদি-৯৫। বায়ু-৯৯। (৯) কুরু-বংশীয় সুধন্বর পুত্র সুহোত্র। তাঁহার আত্মজ চ্যবন। কল্কি-৩য়-৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (১০) পুরু-বংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুহোত্র। তাঁহার পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (১১) ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুহোত্র। তাঁহার তিন পুত্র—কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। ভাগ-৯স্ক-১৭। গরু-পূ-১৩৩। (১২) উতথির পুত্র সুহোত্র। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে এক বৎসর সুবর্ণ বৃষ্টি করেন। ঐ সময়ে নদীসমূহের প্রবাহে সুবর্ণ বৃষ্টি হইত। দেবরাজ ঐ নদী সমূহে সুবর্ণময় কূর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার প্রভৃতিও নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে ঐ সকল প্রবাহিত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হন এবং সেইগুলি গ্রহণ করিয়া কুরুজঙ্গলে এক বিপুল যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে নরপতি ঐ সকল সুবর্ণাদি তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (১৩) সুহোত্র নামক এক ব্রাহ্মণ দেবদত্ত নামক নরপতির পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। দেবীভা-৩স্ক-১০। (১৪) বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম ও দুরতিক্রম নামে যোগনিরত চারি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৩। (বায়ুপুরাণ—২৩অঃ-সুহোত্রী)

শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। লি-পূ-২৪। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (১৫) উর্জ্জা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৫। উর্জ্জা ও বশিষ্ঠ (৮৯৪ পৃঃ) দেখ। (১৬) জনৈক বানর দলপতি। রামা-কিষ্কি-৪১। (১৭) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৬।৩১। (১৮) ঐ সুহোত্রের তনয় পুরুমীলহ ও অজ-মীলহ। ঋক্-৪।৪৩, ৪৪। (১৯) কুরু-বংশীয় সুহোত্র এবং উশীনর শিবি একবার পথিমধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহারা উভয়েই সমান রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম ছিল বলিয়া, কোন্ ব্যক্তি কাহাকে পথ পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে মীমাংসা করিতে অপারগ হইলেন। পরিশেষে দেবর্ষি নারদ পথপর্য্যটন ব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, উশীনর শিবিকেই সুহোত্র অপেক্ষা অধিকতর সচ্চরিত্র ও গুণবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন সুহোত্র শিবিরাজকে পথ প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। মহাভা-বন-১৯৩

সুহ্ম, সুহ্মক—(১) পুরুবংশীয় বলির। অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র। হরি-হরি-৩১। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। ভাগ-৯স্ক-২৩। মৎ-৪৮। মহাভা-আদি-১০৪। বলি, সুদেষ্ণা, দীর্ঘতমা, অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেখ।

সূক্ষ্ম—(১) দনুর গর্ভজাত দানবগণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫। বায়ু-৬৮। (২) সূক্ষ্ম নামক অসুর দ্বাপরে বৃহদ্রথ নামক ক্ষত্রিয় নরপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মহাদেব আম্রতিকেশ্বর তীর্থে সূক্ষ্ম নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। (৪) অবলোকেশ্বর তীর্থে মহাদেব সূক্ষ্ম নামে পরিচিত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২। (৫) তন্ত্রোক্ত অন্যতম স্বর-বর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্র-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক ও রুদ্র দেখ।

সূক্ষ্মহৃদয়া—অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

সূক্ষ্মা—(১) তন্ত্রোক্তা নবশক্তির অন্যতমা। তন্ত্রঃ ১৮৬ পৃঃ। মায়া ও শক্তি দেখ। (২) অন্যতমা পীঠশক্তি। তন্ত্রঃ ২২৭ পৃঃ। ভদ্রা দেখ। (৩) পঞ্চত্রিংশটি ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্রঃ পৃঃ। শক্তি দেখ।

সূচক—অন্যতম প্রেত। পর্য্যুষিত দেখ।

সূচীবক্ত্র—দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থে প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ, বৈতালী ও অম্বুজ দেখ।

সূচীমুখ—পর্য্যুষিত দেখ।

সূত—(১) পৃথুর নরপতির অন্যতম পুত্র সূত। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (২) নরপতি পৃথুর রাজ্যকালে সূত নামে এক জাতি

উৎপন্ন হয়। তাহারা রাজার স্তুতি পাঠক ছিল। অগ্নি-১৮। পৃথু ও মাগধ দেখ। (২) মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ সূত জাতীয় ছিলেন বলিয়া সূত নামেও পরিচিত ছিলেন। রোমহর্ষণ দেখ।

সূতি—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪। (২) দক্ষের পত্নী প্রসূতির নামান্তর। লি-পূ-৬৩।

সূত্রধার—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে সূত্রধার প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

সূদনান্তর—অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ।

সূনা—বরুণ-ভার্য্যা সামুদ্রীদেবীর নামান্তর। বায়ু-৮৪। সামুদ্রী ও কলি দেখ

সূনু—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-।৯৯

সূরাপ্রিয়া—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

সূর্য্য—(১) রাক্ষসপতি রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সূর্য্যলোকে উপস্থিত হন। সেইখানে তিনি হেমকেয়ূরধারী, রক্তাম্বর বিভূষিত, রক্তোৎপলমালা সজ্জিত, রক্তচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ ভাস্কর দেবকে দর্শন করিয়া, নিজ অমাত্য প্রহস্তকে বলিলেন, "তুমি বিভাকরকে যাইয়া বল যে, আমি জয়েচ্ছু হইয়া তাঁহার লোকে উপস্থিত হইয়াছি।" তিনি হয় আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করুন; অথবা আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করুন। প্রহস্ত রাবণের আদেশে সেই বিষয় সূর্য্যের অন্যতম অনুচর দণ্ডীর দ্বারা তাঁহার নিকটে জ্ঞাপন করাইলে, দিবাকর দণ্ডীকে বলিলেন, "তুমি যাইয়া হয় রাবণকে পরাজয় কর, অথবা তাঁহাকে বল আমি পরাজিত হইয়াছি।" দণ্ডী সূর্য্যের আদেশে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া সেইরূপই নিবেদন করিলে, রাবণ নিজের বিজয়ঘোষণা করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামা-উত্ত-২৫। (২) রাহুগ্রস্ত হইয়া ভাস্কর যখন আকাশ হইতে পতিত হইতেছিলেন, তখন প্রভাকর নামক এক ঋষি স্বস্তিবাচন দ্বারা দিবাকরের পতন নিবারণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৩) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা বিবস্বানের ভার্য্যা ছিলেন। তিনি ভাস্করের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, পিতৃগৃহে পলায়ন করেন। দিবাকর তখন বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "আপনি আমার তেজ ক্ষীণ করুন।" অতঃপর দেবগণ ও মহর্ষিগণ নানারূপে বিবস্বানের স্তব করিলে, দেব ভাস্কর নিজ তেজ মুক্ত করিলেন। সূর্য্যের মুক্ত তেজের ঋঙ্ময় অংশ হইতে পৃথিবী, যজুর্ম্ময় তেজ হইতে আকাশ ও সাম-

ময় তেজ হইতে স্বর্গ সৃষ্ট হইল। বিশ্বকর্ম্মা দিবাকরের তেজ সমূহের পঞ্চদশ অংশই শাতন করিয়া ছিলেন (চাঁচিয়া দিলেন)। সেই পরিত্যক্ত তেজ হইতেই মহাদেবের শূল, বিষ্ণুর চক্র, বসুগণ ও অগ্নির শূল, কুবেরের শিবিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। মার্ক-৭৮। শিব-ধর্ম্ম-১১। (৪) দেব বিবস্বান কশ্যপের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র, বৈবস্বত নামে অন্যতম মনু হইয়াছিলেন। বিভিন্ন পুরাণ, বিবস্বান, বৈবস্বত (মনু), সংজ্ঞা, মনু, অর্কসাবর্ণি ও যম দেখ। (৫) সূর্য্যপুত্র (বৈবস্বত) মনু ও ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ দ্বাদশ আদিত্য ক্ষেত্রে ঘোরতর তপস্যা করেন। তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া দেবদিবাকর মনুর প্রতক্ষীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনায় তাঁহাদিগের নিকটে শিব-মাহাত্ম্য সূচক সৌরপুরাণ কীর্ত্তন করেন। সৌর-১, ২। (৬) সংজ্ঞা নাম্নী পত্নীর গর্ভে কশ্যপাত্মজ বিবস্বানের বৈবস্বত নামে খ্যাত মনু, যম ও যমুনা এবং রাজ্ঞী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে রেবত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন প্রভা নাম্নী দিবাকর-মহিষী প্রভাতকে এবং ছায়া নাম্নী পত্নী সাবর্ণি মনু, শনি, তপতী ও বিষ্টিকে প্রসব করেন। সৌর-৩০। (৭) ঋক্, সাম ও যজুর নিদানস্বরূপ, পঞ্চকালের ঈশ্বর প্রজাপতি দেবদিবাকর ব্রহ্মার পুত্র। তিনি দিবস, মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা এবং সকলের পিতামহ স্বরূপ। এই দেব ভাস্কর হইতে কাল বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ-নক্ষত্র, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু, আয়ু ও কালের বিভাগ কল্পিত হয়। তিনিই ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশের সাধক বলিয়া ভাস্কররূপে কীর্ত্তিত হন। তদ্ভিন্ন মনীষিগণ তাঁহাকে আদিত্য, ভানু, সবিতা, জীবন ও ব্রহ্মসংকৃৎ প্রভৃতি নামেও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। (৮) ত্বষ্টার (বিশ্বকর্ম্মার) কন্যা সুরেণু সবিতার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহারই নামান্তর সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞার গর্ভে মনু (বৈবস্বত) নামে এক পুত্র এবং যম ও যমুনা নামক যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন নাসত্য ও দস্র নামে খ্যাত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ভাস্করের ঔরসজাত। এতদ্ভিন্ন শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনুও ভানুর তনয়। দিবাকরের একনাম মার্ত্তণ্ড। তিনি প্রথমে এক অণ্ডাকারে প্রসূত হন। দীর্ঘকালের মধ্যেও সেই অণ্ড স্ফুটিত হইল না দেখিয়া, ত্বষ্টা তাহা বিদারিত করেন। পিতা কশ্যপ তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্নেহবশতঃ বলিলেন এ অণ্ড মরে নাই। সেই কারণে বিবস্বান তদবধি মার্ত্তণ্ড নামে কীর্ত্তিত হইলেন। বায়ু-৮৪। সংজ্ঞা, শনি, বিবস্বান ও

মার্ত্তণ্ড দেখ। (৯) কশ্যপ হইতে দেবতাদিগের সহোদর স্বয়ং দেব ভাস্কর উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় শ্রাদ্ধদেব (মনু)। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু ইহারা নবগ্রহ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে এই সকল গ্রহ দেবতাদিগের পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। (১১) ভূমি হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সূর্য্য-মণ্ডল অবস্থিত। ভূমি ও সূর্য্যের মধ্য-বর্ত্তী স্থান ভুবর্লোক নামে কথিত হয়। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। বিষ্ণু-২য়-৭। (১২) মনীষি-গণ নিম্নলিখিতরূপে সূর্য্যের রথ কল্পনা করিয়াছেন। এই রথ নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত। তাঁহার ঈষাদণ্ড ইহার দ্বিগুণ। এই রথের অক্ষ দেড় কোটী সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষাও কিছু অধিক। তাহাতে রথের চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বসন্তাদি ছয় ঋতু সেই চক্রের নেমী-সমূহ। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও পংক্তি এই ছন্দ গুলি সবিতার সপ্ত অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ভাস্কর সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ ও দুই পার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সকল স্থানই তাঁহার কিরণে আলো-কিত হয়। মন্দেহ নামক ভয়ানক রাক্ষসগণ ব্রহ্মশাপে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে সচেষ্ট হয়। বিষ্ণু-২য়-৮। মন্দেহ দেখ। (১৩) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল-ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, সেই পথে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেব-গণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি বিষ্ণু তেজে বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যরথে বাস করেন। ঐ সূর্য্য রথস্থিত মুনিগণ দিবাকরের স্তব করেন; গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পুরোভাগে সঙ্গীতালাপ করেন; অপ্সরাগণ নৃত্য করেন; রাক্ষসগণ রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন; সর্পগণ রথের অলঙ্কার স্বরূপে বিরাজ করেন; যক্ষগণ রথের অশ্বরজ্জু ধারণ করেন এবং বালখিল্য মুনিগণ রথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন। (বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৫৭। বিষ্ণু-৩য়-২)। বিভিন্ন মাসে রথে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত নাম গুলি দ্রষ্টব্য—রথকৃৎ, প্রহেতি, মিত্র, বরুণ, প্রম্লোচা, ব্যাঘ্র, সুরুচি, বিভা-বসু, মহাপদ্ম, ভগ, ব্রহ্মাপেত, যজ্ঞো-পেত, বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ), বিশ্বাবসু, (১১), ও ঋতজিৎ। (১৪) সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী বিশ্বকর্ম্মার

দুই কন্যা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বড়বা নামে তাঁহার অপর এক ভার্য্যাও ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সংজ্ঞার গর্ভে যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব, ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি ও শনি নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা; বড়বার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (১৫) রাহু যখন প্রচ্ছন্ন বেশে অমৃতপানের জন্য উপস্থিত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। তদবধি রাহুর সহিত চন্দ্র ও সূর্য্যের বিশেষ শত্রুতা হয়। দেবতাদিগের উপকারের জন্যই ভাস্কর রাহুর চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন, অথচ দেবতারা কেহই তাঁহাকে রাহুর বিরুদ্ধে কোনও রূপ সাহায্য করেন নাই। এই কারণে সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বসংসার বিনাশ করিবার মানসে, নিজ তেজোরাশি বৰ্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎফলে মহাদাহ উপস্থিত হইলে, দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রতীকারের আশায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তখন এই নির্দ্দেশ করিলেন যে, কশ্যপ-তনয় অরুণ সারথিরূপে ভানুর পুরোভাগে অবস্থান করিয়া তাঁহার তেজ সংহার করিবে। মহাভা-আদি-২৪। (১৬) দেব সবিতা প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমন সময়ে সুমেরু শৈলকে প্রদক্ষিণ করিতেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যগিরি ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভাস্করকে বলিলেন—"তুমি প্রতিদিন যেইরূপ মেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিবে।" দিবাকর বলিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন না। বিশ্বনির্ম্মাতাদিগের আদিষ্ট পথেই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। বিন্ধ্যাচল রবির বাক্যে অমর্ষপরবশ হইয়া, তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া উত্থিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরিকে এইভাবে রবির পথরোধ করিতে দেখিয়া, দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং প্রথমে নানারূপ স্তোকবাক্যে বিন্ধ্যাচলের প্রসন্নতা সাধনের চেষ্টা করিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা পরিশেষে মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং অগস্ত্য দেবগণের প্রার্থনায় কৌশলে বিন্ধ্যাচলকে নতশির করিলেন। মহাভা-বন-১০৩। স্কন্দ-নাগ-৩৩। অগস্ত্য দেখ। (১৭) অস্তাচলে আরোহণকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবাকর অগ্নিস্বরূপ হন। এই অনলস্বরূপ ভানুকে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ বৃহদ্ভানু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সুপ্রজা, বৃহদ্ভাসা ও নিশারোহিণী এই তিনজন ভানু অনলের পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১৮) দিনপতি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দক্ষিণ দিক তাঁহার গুরু কশ্যপকে প্রদান করেন। পূর্ব্বদিকে সবিতা, দেবী সাবি-

ত্রীর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্ম-বাদীগণকে আশ্রয় করেন। এই দিকেই ভাস্কর যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ সকল প্রদান করিয়াছিলেন। দিবাকব দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া সুরস জল সকল ক্ষয় করিয়া থাকেন এবং তিনি পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিয়া হিম বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই দক্ষিণদিকেই চক্রধনু নামে এক মহর্ষি ভাস্কর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই চক্র-ধনুই কপিলদেব নামে বিখ্যাত। মহাভা-উদ্-১০৭, ১০৮, ১০৯। (১৯) দিনপতি জমদগ্নি-ভার্য্যা রেণুকার ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করেন। তদবধি জগতে ছত্র ও পাদুকার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। মহাভা-অনু-৯৫। জমদগ্নি দেখ। (২০) সূর্য্যের পত্নীর নাম সুবর্চ্চলা। মহাভা-অনু-১৪৬। (২১) মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মার নিকটে পদমালা বিদ্যা লাভ করিয়া তাহা বৃহস্পতিকে শিক্ষা দেন। বৃহস্পতি তাহা ভাস্করকে, তিনি উহা যমকে, যম ইন্দ্রকে, ইন্দ্র বশিষ্ঠকে এবং বশিষ্ঠ সারস্বত মুনিকে তাহা শিক্ষা দেন। দেবীপু-১১। সারস্বত ও সোম দেখ। (২২) দিবাকর নবগ্রহের অন্যতম। তদ্ভিন্ন ভানু ও শশী মণ্ডল গ্রহবলিয়াও কথিত হন। ভাস্কর গ্রহরাজরূপে পরিচিত। কশ্যপতনয় দিনকর, অগ্নি ও শিবরূপেও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সবিতার পুত্র শনি। দিবাকর সকল গ্রহের নিম্নে বিচরণ করেন। ভাস্করের উপরে সোম। তদুপরি নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজিত। রবির বিস্তার নয় সহস্র যোজন এবং মণ্ডলের বিস্তার আরও তিনগুণ বেশী। তিনি ভাব্যলোকের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। দেবীপু-৪৭। (২৩) সূর্য্য কুষ্ঠরোগ নাশক অন্য-তম গ্রহ। দেবীপু-১১০। (২৪) রাহুর আক্রমণে ভানু যখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, তখন অত্রিমুনি তাঁহাকে সেই পতন হইতে রক্ষা করেন। লি-পূ-৬৩। অত্রি দেখ। (২৫) কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে দেব দিবাকর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারই অপর নাম আদিত্য। সংজ্ঞা, প্রভা ও ছায়া নামে তাঁহার তিন পত্নী ছিলেন। ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে ভানুর যম, যমুনা, মনু ও রেবত নামে পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রভার গর্ভে প্রভাত এবং ছায়া হইতে সাবর্ণি মনু, শনি, তপতী ও বিষ্টি জন্ম-গ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৫। (২৬) প্রকৃতি প্রসূত অণ্ড হইতে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক তপো-লোক ও সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের রশ্মি যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ভূমি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অবস্থিত। তাহার লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল

সবিতার ব্যাস নয় সহস্র যোজন, এবং তাহার মণ্ডলের পরিধি উহার তিনগুণ। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, এই সাতটি সূর্য্যের অশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-৪০। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, মিত্র, অপ, অশ্বতর, অনুম্লোচা ও উগ্রসেন দেখ। (২৭) তন্ত্রোক্ত পঞ্চায়তনী দীক্ষায় যন্ত্রের অগ্নি কোণে সূর্য্যের পূজা বিহিত। তন্ত্রঃ-১১৩ পৃঃ। (২৮) সূর্য্য নামক একজন দানব দ্বাপরে দরদ নামে নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২৯) দানবপতি বলির অন্যতম পুত্র সূর্য্য। হরি-হরি-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। ভৌম দেখ। (৩০) দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবানুচরগণ দিবাকরের দন্তপংক্তি উৎপাটন করিয়া ফেলে। শ্রীমহাভা-১০। (৩১) প্রভাসক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দ্বারপাল। ভূষণ দেখ। (৩২) মগধের ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রতিব্যোমের তনয় সূর্য্য। তাঁহার পুত্র সহদেব। গরু-পূ-১৪৫। সহদেব (৮) দেখ। (৩৩) আহবনীয় অগ্নির একপঞ্চাশৎজন পুত্রের অন্যতম। দেবীপু-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৩৪) প্রাচীন আর্য্যঋষিদের অন্যতম উপাস্য দেবতা সূর্য্য। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঋষি অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। সূর্য্যের হিরণ্যপাণি, সবিতা প্রভৃতি অনেক নাম উল্লিখিত আছে। সূর্য্যের স্ত্রীর নাম উষা। ইন্দ্র, সূর্য্যের স্ত্রী উষাকে অপহরণ পূর্ব্বক অশ্বের পুরাতন নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন। সূর্য্যের কন্যার নাম সূর্য্যা। তিনি নিজ কন্যাকে সোম হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। দেবতাদের মধ্যে আরও অনেকে তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে, এইরূপ স্থির হয় যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সকলে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবেন এবং প্রতিযোগীতায় যিনি জয়লাভ করিবেন, তিনি সূর্য্যদুহিতাকে লাভ করিবেন। অশ্বিদ্বয় এই প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করিয়া সূর্য্যাকে লাভ করেন। ঋক্-১।৯২।১১; ২।২০।৫; ১।১১৬।১৪। (৩৫) যদিও সূর্য্যেরই একনাম আদিত্য, তথাপি অনেক স্থলে অংশু, ভগ প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য হইতে সূর্য্যকে পৃথক কল্পনা করা হইয়াছে। সূর্য্য ক্রমে ক্রমে বসন্তাদি ঋতুতে এই দ্বাদশ আদিত্যকে আশ্রয় করেন। পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ভৃগু, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও কৌশিক এই দ্বাদশজন ব্রহ্মবাদী ঋষি বেদ-মন্ত্র দ্বারা দ্বাদশ আদিত্যের স্তব করেন। রথকৃৎ প্রভৃতি গ্রামনীগণ যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। (কৃতজিৎ দেখ)। হেতি প্রভৃতি রাক্ষসগণ সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। (অপ দেখ)। বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ দ্বাদশ আদিত্যকে বহন

করেন (অশ্বতর দেখ)। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ আদিত্যের দ্বাদশ গায়ক। (উগ্রসেন দেখ)। ঋতুস্থলা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করেন। (অনুম্লোচা দেখ)। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

সূর্য্যকান্তি—অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২।

সূর্য্যকেতু—ভল্লাটনগরীর অধিপতি শশিধ্বজের পুত্র। কল্কি-৩য়-৮। শশিধ্বজ দেখ।

সূর্য্যতেজ—পুণ্যজনীর গর্ভজাত যক্ষ-মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

সূর্য্যদত্ত—বিরাট-রাজের একজন সামন্ত নরপতি। মহাভা-বিরাট-৩১, ৩২

সূর্য্যদত্তা—অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-আব-অব-৮।

সূর্য্যধ্বজ—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

সূর্য্যনেত্র—পন্নগভোজী গরুড়াত্মজ-দিগের অন্যতম। মহাভা-উদ-১০০।

সূর্য্যপ্রভা—(১) অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২। (২) অসুর গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। শিব-ধর্ম্ম-১৩।

সূর্য্যবর্চ্চা—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। তিনি মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৫৭। বিষ্ণু-২য়-১০। ঋতজিৎ ও যজ্ঞোপেত দেখ। (২) মৌনেয় নামে পরিচিত দেব-গন্ধর্ব্বগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। উগ্রসেন দেখ। (৩) দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম। কালিকা-৩৪। অর্কপৃষ্ঠ দেখ। (৪) দক্ষ-দুহিতা মুনির গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। মুনি দেখ। (৫) সূর্য্যদেবের অন্যতম গায়ক। কূর্ম্ম-পূ-৪১। উগ্রসেন ও সূর্য্য (৩৪) দেখ। (৬) একজন শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব। লি-পূ-৫৫। (৭) দানবগণের অত্যাচারে প্রপীড়িতা দেবী বসুন্ধরা মেরুশিখরে গমন করিয়া ভূভার হরণ করিতে দেবগণকে অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ধরিত্রীর কষ্টভার লাঘব করিতে বলেন। বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইলে, সূর্য্যবর্চ্চা নামক এক গন্ধর্ব্ব দেবগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে তিনিই ভূভার হরণ করিতে নরলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার এইরূপ প্রগল্‌ভ্য বাক্যে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন "যেহেতু তুমি মোহ-বশতঃ দেবতারও দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ, সেই পাপে তুমি মর্ত্ত্যে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইবে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৬।

সূর্য্যবর্ম্মা—ত্রিগর্ত্ত দেশের অধিপতি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাণ্ডবদিগের হস্তে নিহত হন। পরে অর্জ্জুন যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সহ ত্রিগর্ত্ত রাজ্যে উপস্থিত হন, তখন সূর্য্যবর্ম্মার সহিত ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ হয়। মহাভা-আশ্ব-৭০।

সূর্য্যভানু—(১) গোলোকে রাধিকার অন্যতম দ্বারপাল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা। ব্রহ্মবৈ-গণে-৩২। (৩) ধনপতি কুবেরের অন্যতম অনুচর। রাবণ কুবেরের আলয় আক্রমণ করিলে, সূর্য্যভানু রাবণকে বাধা প্রদান করেন এবং তৎফলে রাবণ হস্তে নিহত হন। রামা-উত্ত-৯৪;

সূর্য্যশত্রু—লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। তিনি লঙ্কাসমরে নিহত হন। রামা-সুন্দরা-৫৪; লঙ্কা-৯, ৯০, ১২৫; উত্তরা-৩২।

সূর্য্যশ্রী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ। মহাভা-অনু-৯১।

সূর্য্যসাবর্ণি—(১) চতুর্দ্দশজন মনুর অন্যতম। পুরাণান্তরে অর্কসাবর্ণি নামেও তিনি পরিচিত। মনু ও সাবর্ণি মনু দেখ। সূর্য্যসাবর্ণি মনুর পুত্রদের নাম ধৃতি, বরীয়ান, যবসু, সুবর্ণ, বরিষ্ণুবীর্য্য, সুমতি, বসু, শুক্র এবং বীর্য্যবান্। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (২) এই মন্বন্তরে দানবপতি বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃহন্না-৩৭; দেবীপু-৪৬। (৩) চৈত্রবংশজাত সুরথ নৃপতি দেবী ভগবতীর বরে সূর্য্যসাবর্ণি মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুরথ দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নাভাগ, ভ্রামরী দেবীর বরে সূর্য্যসাবর্ণিমনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-১০স্ক-১৩। (৫) সূর্য্যসাবর্ণি মন্বন্তরে—অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কাশ্যপ, কৌষিক, গালব, শতানন্দ কাশ্যপ এবং জামদগ্ন্য রাম, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৬) অর্কসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে সুতপা প্রভৃতি দেবগণ ছিলেন। বৃহন্না-৩৭।

সূর্য্যসাবিত্র—শ্রাদ্ধ ভাগার্হবিশ্বদেবগণ দেখ। মহাভা-অনুশা-৯১।

সূর্য্যা—(১) সূর্য্যের কন্যা। সূর্য্য (৩৩) দেখ। (২) দানবপতি হিরণ্যকশিপুর বংশীয় অনুহ্লাদের ভার্য্যা। তাঁহার গর্ভে বাষ্কল ও মহিষ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৩) উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা দেবকীর নামান্তর। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬।

সূর্য্যাক্ষ—(১) ক্রথন নামক একজন দানবপতি দ্বাপরে সূর্য্যাক্ষ নামে নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) জনৈক বানর দলপতি। রামা-কিষ্কি-৩৩। (৩) ভীমাত্মজ ঘটোৎকচের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৯।

সূর্য্যানন—জনৈক বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩।

সূর্য্যাপীড়—কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৮৫। জনমেজয় দেখ।

সূর্য্যাশ্ব—জনকবংশীয় শ্রুতায়ুর তনয়। তাঁহার পুত্র সঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

সৃঞ্জবান্—(১) ভার্গব বিধাতার পুত্র পাণ্ডু। তাঁহার পত্নী পুণ্ডরিকার গর্ভে সৃঞ্জবান্ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮।

সৃঞ্জয়—(১) সৃঞ্জয় নামে একজন ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা সুকুমারীকে নারদ ঋষি বিবাহ করেন। (নারদ দেখ)। দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বত সৃঞ্জয়-রাজের গৃহে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজার সমাদরে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, বর প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের নিকট এক মহাবল, পরাক্রান্ত, দেবরাজ, সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতে পর্ব্বত ঋষি বলেন—"তুমি যেরূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ, সেইরূপ পুত্রই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঐ পুত্র দীর্ঘায়ু হইবে না। তুমি উহাকে দেবরাজের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিও।" তখন সৃঞ্জয় নরপতি কাতর বাক্যে তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের দীর্ঘায়ু যাচ্ঞা করেন। পর্ব্বত ঋষি ইন্দ্রের অনুরোধে তখন কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান না করাতে নারদ সৃঞ্জয়কে বলিলেন যে, তিনি মৃত রাজপুত্রের প্রাণ দান করিবেন। যথাকালে সৃঞ্জয়ের সর্ব্বলক্ষণযুত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই শিশু সুবর্ণ নিষ্ঠীবন করিতেন বলিয়া, সৃঞ্জয় তাঁহার নাম রাখেন কাঞ্চনষ্ঠীবি। দেবরাজ পুরন্দর সৃঞ্জয়ের পুত্রলাভে ভীত হইয়া, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জীবন নাশ সাধন করেন। কিন্তু পরে নারদ ঋষি সেই বালকের প্রাণ দান করেন। মহাভা-শান্তি-৩০, ৩১। (২) সৃঞ্জয় প্রভৃতি নরপতিগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনুশা-১১৫। রন্তিদেব দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ধূম্রাশ্বের তনয় সৃঞ্জয়। তাঁহার পুত্র সহদেব। রামা-আদি-৪৭। বায়ু-৮৬। গরু-পূ-১৪২। (৪) পুরুবংশীয় কালানলের তনয় সৃঞ্জয়। তাঁহার আত্মজ পুরঞ্জয়। হরি-হরি-৩১। অগ্নি-২৭৭। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। গরু-পূ-১৪২। (৫) অজমীঢ়-বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম পুত্র হরি-হরি-৩২। বাহ্যাশ্ব ও পাঞ্চাল দেখ। অগ্নি-২৭৮। বায়ু-৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকা ও উপবাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-৩৭। (৭) সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ভজমানের পত্নী ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৮) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র ও বসুদেবের ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৯) তৃতীয় মনু উত্তমের অন্য-

তয় পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। (১০) বসু-দেবানুজ সৃঞ্জয়ের পত্নী রাষ্ট্রপালী। তাঁহার গর্ভে বৃষ, দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি পুত্র-গণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১) পুরুবংশীয় মুদ্গলের অন্যতম পুত্র সৃঞ্জয়। গরু-পূ-১৪৫। মুদ্গল ও হর্য্যশ্ব দেখ। (১২) মনুবংশীয় একজন নৃপতি। তাঁহার পত্নীর গর্ভে উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের পত্নী জন্মান্তর গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২০। উপবর্হণ ও মালাবতী দেখ। (১৩) যদুবংশীয় প্রতিক্ষত্রের পুত্র সৃঞ্জয়। তাঁহার তনয় জয়। হরি-হরি-২৯। (১৪) সৃঞ্জয়বংশীয়গণ কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন। মহাভা-বন-৩৩, ৩৫; উদ্-২৪। (১৫) রাজা জয়দ্রথের অনুগত একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাভা-বন-২৬৩। (১৬) দেবরাতের পুত্র সৃঞ্জয়। তাঁহার পুত্র প্রস্তোক। ঋক্-৪।১৫।৪; ৬।৪৭।২২। প্রস্তোক দেখ। (১৭) যদু-বংশীয় শমীকের অন্যতম পুত্র। তাঁহার আত্মজ ধনঞ্জয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

সৃঞ্জয়ী—(১) যদুবংশীয় ভজমানের পত্নী। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। লি-পূ-৬৯। ভজমান ও সৃঞ্জয় দেখ।

সৃবিন্দ—অনার্য্য দলপতি বৃত্রের অন্যতম পুত্র। ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করেন। ঋক্-৮।৩২।২, ২৬। অহীশুব দেখ।

সৃষ্টচয়—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। শ্বফল্ক দেখ

সৃষ্টি—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের আটজন প্রধান অমাত্যের অন্যতম। অগ্নি-৬। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। তাঁহার পত্নী ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপু-ঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল ও বৃষকেতন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। সৌর-২৭। (৩) কংসের অন্যতম সহোদর। গর্গ-মথু-৮। কংস ও উগ্রসেন দেখ।

সৃষ্টিমৌলী—যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ।

সেক—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সহদেব দক্ষিণদিকে সেক ও অপরসেক-দিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩০।

সেচক—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮।

সেতু—(১) যদু-বংশীয় দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু। তাঁহার তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। (২) ঐ সেতুর পুত্র অরুব্ধ। বায়ু-৯৯। (৩) যদুবংশীয় বভ্রুর তনয় সেতু; তাঁহার আত্মজ আরব্ধান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। (৪) সেতুর পুত্র আরব্ধ ভাগ-৯স্ক-২৩। (৫) যদুবংশীয় দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু, তাঁহার তনয় আরব্ধ। গরু-পূ-১৪৫।

সেতুক—বৃষদর্ভ ও সেতুক নামে দুই জন শস্ত্রবিশারদ রাজা ছিলেন। বৃষ-দর্ভ বাল্যাবধি উপাংশু ব্রতধারী

ছিলেন, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণদিগকে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিতেন। সেদুক ইহা অবগত ছিলেন না। এক দিন এক ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার নিমিত্ত সেদুক নরপতির নিকটে উপস্থিত হইলে সেদুক অর্থ প্রদানে নিজ অসামর্থ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাকে বৃষদর্ভ সকাশে প্রেরণ করেন। বৃষদর্ভ প্রথমে ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করেন। ব্রাহ্মণ বিনাপরাধে তাড়িত হইয়া শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, বৃষদর্ভ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নিজ এক দিবসের সমুদয় আয় তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মহাভা-বন-১৯৫।

সেন—(১) বৎস, বিশ্ব, অর্ষ্টী, সেন, পাণ্ডু, পথ্য ও শৌনক এই সপ্তগোত্রে ভার্গবগণ বিভক্ত। বায়ু-৬৫। (২) নাগ্নজীতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। এই পুত্র সকল প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮।

সেনক—শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

সেনজিৎ—(১) অজমীঢ়-বংশীয় বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। তাঁহার রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস নামে চারি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত জন অবন্তীদেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) শৈব্যা-নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। (৩) অজমীঢ়বংশীয় বিশ্বজিতাত্মজ সেনজিতের রুচিরাশ্ব, কাব্য, রাম ও বৎস নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯। (৪) সেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনু ও বৎসহনু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) অজমীঢ়-বংশীয় অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। তাঁহার রুচিরাশ্ব, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বৎসাবর্ত্ত নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। (৬) ঐ বংশীয় সেনজিতের তনয় একমাত্র রুচিরাশ্ব। গরু-পূ-১৪৪। (৭) অন্যতম গ্রামণী। তিনি আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৫৭। বিষ্ণু-২য়-১০। ভরদ্বাজ (১১) ও বিভাবসু দেখ। (৮) সেনজিৎ প্রভৃতি দ্বাদশজন গ্রামণী সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কৃতজিৎ দেখ। (৯) মগধের ভবিষ্য রাজবংশীয় বৃহৎকর্ম্মার পুত্র সেনজিৎ। তাঁহার তনয় শ্রুতঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (১০) ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃশাশ্বের তনয় সেনজিৎ। তাঁহার আত্মজ যুবনাশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ভাগ-৯স্ক-৬। যুবনাশ্ব দেখ। (১১) মগধের ভবিষ্য রাজবংশীয় বাহুলের পুত্র সেনজিৎ। তাঁহার তনয় ক্ষুদ্রক। গরু-পূ-১৪৫। (১২) উনপঞ্চাশজন মরুদ্গণের অন্যতম। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণের তালিকা দেখ। (১৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন

যে সকল ক্ষত্রিয় নরপতি দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-৩।

সেনস্কন্ধ—শম্বর নামক অসুরের পুত্র হরি-হরি-১৬১।

সেনা—(১) সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। সীতা (২) দেখ। (২) মৃত্যুর কন্যা সেনা স্কন্দের পত্নী ছিলেন। তিনি শিব-তনয়কে ভর্ত্তারূপে পাইবার জন্য অশেষ তপস্যা করেন। ঐ সেনাকে বিবাহ করিয়া কার্ত্তিকেয় সেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৮।

সেনানী—(১) ব্রহ্মা হইতে সুরভিতে উৎপন্ন একাদশ রুদ্রের অন্যতম। হরি-হরি-১৯৬। (২) শম্বর নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১। (৩) কার্ত্তিকেয়ের এক নাম। বিভিন্ন পুরাণ। স্কন্দদেখ।

সেনাপতি—(১) কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭। (২) স্কন্দের এক নাম। সেনা (২) দেখ।

সেনাবিন্দু—(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সেনাবিন্দু নামক নৃপতির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-২৬। (৩) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন সাহায্য প্রার্থী হইয়া যে সকল নৃপতির নিকটে দূত প্রেরণ করেন সেনাবিন্দু তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-৩।

সেনাহা—শম্বর নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

সেব্যা—একজন অতি পতিব্রতা ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি যখন তাঁহার কুষ্ঠ-রোগাতুর পতিকে বেশ্যা গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইতে ছিলেন, তখন পথিপার্শ্বে শূলবিদ্ধ মাণ্ডব্য ঋষির সহিত তাঁহার দেহের সংঘর্ষ ঘটে। অন্যান্য বিবরণ স্কন্দ পুরাণস্থ নাগর খণ্ডের ১৩৫, ১৩৬ অধ্যায়ের তুল্য। [মাণ্ডব্য (১৩৫৬ পৃঃ) দেখ] পদ্ম-সৃষ্টি-৫১।

সৈংহিকেয়—সিংহিকা দেখ।

সৈধবায়ন—বিশ্বামিত্র-বংশীয় দিগের অন্যতম গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

সৈনিক—শম্বর নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

সৈন্ধব—(১) দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। মহাভা-উদ্-৯৪। (২) একজন মহর্ষি। নামান্তর সৈন্ধবায়ন।

সৈন্ধবায়ন—(১) সংহিতাকার শৌণকের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বীয় গুরুর নিকটে প্রাপ্ত সংহিতাকেও দুই ভাগে

বিভক্ত করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। (২) সৈন্ধবায়ন অধীত সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মুঞ্জকেশকে তাহা প্রদান করেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। (৩) বভ্রু, সাবর্ণ প্রভৃতি সৈন্ধবায়নের শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৭। (৪) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

সৈন্য—একজন কিন্নর-রাজ। বায়ু-৪১।

সৈন্যহন্তা—শম্বর নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

সৈব্যা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। শৈব্যা দেখ।

সৈরিন্ধ্রী—(১) রাজ-অন্তঃপুরে রাজপুর নারীদিগের কেশসংস্কারাদি কার্য্যে নিযুক্তা পরিচারিকাকে সৈরিন্ধ্রী বলিত। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময়ে ঐরূপ সৈরিন্ধ্রীর বেশে বিরাট রাজান্তঃপুরে বাস করিতেন। মহাভা-বিরাটপর্ব্ব। দ্রৌপদী দেখ। (২) নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, পুক্কসী, নাপিতানী, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিন্ধ্রী, সুবাসিনী, ঘটিকা, অঘটিকা ও গোপাল কন্যা, তন্ত্রমতে ইহারা কুলনায়িকা। তন্ত্র ৯৪৯ পৃঃ।

সৈসিরী—শৈশিরী দেখ।

সোগ্র—দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

সোভরি—কণ্বগোত্রিয় সোভরি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়া, কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮।১৯।১।

সোম—(১) চন্দ্রের এক নাম। চন্দ্র দেখ। (২) সোমের কন্যা মারিষা প্রচেতাগণের ভার্য্যা ছিলেন। হরি-হরি-২। বায়ু-৬৩। বিষ্ণু-১ম-১৫। শিব-ধর্ম্ম-৫৩। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মা-২৯। প্রচেতা দেখ। (৩) প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সোম বৃক্ষগণের, নক্ষত্রগণের এবং যজ্ঞ ও তপস্যা সমুদয়ের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। বায়ু-৭০। হরি-হরি-৪। (৪) ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রি একবার মনে মনে তৎপত্নী অনসূয়াতে আসক্ত হন। তৎফলে মুনির দেহ হইতে যে তেজ নির্গত হয়, পবন সেই তেজকে বহন করিয়া ঊর্দ্ধ-দিকে এবং তির্য্যক ভাবে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন, শুক্লকান্তি, রজোগুণ স্বরূপ সেই তেজঃ ভূতলে পতিত হইয়া সোম রূপে দশদিক আশ্রয় করে। সমস্ত জীবগণের প্রাণ স্বরূপ সেই ব্রহ্ম-রূপী সোম অত্রির মানস পুত্ররূপে অনসূয়াতে উৎপন্ন হন। এইরূপে সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রহ্মাই সোমরূপে উৎপন্ন হইলেন। সেই প্রজাপতি সোম অথবা চন্দ্র স্বীয় শীতল কিরণদ্বারা মানবগণ ও ওষধি, লতা প্রভৃতিকে আপ্যায়িত করিয়া স্বর্গধামে অবস্থান করেন। মার্ক-১৭। (৫) অত্রির পুত্র সোম (অথবা বুধ);

তাঁহার তনয় পুরূরবা। অগ্নি-১২। (৬) অত্রি-তনয় সোম। তৎসুত বুধ; বুধাত্মজ পুরূরবা। বায়ু-৯১। অগ্নি-১৩। (৭) সোম রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া, ত্রি-ভুবন যজ্ঞ দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। সেই যজ্ঞে সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া দেবপত্নীগণ নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সোমকেই ভজনা করেন। অগ্নি-২৭৪। বায়ু-৯০। (৮) নক্ষত্রপতি সোম সকল ওষধির অধিপতি বলিয়া প্রপিতামহ পদবাচ্য হয়েন। তিনি সর্ব্বভূতের যোগক্ষেমকর। তিনি নিজ মরীচি-দ্বারা জগৎ পোষণ করেন। সকল পর্ব্ব সন্ধি, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার তিনি যোনিস্বরূপ। তিনি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ কর্ম্মদ্বারা সকল প্রাণীরই কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে নিয়ত করেন। বায়ু-৩১। (৯) সোম নবগ্রহের অন্যতম। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। সূর্য্য দেখ। (১০) দ্বাপরে সোম অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোলো-৫। (১১) সোম দ্বাদশ আদিত্যদের অন্যতম ছিলেন। কালিকা-৩৪। (১২) সোমের পুরীর নাম বিভা-বরী। বিষ্ণু-২য়-৮। (১৩) শবের গন্ধ সোমের অংশ! তজ্জন্য শব দর্শন করিয়া অথবা শব-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করা অনুচিত। বিষ্ণু-৩য়-১২। (১৪) মহর্ষি অত্রির নেত্র হইতে সোম উৎপন্ন হন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে দ্বিজগণ, ওষধি ও নক্ষত্র সকলের আধি-পত্য প্রদান করেন। সোম ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার অতিশয় অহঙ্কার উপস্থিত হয় এবং তিনি বৃহ-স্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৪। বুধ দেখ। (১৫) সোম ভগবান মনুর নিকট হইতে চাক্ষুষী বিদ্যালাভ করেন। সোমের নিকট হইতে বিশ্বাবসু এবং তাঁহার নিকট হইতে চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব তাহা লাভ করেন। মহাভা-আদি-১৭০। (১৬) সূর্য্যেরও এক নাম সোম। মহাভা-বন-৩। (১৭) সোমের কন্যার নাম জ্যোৎস্নাকালী। বরুণের পুত্র পুষ্কর তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। (১৮) পুরাকালে অত্রি-নন্দন সোম স্বর্গবাসিগণের সুখ সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, সেইরূপ সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতে বাসনা করেন, এবং স্বীয় পিতার পরামর্শে বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রে গমন করিয়া, বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তথায় সুদুশ্চর তপস্যা করিবার পর, বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া সোমকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সোম বিষ্ণুর নিকট নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজ-গণের আধিপত্য প্রার্থনা করিলেন। হরি সোমকে ঐ বর প্রদান করিতে

অসম্মত হইয়া অন্তবর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন সোম দুঃখিত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সুদীর্ঘকাল পরে বিষ্ণু পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সোম পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিলেন। এইবারও হরি ঐরূপ বর প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায়, সোম পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু সহস্র বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন সহ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণুর সন্তুষ্ট হইয়া সোমের প্রার্থনা মত বরই প্রদান করিলেন। তখন দেবগণ আসিয়া সোমকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সোম দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বদরি-৭। (১৯) সোম প্রথমে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞের ফলে তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল। হরি-হরি-১৮৬। (২০) অত্রির পুত্র বলিয়া সোম অনেক স্থলেই আত্রেয় বলিয়া উল্লিখিত হন। রোহিণী আদি সাতাইশ জন দক্ষকন্যা সোমের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রোহিণী হইতে বর্চ্চা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (২১) বৃক্ষগণের অধিপতি সোমের কন্যা মারিষাকে প্রচেতারা দশ ভ্রাতা বিবাহ করেন। এই প্রচেতাগণ হইতে মারিষার গর্ভে প্রাচেতস দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। সোম আবার এই দক্ষ প্রজাপতিরই সাতাইশ জন কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষ, প্রচেতা ও মারিষা দেখ। (২২) পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নক্ষত্রনিচয়, যজ্ঞ ও তপস্যা সমুদয়ের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সোম লক্ষ গো দক্ষিণাসমন্বিত রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। সোমের পিতা অত্রি সেই যজ্ঞের হোতা; ভৃগু অধ্বর্য্যু, হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা এবং স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। নারায়ণ স্বয়ং সনৎ-কুমারাদি আদ্য মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া, সেই যজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন। সোমদেব সেই সকল মুখ্য সদস্যগণকে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৫। বুধ দেখ। (২৩) সোমের পিতা অত্রি সর্ব্বলোকের মঙ্গলেচ্ছায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি কাষ্ঠ, ভিত্তি ও শিলার ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিয়া তপঃসাধনায় নিমগ্ন হন। তিনি যখন অনিমেষ নয়নে তপোনিরত ছিলেন, তখন তাঁহার শরীর সোমত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ শান্ত তেজঃ সম্পন্ন হয়। সেই তেজঃ ক্রমে স্বতঃই উৎক্ষিপ্ত হইয়া দশদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। তখন ব্রহ্মার নির্দ্দেশে দিগঙ্গনাগণ সেই আত্রেয় তেজ ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহারা সেই তেজ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মা সেই তেজকে ভূমিতে পতনোন্মুখ দেখিয়া

লোকহিত কামনায় তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। অতঃপর সেই দেবরূপী সোম এক শুভ্রবর্ণ, সহস্র অশ্ব-বাহিত রথে আরোহণ করিয়া, এক-বিংশতিবার এই সসাগরা ধরিত্রীকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার তেজ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলে, সেই তেজ হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইল। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সোমকে বীজৌষধি, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকলের রাজারূপে অভিষিক্ত করিলেন। তদ-ধধি তিনি নিজ কিরণদ্বারা জগতের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। বায়ু-৯০। স্কন্দ-আব-অব-২৮। (২৪) দক্ষের যে সাতাইশ জন কন্যা চন্দ্রের পত্নী ছিলেন তাঁহাদের নাম—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্ব-ফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুণী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদী, উত্তরভাদ্র-পদী, এবং রেবতী। (২৪) সোম দক্ষের সাতাইশটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্ব-স্থানে লইয়া গেলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রতি সমান ব্যবহার করি-তেন না। তিনি রোহিণীর প্রতিই অতিশয় আসক্ত হইয়া, অন্যান্য পত্নী-দিগকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য চন্দ্রবনিতাগণ কোন উপায়েই চন্দ্রের প্রণয় অর্জ্জন করিতে না পারিয়া, অতিশয় কুপিত হইলেন এবং তাঁহা-দের মধ্যে উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তর-ভাদ্রপদী, জ্যেষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়া এই নয়জন শশধর সমীপে গমন করিয়া রোহিণী ও শশাঙ্ককে অতিশয় কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও মতেই সোমের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ না হইয়া, তাঁহারা দক্ষের সমীপে গমন করিয়া অনুযোগ করিলেন। দক্ষ কন্যাগণের দুর্ভাগ্যে দুঃখিত হইয়া, সোমের নিকট গমনপূর্ব্বক, রোহিণী ভিন্ন অন্যান্য পত্নীগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করার জন্য, চন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন এবং সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। শশ-ধর দক্ষের সম্মুখে, তাঁহার উপদেশানু-যায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেও, তাঁহার প্রস্থানের পর পূর্ব্ববৎ রোহিণীর প্রতিই আসক্ত রহিলেন। কন্যাগণের কাতর প্রার্থনায় দক্ষ পুনরায় চন্দ্রকে অনুযোগ দিয়া, সকলের প্রতি সমব্যব-হার করিতে আদেশ দিলেন। শশাঙ্ক শ্বশুরের নিকট, সেইরূপ করিতে প্রতি-শ্রুতি দিয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। তখন দক্ষ অতিশয় কুপিত হইলেন। কোপপূর্ণ তাঁহার নাসিকাগ্র ভাগ হইতে অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, কাসোৎ-

পাদক, ভীষণ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইল। সেই যক্ষ্মারোগ দক্ষাদেশে চন্দ্রদেহ আশ্রয় করিলে, তিনি ক্রমশঃ দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন। যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত চন্দ্র ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিলে, ওষধি ক্ষয় পাইতে লাগিল। ওষধি সকলের অভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হইল। যজ্ঞাভাবে দেবগণ আহার প্রাপ্ত হইলেন না। যজ্ঞধূমের অভাবে মেঘ সৃষ্ট হইল না এবং মেঘাভাবে বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে,চারিদিকে হাহাকার উপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ইহার কারণ নির্ণয় ও প্রতীকার প্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই সকল বিপর্য্যয়ের কারণ ব্যক্ত করিয়া, প্রতীকারের জন্য তাঁহাদিগকে দক্ষের নিকটে গমন করিতে বলিলেন। দেবগণ দক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলে, দক্ষ বলিলেন যে, তাহার শাপ মিথ্যা হইবার নহে, তবে শশধর যদি সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারেন, তবেই এক পক্ষকাল তাঁহার ক্ষয় ও অপর পক্ষে বৃদ্ধি হইবে। দক্ষের নির্দ্দেশে দেবগণ তখন সুধাকর ও তৎপত্নীগণকে লইয়া ব্রহ্মার সদনে গমন করিলেন। পিতামহ দেবগণের নিকটে দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের সকলকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় তিনি সোমকে লোহিত নামক এক বৃহৎ সরোবর জলে অবগাহন করাইবা মাত্র, রাজ-যক্ষ্মা শশধরের দেহ হইতে নির্গত হইল। অতঃপর ব্রহ্মা সুধাকরের দেহস্থিত অমৃত পানে পরিপুষ্ট রাজ-যক্ষ্মাকে পর্ব্বতোপরি নিপীড়ন করিয়া, তাঁহার দেহ হইতে অমৃতকে নিষ্কাশিত করিলেন এবং সেই অশুদ্ধ অমৃত গোপনে ক্ষীরোদ সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া শশধরের কলা সকল ক্ষীণ হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সাগর হইতে সেই কলা সমূহ (যাহা পূর্ব্বে রাজযক্ষ্মার উদরে ছিল) এবং তৎসহ অমৃত ও জ্যোৎস্না আহরণ করিয়া, দেবগণ মধ্যে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি রাজ-যক্ষ্মার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, ক্ষীরোদ-সাগর হইতে আহৃত কলাদিদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় পরিপূর্ণ করিলেন। এইরূপ ষোলকলা পূর্ণ হইয়াও সোম পূর্ব্ববৎ শক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অঙ্গ-সন্ধি সকলের শৈথিল্য দূরীভূত হইল না। তিনি এই বিষয় ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে, পিতামহ নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা ছিল যে, লোকে যজ্ঞে প্রথমে প্রাজাপত্য, তৎপক্ষে ঐন্দ্র এবং সর্ব্বশেষে আগ্নেয় পুরোডাশ আহুতি দিবে। অতঃপর পিতামহ

এই নির্দ্দেশ করিলেন যে, চতুর্থবারে সকলে যজ্ঞে সোমের অংশে পুরোডাশ প্রদান করিবে। সেই যজ্ঞভাগ নিত্য ভোজন করিয়া, সোম পূর্ব্ববৎ উৎসাহ বীর্য্য লাভ করিতে পারিবেন। সোমের যে সকল অমৃতাংশ দেহচূর্ণ ক্ষীরোদ সাগরে তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেই গুলি, তাঁহার জ্যোৎস্না সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগে দেবাসুর মিলিত হইয়া, যখন সমুদ্র মন্থন করিবেন, তখন ক্ষীরোদসাগরস্থিত অবশিষ্ট অমৃতাংশ দেবগণ গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করিলে, তাঁহার দেহ পূর্ব্ববৎ তেজোবীর্য্য সম্পন্ন হইবে। দক্ষ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সোম এক পক্ষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ও আর এক পক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। সেই দক্ষ-বচনের সত্যতাসাধনের জন্য ব্রহ্মা শশাঙ্কের সমস্ত কলাকে ষোল অংশে বিভক্ত করিলেন। সেই ষোলভাগের এক ভাগ তিনি শিবমস্তকে স্থাপন করিলেন। অপর পঞ্চদশভাগ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন যে. তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ ভাগ প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক কলা হিসাবে ক্ষয় পাইয়া. শিবশিরস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে। সোমস্থ অমৃত দেবগণ গ্রহণ করিবেন এবং তেজ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। যে এক কলা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অমাবস্যা তিথির প্রথমভাগে হরিদ্বর্ণ পত্রাদিতে লুকায়িত থাকিবে। দ্বিতীয় ভাগে তাহা রোহিণী-সমীপে অবস্থান করিবে। তৃতীয় ভাগে তাহা সরস্বতী নদীতে অবগাহন করিয়া উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। এবং চতুর্থ ভাগে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। অতঃপর যখন পুনরায় প্রতিপৎ তিথি সমাগত হইবে, তখন শিব-শিরস্থিত কলাসমূহ, সূর্য্যস্থিত তেজসমূহ প্রত্যহ চন্দ্রমণ্ডলে প্রত্যাগত হইতে থাকিবে। এইভাবে দক্ষবচনের সত্যতা রক্ষা হইবে। কালিকা-২০, ২১। (২৬) রোহিণী ভিন্ন অপর পত্নীগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করাতে, সোম দক্ষের শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন। তখন দক্ষ তাঁহাকে রোগমুক্তির আশায় প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিয়া শিবের আরাধনা করিতে বলিলেন। শশধর সেই উপদেশানুযায়ী সাগরকূলে গমন করিয়া শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে শঙ্কর সোমের প্রত্যক্ষীভূত হইলে, চন্দ্র শিব-সমীপে রোগ-মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর বলিলেন যে দক্ষের বাক্য অন্যথা হইবে না। তথাপি তিনি এই বিধান দিলেন যে, চন্দ্র এক পক্ষে ক্ষয় ও অপর পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। এই ভাবে দক্ষের বাক্য যাহাতে অন্যথা না হয়, শিব সেই ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি চন্দ্র নিজ মণ্ডলে কলঙ্ক ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

অতঃপর শঙ্করের পরামর্শে চন্দ্র প্রভাস-ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০, ২১, ২২। (২৭) সোম যজ্ঞ করিয়া যখন দেবগণকে দক্ষিণা প্রদান করেন, তখন সিনী (সিনীবালী) কুহু, রতি (দ্যুতি), পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি এবং লক্ষ্মী এই নয় জন দেবী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-২৮। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩। (২৮) রোহিণী ভিন্ন অপর কন্যাগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলে, দক্ষ সোমকে "অন্তর্হিত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। সোমও দক্ষকে প্রতিশাপ দিয়াছিলেন। তৎফলে দক্ষ জলদেহ লাভ করেন। দক্ষশাপে সোম অন্তর্হিত হইলে, ওষধি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন দেবগণ প্রভৃতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, পিতামহ তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর সমীপে গমন করিতে বলিলেন। বিষ্ণু দেবগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সোমকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু শশধর উপস্থিত না হওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবাসুরগণ সহ সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মন্থন ফলে অপর এক চন্দ্র উত্থিত হইলে, দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণ বৃক্ষ-ওষধী সমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। অতঃপর সাগরোৎপন্ন সোম বিষ্ণুর আদেশে প্রজা পালনে নিযুক্ত হইলেন। নারদমুখে সেই সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ব সোম ব্রহ্মার সমীপে অনুযোগ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করিলে তিনি পূর্ব্ব সোমকে মহাকালবনে গমন করিয়া, তত্রস্থ শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর সেই মহাকালবনে শঙ্করের আরাধনা করিয়া সোম কান্তি, দীপ্তি, মূর্ত্তি ও রূপ লাভ করিলেন। তদ্ভিন্ন শঙ্কর সোমকে নিশানাথ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আব-চতু-২৬। (২৯) সমুদ্রমন্থনে অমৃতের তরঙ্গ (ফেনা) হইতে সোমের উৎপত্তি হয়। পদ্ম-ভূমি-১১৯। (৩০) অষ্টবসুর অন্যতম সোম। বসুগণ, অষ্টবসু ও মিত্র দেখ। (৩১) সোম পিতৃগণের অন্যতম। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৩২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সোম ও সুবর্চ্চা হইতে ক্ষত্রিয় বংশের পুনঃ প্রবর্ত্তন হইবে। বায়ু-৯৯। (৩৩) সাবর্ণি মন্বন্তরে সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। (৩৪) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত অন্যতম সেনাপতি। এই সোমই ত্রেতাযুগে রাজর্ষি জনকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বরা-১১, ৩৬। গৌরমুখ ও প্রফুল্ল দেখ। (৩৫) একজন বেদনিন্দক পাপাচারী শূদ্র। সে মরণান্তে পিশাচ-যোনিতে

জন্মগ্রহণ করে। পরে শাকটায়ন নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে মহাকালবনে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-আব-চতু-৬৮। (৩৬) প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অন্যতম দেবতা সোম। সোমের সহিত বেণার যুদ্ধ কালে, অশ্বিদ্বয় নানাবিধ খাদ্য-সমন্বিত তিন চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেরই অপর নাম সোম। তিনি বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৩৪।২ ; ১।৯১।৫।

সোমক—(১) অজমীঢ়ের তনয় সোমক। তাঁহার পুত্র জন্তু। হরি-হরি-৩২। মৎ-৫০। (২) সোমদত্তের তনয় সহদেব। তাঁহার পুত্র সোমক। বায়ু-৯৯। হরি-হরি-৩২। (৩) মৈত্রেয়ের পুত্র সোমক। তাঁহার তনয় জন্তু। অগ্নি-২৭৮। (৪) সহদেবের পুত্র সোমকের এক শত সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পৃষত সকলের জ্যেষ্ঠ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৫) কালিন্দী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। এই কৃষ্ণ-তনয়গণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৬) সহদেবের তনয় সোমক। তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং পৃষত সর্ব্ব কনিষ্ঠ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২২। গরু-পূ-১৪৪। (৭) পুরুবংশীয় সোমের শতপত্নী ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত কাহারও গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। পরিশেষে সোমকের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের একজনের গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্র সকল মহিষীরই অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সোমক ঐ একমাত্র পুত্রের জন্য অতিশয় চিন্তিত থাকিতেন। তিনি একমাত্র সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ঋত্বিক ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোনও উপায় আছে কিনা যদ্দ্বারা তাঁহার শতপুত্র জন্মলাভ করিতে পারে। ঋত্বিকগণ বলিলেন যে, সোমক যদি তাঁহার পুত্রের বসা দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন, তবে সেই আহুতি-সমুত্থিত ধুম আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার পত্নীগণ গর্ভধারণ করিবেন এবং সেই শত পত্নীর গর্ভে তাঁহার শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তাঁহার ঐ প্রথমজাত পুত্রও পুনরায় জন্মলাভ করিবেন। সোমক তাহাতেই সম্মত হইয়া সেইরূপ এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং তাঁহার মহিষীগণ সকলেই সেই যজ্ঞধূম আঘাণ করিয়া গর্ভধারণ পূর্ব্বক যথাকালে এক এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্রও পূর্ব্ব গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে সোমক পরলোকে গমন করিলেন। তথায় তিনি নিজ ঋত্বিককে নরকে পতিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋত্বিক বলি-

লেন যে সোমককে যজ্ঞে স্বীয় পুত্র বধ করিতে নিয়োজিত করার পাপেই তিনি নরক ভোগ করিতেছেন। তখন সোমক যমরাজকে বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং নরকাগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে সম্মত আছেন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার যাজককে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যমরাজ তাহাতে সম্মত না হওয়াতে এবং সোমকও নিজ ঋত্বিকের সহিত একত্র বাস করিতে উদ্‌গ্রীব হওয়াতে, এই রূপ স্থির হইল যে, সোমক নিজ পুণ্যের অর্দ্ধাংশ ঋত্বিককে প্রদান করিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা উভয়ে সমকাল নরকে অবস্থান করিয়া সদ্গতি লাভ করিবেন। মহাভা-বন-১২৬, ১২৭। (৮) সোমক প্রভৃতি নরপতিগণ বিধিমতে গো-দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহাভা-অনু-৭৬। (৯) সোমক প্রভৃতি নরপতিগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহাভা-অনুশা-১১৫। রন্তিদেব দেখ। (১০) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ। (১১) দেবী ভগবতীর অন্যতম অনুচর। দেবীপু-৯৩। (১২) সহদেবের পুত্র সোমক রাজা, মহর্ষি বামদেবকে দুইটি অশ্ব দিয়াছিলেন। সেই জন্য বামদেব তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিবার জন্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করেন। ঋক্-৪।১৫।৯।

সোমকীর্ত্তি—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১৭।

সোমচন্দ্র—গঙ্গাদ্বারে সোমচন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৪১। মাণ্ডব্য দেখ।

সোমতীর্থ—বসুদাম দেখ।

সোমদত্ত—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কুশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। তাঁহার আত্মজ কাকুৎস্থ। রামা-আদি-৪৭। (২) পুরুবংশীয় পঞ্চজনের তনয় সোমদত্ত। তাঁহার আত্মজ সহদেব। হরি-হরি-৩২। (৩) ঐ বংশীয় বাহ্লীকের আত্মজ সোমদত্ত। তৎপুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। ভাগ-৯স্ক-২২। হরি-হরি-৩২। বায়ু-৯৯। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৪) কুরুবংশীয় প্রতীপের অন্যতম পুত্রও বাহ্লীক। হরি-হরি-৩৮। (৫) কুরুবংশীয় শান্তনুর পুত্র বাহ্লীক ও সোমদত্ত। আবার এই বাহ্লীকের পুত্রের নামও সোমদত্ত। অগ্নি-২৭৮। (৬) বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত তাঁহার পুত্র জনমেজয়। বায়ু-৮৬। গরু-পূ-১৪২। (৮) ঐ বংশীয় কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। তাঁহার তনয় সুমতি। ভাগ-৯স্ক-২। (৯) কুরুবংশীয় বাহ্লীকের তনয় সোমদত্ত। তাঁহার তনয় ভূরি। গরু-পূ-১৪৪।

(১০) সোমদত্ত ও তাঁহার পুত্র ভূরিশ্রবা কৌরব পক্ষে থাকিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে যুদ্ধ করেন। তাঁহারা উভয়েই সমরে নিহত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-বন, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব্ব। (১১) সোমদত্ত নামে একজন সংহিতাকারও ছিলেন। অকৃতব্রণ দেখ। (১২) কাম্পিল্ল নগরীর অধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র সোমদত্ত। বরা-১৩৭।

সোমদ—চূলী দেখ

সোমধন্বা—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুণ্ডরিকের তনয়। তাঁহার পুত্র দেবানীক। বায়ু-৮৮।

সোমধেয়—জাতি বিশেষ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব দিকে সোমধেয়দিগকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-৯।

সোমনন্দী—শিবের পরিহাসে কুপিতা হইয়া সতী গৌরবর্ণ লাভ করিতে মনস্থ করিয়া, তপস্যার্থ গমন করেন। তিনি [সতী (২২) দেখ] যখন অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন এক দুষ্ট ব্যাঘ্র তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়া, তাঁহারই সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকে। দেবী তাহাকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, ঐ ব্যাঘ্র তাঁহাকে অপর কোনও দুষ্ট প্রাণীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে। এই রূপ মনে হওয়াতে ঐ ব্যাঘ্রের প্রতি দেবীর প্রীতির সঞ্চার হইল এবং তৎকলে ব্যাঘ্রের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সকল পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর দেবী গৌরবর্ণ লাভ করিয়া মহেশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, দেবীর প্রার্থনায় মহেশ্বর ব্যাঘ্রকে মনুষ্যরূপ প্রদান করিয়া নিজ গণনায়কদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন। যেহেতু সোমরূপা দেবী, মহেশ্বর এবং নন্দী ঐ ব্যাঘ্রের কার্য্যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ মনুষ্য-রূপ-লব্ধ ব্যাঘ্রের নাম হইল সোমনন্দী। শিব-বায়-পূ-২৩।

সোমপ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) পিতৃগণের অন্যতম। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৩) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

সোমপা—পিতৃগণের অন্যতম। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সোমপ্যায়ন—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ, মাতৃকা জটাধরা কর্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। জটাধরা দেখ।

সোমপ্রভা—দাক্ষায়নী সতীর অন্যতমা সখী। বাম-৫১।

সোমবর্চ্চা—(১) অন্যতম দেব গন্ধর্ব্ব।

পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

সোমবান্—সামবতী দেখ।

সোমবায়ব্য—একজন মহর্ষি। মহাভা শান্তি-১৬৬।

সোমবিৎ—জরাসন্ধ বংশীয় সহদেবের তনয়। তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা। মৎ-৫০।

সোমভোজন—পন্নগভোজী গরুড়াত্মজদিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

সোমযাগ—সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সোমযাগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। পৃশ্নি দেখ।

সোমরাজ—একজন সংহিতাকার। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। আজবন্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ।

সোমশর্ম্মা—(১) বারাহকল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে মহাদেব সোমশর্ম্মা নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব-বায়-উত্ত-১০। শিব (১৪) দেখ। (২) মৌর্য্যবংশীয় শালিশুকের তনয় সোমশর্ম্মা। তাঁহার পুত্র শতধন্বা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) সোমশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ নারায়ণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার জন্য স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পরে আবার নারায়ণের অনুগ্রহেই পুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বরা-১২৫। (৪) মদ্রদেশের শাকল নগরবাসী একজন বণিক্। তিনি কখনও কাহাকেও কিছু দান করেন নাই। সেই পাপে তিনি পিশাচযোনি প্রাপ্ত হন। বাম-৭৯। (৫) অবন্তীনগরী নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। সৌর-৪৭। (৬) সুকেশ নামক বৈশ্যের পুত্র। তিনি তাঁহার সখা সহদেবের সহিত বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করেন। তখন সহদেব ধনলোভে তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। স্কন্দ-আবরেবা-২০৯। (৭) দ্বারকাপুরীনিবাসী শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। শিবশর্ম্মা পুত্রের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য মায়াবলে কুষ্ঠরোগীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সোমশর্ম্মা নির্ব্বিকার চিত্তে কুষ্ঠরোগী মাতা ও পিতার সর্ব্বপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি তপস্যার্থ গমন করেন। তপস্যা করিবার সময়ে এক দানবকে দেখিয়া ভয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ভাবে জীবন শেষ হওয়াতে, তিনি মরণান্তে দানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-ভূমি-১-৫। (৮) সোমশর্ম্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে একজন শূদ্র ছিলেন। ঐ সময়ে এক বৈষ্ণবকে গৃহে স্থান দান

এবং একাদশীতে উপবাস করিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। পদ্ম-ভূমি-১১-২০

সোমশুষ্ম—রাজশ্রবা ঋষি নির্য্যন্তরের নিকটে বায়ুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া সোমশুষ্মকে তাহা প্রদান করেন। সোমশুষ্ম তাহা তৃণবিন্দুকে প্রদান করেন। তৃণবিন্দু দক্ষকে প্রদান করেন। বায়ু-১০৩। শক্তি, সবিতা, সারস্বত ও শরদ্বান দেখ।

সোমশুষ্মায়ন—বারাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে সোমশুষ্মায়ন নামক এক বেদবিভাজক ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। বেদব্যাস ও ব্যাস দেখ।

সোমশ্রবা—মদ্রদেশান্তর্গত শাকলনগরীর অধিবাসী একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। বাম-৭৯।

সোমসদ—অন্যতম পিতৃগণ। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সোমসেন—শম্বর নামক অসুরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬১।

সোমা—(১) অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে তিনি অন্যান্য গন্ধর্ব্ব অপ্সরা দিগের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (২) পুরীকা নামক নগরের অধিপতি বিক্রম নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী। কল্কি-২য়-৪।

সোমাঙ্গিরা—দক্ষিণদিকবাসী মহর্ষিগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-১৫০।

সোমাধি—(১) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সহদেবের পুত্র। তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। তৎপরে শ্রুতশ্রবা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মৎ-২৭১। বায়ুপুরাণ মতে (৯৯ অঃ) সোমাধি আটান্ন বৎসর রাজ্য করেন। তিনি একজন বিখ্যাত তপস্বী ছিলেন। সোমাপি দেখ।

সোমাপি—(১) মগধের জরাসন্ধবংশীয় সহদেবের তনয়। তাঁহার আত্মজ শ্রুতবান। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (২) সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। ভাগ-৯স্ক-২২। কল্কি-৩য়-৪। (৩) জরাসন্ধবংশীয় সহদেবাত্মজ সোমাপির শ্রুতসেন, ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতবান্ ও জনমেজয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গরু-পূ-১৪৪। (৪) মগধ-বংশীয় জরাসন্ধের পুত্র সোমাপি। তাঁহার তনয় শ্রুতশ্রবা। গরু-পূ-১৪৫।

সোমাহুতি—ভৃগুর পুত্র সোমাহুতি ঋষি, অগ্নির স্তব করিয়া কয়েকটি ঋক্মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-২।৪।

সোমেশ—তন্ত্রোক্ত অন্যতম রুদ্র। শক্তি ও রুদ্র দেখ।

সোমেশ্বর—দক্ষশাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করেন এবং অভীষ্ট বর লাভ করিয়া যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন তাহাই সোমেশ্বর নামে পরিচিত। সোম দেখ।

সোক্ষ—অসুর-পতি অন্ধকের অন্যতম অনুচর। দেবাসুর যুদ্ধে যমের

সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। বাম-৬৯।

সোহাঞ্জি—যদুবংশীয় কুন্তির তনয়। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান। ভাগ-৯স্ক-২৩।

সোকলিনী—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচরী শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

সৌগন্ধিকা—শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহচরী শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

সৌতপস্য—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। তামস মনু দেখ।

সৌতি—সংহিতাকার মহর্ষি রোমহর্ষণের পুত্র। কোনও কোনও পুরাণে তিনি সূত নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনিও একজন পুরাণ পাঠক ছিলেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সর্প-সত্রে বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ ভারত কথা শ্রবণ করিয়া, নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সর্পসত্রে সমাগত অন্যান্য মহর্ষিগণের নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-আদি-৯। স্বর্গারোহণ-৫।

সৌদাগিনী—(১) কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভজাত কন্যা। তিনিই নভোমণ্ডলোদ্ভাসিনী সৌদামিনী। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

সৌদাম্নি—সুদাম নৃপতির কন্যা ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতি কুরুর মহিষী। বাম-২২।

সৌদাস—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি সুদাসের পুত্র। তাঁহার নামান্তর মিত্রসহ ও কল্মাষপাদ। রামা-উত্ত-৭৮। কল্মাষপাদ ও মিত্রসহ দেখ। (২) সৌদাসের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা মহাভা-শান্তি-৪৯। (৩) সৌদাস নৃপতি যখন বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহর্ষি উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য, সৌদাস সমীপে গমন করিয়া, তৎপত্নী মদয়ন্তীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করেন। সৌদাস উতঙ্ককে বলেন যে, কুণ্ডলদ্বয় মদয়ন্তীর সন্নিকটে আছে। তখন উতঙ্ক মদয়ন্তীর সমীপে গমন করিয়া, কুণ্ডল প্রার্থনা করেন। মদয়ন্তী প্রথমে তাহা প্রদান করিতে অসম্মতা হন। পরে সৌদাসের বিশেষ অনুরোধে এবং ঐ কুণ্ডল দান করিলে তাঁহার স্বামীর কল্যাণ হইবে, এই বিবেচনায় উতঙ্ককে তাহা প্রদান করিলেন। মহাভা-আশ্র-৫৭, ৫৮। উতঙ্ক দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় রাজা সুদাসের তনয় সৌদাস। তাঁহার আত্মজ সহদেব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। গরু-পু-১৪৪। (৫) সূর্য্যবংশীয় সুদাসের পুত্র সৌদাস। তাঁহার তনয় অশ্মক। কূর্ম্ম-পু-২৩। কল্কি-৩য়-ত। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মিত্রসহ নৃপতির পুত্র সৌদাস। তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হন। বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান

করার জন্য, দুঃখিত হইয়া বশিষ্ঠ সৌদাসকে বলেন যে, রাজা যখন এক রাক্ষসকে বধ করিবেন, তখন তিনি স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইবেন। সৌদাস রাক্ষস-রূপ প্রাপ্ত হইবামাত্র, তাঁহার পাচক রূপধারী রাক্ষসও স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অনুচরগণ সহ সৌদাসকে আক্রমণ করে। কিন্তু সৌদাস নৃপতি অবলীলা ক্রমে তাহাকে নিধন করিয়া, নিজ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন। অতঃপর সৌদাস নৃপতি পুনরায় নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাক্ষসরূপে অবস্থান কালে তিনি অনেক ব্রাহ্মণ ও মুনি বধ করিয়াছিলেন। সেই পাপে তাঁহার দেহ ব্রণাদি সমাকীর্ণ ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইল। তিনি বশিষ্ঠের পরামর্শে নানা তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়াও কোন উপকার লাভ করিতে না পারিয়া, দুঃখিত চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিশীথে এক গর্ত্তমধ্যে পতিত হন। অতি কষ্টে সেই গর্ত্ত মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, তিনি বিস্ময়ান্বিত চিত্তে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ পুনরায় পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। বশিষ্ঠকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, মহাদেব লিঙ্গহীন হইয়া লোকলজ্জা ভয়ে ঐ গর্ত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫৩। বশিষ্ঠ, মিত্রসহ, মদয়ন্তী ও অশ্মক দেখ।

সৌধ—পুরাবসু নামক গন্ধর্ব্বের অন্যতম পুত্র। পুরাবসু দেখ।

সৌনন্দা—বৎসপ্রী নামক ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক নৃপতির মহিষী। মার্ক-১১৬।

সৌবর্ণ—রসাতল নিবাসী অন্যতম নাগ। দেবীপু-৩।

সৌবল—(১) দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি অনেক স্থলে সৌবল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভা-আদি-৬১। (২) একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। ঘোর নামক দৈত্য তাঁহার পুরী অধিকার করেন। দেবীপু-২। (৩) কলিযুগের একজন রাজা। বরা-৬৮।

সৌবলী—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের একজন বৈশ্যা পত্নী। দেবীভা-২স্ক-৬।

সৌবীর—(১) সিন্ধুদেশাধিপতি। তাঁহার নামান্তর রহূগণ। বিষ্ণু-২য়-১৩, ১৪। রহূগণ দেখ। (২) একজন যবনরাজ। তাঁহার নামান্তর বিতুল। তিনি ত্রিবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজয় করিয়া, কর গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১৩৯। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা জয়দ্রথও সৌবীররাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহাভা-বন-২৬৩।

সৌবীরী—(১) পুরুবংশীয় মনস্যুর পত্নী। মনস্যু দেখ। (২) সুবীর দুহিতা সৌবীরী ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মরুত্তের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। মার্ক-১৬১।

সৌভ, সৌভপতি—শাম্ব দেখ।

সৌভগ—বৃহৎশোকের পুত্র। ভাগ ৬স্ক-১৮। উরুক্রম দেখ।

সৌভদ্র—(১) বসুদেবের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) ত্রিপুর অসুরের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৭০

সৌভরি—(১) সৌভরি নামক একজন মুনি জলমধ্যে থাকিয়া অযুত বর্ষ তপস্যা করেন। তিনি জলমধ্যে অবস্থান কালে মীনরাজের গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলোকন করিয়া, গৃহধর্ম্মে স্পৃহান্বিত হন। তিনি তৎপরে মহারাজ মান্ধাতার শতকন্যাকে বিবাহ করেন। সৌভরি যখন জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন গরুড় তাঁহার সম্মুখেই মীনরাজকে বধ করেন। তাঁহাতে মীনগণের দুঃখে আর্দ্র হৃদয় সৌভরি মুনি, গরুড়কে শাপ প্রদান করেন যে, গরুড় যদি মীনগণের অনিষ্ট করেন, তবে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। গর্গ-বৃন্দা-১৪। ভাগ-১০স্ক-১৭। (২) সৌভরি মুনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিন্দুমন্তের পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। গরু-পূ-১৪২। (৩) সৌভরি মুনি জলমধ্যে মৎস্যগণের সংসারাশ্রম লীলা অবলোকন করিয়া, দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, মান্ধাতার নিকটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে রাজকন্যাগণের পাণিপ্রার্থনা করেন। মান্ধাতা, মুনির শাপ ভয়ে, প্রত্যাখ্যান করিতে ভীত হইলেন। তজ্জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সৌভরি মুনিকে বলিলেন যে, তাঁহার কন্যাগণ যদি তাঁহাকে মনোনয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কোনও আপত্তি থাকিবে না। সৌভরি মুনি মান্ধাতার কৌশল বুঝিতে পারিয়া, সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং গন্ধর্ব্বাদিগণের অপেক্ষাও মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যাগণ মুনির অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সকলেই তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। রাজা মান্ধাতা কন্যাগণের ব্যগ্রতাদর্শনে অনন্যোপায় হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ পঞ্চাশ কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সৌভরি ঐ কন্যাগণকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল রাজকন্যাগণের গর্ভে সৌভরি মুনির এক শত পঞ্চাশজন পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই সকল পত্নী পুত্র-দিগকে লইয়া সৌভরি মুনি পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তাহাদের মায়ায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল অতীত হইলে, সৌভরির অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তির কথা বিবেচনা

করিয়া, তিনি অতিশয় চিন্তিত হই-লেন এবং নানারূপ চিন্তার পর পত্নী-গণসহ বনবাস আশ্রয় করিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ভাগ-৯স্ক-৬।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী—দেবর্ষি নারদ একবার নারায়ণের নিকটে মায়ার স্বরূপ জানিতে বাসনা করেন। তাহাতে রমাপতি তাঁহাকে এক সরো-বরে স্নান করিতে বলেন। নারদ সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিবা-মাত্র, স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং পূর্ব্বা বস্থা সম্পূর্ণ তাঁহার চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। সেই স্ত্রীরূপী নারদকে তালধ্বজ নামক এক নৃপতি বিবাহ করেন এবং রাজার ঔরসে স্ত্রীরূপী নারদের গর্ভে কতিপয় সন্তানও জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁহাদিগেরও সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। এই ভাবে স্ত্রীরূপী নারদের রাজসংসারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর, বিষ্ণু পুনরায় স্ত্রীরূপী নারদকে তাঁহার পূর্ব্বরূপ প্রদান করেন। তখন বিষ্ণুর প্রসাদে নারদ মায়ার স্বরূপ সম্যক্‌-রূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সেই স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত নারদের নাম হইয়াছিল সৌভাগ্য লক্ষ্মী। দেবীভা-৯স্ক-২৮, ২৯।

সৌভাগ্যেশ্বর— মহাকালবনস্থিত মতঙ্গেশ্বর শিব লিঙ্গ সৌভাগ্যেশ্বর নামে বিখ্যাত। মদনমঞ্জরী দেখ।

সৌবকি—একজন ক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহাভা-সভা-৪।

সৌমদত্তি—দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী এক জন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাভা-সভা-৪৭; উদ্‌ ২৬, ২৯, ১২৩।

সৌমনস—বিশ্রবা হইতে শৈবেয়, বিক্রান্ত ও সৌমনস নামে তিনটি বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ দ্বারা এই পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যাধরগণ হইতে পৃথিবীতে বহু ব্যোমচারী বিদ্যাধর-গণ উৎপন্ন হইয়াছেন। বায়ু-৬৯।

সৌমনস্য—শাল্মলী-দ্বীপাধিপতি যজ্ঞ-বাহুর পুত্র। তিনি তন্নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। যজ্ঞবাহু দেখ।

সৌমিত্রি—রাণায়নীয় ও সৌমিত্রি, ইঁহারা সামবেদ বিশারদ ছিলেন। তাঁহারা তিনটি সংহিতাও প্রণয়ণ করেন। ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১।

সৌমিনী—পত্নী বিনতার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতন পুত্র। লি-পূ-৬৩।

সৌমুক—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈদেহরাত দেখ।

সৌম্য—(১) মগধের স্বাতিকর্ণ-বংশীয় পুরীন্দ্রসেনের তনয় সৌম্য। তাঁহার পর সুন্দরশাস্তিকর্ণ এক-বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

(২) যমের অন্যতম অনুচর। বক্র-নাশ দেখ। (৩) ভরতবংশীয় শত-শৃঙ্গের অন্যতম পুত্র। শতশৃঙ্গ দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম। তিনি কুক্কুটেশ্বর তীর্থে ঐ নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব (৫০) দেখ। (৫) অন্যতম পিতৃগণ। পিতৃ-গণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সৌম্যদৃক্—অন্যতম রুদ্র। রুদ্র (১৭) দেখ।

সৌম্যা—(১) অন্যতমা দেবী। মদন-বাসিনী দেখ। (২) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) পূষা, বশা, সুমনা, রতি, প্রীতি, ধৃতি, শুদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, বশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃতা—এই ষোলটি চন্দ্র-কলার পূজা করিলে, সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। তন্ত্রঃ ৯৮৮ পৃঃ দেখ।

সৌর—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। ভাগবিত্তি দেখ।

সৌরভ—(১) দশম (ধর্ম্মসাবর্ণি) মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (২) অন্যতম দেবতা। মহাভা-বন-২১৮। পাঞ্চজন্য দেখ।

সৌরভের—দীর্ঘতমা ঋষি সৌর-ভেয়ের নিকট গো-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। মহাভা- আদি-১০৪। বৃহস্পতি, অশিজ ও মমতা দেখ।

সৌরভেয়ী—(১) অন্যতমা অপ্সরা। মৎ-১৬১। হরি-হরি-২২৪। স্কন্দ মাহে-কুমা-১। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। মহাভা-সভা-১০। (২) বর্গা, সৌর-ভেয়ী প্রভৃতি অপ্সরা এক ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করায়, ব্রাহ্মণের অভিশাপে কুম্ভীর যোনি প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-২১৬। বর্গা, বর্চ্চা ও অর্জ্জুন দেখ।

সৌরি—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬। মাতৃকাগণের তালিকা সমূহ দ্রষ্টব্য। (২) ভৃগু-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৎস্যগন্ধ দেখ। (৩) যদুবংশীয় সৌরি নৃপতির ঔরসে নারায়ণ আবির্ভূত হয়েন। বরা-১৪৯।

সৌরী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুলোদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

সৌর্য্য—একজন বৈদিক ঋষি। প্রশ্ন উপনিষৎ।

সৌর্য্যায়ণি—সৌর্য্য ঋষির পুত্র মহর্ষি গার্গ্য, সৌর্য্যায়ণি নামেও পরি-চিত ছিলেন। প্রশ্ন উপনিষৎ।

সৌশ্রুত—বিশ্বামিত্র বংশীয় এক-জন ঋষি। বায়ু-৯১। সৈন্ধবায়ন দেখ।

সৌহসোক্তি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

স্কন্দ—(১) দেবসেনাপতি স্কন্দ অগ্নির তেজসম্ভূত ও স্বাহার গর্ভজাত ছিলেন। দক্ষ দুহিতা স্বাহা হুতাশনের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। অগ্নি যখন মহর্ষি পত্নীগণের রূপাসক্ত হইয়া কৌশলে নিজ মনোভিপ্রায় সফল করিবার প্রয়াস পান, (হুতাশন দেখ) তখন স্বাহা অগ্নির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, মহর্ষি পত্নীগণের রূপধারণপূর্ব্বক অগ্নির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মিলন প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি তাহাতে সম্মত হইলে, স্বাহা ছয়বার ছয়জন মহর্ষি পত্নীর রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির সহিত মিলিত হইলেন। স্বাহা অগ্নি তেজ গ্রহণ করিয়া, শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেত পর্ব্বতস্থ কাঞ্চন কুণ্ডে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। (স্বাহা দেখ)। সেই তেজোময় অগ্নিবীর্য্য হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল, তাঁহার নাম হইল স্কন্দ। এই অগ্নি তেজসম্ভূত পুত্র ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা এবং এক জঠর বিশিষ্ট হইলেন। অগ্নি তেজ প্রতিপদ তিথিতে কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহা হইতে স্কন্দ উৎপন্ন হন। দ্বিতীয়াতে তাঁহার আকৃতি কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীয়মান এবং চতুর্থীতে সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইল। অনন্তর স্কন্দ দানবকুল নিধনার্থ মহেশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত মহাধনু গ্রহণপূর্ব্বক মহারবে নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই নিনাদে ত্রৈলোক্য কম্পিত হইয়া উঠিল। চিত্র ও ঐরাবত নামক দুই নাগরাজ কুমারের সেই নিনাদ শ্রবণে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু কুমার বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, বিভিন্ন হস্তে শঙ্খ, শক্তি, গদা প্রভৃতি অস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক মহা বিক্রমে পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ অশেষ পরাক্রম দর্শন করিয়া, নানা জাতীয় লোক সমূহ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি শর নিক্ষেপ দ্বারা হিমাচল-সুত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, শ্বেত পর্ব্বত প্রভৃতি শৈলগণকে বিদীর্ণ করিয়া, উৎপাতিত করিলেন। তখন বসুন্ধরা কাতরা হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হইলে, কুমার তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ষড়াননের জন্মগ্রহণে এইরূপে চারিদিকে মহাভয়ঙ্কর উৎপাত সমূহ উপস্থিত হইলে, কেহ মহর্ষি পত্নীগণকে, কেহ বা সুপর্ণীরূপ ধারিণী স্বাহাকে, দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কেহই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। এক বিশ্বামিত্র প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন।

কারণ তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে হুতাশনের অনুসরণ করিয়া, স্বাহার সহিত অগ্নির মিলন দর্শন করিয়াছিলেন। সেই জন্য, বনবাসীদিগের বাক্যে মহর্ষিগণ যখন নিজ নিজ পত্নীকে অগ্নিভুক্তা বিবেচনায় পরিত্যাগ করেন, তখন বিশ্বামিত্র সকল বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বাহাও আগমন করিয়া ষড়াননকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অতঃপর দেবগণ ষড়াননের জন্মগ্রহণ সংবাদে অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বারংবার, কুমারকে বধ করিবার জন্য, দেবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরন্দর তাহাতে সাহস পাইলেন না। তখন দেবগণ কুমারকে বধ করিবার জন্য অসাধারণ শক্তি সম্পন্না মাতৃকাগণকে প্রেরণ করিলেন। মাতৃকাগণ কুমারকে বধ করিবার বাসনায়, গমন করিয়াও তাঁহার বলবিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া, বধেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাৎসল্য সহকারে কুমারকে অভিনন্দন করিলেন। কুমারও তাঁহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে অগ্নিও কুমার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, ষড়ানন তাঁহারও যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর হুতাশন, মাতৃকাগণ এবং মাতৃকাগণের ক্রোধ সঞ্জাত এক ক্রূর দর্শনা রুধিরপ্রিয়া নারী—সকলে মিলিত হইয়া, ষড়াননকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্নি ছাগরূপধারী ও বহু সন্তান সম্পন্ন হইয়া, সতত ক্রীড়নকদ্বারা কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, বহু ঘোরদর্শন স্বর্গবাসীগণ, প্রভৃতিও কার্ত্তিকেয়কে বেষ্টন করিয়া, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বিষয় অবগত হইয়া দেবরাজ দিব্যবাহিনীসহ, স্কন্দকে বধ করিবার জন্য, আগমন করিলে, দেবরাজের সহিত ষড়াননের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কুমারের বাণ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দেব-বাহিনী দগ্ধ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবতারা এবং দেবসেনা সকল পুরন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া, স্কন্দেরই শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া, পুরন্দর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কুমারের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রাঘাতে কুমারের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল এবং সেই পার্শ্বদেশ হইতে এক দিব্য, সুবর্ণকুণ্ডল ও শক্তিধারী পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। বজ্রাঘাতদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হয় বিশাখ। সেই কালানলসম কান্তিসম্পন্ন পুরুষকে দেখিয়া দেবরাজের শঙ্কা আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি

কৃতাঞ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর ষড়ানন শরণাগত দেবরাজকে অভয় প্রদান করিলে, অন্যান্য সুরগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিজয়ী ষড়ানন হিরণ্ময় মাল্যকিরীটাদি-ভূষিত হইয়া উপবেশন করিলে, শ্রীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্টভাবে তাঁহার স্তব করিয়া, তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবরাজ স্বয়ং ও তাঁহাকে স্বর্গলোকের আধিপত্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমার তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পুরন্দরকেই স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্কন্দ যখন ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন দেবরাজ তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে দেবগণের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ষড়ানন স্কন্দ দেবগণের অর্থসিদ্ধি, গো-ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত দেবসেনাপতির পদগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর দেবগণ, মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া, স্কন্দের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। স্বয়ং দেবদেব ত্রিপুরারি দেবীসহ সমাগত হইয়া তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত প্রেমময় মাল্য অর্পণ করিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সুসমৃদ্ধ অগ্নিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অগ্নি প্রদত্ত কুক্কুট তাহার রথে কেতুরূপে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দেবসেনাপতি পদ গ্রহণ করিলে, চারিদিকে আনন্দধ্বনি উপস্থিত হইল। অতঃপর পুরন্দর দেবসেনা নাম্নী তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণয়িনীকে আনয়ন করিয়া, স্কন্দকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। ষড়ানন যথাবিধানে দেবসেনাকে পরিগ্রহ করিলে, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। পঞ্চমী তিথিতে কার্ত্তিকেয় লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। মহাভা-বন-২২৩-২২৫ ; ২২৭। (২) কোন সময়ে শঙ্কর নির্জ্জনে শঙ্করীসহ আসক্ত ছিলেন, এমন সময়ে বহ্নি, দেবগণের প্রার্থনায় শুক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সকাশে উপস্থিত হইলেন তাহাতে কুপিত হইয়া শঙ্কর হুতাশনকে অভিশাপ দিলেন—"যেহেতু তুমি এইরূপ অসময়ে এখানে আগমন করিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাতেই আমার বীর্য্য উপ-

গত হইবে।" অতঃপর হুতাশন সেই শিব তেজঃ ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে সঞ্চালিত করিলেন। সেই শিব তেজঃ অতঃপর হেমরূপে তাহাদের জঠর ভেদ করিয়া শরবণে পতিত হইলে, তাহা হইতে বহুযোজন বিস্তৃত এক বিমল সরোবরের সৃষ্টি হইল। দেবী পার্ব্বতী সেই সরোবরের বিষয় অবগত হইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে তথায় গমন করিলেন এবং তথায় স্নান ও জল ক্রীড়াদি সমাপন করিয়া জলপান করিবার বাসনায় তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলেন। কৃত্তিকাগণ দেবীর মনোভিপ্রায় অবগত হইয়া, পদ্মপত্রে সেই সরোবরের সূর্য্য সন্নিভ বারি আহরণ করিয়া, দেবীকে বলিলেন, "আপনি যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, এই জলপান করিয়া আপনার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র আমাদের নামে পরিচিত ও আমাদেরই পুত্র তুল্য হইবে, তাহা হইলেই আমরা আপনাকে এই সরোবরের জল পান করিতে দিব।" দেবী তাহাতে সম্মতা হইয়া, কৃত্তিকাগণ প্রদত্ত জল পান করিলেন। অতঃপর তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষিভেদ করিয়া এক অদ্ভুত মূর্ত্তি বালক বহির্গত হইল। তাহার শরীরদ্যুতিতে চতুর্দ্দিক প্রভাময় হইল। ষড়ানন সেই বালক তীক্ষ্ণ শক্তি ও শূল ধারণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুৎসিত দৈত্যগণকে বধ করিবার জন্যই যেন, তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া দেবগণ তাঁহার নাম রাখিলেন কুমার।" জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ঐ কুমার শিব তেজ রূপে বহ্নি বদনে নিক্ষিপ্ত হন। অনন্তর তিনি শিশুরূপে পার্ব্বতীর বামকুক্ষি ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে বিশাল শরকানন মধ্যে সূর্য্য সদৃশ দুই মহাবল বালক শিশু জন্মগ্রহণ করে। ঐ মাসেরই শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে পুরন্দর দেবগণের মঙ্গলের জন্য ঐ বালকদ্বয়কে একত্রীভূত করেন। ষষ্ঠিতিথিতে ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রমুখ যথাবিধানে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তদনন্তর সুরপতি তাঁহাকে দেবসেনা নামক এক কন্যা পত্নীত্বে প্রদান করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে আয়ুধরাজি, কুবের অনুচর স্বরূপে দশলক্ষ যক্ষ, হুতাশন তেজ, বায়ু বাহন এবং ত্বষ্টা ক্রীড়নক স্বরূপ একটি কামরূপী কুক্কুট প্রদান করিলেন। স্কন্দ যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রার্থনায় তারক নামক দেবগণের ভয়োৎপাদক মহাসুরকে বধ করিবার জন্য, গমন করিলেন এবং মহাসংগ্রাম করিয়া তাহাকে

নিধন করিলেন। মৎ-১৫৮-১৬০। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪। (৩) হিমাচল দুহিতাকে বিবাহ করিয়া মহেশ্বর কৈলাস পর্ব্বতে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলেও দেবদেবের ক্রীড়ার অবসান হইল না। তখন চারিদিকে প্রলয় কালতুল্য মহাভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ উপস্থিত হইল। দেবগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য মিলিত হইলেন। পরে তাঁহারা নারদের নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, অগ্নিকে শিব সন্নিধানে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। হুতাশন প্রথমে ক্রীড়মান, দেবীসঙ্গ অবস্থিত দেবদেবের সমীপে গমন করিতে অসম্মত হইলেন। পরে দেবগণের একান্ত অনুরোধে সম্মত হইলে, তাঁহাকে অগ্রে করিয়া দেবগণ, যে স্থলে মহেশ্বর মহেশ্বরী সহ ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই স্থলে গমনপূর্ব্বক নানারূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন যে, গিরিজাগর্ভে যেন সন্তান সঞ্জাত না হয়। শম্ভু সেইরূপ ব্যবস্থায়ই সম্মত হইয়া বলিলেন যে, দেবগণ যেন তাঁহার তেজ গ্রহণ করেন। কারণ তাঁহার অমোঘ বীর্য্য ভূতলে ক্ষরিত হইলে, তাহাদ্বারা ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ হইবে। শম্ভুর বাক্যে সুরগণ প্রথমে ভয়বিহ্বল হইয়া, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অপারগ হইলেন। অনন্তর বহ্নি নিজহস্তে শিব তেজঃ ধারণ করিতে সম্মত হইলে, শিব হুতাশনের পাণিপুটে নিজ তেজ নিক্ষেপ করিলেন। পাবক তাহা আনন্দ সহকারে পান করিলে, অংশে অংশে তাহা দেবগণের উদরসাৎ হইল। ঐ শিবতেজ গ্রহণ করিয়া, হুতাশন সন্তপ্ত হইলে, দেবগণও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। সেই শিবতেজে সকলেই গর্ভধারণ করিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর গোপনে সেই গর্ভ রক্ষা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিজ নিজ সগর্ভ অবস্থা নিবেদন করিয়া, পরিত্রাণোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর বলিলেন যে, তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেবগণের দুর্ব্বুদ্ধির ফল। তাঁহারা গিরিজার গর্ভে সন্তান কামনা করেন নাই, তাই তাঁহাদিগকেই শিব তেজে গর্ভ ধারণ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক দেবগণ অতঃপর মহেশ্বরের পরামর্শে মেরুপর্ব্বতে গমন করিয়া, শরবনে গর্ভ মোচন করিলেন। দেবগণমোচিত সেই শিবতেজ শৈলোপরি নিক্ষিপ্ত হইলে, শৈলবনাদি সহ মেরুপর্ব্বত

কাঞ্চনময় হইয়া গেল। অনন্তর সেই শিবতেজ সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া গঙ্গায় নিপতিত হইয়া একত্র হইয়া গেলে, শঙ্কর তাহা সুমেরু পর্ব্বতেই লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। মেরু পর্ব্বতে গুপ্ত সেই শিবতেজ সহস্র বৎসর পরে অযুত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া কঠিন ভাব ধারণ করিল। সেই কারণে সেই শিব-তেজোৎপন্ন বালক স্কন্দ নামে অভি-হিত হইলেন। হরের পুত্র বলিয়া তাঁহার অপর এক নাম হইল কুমার। ষট্-বদন দ্বাদশ-লোচন ও দ্বাদশ-বাহু-বিশিষ্ট হইয়া সেই কুমার শোভ-মান হইলে, শিবের আদেশে ষট্ কৃত্তিকা গণ স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তন্য দান করেন। সেই কারণে কুমারের এক নাম হয় কার্ত্তিকেয়। অনন্তর গর্ভপঙ্কদ্বারা লিপ্তগাত্র সেই কুমারকে সকলে শরবন সমীপে গঙ্গায় স্নান করাইলেন। ষড়ানন উত্থিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিলেন। অতঃপর পিঙ্গলের নিকট সংবাদ পাইয়া মহে-শ্বর দেবীসহ কুমারকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা কুমার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, হুতাশন ষড়াননকে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন কার্ত্তিকেয় দেবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া, পরম পরি-তৃপ্তির সহিত দেবীর স্তন্যপান করি-লেন। পঞ্চমী তিথিতে কুমার উপ-বেশন করিলেন এবং ষষ্ঠীতেই তিনি ত্রৈলোক দহনক্ষম সামর্থ্য লাভ করি-লেন এবং নানারূপ অসমসাহসিক কার্য্যদ্বারা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। প্রাণিগণ তাঁহার অসমসাহসিক কার্য্যে শঙ্কিত হইয়া, পুরন্দরের নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিলেন এবং সত্বরই তাঁহাকে বিনাশ করিয়া, নিজ বিপদের মূল উৎপাটন করিতে বলিলেন। পুরন্দর প্রথমে বালকের কোনও অনিষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বরঞ্চ ঐরূপ কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করার জন্য লোক সমুদয়কে তিরস্কার করিলেন। তখন প্রাণিগণ পুরন্দরকে, তাঁহার দিতির গর্ভ ছেদন কার্য্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া, স্কন্দের ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুরন্দরের রোষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তিনি সেনাবাহিনী পরিবৃত হইয়া, স্কন্দকে আক্রমণ করিবার জন্য অভিযান করিলেন। কুমারও তাহা জানিতে পারিয়া মহেশ্বর প্রদত্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া, মাতৃগণ ও প্রমথগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া, দেব-রাজের সম্মুখীন হইলেন। কিয়ৎকাল তাঁহাদের সমর হইবার পর, দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ঐ সমর হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সুরগুরুর পরামর্শে

পুরন্দর অস্ত্র সংবরণপূর্ব্বক স্কন্দের শরণাগত হইয়া, তাঁহাকে সুরলোকের আধিপত্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। কুমার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পুরন্দরকেই স্বপদে অধিষ্ঠান করিতে বলিয়া, আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি দানবগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সুররাজ ও অন্যান্য দেবগণকে সাহায্য করিবেন। তখন দেবলোকবাসী সকলে পরম হৃষ্ট হইয়া, কুমারকে তাঁহাদের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। দানবপতি তারক সেই সংবাদ পাইয়া, ক্রোধে কুমারকে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুমার অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বধ করিয়া, দেবগণকে নিঃশঙ্ক করিলেন। সৌর-৬০-৬৩। (৪) শঙ্কর যখন নির্জ্জনে শঙ্করী সহ আসক্ত ছিলেন, তখন ইন্দ্র, তাঁহাদের পুত্রোৎপত্তি আশঙ্কায় ভীত হইয়া, অগ্নিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। হুতাশন সূক্ষ্মদেহে শিব-পার্ব্বতী সন্নিধানে গমন করিলেন। উমা তাহা জানিতে পারিয়া, পাবককে অভিশাপ দিলেন "যেহেতু তুমি আমার পরিতৃপ্তি লাভের পূর্ব্বেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছ, সেইজন্য তোমাকেই শিব তেজে গর্ভধারণ করিতে হইবে।" বহ্নি তখন রুদ্রাণীর শাপে গর্ভধারণ করিলেন। বহুবর্ষ গত হইলে, তিনি গর্ভভার ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া, সেই গর্ভ গঙ্গাকে অর্পণ করিলেন। জাহ্নবীও তাহা বহন করিতে অপারগ হইয়া, তাহা এক শরবনে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সেই শরবনে এক শতসূর্য্যসম প্রভাশালী, মহাতেজ রুদ্রাগ্নি-গঙ্গাতনয় কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। কুমারের জন্ম হইলে, চারিদিকে মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইল। গন্ধর্ব্বগণ মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইলেন। দেবপত্নী ও সপ্তর্ষি ভার্য্যাগণ আগমন করিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। কুমার যুগপৎ সকলকে দর্শন করিবার জন্য, আপনার ছয়টি মুখ সৃজন করিলেন। তরুণাদিত্যসন্নিভ কুমার জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার তেজে লোক সকল আক্ষিপ্ত এবং দেববিরোধী দানবগণ স্কন্দিত অর্থাৎ ব্যথিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার নাম হইল স্কন্দ। কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হন বলিয়া, তাঁহার অপর একনাম হয় কার্ত্তিকেয়। বাল্যকালে তাঁহার ক্রীড়ার জন্য বিষ্ণু ময়ূর ও কুক্কুট, বায়ু রথকেতন, সরস্বতী মধুরধ্বনি বীণা, ব্রহ্মা ছাগ এবং শম্ভু মেষ প্রদান করেন। তারকাসুরের বধসাধনার্থ দেবগণ তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। বায়ু-৭২। (৫) শিব-পার্ব্বতী সুদীর্ঘকাল নির্জ্জনে

দাম্পত্য লীলায় মত্ত থাকিলে, দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শিব-তেজজাত সন্তানই তারকাসুরকে বধ করিতে সমর্থ, এই বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে শিববীর্য্যে শীঘ্র এক পুত্র উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হইলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া, ক্রীড়ারত হর পার্ব্বতীর সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর ও শঙ্করী ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। অতঃপর পৃথ্বীতলে নিক্ষিপ্ত শিববীর্য্য বায়ু সবলে বহন করিয়া লইয়া, বহ্নি-শিরে নিক্ষেপ করিলেন। হুতাশনও তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, শর-বনে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভাগ করিয়া ষট্ কৃত্তিকায় নিবেশিত করিলেন। কৃত্তিকাগণও তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা একত্র করিয়া এক কাষ্ঠ কোষে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গা মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কালক্রমে সেই কাষ্ঠ কোষ মধ্যে এক পরম সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি ষড়ানন, দ্বাদশবাহু, দ্বাদশনেত্র ও স্বর্ণ তুল্য কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন সেই কাষ্ঠ কোষমধ্যে কুমারের উৎপত্তির বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি তাহা বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। এইরূপে আশ্বিন মাসে পূর্ণিমাদিনে ব্রহ্মলোকে তারকারি রুদ্রতেজ সম্ভূত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, দেবদেবী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। কৃত্তিকাগণের গর্ভে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি কার্ত্তিকেয়, মাতৃকাগণের সংখ্যা ছয়জন ছিল বলিয়া তিনি ষন্মাতুর, কৃত্তিকাগণের স্কন্দিত রেতঃসম্ভব হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি স্কন্দ নামে পরিচিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজালয়ে রক্ষা করিয়া, পরম যত্নে অস্ত্র শস্ত্রাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, স্কন্দ যত দিন তারকাসুরকে বধ না করেন, ততদিন যেন তাঁহার সহিত শিব-পার্ব্বতীর পরিচয় না হয়। কারণ তাঁহারা হয়ত পুত্র বাৎসল্য-প্রণোদিত হইয়া স্কন্দকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে অসম্মত হইতে পারেন। ব্রহ্মা সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেই সম্মত হইয়া, কুমারকে সযত্নে ব্রহ্মলোকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কুমারকে দেবগণের সাহায্যার্থ তারকাসুর বধ কার্য্যে, উৎসাহিত করিয়া, বাহন স্বরূপ এক ময়ুর প্রদান করিলেন। অনন্তর স্কন্দ দেবসেনাগণের আধিপত্য গ্রহণ-

পূর্ব্বক, সমরে অভিযান করিলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর তারকাসুরকে বধ করিয়া দেবগণকে নিঃশঙ্ক করিলেন। তারকাসুর নিহত হইলে ব্রহ্মা কুমারকে, তাঁহার পিতামাতার সহিত পরিচয় করাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া শিব-পার্ব্বতীর সকাশে গমন করিলেন। তাঁহারাও কুমারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাভা-৩০-৩৪। (৬) মহেশ্বর যখন পার্ব্বতীসহ আসক্ত ছিলেন, তখন চারিদিকে মহাভয়ঙ্কর উৎপাত সমূহ উপস্থিত হওয়াতে দেবগণ ভীত হইয়া, ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহেশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর, কি কারণে দেবগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে নিজেদের ভয়ের কারণ নিবেদন করিলে, শঙ্কর বলিলেন যে, তাঁহাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। উমার গর্ভে তাঁহার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্রই তাঁহাদিগের পরিত্রাণ করিবে। দেবগণ তখন, দেবীর গর্ভে শিবের যাহাতে কোনও পুত্র জন্মগ্রহণ না করে, তাহা প্রার্থনা করিলেন। শম্ভু তদুত্তরে বলিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার মহাতেজ ধারণ করিতে পারেন, এরূপ কাহাকেও দেবগণ যেন উপস্থিত করেন। সুরগণ তখন মন্ত্রণা করিয়া হুতাশনকে শিব সমীপে উপস্থিত করিলেন এবং শঙ্কর নিজ দহনশীল মহাতেজ সমীপস্থ পাবকের শিরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি দেবগণকে বলিলেন যে, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আকাশ গঙ্গাতে যেন সেই তেজ সংক্রামিত করা হয়। তাহা হইলেই তাহার গর্ভে এক মহাবল, দানব নিসূদন পুত্র উৎপন্ন হইবে। অনন্তর কালক্রমে অগ্নি গঙ্গাতে সেই তেজ সংক্রামিত করিলে, গঙ্গা গর্ভধারণপূর্ব্বক যথাসময়ে যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। গঙ্গা শিশুদ্বয়কে অপরের সন্তান বলিয়া, শর বনে নিক্ষেপ করেন। ঐ শিশুদ্বয়ের একজনের নাম স্কন্দ অপর জনের নাম বিশাখ। কালক্রমে উভয়ের দেহ একভাগে পরিণত হইল। গঙ্গা কর্ত্তৃক শরবনে পুত্র পরিত্যাগ বৃত্তান্ত বহুলা শ্রবণ করেন এবং তিনি ঐ পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি শিব-পার্ব্বতীর নিকটে শিশুকে লইয়া যাইয়া তাঁহাদিগকে পুত্র সমর্পণ করিলেন। শঙ্কর প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সেই কুমার পরে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। কালিকা-৪৬। (৭) দেবগণের প্রার্থনায় অগ্নি যখন রহসিস্থিত

শিব-পার্ব্বতীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন মহেশ্বর অগ্নির মুখে নিজতেজঃ নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি সেই তেজে তৃপ্ত হইয়া, তাহা গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। জাহ্নবীও শিব-তেজে দগ্ধ হইয়া তাহা স্ব-তটে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে অরুন্ধতী ব্যতীত অপর ছয় জন ঋষি-পত্নী গঙ্গাতটে স্নানার্থ আগমন করেন। তাঁহারা গঙ্গাতীরে ন্যস্ত শিবতেজকে অগ্নি বিবেচনা করিয়া শীত দূর করিবার জন্য তৎ সমীপে গমন করিলেন। সেই শিব-তেজ তখন তাঁহাদের শরীর আশ্রয় করিল। ঋষি-পত্নীগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ স্বামীর ভয়ে ভীত হইয়া, সেই শিব তেজ, স্ব স্ব উদর হইতে নিঃসারিত করিয়া, এবং সকল অংশগুলিকে একত্রীভূত করিয়া, শ্বেত পর্ব্বতোপরি শরবন মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। শুক্লা প্রতিপদে ঐ শিব-তেজ শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়, দ্বিতীয়ায় উহা সমীকৃত, তৃতীয়া তিথিতে আকার প্রাপ্ত ও সকল প্রকার লক্ষণ সম্পন্ন, চতুর্থীতে পরিপূর্ণাঙ্গ, ষট্‌মুখ ও দ্বাদশ নেত্র বিশিষ্ট, এবং পঞ্চমীতে অলঙ্কৃত হইয়া ষষ্ঠী তিথিতে উত্থিত হইল। সেই শিব তেজ সম্ভূত পরমসুন্দর বালক সমুত্থিত হইয়া, ত্রিবিধ তেজে জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, দেবগণ ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া, ব্রহ্মাপুরঃসর তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া, যথোচিত সৎকার করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে মহাশক্তি প্রদান করিলেন। পার্ব্বতী বাহন-স্বরূপ ময়ূর, অগ্নি ছাগ এবং সলিলপতি কুক্কুট, প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা এই ভাবে অভিনন্দিত ও লব্ধাস্ত্র হইয়া কুমার মহাদেব কর্ত্তৃক কুশস্থলীতে নীত হন। অনন্তর শঙ্কর কৃতাভিষেক, লব্ধাস্ত্র সেই কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি দানবকুল ধ্বংস করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিঃশঙ্ক কর।" শিব এইরূপ বলিলে, বিভিন্ন মাতৃকা সকল তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। ষড়ানন তাঁহাদের সাহায্যে তারকাসুর প্রমুখ দানবগণকে নিধন করিয়া, দেবগণের শঙ্কা দূর করিলেন। দানব নিধনান্তে তিনি শিবদত্ত শক্তি শিপ্রানদী জলে নিক্ষেপ করিয়া, কুশস্থলীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪। (৮) দেব হুতাশন সপ্তর্ষি পত্নীদিগের রূপ দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া যখন অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কৃত্তিকা নাম্নী ছয়জন স্ত্রী অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ঋষি পত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া, অগ্নির সহিত অরণ্যে মিলিত হন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে গরুড়ীরূপ ধারিণী কৃত্তিকা, শ্বেত পর্ব্বত শিখরে সেই অগ্নি তেজ নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতেই ষট্‌কৃত্তিকা

পুত্র ষড়ানন কার্ত্তিকের উৎপন্ন হন। শিব-ধর্ম্ম-১১। (২) শিব-তেজোৎপন্ন পুত্রই অসুর নিধন করিয়া দেবগণকে নিঃশঙ্ক করিবেন, এই বিষয় অবগত হইয়া, দেবগণ হুতাশনকে মহেশ্বরের সমীপে প্রেরণ করেন। পাবক মহেশ্বর হইতে তেজ গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ছয়জন ঋষিপত্নী অগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্পৃহাবতী হন। ঋতুস্নাতা ঋষিপত্নীগণ অতঃপর অগ্নি হইতে গর্ভধারণ করিলেন। তখন তাঁহারা ভীত হইয়া জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিলেন। সেই রূপ করিলে, সেই অগ্নিতেজ-উৎপন্ন গর্ভ তাঁহাদের উদর হইতে নির্গত হইয়া সলিলোপরি ভাসিতে লাগিল। ক্রমে বায়ুবেগে সেই অগ্নিতেজ একত্রীভূত হইলে, তাহা হইতে একরূপধর ষড়ানন কুমার উৎপন্ন হইলেন। যে ছয় পত্নী অগ্নিতেজ ধারণ করেন, তাঁহারাই ষট্‌কৃত্তিকা নামে খ্যাত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদিগের গর্ভনির্গত অগ্নির তেজোৎপন্ন বালক কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হন। ঋষি পত্নীগণ গর্ভ ত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ পতি সকাশে গমন করিলে, তাঁহারা যোগবলে সমস্তই জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। কৃত্তিকাগণ তখন নারদের পরামর্শে ষড়ানন সমীপেই গমন করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। কার্ত্তিকেয় সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গৌতমী গঙ্গায় অবগাহনান্তে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া শুদ্ধ হইতে বলিলেন। ব্রহ্মপু-৮২। (২) দেবগণের শঙ্কিত প্রার্থনায় হুতাশন পারাবতের রূপ ধারণ করিয়া শিব-পার্ব্বতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। শঙ্কর হুতাশনকে চিনিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে বলিলেন "যেহেতু তুমি এইস্থানে অন্যায় ভাবে প্রবেশ করিয়াছ; তজ্জন্য তোমাকেই শিবতেজ গ্রহণ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া মহেশ্বর পাবকের উপরে নিজ তেজঃ নিক্ষেপ করিলেন। হুতাসন দেবগণের মুখ স্বরূপ। সুতরাং সেই শিব-বীর্য্য হুতাশনের উপর পতিত হইয়া অংশতঃ দেবগণের জঠরেও প্রবেশ করিল এবং পরে দেবগণের জঠর ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ নিষ্ক্রান্ত শিবতেজ হইতে শতযোজন বিস্তৃত এক পারদ সরোবর সৃষ্ট হইল। বহ্নিও শিবতেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। গঙ্গা সেই তেজে দহ্যমানা হইয়া, তরঙ্গদ্বারা তাহা উৎক্ষিপ্ত করিলে, তাহা হইতে শ্বেত পর্ব্বত সমুদ্ভূত হইল। অতঃপর হিমালয় পর্ব্বতোপরি হোমে নিযুক্ত মহর্ষিগণদ্বারা আহূত হইয়া পাবক তথায় গমন করিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে সমাগতা ঋষি পত্নীগণকে দর্শন করিয়া হুতা-

শনের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি অধৈর্য্য হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অগ্নির ভার্য্যা স্বাহাদেবী পাবকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, ছয়বার ছয়জন ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া অগ্নির সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু তিনি অগ্নিতেজ ধারণে অসমর্থা হইয়া গারুড়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্বেতপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক শরবণ মধ্যে সেই পাবকবীর্য্য ছয়বার নিক্ষেপ করিলেন। বহ্নিও, অপরদিকে, পরদারসঙ্গ করিয়াছেন বিবেচনায়, অতিশয় ব্যাকুল হইয়া দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সকল বিষয় অবগত হইলেন এবং তদনুযায়ী শ্বেতপর্ব্বতে গমন করিয়া, কাঞ্চন কুণ্ডে স্ব-পুত্রকে অবলোকন করিলেন। সেই কুমারের ছয়টি মস্তক, দ্বাদশটি কর্ণ, দ্বাদশটি চক্ষু, ও দ্বাদশ হস্ত; কেবল একটি গ্রীবা ও একটি দেহ। শরবণে নিক্ষিপ্ত সেই তেজ হইতে প্রথম দিনে এক কলল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় দিনে উহা আকার প্রাপ্ত হইল; তৃতীয় দিনে তাহা হইতে এক শিশুর উৎপত্তি হইল। চতুর্থ দিনে তাহা পূর্ণাবয়ব শিশুতে পরিণত এবং পঞ্চমদিনে তাহা সুসংস্কৃত আকার ধারণ করিল। সেই দিনই পাবক শরবণে তাঁহাকে দর্শন করেন। তিনি পুত্রকে যথাযথ সমাদর করিয়া তাঁহাকে এক শক্তি প্রদান করিলেন। কুমার সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া ছয়মুখে দশদিক অবলোকন করিতে করিতে শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিলেন। সেই নিনাদে চারিদিকে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সেই শ্বেত পর্ব্বতের শৃঙ্গে বহুলক্ষ রাক্ষস বাস করিত। কুমার, শক্তির এক আঘাতেই গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া, রাক্ষসগণকে নিধন করিলেন। কুমারের এই সকল মহাপরাক্রমসূচক কার্য্য দর্শন করিয়া দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন। তখন তাঁহাদের পরামর্শে বজ্রধারী পুরন্দর তাঁহাকে বধ করিবার জন্য সুরসৈন্য সহ অভিযান করিলেন। কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজ বদনহইতে অগ্নিশিখা ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই অগ্নিশিখায় দহ্যমান হইয়া দেবগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, ইন্দ্রকে, বজ্রপ্রহারদ্বারা কুমারকে বধ করিতে বলিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় ইন্দ্র যেমনি স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র প্রহার করিলেন, অমনই সেই পার্শ্ব হইতে আর এক জন দিব্যকান্তি, কুণ্ডল ভূষিত, শক্তিধর পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম শাখ। তিনিও আবির্ভূত হইয়া মহা সিংহনাদ করিলেন। তখন বাসব কুমারের বাম পার্শ্বে বজ্রাঘাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া এক পুরুষ

পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম বিশাখ। ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্র স্কন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অমনই ষড়াননের বক্ষঃ-স্থল ভেদ করিয়া আরও এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম নৈগমেয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার অব-লোকন করিয়া পুরন্দর অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্কন্দাদি চারি পুরুষকেই ভীষণরবে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া, তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কুমারের শরণা-পন্ন হইলেন। অতঃপর স্কন্দ তাঁহা-দিগকে অভয়প্রদান করিলে, দেবগণ পরমহৃষ্ট হইয়া স্কন্দকে দেবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। স্কন্দ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন দেবগণ তাঁহাকে সুরসৈন্যের সেনাপতি পদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কুমার তাহাতে সম্মত হইলে, চতুর্দ্দিকে মহানন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেই ধ্বনি দেবী পার্ব্বতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি শঙ্করকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিবের মুখে পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দেখিতে সমুৎসুক হইলেন। তখন ব্রহ্মা কুমারকে লইয়া শিব-পার্ব্বতীর সমীপে উপস্থিত হইলে, কুমার যথোচিত তাঁহাদের পূজা করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। (১০) হুতাশন গঙ্গার যে স্থলে রুদ্রতেজ নিক্ষেপ করেন, ছয়জন মুনি-পত্নী অজ্ঞানতা বশতঃ সেই স্থানেই স্নান করেন। তৎফলে সেই রুদ্রতেজ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে। ঋষি পত্নীগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় নিজ নিজ স্বামীর নিকট গমন না করিয়া, একান্তে অবস্থান করিতে ছিলেন। বহ্নিভার্য্যা স্বাহা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের তেজ অপহরণ করেন। মুনি পত্নীগণ এই উপকারের জন্য, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই। কিন্তু ঋষিগণ যোগবলে তাঁহাদের অশুচিতা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি-লেন। স্কন্দ পরে দেবসেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার পরামর্শে যখন মাতৃপিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন স্বামী পরিত্যক্তা ঋষি-পত্নীগণও তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অগ্নি-ভার্য্যা স্বাহাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন গঙ্গা, স্বাহা, পার্ব্বতী, রুদ্র, অগ্নি, ঋষিপত্নী-গণ সকলেই তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলে, এক বিষম কলহ উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগকে বিবাদ পরায়ণ দেখিয়া, স্কন্দ বলিলেন "আমি আপনাদের সকলেরই পুত্র। আপনারা আমার নিকট বর গ্রহণ

করুন।" ছয় মহর্ষিপত্নী তখন "আমাদের সকলের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হউক" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। স্কন্দ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। তখন শতক্রতু কুমারকে বলিলেন যে, রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ পৃথক্ ভাবে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছায় তীব্র তপস্যা করিতেছেন। ষড়ানন যেন ছয় মুনিপত্নীকে তাঁহার স্থানে স্থাপন করেন। স্কন্দ তাহাতে সম্মত হইয়া, সেই মুনিপত্নীগণকে স্বর্গে স্থাপন করিলেন। তাঁহারা কুমারের নির্দ্দেশে স্বর্গে গমন করিয়া ষট্‌কৃত্তিকা নামে পরিচিতা হইলেন। অতঃপর দেবগণের শঙ্কা দূর করিবার জন্য স্কন্দ দেবসৈন্য সহ তারকাসুর নিধনে যাত্রা করিলেন এবং মহাসংগ্রামে তাহাকে নিধন করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯, ৩০, ৩২। (১১) পূর্ব্বকালে একবার অগ্নি-মধ্যে মহেশ্বরের তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার প্রভাবেই হব্যবাহন দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হন। হুতাশন কিন্তু সেই শিব-তেজ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নির্দ্দেশে তাহা গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করেন। ভাগীরথীও সেই তেজ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, হিমালয়ের শরস্তম্বে তাহা নিক্ষেপ করেন। সেই শরবণেই শিববীর্য্য হইতে কুমার উৎপন্ন হইলেন। সেই নবজাত শিশুর দেহদ্যুতি চারিদিক প্রদীপ্ত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয়জন কৃত্তিকা শরবণে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া "ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র", এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুমার তখন তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয়জনের ছয়টি স্তন পান করিতে লাগিলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে কুমরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। শান্ত প্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্য সম্পন্ন, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন কুমার সতত সেই শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃতগীতকুশলা শোভনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। নদীগণের প্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা এবং বসুন্ধরা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিতেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন এবং চারিবেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদয় অস্ত্র এবং স্বয়ং দেবী সরস্বতী ইঁহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। একদিন ঐ শরবণে শয়ান থাকিতে থাকিতে কুমার দেখিতে পাইলেন যে, মহাদেব অদ্ভুত দর্শন, বিকৃত-বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন কুমার তাঁহার সমীপে

গমনেচ্ছুক হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে শঙ্করাভিমুখে গমন করিতে, দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, বিশ্বদেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিবার জন্ত সমাগত হইলেন। ভগবান পিনাকপাণি, দেবী পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন ইহাঁরা প্রত্যেকেই কুমারকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ষড়ানন প্রথমে তাঁহারই নিকটে গমন করিবেন। কার্ত্তিকেয় তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে নিজ মূর্ত্তি চতুর্ধা বিভক্ত করিলেন। এই চতুর্ধা বিভক্ত মূর্ত্তি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে খ্যাত। সেই মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, শাখ অগ্নির সমীপে এবং নৈগমেয় গঙ্গা সকাশে গমন করিলেন। এই অতি বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করিয়া, দেবদানব ও রাক্ষসগণের মধ্যে মহাকোলাহল সমুৎপন্ন হইল। অতঃপর শঙ্কর, শঙ্করী, ভাগীরথী ও হুতাশন পুত্রের মঙ্গল কামনায় ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কুমারকে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, দেবগণের হিতসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণ মধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। মহাভা-শল্য-৪৫। (১২) অনলের তনয় কুমার শরস্তম্ব মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই নামান্তর স্কন্দ। সনৎকুমার ও স্কন্দ, এই দুইজন, অনলের পাদপরিমিত তেজ হইতে উৎপন্ন হন। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়, ইহারা স্কন্দের কনিষ্ঠ। বায়ু-৬৬। (১৩) স্কন্দ দেবগণের প্রার্থনায় তারকাসুর বধ করিতে সম্মত হইলে প্রথমে দেবগণ তাঁহাকে গ্রহ, উপগ্রহ, বেতাল, শাকিনী, অপস্মার ও উন্মাদ রোগ এবং মাংসাশী পিশাচগণের আধিপত্যে নিয়োগ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মহানদীর তীরে সমাগত হইলে, প্রথমে সকল প্রকার পাপ স্খালনের জন্ত কুমার তথায় স্নান করিলেন। অতঃপর বৃহস্পতি সেই মহানদিতীরে কুমারের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেই অভিষেকে ব্রহ্মা, কপিল, বৃহস্পতি ও বিশ্বামিত্র এই চারিজন ঋত্বিকের কার্য্য করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, গ্রহ, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ, সরিৎসাগরাদি, দিক্ সকল, অন্তরীক্ষ, নাগগণ, ইত্যাদি সকলে সেই মহানদীর তীরে সমাগত হইয়া কুমারের অভিষেকে যোগদান করিলেন। অভিষেক ক্রিয়া সমাপন হইলে, তারকাসুর

নিধনে সাহায্য স্বরূপ তাঁহাকে নানাবিধ দ্রব্যাদি অনুচর প্রভৃতি প্রদান করিলেন। দেব মহেশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বভূত-পালিনী, দেব ও দৈত্যাদির দর্পহারিণী, মহানিনাদকারিণী মহাচমূ প্রদান করিলেন। বিষ্ণু, বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা; দেবী পার্ব্বতী সূর্য্যকরোজ্জ্বল বিমল বসনযুগল; গঙ্গা অমৃত পূর্ণ দিব্য কমণ্ডলু; মহীনদী অক্ষমালা; বৃহস্পতি দণ্ড; গরুড় নিজ প্রিয় পুত্র ময়ূর; অরুণ কুক্কুট; বরুণ এক বলবীর্য্য সমন্বিত নাগ; ব্রহ্মা, নন্দিসেন লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুমমালী নামক চারিটি অনুচর; মহেশ্বর ক্রতু নামক অনুচর; যম প্রমথ ও উন্মাথকে; সূর্য্যদেব সুভ্রাজকে; চন্দ্রদেব মণি ও সুমণি নামক অনুচরদ্বয়কে; হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতিষ; বিষ্ণু পরিঘ, বল ও ভীম; ইন্দ্র উৎক্রোশ ও পঙ্কজ; অশ্বিনীতনয়-দ্বয় বর্দ্ধন ও বন্ধন নামক অনুচরদ্বয়কে; বায়ু, বল ও অতিবল; বরুণ ঘস ও অতিঘস; হিমবান সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চা; সুমেরু কাঞ্চন ও মেঘমালী; বিন্ধ্যগিরি উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গ; মহীনদীর সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র-সংগ্রহ ও বিগ্রহ; পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ এবং গরুড় জয় ও মহাজয়কে প্রদান করিলেন। মাতৃকাগণ তাঁহার সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণকে প্রদান করিলেন। এই সকল মাতৃকাগণের নাম—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, গোপালা, গোনসা, অপ সুজাতা, বৃহদ্দন্তী, কালিকা, বহুপুত্রকা, ভয়ঙ্করী, চক্রাঙ্গী, তীর্থনেমী, মাধবী, গীতপ্রিয়া অলাতাক্ষী, চটুলা, শলভামুখী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, রুদ্রকালী, শতোলূখমেখলা, শতঘণ্টা, কিঙ্কিনিকা, চক্রাক্ষী, চত্বরালয়া, পূতনা, রোদনা, আমাকোটরী, মেঘবাহিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, ঘটখেচী, দহদহা, ধমধমা, জয়া, বহুবেণী, বহুশিরা, বহুপাদা, বহুস্তনী, শতোলূখমুখী, কৃষ্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, শূন্যালয়া, ধান্যবাসা, পশুদা, ধান্যদা, মদা ইত্যাদি। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি সজ্জিত হইয়া এবং অনুচরবর্গ-পরিবৃত হইয়া মহাবল স্কন্দ তারকাসুরের বধ সাধনার্থ অভিযান করিলেন। সেই অভিযানে ব্রহ্মা তাঁহার রথের সারথ্য গ্রহণ করেন। স-বাহিনী স্কন্দ তারকাসুরের পুরীর সমীপবর্ত্তী হইলে, ইন্দ্রের পরামর্শে নারদ দূতরূপে অসুররাজ সমীপে প্রেরিত হইলেন। দৈত্যপতি তারক নারদের মুখে সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন সংগ্রাম অনিবার্য্য বুঝিয়া উভয় পক্ষই যুদ্ধোদ্যম করিতে লাগিলেন। এবং অল্পকাল পরেই তারকাসুর ও দেবসেনাসহ স্কন্দের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহেশ্বর, বরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু

প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণও শস্ত্র-পাণি হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। বহুকাল ব্যাপিয়া সংগ্রাম হইলেও কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্কন্দ দেখিলেন সমর-পরায়ণ তারকাসুরের শিরোদেশ হইতে এক উজ্জ্বলকান্তি রমণী নির্গত হই-লেন। ষড়ানন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই নারী উত্তর করিলেন—"আমার নাম শক্তি; আমি সর্ব্বদা পৃথিবীতেই অবস্থান করি। সমস্ত দেবগণ, শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ এবং সাধ্বী-নারীগণের মধ্যেও আমি বাস করিয়া থাকি। গুণহীন ব্যক্তির মধ্যে আমি কদাচ অবস্থান করি না। এই দৈত্য-পতি মহাতপস্যা দ্বারা আমাকে লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহার পুণ্যরাজির ক্ষয় হওয়াতে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সেই নারী অন্তর্দ্ধান করিলে, স্কন্দ, দৈত্যরাজের মৃত্যু অবধারিত ইহা অনুধাবন করিয়া, সিংহনাদপূর্ব্বক এক মহাশক্তি তাঁহার অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। "লোকে ধর্ম্মই যদি বল-বান্ হয় এবং ধর্ম্মেরই যদি জয় নিরূ-পিত হইয়া থাকে, তবে সত্যের মহি-মায় এই শক্তি প্রহারে দৈত্যরাজ নিধন প্রাপ্ত হউক।" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া কুমার দুর্দ্ধষ শক্তি অসুর-পতির প্রতিনিক্ষেপ করিলেন। কুমার-ভুজ-নিক্ষিপ্ত সেই মহাশক্তি দানব-পতির হৃদয় ভেদ করিয়া পুনরায় স্কন্দের হস্তে প্রত্যাগমন করিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০—৩২। (১৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহাকে দিব্য অস্ত্র-ধারী সেনাধ্যক্ষ সমুদয় প্রদান করেন। এই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম—নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্দ, কাঞ্চ-নাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, কুনদীক, তমোন্ত-কৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, প্রিয়-দর্শন, গজোদর, গজশিরা, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটা, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ব্বক্ত, জঠর, উদরাক্ষ, বজ্রনাম, বসু-প্রদ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, কলিন্দ, বরদ, প্রিয়ক, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, গোত্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, বাণ, খড়্গ, গতি-তালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, প্রহাস, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভা-গুক, কালকাক্ষ, প্রবাহ, দেবযাজী, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্র-দেব, কিরীটি, ব্যসল, কলসোদর, ধর্ম্মদ, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, কোকিলক, অচল, বালকরক্ষক কন-

কাঙ্ক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, জবন, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, পঞ্চবক্ত্র, চাসবক্ত্র, কুণ্ডল, প্রভৃতি। মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী দেখ। (১৫) স্কন্দের সাহায্য করিবার জন্য বহু সংখ্যক কল্যাণদায়িনী মাতৃকা তাঁহার অনুগমন করেন। এই সকল মাতৃকাগণের নাম—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জায়াবতী মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমী, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, বোমলাক্ষী, শোভনা, শতঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রু, কনকাবতী, অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, উলূখলমেখলাধারিনী, সুপ্রভা, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, মনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ক্রটী, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাশিনী, উর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, রেণুবীণাধরা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একচত্বা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা, ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা,

মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘবরা, মেঘমালা ও বিরোচনা। মহাভা-শল্য-৪৭। (১৬) দেবকার্য্যের সাহায্যের জন্ম অগ্নি শিব তেজ গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে তাহা নিষেবিত করেন। সেই পরিত্যক্ত শৈবতেজ হইতে এক কুমারের জন্ম হয়। দেবগণের নির্দ্দেশে কৃত্তিকাদি ছয়জন নক্ষত্র তাঁহাকে স্তন্য পান করান। তাহাতে সেই কুমার কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হন। গঙ্গার গর্ভ হইতে নিসৃত বলিয়া ঐ কুমারের এক নাম হইল স্কন্দ। দেবগণ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় অসুরগণকে নিধন করিয়া দেবগণের শঙ্কা দুর করেন। রামা-আদি-৩৭। (১৭) স্কন্দ মঙ্গল গ্রহের অধিদেবতা। মৎ-৯৩। (১৮) স্কন্দ অন্যতম রুদ্র-পুত্র। রুদ্র দেখ। (১৯) শঙ্কর পার্ব্বতীকে লইয়া, কৈলাসে গমন করিয়া নানারূপে বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবগণ অন্য কোনও উপায় না পাইয়া, মহেশ্বরের সংবাদ লইবার জন্য, অগ্নিকে কৈলাসে প্রেরণ করিলেন। মহেশ্বর যখন পার্ব্বতী সহ একান্তে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হুতাশন পারাবতের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর বহ্নিকে ঐ স্থানে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া, অগ্নির শিরে নিজ তেজ নিক্ষেপ করিলেন। পাবক সেই তেজ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা গঙ্গা প্রবাহে নিক্ষেপ করিলেন। ভাগীরথীও মহাতেজস্কর সেই মহাদেববীর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া শরবণে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরবণে শিবতেজ হইতে এক পরম সুন্দর বালক উৎপন্ন হইল। ঐ সময়ে ছয়জন রাজকন্যা সেই শরবণসমীপে গঙ্গা প্রবাহে স্নান করিতে আগমন করেন। তাঁহারা ঐ পরম সুন্দর শিশুকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঐ শিশুকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। স্কন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ষড়ানন হইয়া তাঁহাদের স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। এই জন্য সেই কুমারের এক নাম হইল ষন্মাতুর। দেবগণ সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের সেনাপতিপদে বরণ করিয়া, অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। অতঃপর দেবাসুরে এক অতি তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। সেই সংগ্রামে তারক প্রমুখ অসুরগণ নিধন প্রাপ্ত হইলে

দেবগণ নিঃশঙ্ক হইলেন। শিব-জ্ঞান-১৯। (১৯) পশুপতি নামক রুদ্রের পত্নী স্বাহা ও পুত্র স্কন্দ। বায়ু-২৭। ব্রহ্মা-২৮। রুদ্র দেখ। (২০) ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে স্কন্দ কালগ্রহদিগের অধিপতি হন। বায়ু-৮৪। (২১) শিব যখন পার্ব্বতীসহ কৈলাসে নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবগণ চিন্তিত হইয়া, বহ্নিকে সংবাদ লইবার জন্য শিবসকাশে প্রেরণ করিলেন। শিব-ভবনের সন্নিকটে যাইয়া হুতাশন, কি ভাবে তথায় গমন করিতে পারিবেন, তাহা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি হংসশ্রেণীকে শিব ভবন হইতে নির্গত হইতে দেখিলেন। তাহা দেখিয়া পাবক হংসরূপ ধারণ করিয়া, সূক্ষ্মশরীরে শিবের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন যে, দেবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। শঙ্কর তচ্ছ্রবণে সত্বর উত্থিত হইয়া দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে মৈথুন পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন যে দেবগণের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হন, তবে তিনি তাঁহাদের উপকারার্থে, মৈথুন পরিত্যাগ করিবেন। তখন উপস্থিত সকল দেবতার মধ্যে অগ্নি তাহা ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর অগ্নি, পরিত্যক্ত শিবতেজ বহন করিয়া অন্যান্য দেবগণ সহ প্রস্থান করিলেন। ঐ শিবতেজ ক্রমে তাঁহার অতিশয় পীড়াদায়ক হইল। তিনি উহা ধারণ করিতে না পারিয়া, কুটিলাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কুটিলা জলময়ী মূর্ত্তিধারণ করিয়া ঐ শিবতেজ গ্রহণ করিলেন। পঞ্চ সহস্র বৎসরকাল ঐ তেজ ধারণ করিয়া থাকিলেও গর্ভপ্রসূত হইল না দেখিয়া, কুটিলা ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে উদয়পর্ব্বতস্থ শরবণে তাহা নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। কুটিলা সেই মত কার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই শরবণে সহস্র বৎসর পরে এক রবিকরোজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি বালক উৎপন্ন হইলেন। বালক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ছয়জন কৃত্তিকা উত্তানশায়ী, ক্রন্দনরত সেই বালককে দেখিয়া তাঁহাকে স্তন্যপানে করাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কুমার তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া স্বেচ্ছায় ষড়াননে পরিণত হইয়া, কৃত্তিকাদিগের স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। তদবধি কৃত্তিকাগণ স্নেহবশে তাঁহাকে পালন করিতে লাগিলেন। সেই কারণে কুমারের

একনাম হইল কার্ত্তিকেয়। কিয়ৎ-কাল পরে ব্রহ্মার বাক্যে পাবক পুত্রকে দর্শন করিতে গমন করেন। পথিমধ্যে কুটিলার সহিত অগ্নির সাক্ষাৎ হয় এবং কুটিলা সকল বিষয় অবগত হইয়া কুমারকে নিজপুত্র বলিয়া দাবী করিলেন। তখন কুটিলা ও হুতাশন এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে করিতে, বিষ্ণুর পরামর্শে মহেশ্বরের সমীপে গমন করিলেন। শঙ্কর তাঁহা-দের নিকটে কুমারের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং পার্ব্বতী, কুটিলা ও বহ্নিকে লইয়া সেই শরবণে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা কুমারকে কৃত্তিকাগণের ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়া পরম প্রীতি-লাভ করিলেন। কুমার তাঁহাদিগের স্নেহময় ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগ বলে চতুর্মূর্ত্তি হইলেন। তিনি কুমার, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় এই চারি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যথাক্রমে শঙ্কর, পার্ব্বতী, কুটীলা ও অগ্নিকে আশ্রয় করিলেন। কৃত্তিকাগণ এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া, ঐ শিশু প্রকৃতপক্ষে কাহার নন্দন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হর বলিলেন—ঐ শিশু কার্ত্তিকেয় নামে কৃত্তিকা-গণের, কুমার নামে কুটীলার, স্কন্দ নামে শঙ্করীর, গুহ নামে শিবের এবং মহাসেন নামে পাবকের পুত্ররূপে পরিচিত হইবেন। তদ্ভিন্ন এই কুমার ষট্‌অংশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার এক নাম হইবে ষড়ানন। অতঃপর দেবগণ সকলে কুমারকে লইয়া কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করিলেন, সেই স্থানে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মুনি, ঋষি প্রভৃতি সমাগত হইলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্কন্দকে যথাবিধানে দেবগণের সেনাপতি পদে অভিষেক করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া স্কন্দকে অসুর নিধনের সাহায্যের জন্য, বহু অনুচরাদি প্রদান করিলেন। প্রথমে শঙ্কর ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিসেন, কুমুদমালী নামক চারিজন প্রমথকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা স্থাণু নামক গণ; বিষ্ণু বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রম নামক গণত্রয়; বাসব উৎক্রেশ ও পঙ্কজকে; রবি দণ্ড ও কপিঞ্জলকে; চন্দ্র, মণি ও বসুমণিকে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৎস ও নন্দীকে; হুতাশন জ্যোতি জ্বলজিহ্বকে; বিধাতা কুন্দ মুকুন্দ ও কুসুমনামক গণত্রয়কে; ত্বষ্টা চক্র ও অনুচক্রকে; বেধা নিস্থির ও সুস্থিরকে; পূষা পাণিত্যজ ও কালিককে; হিমবান স্বর্ণমাল্য ও ঘনাঞ্চকে; বিন্ধ্যগিরি অতিকৃষ্ণ ও পার্শ্বদকে বরুণ সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চাকে; নাগগণ সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয় ও পরাজয়কে; অম্বিকা উন্মাদ,

শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্তকে; বায়ু ঘস ও অতিঘসকে; সূর্য্য, পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে। যম প্রমথ, উন্মাথ, কালসেন, মহামুখ, তালপত্র, ও কালজঙ্ঘকে এবং ধাতা সুব্রত ও শুভকর্ম্মা নামক গণেশ্বরদিগকে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন যক্ষগণ অম্বুজ প্রভৃতি অনুচরগণকে প্রদান করেন। (অম্বুজ দেখ)। নিম্নলিখিত নদিগণও স্কন্দের সাহায্যার্থ নিজ নিজ অনুচরগণকে প্রদান করেন—কালিন্দী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, তমসা, সীতা, বঞ্জুলা, মন্দাকিনী বিপাশা ঐরাবতী, বিতস্তা, কৌশিকী, গৌতমী, বাহুদা, বাহা, ভীমরথী, সরযূ, কালী, গণ্ডকী, মহানদী, শিপ্রা, কুহু, মধুদকা, ধূতপাপা, বেত্রা, বেণা, রেবা, কাঞ্চমা, বিমলা, মনোহরা, ধূত পাপা, কর্ণা, ওঘবতী, বিশালা, ও কুটিলা। এতদ্ভিন্ন কৃত্তিকাগণ হংসাস্য প্রভৃতি পাঁচটি গণ প্রদান করেন। কুম্ভজঠর দেখ। ঋষিগণও কুম্ভবক্ত্র প্রভৃতি পাঁচটি গণকে প্রদান করেন। (কুম্ভবক্ত্র দেখ)। ইহাদের সহিত বিভিন্ন তীর্থগণও নিজ নিজ অনুচর-দিগকে প্রদান করেন। এই সকল তীর্থগণের নাম—পৃথুদক, গয়াশির, চক্রতীর্থ, কনখল, বন্ধুদত্ত, পুষ্কর, মানস-তীর্থ, ঔশনস, সোমতীর্থ, প্রভাস, ইন্দ্রতীর্থ, উদপান, সপ্তসারস্বত, নাগ তীর্থ, তীর্থনেমী, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মযোনি, ভদ্রকালী, দ্বিরদপাবন, মানস হ্রদ, শতনন্দা, বদরিকাশ্রম, একচূড়া, উৎক্রাথনী, কেদার, রৌদ্র মহাশয়, প্রয়াগ, উর্দ্ধবেণী, বহুপুত্রিকা, সর্ব্ব-পাপ বিমোচন, এবং শ্বেততীর্থ। এতদুপরি গরুড় নিজ তনয় ময়ূরকে, ও অরুণ নিজ পুত্র তাম্রচূড়কে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রদান করিলেন। হুতাশন এক মহাশক্তি, পার্ব্বতী বিবিধ প্রকার অস্ত্র, বৃহস্পতি দণ্ড, কুটিলা কমণ্ডলু, বিষ্ণু মাল্য, শঙ্কর পতাকা ও ইন্দ্র কণ্ঠহার প্রদান করি-লেন। ষড়ানন এইরূপে গণসমূহ ও মাতৃগণ পরিবৃত হইয়া ময়ূরে আরোহণপূর্ব্বক তারকাসুর নিধনার্থ গমন করিলেন। বাম-৫৪, ৫৭। (২২) মহর্ষি অগস্ত্যের প্রার্থনায় শিব-সুত কার্ত্তিকেয়, তাঁহ'কে বারাণসীর মাহাত্ম্য কীত্তন করেন। গণেশ্বর নন্দী তাহা ষড়াননের নিকট লাভ করিয়া আবার তাঁহারই নিকটে কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-২৫। (২৩) শিব প্রথমে পার্ব্ব-তীর নিকটে স্কন্দ পুরাণ কীর্ত্তন করেন। পার্ব্বতী তাহা স্কন্দের নিকট ব্যক্ত করেন। তদনন্তর ব্যাসদেব তাহা কুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়া, নিজ শিষ্য সূত রোমহর্ষণকে শিক্ষা প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১। (২৪) মহর্ষি ভৃগু প্রথমে ষড়াননের নিকট স্কন্দ পুরাণ লাভ করেন। তৎপরে তিনি মহর্ষি

অঙ্গিরাকে ; অঙ্গিরা, চ্যবনকে ; চ্যবন ঋচীককে উহা প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-৪৪। (২৫) দেবর্ষি নারদের নিকটে ষড়ানন স্কন্দ প্রথমে অযোধ্যা মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাহা কুমারের নিকটে লাভ করিয়া, ব্যাসদেবকে প্রদান করেন এবং ব্যাসদেব তাহা নিজশিষ্য সূতকে প্রদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-১। (২৬) অগ্নি নামক অন্যতম বসুর পত্নী ধারার গর্ভে স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ কৃত্তিকার পুত্র বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন। স্কন্দ হইতে বিশাখাদির উদ্ভব হইয়াছে। ভাগ-৬স্ক-৬। (২৭) অগ্নি-পত্নী স্বাহাই যে বিভিন্ন ঋষি পত্নী-গণের মূর্ত্তিধারণ করিয়া, অগ্নির সহিত মিলিত হন এবং তৎফলে যে স্কন্দের উৎপত্তি হয়, সে বিষয় সর্ব্ব সাধারণ জানিতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহারা ঋষিপত্নীগণের উপর সন্দেহ করেন এবং মহর্ষিগণও পত্নী-দিগের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করেন। স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে, ঐ ঋষি পত্নীগণ কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। স্কন্দ তখন তাঁহাদিগের প্রার্থনায় ঋষি পত্নীগণকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। অনন্তর বিনতার প্রার্থনায় কুমার তাঁহাকেও মাতৃ সম্বোধনে পূজা করি-লেন। অতঃপর এই মাতৃগণ মিলিত হইয়া, স্কন্দের নিকট এই প্রার্থনা করি-লেন যে, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত মাতৃগণের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন মাতৃরূপে পরিচিত হইয়া লোকের পূজা প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন মাতৃগণ ইহাও প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা যেন চিরকাল কুমারের সহিত একত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হন। স্কন্দ তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া নিজদেহ হইতে অগ্নিতুল্য এক পুরুষ উৎপাদনপূর্ব্বক মাতৃগণকে বলিলেন যে, তাঁহারা ঐ পুরুষের সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভা-বন-২২৮। মাতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২৮) ঐরাবতের বৈজয়ন্তী নামে দুইটি লোহিত বর্ণ ঘণ্টা ছিল। দেবরাজ স্বয়ং তাহার একটি স্কন্দকে অপরটি বিশাখকে প্রদান করেন। ষড়ানন, দেবসৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগন্ধর্ব্বাদি পরিবৃত হইয়া অসুর নিধনে গমন করেন এবং তুমুল সং-গ্রামের পর মহিষ নামক মহাভয়ঙ্কর অসুরকে নিধন করেন। মহাভা-বন-২২৯। (২৯) মহেশ্বর অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া স্কন্দকে উৎপাদন করেন। শিবতেজ পঞ্চ-ভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চস্থানে পতিত হইলে, তাহার একভাগ হইতে মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন উৎপন্ন হয়। অপর

চারিভাগের মধ্যে এক ভাগ লোহিত সাগরে, একভাগ ভূর্লোকে, একভাগ সূর্য্য রশ্মিতে এবং এক ভাগ বৃক্ষ সমূহে পতিত হয়। এই পঞ্চভাগে নিক্ষিপ্ত শিবতেজ হইতে স্থানে স্থানে কুমারের পারিষদবর্গ উৎপন্ন হয়। এই পারিষদগণ অতিশয় ভীষণস্বভাব ও পিশিতাশন। ধনার্থী ও ব্যাধি প্রশমনার্থী ব্যক্তিগণ এই পঞ্চগণের পূজা করিবে। বালকদিগের হিতার্থে রুদ্র-সম্ভব মিঞ্জিকামিঞ্জিক মিথুন সর্ব্বদাই পূজনীয়। বৃক্ষোপরি যে শিব তেজ পতিত হয়, তাহা হইতে বৃদ্ধিকা নামে খ্যাত কতিপয় মনুষ্য মাংসাহারী দেবী উৎপন্ন হন। মহাভা-বন-২২৯। (৩০) পশুপতি নামক রুদ্রের পুত্র স্কন্দ। বিষ্ণু-১ম-৮। কূর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র (১০) দেখ। (৩১) অগ্নির তনয় কুমার (স্কন্দ) শরগুচ্ছ মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে তাঁহার তিনজন অনুজ ছিলেন। কৃত্তিকাগণের গর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, কুমারের এক নাম হয় কার্ত্তিকেয়। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। হরি-হরি-৩। (৩২) প্রথমে তারকাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেবগণ শঙ্করের নিকটে এক অসুর-নিসূদন পুত্র প্রার্থনা করেন। পরে ইন্দ্র ভাবিলেন যে, শিবতেজোৎপন্ন পুত্র তাঁহা-অপেক্ষা অধিক বলশালী হইতে পারে এবং সেই শিবসম্ভূত পুত্র হইতে তাঁহার শক্তিহানী হইতে পারে। এই ভাবিয়া ইন্দ্র প্রতীকার প্রার্থী হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মা উমার গর্ভে শিবের পুত্র উৎপন্ন হইবার ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্ম, হুতাশনকে নির্জ্জনে অবস্থিত শিব-পার্ব্বতীর নিকটে প্রেরণ করেন। কালি-৪৬। (৩৩) শিবের অন্যতম প্রমথের নাম স্কন্দ। পদ্ম-উত্ত-১২। পদ্ম-ভূমি-১০২। (৩৪) স্কন্দকে অগ্নি নিজ চতুর্থাংশ তেজ হইতে উৎপন্ন করেন। হরি-হরি-৩।

স্কন্দাপস্মার—স্কন্দের দেহোৎপন্ন অন্যতমা মাতৃকা। মহাভা-বন-২২৮। মাতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

স্কন্দস—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মধুরাবহ দেখ।

স্কন্দস্বাতি—মগধের অন্ধ্রবংশীয় এক জন নরপতি। তিনি সাতবৎসর মাত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরে মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মৎ-২৭৩।

স্কন্ধাক্ষ—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

স্খলন্তি—অন্যতম মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ।

স্তনিত—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

স্তবমিত্র—একজন মহর্ষি। পুরাকালে

পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে মহর্ষি ঋভুকে বিষ্ণু পুরাণ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে যথাক্রমে প্রিয়ব্রত, ভাগুরি, স্তবমিত্র, দধীচ, সারস্বত, ভৃগু, পুরুকুৎস, নর্ম্মদা, ধৃতরাষ্ট্র নাগ, পূরণ, নাগরাজ বাসুকী, বৎস, অশ্বতর, কম্বল, এলাপত্র, বেদশিরা, প্রমতি ও জাতুকর্ণ, ইহা প্রাপ্ত হন। জাতুকর্ণ এই পুরাণ পুণ্যশীল মহাত্মাগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরাশর ইহা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-ষষ্ঠ-৮।

স্তব্ধকর্ণ—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। বরা-৯৪।

স্তম্ব—(১) স্বারোচিষ মনুর অধিকার কালে প্রাদুর্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১। হরি-হরি-৭। মৎ-৯। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-১০। স্বারোচিষ মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) সুদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। সুদেবা দেখ।

স্তম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণাত্মজ বনস্তম্বের কন্যা। হরি-হরি-১৬০। বনস্তম্ব দেখ।

স্তম্ববন—সুদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। সুদেবা দেখ।

স্তম্বমিত্র—মহর্ষি মন্দপাল হইতে জরিতা নাম্নী শার্ঙ্গিকার গর্ভজাত সন্তানগণের অন্যতম। মহাভা-বন-২৩০। মন্দপাল দেখ।

স্তম্ভ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। বায়ু-৬২। সৌর-৩২। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। স্বারোচিষ মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

স্তম্ভিতা—দেবী মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

স্তুত—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। বেণা দেখ।

স্তুতি—ভরত-বংশীয় প্রতিহর্ত্তার পত্নী। ভাগ-৫স্ক-১৫।

স্তুভ—ভানু অনলের অন্যতম পুত্র। মহাভা-বন-২১৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

স্তোককৃষ্ণ—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সহচর এক গোপ বালক। ভাগ-১০স্ক-১৫।

স্ত্রীঘ্ন—(১) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। কাল দেখ। (২) অসুররাজ রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯

স্ত্রীমানী—ভৌত্যমনুর অন্যতম পুত্র মার্ক-১০০। ভৌত্যমনু ও অনুগ্রহ দেখ।

স্থণ্ডিলেয়ু—(১) যদুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩১। বায়ু ৯৯। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভাগ-৯স্ক-২০। গরু-পূ-১৪৪। মহাভা-আদি-৯৪। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। অগ্নি-২৭৮। ভদ্রাশ্ব দেখ।

স্থূলপিণ্ড—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র

প্রবর্ত্তক ঋষি। বৈগায়নি দেখ।

স্থলেয়ু—(১) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ। (২) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩১। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

স্থাণু—(১) অন্যতম প্রজাপতি। অরিষ্টনেমী দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র। অগ্নি-৮৫। রুদ্র (১৬) দেখ। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৬, ১২৩। পদ্ম-উত্ত-৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। একাদশ রুদ্রের তালিকা দেখ। (৪) নীল লোহিত রুদ্রকে ভগবান ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন, তখন তিনি "স্থিতো-ঽস্মি"—আমি বিরত হইলাম, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি কার্য্য পরিত্যাগ করেন। যেহেতু তিনি 'স্থিতোঽস্মি' এই বাক্য উচ্চারণ করেন, তজ্জন্য তিনি স্থাণু নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই দেব স্থাণু জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব ও অধি-ষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটি গুণের অধিকারী হই-লেন। কূর্ম্ম-পূ-১০। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। রুদ্র (৬) দেখ। (৫) ব্রহ্মার অন্যতম গণ। তিনি পিতামহ কর্ত্তৃক দেবসেনা-পতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। বাম-৫৭। (৬) মহাদেবের এক নাম স্থাণু। তিনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ এবং স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের বিনাশ সাধন করেন, এই কারণে তিনি ঐ নামে পরিচিত হন। মহাভা-অনুশা-১৬১।

স্থাণুক—তন্ত্রোক্ত স্বরবর্ণের অন্যতম মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক ও শক্তি দেখ।

স্থাণুজম্ব—দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ ঋষিগণ-প্রদত্ত অন্যতম অনু-চর। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

স্থাণুমিত্র—একজন ঋষি। কৃষ্ণধর্ম্মা নামে একজন অসুর তাঁহার হোম ও তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করাতে, তিনি চামুণ্ডা দেবী ও অষ্ট ভৈরবের পূজা করিয়া সেই অসুরের উপদ্রব নিবারণ করেন। দেবীপু-৪০।

স্থান—সুখ নামক দেব-গণের অন্ত-র্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। সুখ দেখ।

স্থাবর—শনিগ্রহের এক নাম। তাঁহার গতি স্থির বলিয়া মহাদেব-বরে তিনি ঐ নাম লাভ করেন। স্কন্দ-আব চতু-৫০। শনি দেখ।

স্থিতি—দেবী আদ্যাশক্তির এক নাম। সতী দেখ।

স্থির—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহা-য্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালি দেখ।

স্থিরমেধা—রৈবত মন্বন্তরে আবি-র্ভূত সুমেধা নামক দেব-গণের অন্তর্গত

অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। অশ্বমেধা দেখ।

স্থূল—একজন যক্ষ। সে নিজের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডী নামক কন্যাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। মহাভা-আদি-৬৩।

স্থূল—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪।

স্থূলকর্ণ—(১) দেবজনীর গর্ভজাত যক্ষ মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩। (৩) বীরভদ্র, অনল, স্থূলকর্ণ প্রভৃতি শিবা-নুচরগণ অসিনদীর তীরে অবস্থান করিয়া বারাণসী পুরী রক্ষা করিতে-ছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৪। (৪) একজন মহর্ষি। মহাভা-বন-২৬।

স্থূলকেশ—একজন সর্ব্ব বিদ্যাবিশা-রদ তপোনিরত মহর্ষি। তাঁহার আশ্রমে মেনকা-গর্ভজাতা প্রমদ্বরা পালিত হন। মহাভা-আদি-৮। প্রমদ্বরা দেখ।

স্থূলকেশী—(১) অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (২) অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনী গণ দেখ।

স্থূলজঙ্ঘ—কাশীতে উত্তর দিকে বিঘ্নরাজদিগের অন্যতম স্থূলজঙ্ঘ (গণ-পতি) অবস্থান করিয়া শান্ত ব্যক্তি-গণের পাপ দূর করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

স্থূলদন্ত—কাশীধামে গঙ্গাতীরে উত্তর দিকে স্থূলদন্ত নামক বিনায়ক বারাণ-সীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

স্থূলনাসিক—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

স্থূলনাসিকা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

স্থূলশিরা—(১) একজন মুনি। কবন্ধ নামক রাক্ষস ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করাতে মুনির শাপে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়। রামা-আর-৭১। (২) অশ্বশিরা নামক এক রাজার পুত্র। বরা-৫। অশ্বশিরা দেখ। (৩) একজন মহর্ষি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫। হরি-হরি-১৬৬। পদ্ম-উত্ত-৮১। মহাভা-সভা-৪। অনুশা-২৬। (৪) স্থূলশিরা নামক একজন মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্বদিকে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময়ে শীতল সমীরণ তাঁহার দেহ স্পর্শ করে। মহর্ষি তাহাতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করাতে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে পুষ্প শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহর্ষি তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন "অদ্যাবধি তোমরা সকল সময়ে পুষ্প-শোভা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।" মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

স্থূলশীর্ষ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। খসা দেখ।

স্থূলাক্ষ—(১) দণ্ডকারণ্য নিবাসী খর-দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম অনুচর। সে রামহস্তে নিহত হয়। রামা-আর-২৩, ২৬। (২) একজন মহর্ষি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। পদ্ম-উত্ত-৮১। মহাভা-অনু-২৬। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫।

স্থূলাঙ্গ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

স্থূলাস্য—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

স্থূলোষ্ঠ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

স্নাতপ—কশ্যপবংশীয় দ্ব্যামুষ্যায়ণ গোত্রজ ঋষিগণের অন্যতম। মৎ-১৯৯। যামুনি দেখ।

স্পর্শ—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত দেব-গণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। স্বায়ম্ভুব মনু, অপান ও উদান দেখ।

স্পৃহা—অন্যতমা দেবপত্নী। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

স্ফটিকনিভ—গণেশের এক নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

স্ফূর্জ্জ—(১) অন্যতম রাক্ষস। ভগ ও মহাপদ্ম দেখ। (২) স্ফূর্জ্জ রাক্ষসের পুত্র নিকুম্ভ। বায়ু-৬৯।

স্বগাহব—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবার গর্ভে স্বগাহব জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। বসুদেব দেখ।

স্বচ্ছোদর—পিতামহ ব্রহ্মার এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি ৭।

স্বধর্ম্মা—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ধৃষ্টের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। রণধৃষ্ট দেখ।

স্বধা—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বধা, পিতৃগণের পত্নী ছিলেন। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। সৌর-২৬। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু-১ম-৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। কূর্ম্ম-পূ-৮। লি-পূ-৫। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৩) পিতৃগণের পত্নী স্বধার গর্ভে বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) পিতৃগণ হইতে স্বধা, মেনা ও বৈধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। গরু-পূ-৫। অগ্নি-২০। (৫) পিতৃগণের পত্নী স্বধা, মেনা ও ধরণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। শিব-বায়-পূ-১৫। (৬) স্বধার গর্ভে মেনা ও ধারিণী জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। লি-পূ-৫, ৬। (৭) ব্রহ্মার দেহ হইতে অর্দ্ধ শুক্ল অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ যে দেবী উৎপন্ন হন, তাঁহার এক নাম স্বধা। বায়ু-৯। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৮) ঈশান নামক রুদ্রের পত্নী স্বধা। তাঁহার গর্ভে মনোজব নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক-৫২। (৯) একাদশ

রুদ্রের অন্যতম কাল রুদ্রের পত্নী স্বধা। ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (১০) প্রজাপতি অঙ্গিরার পত্নী স্বধা পিতৃগণের জননী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (১১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী স্বধা (স্বসা)। তিনি রাক্ষস ও যক্ষগণের জননী ছিলেন। সৌর-১৮,৩০। (১২)চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। যোগিনীগণ দেখ। (১৩) পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি বিধান করিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃগণ ঐ দান লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া, পিতামহের সমীপে নিবেদন করিলেন। তখন ব্রহ্মা নিজ মন হইতে শতচন্দ্র সদৃশ কান্তিশালিনী সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই কন্যা স্বধা লক্ষ্মীদেবীর সকল প্রকার গুণ ও লক্ষণ মণ্ডিতা ছিলেন। ব্রহ্মা সেই পদ্ম-বদনা, পদ্ম-নয়না, পদ্মজা কন্যাকে পিতৃগণকে সম্প্রদান করিয়া গোপনে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—"মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিয়া, পিতৃগণকে দান কর।" ব্রহ্মার নির্দ্দেশে দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য মনুষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিলে স্বধাদেবীর বরে সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইল। দেবীভা-৯স্ক-৪৪। (১৪) দেবী মাহেশ্বরীর শরীরোৎপন্না অন্যতমা মহাশক্তির নাম স্বধা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১৫) দেবী পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১। সতী (৩৯) দেখ। (১৬) কবির কন্যা স্বধাহইতে সোমগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-১৮। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

স্বধাবান্—অন্যতম পিতৃগণ। মহাভা-সভা-৮। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

স্বধামা—(১) ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। পুরাণান্তরে সুধামা আছে। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ। (২) রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে বিষ্ণু-স্বধামা নামে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮স্ক-১৩। সত্যসহা দেখ। (৩) উত্তম মন্বন্তরে আবির্ভূত দেবগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭।

স্বন—নিষ্কৃতি অগ্নির পুত্র স্বন। তিনি লোকের শরীরে রোগ প্রদান করেন। তাঁহার প্রভাবেই বেদনার্ত্ত ব্যক্তিগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে। মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

স্বনয়—(১) মহর্ষি কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহে গমন কালে পথি পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় রাজা স্বনয় অনুচরবর্গসহ সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি কক্ষীবানের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন এবং আপনার দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া

তাঁহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা (নিষ্ক), এক শত অশ্ব, একশত বৃষ, এক হাজার ষাটটি গাভী ও রথ প্রদান করেন। ঋক্-১।১২৫।১, টীকা। (২) স্বনয় নৃপতির কন্যা মনোরমা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬। মনোরমা দেখ।

স্বপ্নবিপ্র—রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত অমৃতাভ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। রৈবত মনু দেখ।

স্ববল—দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম অসুর। মৎ-১৬১।

স্বভূমি—উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। যুদ্ধমুষ্টি ও উগ্রসেন দেখ।

স্বমিত্র—যমুনার দক্ষিণতীর বাসী একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম হরিমিত্র। পদ্ম-স্বর্গ-১৫।

স্বমৃড়ীক—ঔত্তমি মন্বন্তরে আবির্ভূত সত্য নামক দেবগণের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা ৬৮। অগ্নিপ ও উত্তম দেখ।

স্বস্তক—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

স্বয়—দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কালিকা-৩৪।

স্বয়ংজাত—হৈহয়দিগের অন্যতম কুল। অগ্নি-২৭৫। হৈহয় দেখ।

স্বয়ংপ্রভা—অন্যতমা অপ্সরা। বরা-৯২।

স্বয়ংভোজ—(১) যদুবংশীয় প্রাতক্ষত্রের তনয়। তাঁহার পুত্র হৃদিক। গরু-পূ-১৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৪। হরি-হরি-৩৮। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যদুবংশীয় প্রতিক্ষিপ্তের পুত্র। তাঁহার পুত্র হৃদিক। বায়ু-৯৬।

স্বয়ংহারকরী—দুঃসহ হইতে যমদুহিতা নির্ম্মাষ্টির গর্ভজাত আট কন্যার অন্যতমা। এই কন্যা গৃহ হইতে ধান্যাদি, গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে ঘৃত, অন্নশালা হইতে অর্দ্ধপক্ব অন্নব্যঞ্জনাদি, হরণ করে। সে ভোজনকালে ভোক্তৃদিগের সহিত উচ্ছিষ্ট অন্নাদিও আহার করে। বিশিষ্ট কর্ম্মস্থান হইতে উত্তম দ্রব্যাদি, রমণীস্তন হইতে দুগ্ধ, তিলাদি হইতে তৈল, সুরালয় হইতে সুরা, কার্পাস হইতে সূত্র প্রভৃতি স্বয়ং হরণ করে বলিয়া, ইহার এক নাম স্বয়ংহারকরী অথবা স্বয়ংহারিকা। মার্ক-৫১।

স্বয়ম্ভু—(১) পিতামহ ব্রহ্মার এক নাম কিন্তু অন্যান্য দেবগণ অথবা অবতারদিগের স্তব কালেও তাঁহাদিগকে স্বয়ম্ভু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। (২) ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রথমে বিধাতার সৃষ্টি করেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭। (৩) প্রলয়ান্তে তৃতীয় সৃষ্টিকালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল স্বয়ম্ভু।

স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। ব্রহ্মা (১৫৭) ও (১৯৪) দেখ। (৪) মহাদেব নকুলেশ্বর তীর্থে স্বয়ম্ভু নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব (৫০) দেখ। (৫) তামক নামক মহাক্ষেত্রে শিব স্বয়ম্ভু নামে অবস্থান করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-২। (৬) পূর্ব্বে সৃষ্টি-কামনায় ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। সেই জলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন। জলমধ্যে সেই নিহিত বীজ হইতে, এক সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া, সলিলোপরি ভাসিতে থাকে। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং সমুৎপন্ন হন। সেই কারণেই তিনি স্বয়ম্ভু নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অগ্নি-১৭। (৭) সৃষ্টির আদিকালে পিতামহ ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে এক মহাঘোষ, শ্বেতবর্ণ সুনির্ম্মল অক্ষর আবির্ভূত হয়। সেই অক্ষরই বেদাত্মক ওঙ্কার নামে পরিচিত হয়। এই ওঙ্কার সৃষ্টি করিয়া পিতামহ স্বয়ম্ভু নামে পরিচিত হন। (৮) স্বয়ম্ভু নামে এক জন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। বরা-১২১।

স্বরক – সূর্য্যের অন্যতম রশ্মি। এই রশ্মি শনিগ্রহকে কান্তি দান করে। কূর্ম্ম-পূ-৪২। অর্ব্বাবসু দেখ।

স্বরবেদী—জনৈক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার কন্যার নাম সুস্বরা। পদ্ম-উত্ত-১২৮। পদ্ম-স্বর্গ-১০। অগ্নিপ, লোমশ ও সুখ-সঙ্গীতি দেখ।

স্বরা—(১) সুনৃতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজা উত্তানপাদের স্বরা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তানপাদ দেখ। (২) দক্ষ কন্যা ক্রোধার যে দ্বাদশজন কন্যা পুলহের পত্নী ছিলেন, স্বরা তাঁহাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ।

স্বরাট্—প্রজাপতি কর্দ্দমের কন্যা স্বরাট্। তিনি অঙ্গিরা বংশীয় অথর্ব্বণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৫। অথর্ব্বণ দেখ।

স্বরাষ্ট্র—একজন মহাবীর্য্যবান্ নরপতি। তাঁহার এক মন্ত্রীর প্রার্থনায়, ভাস্করদেব তাঁহাকে সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। বিমর্দ্দ নামক অপর একজন নরপতি, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে, তিনি অরণ্যে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। সেই স্থলে তাঁহার অন্যতমা পত্নী উৎপলাবতী, মুনি শাপে মৃগীরূপ প্রাপ্ত হইয়া, অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ মৃগীরূপধারিণী উৎপলাবতীর গর্ভে তামসমনু জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৭৩। লোল দেখ।

স্বরূপ—(১) ইক্ষাকু বংশীয় নৃপতি বৎসপ্রীর অন্যতম পুত্র। মার্ক-১১৭। বল ও বৎসপ্রী দেখ। (২) তামস-মন্বন্তরে আবির্ভূত দেবতাদিগের অন্যতম গণ। বায়ু-৬২। (৩) অন্যতম দানব। মহাভা-সভা-৯।

স্বরূপা—ভূতের ভার্য্যা স্বরূপার

গর্ভে অজ, ভব, ভীম প্রভৃতি রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। রুদ্র দেখ।

স্বরোচিঃ—কলি নামক বিপ্ররূপ-ধারী গন্ধর্ব্বের ঔরসে বরূথিনী নাম্নী এক অপ্সরার গর্ভে স্বরোচিঃ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্দিবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমা এবং বিভাবরী ও কলাবতী নাম্নী তাঁহার দুই সখীকে বিবাহ করেন। এই স্বরোচিঃ হইতে এক বনদেবতার গর্ভে দ্যুতিমান্ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রই পরে স্বারোচিষ নামে মনু হয়েন। মার্ক-৬৩-৬৬। প্রভাব ও মেরুনন্দ দেখ।

স্বর্গ—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা যামীর গর্ভে স্বর্গ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) পশুপতি নামক রুদ্রের পুত্র। কুর্ম্ম-পূ-১০। রুদ্র দেখ। (৩) দক্ষকন্যা ভূমির (ধর্ম্মের পত্নী) গর্ভে দুর্গ ও স্বর্গ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গের তনয় নন্দ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

স্বর্গগঙ্গা—সাগর হইতে স্বর্গ গঙ্গার গর্ভে জালন্ধর নামক দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-উত্ত-৩।

স্বর্গদ্বার—সূর্য্যের এক নাম। মহাভা-বন-৩।

স্বর্গপ্রদ—গণেশের এক নাম। স্কন্দ-নাগ-১৪২।

স্বর্গলক্ষ্মী—পঞ্চপাণ্ডবের বনিতা দ্রৌপদীই স্বর্গলক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইতেন। মহাভা-আদি-১৯৭।

স্বর্ণগ্রীব—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। [পদ্ম-উত্ত-১২।

স্বর্ণদন্তিক—শিবের অনুচরগণ।

স্বর্ণবতী—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। সীতা (২) দেখ

স্বর্ণমাল্য—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। স্কন্দ ও মনাহ্বব দেখ।

স্বর্ণরেখিকা—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচরী শক্তিরূপিনী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ।

স্বর্ণরোমা—১) জনকবংশীয় মহা-রোমার পুত্র। তাঁহার তনয় হ্রস্বরোমা। রামা-আদি-৭১। বায়ু-৮৯। ভাগ-৯স্ক-১৩। গরু-পূ-১৪২। বিষ্ণু পুরাণে (৪র্থ-৫) সুবর্ণরোমা।

স্বর্ণশৃঙ্গাটিকা—সুবর্ণসদৃশ কুসুম-দ্বারা এই দেবীর পূজা করিলে শিব-লোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

স্বর্ণাক্ষ—অন্যতম রুদ্র। রুদ্র (১৬) দেখ।

স্বর্ভানু—(১) দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভ-জাত দানবগণের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। হরি-হরি-৩। শিব-

ধর্ম্ম-৫৪। বায়ু-৬৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। গরু-পূ-৬। কূর্ম্ম-পূ-১৮। কালিকা-৩৪। সৌর-৩০। বিষ্ণু-১ম-২১। ব্রহ্মপূ-৩। (২) স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা আয়ুর পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-২৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। সৌর-৩১। অগ্নি-১৯। বায়ু-৯২। ব্রহ্মপূ-৩। বিষ্ণু ১ম-২১। লি-পূ-৬৬। (৩) স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভা। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। গরু-পূ-৬। ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) স্বর্ভানু নামক দানব দ্বাপরে উগ্রসেন নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। সত্যভামা দেখ। (৬) স্বর্ভানু প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-আত্মজগণ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬। (৭) "স্বর্ভানু সূর্য্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল।" ঋগ্বেদে (৫।৪০।৫) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের কোথাও রাহুর উল্লেখ নাই। যদিচ এইরূপ উল্লেখ দ্বারা সূর্য্যগ্রহণ সূচিত হয়। পৌরাণিক যুগে রাহুর গল্প কল্পিত হইলে, স্বর্ভানু শব্দ রাহুর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

স্বর্লীন—মহাদেবের এক নাম। কাশীধামে অবস্থিত স্বর্লীন লিঙ্গের সমীপে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের পরমাগতি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৩, ৯৭।

স্বশ্ব—ঋগ্বেদোক্ত একজন নরপতি। তিনি পুত্র কামনা করিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিলে, সূর্য্য স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বশ্ব রাজার সহিত মহর্ষি এতসের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র এতসকে সাহায্য করেন। ঋক্-১।৬১।১৫।

স্বসা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্যতমা। হরি-হরি-৩। পুরাণান্তর মতে স্বধা।

স্বসৃপ—(১) অন্যতম দানব। মৎ-৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অজন ও অজিক দেখ। (২) কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। নামান্তর খসৃম। মৎ-২০। হরি-হরি-২০, ২২। শিব-ধর্ম্ম-৬৩। পদ্ম-সৃষ্টি-১০। কবি, ও ক্রোধন দেখ।

স্বস্তি—(১) স্বস্তি দেবী বায়ুর পত্নী। তিনি নিখিল ভুবনে পূজিতা হন। দেবীভা-৯স্ক-১। (২) দেবী সরস্বতীর পূজার সংস্রবে প্রভা, মেধা, শক্তি, শ্রুতি স্বস্তি প্রভৃতি দেবীর পূজাও বিহিত। তন্ত্রঃ-২০০ পৃঃ, ৪১৯ পৃঃ। ভদ্রকালী দেখ। (৩) ঋগ্বেদের অন্যতমা দেবী। মহর্ষি বামদেব তাঁহার স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৪।৫৫।৩। (৪) অত্রির অপত্য মহর্ষি স্বস্তি ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণের

স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৫০, ৫১।

স্বস্তিক—(১) পাতালবাসী অন্যতম নাগ। বায়ু-৫০। মহামেঘ দেখ। (২) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (৩) প্রভাস ক্ষেত্রস্থ দ্বারকাপুরীর অন্যতম দ্বারপাল। মহোদর দেখ। (৪) তলাতল বাসী একজন নাগরাজ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

স্বস্তিকর—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈক্লব দেখ।

স্বস্তিতর—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈষড়ি দেখ।

স্বস্ত্যাত্রেয়—(১)-দক্ষিণ দিগ্‌বাসী একজন মহর্ষি। তিনি লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১। (২) প্রমুচু, স্বমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু, ঊর্দ্ধবাহু, উন্মুচু, দৃঢ়ব্য, তৃণ, সোমাঙ্গিরা, নমুচি, প্রমুচি, অত্রি, স্বমুখ, বিমুখ, ইধ্মবাহ, বিমুচ প্রভৃতি মহর্ষিগণ দক্ষিণদিকে বাস করিতেন। রামা-উত্ত-১। মহাভা-শান্তি-২০৮; অনুশা-১৫০, ১৬৫। (৩) অত্রি মুনি ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে স্বস্ত্যাত্রেয়দিগকে উৎপাদন করেন। কূর্ম্ম-পূ ১৯।

স্বস্থল—বশিষ্ঠবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মাঙ্কতি দেখ।

স্বাকোটক—ব্রহ্মধনা রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মুনি দেখ।

স্বাগত—জনক-বংশীয় শকুনির পুত্র। তাঁহার তনয় সুবর্চ্চা। বায়ু-৮৯।

স্বাতি—(১) মগধের অন্ধ্রবংশীয় মেঘস্বাতীর পর নরপতি স্বাতি অষ্টাদশবর্ষ রাজত্ব করেন। তাহার পরে স্কন্দস্বাতি রাজা হন। মৎ-২৭৩। (২) মনু-বংশীয় উরুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। ভাগ-৪স্ক-১৩। বিষ্ণু-১ম-১৩। ব্রহ্মা-৬৮। উরু, অঙ্গ, আগ্নেয়ী, ক্রতু, আঙ্গিরস দেখ।

স্বাতিকর্ণ—মগধের অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের পরে স্বাতিকর্ণবংশীয় কুন্তল আট বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর স্বাতিকর্ণ এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে রিক্তবর্ণ রাজা হন। মৎ-২৭৩।

স্বাতী—চন্দ্রবংশীয় বৃজিনবানের পুত্র। তাঁহার পুত্র কুশঙ্কু। লি-পূ-৬৮।

স্বায়ম্ভুব (মনু)—(১) ব্রহ্মার মানসী কন্যা শতরূপার (নামান্তর সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী) গর্ভে ব্রহ্মা হইতেই স্বায়ম্ভুব মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিরাট পুরুষ এবং গুণসমূহ যোগে অধিপুরুষ নামেও খ্যাত হন। মৎ-৩। (২) সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার প্রজাসমূহ বিধিনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বন না করাতে, ব্রহ্মার শোক উপস্থিত হয়। সেই শোক পরিহার করিলে, রজঃ ও

তমোগুণ ব্রহ্মাকে আশ্রয় করে। ঐ গুণসমূহ একত্রীভূত হইয়া, তাহাহইতে এক মিথুন উৎপন্ন হইল। তাহাতে ব্রহ্মা প্রীতিলাভ করিয়া, নিজ তনু দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার এক ভাগ হইতে এক পুরুষ, অপর এক ভাগ হইতে এক নারীর সৃষ্টি হইল। এই নারী শতরূপা নামে খ্যাত। তিনি সেই পুরুষকেই পতিত্বে বরণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মার দেহার্দ্ধ জাত সেই পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু। এই মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর নামান্তর বৈরাজ প্রজাপতি। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। শতরূপা দেখ। (৩) সৃষ্টির প্রারম্ভে সনকাদি মানস পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলে ব্রহ্মার ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সেই ক্রোধ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উদ্ভব হয়। শতরূপা নাম্নী পত্নীর গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। মার্ক-৫০। ব্রহ্মা (১৪) দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যারই নামান্তর শতরূপা। অগ্নি-১৮। (৫) সৃষ্টির আদিতে মন্বন্তর-সমূহের অধিপতি স্বায়ম্ভুব মনু, পিতা ব্রহ্মার নির্দ্দেশে সকল-কারণ-স্বরূপিনী দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করেন। দেবী তাঁহার আরাধনায় প্রীতি লাভ করিয়া, মনুকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার প্রজাসৃষ্টি কার্য্য যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। দেবী সেই বরই প্রদান করিলেন। অতঃপর মনু ব্রহ্মার নিকটে একটি উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিলেন। ব্রহ্মা মনুকে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে বলেন। এমন সময়ে সহসা আদি দেব শূকররূপ ধারণ করিয়া পিতামহের নাসিকাগ্র হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অতি বৃহদাকার ধারণ করিয়া, ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণ নানারূপে সেই বরাহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই বরাহরূপী আদিদেব জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন ও তাঁহাকে স্বস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন স্বায়ম্ভুবমনু ব্রহ্মার নির্দ্দেশে ধরাধামে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইটি মহাতেজস্বী পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দেবীভা-৮স্ক-১-৩। (৬) স্বায়ম্ভুব মনু একবার গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্যে সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। বিষ্ণু প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা

করিতে বলিলে, স্বায়ম্ভুব মনু হরিকে বলিলেন "তুমি তিন জন্ম যাবৎ আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।" বিষ্ণু তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনু তিন জন্মে দশরথ, বসুদেব ও সম্ভল গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪২। (৭) প্রথমে ব্রহ্মা প্রজা সাধারণের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধান করেন। কালক্রমে প্রজাগণ সেই ধর্ম্ম পালন করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাতে, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া নিজ শতরূপা নাম্নী পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদই মনুর সেই প্রথমজাত পুত্র এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম মহীপতি হয়েন। বায়ু-৫৭। (৮) পিতামহ ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা প্রভৃতি মানসপুত্রগণকে উৎপাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মা শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ হইতে শতরূপা নাম্নী এক কন্যা, আর এক ভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই স্বায়ম্ভুব মনু হইতে শতরূপার গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৯) ব্রহ্মার ক্রোধসঞ্জাত রুদ্র উৎপন্ন হইয়া, পিতামহের আদেশে নিজেকে নানাভাগে বিভক্ত করেন। তৎপরে পিতামহ নিজেকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে বিভাগ করিলেন। সেই পুরুষ অংশ হইলেন স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রী অংশ হইলেন শতরূপা। এই মনুই শতরূপার পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতির প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-১ম-৭। (১০) সৃষ্টির প্রথম কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। বরা-২। (১১) সত্যযুগে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাদিগকে অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করেন। মহাভা-শান্তি-৩৬। (১২) মরীচি প্রভৃতি যে সাত জন মহর্ষি চিত্রশিখণ্ডী নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুও ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া সর্ব্ব মোট আট জন। মহাভা-শান্তি-৩৩৬। (১৩) স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১৪) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালেই শিব সতীকে বিবাহ করেন। স্কন্দ-নাগ-৩৭। (১৫) ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। তৎপরে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

(১৬) স্বায়ম্ভুব মনু শ্বেত বরাহকল্পে প্রাদুর্ভূত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৩। (১৭) সৃষ্টির আদিতে মরীচি আদি মানস পুত্রগণ প্রভৃতিকে উৎপাদন করিয়াও পিতামহ যখন দেখিলেন, প্রজা সৃষ্টিকার্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তিনি নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই দ্বিধা বিভক্ত দেহের এক ভাগ হইতে এক পুরুষ এবং অপর এক ভাগ হইতে এক নারী উৎপন্ন হইলেন। অতঃপর বিষ্ণু বিরাটপুরুষকে সৃজন করেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে আর এক পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনিই মনু নামে খ্যাত হন। এই প্রথম মনু (স্বায়ম্ভুব) শতরূপা নাম্নী এক অযোনি-সম্ভবা পত্নী লাভ করেন। ব্রহ্মপু-২। (১৮) বারাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে আবির্ভূত শিবাবতার যোগাচার্য্যদিগের অন্যতম ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু। লি-পূ-৭। (১৯) মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ এবং স্বায়ম্ভুব মনু, ইহারা ব্রহ্মার প্রভাবে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (২০) নরপতি পৃথু যখন বসুধাকে দোহন করেন, তখন স্বায়ম্ভুব মনু বৎসরূপে কল্পিত হন। হরি-হরি-২০। বায়ু-৬৩। মৎ-১০। শিব-ধর্ম্ম-৫৭। বসুধা দেখ। (২১) প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে দেবগণ ছিলেন। ঔর্ব্ব প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং শতক্রতু ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অগ্নি-১৫০। (২২) প্রথম মনু ছিলেন স্বায়ম্ভুব। তাঁহার অগ্নিধ্র প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, ইহারা ঐ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে জয়, অমিত, শুক্র ও যাম নামে সোম-পায়ী চারি দেব-গণ ছিলেন। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল বামদেব। গরু-পূ-৮৭। ব্রহ্মা (১০), (৩২), (৪৪), (৭৭) ও শত-রূপা দেখ। (২৩) স্বায়ম্ভুব মনু বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া, তপস্যা করিবার জন্য, পত্নীর সহিত বনে গমন করেন। তিনি সুনন্দা নদীর তীরে একপদে দণ্ডায়-মান থাকিয়া, শত বৎসর ব্যাপিয়া ঘোর-তর তপস্যা করেন। তিনি যখন সমাধিস্থ হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা এইরূপ তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ক্ষুধার্ত্ত অসুর এবং রাক্ষসগণ, তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হয়। যজ্ঞরূপধারী হরি তখন দৈত্যগণকে বধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। (২৪) বারাহকল্পের সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে, দেবাসুরগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করেন। স্কন্দ প্রভা-প্রভা ১৮। (২৫) মনুর অধিকার কালে বিশ্বভূক্ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (২৬) অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধা-তিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবল ও পুত্র নামে স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র ছিল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা,

পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্ম-তনয় ঐ মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে আরও সাত জন ঋষি উত্তর দিকে বাস করিতেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে যাম নামে দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২৭) ব্রহ্মার মুখ হইতে সস্ত্রীক স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা। ব্রহ্মা তাঁহাকে এক পুলকান্বিত কলেবর, বৈষ্ণব চূড়ামণি পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২৮) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩।

স্বায়ম্ভুবী—তানক নামক মহাক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুবী নাম্নী দেবী অবস্থিতা আছেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২।

স্বারোচিষ (মনু)—স্বরোচ নামক নরপতি হইতে এক বনদেবতার গর্ভে দ্যুতিমান্ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই পরে স্বারোচিষ নামে মনু হয়েন। ঐ মনুর অধিকার কালে দেবগণ পারাবত ও তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন। তখন ইন্দ্রের নাম ছিল বিপশ্চিৎ। উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রভৃতি ঐ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। মার্ক-৬৭। (২) দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ কালিন্দী নদীর তীরে দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষকাল কেবল শীর্ণ, শুষ্ক পত্রাহারী হইয়া দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করেন এবং তাঁহার বরে নিখিল মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করেন। দেবীভা-১০স্ক-৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ, বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র এবং উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দান্ত, ঋষভ তিমির ও অর্ব্বরীবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। সৌর-৩২। (৪) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাগণ তুষিত ও পারাবত এই দুই গণে বিভক্ত ছিলেন। এই প্রত্যেক গণে দ্বাদশ জন করিয়া দেবতা ছিলেন। (আপ এবং অজিহ্ম দেখ)। বৈধ এই মনুর অধিকার কালে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম—উর্জ্জ, স্তম্ভ, দ্রোণ, ঋষভ, দত্তাত্রি, নিশ্চল ও ধাবান। এই মনুর পুত্রগণের নাম—চৈত্র, কবিরুত, কৃতান্ত, বিভুত, রবি, বৃহদ্, উহ, নব ও শুভ। বায়ু-৬২। বিষ্ণু-৩য়-১। (৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত নামে যে দেবগণ খ্যাত ছিলেন। তাঁহারাই আবার স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া, তুষিত দেব-গণ নামে খ্যাত হন। ঐ সময়ে তাঁহারা প্রাণ নামেও খ্যাত ছিলেন। বায়ু-৬৭। (৬) বশিষ্ঠাত্মজ ঔর্ব, কশ্যপ-বংশীয় স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন, ইঁহারা স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি,

আপোমূর্ত্তি, অয়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও উর্জ্জ, ইহারা স্বারোচিষ মনুর পুত্র। হরি-হরি-৭। (৭) স্বারোচিষ মনুর পুত্রদের নাম—বর,হবিঘ্ন, সুকৃতি, জ্যোতি, অয়োমূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, মনস্য, নভঃ ও সূর্য্য। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৮) স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিত নামে দেবগণ ছিলেন। তখন বিপশ্চিত নামে ইন্দ্র এবং উর্জ্জ, স্তম্ভ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। চৈত্র, কিম্পুরুষ আদি ঐ মনুর পুত্র হইয়াছিলেন। অগ্নি-১৫০। (৯) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবগণ দুইটি গণে বিভক্ত ছিলেন। (আপ ও অজিষ্কান দেখ।) তখন বৈধ নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। বাশিষ্ঠ উর্জ্জ, কাশ্যপ স্তম্ভ, ভার্গব দ্রোণ, আঙ্গিরস বৃষভ, পৌলস্ত্য দত্তাত্রি, আত্রেয় নিশ্চল ও পৌলহ অধ্বরীয় এই কয় জন, ঐ মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। স্বারোচিষ মনুর পুত্রদের নাম—চৈত্র, কবিরুত, কৃতান্ত, বিভৃত, রবি, নব ও বৃহদ্‌গুহ। ব্রহ্মা-৬৮। (১০) নভ, নভস্য, ভাবন ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন নামে স্বারোচিষ মনুর চারি পুত্র ছিল। ঐ সময়ে দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ ও বৃহস্পতি, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। হবীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ ও জ্যোতি, এই কয় জন বশিষ্ঠ পুত্র তৎকালে প্রজাপতি হইয়াছিলেন।পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (১১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিত নামে দেবগণ ছিলেন। উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্ব্বরীবান্, ইহারা ঐ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (১২) স্বারোচিষ মনু অগ্নির সন্তান। সুষেণ রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিলেন। ঐ মন্বন্তরে রোচন নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবগণের নাম ছিল তুষিত। উর্জ্জ, স্তম্ভ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। বেদশিরা দেখ। (১৩) স্বারোচিষ মনুর অধিকার কালে বিপশ্চিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৫। (১৪) স্বারোচিষ মনুর বিনত, কর্ণান্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্‌গণ ও নভ নামে কতিপয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। তুষিত ও পারাবত নামক যে দেব-গণ ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ জন করিয়া দেবতা ছিলেন। উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তোলি ও অর্ব্বরীবান, এই কয়জন ঐ মনুর অধিকার কালে সপ্তর্ষি ছিলেন। তখন বিপশ্চিৎ নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। গরু-পূ-৮৭, (১৫) উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দন্তোলি, বৃষভ, তিমির ও অর্ব্বরীবান ইহারা স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে বিপশ্চিৎ নামে ইন্দ্র এবং তুষিত ও পারাবত নামে দেবগণ ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৬) নভঃ, নভস্য, প্রসৃতি

ও ভানু নামে স্বারোচিষ মনুর চারি পুত্র ছিল। এই মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের নাম—দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি। এই মন্বন্তরে দেবগণ তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন হস্তীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি আপ, জ্যোতি, অয় ও স্ময় ইহারা এই মনুর অধিকার কালে সপ্ত প্রজাপতি নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৯। (১১) দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, অগ্নির পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৪।

স্বাস্তিক—অন্যতম নাগ। তিনি অর্ব্ব দপর্ব্বতে বাস করিতেন। মহাভা-সভা-২০।

স্বাহা—(১) অন্যতম মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ। (২) ব্রহ্মার মানসপুত্র অভিমানী অগ্নির পত্নী স্বাহা। মৎ-৪৯। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বাহা অগ্নির পত্নী ছিলেন। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। ব্রহ্মা-১০। বৃহদ্ধ-মধ্য-২। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। সৌর-২৬। বিষ্ণু-১ম-৭। ভাগ-৪স্ক-১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। গরু-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-১০। লি-পূ-৫। (৪) ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন অর্দ্ধনারীনররূপের নারী অংশ স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৫) পশুপতি নামক রুদ্রের পত্নী। ব্রহ্মা-২৮ বায়ু-২৮। বিষ্ণু-১ম-৮। মার্ক-৫২। কূর্ম্ম-পূ-১০ রুদ্র (১০) দেখ। (৬) স্বাহাদেবীর নাম উচ্চারণ না করিয়া, যদি অগ্নিতে হবিঃ প্রদত্ত হয়, তবে যজ্ঞ-হবিঃ দেবতারা গ্রহণ করিতে পারেন না। দেবীভা-৯স্ক-১। (৭) দেবগণ ব্রহ্মার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, পিতামহ হরির শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ হরি তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় যজ্ঞরূপ ধারণ করিলে, ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিলেন যে, যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃই দেবগণের আহার্য্য হইবে। তদবধি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসকল দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ঘৃত দেবগণ লাভ করিতে পারিলেন না এবং প্রতীকার প্রার্থী হইয়া পুনরায় পিতামহের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তখন হরির নির্দ্দেশে প্রকৃতিদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর দেবী প্রসন্না হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ব্রহ্মা অনুরোধ করিলেন "তুমি অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তির পত্নী হও। অগ্নিদেব যেন তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন হোম দ্রব্য ভস্ম করিতে সমর্থ না হন। এবং মন্ত্রের দ্বারা তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া যে হবিঃ প্রদত্ত হইবে, সেই ঘৃত যেন দেবগণের তৃপ্তিদায়ক হয়।" স্বাহাদেবী তাহাতে সম্মত না হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবার জন্য

মন্বন্তরে আবির্ভূত সুধামা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। (৯) জ্ঞানের স্ত্রীর নাম স্মৃতি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

স্মৃতিহরা, স্মৃতিহারিকা—দুঃসহ হইতে নির্ম্মাষ্টির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। সে সকলের স্মৃতি হরণ করে। মার্ক-১৫।

স্যন্দন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, তাঁহার তনয়: অগ্নিবর্ণ। কল্কি-৩য়-৪।

স্যশ—দানব বিশেষ। হরি-হরি-৩১।

স্যূমরশ্মি, স্যূমরশ্মি—(২) একজন বৈদিক ঋষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১২।১৬। (২) মহারাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, গার্হস্থ্য ও যোগধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান। তদুত্তরে ভীষ্মদেব গো-কপিল নামক সংবাদ কীর্ত্তন করেন। নহুষ নরপতি একবার অতিথির জন্য গো-বধ করিতে উদ্যত হইলে, স্যূমরশ্মি নামক এক মহর্ষি যোগবলে ঐ গো-দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তথায় উপস্থিত কপিল মুনিকে, কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ড সম্বন্ধে নানা বিষয় প্রশ্ন করেন। মহাভা-শান্তি-২৬৮-২৭০।

স্রজ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

স্রবনা—দেবী ভগবতীর একনাম। দেবীপু-৩৭।

স্রবস্—পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত ভূতরজ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮। রৈবতমনু (৮), (১২) এবং শ্রবণ দেখ।

স্রবাঃ—পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত অমৃতাভ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮

স্রোতঃ—তিনি শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। সূর্য্য দেখ।

হংস—(১) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন পুত্রের অন্যতম। মৎ-২০৩। সাধ্য-দেবগণ দেখ। (২) ষড়গর্ভ নামে খ্যাত হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের অন্যতম। হরি-হরি-৫৭। ষড়গর্ভ ও উর্ণা দেখ। (৩) বরিষ্ঠার গর্ভজাত আটজন গন্ধর্ব্ব-দিগের জ্যেষ্ঠ হংস। তাঁহার পত্নীর নাম অনবদ্যা। বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (৪) অরিষ্ঠার পুত্র হংস নামক দানব দ্বাপরে কুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্ব-গণের রাজা হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) জরাসন্ধের পরম সহায় একজন মহাবল বীর। তাঁহার ভ্রাতার নাম ডিম্বক। মহাভা-সভা-১০। ডিম্বক দেখ। (৬) শাল্বদেশে ব্রহ্মদত্ত নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া, দুইটি মহাবল পুত্র লাভ করেন। ঐ রাজতনয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনের নাম হংস, কনিষ্ঠজনের নাম ডিম্বক। রাজ তনয় যুগলও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করেন এবং তাঁহার বরে দেব, দানব, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বদিগের অজেয় হন। তদ্ভিন্ন তাহারা দিব্য অভেদ্য বর্ম্মাদিও লাভ করেন। মহাদেবের আদেশে সর্ব্ব প্রাণি-গণের হিতেরত কুণ্ঠোদর ও বিরূপাক্ষ নামক ভূতেশ্বর গণও সমরে ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্য করিতে সম্মত হন। এইরূপে দেব-বরে বলীয়ান্ হইয়া, তাঁহারা অনেক মুনি ঋষিদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার করে। তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকটে হংস ও ডিম্বকের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, বাসুদেব তাঁহাদিগকে বধ করিতে মনস্থ করেন। অতঃপর হংস ও ডিম্বক এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তন্নিমিত্ত তিনি কর গ্রহণের জন্য, তাঁহাদের মিত্র জনার্দ্দনকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায়, যাদবদিগের সহিত হংস ও ডিম্বকের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তাঁহারা বাসুদেব হস্তে নিহত হন। হরি-উদ্-৩২-৫৯। (৭) সূর্য্যের এক নাম হংস। তিনি কাশীদর্শন লালসায় নভমার্গে অতিদ্রুত গমন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ঐ নাম হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। ৮) ব্রহ্মার বাহন হংস, দক্ষ কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস কালে এই হংস ব্রহ্মাকে ফেলিয়া পলায়ন করেন। তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন। ঐ হংস পরে ব্রহ্মার নির্দ্দেশে রেবা তীরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২১। (৯) একজন অপুত্রক সিদ্ধপতি। তিনি মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৩০। (১০) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের সাত পুত্রের নামে যে সাতটি বর্ষ ছিল, তাহাদের প্রত্যেক বর্ষে

অবস্থিত বর্ণচতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাঞ্চন ও সত্যাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শ্রীদেবার গর্ভে হংস প্রভৃতি ছয়টি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

হংসকীলা—সুরভি-দুহিতা রোহিণীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা হংসকীলা কতকগুলি মনুষ্য ও মহিষ প্রসব করেন। বায়ু-৬৬।

হংসকেতু—উশীনর রাজ্যাধিপতি হেমাঙ্গদ নৃপতির পুত্র। গর্গ-অশ্ব-১৬।

হংসচূড়—দানব বিশেষ। মাহাভা-সভা-১০।

হংসজ—(১) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-২৮। রাবণ দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

হংসজিহ্ব—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

হংসপদী—একজন কিন্নরী। তাঁহার স্বামীর নাম বেণুপ্রিয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

হংসপাদা—লৌকিকী অপ্সরাদিগের অন্যতমা। বায়ু-৬৯।

হংসবক্ত্র—(১) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা ১৯। রাবণ দেখ। (২) দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ

হংসাননা—অসুরদিগের অত্যাচার হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্মা এক চতুর্বক্ত্রা, চতুর্ভুজা, নারী উৎপাদন করেন। তাঁহার নাম হংসাননা। স্কন্দ-আব-অব-৩৭।

হংসাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব (অপর নাম ধুন্ধুমার) নৃপতির মধ্যম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

হংসাস্য—দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

হংসী—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগীরথের কন্যা। তিনি কৌৎস ঋষিকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭।

হড়া—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

হনন—প্রভাসক্ষেত্রে দ্বারকাপুরীর নৈর্ঋতকোণরক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। ভ্রু-বিকার দেখ।

হনু—দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

হনূমান—(১) সুমেরুপর্ব্বতে কেশরী নামে এক বানরপতি থাকিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম অঞ্জনা। এই অঞ্জনার গর্ভে পবনদেবের ঔরসে হনূমান জন্ম গ্রহণ করেন। অঞ্জনা ফল আহরণার্থ গহন বনে বিচরণ করিতেছিলেন।

তিনি সেই অরণ্যেই হনূমানকে প্রসব করিয়া প্রস্থান করেন। সদ্য প্রসূত হনূমান ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশে ভাস্কর উদিত হইলে, হনূমান তাঁহাকেই ফলভ্রমে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফ প্রদান করেন। হনূমান আকাশে উত্থিত হইলে, পবন স্বীয় পুত্রের প্রতি মমতাপ্রযুক্ত তাঁহার অনুগামী হন। হনূমান ক্রমে আকাশে গমন করিতে করিতে, সূর্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রবি তাঁহাকে বালক বিবেচনায় দগ্ধ করিলেন না। যে দিবস হনূমান সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফপ্রদান করেন, সেই দিবসই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু হনূমানকে সূর্য্যরথে দেখিয়া, তাঁহাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনাপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া অভিযোগ করেন। ইন্দ্র, রাহুর অনুরোধে সূর্য্যসমীপে গমনপূর্ব্বক হনূমানকে বজ্রদ্বারা প্রহার করেন। সেই বজ্রাঘাতে পবনতনয়ের বাম হনু ভগ্ন হইয়া গেল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ পবন আহতপুত্রকে লইয়া, পর্ব্বতগহ্বরে লুক্কায়িত হইলেন। বায়ু সঞ্চালন বন্ধ হইলে, দেবগণ সমূহ বিপদাশঙ্কা করিয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে। ব্রহ্মা দেবগণ সহ পর্ব্বতগুহায় পবন-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, হস্তস্পর্শদ্বারা বায়ুপুত্রের জীবনদান করিলেন। তখন পবনও আনন্দিত হইয়া, পুনরায় জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই হনূমানকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে পবনাত্মজ শত্রুগণের ভয়োৎপাদক ও মিত্রদিগের অভয়কারী, অজেয় কামরূপ, কামচারী, কামগামী, অব্যাহতি গতি ও কীর্ত্তিমান হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন—"যেহেতু আমার উৎসৃষ্ট বজ্রদ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, তজ্জন্য এই মহাবল বায়ুপুত্র হনূমান নামে বিখ্যাত হইবে। এবং অদ্য হইতে সে আমার বজ্রের অবধ্য হইবে।" সূর্য্য বলিলেন—"আমি ইহাকে মদীয় অংশের শততম অংশ প্রদান করিতেছি এবং যখন এই বায়ুপুত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। তাহাতে হনূমান অসাধারণ বাগ্মীতা লাভ করিবে" বরুণ বলিলেন যে তাঁহার পাশ ও জল হইতে অযুতশত বর্ষেও হনূমানের মৃত্যু হইবে না। যমের বরে তিনি যমদণ্ডের অবধ্য হইলেন। তদ্ভিন্ন তিনি রোগহীনতা ও অ-বিষণ্ণতাও লাভ করিলেন। কুবের বলিলেন যে যুদ্ধে হনূমান তাঁহার গদার অবধ্য হইবে। শঙ্কর ও বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন যে, পবনতনয় তাঁহাদের অস্ত্র সমুদয়ের অবধ্য

হইবে। দেবগণ এইরূপে বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে, পবন পুত্রকে অঞ্জনার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক দেবগণের বর প্রদান বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া, প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে হনুমান দেবগণের বরে বলীয়ান হইয়া, সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কেশরী ও পবন তাঁহাকে নিষেধ করিলেও, তিনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে হনুমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ভৃগু ও অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণ তাঁহাকে এই বলিয়া শাপদিলেন যে দেবগণের বরে হনুমান যে বললাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শাপে সেই বল তিনি দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিবেন না। কেবল যে সময়ে কোনও ব্যক্তি হনুমানকে তাঁহার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন কেবল তাঁহার বল বর্দ্ধিত হইবে। এই কারণে বালিকর্ত্তৃক তাঁহার সুহৃদ সুগ্রীব উৎপীড়িত হইলেও, হনুমান তাহার প্রতিবিধানে অসমর্থ ছিলেন। রামা-উত্তরা ৪০, ৪১। (২) সুগ্রীব যখন তাঁহার ভ্রাতা বালির ভয়ে হনুমান প্রভৃতি অনুচর সহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাম সীতার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হন। তখন সুগ্রীব হনুমানকেই রামের পরিচয় জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। হনুমান রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহনপূর্ব্বক সুগ্রীব সকাশে আনয়ন করেন। সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা স্থাপিত হইলে, যখন সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হয়, তখন হনুমান, অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান বানর দক্ষিণদিকে গমন করেন। এই সকল বানরদলপতিদিগের মধ্যে হনুমানের কার্য্যক্ষমতার উপরেই অধিক আস্থাবান থাকায়, রাম তাঁহাকেই স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে সীতার অন্বেষণে যাত্রা করেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল নানাস্থানে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা সীতার সন্ধান পাইলেন না। ঐ ভাবে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহারা দানবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত ঋক্ষবিল নামক এক অতি বিস্তীর্ণ বিল দর্শন করেন। সেই বিলে প্রবেশ করিয়া তথায় সীতার অন্বেষণ করেন। কিন্তু কোথাও সীতাকে না পাইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সীতার অনুসন্ধান না করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, এই বিবেচনা করিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা যখন ঐরূপ মতিস্থির করিয়া পর্ব্বতোপরি উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন জটায়ুর ভ্রাতা-গৃধ্ররাজ সম্পাতি, তথায় উপস্থিত হইয়া

সীতার বিষয় অবগত করাইলেন। অতঃপর বানরগণ সম্পাতির নিকটে রাবণের বাসস্থানের সন্ধান পাইয়া, সকলে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া হনুমানই সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিতে মনস্থ করিলেন। রামা-কিষ্কি-২, ৩, ৪, ৪১, ৪৪, ৬৭। (৩ হনুমান যখন সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কায় যাইতেছিলেন, তখন দেবতারা তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য, নাগমাতা সুরসাকে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। হনুমান কৌশলে সুরসার আক্রমণহইতে আত্মরক্ষা করেন। (সুরসা দেখ)। অতঃপর সিংহিকা নাম্নী আরও এক রাক্ষসী, ভক্ষণ করিবার জন্য বায়ুপুত্রকে আক্রমণ করেন। হনুমান তাহাকেও নিহত করিয়া, লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি নিজদেহ মার্জ্জার সদৃশ ক্ষুদ্রাকার করিয়া সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে যখন লঙ্কায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাক্ষসীর রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার গতিরোধ করেন। মারুতি প্রথমে বিনয় বচনে নিজ আগমনোদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। কিন্তু রাক্ষসরূপিণী লঙ্কা বলিলেন—"আমাকে পরাভব না করিয়া, কেহ এই পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া রাক্ষসী তাঁহাকে প্রহার করিলেন। পবন নন্দন তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাক্ষসীকে মুষ্ট্যাঘাতে পাতিত করিলেন। রাক্ষসী হনুমানের পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া আর তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন না। অতঃপর হনুমান নির্ভয়ে লঙ্কাপুরীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই ব্যপদেশে তিনি রাবণ ও তাঁহার অমাত্য প্রভৃতির ভবনাদি দর্শন করিয়া, পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ঐ সকল রাক্ষসদিগের গৃহসমুদয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও সীতার সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয়ত সীতা মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন, অথবা রাবণই বা তাঁহাকে হত্যা-করিয়াছে। তথাপি আরও ভালরূপে অনুসন্ধান করিবার মানসে মারুতি রাবণের অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বনে তিনি এক পরমা সুন্দরী দীনভাবাপন্না নারীকে দেখিতে পান এবং রামকথিত বর্ণনা হইতে, তাঁহাকেই সীতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সেই স্থানেই তিনি রাবণকে সীতার সহিত কলহ করিতে দেখিতে পান। রাবণ সীতাকে ভর্ৎসনা করিয়া প্রস্থান করিলে, (সীতা

দেখ), পবননন্দন অতি সন্তর্পণে ও কৌশলের সহিত সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়া, নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর সীতার সহিত হনুমানের নানা বিষয়ে আলাপ হইল। হনুমান প্রথমে সীতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া রাম সকাশে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সীতা তাহাতে সম্মতা না হইয়া, রামের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তাঁহার মস্তকস্থ এক মণি তাঁহাকে প্রদান করেন। অতঃপর হনুমান রাবণের ক্ষমতার পরিচয় লাভ করিবার মানসে, সেই অশোক বন ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। সেই সংবাদ রাবণের গোচর হইলে, তিনি মারুতিকে বন্ধন করিবার জন্য, রাক্ষস সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন হনুমানের সহিত রক্ষোসেনাদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং রাবণের অনেক সেনাপতি,হনুমান হস্তে নিহত হইলেন। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং হনুমানকে পরাস্ত ও বন্ধন করিয়া রাবণ সকাশে উপস্থিত করিলেন। রাবণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, হনুমান নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রামের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মারুতির মুখে রামের প্রশংসা ও বলবিক্রমের কথা শুনিয়া, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানকে বধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরে বিভীষণের বাক্যে দূত অবধ্য এই বিবেচনা করিয়া, বায়ুপুত্রের লাঙ্গুল দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। রাক্ষসপতির আদেশে রাক্ষসগণ প্রথমে তাঁহাকে বিশেষরূপে বন্ধন করিয়া, চত্বরে চত্বরে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহার লাঙ্গুলে বস্ত্র বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তখন হনুমান কৌশলে বন্ধনমুক্ত হইয়া সেই দাহ্যমান লাঙ্গুলসহ লঙ্কার সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে রাক্ষসদিগের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, হনুমানের প্রথমে অতিশয় আত্মগ্লানি ও শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, সীতাও হয়ত অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত দগ্ধীভূত হইয়াছেন। পরে সংশয় ভঞ্জনার্থ তিনি পুনরায় সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সহচরদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর সকলে একত্র হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, হনুমান সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান রাম হস্তে সমর্পণ করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। রামায়ণ সুন্দরা কাণ্ড। সীতা দেখ। (৪) রাম যখন সীতার উদ্ধারসাধন করিবার জন্যে বানর সৈন্যসহ লঙ্কায় গমন করেন, তখন হনুমানও সেই সৈন্যদলসহ গমন করিয়া ছিলেন। লঙ্কাসমরে অনেক রাক্ষসসৈন্য হনুমান হস্তে নিহত হয়। ত্রিশিরা প্রমুখ রাক্ষস সেনানীগণও হনুমান হস্তে নিধন

প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে যখন রাম ও লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তখন জাম্ববানের নির্দ্দেশে ঔষধ আনয়ন করিবার জন্য হনুমান গমন করেন। তিনি হিমাচলে গমনোদ্দেশ্যে ত্রিকূট-পর্ব্বতে আরোহণ করেন এবং তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সাগর অতিক্রম করিয়া হিমাচলে উপস্থিত হয়েন। তিনি যখন পর্ব্বতোপরি ঔষধের সন্ধানে বিচরণ করিতে ছিলেন, তখন ওষধিগণ তাঁহাকে দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন। হনুমান তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত, স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতু মণ্ডিত, ওষধি সমন্বিত পর্ব্বতশৃঙ্গই উৎপাঠন-পূর্ব্বক মস্তকে বহন করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করিলেন। সেই ওষধি আঘ্রাণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ সুস্থ হইলেন। পরে লক্ষ্মণ যখন রাবণের শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তখন বানর সেনাপতি সুষেণের পরামর্শে পুনরায় বিশল্যকরণী নামক ঔষধি আনয়ন করেন। রাবণ নিহত হইলে, রামসীতাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করেন। পূর্ব্বে যখন হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি রাক্ষসীগণকে সীতার প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিয়াছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল, রাক্ষসীগণকে সেই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করেন। কিন্তু সীতার অনিচ্ছাতে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। রাম যখন সীতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য মিত্র সুহৃদগণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে শৃঙ্গবের পুরস্থিত ভরতকে সংবাদ প্রদান করিবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করেন। ভরতের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য হনুমান তাঁহাকে রামের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করেন। রামা-লঙ্কা—১,২,২২,৭০,৭৪,১০২,১১৫। (৫) দ্বাপরে অঞ্জনা-তনয় হনুমান দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করেন। গর্গ-দ্বার-২১। (৬) হনুমান অর্জ্জুনের পরম সখা ছিলেন। প্রদ্যুম্ন যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, হিরণ্ময়খণ্ডে উপস্থিত হন, তখন নল ও নীলের বংশোৎপন্ন বহু বানর তথায় বাস করিত। ঐ কপিগণ প্রদ্যুম্নের অনুচরদিগকে আক্রমণ করিলে, হনুমান মিত্র তনয়ের সাহায্যের জন্য, তথায় উপস্থিত হন এবং ঐ বানরগণকে প্রহার করিয়া নিবৃত্ত করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৯। (৭) রাম লঙ্কাসমরান্তে যখন অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করেন, তখন অন্যান্য অনুচরদিগের সহিত হনুমানও আগমন করেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সমাপন হইলে, শত্রুঘ্ন যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটনে

বহির্গত হইলেন, তখন হনুমানও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। সানুচর শত্রুঘ্ন দেবপুরাধিপতি বীরমণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর-মণির উপাস্য দেবতা চন্দ্রশেখর তাঁহাকে রামানুজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেন। শিব-সহায়তার ফলে শত্রুঘ্ন, ভরতাত্মজ পুষ্কর প্রভৃতি বীরমণির হস্তে নিহত হইলে, হনুমান অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরও অনুচরগণসহ নিজ ভক্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। অবশেষে হনুমানের বীরত্বে প্রীতি লাভ করিয়া, মহেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। হনুমান মহেশ্বরকে বলিলেন—"আমি সমরে ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া দ্রোণ পর্ব্বতস্থ ঔষধি সকল আনয়ন-পূর্ব্বক শত্রুঘ্নাদির জীবন দান করিতে ইচ্ছা করি। যাবৎ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততকাল আপনি এই আহত ব্যক্তিদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন।" মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। হনুমান দ্রোণ পর্ব্বতের সমীপে গমন করিয়া, তাহা উত্তোলন করিবার উদ্যোগ করিলেন। দেবগণ তাহাতে ভীত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হনুমানের আক্র-মণে সকলেই প্রপীড়িত হইয়া, পলায়ন-পূর্ব্বক দেবরাজের শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজ তখন মন্ত্রণা করিবার জন্য অন্যান্য দেবগণসহ সুরগুরু বৃহস্পতির নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকটে সকল বিষয় অবগত হইয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অতঃপর দেবগণ সমভিব্যাহারে বৃহস্পতি হনু-মানের নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন এবং মারুতির প্রার্থনায় তাঁহাকে মৃত সঞ্জীবন ঔষধ প্রদান করিলেন। সেই ঔষধের প্রভাবে শত্রুঘ্নাদি সকলে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। পদ্ম-পাতা-১, ২, ৫, ১৮, ২১, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০। (৮) দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম যখন সুগন্ধ পুষ্প আনয়ন করিবার জন্য যাত্রা করেন, (১২৪৩ পৃঃ দেখ) তখন পথিমধ্যে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হনুমান তখন গন্ধমাদন-সানুতে এক কদলীবনে বাস করিতে ছিলেন। ভীমের তথায় আগমনের কারণ তিনি জানিতে পারিয়া, সেই কদলীবনে স্বর্গগমনের যে পথ ছিল, সেই পথ অবরোধ করিয়া নিদ্রিত প্রায় শয়ান রহিলেন। ভীম তাঁহাকে পথ পরিত্যাগ করিতে বলিলে, হনুমান পীড়ার ভাণ করিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে বলিলেন। ভীম বলিলেন—"হনুমান যেরূপ পূর্ব্বে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতাম। কিন্তু

সকল প্রাণীগণের দেহেই নির্গুণ পরমাত্মা অধিষ্ঠান করেন। তজ্জন্য আমি তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন করিব না, তুমি পথ প্রদান কর।" হনুমান ভীমের মুখে নিজ নাম উচ্চারিত হইতে শ্রবণ করিয়া, হনুমান কে তাহা ভীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম উত্তর দিলেন যে, হনুমান বায়ুর পুত্র ও তাঁহার অগ্রজ। তিনিও তাঁহার অগ্রজ হনুমানের ন্যায় বলশালী। অতএব তিনি যদি ভীমকে পথ প্রদান না করেন, তবে তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। হনুমান ভীমের ঐরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন— "বার্দ্ধক্যবশতঃ আমার উত্থান শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি আমার লাঙ্গুল এক পার্শ্বে সরাইয়া গমন কর।" ভীম তখন, হনুমানকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন মনস্থ করিয়া, অবজ্ঞার সহিত বাম করে তাঁহার লাঙ্গুল উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে সমর্থ না হইয়া দুই করে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন লাঙ্গুলকে বিন্দু মাত্র স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন লজ্জিত হইয়া হনুমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রামচরিত কীর্ত্তন করিলে, ভীম অধিকতর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, অগ্রজের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ভীমসেনের প্রার্থনায় হনুমান তাঁহাকে রাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, তিনি যে বৃহৎ কলেবর ধারণপূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ছিলেন, সেই কলেবর তাঁহাকে প্রদর্শন করাইলেন। অতঃপর হনুমান ভীমকে পুষ্পলাভের সন্ধান ব্যক্ত করিয়া, প্রস্থান করিলেন। মহাভা-বন-১৪৫-১৫১।

হবন—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মহাভা-অনু-১৫০। রুদ্র (১৫৪০ পৃঃ) দেখ।

হবি—(১) অন্যতম মরুৎ। হরি-হরি-১৯৬। মরুদ্‌গণ দেখ। (২) ঋষভদেবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-৪, ১১স্ক-২। ঋষভ দেখ।

হবিধ্র—(৩) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। স্বারোচিষমনু দেখ। (২) একজন রাজর্ষি। মহাভা-অনুশা-১৬৫। রাজর্ষি দেখ।

হবির্দ্ধান—১) বেণ-নন্দন পৃথুর বংশীয় অন্তর্দ্ধির পুত্র। তাঁহার পত্নী আগ্নেয়ী ধীষণার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। ব্রহ্মা-৬৯। বায়ু-৬২। (৩) অগ্নি-দুহিতা ধীষণার গর্ভে হবির্দ্ধানের প্রচীন-বর্হি, অঙ্গ, যম, শুক্র, বল ও শুভ নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মৎ-৪। (৪) অন্তর্দ্ধানের পত্নী নভস্বতীর গর্ভে হবির্দ্ধান

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী হবির্দ্ধানীর গর্ভে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত্ নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫ পৃথুর তিন পুত্রের অন্যতম হবির্দ্ধান। তাঁহার তনয় প্রচীনবর্হি আগ্নেয়ীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৬) পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধান; তৎপুত্র হবির্দ্ধান। তাঁহার আত্মজ প্রাচীনবর্হি। গরু-পূ-৬। (৭) পৃথুর দুই তনয়ের অন্যতম হবির্দ্ধাম। সৌর-২৬। (৮ পৃথু-তনয় অন্তর্দ্ধান হইতে তৎপত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। তৎপত্নী আগ্নেয়ী ধীষণার গর্ভে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, ব্রজ ও অজিন নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪। অগ্নি-১৮। (৯) হবির্দ্ধান নামে ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১১।

হবির্দ্ধানী—(১) হবির্দ্ধান (৪) দেখ। (২) পৃথু নরপতির অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৩

হবির্দ্ধাম—পৃথু নরপতির অন্যতম পুত্র। তৎপত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে প্রাচীন-বর্হি জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৩। হবির্দ্ধান দেখ।

হবির্দ্ধামা—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় অন্তর্দ্ধামার পুত্র। তাঁহার তনয় প্রাচীনবর্হি। মহাভা-অনুশা-১৪৭।

হবির্ভুজ—অঙ্গিরার পুত্রগণ ক্ষত্রিয়-গণের পিতৃলোক ছিলেন। মনু-৩।২৮৪। পিতৃগণ (৭৩৫ পৃঃ) ও অরিরিক্ত খণ্ড দেখ।

হবিশ্রবা—কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অদি-৯৪। অপরাজিত দেখ।

হবিষ্ণু—অঙ্গিরা বংশীয় দশজন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫। আয়ু দেখ।

হবিষ্মতী—ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরসের অন্যতমা কন্যা। মহাভা-বন ২১৬। অঙ্গিরা (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

হবিষ্মন্ত—অঙ্গিরা তনয় হবিষ্মন্তগণ মার্ত্তণ্ডমণ্ডল নামক লোকে অবস্থান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৯।

হবিষ্মান—(১ মরীচিতনয়া সুরূপার গর্ভজাত দশজন আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম। মৎ-১৯৬। আত্মা দেখ। (২ পৌলহ হবিষ্মান দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। ৩) অঙ্গিরা-বংশীয় দশজন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫। (৪) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সৌর-৩৩। চাক্ষুষ মনু, মধুশ্রী ও সপ্তর্ষি দেখ। (৫) ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মী, ভব, প্রভব, কৃশাশ্ব, সুবহ, অরুণ, বরুণ, বিশ্বামিত্র, চল, ধ্রুব, হবিষ্মান, তনূজ, বিধান, অভিমত,

বৎসর, ভূতি, সুপর্ব্বা, বৃহৎকান্ত প্রভৃতি সাধ্য ও তৎপত্নীগণকে সৃষ্টি করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। (৬) ব্রহ্ম সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। অপামূর্ত্তি দেখ। (৭) ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিগণের অন্যমত। বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি ও সপ্তর্ষি দেখ। (৮) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। গরু-পূ-৮৭। মধুশ্রী দেখ। (৯) ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (১০) কণ্ব-পুত্র হবিষ্মান একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৮।৪।২০ (১১) হবিষ্মানের পত্নী কুহূ। অগ্নি-২৭৫। সুশর্ম্মা দেখ।

হবিষ্য—(১) সাধ্যাদেবীর গর্ভজাত সাধ্য নামক দেবগণের অন্যতম। মৎ-১৭১। অরুণ (৭) দেখ। (২) রুদ্র-পুত্র একাদশ মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। অঙ্গিরাবংশীয় অন্যতম পিতৃগণ হবিষ্মন্ত। মৎ-১৫। পিতৃগণ অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

হবিষ্যন্দ—বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য দক্ষিণ দিকে গমন-পূর্ব্বক তপস্যায় রত হন, তখন তাঁহার হবিষ্যন্দ প্রভৃতি চারিটি পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। রামা-আদি-৫৭। বিশ্বামিত্র (৩) দেখ।

হবীন্দ্র—স্বারোচিষ মন্বন্তরে হবীন্দ্র প্রভৃতি বশিষ্ঠের সাত পুত্র প্রজাপতি হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। আপ দেখ।

হব্য—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) নবম (দক্ষসাবর্ণি) মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। সপ্তর্ষি দেখ। (৩) অনসূয়ার গর্ভোৎপন্ন মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। শিব-বায়-পূ-১৫। আপোমূর্ত্তি দেখ। (৪) মহারাজ প্রিয়-ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হব্যের সাত পুত্রের নাম জলজ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোত্তর, মোদক (মোদাকী—লি-পূ-৪৬) ও মহাদ্রুম। এই পুত্রগণ তত্তৎ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। (৫) শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, বসুমোদ, সুমোদক ও মহাদ্রুম নামক সাত পুত্র নিজ নিজ নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বায়ু-৩৩। (৬) প্রিয়ব্রতের আত্মজ হব্য গোমেধ দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। বরা-৭৪। (৭) প্রথম সাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত সুখ নামক দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। সুখ দেবগণ দেখ। (৮) প্রিয়ব্রতাত্মজ হব্য পুরাণান্তরে ভব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ভব্য দেখ।

হব্যপ—(১) পুলস্ত্য-তনয় হব্যপ ভাবি ত্রয়োদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। হরি-হরি-৭। অদুর ও সপ্তর্ষি দেখ। (১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। অবশ ও রৈবত মনু দেখ।

হব্যবাহ, হব্যবাহন—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর, তাঁহার অন্যতম পুত্র হব্য বাহ। মৎ-৯। (২) আত্রেয় হব্যবাহন, প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম ছিলেন। হরি হরি-৭। সপ্তর্ষি ও মেরু সাবর্ণি দেখ। (৩) শুচী নামক অগ্নির পুত্র 'হব্যবাহ' অগ্নি, দেবতাদিগের অগ্নিস্বরূপ ছিলেন। বায়ু-২৯। ব্রহ্মা ৩০। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৪) পবমান নামক অগ্নির পুত্র হব্য-বাহ। মৎ-৫০। (৫) গার্হপত্য নামক অগ্নিরও অন্যতম পুত্র হব্যবাহ। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯।

হয়—(১) যদুবংশীয় সহস্রদের অন্যতম পুত্র। হৈহয় দেখ। (২) ঐ বংশীয় শত-জিতের অন্যতম তনয়। অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। কূর্ম্ম পূ-২২। গরু-পূ-১৪৬। লি-পূ-৬৮। বায়ু-৯৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। শতজিৎ দেখ। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্যদেবগণরূপে আবির্ভূত হন। হয় ঐ দ্বাদশ জন সাধ্যদেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬৬। অনুমন্তা দেখ। (৪) অন্যতম দানব। বায়ু-৯৮।

হয়গ্রীব—(১) দানব বিশেষ। সে চক্রবান পর্ব্বতে বাস করিত। বিষ্ণু তাহাকে নিহত করেন। রামা-কিষ্কি-৪২। (২) দানব-পতি কালনেমীর অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৭৬। (৩) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত দানবগণের অন্যতম। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৮। (৪) প্রসিদ্ধনামা নরকাসুরের অন্যতম পুত্র। হরি হরি-১২০। (৫) দেবাসুর যুদ্ধে পূষার সহিত কশ্যপাত্মজ হয়গ্রীবের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৬। (৬) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু ৫০। (৭) রক্তা-সুরের অন্যতম অনুচর। সৌর-৪৯। (৮) দানবপতি হয়গ্রীবের পুত্র উৎকল, জাজলি মুনির শাপে বকাসুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। গর্গ বৃন্দা-৫। (৯) হয়গ্রীব নামক অসুর, অসুর-রাজনরকের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কালিকা-৪০। (১০) শ্রীকৃষ্ণ হয়গ্রীবকে বধ করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৯। (১১) মহাদেবের অন্যতম গণ। বাম-৫৮। (১২) পৃথিবীর নিম্ন ভাগে সুশোভন-তল নামক পাতালে হয়গ্রীব প্রমুখ অসুরগণ বাস করে। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (১৩) হয়গ্রীব নামে এক জন শত্রুর নিগ্রহকারী, প্রজাপালক, যজ্ঞকারী, নীতিকৌশলী, ধর্ম্মসংস্থাপক নরপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৪।

(১৪) বৈবস্বত মনু প্রজাপালনার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ডের প্রচার করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে ভগবান্ হয়গ্রীব বেদ হইতে তাহা প্রাপ্ত হন এবং লোক পিতামহ ব্রহ্মা হয়গ্রীবের নিকটে তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১২২। দণ্ড (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১৫) বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। এই অবতারে তিনি অশ্বশীর্ষ হইয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বেদবাক্যসমূহ উৎপন্ন হয়। ভাগ-২স্ক-৭। (১৬) কোনও সময়ে শরাসনের জ্যাবন্ধনস্খলিত হওয়ায় নারায়ণের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। তখন ব্রহ্মার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা একটি অশ্বের মস্তক বিষ্ণুর দেহে সংযোজিত করিয়া দেন। তদবধি নারায়ণ লোকসমাজে হয়গ্রীব নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন। দেবীভা-১স্ক-৪। (১৭) পূর্ব্বে মর্ত্ত্যধামে দেবগণ এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞোপলক্ষে বেদমন্ত্র দ্বারা মহাবিষ্ণুকে আহ্বান করেন। কিন্তু ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহাদের আহ্বানে উপস্থিত না হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহার সন্ধানে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান না পাইয়া সুর গুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাঁহার নিকট সন্ধান পাইয়া, যে স্থলে বিষ্ণু ধ্যানস্থ ছিলেন তথায় গমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে শরাসন হস্তে অপরূপ দৈত্য নিসূদনবেশে অবস্থান করিতে দেখিয়া কিরূপে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কতকগুলি কীট দেবগণকে বলিল যে, তাঁহারা যদি হরির ধনুর গুণ ছেদন করেন, তাহা হইলে সেই শব্দে বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ হইতে পারে। কীটগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ তাহাদিগকেই ধনুর জ্যা ছেদন করিতে বলিলেন। কীটগণ প্রথমে দেবতাদিগের অনুরোধ অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে সম্মত হইল না। তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন যে, দেবগণের অনুরোধ অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে সর্ব্ববস্তু ভোজনেই তাহাদের দক্ষতা হইবে। তখন ঐ কীটগণের মধ্যে এক কীটকামিনী বলিল যে, দেবগণ যদি তাহাকে যজ্ঞ ভাগ প্রদান করেন, তাহা হইলে সে ধনুর্গুণ ছেদন করিতে সম্মত আছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাতেই সম্মত হইলে, সে ধনুর্গুণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। দেবগণ তখন সেই কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা বল্মীক স্তূপ অপসারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের অসাবধানতাবশতঃ সেই ধনুর অগ্রভাগের আঘাতে বিষ্ণু-শির দেহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্বর্গের অভিমুখে প্রস্থান করিল। সুরগণ অশেষ চেষ্টা করিয়াও সেই বিষ্ণুশীর্ষ দেখিতে না পাইয়া, হাহাকার করিতে

লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন—"তুমি সত্বর বিষ্ণুদেহের যোগ্য বদন নির্ম্মাণ কর।" বিশ্বকর্ম্মাও সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, দেবগণ যদি তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন, তবে তিনি দেবকার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। ব্রহ্মাও উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা তখন দেবগণকে এক মস্তক আনয়ন করিতে বলিলেন। সেই সময়ে দেব অংশুমালী রথারোহণে আকাশ পথে ধাবিত হইতেছিলেন। দেবগণ তাহা দেখিয়া সূর্য্যরথ হইতে এক অশ্ব আনয়ন করিলে, বিশ্বকর্ম্মা সেই অশ্বের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক বিষ্ণুদেহে যোজিত করিয়া দিলেন। অতঃপর দেবগণ নানারূপে তাঁহার স্তব করিলে বিষ্ণু প্রবোধিত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তিনি হয়গ্রীবরূপেই লোকের পূজা গ্রহণ করিবেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৪, ১৫। (১৮) বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব-বর্ষে হয়গ্রীবরূপে অবস্থান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। বিষ্ণু-(৫৪) দেখ। (১৯) মধু ও কৈটভ নামক দানব ভ্রাতৃদ্বয় যখন বেদ অপহরণপূর্ব্বক, রসাতলে পলায়ন করে, তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় বেদ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই মূর্ত্তি এইরূপ—তারকারাজি সমন্বিত, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ তাঁহার কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্র যুগল ভ্রূদ্বয়, চন্দ্র ও সূর্য্য লোচন, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্তরাজি, গোলোক ও ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবা স্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তি পরিবৃত হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া, রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই সামগানে সমুদয় রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দানব ভ্রাতৃদ্বয় সেই সামগান শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া রসাতলে বেদ নিক্ষেপ করিয়া, সেই শব্দানুসরণে ধাবিত হইল। হয়গ্রীব মূর্ত্তিধারী নারায়ণ অমনই দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের অগোচরে বেদ গ্রহণ ও আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর মহাবিষ্ণু সমুদ্রের ঈশান কোণে নিজ হয়গ্রীব মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক নিজ পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া, পুনরায় প্রলয়সলিলোপরি নিদ্রিত হইলেন মহাভা-শান্তি-৩৪৮। (২০) অতীত

কল্পের অবসানে লোক সমুদয় সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। তখন ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, বেদ সমুদয় তাঁহার আনন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিকটে পতিত হইলে, হয়গ্রীব নামক অসুর সেই বেদ সকল হরণ করে। অনন্তর কল্পের অন্তে প্রলয়ের অবসানে গাত্রোত্থান করিলে বিষ্ণু সেই দানবকে বধ করিয়া বেদ উদ্ধারপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভাগ-৮স্ক-২-৪। (২১) নাগলোকের মধ্যস্থলে পাতালপুরী অবস্থিত। হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু, প্রতি পর্ব্বেই বাক্যদ্বারা বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনী পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলে, চন্দ্র প্রভৃতি জলমূর্ত্তি সকল, দ্রবীভূত হইয়া ঐ স্থানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার নাম হয় পাতাল। মহাভা-উদ-৯৮। (২২) বিষ্ণু মৎস্য অবতারে হয়গ্রীব দানবকে বধ করিয়া, বেদ উদ্ধার করেন। গরু-পূ-১৩৬। বৃহন্না-২। (২৩) হয়গ্রীব বিষ্ণুরই অন্যতম অবতার। বিষ্ণু-৫ম-১৭। (২৪) হয়গ্রীব নামক একজন অসুর দানবপতি রক্তাক্ষের অন্যতম অনুচর ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯।

হয়গ্রীবা—অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

হয়ন্তী—দেবীশঙ্করী হস্তিনাপুর তীর্থে হয়ন্তী নামে পূজিতা হন। স্কন্দ-আবরেবা-১৯৮। ভদ্রকর্ণিকা ও সতী দেখ।

হয়শিরা—(১) বৃষপর্ব্বাদানবের অন্যতমা কন্যা। শিব ধর্ম্ম-৫৪। অগ্নি-১৯। বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পূ-৬। ব্রহ্মপু-৩। (২) হয়শিরা দানব-পতি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। ভাগ-৬-স্ক-৬।

হয়ানন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাপতি। বাম-৫৭। স্কন্দ ও কুণ্ঠজঠর দেখ।

হয়াননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা। অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

হর—(১) সংহারকর্ত্তা দেবদেব মহেশ্বরের এক নাম। শিব দেখ। (২) একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কাসমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৭। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। রুদ্র ও একাদশরুদ্র দেখ। (৪) একজন দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। কালিকা-৩৪। হরি-হরি-৪১। (৫) অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা-শান্তি-২০৮। অপরাজিত, অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ। (৬) তন্ত্রোক্ত অন্যতম স্বরবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-৩০৭ পৃঃ। ভৌতিক দেখ।

হরকুণ্ঠি—কুঠারহস্তা হরকুণ্ঠি দেবী-কাশীধামে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন কাশীধামের বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষনিচয় ছেদন করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

হরণ—দানবপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। কাল দেখ।

হরপাপা—অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণ দেখ।

হরপ্রীতি—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ভগপাদ দেখ।

হরসিদ্ধি—(১) কোনও সময়ে দেবী পার্ব্বতী শঙ্করের নিকটে ডাকিনী মন্ত্র প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর দেবীকে সেই মন্ত্র প্রদান করিলে, গিরিজা সেই মন্ত্রপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ শঙ্করকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার দেহমাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর রুদ্রদেবের শরীর হইতে সহস্রহস্তা, মন্ত্রবিশারদা হরসিদ্ধি দেবী প্রাদুর্ভূতা হইয়া পার্ব্বতীকে আক্রমণ করেন এবং দেবীকে তিরস্কার করিতে করিতে রুদ্রদেবকে তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। এই হরসিদ্ধি দেবী ষষ্ঠিকোটি দেবীগণে পরিবৃতা হইয়া, কুমারিকা তীর্থে অবস্থান করেন। তিনি নব-দুর্গার অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭। (২) বসুধামা নামক দিক্‌পালের শক্তি। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৪৯। যোগনন্দিনী দেখ। (৩) এক সময়ে দেবদেব মহেশ্বর কৈলাসে দেবীর সহিত দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, সেই সময়ে চণ্ড ও প্রচণ্ড নামক দুই বলবান্ দৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের ক্রীড়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তখন শঙ্করের প্রার্থনায় দেবী মুদ্গরাঘাতে দৈত্যদ্বয়কে বধ করিলেন। তখন শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া দেবীকে বলিলেন—"যেহেতু তুমি দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়া আমার ইষ্ট সিদ্ধি করিলে, তজ্জন্য অদ্যাবধি তুমি লোকে হরসিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধা হইবে। স্কন্দ-আব-অব-১৯। (৪) কাশীধামস্থিত হরসিদ্ধি দেবীকে পূজা করিলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

হরস্বামী—শাকলনগরাধিপতি চিত্রসেনের কন্যা লাবণ্যবতী পূর্ব্বজন্মে হরস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৮। লাবণ্যবতী দেখ।

হরি—(১) নারায়ণের এক নাম। (২) বুধগ্রহের অধিদেবতা হরি। মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (৩) জ্যামঘবংশীয় পরাজিতের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৬। পরাজিৎ দেখ। (৪) দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। হরি-হরি-৪১। পদ্ম-সৃষ্টি ৬, ১৮। কালিকা-৩৪। (৫) জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কূর্ম্ম-পূ-১৯। লি-পূ-৩৭। মার্ক-৫৩। ভদ্র, অগ্নীধ্র ও কিংপুরুষ দেখ। (৬) ব্রহ্মার হৃদয় হইতে উৎপন্ন ধর্ম্ম, প্রজাপতি দক্ষের দশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ দক্ষকন্যাগণের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র জন্মে। দেবী ভা-৪স্ক-৫। (৭) তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত দেবতাদিগের অন্যতম গণ। বৃহন্না-৩৭। বায়ু-৬২। গরু-পূ-৮৭। বিষ্ণু ৩য়-১। (৮) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জয় নামে যে দেব-গণ ছিলেন, তাঁহারাই

তামস মন্বন্তরে হরি নামক দেবগণ রূপে আবির্ভূত হন। বায়ু-৬৬। (৯) নরপতি রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র। তিনি নিজ পিতাকর্তৃক বিদেহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বায়ু-৯৫। (১০) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (১১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিশ্বাত্মা নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্ররূপে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হন। নারায়ণের এই অবতার কৃষ্ণ ও হরি বদরিকাশ্রমে মহাতপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫। (১২) বৃষ্ণিবংশীয় পরাবৃতের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। লি-পূ-৬৮। (১৩) রাবণের অনুচর অন্যতম রাক্ষস। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪। (১৪) দক্ষকন্যা সাধার গর্ভে ধর্ম্ম হইতে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ নামে বিষ্ণু অংশভূত চারি তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। (১৫) শালগ্রামশিলার একনাম হরি। স্কন্দ-নাগ-২৪৪। (১৬) মগাদেব, হরিশ্চন্দ্র-তীর্থে হরি নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। (১৭) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। অদ্ভু-রামা ১৮। রাবণ দেখ। (১৮) কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণের শিষ্য। তিনি বিষ্ণুভক্তিফলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। লি-উত্ত ১। (১৯) পন্নগভোজী গরুড়াত্মজদিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০। (২০) তামস মন্বন্তরে, বিষ্ণু হরিমেধা হইতে তৎপত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া হরি নামে প্রসিদ্ধ হন। ভাগ-৮ স্ক-১। (২১) তামস মনুর অধিকার কালে ভগবান্ বিষ্ণু হর্য্যার গর্ভে হরি নামক দেবগণ সহ আবির্ভূত হইয়া, হরি নামে প্রসিদ্ধ হন। বায়ু-৬৬। (২২) দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি অথবা হরিৎ। ঋক্ ৫।৫৬।৬।

হরিকর—হরিকর নামে একজন অতি পাপাচারী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একবার তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অযোধ্যায় গমন করেন। তথায় এক ব্রাহ্মণ-ভবনে বাস করিবার সময়ে এক দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক দ্যূত চ্ছলে দেবগৃহের সম্মুখে দীপ দান করেন। তৎফলে তিনি মরণান্তে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। স্কন্দ বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭।

হরিকেশ—(১) পূর্ণভদ্র নামক এক যক্ষের পুত্র হরিকেশ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে হরিকেশ বারাণসীতে শিবের আরাধনা করিয়া, গণেশ্বর পদ লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২। শিব-সনৎ-৪২। (২) প্রচেতা হইতে সুযশা নামক গন্ধর্ব্ব-কন্যার গর্ভজাত অন্যতম সন্তান। বায়ু-৬৯। প্রচেতা দেখ। (৩) যদুবংশীয়

শ্যামকের অন্যতম পুত্র। ভাগ ৯স্ক-২৪। (৪) সূর্য্যের অন্যতম রশ্মির নাম হরিকেশ। এই হরিকেশ রশ্মি নক্ষত্রগণকে কিরণ প্রদান করে। কূর্ম্ম-পূ-৪২।

হরিঘ্ন—স্বারোচিব মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

হরিজটা—অশোক-কানন-নিবাসিনী রাবণের অন্যতমা চেড়ী। সে নানারূপে সীতাকে ভৎর্সনাদি করিয়া রাবণানুরাগিণী করিবার চেষ্টা করিত। রামা-সুন্দরা-২৩।

হরিণ—(১) নাগরাজ ঐরাবতের কুলজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৫৭। (২) একজন স্বাধ্যায় নিরত ঋষি। তিনি বহ্নিসহ সাগরগামিনী সরস্বতীকে আহ্বান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। বড়বা ও সরস্বতী (৮) দেখ।

হরিণাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নিকুম্ভের তনয়, তাঁহার পুত্র কৃশাশ্ব। ব্রহ্ম-মধ্য-১৮। (২) শিবদত্ত খড়্গ পুরুষপরম্পরায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিণাশ্ব রাজার হস্তগত হয়, এবং তিনি উহা শুনককে প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা (১২২), শিবি, যুবনাশ্ব, মরুত্ত ও ভূমিশয় দেখ।

হরিণী—(১) হরিমেধা দেখ। (২) সরস্বতী ও বড়বা দেখ।

হরিত—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র ও রোহিতের পুত্র হরিতের পুত্র চঞ্চু। হরি-হরি-১৩; গরু-পূ-১৪২। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) নাগরাজ ধূম্রবর্ণের অন্যতমা কন্যার গর্ভে নরপতি যদুর হরিত নামে একপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (যদু দেখ হরিত বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া হরিতোদক সাগরে মাতামহ ধূম্রবর্ণের দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া, তথায় রাজত্ব করিতেন। এই দ্বীপনিবাসী ধীবরগণ সমুদ্র হইতে মূল্যবান্ শঙ্খ রত্নাদি আহরণ করিত। ঐ দ্বীপস্থ অন্যান্য লোক সকল ঐ রত্নাদি গ্রহণ করিয়া নৌকাযোগে দূরবর্ত্তী দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। হরি-হরি-৯৪। (৩) শাল্মলীদ্বীপাধিপতি বপুষ্মানের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। অগ্নি-১১৯। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। বিষ্ণু-২য়-৪। গরু-পূ-৫৬। কূর্ম্ম পূ-৩৯। লি-পূ-৪৬। বপুষ্মান, জীমূত বৈদ্যুত দেখ। (৪) হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র ও রোহিতের পুত্র হরিত, তাঁহার পুত্র ধুন্ধ। কূর্ম্ম-পূ-২১। লি-পূ-৬৬। (৫) রোহিতাত্মজ হরিতের তনয় চম্প। ভাগ-৯স্ক-৮। (৬) ঐ বংশীয় হরিতের পুত্র ভরুক। কল্কি-৩স-৩। (৭) মনুবংশীয় যুবনাশ্বের তনয় হরিত। এই হরিত বংশধরগণ ব্রাহ্মণ হইয়া হারিত নামে খ্যাত হন। লি-পূ-৫৫। (৮) অঙ্গিরা বংশীয় ব্রাহ্মণগণ অয়স্য, হরিত প্রভৃতি পঞ্চদশভাগে বিভক্ত ছিলেন। বায়ু-৬৫। বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ। (৯) দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে হরিত নামে দেব-গণ ছিলেন

বৃহন্না-৩৭। ভাগ-৮স্ক-১৩। বিষ্ণু-৩য়-২। বায়ু-১০০। (১০) যদুবংশীয় পরাবৃতের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় যুবনাশ্বের তনয়। তাঁহার তনয় হারীত। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

হরিতক—(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৃহদশ্ব দেখ।

হরিতা—অন্যতমা মুনিপত্নী। বাম-৭২। অলিনীলা দেখ।

হরিতাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু-তনয় ইল পুরুষ অবস্থায় থাকিবার কালে সুদ্যুম্ন নামে কথিত হইতেন। ঐ সুদ্যুম্ন নৃপতির অন্যতম পুত্র হরিতাশ্ব। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। সুদ্যুম্ন দেখ।

হরিংশ্মশ্রু—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

হরিদত্ত—(১) বিমল নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বেদাধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। পদ্ম-উত্ত-২০৭। (২) বিদিশানগরীনিবাসী এক বৈশ্য। স্কন্দ-আব চতু-৩১।

হরিদশ্ব—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র শুনঃশেফ রাজা হরিদশ্বের যজ্ঞে পশু রূপে নিয়োজিত হন। হরি-হরি-২৭। শুনঃশেফ দেখ। (২) সূর্য্যের একনাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

হরিদীক্ষিত—হরিহরপুর নিবাসী একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নীর নাম দুরাচারা। পদ্ম-উত্ত-১৮৭।

হরিদ্রক—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

হরিদ্রুমান—গৌতম-বংশীয় একজন ঋষি। ছান্দো-৪র্থ-অঃ-৪র্থ-খঃ ৪)

হরিধামা—একজন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি জন্মান্তরে দ্বাপরে রঙ্গবেণী নাম্নী গোপ-কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪১।

হরিণ্মান—জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে (৩৩ অঃ) হিরণ্বান। আগ্নীধ্র ও রম্য দেখ।

হরিপিণ্ডী—সীতার রোমকূপ হইতে উৎপন্না অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

হরিপ্রিয়া—(১) দেবী সবিত্রী গঙ্গা-দ্বারতীর্থে হরিপ্রিয়া নামে পূজিতা হন। পদ্ম সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্র-কর্ণিকা দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা লীলাসহচারী। তিনি গোলোকে মাধবের সিংহাসনের ঈশান কোণে অবস্থান করেন। পদ্ম-পাতা-৩৯। (৩) রাধিকার একনাম। পদ্ম-পাতা-৪৬। রাধা দেখ। (৪)লক্ষ্মীদেবীর একনাম। তন্ত্রঃ ৭৪ঃপৃঃ।

হরিবভ্রু—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪। ভৃগু ও সত্য দেখ।

হরিবর্ম্মা—যাতির পুত্র তুর্ব্বসুর নামান্তর। এই তুর্ব্বসু অথবা হরিবর্ম্মা অশ্বরূপধারী বিষ্ণু হইতে অশ্বরূপধারিণী

লক্ষ্মীর গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া আত্মতনয় নির্ব্বিশেষে পালন করেন। দেবীভা-৬স্ক-১৯। লক্ষ্মী (১১) দেখ।

হরিবর্ষ—জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র। তিনি নিষধবর্ষের অধিপতি হন। ব্রহ্মা-৩৪। বিষ্ণু-২য়-১। ভাগ-৫স্ক-২। গরুড়-পু ৫৪। রম্য, অগ্নীধ্র ও হরি ৫) দেখ।

হরিবাহন—রাজা উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৫০। কুশ ও উপরিচর বসু দেখ।

হরিবীর—হরিবীর নামক একজন নাস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেন, এবং যজ্ঞাদি সম্পন্ন না করিয়াই ভোজন করিতেন। সেই পাপে তিনি মরণান্তে প্রেত-যোনি লাভ করেন। তখন তাহার নাম হয় বিদৈবত। পদ্ম-পাতা-৬০।

হরিব্রত—মহাদেবের বরে স্বায়ম্ভুব মনু কলিযুগের অন্ত্যপাদে শম্ভলগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় হরিব্রত। মহাদেব এই হরিব্রতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৪২। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

হরিভদ্র—চমৎকারপুরনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। স্কন্দ-নাগ-১৯৭।

হরিভদ্রা—ক্রোধার অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬৯। ক্রোধা দেখ।

হরিভানু—শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রধান সখা ও অনুচর। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। সুদাম ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

হরিমান্—দেব যানিবিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

হরিমন্ত—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৭২

হরিমিত্র—(১) উনপঞ্চাশজন মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ। (২) যমুনার দক্ষিণতটনিবাসী জনৈক বৈশ্য। তাহার পুত্র স্বমিত্র। পদ্ম-স্বর্গ-১৫। (৩) একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। ভুবনেশ নৃপতি তাঁহার সম্পত্তি অপহরণ করিয়া উলুক যোনিতে জন্মলাভ করেন। অদ্ভু-রামা-৬। লিউত্ত-৩। ভুবনেশ দেখ।

হরিমেধা—(১) তামস মন্বন্তরে, বিষ্ণু হরিমেধা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে প্রসিদ্ধ হন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) কাশ্মীর দেশবাসী বিষ্ণুভক্ত এক ব্রাহ্মণ। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৮। (৩) একজন নরপতি। তিনি মহাযাজ্ঞিক ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৪। (৪) পশ্চিমদিগ্‌বাসী একজন মুনি তাঁহার কন্যা ধ্বজবতী। মহাভা-উদ্‌ ১০৯।

হরিশর্ম্মা—হস্তিনাপুরবাসী এক ব্রাহ্মণ। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

তিনি বিষ্ণুর যথাবিধি পূজা করিয়াও কখনও তাঁহাকে নৈবেদ্য প্রদান করিতেন না, অথবা অতিথি, বন্ধু আত্মীয়দিগকে কখনও আহার্য্য প্রদান করিতেন না। সেই পাপে বিষ্ণুলোকে গমনকরিয়াও তিনি ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত হইয়াছিলেন। পদ্ম-ক্রিয়া-২০,২১।

হরিশ্চন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, বরুণদেবের নিকট পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি বরুণদেবের প্রীত্যর্থে নরমেধ মহা যজ্ঞ করিবেন। হরিশ্চন্দ্র এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বরুণ তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহার পত্নী শৈব্যার গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সেই পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, বরুণদেব ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া,তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং নিজ তনয়কে পশুরূপে কল্পনা করিয়া নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী বরুণের বাক্যে অতিশয় মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বরুণদেবকে বলিলেন যে, তাঁহার পত্নী মাসান্তে শুদ্ধিলাভ করিলেই তিনি নরমেধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন। রাজার বাক্যে বরুণদেব তখন প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইলেন। মাসান্তে বরুণদেব পুনরায় ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সংস্কার কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক, যথার্থ ক্ষত্রিয় করিয়া, তিনি যজ্ঞে তাঁহাকে বলি প্রদান করিবেন। বারংবার এইরূপে প্রতারিত হওয়াতে, বরুণদেবের ক্রোধ সঞ্চার হইল। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সংস্কার কার্য্য সমাপন হইলেও তিনি যদি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে অভিশপ্ত হইতে হইবে। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে পুত্রের সংস্কারক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তিনি অবশ্যই তাহাকে যজ্ঞে পশুরূপে কল্পনা করিয়া নরমেধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন। বরুণদেব তখন প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর কালক্রমে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি ক্রমে বরুণদেবের নিকট তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুতির কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং রাজার অগোচরে পলায়ন করিয়া এক গিরিগুহায় লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। অনন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল উপস্থিত হইলে,বরুণদেব যখন হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা কাতর বাক্যে পুত্রের পলায়নবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। বরুণদেব কিন্তু

তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বারংবার এইরূপে প্রতারিত হইয়া রাজাকে অভিশম্পাত প্রদান করিলেন। তৎফলে হরিশ্চন্দ্র দুরারোগ্য জলোদরী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে লোক পরম্পরায় রাজ-তনয় রোহিত পিতার ব্যাধির সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তিনি তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া পিতাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইন্দ্র তাঁহাকে গমন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, রোহিত যদি নিজ পিতার সমীপে গমন করেন, তবে ব্যাধি-পীড়িত হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, রোহিত আর পিতার নিকট গমন করিলেন না। এদিকে রোগগ্রস্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠকে প্রতিকারোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন যে, ঔরস পুত্রের অভাবে হরিশ্চন্দ্র যদি মূল্য দ্বারা গৃহীত পুত্রের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার ফললাভ হইবে। বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিয়া অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের শুনঃশেফ নামক মধ্যম পুত্রকে ক্রয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শুনঃশেফ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কৃপায় রক্ষা পাইলেন। শুনঃশেফ দেখ। দেবীভা-৬স্ক-১২, ১৩।

(২) হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জন্মলাভ করিবার পর, অল্পকাল মধ্যেই বরুণদেব রাজ-ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজাকে পুত্র দেহ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলিলেন। প্রথমে হরিশ্চন্দ্র একমাস সময় প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন যে, নরমেধ যজ্ঞে স্ত্রী এবং পুরুষের সমান অধিকার। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতা দশদিন এবং মাতা একমাস অন্তে শুদ্ধিলাভ করেন। অতএব তিনি মাসান্তে যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। বরুণদেব তাহাতে সম্মত হইয়া মাসান্তে পুনরায় আগমন করিলে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, বেদবিদগণের মতে যাহার দন্ত উদ্গত হয় নাই, তাদৃশ পশু যজ্ঞে আহুতি দিবার যোগ্যতালাভ করে না। অতএব যাবৎ তৎপুত্র রোহিতের দন্তোদ্গম না হয়, তাবৎ বরুণদেব যেন অপেক্ষা করেন। জলাধিপতি তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাজতনয় রোহিতের দন্তোদ্গম হইলে পুনরায় আগমন করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, যজ্ঞীয় পশুর গর্ভকেশ যজ্ঞে অবিহিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব যাবৎ বালকের চূড়াকরণ না হয়, তাবৎ তাহাকে যজ্ঞ পশুরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে না। এই বলিয়া তিনি বরুণদেবকে নিজ পুত্রের চূড়াকরণ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বরুণ

দেব বারংবার বিফল মনোরথ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি রাজার যুক্তি একান্ত অমূলক নহে বলিয়া,তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজতনয়ের চূড়াকরণের পর, বরুণদেব পুনরায় উপস্থিত হইলে, হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানগণ উপনীত হইলেই দ্বিজাতি রূপে গণ্য হইয়া থাকেন, অন্যথা তাঁহারা শূদ্রপদ বাচ্য হইয়া থাকেন। অতএব যাবৎ তাহার পুত্রের উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ শূদ্রতুল্য তাঁহার পুত্রকে যজ্ঞপশু রূপে কল্পনা করা অশাস্ত্রীয় হইবে। উপনয়ন সংস্কার হইলেই তিনি পুত্রকে পশুরূপে আহুতি প্রদান করিয়া, নরমেধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন। বরুণদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া রাজতনয়ের উপনয়ন সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, এবং তাহার অত্যল্প কাল পরে পুনরায় আগমন করিলেন। এইবার হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, সমাবর্ত্তন কার্য্যের পরেই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। অগত্যা বরুণদেব তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে রাজকুমার সকল বিষয় অবগত হইয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং যজ্ঞে তাঁহার প্রাণ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তাহা বিবেচনা করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সন্ধান পাইলেন না। এদিকে বরুণদেবও যথা সময়ে আবার উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র জলাধিপতিকে পুত্রের পলায়নবার্ত্তা নিবেদন করিলেও বরুণদেব তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বরঞ্চ বারংবার ঐ ভাবে প্রতারিত হইয়া, তাঁহার ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইবে।" পীড়াগ্রস্ত হইয়া রোগ যাতনা যখন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে, কি করিলে ঋণমুক্ত হইয়া রোগ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়,তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বশিষ্ঠের পরামর্শে অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে অর্থ বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে যজ্ঞ-পশুরূপে কল্পনা করিয়া, নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। শুনঃশেফ যজ্ঞস্থলে নীত হইয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। পরে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে, হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হইলেন এবং রাজতনয় রোহিতও অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিয়ংকাল পরে, হরিশ্চন্দ্র অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া এক সুন্দরী নারীকে ক্রন্দন করিতে দেখিলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সেই নারী বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি

প্রদায়িনী সিদ্ধি স্বরূপিণী দেবী। মুনিবর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই ঐ অরণ্যে ঘোরতর তপস্যায় রত থাকিয়া তাঁহার পীড়া উৎপাদন করিতেছেন। রাজা এইকথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তপস্যারত বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"আপনার আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই। আমিই আপনাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব।" বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও তখন আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে রাজা স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তিনি এক দানবকে শূকররূপ ধারণ করাইয়া, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। সেই শূকররূপী দানব হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। রাজভৃত্যগণ কোনও উপায়েই তাহাকে নিবারণ অথবা বধ করিতে না পারিয়া, রাজসমীপে নিবেদন করিল। তখন নৃপতি স্বয়ং তাহাকে বধ করিতে গমন করিলেন এবং সেই শূকরের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে এক গহন কাননে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বিশ্বামিত্র মুনি এক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে অরণ্য হইতে নিক্রমণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন যে ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞার্থ ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার রাজধানীতে গমন করিলেই তিনি প্রভূত ধনদান করিবেন। অতঃপর রাজা হরিশ্চন্দ্র কপট বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশে সেই অরণ্যস্থিত এক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বিশ্বামিত্রকে পুনরায় বলিলেন—"আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, বলুন, আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করিব। তখন বিশ্বামিত্র, তাঁহার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে রাজার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুনি প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদিন রাজা যখন যজ্ঞশালায় বেদীমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র পুনরায় ছদ্মবেশে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত ধন প্রার্থনা করিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি প্রার্থনা বলুন, তাহা দানের অযোগ্য হইলেও আমি তাহা আপনাকে প্রদান করিব।" তখন বিশ্বামিত্র রাজাকে বলিলেন, "আপনি গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি সমন্বিত, সপরিচ্ছদ এই সমুদয় রাজ্য আমার পুত্রকে প্রদান করুন।" হরিশ্চন্দ্রের তখন এরূপ মোহ জন্মিয়াছিল যে, তিনি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্র বিচার না করিয়াই বলিলেন—"আপনার প্রার্থনা মত সমুদয় প্রদান করিলাম।" বিশ্বা-

মিত্রও তখন তাহা গ্রহণ করিয়া, রাজাকে পুনরায় বলিলেন—"আপনি এক্ষণে দানের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করুন।" মোহাবিষ্ট হরিশ্চন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, কিরূপ দক্ষিণা মুনির প্রার্থনীয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—"আপনি সম্প্রতি সার্দ্ধভারদ্বয়পরিমিত সুবর্ণদান করুন।" রাজাও সম্যক বিবেচনা না করিয়াই "তাহাই দিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর এই দান ও দক্ষিণা প্রদানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় অশান্তচিত্তে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্র পুনরায় হরিশ্চন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুবর্ণ প্রদানপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রী ও পুত্রকে সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিষণ্ণচিত্ত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স-পুত্র-পত্নী হরিশ্চন্দ্রকে দীনবেশে পথ গমন করিতে দেখিয়া পুরবাসী সকলে হাহাকার করিয়া বিশ্বামিত্রের অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই কঠোর-হৃদয় মুনি তৎসমুদয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, পুনরায় রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনি আমার দক্ষিণা প্রদান না করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন? অথবা আপনি যদি নিতান্তই তাহা প্রদান করিতে অসমর্থ হন তবে তাহাই স্বীকার করুন। আমি তাহা হইলে তাহার দাবী প্রত্যাহার করিতেছি। অধিকন্তু আপনার যদি রাজ্যভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমি এই রাজ্যও আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত আছি।" বিশ্বামিত্রের এই প্রতিরস্কারসূচক কঠোর বাক্যে হরিশ্চন্দ্র নিদারুণ মর্ম্মবেদনা লাভ করিলেন। তিনি অতি কাতর বচনে মুনিবরকে বলিলেন যে, প্রতিশ্রুত সুবর্ণ প্রদান করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র অনাস্থা নাই। তিনি যে কোনও উপায়েই হউক সুবর্ণ প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইবেন। যাবৎ তাঁহার ঋণ শোধ না হয়, তাবৎ তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। রাজবচনে বিশ্বামিত্র পুনরায় বিদ্রূপাত্মক বাক্যে বলিলেন—"আপনি কি উপায়ে আমার সুবর্ণ প্রদান করিবেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার, ধনসম্পত্তি, সৈন্যসামন্ত সকলই হস্তচ্যুত হইয়াছে। এমত অবস্থায় আপনি কিরূপে ধন সংগ্রহ করিবেন? বরঞ্চ আপনি যদি আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে আমিও ধন গ্রহণেচ্ছা

পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি।” বলা বাহুল্য বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ শ্লেষাত্মক বাক্যে হরিশ্চন্দ্র আরও মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি কেবল কাতর বচনে বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বস্বহারা হইলেও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না। আবশ্যক হইলে নিজদেহ বিক্রয় করিয়াও তিনি বিশ্বামিত্রের ঋণশোধ করিবেন। এই কথা বলিয়া পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্র ক্রমে স্ত্রীপুত্রসহ বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র মুনি পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া দক্ষিণা প্রদানের জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—“আপনি দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য এক মাস সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আজ সেই এক মাস পূর্ণ হইয়াছে। আপনি আজ দক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণ প্রদান করিয়া আপনার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করুন।” হরিশ্চন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া মুনিবরকে বলিলেন যে, এক মাস পূর্ণ হইবার তখনও অর্দ্ধদিন বাকী। যদি সেই কাল মাত্র বিশ্বামিত্র অপেক্ষা করেন। তাহা হইলেই তিনি দক্ষিণা দান করিবেন। বিশ্বামিত্র তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন অতঃপর হরিশ্চন্দ্র, কি উপায়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন তাহা চিন্তা করিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। কাশীধামে তাঁহার এরূপ কোন বন্ধু অথবা মিত্র নাই যাহার নিকট হইতে তিনি অর্থসাহায্য পাইতে পারেন। ধর্ম্ম শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের যজন, অধ্যয়ন ও দান, এই ত্রিবিধ বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। প্রতিগ্রহের বিধান নাই, তজ্জন্য প্রতিগ্রহও তাঁহার পক্ষে অতিশয় দোষাবহ। তদ্ভিন্ন দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মস্বহরণ পাপে নিকৃষ্ট প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি বিষণ্ণ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী শৈব্যা পতির দুঃখের কারণ অবগত হইয়া, সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, সত্য ভঙ্গ করা অপেক্ষা অধিক পাপ ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব ধনলাভের আর যখন অন্য কোনও উপায় নাই, তখন হরিশ্চন্দ্র যেন তাঁহাকেই দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করেন। এই নিদারুণ প্রস্তাব শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনা লাভ করিয়া তিনি পত্নী ও পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া, সুবর্ণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মহিষীর নিদারুণ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে রাজার আদৌ স্পৃহা হয় নাই। অথচ ব্রাহ্মণের দক্ষিণা প্রদান করিতে

না পারিলে তাঁহার রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হইয়া তিনি কখনও কাহার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে পারেন না। ধনলাভের কোনও উপায়ও তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজা কেবল স্ত্রীপুত্রসহ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহিষীর পুনঃপুনঃ অনুরোধে এবং নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই তিনি মহিষীকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন নগরে প্রবেশ করিয়া রাজা শৈব্যাকে পথিপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, পথচারীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পত্নীকে বিক্রয় করিবেন। যদি কাহারও দাসীর প্রয়োজন হয়, তবে তিনি ক্রয় করিতে পারেন। রাজা যখন এইভাবে ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র পুনরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে হরিশ্চন্দ্রের নিকট আসিয়া দাসী ক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, বিশ্বামিত্র কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রাজমহিষীকে দাসীরূপে ক্রয় করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত জননীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র শৈব্যার কাতর অনুরোধে রোহিতকেও ক্রয় করিয়া লইয়া চলিলেন। পত্নী ও পুত্রকে ঐ ভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, হরিশ্চন্দ্র আকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, বিশ্বামিত্র পুনরায় ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে, পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাঁহাকে দক্ষিণা দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন রাজাকে আরও বিপদে ফেলিবার জন্য বলিলেন—"আপনি অরণ্য মধ্যে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি আপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমায় প্রচুর ধন প্রদান করিতেন। আমি তখন বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞেরই দক্ষিণা আমাকে প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার সেই যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান করুন।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত সার্দ্ধ ভারদ্বয় রাজ্যদানের দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আপনি যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করুন।" তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আপনি কি উপায়ে ঐ ধন লাভ করিয়াছেন, তাহা বলুন। ঐ ধন যদি ন্যায়োপার্জ্জিত না হয়, তবে, আমি তাহা

কখনই গ্রহণ করিব না।" তদুত্তরে হরিশ্চন্দ্র যখন বলিলেন যে পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়া তিনি এ ধন লাভ করিয়াছেন। তখন বিশ্বামিত্র কপট ক্রোধে রাজাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন যে, ঐ ধন তিনি যজ্ঞদক্ষিণার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। উপযুক্ত দক্ষিণা না পাইলে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, বিশ্বামিত্র যদি তাঁহাকে আরও কিছুকাল সময় প্রদান করেন, তবে তিনি আরও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। বিশ্বামিত্র তাহাতে সম্মত হইয়া পত্নী ও পুত্র বিক্রয়-লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলে, হরিশ্চন্দ্র পথপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পথচারীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, যদি কাহারও দাস ক্রয়ের ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যেন সত্বর মূল্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তখন ধর্ম্মদেব হরিশ্চন্দ্রের সাধুতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক অতি বীভৎসমূর্ত্তি চণ্ডালের রূপ ধারণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। মূল্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চণ্ডালরূপী ধর্ম্ম বলিলেন যে, হরিশ্চন্দ্র যখন এই বলিয়া পথচারীদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন যে, যে কেহ মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, তিনি তাহারই দাসত্ব গ্রহণ করিবেন, তখন চণ্ডালের দাসত্ব করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি সত্যভঙ্গ পাপে পতিত হইবেন। হরিশ্চন্দ্র ও চণ্ডালরূপী ধর্ম্ম যখন এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন যে, এই চণ্ডাল যখন অর্থ বিনিময়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন তিনি কেন নিজেকে বিক্রয় করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতেছেন না? মুনিবর রাজাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে রাজা যদি সত্বর ঐ চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার দক্ষিণা প্রদান না করেন, তবে তিনি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। তথাপি হরিশ্চন্দ্র বারংবার কাতর বাক্যে বিশ্বামিত্রকে বলিতে লাগিলেন যে, সূর্য্যবংশীয় নরপতি হইয়া তিনি কিরূপে চণ্ডালের দাসত্ব করিবেন। তিনি বরঞ্চ অবশিষ্ট ধনের বিনিময়ে তাঁহারই দাস হইয়া থাকিবেন। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন—"তাহা হইলে আপনাকে আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া অবস্থান করিতে হইবে।" হরিশ্চন্দ্র তাহাতেই সম্মত

হইলে, বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালকে আহ্বান-পূর্ব্বক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার নিকটে বিক্রয় করিলেন। চণ্ডালরূপী ধর্ম্ম মূল্য প্রদান দ্বারা হরিশ্চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রয়াগ প্রদেশে দশ যোজন পরিমিত ভূমি ও বহু ধনরত্ন বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র সমুদয় ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করিলে, হরিশ্চন্দ্র প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন বিশ্বামিত্র যখন আমার প্রভু তখন আমার সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই আমাকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে নৃপতি এই-রূপ চিন্তা করিলে, তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া চারি দিবস শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই কয়দিন হরিশ্চন্দ্র নিজ দুর্ভাগ্য এবং পত্নী পুত্রের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সর্ব্বদাই বিলাপ করিতেন। পঞ্চমদিবসে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের বন্ধনমোচন করিয়া তাঁহাকে কাশীধামের দক্ষিণাংশে এক শ্মশানে শব-বস্ত্র-হারকের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে রাজমহিষী শৈব্যা পুত্রসহ ব্রাহ্মণের গৃহে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন বালক রোহিত সমিধাদি আহরণ করিবার জন্য সহচরগণসহ অরণ্যে গমন করে। তথায় রাজতনয় সহসা এক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে অন্যান্য বালকগণ সেই সংবাদ শৈব্যাকে প্রদান করিল। রাজমহিষী শোকে মৃতপ্রায় হইয়া, মৃত পুত্রকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর প্রভু গৃহকার্য্যের ক্ষতি হইবে বিবেচনায় তাঁহাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। অবশেষে অতিশয় কাতর প্রার্থনায় তিনি অর্দ্ধরাত্রে রাজমহিষীকে পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী সেই শব ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অশেষরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ করুণ ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া নগর-পালগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তিনি কে, ঐ শিশু কাহার সন্তান, তাঁহার পতি কোথায় অবস্থান করেন, ইত্যাদি বিষয় বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শোকমুহ্যা রাজমহিষী তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, ক্রন্দনরতা নারী সাধারণ স্ত্রীলোক নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনও শিশুঘাতিনী রাক্ষসী। অতএব তাঁহাকে সংহার করাই কর্ত্তব্য।

এই বিবেচনা করিয়া নগরপালগণ শৈব্যাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রের প্রভু পূর্ব্বোক্ত চণ্ডালের গৃহে লইয়া গেলেন। চণ্ডাল শৈব্যাকে শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসী নিশ্চয় করিয়া হরিশ্চন্দ্র-কে বলিল—"তুমি সত্বর ইহাকে বধ কর।" হরিশ্চন্দ্র নিজ প্রভুর এই ভীষণ আদেশ শ্রবণ করিরা বিনয়-নম্রবচনে কহিলেন, যে তিনি স্ত্রীহত্যা করিতে অসমর্থ। চণ্ডাল উত্তর করিল 'যে স্থলে একজনকে বিনাশ করিলে বহুলোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা হয় সেইস্থলে, তাহাকে হত্যা করিলে পাপের পরিবর্ত্তে পুণ্যই হইয়া থাকে।" তথাপি হরিশ্চন্দ্র নারীহত্যায় সম্মত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রভু চণ্ডালও শৈব্যাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, বারংবার হরিশ্চন্দ্রকে হত্যায় প্ররোচিত করিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র নিজ পত্নীকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া সমীপবর্ত্তী হইলে, রাজমহিষী কাতর-বাক্যে বলিলেন যে, তাঁহার মৃতপুত্র অদূরেই পতিত রহিয়াছে। তিনি তাহার দেহ আনয়নপূর্ব্বক দাহ করিবার পর যেন তাঁহাকে বধ করা হয়। হরিশ্চন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলে রাজ্ঞী মৃত পুত্রের দেহ শ্মশানে আনয়ন-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র যদিও শৈব্যার অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি ধূলি-ধূসরিতা বিবর্ণা রাজমহিষীকে তিনি চিনিতে পারেন নাই। পরিশেষে অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর, যখন চিনিতে পারিলেন, তখন উভয়েই নানারূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া রাজ্ঞী হরিশ্চন্দ্রকে কাতরে বলিলেন, "আপনি আমাকে এ স্থলে বধ করিয়া, প্রভুর আজ্ঞা পালন করুন।" রাজা কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইলেন না অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন যে পুত্রের চিতানলে তাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। অনন্তর রাজা চিতা প্রস্তুত করিয়া পুত্রকে তদুপরি স্থাপন করিয়া মহিষীসহ দেবী শতাক্ষীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ অসম সাহসিক কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলের হরিশ্চন্দ্রের দান, তিতিক্ষা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতির অশেষ প্রশংসা করিলে, ইন্দ্র রাজতনয়কে পুনর্জীবিত করিয়া দিয়া স-পত্নী তাঁহাকে স্বর্গে গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা, তাঁহার চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায়, ধর্ম্ম তখন আত্ম পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার

জন্য চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র পুনরায় বলিলেন যে, আযোধ্যাবাসী তাঁহার অনুগত প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গেও গমন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন দেবরাজ বলিলেন যে, ঐ প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা তাঁহার সহিত সুরপুরে গমন করিতে ইচ্ছুক, তিনি তাহাদিগকেও তথায় লইয়া যাইতে সম্মত আছেন। অতঃপর রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজ তনয় রোহিতকে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সংসারে বীতরাগ প্রজাবর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। দেবীভা-৭স্ক-১৪-২৭। মার্ক-৭,৮। (৩) হরিশ্চন্দ্রের পিতার নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ –(ক) সত্যরথ। মৎ-১২। অগ্নি-২৭৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৮-। মৎ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২১। (খ) সত্যব্রত। শিব-ধর্ম্ম-৬১। বায়ু-৮৮। (গ) দৃঢ়াশ্ব। সৌর-৩০। (ঘ) ত্রিশঙ্কু। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। কল্কি-৩য়-৩। হরি-হরি ১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। স্কন্দ-নাগ-৪৮। গরু-পূ-১৪২। (৪) হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অথবা রোহিতাশ্ব এবং পত্নী শৈব্যা। রোহিত ও শৈব্যা দেখ। (৫) হরিশ্চন্দ্রের পত্নী চন্দ্রাবতী এবং পুত্র লোহিতাশ্ব। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৬। (৬) সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্ব গুণান্বিত ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণও সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিপদ হইতে মুক্ত থাকিতেন। অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র কামনায় চমৎকার পুরক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া শঙ্কর ও শঙ্করী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইলে, রাজা মহেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক পুত্রবর প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর সেই বরই প্রদান করিলে, হরিশ্চন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শঙ্করী ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন— 'যেহেতু তুমি শিবকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ আমাকে প্রণাম কর নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, শিবের বরে তুমি যে পুত্রলাভ করিবে, সে দীর্ঘায়ু হইবে না।" নৃপতি এই নিদারুণ অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং তিনি প্রত্যাগমন না করিয়া, পুনরায় সেই স্থানেই হর-গৌরীর তপস্যায় রত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার পর শঙ্কর ও গৌরী পুনরায় হরিশ্চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেনতিনি। গৌরীর নিকটে তখন পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন এবং শাপ প্রত্যাহার করিবার জন্য কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী বলিলেন যে, তাঁহার বাক্য অন্যথা হইবার নহে, তবে সেই পুত্র কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পুনরায় জীবনলাভ

করিবে ও দীর্ঘায়ু, বংশরক্ষক ও ধর্ম্মবিৎ হইবে। স্কন্দ-নাগ-৪৮। ৭ রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীগর্ত্ত তনয় শুনঃশেফ ক পশুরূপে কল্পনা করিয়া যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মবান্ জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ—ব্রহ্মা. এবং অন্যান্য মুনিগণ উদ্গাতা হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে একটি কনকময় রথ প্রদান করেন। ভাগ-৯স্ক-৭। (৮) মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃ প্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৩। (৯) হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ নৃপতিগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা অনুশা-১১৫। রন্তিদেব দেখ। (১০) হরিশ্চন্দ্র অন্যতম রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি দেখ। ১১৷ হরিশ্চন্দ্র নামে অন্যতম রুদ্র ছিলেন। রুদ্র দেখ। (১২) হরিশ্চন্দ্র দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৭স্ক-২। (১৩) অসিতদেবল, অত্রি, কাক্ষীবান্ কুণ্ডধার, জমদগ্নি, তাণ্ড্য, নারদ, পর্ব্বত, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, শ্রুতশ্রবা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋগ্বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। মহাভা-শান্তি-২৯২। (১৪) রাজা হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বজন্মে এক বৈশ্য ছিলেন। জাতি বিরোধী কার্য্য করায় তিনি স্বজনবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পত্নীসহ স্থানান্তরে প্রয়াণ করেন। গমন কালে পথিমধ্যে এক সরোবর হইতে কতকগুলি পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া তাঁহারা বারাণসীধামে উপস্থিত হন। প্রথমে তাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য ঐ পুষ্পগুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কোনও ক্রেতা না পাইয়া অগত্যা ঐ পুষ্পগুলি দ্বারা জয়ন্তী অষ্টমীতে বিষ্ণুর পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে বৈশ্যদম্পতি পরজন্মে রাজদম্পতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত ৩১। (১৫) রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চণ্ডালের দাসত্ব করিতেছিলেন, তখন একদিন গৌতম মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মুনির পরামর্শে হরিশ্চন্দ্র ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-একাদশী তিথিতে অজানাম্নী ব্রত করেন। ঐ ব্রত সম্পাদন ফলে রাজার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় এবং তন্নিবন্ধন সকল দুঃখের অবসান হয়। পদ্ম-উত্ত ৫৬।

হরিষেণ—(১) চন্দ্রবংশীয় কিন্নরগণের অন্যতম। বায়ু-৬৯। ইন্দ্রদত্ত দেখ।

হরিস্বামী—কাশীধাম নিবাসী এক জন ব্রাহ্মণ। তাঁহারই কন্যা জন্মান্তরে কলাবতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ৩৩। কলাবতী ও মাল্যকেতু দেখ।

হরিহর—(১) পাঞ্চজন্য নামক দেবতার আস্যদেশ হইতে হরিহর দেবের

উৎপত্তি হয়। মহাভা-বন-২১৮। পাঞ্চজন্য দেখ। (২) দেব মহেশ্বরের এক নাম। মহারাজ যযাতি গোমন্ত পর্ব্বতে হরিহর দেবের পূজা করিয়াছিলেন। দেবীপু-৬০।

হরী—প্রজাপতি কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা ক্রোধবশার গর্ভে হরী প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আর-১৪। কশ্যপ ও ক্রোধ দেখ।

হর্ত্তা—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯।

হর্য্য—উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের অন্যতম পুত্র। সৌর-২৭। ধ্রুব দেখ।

হর্য্যক্ষ (১)—অঙ্গরাজ-তনয় পৃথুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্কন্দ-২২। পৃথু (১৪) দেখ। (২) হর্য্যক্ষ পিতার মৃত্যুর পর পূর্ব্বদিকের আধিপত্য লাভ করেন। ভাগ-৪স্কন্দ-২২। (৩) কুণ্ডল-নগরাধিপতি সুরথরাজের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-পাতা-২৮। (৪) হৈহয়বংশীয়দিগের অন্যতম ভাগ। লি-পু-৬৮। হৈহয় দেখ।

হর্য্যঙ্গ—(১) অঙ্গবংশীয় পৃথুলাক্ষের তনয়। তাঁহার পুত্র ভদ্ররথ। বিভাণ্ডক ঋষির প্রসাদে হর্য্যঙ্গ এক শক্রবারণ কুঞ্জরের অধিপতি ছিলেন। মৎ-৪৮। (২) পূর্ণভদ্র মুনির প্রসাদে অঙ্গবংশীয় পৃথুলাক্ষ নৃপতির পুত্র চম্প, হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্রলাভ করেন। বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মন্ত্রবলে দেবরাজের বাহন ঐরাবতকে ভূতলে আনয়নপূর্ব্বক হর্য্যঙ্গকে প্রদান করেন। হর্য্যঙ্গের তনয় ভদ্ররথ। হরি-হরি-৩১। ব্রহ্মপু-৩১। অগ্নি-২৭৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৩) হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎশর্ম্মা। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮।

হর্য্যত—প্রগাথের অন্যতম পুত্র। হর্য্যত ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৮। ৭২।

হর্য্যদ্বত—মহারাজ মরুত্তের দৌহিত্র বংশীয় জয়ের পুত্র। তাঁহার আত্মজ সহদেব। বায়ু-৯৩।

হর্য্যবল—পুরূরবার বংশীয় জয়ের পুত্র। তাঁহার আত্মজ সহদেব। ভাগ-৯স্ক-১৭। হর্ষবর্দ্ধন দেখ।

হর্য্যশ্ব—(১) জনকবংশীয় ধৃষ্টকেতুর তনয়। তাঁহার পুত্র মরু। রামা-আদি-৭১। বিষ্ণু-৩র্থ ৫। বায়ু-৮৯। গরু-পু-১৪২। (২) সূর্য্য বংশীয় প্রমোদের পুত্র হর্য্যশ্ব। তাঁহার তনয় নিকুম্ভ। মৎ-১২। লি-পু-৬৫। কূর্ম্ম-পু-২০। (৩) ঐ বংশীয় দৃঢ়াশ্বের তনয়-হর্য্যশ্ব। তাঁহার পুত্র নিকুম্ভ। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬১। অগ্নি-২৭৩। দেবীভা-৭স্ক-৯। বায়ু-৮৮। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ২৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। ভাগ-৯স্ক-৬। গরু-পু-১৪২। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। তাঁহার পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে বসুমতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু

৮৮। (৫) ঐ বংশীয় অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব, তাঁহার তনয় ত্র্যরুণ। বৃহদ্ধ-মধ্য ১৮। (৬) ঐ হর্য্যশ্বের পুত্র প্রারুণ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৭) ঐ হর্য্যশ্বের তনয় বসুমনাঃ। গরু-পূ-১৪২। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃষদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। তাঁহার পুত্র সুমনাঃ। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৯) পুরু-বংশীয় চক্ষুর তনয় হর্য্যশ্ব। তাঁহার মুদ্গল,সৃঞ্জয়,বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র ছিল। এই রাজতনয়-গণই পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (১০) পুরুবংশীয় অর্কের তনয় হর্য্যশ্ব। তাঁহার তনয় মুদ্গল। গরু-পূ-১৪৪। মুদ্গল, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল দেখ। (১১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্ব যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভা-উদ্-১১৫। গালব ও মাধবী দেখ। (১২) সূর্য্যবংশীয় বৃহদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। তাঁহার পত্নী দৃশদ্বতীর গর্ভে বসুমনা নামে, এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি-পূ-৬৫। (১৩ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্ব তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাষিত হন। মধুদৈত্যের কন্যা মধুমতী হর্য্যশ্বের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হর্য্যশ্বের যদু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৯৩। (১৪) প্রজাপতি দক্ষের কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই হর্য্যশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। এই দক্ষ-তনয়গণ নারদের পরামর্শে সৃষ্টি বিষয়ে উদাসীন হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হন। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৫। কূর্ম্ম-পূ-১৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। ব্রহ্মপু-৩। লি-পু-৬৩ ; বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-৫। (১৫) হর্য্যশ্ব নামে এক অপুত্রক রাজা চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাসান্তে দেব জনার্দ্দনের পূজা করিয়া, তাঁহার প্রসাদে এক পুত্র লাভ করেন। বরা-৪৩। (১৬) শুচি অগ্নির অন্যতম তনয়। মৎ- ৫১। অর্ক ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১৭) বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। মনু বংশীয় বীতহব্য নৃপতির পুত্রগণ তাঁহাকে বধ করেন। তৎপরে হর্য্যশ্বের তনয় সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বীতহব্যের পুত্রগণ বধ করেন। মহাভা-অনু-৩০। (১৭) হর্য্যশ্ব প্রমুখ হরপতিগণ মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। মহাভা-অনু-১১৫। রন্তিদেব দেখ। (১৮) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। তাঁহার পুত্র ত্রিধন্বা দেবীভা-৭স্ক-১০।

হর্য্যশ্বান—রজিবংশীয় নৃপতি কৃতির তনয়। তাঁহার পুত্র সহদেব। হরি-হরি-২৯।

হর্য্যশ্বি—পরাশর বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। মৎ-২০১। কৌতুজাতি, পরাশর ও খ্যাতেয় দেখ।

হর্য্যশ্বৎ—চাক্ষুষমন্বুর অধিকার

কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। ভাগ-৮স্ক-৫।

হর্য্যা—স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই তামস মন্বন্তরে হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া হরিনামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। দেব-গণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

হর্য্যাত্মা—বৈবস্বত মন্বন্তরের একবিংশ দ্বাপরে হর্য্যাত্মা বেদবিভাজক বেদব্যাস হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ব্যাস (১৮) দেখ।

হর্ষ—(১) কামের ভার্য্যা রতির গর্ভে যশ ও হর্ষ নামে পুত্রদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। হরি হরি-২১৮। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। গরু-পূ-৫। (২) ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র হর্ষ। তাঁহার পত্নী নন্দা। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) কাম হইতে নন্দীর গর্ভে হর্ষ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) কামের পত্নী নন্দার গর্ভে হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৫) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী তুষ্টির গর্ভে হর্ষ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। ভাগ-৪স্ক-১। (৬) ধর্ম্ম-তনয় কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৭) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসুর গর্ভে অষ্টবসু নামে খ্যাত পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রগণের অন্যতম দ্রোণের তনয় হর্ষ, শোক, প্রভৃতি। ভাগ-৬স্ক-৬। (৮) পত্নী মাদ্রীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ"। (৯ তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। তামস মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

হর্ষকৃৎ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতম পুত্র। লি-পূ-৬৯। অযুতায়ু দেখ।

হর্ষকেতু - ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সগর দেখ।

হর্ষবর্দ্ধন—(১) রাজবংশীয় কৃতের তনয়। তাঁহার পুত্র সহদেব। গরু-পূ-১৩। (২) ঐ বংশীয় যজ্ঞকৃতের তনয়। তাঁহার পুত্র সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-৯।

হর্ষিত—(১) কাশীধামস্থিত এক লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (২)মহাদেব হর্ষতীর্থে হর্ষিত নামে পূজিত হন। দেবীপু-৬৩। শিব-(৫০) দেখ।

হল—বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। মাক্ষতি দেখ।

হলধর—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের এক নাম। বলদেব দেখ।

হলযম—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈকৃতিগালব দেখ।

হলায়ুধ - (১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের একনাম। বলদেব দেখ। (২) অন্যতম দানব। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

হলাহল—(১) দানব বিশেষ।

দেবী আগ্নাশক্তি' তাহাদিগকে বিনাশ করেন। দেবীভা-৭স্ক-২৯। (২) দেবী ভগবতীর অন্যতম অনুচর। দেবীপূ-১৪।

হলিক—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-২৫। কদ্রু দেখ।

হলিমা—অন্যতমা শিশুমাতা বা মাতৃকা। মহাভা-বন-২২৬। কাকী আর্য্যা ও মাতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

হলী—তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ।

হলীমক—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭।

হলীমুখ—সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ।

হস্ত—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোচণার গর্ভে হস্ত প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। রোচণা দেখ। (২) প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। বৃহদ্রথ ও মেরুসাবর্ণি দেখ।

হস্তা—দক্ষের ষষ্টি কন্যার ও চন্দ্রের সপ্ত বিংশতি পত্নীর অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

হস্তিকাশ্যপ—উত্তরদিগবাসী অন্যতম মহর্ষি। মহাভা-অনুশা ১৩৭,১৬৫। লোমহর্ষণ দেখ।

হস্তিদাস-(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বৃহদশ্ব দেখ। (২) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির নামও ছিল হস্তিদাস। বৈবশপ দেখ।

হস্তিপদ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

হস্তিপিণ্ড—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

হস্তিভদ্র—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-উদ্-১০২।

হস্তী—(১) ভরত-বংশীয় বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী। তাঁহার তিন পুত্র—অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। এই হস্তী নরপতিই হস্তিনাপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। মৎ-৪৯। কল্কি-৩য়-৪। (২) হস্তিনাপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা হস্তী নরপতি বৃহৎক্ষেত্রের পৌত্র ও সুহোত্রের পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯ (৩) বৃহৎক্ষত্র-তনয় হস্তীর পুত্র কেবল অজমীঢ়। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৪) সুহোত্রের তনয় হস্তী। হস্তীর পত্নী যশোধরার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৫) ভরত-বংশীয় সুহোত্রের তনয় হস্তী, অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ়। হস্তীর তনয় পুরুমীঢ়। গরু পূ-১৪৪। (৬) কুরু-বংশীয় জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র ধৃতরাষ্ট্র; তাঁহার দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম হস্তী। অপরাজিত দেখ। মহাভা-আদি-৯৪। (৭) হস্তীনামে অন্যতম দানব ছিল। বায়ু-৯৮। (৮) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ হস্তী নামক দানবকে বধ করেন। বাম-৬৬, ৬৮।

(৯) হস্তী নামে গজাকৃতি এক দানব শিবভক্তদিগকে পীড়ন করিত বলিয়া, শঙ্কর শিবলিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহাকে বধ করেন এবং তাহার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বস্ত্ররূপে পরিধান করেন। কূর্ম্ম-পূ-৩১। (১০) হস্তীনামে এক নাগ পাতালে বাস করিত। দেবী-পূ-৩।

হস্তীন্দ্র—বশিষ্ঠের পুত্র হস্তীন্দ্র সপ্ত প্রজাপতিদিগের অন্যতম। মৎ-৯। অয় দেখ।

হস্তীমুখ—(১) অন্যতম রাক্ষস সেনাপতি। হনুমানকর্ত্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহার গৃহও দগ্ধ হয়। রামা-সুন্দ-৬, ৫৪। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-নাগ-১৫১।

হস্ত্যোষ্ঠ—খসার গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

হাকিনী—অথর্ব্ববেদজও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্রসমূহের অধিদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০। রাকিনী দেখ।

হাটক—আহবনীয় অগ্নির এক-পঞ্চাশজন পুত্রের অন্যতম। দেবীপূ-১২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

হাটকেশ—মহেশ্বর পাতালে হাটকেশ নামে পূজিত হন। দেবী-পূ-৬২।

হাটকেশ্বর—(১) মহাদেবের শূল অন্ধকাসুরকে বধ করিয়া পাতালে ভোগবতী জলে যাইয়া পতিত হয়। সেই মহাতেজস্কর শূলকে দর্শন করিয়া পাতালস্থ হাটক, শূলকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কারণে আপনি এখানে আসিয়াছেন ?" শূল উত্তর করিল যে, ভোগবতীর পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্যই সে পাতালে গমন করিয়াছে। স্নানান্তে পাপমুক্ত হইয়া সে পুনরায় শঙ্কর সমীপে গমন করিবে। তখন সেই হাটক মহেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য, বেগে শূন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া বহির্গত হইল। তদবধি সেই হাটক হাটকেশ্বর নামে পূজিত হইয়া আসিতেছে। স্কন্দ-আব-অব-৯৭। (২) পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে পাতালে হাটক (সুবর্ণ) নির্ম্মিত এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহাই হাটকেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

হানেয়—মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা অনিষ্টকর্ম্মার পুত্র। হানেয়ের তনয় তল। ভাগ-১২স্ক-১।

হারক—বিরূপ রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। বিকচা দেখ।

হারব—প্রথম পাদ্মকল্পের অবসানে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেলে, ব্রহ্মা একান্তে সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বামনেত্র হইতে হারব নামে এবং দক্ষিণ নেত্র হইতে কালকেলি নামে দুই দানব উৎপন্ন হয়। ঐ দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহেশ্বর সেই

দানবদ্বয়কে বধ করিয়া ব্রহ্মাকে নিঃশঙ্ক করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪০। কালকেলী দেখ।

হারহুণ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, নকুল, হারহুণ নৃপতিকে বশীভূত করেন। মহাভা-সভা-৩১।

হারাবতী—তালধ্বজ নগরীর অধিপতি বিক্রম রাজার মহিষী। পদ্ম-ক্রিয়া-৫।

হারাবলী—শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী শক্তিরূপিণী অন্যতমা গোপিকা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

হারিকর্ণি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

হারিত, হারীত—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিত নৃপতির পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় যুবনাশ্ব নৃপতির পুত্র। ভাগ-৯স্ক-৭।

হারিদ্রুমত—গৌতমবংশীয় হরিদ্রুমান ঋষির পুত্র হারিদ্রুমত ঋষি, মহর্ষি সত্যকাম জাবালির গুরু ছিলেন। ছান্দো-৪র্থঃ অ-৪র্থঃ খ-৪।

হারীত—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৬। (২) ব্যাসদেবের শিষ্য একজন সংহিতাকার ঋষি। ভাগ-১স্ক-৭। (৩) ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মবক্তা ঋষিদিগের অন্যতম। গরু-পূ-৯৩। (৪) হারীত নামে একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী উভয়ে একত্র হইয়া শঙ্করের আরাধনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শঙ্কর তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। পদ্ম-উত্ত-১৭৪। (৫) ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহাতে মহর্ষি হারীত অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। বায়ু-১০৬। (৬) মহর্ষি হারীত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের অন্যতম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৭) হারীত নামক এক ব্রাহ্মণের মাণ্ডুকী নামে এক পুত্র ছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪২। (৮) হারীত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মদন তাঁহার পত্নী পূর্ণকলার প্রতি অশোভন আচরণ করিতে উদ্যত হওয়ায়, হারীত মদনকে "কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। স্কন্দ-নাগ-১৩৩। (৯) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতি হারীত হইতে আঙ্গিরস ক্ষত্রিয় কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ভৃগুবংশীয় মহর্ষি হারীত বিংশতি প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতার অন্যতম। তিনি যাহা ঋষিদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহাই, রাজা অম্বরীষের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। হারীসং-১ম অঃ।

হারীতক—কৌশিক (বিশ্বামিত্র) বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ। বিষ্ণু-৪র্থ-৭।

হার্দ্দিক্য—(১) দানব বিশেষ। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-৬। (২) অশ্বপতি নামক দানব দ্বাপরে বৃষ্ণিবংশে হার্দ্দিক্য নামে নৃপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) হার্দ্দিক্য

কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন। মহাভা-উদ্-৩,১৮।

হাল—(১) বশিষ্ঠ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-২০০। মাক্ষতি দেখ। (২) মগধের অন্ধ্রবংশীয় একজন নৃপতি। তিনি পঞ্চবর্ষ রাজত্ব করেন। তাহার পর রাজা মন্দুলক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৎ-২৭৩; (৩) অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্যবংশীয় অরিষ্ট-কর্ম্মার পুত্র। তাঁহার তনয় পুত্তলক। বিষ্ণু-৪র্থ ২৪।

হালাহাল—(১) বজ্রময় পর্ব্বতে কালাগ্নি রুদ্র অবস্থান করিতেন। তাঁহার হালাহাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু তাহাকে মুদ্গরাঘাত করিলে হালাহাল অগ্নিরূপে প্রকাশিত হইয়া জগৎ নাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রুদ্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি চামুণ্ডাদেবীকে প্রেরণ করেন। ঐ চামুণ্ডা দেবী হালাহালকে নিবারণ করেন। দেবীপু-৬। (২) হিরণ্যকশিপুর বংশীয় সিনীবালী ও বায়ুর সন্তানসন্ততিগণ হালাহাল নামে পরিচিত। বায়ু-৬৭।

হাস—মহাদেবের একজন গণ। দেবাসুর যুদ্ধে পাতালকেতু দানবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-উত্ত-১২।

হাসক—মহাদেবের অন্যতমগণ। তিনি বহুকোটিগণসহ শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে বরানুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

হাসিনী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ (২) অন্যতমা অপ্সরা। শিব-ধর্ম্ম-৪৩। মহাভা-অনু-১৯।

হাস্তিক—কশ্যপবংশায় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বৈবশপ দেখ।

হাহা—(১) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। তিনি জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করিতেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (২) গন্ধর্ব্ব হাহা আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করিতেন। বিষ্ণু-২য়-১০। মিত্র দেখ। (৩) হাহা, হূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। উগ্রসেন দেখ। (৪) বরিষ্ঠার গর্ভজাত অন্যতম গন্ধর্ব্ব। বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (৫) দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে হাহা প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। কালিকা ৩৪। (৬) হাহা প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ দক্ষের কন্যা কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৭) হাহা হূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ দেবসভার প্রধান গায়ক ছিলেন। বিভিন্ন পুরাণ।

হিংসা—(১) অধর্ম্মের ভার্য্যার নাম হিংসা। মার্ক-৫০। শিব-বায়-পূ-১৫। অগ্নি-২০। ব্রহ্মা-১০। বায়ু-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। বিষ্ণু ১ম-৭। কূর্ম্ম-পূ-৮। অধর্ম্ম, অনৃত, নিকৃতি ও ভয় দেখ। (২) দক্ষকন্যা হিংসা কশ্যপের ত্রয়োদশ জন পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-

প্রভা-১৯৯। (৩) লোভের পুত্র ক্রোধ ও হিংসা। ভাগ-৪স্ক-৭। লোভ দেখ। (৪) বিশ্বকর্ম্মার তনয়া হিংসা হইতে মদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। -৮৪।

হিংস্র—(১) কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণের অন্যতম পুত্র। মৎ-২০। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক নাম ছিল কৌশিক। তাঁহার অন্যতম পুত্র ও গার্গ্য মুনির শিষ্য হিংস্র। হরি-হরি-২০-২১। কবি দেখ।

হিড়িম্ব—(১) পাণ্ডবগণ জননী সমভিব্যাহারে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া এক অরণ্যে গমন করেন। তথায় তাঁহারা নিশাকালে এক বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে, ভীম সকলের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। সেই বৃক্ষে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা বাস করিত। রাক্ষস হিড়িম্ব পাণ্ডবগণকে দেখিয়া নরমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। সে তাহার ভগিনীকে, পাণ্ডবগণের পরিচয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিল। কিন্তু হিড়িম্বা ভীমসেনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া, তাঁহাকে নিজ ভ্রাতার দুরভি-সন্ধির কথা ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকে তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন। রাক্ষস ইহা জানিতে পারিয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। তখন ভীমের সহিত হিড়িম্বের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং রাক্ষস ভীম হস্তে নিহত হয়। মহাভা-আদি-১৫২-১৫৪।

হিড়িম্বা—(১) হিড়িম্ব নামক রাক্ষসের ভগিনী সে ভ্রাতার আদেশে পাণ্ডবদিগের পরিচয়লাভ করিবার জন্য ভীমের নিকট গমন করে এবং ভীম-সেনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া, তাঁহার পাণি প্রার্থনা করে। তাহার প্রার্থনায় ভীম তাহাকে বিবাহ করেন। এই রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মহাভা-আদি-১৫২-১৫৫।

হিতাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ। তাঁহায় তনর হিতাশ্ব। তাঁহার পুত্র পূজাশ্ব। তৎপুত্র যুবনাশ্ব। গরু-পু-১৪২।

হিমবান্—(১) পর্ব্বতরাজ হিমবান্ (হিমালয়) দেবদেব মহেশ্বরের শ্বশুর ছিলেন। শঙ্কর-প্রণয়িণী সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া হিমবানের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সতী দেখ। (২) গিরিগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন, তখন হিমবান্ বৎস হইয়াছিলেন। মৎ-১০। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বায়ু-৬৩। পদ্ম-ভূমি-২৯। বসুধা দেখ। (৩) হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে দাক্ষায়ণী সতী জন্ম গ্রহণ করেন। মেনা দেখ। (৪) দানবগণের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রতিকারাশায় বৃহ-

স্পতিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, দেবগণ হিমালয়ের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, 'দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য তোমার পত্নীর গর্ভে শিবের ভার্য্যা হইবার উপযুক্ত এক সুশীলা কন্যা উৎপাদন কর।' হিমালয় তাহাতে স্বীকৃত হইলে, দক্ষকন্যা সতী হিমবান্‌-ভার্য্যা মেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (৫) হিমালয়ের তিন পুত্র—মৈনাক, নন্দিবর্দ্ধন ও রক্তশৃঙ্গ। স্কন্দ-নাগ-৯। (৬) হিমালয়ের আর এক পুত্র উজ্জয়ন্ত স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭।

হরণ্বান—জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-২য়-১। অগ্নি-১০৭। ব্রহ্মা-৩৪। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। গরু-পূ-৫৪। অগ্নীধ্র ও রম্য দেখ। লিঙ্গ-পুরাণে (৪৬ অঃ) হিরণ্মান্‌।

হিরণ্ময়—জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র। তিনি তন্নামীয়বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২। অগ্নীধ্র, ভদ্র, রম্য ও হিরণ্বান দেখ। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির অনুচর অন্যতম অসুর। বায়ু-৬৮। (২) মুনি বিশেষ। মহাভা-সভা-৭।

হিরণ্য—(১) জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫৩। ভদ্র ও হিরণ্মান্‌ দেখ। (২) জটামালী নামক শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। জটামালী হিরণ্যনাভ (৪) দেখ।

হিরণ্যকশিপু—(১) দক্ষ-কন্যা দিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে প্রসিদ্ধ দানবপতি হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ। বিষ্ণু-১ম-১৫। ১৯। হরি-হরি-২১৮। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। অগ্নি-মৎ-৬। (২) হিরণ্যকশিপু যখন ত্রৈলোক্যরাজ্য অধিকার করেন, তখন একবার দেবাসুর যুদ্ধ হয়। মৎ-৪৭। (৩) হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্রের নাম প্রহ্রাদ, অনুহ্রাদ, সংহ্রাদ, ও হ্রাদ। কূর্ম্ম-পূ-১৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। গরু-পূ-৬। হরি-হরি-৩। (৪) একবার সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুর সমীপে গমন করিবার সময়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুর দুই দ্বারপাল-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ঋষিগণ জয় ও বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন। পরে বিষ্ণু নিজ দ্বারপালদিগের অপরাধের জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিয়া, সনক প্রভৃতিকে বলিলেন—"আপনারা ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" তখন কুমারগণ বলিলেন যে জয় ও বিজয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তবে সাত-জন্মের পর এবং যদি বিষ্ণুর প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে, তবে তিন জন্মের পর পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন করিতে

পারিবে। জয় ও বিজয়, শত্রুভাবে বিষ্ণুকে ভজনা করিয়া তিন জন্মের পর মুক্তিলাভ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। এই জয় ও বিজয়ই তখন কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই জন্মে তাহারা নৃসিংহ-রূপী বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন। ইহার পরজন্মে ইহারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মলাভ করিয়া বিষ্ণুর অবতার রামের হস্তে নিহত হন। তৃতীয় জন্মে দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মলাভ করিয়া বাসুদেব হস্তে নিহত হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হন। প্রথম জন্মে দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে উৎপীড়িত করিবার জন্য পৃথিবীকে মুখে গ্রহণ করিয়া রসাতলে গমন করেন। তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া, হিরণ্যাক্ষের বধসাধনপূর্ব্বক পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যারত দৈত্যপতির শরীরে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল এবং সেই বৃক্ষে পক্ষিগণ শাবক উৎপাদন করিল, তথাপি হিরণ্য-কশিপুর তপস্যা ভঙ্গ হইল না। অব-শেষে দেবগণের সম্মতিক্রমে ব্রহ্মা তাঁহাকে বর প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। হিরণ্যকশিপু এই প্রার্থনা করিলেন যে, পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে কেহই যেন তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারেন না। ব্রহ্মা সেইরূপ বরই প্রদান করিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু অসুরদিগের অধিপতি হইয়া মহাবিক্রমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শিব-জ্ঞান-৫৯। ভাগ-৩স্ক-৭। পদ্ম-উত্ত-২৩৭। প্রহ্লাদ দেখ। (৫) হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগের আদি-পুরুষ ছিলেন। তিনি দশ সহস্র দশ শত বৎসর মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, অতি কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, হিরণ্যকশিপু প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ ও রাক্ষসদিগের অবধ্য হন। মানুষ ও পিশাচগণও যেন তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ না হন। তদ্ভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র, পর্ব্বত অথবা পাদপ হইতেও যেন তাঁহার বিনাশ না হয়। রাত্রি কি বা দিবাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না, কোন আর্দ্র অথবা শুষ্ক বস্তুতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না, এবং তিনিই স্বয়ং চন্দ্র, সূর্য্য, পবন হুতাশন, অন্তরীক্ষ, সলিল, নক্ষত্রনিচয়, দশদিক্, কামক্রোধ, কৃতান্ত, বাসব এবং ধনাধ্যক্ষ কুবের হইবেন। ব্রহ্মা

তাঁহার এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে সেই বরই দিলেন। দেবগণ সেই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, হিরণ্যকশিপু তাঁহার তপস্যার ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া পাপমুক্ত হইবে। ভাগ-৭স্ক-২, ৩। মৎ-১৬১। পদ্ম-স্থষ্টি-৪৫। হরি-হরি-৪১। (৬) হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকটে বর লাভ করিয়া ত্রিভুবন-বাসী জীবগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে দেবগন্ধর্ব্বাদি প্রতীকারের প্রার্থী হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যপতি ঐ নর-সিংহদেবকে দর্শন করিয়া দানব-বাহিনীকে আদেশ দিলেন—"তোমরা এই অপূর্ব্ব দেহধারী পশুকে গ্রহণ কর অথবা আবশ্যক বোধ করিলে তাহাকে বধ কর।" তখন দানব-বাহিনীর সহিত নরসিংহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণুর মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং হিরণ্য-কশিপু বিষ্ণুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হই-লেন। সৌর-২৮। মৎ-১৬৩। পদ্ম স্থষ্টি-৪৫। (৭) উর্ব্ব ঋষি তপস্যা দ্বারা ঔর্ব্ব নামক যে মায়া স্থষ্টি করেন, তাহা তিনি হিরণ্যকশিপুকে প্রদান করেন। মৎ-১৭৫। (৮) মরীচি ভার্য্যা উর্ণাদেবীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্র ব্রহ্মার শাপে জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। দেবীভা-৪স্ক-২২। হরি-হরি-৫৭। ব্রহ্মপু-১৮২। ভাগ-১০ স্ক-৮৫। পুরাবসু ও ষড়গর্ভ দেখ। (৯) হিরণ্য-কশিপুর কন্যা দিব্যা মহর্ষি ভৃগুর অন্যতরা পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৫। (১০) উত্তানপাদ রাজার কন্যা কল্যাণী হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিলেন। এই কল্যা-ণীর গর্ভে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৮। (১১) হিরণ্যকশিপুর পিতা মহর্ষি কশ্যপ পুষ্কর ক্ষেত্রে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রে দিব্য আস্তরণযুক্ত একখানি হিরণ্ময় আসন স্থাপিত ছিল। কশ্যপের পত্নী দিতি সেই কালে গর্ভবতী ছিলেন। দিতি সেই গর্ভ দশ সহস্র বৎসর কাল ধারণ করিয়াছিলেন। দিতি যখন পতি কশ্যপের সহিত সেই যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সেই গর্ভ মাতৃকুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া হোতার জন্য নির্দ্দিষ্ট হিরণ্ময় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপের ন্যায় বেদাদি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে মুনিগণ তাঁহাকে হিরণ্যকশিপু এই নাম প্রদান করিলেন। এই কশ্যপাত্মজ ব্রহ্মবরে বলীয়ান্ হইয়া ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ করেন। পরে দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু

নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। বায়ু-৬৭। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। (১২) হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্রের নাম প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাষ্কল ও শিবি। কালিকা-৭৪। (১৩) কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপুর পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহাদের নাম প্রহ্লাদ সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল। মহাভা-আদি-৬৫। (১৪) এই দৈত্যপতি মহাবল হিরণ্যকশিপুই দ্বাপরে শিশুপাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (১৫) হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম কয়াধু। তাঁহার গর্ভে সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ ও প্রহ্লাদ নামে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মপু-৩ ভাগ-৬স্ক-১৮। (১৬) পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত ছিলেন। পরে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ যখন মাতার আজ্ঞায় দেবগণের পৌরহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অসুরগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই ব্রহ্মশাপেই হিরণ্যকশিপু নৃসিংহহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১৭) হিরণ্যকশিপুর কন্যা মহর্ষি ত্বষ্টার ভার্য্যা ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৮। (১৮) হিরণ্যকশিপুর কন্যা রোহিণী বিশ্বপতি নামক অগ্নির পত্নীক ছিলেন। মহাভা-বন-২১৯।

হিরণ্যকৃৎ—অগ্নির এক নাম। মহাভা-সভা-৩০। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

হিরণ্যগর্ভ—(১) পিতামহ ব্রহ্মার একনাম। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। তৎপরে সেই জলে তিনি বীর্য্য নিক্ষেপ করেন। সেই বীর্য্য এক হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং সেই অণ্ডমধ্যে পিতামহ ব্রহ্মা প্রথম উৎপন্ন হন। এই কারণেই তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মপু-১। কূর্ম্ম-পূ-৪-৯। শিব-ধর্ম্ম-৫১। অগ্নি-১৭। স্বয়ম্ভূ ও ব্রহ্মা দেখ। (২) বিষ্ণুর একনাম। বিষ্ণু-১ম-২। (৩) মহাদেবের একনাম। মহাভা-শান্তি ২৮৫। (৪) অন্যতম শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৩। (৫) সূর্য্যের একনাম। তিনি এক হিরণ্যবর্ণ অণ্ডে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ঐ নাম। ভাগ-৬স্ক-২০।

হিরণ্যচূড়—মহাদেবের একনাম। মহাভা শান্তি-২৮৫।

হিরণ্যদত্ত—সুদর্শন নামক এক শিবোপাসক নরপতির পিতা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৪৮।

হিরণ্যধনু—জনৈক নিষাদ-রাজ। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ একলব্য। মহাভা-আদি-১৩২।

হিরণ্যনাভ—(১) একজন সংহিতাকার। তিনি সংহিতাকার সুকর্ম্মার (মতান্তরে সুশর্ম্মার) শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুর নিকট হইতে সামবেদের পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। হিরণ্যনাভের ও উদীচ্য নামে খ্যাত পাঁচশত সাম-পারগ শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) সংহিতাকার মহর্ষি হিরণ্যনাভের প্রাচ্যসামগ নামে পঞ্চদশজন এবং উদীচ্যসামগ নামে পঞ্চদশজন বেদ পারগ শিষ্য ছিলেন। এই শিষ্যগণও গুরুর নিকট হইতে পঞ্চদশটি করিয়া সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। (৩) কোশল-দেশবাসী ছিলেন বলিয়া হিরণ্যনাভ কৌশল্য এই নামেও পরিচিত ছিলেন। বায়ু-৬১ ব্রহ্মা-৬৮। পৌষ্যঞ্জী ও পৌষ্পিঞ্জি দেখ। (৪) জটামালী নামক একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য। লিপূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। হিরণ্য ও জটামালী দেখ (৫) সন্নতি নৃপতির পুত্র রাজাকৃত সংহিতাকার কৌশল্য, হিরণ্যনাভের (হিরণ্যনাভি-মৎ-৪৯) শিষ্য ছিলেন। হরি-হরি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রামচন্দ্রের অধস্তন বিধৃতির তনয় হিরণ্যনাভ একজন যোগাচার্য্য ছিলেন। এই হিরণ্যনাভ, সংহিতাকার জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুষ্প। ভাগ-৯স্ক-১২। কল্কি-৩য়-৪। (৭) ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বসহের তনয় হিরণ্যনাভ। তাঁহার আত্মজ পুষ্পক। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। গরু-পূ-১৪২। (৮) কোশলবাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র, মহর্ষি ভরদ্বাজের তনয় সুকেশাকে ষোড়শকল পুরুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উপনিষৎ

হিরণ্যপাণি—সূর্য্যের এক নাম। ঋক-১।২২।৫।

হিরণ্যবাহু—(১) কশ্যপবংশীয় এক জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ভৎ‍স্য দেখ। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭। (৩) সহস্রবদন রাবণের অন্যতম সেনাপতি। অদ্ভু-রামা-১৮। রাবণ দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

হিরণ্যরেতা—(১) রাজা প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হিরণ্যরেতার নামান্তর রুক্মশুক্রক। দেবীভা-৮স্ক-৪। ভাগ-৫স্ক-১। (২) হিরণ্যরেতার পুত্রগণের নাম—(ক) বসু, বসুদান, দৃঢ়, কবি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত ও বামদেব। এই পুত্রগণের নামে সাতটি বর্ষ প্রচলিত আছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। (খ) বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও বেদনাম। ভাগ-৫স্ক-২০। (৩) উপরোক্ত স্কন্দপুরাণে হিরণ্যরেতার পরিবর্ত্তে হিরণ্যরোমা নাম পাওয়া যায়। (৪) অগ্নির এক

নাম। দেবকার্য্যের জন্য মহাদেবের বীর্য্য পান করিয়া হুতাশনের মাংস, অস্থি, রুধির, মেদ, মজ্জা, রোম, শ্মশ্রু, অক্ষি, কেশ প্রভৃতি হিরণ্ময় হইয়া যায়। তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হয় হিরণ্য-রেতাঃ। বাম-৫৭।

হিরণ্যরোমা—(১) রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। বায়ু-৬২। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বিষ্ণু-৩য়-১। ভাগ-৮স্ক-৫। গরু-পূ-৮৭। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সৌর-৩৭। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) পর্জ্জন্যের পুত্র অন্যতম দিক্‌পাল। তিনি ব্রহ্মা-কর্তৃক উত্তর দিকের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। বিষ্ণু-২য়-৮। মৎ-৮। শিব-ধর্ম্ম-৫৫। অগ্নি-১৯। ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। (৩) অন্যতম গন্ধর্ব্ব। বায়ু-৬৯। অশেষ দেখ।

হিরণ্যস্তব—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া ঋকমন্ত্র রচনা করেন। ঋক-৯। ৬৯।

হিরণ্যস্থি—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মৎস্যদগ্ধ দেখ।

হিরণ্যস্তূপ—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও সবিতা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১। ৩১-৩৫।

হিরণ্যহস্ত—বধ্রিমতী ও মদিরাশ্ব দেখ।

হিরণ্যাক্ষ—(১) কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই দানব ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন। এই ভ্রাতৃযুগল পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন। সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষি-গণের অভিশাপে তাঁহারা দানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্য-কশিপু দেখ। (২) কোনও সময়ে স-পক্ষ পর্ব্বতসমূহ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পাতালে অসুরদিগের আলয়ে পতিত হয়। সেই পর্ব্বতসমূহ অসুর-দিগকে বলিল যে, দেবগণ যে কনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাহা অসুরদিগের পক্ষে আদৌ গৌরবজনক নহে। পর্ব্বত-দিগের বাক্যে অসুরদিগের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা হিরণ্যাক্ষকে তাঁহাদের আধিপত্যে বরণ করিয়া, দেব-গণকে আক্রমণ করিলেন। দেবগণ অসুরদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া, নানা দিকে পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা পুনঃ মিলিত হইয়া, প্রতীকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন চক্রধরবিষ্ণু যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হিরণ্যাক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সমরে তাঁহাকে বধ করিয়া, দেবগণকে নিঃশঙ্ক করিলেন। হরি-হরি ২১৯,২২০। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ (হিরণ্যনেত্র) পুত্রার্থী হইয়া, দীর্ঘকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি শঙ্করের নিকট

এক ঔরসপুত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহাদেব তৎপরিবর্ত্তে অন্ধক নামক অসুরকে তাঁহার পুত্ররূপে প্রদান করেন। হিরণ্যাক্ষ অন্ধককে পুত্ররূপে লাভ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ধরিত্রীকেও পাতালে লইয়া যান। তখন দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হিরণ্যাক্ষের বধসাধন পূর্ব্বক ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেবগণ সমীপে স্থাপন করিলেন। শিব-ধর্ম্ম ৪। কূর্ম্ম-পূ-১৬। (৪) হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইলে, হিরণ্যাক্ষ দৈত্যদিগের অধিপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কূর্ম্ম-পূ-১৬। সৌর-২৯। (৫) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণের নাম (ক) অন্ধক, শকুনি, কালনাভ, মহানাভ বিক্রান্ত ও ভূতসন্তাপন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (খ) শকুনি, শম্বর, হৃষ্ট, ভূত সন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ। এই পুত্রগণ দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। গর্গ-বিশ্ব-৩২।

শকুনি দেখ। (গ) উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। বিষ্ণু-১ম-২১। বায়ু-৬৭। (ঘ) শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ। ভাগ-৭স্ক-৯। (ঙ) উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। গরুড়-পূ-৬। (চ) উর্জ্জর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ। ব্রহ্মপু-৩। (৬) হিরণ্যাক্ষ যৌবনকালেই বরাহরূপধারী বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। সেই সময়ে তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৭) হিরণ্যাক্ষের তনয় মহিষাসুর। স্কন্দ-নাগ-১১৯। (৮) সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর হিরণ্যাক্ষ নামে এক দানব পুত্র জন্মে। ইন্দ্রের প্রার্থনায় মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২। (৯) হিরণ্যাক্ষ দানবপতির অনুরোধে পিতামহ এই বিধান করেন যে, ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীতে প্রেতপক্ষে যে কোনও মানব পিতৃগণ উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে, তাহা ভূত, প্রেত ও রাক্ষসদিগের হইবে। তদ্ভিন্ন যাহাদের অপমৃত্যু অথবা রণক্ষেত্রে প্রাণনাশ হইবে, তাহাদের সন্তানগণও যদি ঐরূপ শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহা হইলেও প্রেতগণ তৃপ্তি লাভ করিবে। স্কন্দ-নাগ-২২২। (১০) কালনেমী, হিরণ্যাক্ষ এবং নিশুম্ভ, এই রাক্ষসেরা পাতালের ষষ্ঠ তলে বাস করিতেন। দেবীপু-৮২। (১১) কশ্যপ তনয় হিরণ্যাক্ষ, বৈশ্বানর দানবের কন্যা উপদানবীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) বসুদেবের অনুজ-শ্যামকের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১৩) পাতালের পঞ্চমতলে হিরণ্যাক্ষ

প্রভৃতি দানবগণের বাসভূমি। এই তল শর্করাময় ছিল। বায়ু-৫০। (১৪) যক্ষ মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (১৫) বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ। বায়ু-৯১। মহাভা-অনুশা-৪। যমদূত দেখ। (১৬) হিরণ্যাক্ষ নামে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ ও আত্মা এই ষড় ধাতু হইতেই পুরুষও রোগসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবীপু-১০৮। (১৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু বরাহরূপধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ দানবকে বধ করেন। গরু-পূ-৮৭। (১৮) শুভ বৈশাখ মাসে বিষ্ণু আদি-দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। পদ্ম-পাতা-৫৮।

হিলহিল—দানববিশেষ। সে রসাতলে বাস করিত। দেবীপু-৩।

হিলিমা—ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে উৎপন্না মাতৃকাগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। স্কন্দ ও আয়া দেখ।

হীন—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দেবানীকের পুত্র। হীনের তনয় পারিপাত্র। কল্কি-৩য়-৪। (২) ঐ বংশীয় হীনের তনয় পারিপাত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) পুরূরবার বংশীয় সহদেবের পুত্র হীন। তৎপুত্র জয়সেন। ভাগ-৯স্ক-১৭। সহদেব (১৭ দেখ।

হুণ্ড—(১) দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম অনুচর। বাম-৬৬। (২) বিরোচন নামক এক দানবের পুত্র। সে অশোকসুন্দরী নাম্নী শিব-কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে সেই অশোকসুন্দরী তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, রাজা নহুষের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে। অশোকসুন্দরী এই নহুষকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। অশোকসুন্দরীর শাপে হুণ্ড অতিশয় ভীত হইল এবং আয়ুর তনয় নহুষ জন্মলাভ করিলে, কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু দেবানুগ্রহে নহুষ দানবপুরীহইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় পিতৃসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং নহুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হুণ্ডকে সমরে নিপাতিত করিলেন। পদ্ম-ভূমি-১০৩-১০৮।

হুণ্ডন—কাশীধামে হুণ্ডন ও মুণ্ডন নামক দুই শিবাবতার বরুণানদীর তীরে অবস্থান করিয়া, কাশীধাম রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

হুত—(১) অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৮। শৈশির দেখ। (২) সাবর্ণি মন্বন্তরে আবির্ভূত সুখ নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। সুখ (দেবগণ) দেখ।

হুতবহ—অগ্নির এক নাম। বিভিন্ন পুরাণ।

হুতহব্যবহ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। তাঁহার অন্যতম তনয় হুতহব্যবহ। বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩। মনোহর, শিশির ও ধর দেখ।

হুতাগ্নি—ব্রহ্মার যজ্ঞীয় হোম হইতে উৎপন্ন এক অসুর। সে ব্রহ্মার নিকটে বর লাভ করিয়া, সমুদয় দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুকেও আক্রমণ করে। তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার সাহায্যে হুতাগ্নিকে নিহত করেন। দেবীপু-১১।

হুতাশন—(১) অগ্নির এক নাম। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (২) অন্যতম রুদ্র। রুদ্র (১৬) দেখ। (৩) ঔত্তমি মন্বন্তরে শিব নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। (৪) শ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া, দেবতা ও মহর্ষিগণের অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হইলে তাঁহারা প্রতীকার-প্রার্থী হইয়া চন্দ্রের পরামর্শে হুতাশনের শরণাপন্ন হইলেন। পাবক তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করুন। তাহা-হইলে আপনারা অজীর্ণরোগ হইতে মুক্ত হইবেন। এইরূপে দেব হুতাশনের কৃপায় দেব ও মহর্ষিগণ অজীর্ণরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্ব-প্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। তাহাহইলে ব্রহ্মরাক্ষসগণ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। মহাভা-অনুশা-৯২। (৫) মহেশ্বরের দক্ষিণাঙ্গ হইতে হুতাশন, বায়ু ও ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। দেবীপু-১২৭। (৬) হুতাশনের বাহন মেষ। স্কন্দ-মাহে-অরু-পূ-১০। (৭) ভৃগুমুনি হুতাশনকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলে (ভৃগু ও পুলোমা দেখ) দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া বলিলেন যে, অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ এবং তিনি যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় তিনি কিরূপে সর্ব্বভক্ষ হইবেন? দেবগণের বাক্যে ব্রহ্মা হুতাশনকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন—"তুমি সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপান দেশে তোমার যে সকল শিখা আছে, কেবল তাহারা সর্ব্বভক্ষ হইবে এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে তাহাই কেবল সর্ব্বভক্ষ হইবে। তদ্ভিন্ন, রবিকিরণ সংস্পর্শে যেরূপ সকল বস্তু শুচী হয়, সেইরূপ তোমার শিখাদ্বারা দগ্ধ হইয়া, সকল বস্তু শুচী হইবে।" মহাভা-আদি-৭। (৮) শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে ঘৃত ভোজন করিয়া হুতাশনের অগ্নিমান্দ্যরোগ উপস্থিত হয়। পরে খাণ্ডব বন দহন করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন। মহাভা-আদি-১২৪। অগ্নি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের জন্য বহ্নি, অগ্নি (৯ পৃষ্ঠা) ও অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

হুতাশা—অন্যতম যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

হুতী—দেবী পার্ব্বতীর এক নাম। দেবীপু-১২৭।

হুরশ্চিৎ—আর্য্যগণের বিরোধী এক দল অনার্য্য। ঋক্—৯।৯৮।১১।

হুহু—গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। তিনি দেব সভায় সঙ্গীতাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বিভিন্ন পুরাণ। হূহূ দেখ।

হূঙ্কারহোতি—মাহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

হূঙ্কারী—(১) অন্যতমা মাতৃকা। মাতৃকাগণের তালিকা দেখ। (২) অন্যতমা যোগিনী। যোগিনীগণ দেখ।

হূতি—বিষ্ণুর সপ্তম অবতারে যজ্ঞবরাহ রুচির ঔরসে, হূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১।

হূহূ—গন্ধর্ব্ব হূহূ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। বশিষ্ঠ (৮৯৫ পৃঃ) দেখ। (২) হূহূ নামক গন্ধর্ব্ব আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। বরুণ ও সূর্য্য দেখ। (৩) হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ বরিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (৪) হাহা, হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। (৫) হাহা, হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) তুম্বুরু, হাহা, হূহূ, প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ সূর্য্যদেবের প্রধান গায়ক। কূর্ম্ম-পূ-৪১। উগ্রসেন দেখ।

হৃচ্ছয়—(১) অবভৃথ অগ্নির পুত্র। তিনি প্রাণিগণের জঠরে বাস করেন। এই হৃচ্ছয় জঠরাগ্নির পুত্র মন্যুমান। বায়ু-২৯। (২) প্রাণিগণের জঠরে অবস্থানকারী হৃচ্ছয় অগ্নি 'পাবক' অগ্নির পুত্র। ব্রহ্মা-৩০।

হৃদয়—অগ্নি বিশেষ। নামান্তর হৃচ্ছয়। মৎ-৫১।

হৃদিক—(১)—যদুবংশীয় ভোজ প্রতিক্ষেত্রের তনয় হৃদিক। তাঁহার পুত্র কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বলজাত, কনীয়ক ও করন্তক। মৎ-৪৪। (২) যদুবংশীয় স্বয়ংভোজের পুত্র হৃদিক। তাঁহার আত্মজ কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা। হরি-হরি-৩৮। (৩) যাদব ভোজের তনয় হৃদিক। তাঁহার কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, ভীষণ প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অগ্নি-২৭৫। (৪) স্বয়ংভোজের তনয় হৃদিক। তাঁহার দশ পুত্র। তাঁহাদের নাম। কৃতবর্ম্মা, কৃত, শতধন্বা, দেবার্হ, বলার্হ, ভিষক, দ্বৈরথ, সুদান্ত, ধিতান্ত, নকবান ও কনকধর। বায়ু-৯৬। (৫) ভোজের তনয় হৃদিক। তাঁহার পুত্র কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, সুভানু, ভীষণ, অজাত, বিজাত, করক ও করন্ধম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৬) স্বয়ংভোজের তনয় হৃদিক। তাঁহার পুত্র

কৃতবর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কূর্ম্ম-পূ-২৪। গরু-পূ-১৪৩। মহাভা আদি-৬৩। (৭) ভোজের তনয় হৃদিক তাঁহার তিন পুত্র দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্ম্মা। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৮) হৃদিক কুবেরের অংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫।

হৃদ্য—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭।

হৃল্লেখা—তন্ত্রোক্ত অন্যতমা শক্তি। তন্ত্রঃ-১৮৫ পৃঃ। বেগবতী দেখ।

হৃষিকেতু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রসিদ্ধ সগর নৃপতির অন্যতম পুত্র। সগর দেখ।

হৃষীকেশ—১) নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর এক নাম। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। (৩) তন্ত্রোক্ত অন্যতম ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তি। তন্ত্রঃ ২৩৮ পৃঃ। (৪) কাশীধামে বাসুদেবের যে হৃষীকেশমূর্ত্তি অবস্থিত, তাহার হস্তে পূর্ব্বানুক্রমে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম সুশোভিত। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

হৃষেয়ু—পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ঔচেয়ু ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

হৃষ্ট—দানবপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথু-১, বিশ্ব-৩২।

হৃষ্টা—সীতার রোমকূপ হইতে উদ্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। অদ্ভু-রামা-২৩। সীতা (২) দেখ।

হৃষ্টৌজা—সহস্র বদন রাবণের অন্যতম পুত্র। অদ্ভু-রামা-১৯। রাবণ দেখ।

হেতা, হেতি, হেতৃ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অন্যতম দানব। তাঁহার ভ্রাতার নাম প্রহেতা। এই দানব ভ্রাতৃদ্বয় দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে, দেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হন। তখন নারায়ণ দানব ভ্রাতৃদ্বয়কে সমরে পরাজিত করিলে, তাঁহারা নারায়ণের অনুগত হইয়া পড়িলেন। বরা-১০। প্রহেতা দেখ। (২) হেতি, প্রহেতি ভ্রাতৃদ্বয় রাক্ষসগণের অধিপতি হইয়াছিলেন। হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ। রামা-উত্ত-৪। প্রহেতি দেখ। (৩) হেতি নামক রাক্ষস চৈত্র-মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। রথকৃৎ দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্ম-তনয় হেতি সুদারুণ তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকটে এই বর লাভ করেন যে, তিনি দেব, দৈত্য, নর, বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, দেব কৃষ্ণ ও ঈশান এবং চক্রাদি অস্ত্রেরও অবধ্য হইবেন। এই বরে বলীয়ান্ হইয়া হেতি দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, দেব-গণের প্রার্থনায় বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করেন। বায়ু-১০৯। (৫) দেবাসুর যুদ্ধে বরুণের সহিত হেতির যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৬) হেতিপ্রমুখ দ্বাদশ-জন রাক্ষস সূর্য্যদেবের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ প্রহেতি ও সূর্য্য দেখ।

হেতু—যাতুধানাত্মজ রাক্ষসদিগের অন্যতম। বায়ু-৬৯। যাতুধানা, বাত ও আপ দেখ।

হেতুক—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ক্ষেত্রপাল-দিগের অন্যতম। কালিকা-৬৩।

হেতুবাদ—মদনের অন্যতম অনুচর। সৌর-৩০।

হেম—(১) যযাতিবংশীয় উষদ্রথের পুত্র। তাঁহার তনয় সুতপা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (২) হেমের পুত্র বলি। বায়ু-৯৯। বলি দেখ। (৩) জনৈক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মহামুনি। দেবীপু-১১০। সুষেণ, যজন, রুদ্র ও সামক দেখ। (৪) যযাতিবংশীয় রুষদ্রথের তনয় হেম। তৎপুত্র সুতপা। গরু-পু-১৪৩।

হেমক—(১) রাক্ষস বিশেষ। পাতালের তৃতীয় তলে সে বাস করিত। মৎ-৫০। মণিমন্ত্র দেখ। (২) তামস মনুর অধিকার কালে আবির্ভূত সপ্তর্ষি-দিগের অন্যতম। গরু-পূ-৮৭। তামস মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

হেমকান্ত—একজন বঙ্গদেশীয় নৃপতি। তিনি একবার মৃগয়ায় গমন করিয়া অনেক শতর্চ্চি নামক সংশিত-ব্রত ঋষিগণের আশ্রমে উপনীত হন। ঋষিগণ তখন ধ্যানস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া হেমকান্ত মুনিগণের তিন শত শিষ্যকে বধ করেন। হেমকান্তের পিতা কুশকেতু তাহা জানিতে পারিয়া, পুত্রকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। হেম-কান্ত অরণ্যে গমন করিয়া, ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করেন। তৎফলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আশ্রয় করেন। কিন্তু তিনি ঐ সময়ে ত্রিত নামক মুনিকে পলাশপত্র নির্ম্মিত ছত্র দান করিয়া, তাঁহার আতপ-তাপ নিবারণ করেন। এই পুণ্যফলে হেমকান্ত সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১০।

হেমকুক্ষি—জনৈক আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বজ্ঞ মুনি। দেবীপু-১১০। সুষেণ ও হেম দেখ।

হেমকূট—বানর বিশেষ। বরুণের অংশে তাঁহার জন্ম হয়। রামা-লঙ্কা-৩০

হেমকুণ্ডল—(১) বিদ্যাধর বিশেষ। তিনি একবার আকাশগঙ্গায় স্নাননিরত ককুথ মুনির পাদ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে জলমধ্যে লইয়া যান। তাহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কুম্ভীর যোনিতে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া অভি-শাপ প্রদান করেন। পরে বিদ্যাধরের কাতর প্রার্থনায় এই বিধান দিলেন যে, গরুড়ের তুণ্ডাঘাতে তাঁহার মুক্তি হইবে। গর্গ-বিশ্ব-৪০। (২) জনৈক বিষ্ণুভক্ত বৈশ্য। পদ্ম-স্বর্গ-১৫।

হেমগর্ভ—ব্রহ্মার এক নাম। শিব ও ব্রহ্মা (১৫৭) এবং (১৯৪) দেখ

হেমগুহ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

হেমগৌরাঙ্গী। মোহিনী নাম্নী এক বেশ্যা জন্মান্তরে কেরল রাজার কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার তখন নাম হয় হেমগৌরাঙ্গী। পদ্ম-উত্ত ২২০,২২১। মোহিনী দেখ।

হেমচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিশালের পুত্র। তাঁহার তনয় সুচন্দ্র। রামা-আদি-৪৭। বায়ু-৮৬। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (২) হেমচন্দ্রের পুত্র চন্দ্র। গরু-পূ-১৪২। (৩) হেমচন্দ্রের তনয় ধূম্রাক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২।

হেমধর্ম্ম—রাজা হেমধর্ম্মের কন্যা বরা অবীক্ষিতের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মার্ক-১২২। মাল্যবতী দেখ।

হেমনেত্র—অন্যতম যক্ষ। মহাভা-সভা-১০।

হেমপ্রভা—(১) বল্লভ নামক এক ধনীর পত্নী। সে অতি পাপাচারিণী ছিল। একদিন তাহার স্বামী তাহাকে প্রহার করায়, সে ক্রুদ্ধ হইয়া অনাহারে রহিল। সেই দিন সর্ব্বপাপনাশন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন একাদশী ছিল। ঐ দিন আহার্য্য গ্রহণ না করায়, তাহার উপবাসের ফল-লাভ হয় এবং মরণান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করে। পদ্ম-স্বর্গ-৪৪। (২) মণিভদ্র নামক এক নৃপতির মহিষী। পদ্ম-ক্রিয়া-৬। যশোভদ্র দেখ।

হেমপ্রভাবতী—শ্রীধর নামক এক নর-পতির মহিষী। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার নাম ছিল শঙ্করী। পদ্ম-ব্রহ্ম-৫। শ্রীধর দেখ।

হেমবর্ণ—পন্নগভোজী গরুড়াত্মজ-দিগের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

হেমমালী—(১) যক্ষরাজ কুবেরের অন্যতম পুষ্পচায়ক। সে একবার অনবধানতাবশতঃ যথাকালে যক্ষপতির শিবপূজার জন্য পুষ্প লইয়া যায় নাই। তজ্জন্য কুবেরের শাপে সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। পরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পরামর্শে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে যোগিনীব্রত আচরণ করিয়া, রোগমুক্ত হয়। পদ্ম-উত্ত-৫২ (২) হেমমালী অতিশয় শিব-ভক্ত ছিল। সে মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা করে যে, পরিপূর্ণতম অবতার কৃষ্ণ যেন তাহার গৃহে আগমন করেন এবং সে যেন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই হেমমালীই দ্বাপরে মথুরায় সুদামা রূপে জন্মগ্রহণ করে। গর্গ-মথু-১০। (৩) নলকুবর নামক অসুরের সারথি। গর্গ-বিশ্ব-২৪।

হেমমুকুট—যক্ষরাজ কুবেরের অন্যতম অনুচর। গর্গ-বিশ্ব-২৩।

হেমরথ—(১) ভরতবংশীয় কেতু-মানের পুত্র। তাঁহারই নামান্তর দিবো-দাস। তাঁহার পুত্র প্রতর্দ্দন। অগ্নি-২৭৮। (২) দেবজনীর গর্ভজাত যক্ষ-মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ। (২) মগধরাজ হেমরথ দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্র ভদ্রায়ু কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৩।

হেমসদন—মগধদেশে হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে বুধ নামে এক রাজার জন্ম হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

হেমা—(১) অপ্সরাবিশেষ। ময়-দানব তাহার প্রতি আসক্ত হইলে, ইন্দ্র ময়দানবকে বধ করেন। রামা-কিষ্কি-৫১। (২) ময়দানব হইতে হেমার গর্ভে রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী জন্ম গ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-১২। (৩) হেমা লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা ছিলেন। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

হেমাঙ্গ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন রাজা। তিনি ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে গো ভূমি, তিল এবং হিরণ্য দান করেন। কিন্তু কখনও কাহাকেও জল দান করেন নাই। এই পাপে তিনি বিভিন্ন ইতরপ্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক জন্মের পর মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৬; বৈশা ৬।

হেমাঙ্গদ—চম্পাবতী পুরীর অধি-পতি। প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, তিনি করপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অনিরুদ্ধও যখন যজ্ঞাশ্ব লইয়া তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হন, তখন হেমাঙ্গদ প্রথমে যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। পরে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া,বশ্যতা স্বীকার করিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১২; অশ্ব-১৬, ৩৫। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোচনার গর্ভে হেমাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। রোচনা ও বসুদেব দেখ।

হেরম্ব—(১) এক জন শিব ভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি শিব পূজার ফলে শিব লোক প্রাপ্ত হন। পদ্ম-উত্ত-২২২। (২) গণেশের এক নাম।

হৈমনি—বিক্রান্ত নামক নরপতির মহিষী। মার্ক-৭৬। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩।

হৈমবতী—(১) হিমালয়ের কন্যা বলিয়া দেবী পার্ব্বতীর এক নাম হৈম-বতী। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের কন্যা। তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত প্রসেনজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৩) ব্রহ্মার মুখ-জাত অর্দ্ধ নারীমূর্ত্তির এক নাম। বায়ু-৯। ব্রহ্মা-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (২৯) দেখ। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতা-শ্বের অন্যতমা পত্নী, তাঁহার গর্ভে প্রসেন-জিৎ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল হৈমবতী। মহাভা-মৌষল-৭। (৬) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পত্নীর নাম ছিল হৈমবতী। মহাভা-উদ্-১১৬।

হৈহয়—(১) যদুবংশীয় সহস্রদের অন্যতম পুত্র। তাঁহার তনয় ধর্ম্মনেত্র। হরি-হরি-৩৩। (২) যদুবংশীয় শত-জিতের তনয় হৈহয়। তৎপুত্র ধর্ম্মনেত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৩) অশ্বিনীরূপ ধারিণী লক্ষ্মীর গর্ভে অশ্বরূপধারী বিষ্ণু হইতে

যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নৃপতি তুর্ব্বসু গ্রহণ করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন। এই পুত্রের নাম হয় একবীর অথবা হৈহয়। দেবীভা-৬স্ক ১৭-২৩। হয়গ্রীব, লক্ষ্মী ও একবীর দেখ। (৪) যদুবংশীয় শতজিতের তনয় হৈহয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধর্ম্মনেত্র। কূর্ম্ম-পূ-২২। ভাগ-৯স্ক-২৩ গরু-পূ-১৪৩। লি-পূ-৬৮। সৌর-৩১। (৫) শতজিতের পুত্র হৈহয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মতন্ত্র। বায়ু-৯৫। ভোজ দেখ। (৬) অতুল পরাক্রমশালী হৈহয় প্রভৃতি নৃপতিগণ যখন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হন, তখন বিষ্ণু জামদগ্ন্য অবতারে উহা-দিগকে বিনাশ করেন। কল্কি-২য়-৩। (৭) হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাহু নৃপতিকে পরাজয় করিয়া, রাজ্যহইতে বিতাড়িত করেন। পরে বাহুরাজের পুত্র প্রসিদ্ধ সগর নৃপতি পুনরায়, তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। মহাভা-বন-১০৫। শিব-ধর্ম্ম-৬১। বৃহন্না-৭। বাহু ও সগর দেখ। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শর্য্যাতির পুত্র বৎস। তাঁহার পুত্র তালজঙ্ঘ ও হৈহয়। এই হৈহয়েরই নামান্তর বীতহব্য। মহাভা-অনুশা-৩০। তালজঙ্ঘ ও বীতহব্য দেখ। (৯) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয়দিগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হৈহয়বংশীয়দিগের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তাঁহা-দের পুরোহিত ভার্গবদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলেন। ভার্গবগণ অতিশয় ধনলোভী ছিলেন। তাঁহারা কোনও মতে হৈহয়গণকে ধনদান করিতে সম্মত হইলেন না। তখন হৈহয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভার্গবগণকে সংহার-পূর্ব্বক তাঁহাদের ধনসম্পত্তি সকল লুণ্ঠন করিলেন। দেবীভা-৬স্ক ১৬-১৮। (১০) হয়রূপধারী বিষ্ণু ও অশ্বারূপ-ধারিণী লক্ষ্মী হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার এক নাম ছিল হৈহয়। এই কারণে ঐ বংশেরও নাম হয় হৈহয়। হয়গ্রীব, লক্ষ্মী (১১) ও তুর্ব্বসু দেখ।

হোড়—মুনিবিশেষ। পদ্ম-উত্ত-১০৮।

হোত্রক—পুরূরবার বংশীয় কাঞ্চন নৃপতির পুত্র। তাঁহার তনয় জহ্নু। এই জহ্নুই এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৫।

হোত্রবাহন—একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। মহাভা-বন-২৬।

হোত্রা—হোম নিষ্পাদক অগ্নির পত্নীর নাম হোত্রা। ঋক্-১।২২।১০।

হোম—(১) তামস মন্বন্তরে আবি-র্ভূত সুখ নামক দেব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। (২) যযাতি বংশীয় রুষদ্রথের পুত্র, তাঁহার তনয় সুতপা। ভাগ-৯স্ক-২৩। হেম দেখ।

হ্রদ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম

পুত্র হ্রদ। তৎসুত হ্রাদ। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। তাঁহার তনয় হ্রদ। অগ্নি-১৯। আয়ুস্মান দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর তনয় হ্রদ। তাঁহার পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। (৪) হ্রাদের পুত্র হ্রদ। তাঁহার আত্মজ মায়াবী, শিব ও কাল। ব্রহ্মপু-৩।

হ্রদেচক্ষু — উর্ব্বশীর সহচরী অন্যতমা অপ্সরা। ঋক্-১০।৯৫।৬। আপ দেখ।

হ্রসন—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

হ্রস্ব—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। রুক্মিণী ও “শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ” দেখ।

হ্রস্বকর্ণ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। হনুমান কর্তৃক লঙ্কা দহন কালে তাঁহার গৃহও ভস্মীভূত হয়। রামা-সুন্দরা-৬,৫৪।

হ্রস্বরোমা—(১) জনকবংশীয় স্বর্ণরোমার পুত্র। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ। এই সীরধ্বজই সাধারণতঃ জনকরাজ নামে পরিচিত হন। রামা-আদি-৭১। বায়ু-৮৯। বিষ্ণু-৪র্থ ৫। গরু-পূ-১৪২। ভাগ-৯স্ক-১৩।

হ্রাদ—(২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। তাঁহার তনয় হ্রদ। ব্রহ্মপু-৩। হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লদ। তাঁহার পুত্র হ্রাদ। বায়ু-৬৭। (৩) হ্রাদের পুত্র মূক। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। হ্লাদ দেখ। (৪) অন্যতম নাগ। মিশ্রী দেখ।

হ্রী—(১) বিষ্ণু যখন দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন হ্রী নাম্নী তাঁহার লজ্জাশক্তি ভদ্রারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৩। (২) লক্ষ্মীর অন্যতমা সহচরী স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৮।

হ্রীমতী—তম নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা। সুবাহু নামক গন্ধর্ব্ব তাহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

হ্রীমান—শ্রাদ্ধভগার্হবিশ্বদেবগণ দেখ। মহভা-অনু-২১।

হ্লদ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। তাঁহার তনয় হ্রাদ ও নিসুন্দ। বায়ু-৬৭। হ্রদ দেখ।

হ্লাদ - (১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৬। হরি-হরি-৩। সৌর-২৮। (২) হ্লাদের ভার্য্যা ধমনী এবং পুত্র ইল্বল ও বাতাপি। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৩) হ্লাদের পুত্র হ্রদ। অগ্নি-১৯। হ্রাদ ও হ্রদ দেখ।

হ্লাদিনী—যে ষোড়শজন নদী অগ্নির পত্নী ছিলেন, হ্লাদিনী তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

সম্পূর্ণ।